আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ : ১

প্রথম খণ্ড

চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, বৃদ্ধবাগ্‌ভট, হারীত, আত্রেয়-সংহিতা, চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ, শার্ঙ্গধর, সারসংগ্রহ, সারকৌমুদী, পরিভাষা, রত্নাবলী, ভৈষজ্য রত্নাবলী, *চিকিৎসাক্রমকল্পবল্লী, চিকিৎসাধাতুসার, যোগতরঙ্গিনী, যোগচিন্তামণি,* প্রয়োগচিন্তামণি, যোগরত্নাকর, বৃন্দসংগ্রহ, রসরত্নাকর, রসরত্নসমুচ্চয়, রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, রসেন্দ্রচিন্তামণি, বীরসিংহাবলোকন, অমৃতসাগর, কুটমুদ্গার ও নাড়ীবিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ কায়-চিকিৎসা, অগদতন্ত্র, শল্যতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র এবং বাজীকরণতন্ত্র

হইতে

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কর্ত্তৃক

সংগৃহীত অনূদিত ও পরিবর্দ্ধিত

দীপায়ন

২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৯

মহামতি চরকাচার্য ও সুশ্রুতাচার্য

সশ্রদ্ধ স্মরণ

দীপায়ন-এর আয়ুর্বেদ বিষয়ক চিরায়ত গ্রন্থাবলী

প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ ও রসায়নচিন্তা
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

চিকিৎসা সংগ্রহ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)
শার্ঙ্গধর

রসেন্দ্র সার-সংগ্রহ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)
আচার্য্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

চক্রদত্ত (সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)
শ্রীচক্রপাণি দত্ত

ভাব প্রকাশ (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ৪ খণ্ড)
আচার্য্য ভাবমিশ্র

অষ্টাঙ্গ হৃদয় (সরল বঙ্গানুবাদে ২ খণ্ড)
মহর্ষি বাগ্ ভট্টাচার্য্য

আয়ুর্বেদ শিক্ষা (৪ খণ্ড)
আয়ুর্বেদাচার্য্য অমৃতলাল গুপ্ত

রসরত্ন সমুচ্চয় (সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)
আচার্য্য বাগ্ ভট্টাচার্য্য

সুশ্রুত সংহিতা (সরল বঙ্গানুবাদে ৪ খণ্ড)
মহর্ষি সুশ্রুতাচার্য্য

রসার্ণব (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ১ খণ্ড)
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্পাদিত

নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ (সরল বঙ্গানুবাদ)
মহর্ষি কণাদ

সরল পারিবারিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসা (সরল বাংলায় ১ খণ্ড)

ভৈষজ্য রত্নাবলী (মূল সংস্কৃত ও সরল বঙ্গানুবাদে ৩ খণ্ড)
ভিষগ্বর গোবিন্দদাস বিশারদ

প্রকাশকের কথা

আশ্চর্য বোধ হলেও এ কথা সত্য যে প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীব্যাপী সুপরিজ্ঞাত ভারতবর্ষের অন্যতম গর্বের বিষয় আয়ুর্বেদ কায়-চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার অমূল্য গ্রন্থাবলী বাংলাভাষায় আগে নানা সময়ে প্রকাশিত হলেও অধুনা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। একালে বঙ্গদেশে প্রাজ্ঞ আয়ুর্বেদাচার্য ও শাস্ত্রবিদ্ পুস্তকপ্রণেতাগণ এবং বিভিন্ন চিকিৎসাকেন্দ্র, শিক্ষা ও গবেষণাকেন্দ্র সক্রিয় থাকলেও মূল পুস্তকসমূহের বঙ্গানুদিত সংস্করণের অভাবে গবেষক, চিকিৎসক ও আগ্রহী পাঠকদের বিশেষ অসুবিধার কারণ ঘটেছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসার শিক্ষা, প্রচার, প্রসার ও গবেষণা সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নানান আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এ কারণে খুবই ব্যাহত হচ্ছে। সেজন্য গুণী চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীদের অনুরোধক্রমে বিগত কয়েক বছর যাবৎ আমরা এই বিষয়ে মূল্যবান পুস্তকগুলির পুর্নমুদ্রণ-সহ যুগোপযোগী সম্পাদনা করে সংস্কৃতে লিখিত অননুদিত প্রয়োজনীয় গ্রন্থগুলির সরল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করার বিশেষ চেষ্টা করছি।

এ পর্যন্ত কিছু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যেমন ভিষগ্বর গোবিন্দদাস কবিরাজের 'ভৈষজ্য রত্নাবলী', শার্ঙ্গধরের 'চিকিৎসা সংগ্রহ', মহামুনি কণাদের 'নাড়ীবিজ্ঞান ও নাড়ীপ্রকাশ', আচার্য গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের 'রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ', কবিরাজ অমৃতলাল গুপ্তের 'আয়ুর্বেদ শিক্ষা', মহর্ষি বাগ্‌ভটের 'অষ্টাঙ্গহৃদয়' ইত্যাদি। এখন সেই তালিকায় বঙ্গীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্ কবিরাজদ্বয় উপেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'আয়ুর্বেদ সংগ্রহ' চার খণ্ডে বিন্যস্ত করে প্রকাশিত হল। এই মহৎ গ্রন্থটি উভয় কবিরাজ ও তাঁদের পারিবারিক আয়ুর্বেদ কালেজের সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক ও গুণী শাস্ত্রবিদ্ চিকিৎসকদের বহুকালের প্রয়াস, পরিশ্রম ও গবেষণার সুফল। এই বিশাল গ্রন্থ সম্পাদনে তাঁরা

প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদ কোষগ্রন্থসমূহের সার সংকলিত করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং বলা উচিত সে কাজে বহুলাংশে সফলও হয়েছিলেন। আয়ুর্বেদের অষ্ট অঙ্গের পরিচয় এবং ব্যবহারিক চিকিৎসাপদ্ধতির বিবরণ তাঁরা এই গ্রন্থে সংস্কৃত শ্লোক-সহ সরল বঙ্গানুবাদে সংকলিত করায় আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদ্, শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে। এই মহাগ্রন্থটি বহুকাল অপ্রাপ্য থাকায় আমরা অন্যান্য মূল গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণ করার সঙ্গে-সঙ্গে এই গ্রন্থটিও পুনঃপ্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। প্রকাশকালে এই গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ বিচার করে আমরা একটি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত পাঠ প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থাবলীর মতোই সাগ্রহে ও সানন্দে সম্পাদনার এই গুরুভার কাজ করে দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় বৈদ্যাচার্য কালীকিঙ্কর সেনশর্মা ও আয়ুর্বেদাচার্য সত্যশেখর ভট্টাচার্য। তাঁরা আমাদের ধন্যবাদার্হ।

যে-সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে আমরা হাত দিয়েছি, সেখানে আপনাদের উপদেশ সাহচর্য ও সহযোগিতাকে পাথেয় করেই আমরা অগ্রসর হতে চাই। প্রকাশিত গ্রন্থগুলি সকলের প্রয়োজন সাধন করলে আমাদের এই আয়াসসাধ্য কর্ম যথার্থই সিদ্ধ হয়েছে বলে বোধ করব।
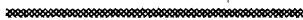
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

রোগবিনিশ্চয় ও রোগের চিকিৎসা, এই দুইটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাই আয়ুর্ব্বেদশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য এবং রোগশান্তিই ইহার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনসাধনার্থেই কী আমাদের এই বঙ্গদেশে, কী হিন্দুস্তানে, কী উড়িষ্যায়, কী দাক্ষিণাত্যে, ভারতের সর্ব্বত্রই আয়ুর্ব্বেদধ্যায়ী ছাত্রগণ প্রথমেই রোগবিনিশ্চয় (মাদবনিদান) এবং চক্রদত্ত, শার্ঙ্গধর, রসেন্দ্রসার ও রসেন্দ্রচিন্তামণি প্রভৃতি সংগ্রহ-চিকিৎসাগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তজ্জন্যই আমরা সাধারণ রুচি অনুসারে এবং প্রয়োজনবোধে চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, হারীত, ক্ষারপাণি, আত্রেয়-সংহিতা, ভাব প্রকাশ, চক্রদত্ত, শার্ঙ্গধর, পরিভাষা, সারকৌমুদী, প্রয়োগামৃত, প্রয়োগচিন্তামণি, ভৈষজ্য রত্নাবলী, রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্নাকর ও বিবিধ শল্যতন্ত্র হইতে চিকিৎসা-বিষয়ক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয়া এই **আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ** নামক গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিলাম। ইহাতে প্রথমে চিকিৎসোপযোগী সমস্ত পরিভাষা ও ধাত্বাদির শোধন, জারণ, মারণ ও মারণোপযুক্ত পুটপ্রকার, যন্ত্রসকলের প্রতিরূপ, সুশ্রুতোক্ত ৩৭টি গণ ও সংশমনবর্গ, চরক-কৃত 'দশেমানি' অর্থাৎ জীবনীয়, বৃংহণীয়, স্বেদোপগ, বমনোপগ, বিরেচনোপগ, আস্থাপনোপগ, অনুবাসনোপগ ও শিরোবিরেচনোপগ প্রভৃতি দশাত্মক ৫০টি কষায়, এতদ্ভিন্ন সর্ব্বরোগের অব্যভিচরিতকারণ-বাতাদি দোষের স্বরূপ, প্রকোপণ, প্রশমন ও কার্য্য; রসরক্তাদি সপ্ত ধাতুর ও ওজঃপদার্থের স্বরূপ, স্থান, কার্য্য ও উৎপত্তি প্রকার এবং দ্রব্যাশ্রিত ষড়্‌বিধ রসের, বিংশতিপ্রকার গুণের, দ্বিবিধ বীর্য্যের, ত্রিধা বিপাকের ও প্রভাবাদির বিষয় অতি বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক আমাদের এই **আয়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহ** অধ্যয়ন করিবেন তাঁহাদিগকে আর কোন রোগের চিকিৎসার জন্য অন্য কোন গ্রন্থের সাহায্য লইতে হইবে

না, এই গ্রন্থপাঠে তাঁহারা অনায়াসে ও অকুণ্ঠিতভাবে সকল রোগের চিকিৎসা এবং সর্ব্বপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইবেন।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে শাস্ত্রজ্ঞ ও দৃষ্টকর্ম্মা ভিষক্শ্রেষ্ঠ অস্মৎসহোদর শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ এই পুস্তকের বিষয়-নির্ব্বাচন, সঙ্কলন ও অনুবাদাদি সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ সাহায্য করিয়াছেন।

অতি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে এ স্থলে বক্তব্য যে সুযোগ্য আয়ুর্ব্বেদাধ্যাপক আয়ুর্ব্বেদ-বিশারদ পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় এই পুস্তকের সঙ্কলন ও অনুবাদ বিষয়ে যে-অসাধারণ পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। বন্ধুপ্রবর ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কবিরত্ন কাব্যচঞ্চু মহাশয়ের নিকট যে-অসাধারণ উপকার পাইয়াছি, তাহা আজীবন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ রাখিব। লব্ধোপাধিক ছাত্র এবং প্রতিপন্ন চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বরদাচরণ গুপ্ত কবিরাজ, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঘোষ কবিরত্ন, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দাশগুপ্ত বৈদ্যরত্ন, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ধন্বন্তরি ও শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দেবগুপ্ত বৈদ্যরত্ন, ইঁহারা এবং শ্রীমান্ নৃত্যগোপাল সেনগুপ্ত, শ্রীমান্ রামশরণ সেনগুপ্ত ও শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র সেবনগুপ্ত প্রভৃতি ছাত্রগণ এই পুস্তকের সংগ্রহ ও সংশোধন বিষয়ে যে-সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আমরা কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ

শকাব্দ ১৮১৪, ২০শে কার্ত্তিক।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক

আয়ুর্ব্বেদ সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড

ব্রহ্মাদক্ষদিবোদাসানশ্বিনৌ চ শচীপতিম্।
চরকাদীন্ মুনীন্ সর্ব্বান্ গ্রন্থাদৌ প্রণমাম্যহম্।।

আয়ুর্ব্বেদস্য লক্ষণমাহ

আয়ুর্হিতাহিতং ব্যাধের্নিদানং শমনং তথা। বিদ্যতে যত্র বিদ্বদ্ভিঃ স আয়ুর্ব্বেদ উচ্যতে।।

যে-শাস্ত্র দ্বারা আয়ুর হিতাহিত এবং রোগসমূহের নিদান ও প্রশান্তির উপায় অবগত হওয়া যায়, সেই শাস্ত্রকে পণ্ডিতগণ আয়ুর্ব্বেদ বলেন।

আয়ুর্ব্বেদস্য নিরুক্তিমাহ

অনেন পুরুষো যস্মাদায়ুর্বিন্দতি বেত্তি চ। তস্মান্মুনিবরৈরেষ আয়ুর্ব্বেদ ইতি স্মৃতঃ।।

শরীরজীবয়োর্যোগো জীবনং তেনাবচ্ছিন্নঃ কালঃ—আয়ুঃ। আয়ুর্ব্বেদদ্বারায়ুষ্যাণ্যনায়ুষ্যাণি দ্রব্যগুণ-কর্ম্মাণি জ্ঞাত্বা, তেষাং সেবনত্যাগাভ্যামারোগ্যেণায়ুর্বিন্দতি তেনৈব হেতুনা পরস্যাপ্যায়ুর্ব্বেত্তি চ।

এই শাস্ত্র দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ হয় এবং আয়ুর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে বলিয়া মুনিগণ ইহাকে আয়ুর্ব্বেদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ দ্বারা আয়ুষ্কর ও অনায়ুষ্কর দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মসকল জ্ঞাত হইয়া তাহাদের দ্রব্যাদি সেবন ও ত্যাগ দ্বারা অর্থাৎ আয়ুষ্কর দ্রব্যাদি সেবন ও অনায়ুষ্কর দ্রব্যাদি পরিত্যাগ দ্বারা দীর্ঘায়ুপ্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই উপায়ে অপরেরও আয়ু জানিতে পারা যায়। শরীর ও জীবের যোগকে জীবন কহে এবং যোগাবচ্ছিন্ন কালকে আয়ু কহা যায়।

ক্রমমাহ—

তত্রাদৌ ব্রহ্মণঃ প্রাদুর্ভাবঃ

বিধাতাথর্ব্বসর্ব্বস্বমায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়ম্। স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে লক্ষশ্লোকময়ীমৃজুম্।। ততঃ প্রজাপতিং দক্ষং দক্ষং সকলকর্ম্মসু। বিধিধীনীরধিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমুপাদিশৎ।।

ব্রহ্মা অথর্ব্ববেদের সর্ব্বস্ব আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রকাশ করিবার নিমিত্ত স্বনামে (ব্রহ্মসংহিতা নামে) লক্ষ শ্লোকবিশিষ্ট একখানি ঋজু আয়ুর্ব্বেদ-সংহিতা রচনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর তিনি সকল কর্ম্মদক্ষ এবং অপ্রতিম বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন দক্ষ প্রজাপতিকে সমুদয় আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ প্রদান করেন।

দক্ষ প্রাদুর্ভাবঃ

অথ দক্ষঃ ক্রিয়াদক্ষঃ স্বর্ব্বৈদ্যৌ বেদমায়ুষঃ। বেদয়ামাস বিদ্বাংসৌ সূর্য্যাংশৌ সুরসত্তমৌ।।

তৎপরে কার্য্যদক্ষ দক্ষপ্রজাপতি, সূর্য্যাংশসম্ভূত, বিদ্বান্, সুরসত্তম অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

অশ্বিনীসুত প্রাদুর্ভাবঃ

দক্ষাদধীত্য দস্রৌ বিতনুতঃ সংহিতাং স্বীয়াম্। সকলচিকিৎসকলোক-প্রতিপত্তিবিবৃদ্ধয়ে ধন্যাম্।।

দক্ষের নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয় আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসকসমূহের জ্ঞানবর্দ্ধনের নিমিত্ত স্বনামে (অশ্বিনীকুমারসংহিতা নামে) একখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন।

স্বয়ম্ভুবঃ শিরশ্ছিন্নং ভৈরবেণ রুষাথ তৎ। অশ্বিভ্যাং সংহিতং তস্মাৎ তৌ জাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ।।
দেবাসুররণে দেবা দৈত্যৈর্যে সক্ষতাঃ কৃতাঃ। অক্ষতাস্তে কৃতাঃ সদ্যো দস্রাভ্যামদ্ভুতং মহৎ।।

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে ভৈরব ক্রোধান্বিত হইয়া ব্রহ্মার মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমার-দ্বয় ঐ ছিন্ন মস্তক পুনঃসংযোজিত করেন; এই কারণে তদবধি তাঁহারা যজ্ঞাংশভাগী হন। আর মহৎ অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যে দেবাসুর-যুদ্ধে যে-সকল দেবতা দৈত্যগণ কর্ত্তৃক ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারদ্বয় অসাধারণ ক্ষমতার প্রভাবে সদ্যই তাঁহাদিগকে অক্ষত করিয়াছিলেন।

বজ্রিণোঽভূদ্‌ভুজস্তম্ভঃ স দস্রাভ্যাং চিকিৎসিতঃ। সোমান্নিপতিতশ্চন্দ্রস্তাভ্যামেব সুখীকৃতঃ।।

বজ্রধারী ইন্দ্র ভুজস্তম্ভরোগগ্রস্ত এবং চন্দ্র সোমমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া প্রপীড়িত হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসা করিয়া এই উভয়কে সুস্থ করিয়া দেন।

বিশীর্ণা দশনাঃ পুষ্ণো নেত্রে নষ্টে ভগস্য চ। শশিনো রাজযক্ষ্মাভূদশ্বিভ্যাং তে চিকিৎসিতাঃ।।

সূর্য্যের দন্তরোগ, ভগদেবের নেত্ররোগ ও চন্দ্রের রাজযক্ষ্মা হইয়াছিল। ইঁহারাও অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছিলেন।

ভার্গবশ্চ্যবনঃ কামী বৃদ্ধঃ সন্ বিকৃতিং গতঃ। বীর্য্যবর্ণস্বরোপেতঃ কৃতোঽশ্বিভ্যাং পুনর্যুবা।।

ভৃগুপুত্র বৃদ্ধ চ্যবন অতিশয় ইন্দ্রিয়াসক্তিবশত বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে অশ্বিনীকুমারদ্বয় কর্ত্তৃক চিকিৎসিত হইয়া বল বর্ণ ও স্বর লাভ করিয়া পুনর্ব্বার যৌবনপ্রাপ্ত হন।

এতৈশ্চান্যৈশ্চ বহুভিঃ কর্ম্মভির্ভিষজাং বরৌ। বভূবতুর্ভৃশং পূজ্যাবিন্দ্রাদীনাং দিবৌকসাম্।।

এতাদৃশ বহুবিধ অসাধারণ কার্য্য দ্বারা স্বর্গবৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অত্যন্ত পূজনীয় হইয়াছিলেন।

ইন্দ্রপ্রাদুর্ভাবঃ

সংদৃশ্য দস্রয়োরিন্দ্রঃ কর্ম্মাণ্যেতানি যত্নবান্। আয়ুর্ব্বেদং নিরুদ্বেগঃ তৌ যযাচে শচীপতিঃ।। নাসত্যৌ সত্যসন্ধেন শত্রেণ কিল যাচিতৌ। আয়ুর্ব্বেদং যথাধীতং দদতুঃ শতমন্যবে।। নাসত্যাভ্যামধীত্যৈষ আয়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। অধ্যাপয়ামাস বহুনাত্রেয়প্রমূখান্ মুনীন্।।

শচীপতি ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের এইপ্রকার অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়জনক কার্য্যসকল দর্শন করিয়া অতিশয় আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগের নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের উপদেশ পাইবার প্রার্থনা করেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ ইন্দ্র কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারদ্বয় যাচিত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা প্রদান করেন। পরে ইন্দ্রদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণকে উহা শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন।

আত্রেয়প্রাদুর্ভাবঃ

একদা জগদালোক্য গদাকুলমিতস্ততঃ। চিন্তয়ামাস ভগবানাত্রেয়ো মুনিপুঙ্গবঃ।। কিং করোমি ক্ক গচ্ছামি কথং লোকা নিরাময়াঃ। ভবন্তি সাময়ানেতান্ ন শক্নোমি নিরীক্ষিতুম্।। দয়ালুরহমত্যর্থং স্বভাবো দুরতিক্রমঃ। এতেষাং দুঃখতো দুঃখং মমাপি হৃদয়েঽধিকম্।। আয়ুর্ব্বেদং পঠিষ্যামি নৈরুজ্যায় শরীরিণাম্। ইতি নিশ্চিত্য গতবানাত্রেয়স্ত্রিদশালয়ম্।। তত্র মন্দিরমিন্দ্রস্য গত্বা শক্রং দদর্শ সঃ। সিংহাসনসমাসীনং স্তূয়মানং সুরর্ষিভিঃ।। ভাসয়ন্তং দিশো ভাসা ভাস্করপ্রতিমং ত্বিষা। আয়ুর্ব্বেদমহাচার্য্যং শিরোধার্য্যং দিবৌকসাম্।। শক্রস্তু তং নিরীক্ষ্যৈব ত্যক্তসিংহাসনো যযৌ। তদগ্রে পূজয়ামাস ভৃশং ভূরিতপঃকৃশম্।। কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্। স মুনির্ব্বক্তুমারেভে নিজাগমনকারণম্।। দেবরাজ না রাজাসি দিব এব যতো ভবান্। বিধাত্রা বিহিতো যত্নাৎ ত্রিলোকী-লোকপালকঃ।। ব্যাধিভির্ব্যথিতা লোকাঃ শোকাকুলিতচেতসঃ। ভূতলে সন্তি সন্তাপং তেষাং হন্তুং কৃপাং কুরু।। আয়ুর্ব্বেদোপদেশং মে কুরু কারুণ্যতো নৃণাম্। তথেত্যুক্ত্বা সহস্রাক্ষোঽধ্যাপয়ামাস তং মুনিম্।। মুনীন্দ্র ইন্দ্রতঃ সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমধীত্য সঃ। অভিনন্দ্য তমাশীর্ভিরাজগাম পুনর্মহীম্।। অথাত্রেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠো ভগবান্ করুণাকরঃ। স্বনাম্না সংহিতাং চক্রে নরচক্রানুকম্পয়া।। ততোঽগ্নিবেশং ভেলঞ্চ জতুকর্ণং পরাশরম্। ক্ষারপাণিঞ্চ হারীতমায়ুর্ব্বেদমপাঠয়ৎ।। তন্ত্রস্য কর্ত্তা প্রথমমগ্নিবেশোঽভবৎ পুরা। ততো ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং কৃতানি চ।। শ্রাবয়ামাসুরাত্রেয়ং মুনিবৃন্দেন বন্দিতম্। শ্রুত্বা চ তানি তন্ত্রাণি হৃষ্টোঽভূদত্রিনন্দনঃ।। যথাবৎ সুত্রিতং তস্মাৎ প্রহৃষ্টা মুনয়োঽভবন্। দিবি দেবর্ষয়ো দেবাঃ শ্রুত্বা সাধ্বিতি তেঽব্রুবন্।।

একদা মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান আত্রেয় জগতের লোককে ব্যাধিপীড়িত দেখিয়া, কী করি, কোথায় যাই, কী প্রকারে লোকসকল রোগমুক্ত হইবে, এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন—আমি যেরূপ দয়ালুস্বভাব, তাহাতে আমি কখনই ইহাদিগকে ব্যাধিপীড়িত দেখিতে পারিব না, ইহাদের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় অধিকতর দুঃখিত হইতেছে। অতএব দেহীদিগের ব্যাধিশান্তির নিমিত্ত আমি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিব। তিনি ইহা স্থির করিয়া সুরলোক গমনপূর্ব্বক ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন দেবর্ষিগণ-কর্ত্তৃক স্তূয়মান সূর্য্যপ্রতিম তেজোময় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য সুরশিরোমণি ইন্দ্র দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র প্রভূত তপঃকৃশ সেই মুনিপুঙ্গব আত্রেয়কে দর্শন করিবামাত্র

সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া তাঁহার পূজা করিলেন। তদনন্তর কুশলবার্ত্তা এবং আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আত্রেয়মুনি স্বকীয় আগমনের কারণ বিজ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, হে ত্রিলোকাধিপতি দেব! আপনি কেবল স্বর্গের রাজা নহেন, বিধাতা যত্নের সহিত আপনাকে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও রসাতল এই ত্রিলোকেরই প্রতিপালনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি ক্ষিতিতলে মানবসকল ব্যাধিপীড়িত ও শোকাভিভূতচিত্ত হইয়া অতি দুঃসহ সন্তাপ ভোগ করিতেছে। অতএব আপনি কৃপাবলোকন পুরঃসর মানবমণ্ডলীর সন্তাপাপহরণরূপ উপকারের নিমিত্ত আমাকে আয়ুর্ব্বেদশিক্ষা প্রদান করুন। দেবরাজ স্বীকৃত হইয়া আত্রেয়মুনিকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ আত্রেয় ইন্দ্রের নিকট পাঠসমাপনানন্তর আশীর্ব্বচন দ্বারা দেবরাজকে অভিনন্দন করিয়া পুনরায় ভূতলে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিপ্রবর করুণানিদান ভগবান আত্রেয় প্রজাসমূহের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া স্বনামে (আত্রেয়সংহিতা নামে) একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন। তদনন্তর তিনি অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, ক্ষারপাণি ও হারীতকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান। ইঁহারাও প্রত্যেকে স্ব-স্ব নামে এক-একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে প্রথম অগ্নিবেশ, তৎপরে ভেলাদি মুনিগণ তন্ত্র প্রণয়ন করিয়া সেই সকল তন্ত্র, ঋষিগণের স্তবনীয় আত্রেয়মুনিকে শ্রবণ করাইলেন। আত্রেয়মুনি সেই সকল তন্ত্র শ্রবণ করিয়া 'যথাবৎ সূত্রিত হইয়াছে' এই কথা বলিয়া নিরতিশয় হর্ষপ্রকাশ করিলেন এবং স্বর্গে দেবর্ষি ও দেবতাগণও তাহা শ্রবণ করিয়া পুলকিতচিত্তে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাহাতে অগ্নিবেশাদি মুনিগণ পরম আহ্লাদিত হইলেন।

ভরদ্বাজপ্রাদুর্ভাব

একদা হিমবৎপার্শ্বে দৈবাদাগত্য সঙ্গতাঃ। মুনয়ো বহবস্তেষাং নামভিঃ কথয়াম্যহম।। ভরদ্বাজো মুনিবরঃ প্রথমং সমুপাগতঃ। ততোঽঙ্গিরাস্ততো গর্গো মরীচির্ভৃগুভার্গবৌ।। পুলস্ত্যোঽগস্তিরসিতো বশিষ্ঠঃ সপরাশরঃ। হারীতো গৌতমঃ সাঙ্খ্যো মৈত্রেয়শ্চ্যবনস্তথা।। জমদগ্নিশ্চ গার্গ্যশ্চ কাশ্যপঃ কশ্যপোঽপি চ। নারদো বামদেবশ্চ মার্কণ্ডেয়ঃ কপিঞ্জলঃ।। শাণ্ডিল্যঃ সহকৌণ্ডিল্যঃ শাকুনেয়শ্চ শৌনকঃ। আশ্বলায়ন-সাঙ্কৃত্যৌ বিশ্বামিত্রঃ পরীক্ষিতঃ।। দেবলো গালবো ধৌম্যঃ কাপ্য-কাত্যায়না-বুভৌ। কাঙ্কায়নো বৈজবাপঃ কুশিকো বাদরায়ণঃ।। হিরণ্যাক্ষশ্চ লোকাক্ষিঃ শরলোমা চ গোভিলঃ। বৈখানসা বালখিল্যাস্তথৈবান্যে মহর্ষয়ঃ।। ব্রহ্মজ্ঞানস্য নিধয়ো যমস্য নিয়মস্য চ। তপসস্তেজসা দীপ্তা হুয়মানা ইবাগ্নয়ঃ। সুখোপবিষ্টাস্তে তত্র সর্ব্বে চক্রুঃ কথামিমাম্।। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলমুক্তং কলেবরম্। তচ্চ সর্ব্বার্থসংসিদ্ধ্যৈ ভবেদ্ যদি নিরাময়ম্।। তপঃ স্বাধ্যায়ধর্ম্মাণাং ব্রহ্ম-চর্য্যব্রতায়ুষাম্। হর্ত্তারঃ প্রসৃতা রোগা যত্র তত্র চ সর্ব্বতঃ।। রোগাঃ কার্শ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্য চেষ্টাহরাঃ, দৃষ্ট্যাদীন্দ্রিয়শক্তিসংক্ষয়করাঃ সর্ব্বাঙ্গপীড়াকরাঃ। ধর্ম্মার্থাখিলকামযুক্তিষু মহাবিঘ্নস্বরূপা বলাৎ প্রাণানাশু হরন্তি সন্তি যদি তে ক্ষেমং কুতঃ প্রাণিনাম্।। তৎ তেষাং প্রশমায় কশ্চন বিধিশ্চিন্ত্যো ভবদ্ভির্বুধৈর্যোগ্যৈরিত্যভিধায় সংসদি ভরদ্বাজং মুনিং তেঽব্রুবন্। ত্বং যোগ্যো ভগবন্! সহস্রনয়নং যাচস্ব লব্ধং ক্রমাদায়ুর্ব্বেদমধীত্য যং গদভয়ান্মুক্তা ভবামো বয়ম্।। ইথং স মুনিভির্যোগ্যৈঃ প্রার্থিতো বিনয়ান্বিতৈঃ। ভরদ্বাজো মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিদশালয়ম্।। তত্রেন্দ্রভবনং গত্বা সুরর্ষিগণমধ্যগম্। দৃষ্টবান্ বৃত্রহন্তারং দীপ্যমানমিবানলম্।। দৃষ্টৈব স মুনিং প্রাহ ভগবান্ মঘবা মুদা। ধর্ম্মজ্ঞ, স্বাগতং তেঽথ মুনিং তং সমপূজয়ৎ।। সোঽভিগম্য জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য সুরেশ্বরম্। ঋষীণাং বচনং সম্যক্ শ্রাবয়ন্ মুনিসত্তমঃ।। ব্যাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ। তেষাং প্রশমনোপায়ং যথাবদ্বক্তুমর্হসি।। তমুবাচ মুনিং সাঙ্গমায়ুর্ব্বেদং শতক্রতুঃ। জীবেদ্ বর্ষসহস্রাণি দেহী নীরুঙ্নিশম্য

যম্।। সোঽনন্তপারং ত্রিস্কন্ধমায়ুর্ব্বেদং মহামতিঃ। যথাবদচিরাৎ সর্ব্বং বুবুধে তন্মনা মুনিঃ।। তেনায়ুঃ সুচিরং লেভে ভরদ্বাজো নিরাময়ঃ। অন্যানপি মুনীংশ্চক্রে নীরুজঃ সুচিরায়ুষঃ।। তত্তন্ত্রজনিতজ্ঞান-চক্ষুষা ঋষয়োঽখিলাঃ। গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্মাণি দৃষ্ট্বা দদ্বিধিমাশ্রিতাঃ।। আরোগ্যং লেভিরে দীর্ঘমায়ুশ্চ সুখসংযুতম্। আয়ুর্ব্বেদোক্তবিধিনাঽন্যেঽপি স্যুর্মুনয়ো যথা।।

দৈবযোগে একদিবস বহুসংখ্যক মহর্ষি হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে সমাগত ও মিলিত হইয়াছিলেন। প্রথমে মুনিবর ভরদ্বাজ আসিয়া উপস্থিত হন। ক্রমে অঙ্গিরা, গর্গ, মরীচি, ভৃগু, ভার্গব, পুলস্ত্য, অগস্তি, অসিত, বশিষ্ঠ, পরাশর, হারীত, গৌতম, সাঙ্খ্য, মৈত্রেয়, চ্যবন, জমদগ্নি, গার্গ্য, কাশ্যপ, কশ্যপ, নারদ, বামদেব, মার্কণ্ডেয়, কপিঞ্জল, শাণ্ডিল্য, কৌণ্ডিল্য, শাকুনেয়, শৌনক, আশ্বলায়ন, সাঙ্কৃত্য, বিশ্বামিত্র, পরীক্ষিত, দেবল, গালব, ধৌম্য, কাপ্য, কাত্যায়ন, কাঙ্কায়ন, বৈজবাপ, কুশিক, বাদরায়ণ, হিরণ্যাক্ষ, লোকাক্ষি, শরলোমা, গোভিল, বৈখানস, বালখিল্য ও অন্যান্য মহর্ষিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানের নিধান, যম ও নিয়মগুণের আধার এবং তপস্তেজে হূয়মান অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত। মহর্ষিগণ সুখোপবিষ্ট হইয়া পরস্পর এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ করিলেন যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মূলই দেহ; দেহ যদি নীরোগ থাকে, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ লাভ হইতে পারে। যেহেতু রোগপ্রভাবে তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্যব্রত ও পরমায়ু সমস্তই বিনষ্ট হয়। রোগসকল দেহের কৃশতাকারক, বলক্ষয়কারক, শারীরিক চেষ্টাপহারক, দর্শনাদি ইন্দ্রিয়শক্তিবিনাশক, সার্ব্বাঙ্গিক পীড়াজনক এবং ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের প্রবল বিঘ্নস্বরূপ ও আশু প্রাণবিনাশক। এক্ষণে এই বিশেষ অনিষ্টকারী রোগ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়াছে। যদি ইহা থাকে, তাহা হইলে প্রাণীদিগের মঙ্গল কোথায়? আপনারা সকলেই যোগ্য ও পণ্ডিত, যাহাতে রোগের শান্তি হয়, এমন কোন উপায় চিন্তা করুন। অনন্তর সভাস্থ সকলেই ভরদ্বাজ মুনিকে বলিলেন—ভগবন্! আপনি যোগ্য, আপনি সুরপুরে গমনপূর্ব্বক সহস্রলোচন ইন্দ্রদেবের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আসুন, তাহা হইলে আমরাও ক্রমে সেই আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ব্যাধিভয় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব। বিনয়াবনত মুনিগণ-কর্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মুনিসত্তম ভরদ্বাজ সুরপুরে ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন। দেখিলেন, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র দেবর্ষিগণ পরিবৃত হইয়া দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। ভগবান ইন্দ্র ভরদ্বাজ মুনিকে দেখিবামাত্র সানন্দে তদীয় আগমন-কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। মুনিসত্তম ভরদ্বাজ জয়সূচক আশীর্ব্বচন দ্বারা ইন্দ্রদেবকে অভিনন্দন করিয়া ঋষিগণের প্রার্থনাবাক্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন এবং কহিলেন, পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রাণী-ভয়ঙ্কর ব্যাধিসকল উৎপন্ন হইয়াছে। সেই সকল ব্যাধির প্রশমনোপায় বলিতে আপনিই যোগ্য, অতএব কৃপাপ্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করুন। শতক্রতু (ইন্দ্র) মুনিবাক্যে প্রীত হইয়া যাহা শ্রবণ করিলে অর্থাৎ যাহার বিধানসকল প্রতিপালন করিলে জীব নীরোগ হইয়া সহস্রবর্ষ জীবনলাভ করিতে পারে সেই সাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ, মুনিবরকে উপদেশ প্রদান করিলেন। মহামতি ভরদ্বাজমুনি তন্মনা হইয়া ত্রিস্কন্ধ (হেতু, লিঙ্গ ও ঔষধজ্ঞান-বিষয়ক) অপার আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সমস্তই অচিরে যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন। আর সেই আয়ুর্ব্বেদজ্ঞান দ্বারা স্বয়ং নিরাময় ও দীর্ঘজীবী হন এবং অন্যান্য মুনিগণকেও নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করেন। ঋষিগণ সকলেই ভরদ্বাজ-তন্ত্রজনিত জ্ঞাননেত্রে দ্রব্যগুণ ও কর্ম্মসকল দর্শন করিয়া এবং তদ্বিধানানুসারে চলিয়া

আরোগ্য ও সুখকর দীর্ঘায়ুলাভ করেন, অন্যান্য মুনিগণও আয়ুর্ব্বেদোক্ত নিয়ম প্রতিপালনে আরোগ্য ও দীর্ঘজীবনপ্রাপ্ত হন।

চরকপ্রাদুর্ভাবঃ

যদা মৎস্যাবতারেণ হরিণা বেদ উদ্ধৃতঃ। তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদং সাঙ্গমবাপ্তবান্।। অথর্ব্বান্তর্গতং সম্যগায়ুর্ব্বেদঞ্চ লব্ধবান্। একদা স মহীবৃত্তং দ্রষ্টুং চর ইবাগতঃ।। তত্র লোকান্ গদৈর্গ্রস্তান্ ব্যথয়া পরিপীড়িতান্। স্থলেষু বহুষু ব্যগ্রান্ ম্রিয়মাণাংশ্চ দৃষ্টবান্।। তান্ দৃষ্ট্বাতিদয়াযুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ। অনন্তশ্চিন্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্।। সঞ্চিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মুনেঃ পুত্রো বভূব হ। প্রসিদ্ধস্য বিশুদ্ধস্য বেদবেদাঙ্গবেদিনঃ।। যতশ্চর ইবায়াতো ন জ্ঞাতঃ কেনচিদ্ যতঃ। তস্মাচ্চরকনাম্নাসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে।। স ভাতি. চরকাচার্য্যো দেবাচার্য্যো যথা দিবি। সহস্রবদনস্যাংশো যেন ধ্বংসো রুজাং কৃতঃ।। আত্রেয়স্য মুনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশায়োঽভবন্। মুনয়ো বহবস্তৈশ্চ কৃতং তন্ত্রং স্বকং স্বকম্।। তেষাং তন্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতা। চরকেণাত্মনো নাম্মা গ্রন্থোঽয়ং চরকঃ কৃতঃ।।

যখন নারায়ণ মৎস্যাবতার হইয়া বেদের উদ্ধার করেন, তখন অনন্তদেব ষড়ঙ্গ (শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ) বেদ এবং অথর্ব্ববেদান্তর্গত সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হন। একদা অনন্তদেব ভূতলের অবস্থা দর্শনার্থ চররূপে পৃথিবীতে আগমন করিয়া দেখিলেন যে ভূমণ্ডলের লোকসকল ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বেদনায় পরিপীড়িত হইতেছে এবং নানা স্থানে মনুষ্যগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে। তিনি মানবগণকে এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়া অতিশয় কৃপান্বিত ও তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া ব্যাধি-প্রশমনোপায় চিন্তা করিয়া, সম্যক্ চিন্তার পর বেদ-বেদাঙ্গবেদী সুপ্রসিদ্ধ বিশুদ্ধমুনির পুত্ররূপে স্বয়ং পৃথিবীতে আবির্ভূত হইলেন। ইনি যে চররূপে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই; এ কারণে তাঁহার নাম চরক বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তের অংশসম্ভূত চরকাচার্য্য মানবমণ্ডলীর ব্যাধি বিনষ্ট করিয়া স্বর্গস্থ সুরগুরু বৃহস্পতিতুল্য পূজ্য হইলেন এবং আত্রেয়মুনির শিষ্য অগ্নিবেশ প্রভৃতি মুনিগণ স্বনামে যে-সকল তন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, পণ্ডিতবর চরকমুনি সেই সমস্ত তন্ত্রের সংস্কার ও সমাহার করিয়া স্বনামে (চরক-সংহিতা নামে) একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ধন্বন্তরি প্রাদুর্ভাবঃ

একদা দেবরাজস্য দৃষ্টির্নিপতিতা ভুবি। তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভির্ভৃশপীড়িতাঃ।। তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্য দয়য়া পরিপীড়িতম্। দয়ার্দ্রহৃদয়ঃ শক্রো ধন্বন্তরিমুবাচ হ।। ধন্বন্তরে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন্ কিঞ্চিদুচ্যতে। যোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরো ভব।। উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুরা। ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিষ্ণুরভূন্মৎস্যাদিরূপবান্।। তস্মাৎ ত্বং পৃথিবীং যাহি কাশীমধ্যে নৃপো ভব। প্রতীকারায় রোগাণামায়ুর্ব্বেদং প্রকাশয়।। ইত্যুক্ত্বা সুরশার্দ্দূলং সর্ব্বভূতহিতেচ্ছয়া। সমস্তমায়ুষো বেদং ধন্বন্তরিমুপাদিশৎ।। অধীত্য চায়ুষো বেদমিন্দ্রাদ্ ধন্বন্তরিঃ পুরা। আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং জাতো বাহুজবেশ্মনি।। নাম্না তু সোঽভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্ষিতৌ। বাল এব বিরক্তোঽভূচ্চচার সুমহৎ তপঃ।। যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্যামকরোন্নৃপম্। ততো ধন্বন্তরি-র্লোকৈঃ কাশিরাজোঽভিধীয়তে।। হিতায় দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতামুনা। অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতাং তামপাঠয়ৎ।।

একদা দেবরাজ ইন্দ্রের দৃষ্টি ভূমণ্ডলে পতিত হওয়ায় তিনি দেখিলেন, তথায় মনুষ্যগণ ব্যাধিসমূহ দ্বারা অত্যন্ত পরিপীড়িত হইয়াছে। মনুষ্যগণকে ব্যাধিপীড়িত দেখিয়া দয়াবশত ইন্দ্রদেবেরও হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তখন দয়ার্দ্রহৃদয় ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে সুরশ্রেষ্ঠ ভগবন ধন্বন্তরে! আপনি যোগ্যপাত্র, অতএব যাহাতে ব্যাধিপীড়িত মানবগণ ব্যাধিবিমুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে তৎপর হউন। পরোপকারের নিমিত্ত কোন মহাত্মা কী না করিয়াছেন? ত্রৈলোক্যাধিপতি বিষ্ণুও লোকহিতার্থ স্বয়ং মৎস্যাদি বিবিধরূপ ধারণ করিয়াছেন। অতএব আপনি ভূলোকে গমনপূর্ব্বক কাশীধামে রাজা হইয়া রোগ-প্রতীকারার্থ তথায় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র প্রকাশ করুন। এই কথা বলিয়া সর্ব্বলোকহিতৈষী সুরশার্দ্দূল ইন্দ্র ধন্বন্তরিকে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ প্রদান করিলেন। ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভূমণ্ডলে আগমনপূর্ব্বক কাশীধামে ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্ষিতিমণ্ডলে তিনি দিবোদাস নামে অভিহিত হন। দিবোদাস বাল্যাবধি বিষয়বাসনায় বিরক্ত হইয়া অতি কঠোর তপস্যাচরণে কালাতিপাত করিতে থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মা বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেই বিষয়বিরক্ত দিবোদাসকে কাশীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি তিনি কাশীরাজ নামে বিখ্যাত হন। পরে দিবোদাস কাশীরাজ প্রজাহিতার্থ স্বনামে একখানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়া সেই সংহিতা বিদ্যার্থী লোকদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সুশ্রুতপ্রাদুর্ভাবঃ

অথ জ্ঞানদৃশা বিশ্বামিত্রপ্রভৃতয়োঽবিদন্। অয়ং ধন্বন্তরিঃ কাশ্যাং কাশিরাজোঽয়মুচ্যতে।। বিশ্বামিত্রো মুনিস্তেষু পুত্রং সুশ্রুতমুক্তবান্। বৎস বারাণসীং গচ্ছ ত্বং বিশ্বেশ্বরবল্লভাম্।। তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশিরাজোঽস্তি বাহুজঃ। স হি ধন্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্ব্বেদবিদাং বরঃ।। আয়ুর্ব্বেদং ততোঽধীত্য লোকোপকৃতিহেতবে। সর্ব্বপ্রাণিদয়াতীর্থমুপকারো মহামখঃ।। পিতুর্বচমাকর্ণ্য সুশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ। তেন সার্দ্ধং সমধ্যেতুং মুনিসুনুশতং যযৌ।। অথ ধন্বন্তরিং সর্ব্বে বানপ্রস্থাশ্রমে স্থিতম্। ভগবন্তং সুরশ্রেষ্ঠং মুনিভির্বহুভিঃ স্তুতম্।। কাশিরাজং দিবোদাসং তেঽপশ্যন্ বিস্ময়ান্বিতাঃ। স্বাগতঞ্চ ইতি স্মাহ দিবোদাসো যশোধনঃ।। কুশলং পরিপপ্রচ্ছ তথাগমনকারণম্। ততস্তে সুশ্রুতদ্বারা কথয়ামাসুরুত্তরম্। ভগবন্ মানবান্ দৃষ্ট্বা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতান্। ক্রন্দতো ম্রিয়মাণাংশ্চ জাতাস্মাকং হৃদি ব্যথা। আময়ানাং শমোপায়ং বিজ্ঞাতুং বয়মাগতাঃ।। আয়ুর্ব্বেদং ভবানস্মানধ্যাপয়তু যত্নতঃ। অঙ্গীকৃত্য বচস্তেষাং নৃপতিস্তানুপাদিশৎ।। ব্যাখ্যাতং তেন তে যত্নাজ্জগৃহুর্মুনয়ো মুদা। কাশিরাজং জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য মুদান্বিতাঃ। সুশ্রুতাদ্যাঃ সুসিদ্ধার্থা জগ্মুর্গেহং স্বকং স্বকম্।। প্রথমং সুশ্রুতস্তেষু স্বতন্ত্রং কৃতবান্ স্ফুটম্। সুশ্রুতস্য সখায়োঽপি পৃতখ তন্ত্রাণি তেনিরে।। সুশ্রুতেন কৃতং তন্ত্রং সুশ্রুতং বহুভির্যতঃ। তস্মাৎ তৎ সুশ্রুতং নাম্না বিখ্যাতং ক্ষিতিমণ্ডলে।।

বিশ্বামিত্র প্রভৃতি মুনিগণ জ্ঞাননেত্রে অবগত হইয়াছিলেন যে বারাণসীধামে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি জন্মগ্রহণপূর্ব্বক তথায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্প্রতি কাশীরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর সেই মুনিগণের মধ্যে বিশ্বামিত্র নিজ পুত্র সুশ্রুতকে কহিলেন, বৎস সুশ্রুত! তুমি হরবল্লভস্থান বারাণসীধামে গমন করো, তথায় ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত কাশীরাজ দিবোদাস অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি আয়ুর্ব্বেদবিশারদ স্বয়ং ধন্বন্তরি। অতএব তুমি তাঁহার নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া জগতের মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হও। যেহেতু সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়াই তীর্থ এবং পরোপকারই মহাযজ্ঞ। সুশ্রুত পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কাশীধামে গমন করিলেন এবং

তাঁহার সহিত একশত মুনিকুমার আয়ুর্ব্বেদাধ্যয়নার্থ গমন করিয়াছিলেন। সুশ্রুত প্রভৃতি মুনিতনয়গণ সকলে বিনয়াবনত হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমস্থিত ঋষিগণবন্দিত সুরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ দিবোদাস কাশীরাজকে দর্শন করিলেন। যশোধন দিবোদাস মুনিকুমারদিগকে স্বাগত (শুভাগমন-বিবরণ) জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের কুশল ও আগমনের কারণ জানিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে মুনিতনয়গণ সুশ্রুত দ্বারা এই উত্তর প্রদান করিলেন যে, ভগবন্! মানবগণকে ব্যাধিপীড়িত দুঃখার্ত্ত ও ম্রিয়মাণ দেখিয়া আমাদের হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা রোগ-প্রশমনের উপায় অবগত হইবার জন্য ভবৎসমীপে উপস্থিত হইয়াছি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদোপদেশ প্রদান করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। কাশীরাজ তাঁহাদের বাক্যে প্রতিশ্রুত হইয়া সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিলেন। মুনিতনয়গণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া অতি যত্নপূর্ব্বক কাশীরাজ-ব্যাখ্যাত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সফল-মনোরথ হইয়া জয়াশীর্ব্বাদ দ্বারা কাশীরাজকে অভিনন্দন করিয়া নিজ-নিজ গৃহে গমন করিলেন। গৃহগমনানন্তর প্রথমে সুশ্রুত ঋষি স্বনামে একখানি তন্ত্র প্রণয়ন করেন। তৎপরে তাঁহার সুহৃদ্গণও প্রত্যেকে স্ব-স্ব নামে এক-এক খানি করিয়া তন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সুশ্রুত-কৃত তন্ত্রখানি বহু লোকের সু-শ্রুত হইয়াছিল বলিয়া তাহা ক্ষিতিমণ্ডলে সুশ্রুত নামে অভিহিত হইয়াছে।

বাগ্ভট প্রাদুর্ভাবঃ

ততঃ কালে ব্যতীতে তু বাগ্ভটো ভিষজাং বরঃ। প্রাদুর্ব্বভূব ধরণৌ ধন্বন্তরিরিবাপরঃ।। আসীদ্রাজাধিরাজস্য সত্যসন্ধস্য ধীমতঃ। জ্ঞানিনঃ পাণ্ডবাগ্র্যস্য সভায়াং সুচিকিৎসকঃ।। প্রবন্ধা বহবস্তেন প্রণীতা হিতকাম্যয়া। তেষামষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা প্রথিতা ভুবি। সা বাগ্ভটাভিধানেন খ্যাতা ধরণিমণ্ডলে।। চরকাৎ সুশ্রুতাচ্চৈব তন্ত্রেভ্যোঽন্যেভ্য এব চ। সংগৃহীতা প্রযত্নেন লোকানুগ্রহহেতবে।। বিচিত্রং কৌশলঞ্চাস্যাং চিকিৎসাসু প্রদর্শিতম্। অনয়োপকৃতং সর্ব্বং জগদেতন্ন সংশয়ঃ।।

অনন্তর কিছুকাল গত হইলে দ্বিতীয় ধন্বন্তরি-সদৃশ ভিষগ্বর বাগ্ভট জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় চিকিৎসক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিবিধ চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎকৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা নামক গ্রন্থই বিশেষ প্রসিদ্ধ, ইহা চরক-সুশ্রুতাদি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। এই গ্রন্থে অতি সুন্দর চিকিৎসাকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। বাগ্ভট ইহা প্রণয়ন করিয়া জগতের যথার্থ উপকার করিয়াছেন।

ইত্যায়ুর্ব্বেদসংগ্রহে আয়ুর্ব্বেদাবতরণম্।

শারীর প্রকরণম্

গর্ভোৎপত্তিক্রমমাহ—

চিকিৎসায়াং শরীরী হ্যধিকৃতঃ। স শরীরী যথোৎপদ্যতে, তদ্বোধয়িতুং গর্ভোৎপত্তিক্রমমাহ। গর্ভোৎপত্তিভূমিস্তু রজস্বলা স্ত্রী।

দেহীই চিকিৎসাতে অধিকৃত, অতএব সেই দেহী যেরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা অবগত করাইবার নিমিত্ত গর্ভোৎপত্তিক্রম বর্ণনা করা যাইতেছে। ঋতুমতী স্ত্রী গর্ভোৎপত্তির ভূমিস্বরূপা, এ কারণ প্রথমত ঋতুমতী স্ত্রী-র লক্ষণ বর্ণিত হইতেছে।

রজস্বলাস্বরূপমাহ—

দ্বাদশাদ্বৎসরাদূর্দ্ধমা পঞ্চাশৎসমাঃ স্ত্রিয়ঃ। মাসি মাসি ভগদ্বারা প্রকৃত্যৈবার্ত্তবং স্রবেৎ।। আর্ত্তবস্রাবদিবসাদৃতুঃ ষোড়শ রাত্রয়ঃ। গর্ভগ্রহণযোগ্যস্তু স এব সময়ঃ স্মৃতঃ।।

স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর হইতে পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত স্বভাবতই প্রতি মাসে তিন দিন করিয়া আর্ত্তব (রজঃ) যোনিমুখ দ্বারা প্রস্রুত হয়, সেই রজঃস্রাবারম্ভ দিবসাবধি ষোড়শ রাত্রি পর্য্যন্ত ঋতুকাল, এই কালকে গর্ভগ্রহণের উপযুক্ত কাল বলিয়া জানিবে।

গর্ভাশয়স্য স্বরূপমাহ—

শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা। তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা। যথা রোহিতমৎস্যস্য মুখং ভবতি রূপতঃ। তৎসংস্থানাং তথারূপাং গর্ভশয্যাং বিদুর্বুধাঃ।।

অয়মর্থঃ। গর্ভশয্যায়া মুখং রোহিতমৎস্যস্যেব ভবতি। যথা চ রোহিতমৎস্যস্য স্থিতির্জলে ভবতি,

তথা পিত্তাশয়পক্বাশয়মধ্যে গর্ভশয্যায়াঃ স্থিতির্ভবতি। রূপমপি তস্যেব ভবতি। যথা রোহিতস্য মুখং স্বল্পমাশয়স্তু মহানিত্যর্থঃ।

যোনির আকৃতি শঙ্খনাভির আকৃতিসদৃশ তিনটি আবর্ত্তবিশিষ্ট, এ কারণ ইহাকে ত্র্যাবর্ত্তা বলা যায়। এই ত্র্যাবর্ত্তা যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভশয্যা অবস্থিতি করে। পণ্ডিতগণ সেই গর্ভাশয়ের সংস্থিতি এবং আকৃতি রোহিতমৎস্যের তুল্য বলিয়া বর্ণন করেন। রোহিতমৎস্যের মুখের তুল্য ইহার মুখ ও রোহিতমৎস্য যেরূপ জল-মধ্যে অবস্থিতি করে, গর্ভকোষও তদ্রূপ পিত্তাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে অবস্থান করে এবং রোহিতমৎস্যের যেরূপ মুখ স্বল্পায়ত কিন্তু মুখগহ্বর বিস্তৃত, সেইরূপ গর্ভাশয়েরও মুখের দ্বার অল্প, মধ্যের বিস্তৃতি অধিক।

গর্ভাবতরণক্রমমাহ—

কামান্মিথুনসংযোগে শুদ্ধশোণিতশুক্রজঃ। গর্ভঃ সংজায়তে নার্য্যাঃ স জাতো বাল উচ্যতে।।

কামাভিভূত স্ত্রী-পুরুষের সংযোগে শুদ্ধার্ত্তব ও শুদ্ধ শুক্র স্খলিত হইলে তাহা হইতেই শুদ্ধ গর্ভ সঞ্জাত হয়। সেই গর্ভ ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে বালক বলা যায়।

ঋতৌ স্ত্রীপুংসয়োর্যোগে মকরধ্বজবেগতঃ। মেঢ্রোবান্যভিসংঘর্ষাচ্ছরীরোষ্মানিলাহতঃ।। পুংসঃ সর্ব্বশরীরস্থং রেতো দ্রাবয়তেহথ তৎ। বায়ুর্মেহনমার্গেণ পাতয়ত্যঙ্গনাভগে।। তৎ সংশ্রুত্য ব্যাত্তমুখং যাতি গর্ভাশয়ং প্রতি। তত্র শুক্রবদারাতেনার্ত্তবেন যুত ভবেৎ।।

ঋতুকালে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে কামবেগবশত শিশ্ন ও যোনি পুনঃপুনঃ সংঘর্ষিত হইলে পুরুষের সমস্ত শারীরিক তেজ বায়ু-কর্ত্তৃক আহত হইয়া সর্ব্বশরীরব্যাপী শুক্রকে বিগলিত করে। অনন্তর সেই বিগলিত শুক্র বায়ু-কর্ত্তৃক শিশ্নদ্বার দিয়া রমণীর যোনিতে পতিত হইলে তাহা বিবৃতমুখ গর্ভাশয়ে গমন করিয়া তথায় শুক্রবদাগত আর্ত্তবের সহিত একীভূত হয়।

দিনে ব্যতীতে নিয়তং সঙ্কুচত্যম্বুজং যথা। ঋতৌ ব্যতীতে নায্যাস্তু যোনিঃ সংব্রিয়তে তথা।। ঋতৌ রজোদর্শনাৎ ষোড়শনিশাত্মকে কালে। যোনিয়ত্র ধরাদ্বারম্।।

যেমন দিবসাবসান হইলে পদ্ম সঙ্কুচিত হয়, তদ্রূপ ঋতুকাল (ষোড়শনিশাত্মক কাল) অতিক্রান্ত হইলে নারীগণের যোনিও (জরায়ুর দ্বার) সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

বীজেহন্তর্বায়ুনা ভিন্নে দ্বৌ জীবৌ কুক্ষিমাগতৌ। যমাবিত্যভিধীয়েতে ধর্ম্মেতরপুরঃসরৌ।। ধর্ম্মস্তদিতরোহ্ধর্ম্মস্তৌ পুরঃসরৌ যয়োঃ। এতেন যমৌ ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং ভবত ইত্যর্থঃ।।

অভ্যন্তরস্থ বায়ু দ্বারা বীজ (রেতঃ) বিভক্ত হইলে স্ত্রীলোকের কুক্ষিদেশে দুইটি জীবের উৎপত্তি হয়। তাহাদিগকে যমজ কহে। এই যমজ জীব ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়।

আধিক্যে রেতসঃ পুত্রঃ কন্যা স্যাদর্ত্তবেহ্ধিকে। নপুংসকং তয়োঃ সাম্যে যথেচ্ছা পারমেশ্বরী।।

গর্ভাশয়ে শুক্রের আধিক্যে পুত্র ও আর্ত্তবের আধিক্যে কন্যা জন্মে এবং শুক্র আর শোণিতের সাম্যে নপুংসক জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; ইহা পরমেশ্বরের অভিলাষানুসারে সম্পন্ন হয়।

সদ্যোগৃহীতগর্ভায়া লক্ষণমাহ—

শুক্রশোণিতয়োর্যোনেরস্রাবোহথ শ্রমোদ্ভবঃ। সক্থিসাদঃ পিপাসা চ গ্লানিঃ স্ফূর্ত্তির্ভগে ভবেৎ।।

সদ্যোগৃহীতগর্ভা নারীর লক্ষণ বলা যাইতেছে। যথা যোনি হইতে শুক্র-শোণিতের স্রাবরোধ, শ্রান্তিবোধ, ঊরুদেশের অবসন্নতা, পিপাসা, গ্লানি ও যোনির স্ফূর্ত্তি হয়।

তস্যা এবোত্তরকালীনলক্ষণমাহ—

স্তনয়োর্মুখকার্ষ্ণ্যং স্যাদ্রোমরাজ্যুদ্গমস্তথা। অক্ষিপক্ষ্মাণি চাপ্যস্যাঃ সংমীল্যন্তে বিশেষতঃ।। ছর্দ্দয়েৎ পথ্যভুক্ চাপি গন্ধাদুদ্বিজতে শুভাৎ। প্রসেকঃ সদনঞ্চৈব গর্ভিণ্যা লিঙ্গমুচ্যতে।।

অতঃপর গর্ভবতী স্ত্রী-র উত্তরকালীন লক্ষণসকল বলা যাইতেছে। যথা স্তনমুখের কৃষ্ণবর্ণতা, রোমরাজির উদগম, অক্ষিপক্ষ্মের সম্মিলন, সুপথ্যসেবনেও বমন, সুগন্ধ আঘ্রাণেও উদ্বেগ, মুখের প্রসেক (জল-উঠা) এবং শরীরের অবসন্নতা।

গর্ভে মাসি মাসি যদ্ভবতি তদাহ—

গর্ভাশয়ে নিপতিতং যাদৃক্ শুক্রং তথার্ত্তবম্। তাদৃগেব দ্রবীভূতং প্রথমে মাসি তিষ্ঠতি।। মরুৎপিত্ত-কফৈস্তৎস্থৈঃ পচ্যমানো দ্বিতীয়কে। কললস্থমহাভূত-সমুদায়ো ঘনো ভবেৎ।। তৃতীয়ে মাসি শিরসো হস্তয়োঃ পাদয়োস্তথা। পিণ্ডিকাঃ পঞ্চ সিধ্যন্তি সূক্ষ্মাঙ্গাবয়বাস্তনোঃ।। সর্ব্বাণ্যাঙ্গান্যুপাঙ্গানি চতুর্থে স্যুঃ স্ফুটানি হি। হৃদয়ব্যক্তভাবেন ব্যজ্যতে চেতনাপি চ।। তস্মাচ্চতুর্থে গর্ভস্তু নানা বস্তূনি বাঞ্ছতি। ততো দ্বিহৃদয়া যৎ স্যান্নারী দৌর্হৃদিনী মতা।। দৌর্হৃদাবজ্ঞয়া কুব্জং কুণিং খঞ্জঞ্চ বামনম্। বিকৃতাক্ষমনক্ষং বা পুত্রং নারী প্রসূয়তে।। যতঃ স্ত্রী দৌর্হৃদং প্রাপ্য বীর্য্যবন্তং চিরায়ুষম্। পুত্রং প্রসূয়তে তস্মাৎ তস্মৈ বাঞ্ছিতমর্পয়েৎ।। ইন্দ্রিয়ার্থানসৌ যান্ যান্ ভোক্তুমিচ্ছতি গর্ভিণী। গর্ভবাধা-ভরাৎ তাসীং ভিষগাহৃত্য দাপয়েৎ।। (ভোক্তুমুপভোক্তুমিত্যর্থঃ)। যেষু যেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু দৌর্হৃদে সাবমানিতে। প্রসূয়তে সুতং সার্ত্তিং তস্মিংস্তস্মিংস্তদিন্দ্রিয়ে।। পঞ্চমে মানসং ষষ্ঠে বুদ্ধিশ্চাতি-প্রবুধ্যতে। সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি ভৃশং ব্যক্ত্যানি সপ্তমে।। ওজোঽষ্টমে সঞ্চরতি মাতাপুত্রৌ মুহুঃ ক্রমাৎ। তেন তৌ ম্লানমুদিতৌ স্যাতাং জাতো ন জীবতি। ন জীবত্যষ্টমে জাতস্তত্রৌজৌ না স্থিরং যতঃ।। নবমে দশমে মাসি নারী বালং প্রসূয়তে। একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ।।

গর্ভ, মাসে-মাসে যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। শুক্র ও শোণিত গর্ভাশয়ে যেরূপ নিপতিত হয়, প্রথম মাসে সেইরূপ অবস্থাতেই থাকে। তৎপরে দ্বিতীয় মাসে সেই শুক্রশোণিত, বায়ু পিত্ত ও কফ-কর্ত্তৃক পচ্যমান হইয়া কলল অর্থাৎ ঘন হয়। তৃতীয় মাসে হস্তদ্বয় পদস্বয় ও মস্তক এই পাঁচটি অবয়বের পাঁচটি পিণ্ড জন্মে; সেই পিণ্ডে অঙ্গের অবয়ব-সকল সূক্ষ্মভাবে থাকে। চতুর্থ মাসে সমস্ত অঙ্গ ও উপাঙ্গ পরিস্ফুট হয়। এই মাসে হৃদয়ের ব্যক্তভাবহেতু চেতনাও প্রকাশ পায়। সেই জন্যই গর্ভ নানা বস্তু বাঞ্ছা করে। তৎকালে গর্ভিণী দ্বিহৃদয়া হয় বলিয়া তাহাকে দৌর্হৃদিনী কহে। (গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের আহারবিহারাদিতে যে-অভিলাষ জন্মে, তাহাকে দৌর্হৃদ কহা যায়)। দৌর্হৃদিনীর দৌর্হৃদ পূর্ণ না-হইলে সন্তান কুব্জ কৃণি (নুলো) খঞ্জ বামন বিকৃতনেত্র বা নেত্রহীন হয়। দৌর্হৃদ প্রাপ্ত হইলে গর্ভিণী বীর্য্যবান্ দীর্ঘায়ু সন্তান প্রসব করে, অতএব তাহাকে বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিবে। দৌর্হৃদিনী নারীর রূপ রস গন্ধ স্পর্শ বা শব্দ ইহাদের যে-কোন বিষয়ে অভিলাষ জন্মে, গর্ভপীড়া জন্মিবার আশঙ্কায় তাহা অবশ্য পূর্ণ করিবে। গর্ভিণীর যে-যে ইন্দ্রিয়ার্থের অভিলাষ পূর্ণ না-হয়, গর্ভস্থ সন্তানের সেই-সেই ইন্দ্রিয়ের পীড়া জন্মে। পঞ্চম মাসে মন জন্মে। ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি জন্মে। সপ্তম মাসে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। অষ্টম মাসে ওজোধাতু (সর্ব্বধাতুসার) জন্মে; সেই ওজঃ ক্রমান্বয়ে মুহুর্ম্মুহুঃ মাতা ও পুত্রে সঞ্চরণ করে, অর্থাৎ মাতার ওজঃ কখনও সন্তানে এবং সন্তানের ওজঃ কখনও মাতায় সঞ্চরণ করে। সেই জন্যই গর্ভিণী ও গর্ভস্থ সন্তান কখনও ম্লান, কখনও প্রফুল্ল হয়; অর্থাৎ গর্ভিণীর ওজোধাতু যখন গর্ভস্থ সন্তানে সঞ্চরিত হয়,

তখন গর্ভিণী ম্লান ও গর্ভস্থ সন্তান প্রফুল্ল এবং সন্তানের ওজঃ যখন গর্ভিণীতে সঞ্চরিত হয়, তখন সন্তান ম্লান ও গর্ভিণী প্রফুল্ল হইয়া থাকে। অষ্টম মাসে ওজোধাতুর স্থিরতা না-থাকা প্রযুক্ত ঐ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে প্রায়ই বাঁচে না (কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার কালে যদি ওজোধাতু সন্তানে থাকে, তাহা হইলে বাঁচিতে পারে)। নবম দশম একাদশ বা দ্বাদশ মাসে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ইহার অধিক বিলম্ব হইলে বুঝিবে যে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইতেছে না।

গর্ভে যদঙ্গং প্রথমং ভবতি তদাহ—

শিরো ভবতি চাঙ্গস্য পূর্ব্বমিত্যাহ শৌনকঃ। শিরস্যেবোপজায়ন্তে প্রধানানীন্দ্রিয়াণি যৎ।। হৃদয়ং জায়তে পূর্ব্বং কৃতবীর্য্যোঽব্রবদন্মুনিঃ। বুদ্ধেশ্চ মনসশ্চাপি যতস্তৎ স্থানমীরিতম্।। পারাশর্য্য ইতি প্রাহ পূর্ব্বং নাভিসমুদ্ভবঃ। প্রাণো যত্র স্থিতো দেহং বর্দ্ধয়ত্যূষ্মসংযুতঃ।। পাণিপাদং ভবেৎ পূর্ব্বং মার্কণ্ডেয়মুনের্মতম্। দেহিনঃ সকলাশ্চেষ্টাঃ পাণিপাদাশ্রয়া যতঃ।। প্রথমং জায়তে কোষ্ঠং ততঃ সর্ব্বাঙ্গসম্ভবঃ। এতৎ তু কথয়ামাস গৌতমো মুনিপুঙ্গবঃ।। সর্ব্বাণ্যঙ্গান্যুপাঙ্গানি যুগবৎ সম্ভবন্তি হি। সূক্ষ্মত্বান্নোপলভ্যন্তে মতং ধন্বন্তরেরিদম্।। আম্রস্যাণুফলে ভবন্তি যুগপন্মাংসাস্থিমজ্জাদরো। লক্ষ্যন্তে ন পৃথক্ পৃথক্ তনুতয়া পুষ্টাস্ত এব স্ফুটাং।। এবং গর্ভসমুদ্ভবে ত্ববয়যাঃ সর্ব্বে ভবন্ত্যে-কদা। লক্ষ্যাঃ সূক্ষ্মতয়া ন তে প্রকটতামায়ান্তি বৃদ্ধিং গতাঃ।। মজ্জাদর ইত্যাদিশব্দেন ত্বক্‌কেশর-মজ্জত্বগঙ্কুরবৃন্তানি গৃহ্যন্তে।

শৌনক বলেন, গর্ভে অগ্রে মস্তক হয়, কারণ মস্তকই প্রধান-প্রধান ইন্দ্রিয়ের স্থান। কৃতবীর্য্য মুনি কহেন, অগ্রে হৃদয় জন্মে, যেহেতু হৃদয়ই মন ও বুদ্ধির স্থান বলিয়া কথিত আছে। পরাশরনন্দন বলেন, অগ্রে নাভি উৎপন্ন হয়, কারণ প্রাণ নাভিদেশে থাকিয়া ও উষ্মযুক্ত হইয়া সমস্ত দেহকে বর্দ্ধিত করে। মার্কণ্ডেয় মুনির মত এই যে, মানবের সমস্ত ক্রিয়ার সাধক বলিয়া অগ্রে হস্তপদই জন্মে। মুনিপুঙ্গব গৌতম বলেন, শরীরের মধ্যদেশ হইতেই সকল অঙ্গের উৎপত্তি হয়, অতএব কোষ্ঠ (শরীরের মধ্যদেশ) অগ্রে জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ধন্বন্তরির মত এই যে, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই এককালে জন্মে, সূক্ষ্মভাবে থাকে বলিয়া প্রথম অবস্থায় বুঝিতে পারা যায় না। যেমন অত্যন্ত কচি আমের ত্বক্ কেশর মজ্জা অঙ্কুর ও বোঁটা প্রভৃতি এককালে জন্মাইলেও তাহা অতীব সূক্ষ্ম বিধায় পৃথক্ অনুভূত হয় না, কিন্তু পুষ্ট হইলে সমস্ত বুঝা যায়, গর্ভও সেইরূপ পুষ্ট হইলে সমস্ত বুঝা যায়।

গর্ভস্য জীবনোপায়মাহ—

গর্ভস্য নাভিনাড্যা তু নাড়ী রসবহা স্ত্রিয়াঃ। সংলগ্না তেন গর্ভস্য বৃদ্ধির্ভবতি নিত্যশঃ।।

গর্ভিণীর রসবহা নাড়ী গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ীর সহিত সংলগ্ন থাকে, সেই জন্যই গর্ভিণীর আহার-রস দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের শরীর দিন-দিন বাড়িতে থাকে।

মলাল্পত্বাদযোগাচ্চ যায়োঃ পক্বাশয়স্য চ। বাতমূত্রপুরীষাণি য গর্ভস্থঃ করোতি হি।।

মলের অল্পত্বহেতু এবং পক্বাশয়স্থ বায়ুর অল্পযোগবশত গর্ভস্থ সন্তানের মল মূত্র ও অধোবায়ু নির্গত হয় না।

জরায়ুণা মুখে চ্ছন্নে কণ্ঠে চ কফবেষ্টিতে। বায়োর্মার্গনিরোধাচ্চ ন গর্ভস্থঃ প্ররোদিতি।।

গর্ভস্থ সন্তানের মুখ জরায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কণ্ঠদেশ কফ দ্বারা বেষ্টিত থাকায় ও বায়ুর মার্গনিরোধহেতু গর্ভস্থ সন্তান রোদন করিতে পারে না।

নিশ্বাসোচ্ছ্বাসসংক্ষোভ-স্বপ্নান্ গর্ভোহধিগচ্ছতি। মাতৃনিশ্বসিতোচ্ছ্বাস-সংক্ষোভস্বপ্নসম্ভবান্।।

মাতার নিশ্বাসপ্রশ্বাস-সঞ্চলন ও নিদ্রা দ্বারাই গর্ভস্থ সন্তান নিশ্বাসপ্রশ্বাস-সঞ্চলন ও নিদ্রা-প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মাতা নিশ্বাসাদি যে-যে ক্রিয়া করেন, গর্ভস্থ সন্তানও সেই-সেই ক্রিয়াপ্রাপ্ত হয়।

সন্নিবেশঃ শরীরাণাং পতনোদ্ভবৌ। তলেষ্বসম্ভবো যশ্চ রোম্নামেতৎ স্বভাবতঃ।।

হস্তপদাদি শরীরাবয়বের যে-সন্নিবেশ অর্থাৎ রচনাবিশেষ, দন্তসকলের পতন ও উদ্ভব এবং হস্ত-পদতলে রোমের অনুৎপত্তি, এই সকল বিষয়ের কোন নিমিত্ত-কারণ নাই জানিবে।

গর্ভবতীকৃত্যাকৃত্যানি

গর্ভিণী প্রথমাদহ্নঃ প্রহৃষ্টা ভূষিতা শুচিঃ। ভবেচ্ছুক্লাম্বরধরা গুরুবিপ্রার্চ্চনে রতা।। ভোজ্যন্তু মধুর-প্রায়ং স্নিগ্ধং হৃদ্যং দ্রবং লঘু। সংস্কৃতং দীপনীয়ন্তু নিত্যমেবোপযোজয়েৎ।।

গর্ভিণী গর্ভগ্রহণের প্রথম দিন হইতেই প্রহৃষ্টচিত্ত, ভূষণে ভূষিত, শৌচাচারে পবিত্র দেহ, শুক্লবস্ত্রধারিণী এবং গুরু ও ব্রাহ্মণের সেবায় রত হইবে। আর প্রত্যহ মধুররস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, হৃদয়গ্রাহী, দ্রববহুল, লঘুপাক, সুসংস্কৃত ও অগ্নির দীপ্তিকারক ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করিবে।

গুর্ব্বিণী নতু কুর্ব্বীত ব্যায়ামমপতর্পণম্। ব্যবায়ঞ্চ ন সেবেত ন কুর্য্যাদতিতর্পণম্।। রাত্রৌ জাগরণং শোকং যানস্যারোহণং তথা। রক্তমোক্ষং বেগরোধং ন কুর্য্যাদুৎকটাসনম্।।

গর্ভবতী স্ত্রী ব্যায়াম, উপবাসাদি, অপতর্পণ, স্নিগ্ধ ভোজনাদি অতিতর্পণ, মৈথুন বা রাত্রি-জাগরণ, শোক, যানারোহণ, রক্তমোক্ষণ, মলমূত্রাদির বেগধারণ ও উৎকটাসন (উঁচু হইয়া উপবেশন) করিবে না।

দোষাভিঘাতৈর্গর্ভিণ্যা যো যো ভাগঃ প্রপীড্যতে। স স ভাগঃ শিশোস্তস্য গর্ভস্থস্য প্রপীড্যতে।।

বাতাদি দোষ দ্বারা বা কোনরূপ অভিঘাত দ্বারা গর্ভিণীর যে-যে অঙ্গ প্রপীড়িত হয়, গর্ভস্থ শিশুরও সেই-সেই অঙ্গ প্রপীড়িত হইয়া থাকে।

মলিনাং বিকৃতাকারাং হীনাঙ্গীং ন স্পৃশেৎ স্ত্রিয়ম্। ন জিঘ্রেদপি দুর্গন্ধং ন পশ্যেন্নয়নাপ্রিয়ম্।। বচাংসি নাপি শৃণুয়াৎ কর্ণয়োরপ্রিয়াণি চ। নান্নং পর্য্যুষিতং শুষ্কং ভুঞ্জীত কুথিতং ন চ।। চৈত্যশ্মশান-বৃক্ষাংশ্চ ভাবাংশ্চাপায়শস্করান্। বহির্নিষ্ক্রমণং ক্রোধং শূন্যাগারঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।।

গর্ভবতী স্ত্রী মলিনা বিকৃতাঙ্গী বা হীনাঙ্গী কোন স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিবে না, কোনরূপ দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিবে না, নয়নের অপ্রিয় বস্তু দর্শন করিবে না, শ্রবণকটু কোন বাক্য শুনিবে না, পর্য্যুষিত (বাসি) শুষ্ক বা পচা বস্তু ভোজন করিবে না, এবং চৈত্য[১] ও শ্মশান বৃক্ষ, সর্ব্বপ্রকার অযশস্কর ভাব, বহির্নিষ্ক্রমণ (বাটীর বহির্দ্দেশে গমনাগমন) ক্রোধ ও জনশূন্য গৃহ বর্জ্জন করিবে।

নোচ্চৈর্ব্রূয়ান্ন তৎ কুর্য্যাদ্ যেন গর্ভো বিনশ্যতি। তৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনঞ্চ নাত্যর্থং কারয়েদপি।। নামৃদ্বাস্ত-রণং কুর্য্যান্নাত্যুচ্চৈঃ শয়নাসনম্। এতাংস্তু নিয়মান্ সর্ব্বন্ যত্নাৎ কুর্ব্বীত গুর্ব্বিণী।।

গুর্ব্বিণী স্ত্রী উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার বা এমন কোন কার্য্য করিবে না, যাহাতে গর্ভ বিনষ্ট হইতে

১. পত্রফলান্বিত যে-বৃক্ষ দেবতাধিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামে সুপূজিত হয়, তাহাকে চৈত্য বলে। বৌদ্ধদিগের দেবালয়বিশেষকেও চৈত্য বলা যায়।

পারে। অত্যর্থ তৈলাভ্যঙ্গ বা হরিদ্রাদি দ্বারা গাত্রমর্দ্দন করিবে না। কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত এবং অত্যুচ্চ শয্যা ও আসনে শয়ন বা উপবেশন করিবে না। গুর্ব্বিণী স্ত্রী অতি যত্নপূর্ব্বক এই সকল নিয়ম প্রতিপালন করিবে।

সূতিকা গৃহাকৃতিঃ

অষ্টহস্তায়তং চারু চতুর্হস্তবিশালকম্। প্রাচীদ্বারমুদগ্দ্বারং বিদধ্যাৎ সূতিকাগৃহম্।।

দীর্ঘ ৮ হাত, প্রস্থ ৪ হাত এবং পূর্ব্ব বা উত্তরে দ্বারবিশিষ্ট করিয়া সুচারু সূতিকাগার নির্ম্মাণ করিবে।

মতান্তরে—

দশহস্তায়তং চারু পঞ্চহস্তবিশালকম্। প্রাগ্দ্বারং দক্ষিণদ্বারং বা কুর্য্যাৎ সূতিকাগৃহম্।।

মতান্তরে সূতিকাগৃহ ১০ হাত দীর্ঘ, ৫ হাত প্রস্থ এবং তাহা পূর্ব্ব বা দক্ষিণদ্বারী করিয়া নির্ম্মাণ করিবে।

আসন্নপ্রসবায়া লক্ষণমাহ—

জাতে হি শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয়বন্ধনে। সশূলে জঘনে নারী বিজ্ঞেয়া প্রসবোৎসুকা।। আসন্নপ্রসবায়াস্তু কটীপৃষ্ঠন্তু সব্যথম্। ভবেন্মুহুঃ প্রবৃত্তিশ্চ মূত্রস্য চ মলস্য চ।।

যখন গর্ভিণীর কুক্ষিদেশ শিথিল, হৃদয় বন্ধনমুক্ত[১], জঘন কটী ও পৃষ্ঠদেশ ব্যথাযুক্ত হয় এবং মল ও মূত্রের মুহুর্ম্মুহুঃ প্রবর্ত্তন হইতে থাকে, তখনই জানিবে তাহার প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী।

তৈলেনাভ্যক্তগাত্রাং তাং সংস্নাতামুষ্ণবারিণা। যবাগূং পায়য়েৎ কোষ্ণাং মাত্রয়া ঘৃতসংযুতাম্।।

আসন্নপ্রসবা গর্ভিণীকে উত্তমরূপে তৈল মাখাইয়া এবং উষ্ণ জলে স্নান করাইয়া তাহাকে ঘৃতসংযুক্ত যবাগূ পান করাইবে।

কৃতোপধানে মৃদুভির্বিস্তীর্ণে শয়নে শনৈঃ। আভুগ্নসক্থী চোত্তানা নারী তিষ্ঠেদ্ব্যথান্বিতা।।

বিস্তীর্ণ কোমল শয্যায় বালিশ পাতিয়া তাহাতে প্রসববেদনান্বিতা গর্ভিণীকে শোয়াইবে এবং তাহার উরুদ্বয় আভুগ্ন (সংকোচিত) করিয়া তাহাকে উত্তানভাবে (চিৎ করাইয়া) রাখিবে।

জনয়িত্রী

চতস্রোঽহৃশঙ্কনীয়াশ্চ স্রাবণে কুশলা হিতাঃ। বৃদ্ধাঃ পরিচরেয়ুস্তাঃ সম্যক্ছিন্ননখাঃ স্ত্রিয়ঃ।। অপত্যমার্গং তৈলেন সমভ্যজ্য সমন্ততঃ। একা তু তাসু সুভগে প্রবাহস্বেতি তাং বদেৎ।। অব্যথা মা প্রবাহিষ্ঠাঃ প্রবাহেথা ব্যথা যদি। প্রবাহেথাঃ শনৈঃ পূর্ব্বং প্রগাঢ়ঞ্চ ততঃ পরম্।। ততো গাঢ়তরং গর্ভে যোনিদ্বারমুপাগতে। অপরাসহিতো গর্ভো যাবৎ পততি ভূতলে।।

প্রসব-করানো কার্য্যে দক্ষ, সাহসী ও হিতাকাঙ্ক্ষী এরূপ চারি জন প্রাচীন স্ত্রীলোককে অর্থাৎ যাহারা অনেকবার প্রসব করাইয়াছে এবং অনেকবার প্রসব করাইতে দেখিয়াছে, তাহাদিগকে গর্ভিণীর পরিচর্য্যা করিতে দিবে। পরিচর্য্যাকালে ঐ সকল স্ত্রীলোকের নখ কাটিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে একজন গর্ভিণীর যোনিদ্বার উত্তমরূপে তৈলাভ্যক্ত করিয়া বলিবে, সুভগে! কুন্থন কর, কিন্তু যদি ব্যথা না-থাকে তাহা হইলে কুন্থন করিও না। যখন ব্যথা উপস্থিত হইবে

১. গর্ভস্থ সন্তানের নাভিনাড়ী মাতার হৃদয়ে বদ্ধ থাকে, প্রসবকালে উহা খসিয়া যায়।

তখনই কুন্থন করিবে এবং প্রথমে ক্রমে-ক্রমে অল্প-অল্প বেগ দিবে, পরে প্রগাঢ় বেগ দিতে থাকিবে। সন্তান যখন যোনিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন যতক্ষণ না অপরা (গর্ভবেষ্টক চর্ম্ম) সহিত সন্তান ভূমিষ্ঠ না-হয়, ততক্ষণ প্রগাঢ়তর বেগ দিবে।

ব্যাথারহিতায়াঃ প্রবাহণাদ্ বৈগুণ্যমাহ—

মূকং বা বধিরং কুব্জং শ্বাসকাসক্ষয়ান্বিতম্। সূতে স্রস্ততনুং বালমকালে তু প্রবাহণাৎ।।

গর্ভিণী অকালে অর্থাৎ প্রসববেদনা যখন না-থাকে তখন কুন্থন করিলে সন্তান বোবা, কালা, কুব্জ, শিথিলতনু এবং শ্বাসকাসক্ষয়ান্বিত হয়।

বালস্য জন্মোত্তরবিধিঃ

অথ বালে সমুৎপন্নে বিদধীত বিধিং তথা। যথৈব কুলবৃদ্ধস্ত্রী-ব্যবহারপরম্পরা।।

বালক ভূমিষ্ঠ হইলে বৃদ্ধ কুলস্ত্রীগণ কুলক্রমানুসারে যে-সকল আচার-ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই সকল কার্য্য করিবে।

প্রসূতায়া নিয়মানাহ—

প্রসূতা হিতমাহারং বিহারঞ্চ সমাচরেৎ। ব্যায়ামং মৈথুনং ক্রোধং শীতসেবাং বিবর্জ্জয়েৎ।।

মিথ্যাচারাৎ সূতিকায়া যো ব্যাধিরুপজায়তে। স কৃচ্ছ্রাৎ সাধ্যোঽসাধ্যো বা ভবেৎ তৎ পথ্যমাচরেৎ।।

প্রসবানন্তর প্রসূতা হিতকর আহারবিহার সমাচরণ করিবে। শ্রমজনক কার্য্য, মৈথুন, ক্রোধ ও শীতলসেবন পরিবর্জ্জন করিবে। কারণ অনুচিত আহারবিহারাদি দ্বারা প্রসূতার যে-কোন ব্যাধি জন্মে, তাহাই কৃচ্ছ্রসাধ্য বা অসাধ্য হয়, অতএব প্রসূতার হিতকর আহারবিহারাদি সেবন করা কর্ত্তব্য।

প্রসূতায়া নিয়মসময়াবধিমাহ—

সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা স্যাৎ স্নিগ্ধপথ্যাল্পভোজনা। স্বেদাভ্যঙ্গপরা নিত্যং ভবেন্মাসমতন্দ্রিতা।। (সর্ব্বতঃ পরিশুদ্ধা অনবসৃষ্টদুষ্টরুধিরা)।

প্রসূতা স্ত্রী সাবধান হইয়া অল্পপরিমাণে সুপথ্য স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করিবে। একমাস কাল প্রতিদিন স্বেদ ও অভ্যঙ্গপরায়ণ হইবে এবং সর্ব্বত পরিশুদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ প্রস্রুত দুষ্ট রুধির ধৌত করিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিবে।

প্রসূতা সার্দ্ধমাসান্তে দৃষ্টে বা পুনরার্ত্তবে। সূতিকানামহীনা স্যাদিতি ধন্বন্তরের্মতম্।।

প্রসবের দেড়মাস পরে অথবা প্রসবের পরে যখন পুনর্ব্বার রজোদর্শন হইবে, তখন প্রসূতা সূতিকানাম-বর্জ্জিতা হইবে অর্থাৎ তখন আর তাহাকে সূতিকা নামে অভিহিত করা হইবে না।

ব্যুপদ্রবাং বিশুদ্ধাঞ্চ বিজ্ঞায় বরবর্ণিনীম্। ঊর্দ্ধং চতুর্ভ্যো মাসেভ্যো নিয়মং পরিহারয়েৎ।।

প্রসূতা স্ত্রী উপদ্রবরহিত ও বিশুদ্ধশরীর হইয়াছে বুঝিতে পারিলে চারিমাসের পর প্রসূতোপযোগী নিয়ম পরিত্যাগ করিবে অর্থাৎ তখন ইচ্ছানুরূপ আহারবিহারাদি করিবে।

ধাত্রীলক্ষণমাহ—

পীতায় যদি বালস্য বিদধ্যাদুপমাতরম্। সুবিচার্য্য গুণান্ দোষান্ কুর্য্যাদ্ধাত্রীং তদেদৃশীম্।। সবর্ণাং মধ্যবয়সং সচ্ছীলাং মুদিতাং সদা। শুদ্ধদুগ্ধাং বহুক্ষীরাং সবৎসামতিবৎসলাম্।। স্বাধীনামল্পসন্তুষ্টাং

কুলীনাং সজ্জনাত্মজাম্। কৈতবেন পরিত্যক্তাং নিজপুত্রদৃশং শিশৌ।।

বালককে স্তন্যপান করাইতে যদি ধাত্রী অর্থাৎ উপমাতা নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে বিশেষরূপে দোষ-গুণ বিচার করিয়া এইরূপ গুণান্বিত ধাত্রী নিয়োগ করিবে অর্থাৎ ধাত্রী যেন স্বজাতীয়া, মধ্যবয়স্কা (যুবতী), সাধুশীলা, সদা প্রফুল্লচিত্তা, শুদ্ধদুগ্ধা (যাহার স্তন্য বাতাদিদুষ্ট নহে), বহুদুগ্ধা, সবৎসা (সন্তানবতী), অতিবৎসলা, স্বাধীনা, অল্পেই সন্তুষ্টা, সৎকুল-জাতা, সৎলোকের কন্যা, কাপট্যহীনা এবং শিশুর প্রতি পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহকারিণী হয়।

নিষিদ্ধাং ধাত্রীমাহ—

শোকাকুলা ক্ষুধার্ত্তা চ শ্রান্তা ব্যাধিমতী সদা। অত্যুচ্চা নিতরাং নীচা স্থূলাতীব ভৃশং কৃশা।। গর্ভিণী জ্বরিণী চাপি লম্বোন্নতপয়োধরা। অজীর্ণভোজিনী চাপি তথা পথ্যাবিবর্জ্জিতা।। আসক্তা ক্ষুদ্রকার্য্যে তু দুঃখার্ত্তা চঞ্চলাপি চ। তোসাং স্তন্যপানেন শিশুর্ভবতি সাময়ঃ।।

শোকাকুলা, ক্ষুধার্ত্তা, পরিশ্রান্তা, সর্ব্বদা ব্যাধিযুক্তা, অতি লম্বাকৃতি বা অতি খর্ব্বাকৃতি, অতি স্থূলাঙ্গী বা অতি কৃশাঙ্গী, গর্ভিণী, জ্বরপীড়িতা, লম্বোন্নতপয়োধরা, অজীর্ণভোজিনী, সুপথ্যবর্জ্জিতা, ক্ষুদ্রকার্য্যে আসক্তা, দুঃখার্ত্তা ও চঞ্চলচিত্তা; এইরূপ ধাত্রীর স্তন্যপান করিলে শিশু রোগগ্রস্ত হয়।

বালস্য স্তন্যপানবিধিঃ

তত্র মাতা প্রশস্তাঙ্গী চারুবস্ত্রা পুরোমুখী। উপবিশ্যাসনে সম্যগ্ দক্ষিণস্তনমম্বুনা।। প্রক্ষাল্যেষৎ পরিস্রাব্য মন্ত্রাভ্যামভিমন্ত্রিতম্।। উদঙ্মুখং শিশুং ক্রোড়ে শনৈঃ সন্ধ্যার্য্য পায়য়েৎ।। (মাতেত্যুপ-লক্ষণং ধাত্রী চ)।

বালককে স্তন্যপান করাইবার বিধি : বালকের মাতা বা উপমাতা পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক প্রশস্তাঙ্গী ও পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া আসনে উপবেশন করিবে। তৎপরে দক্ষিণ স্তন জল দ্বারা প্রক্ষালিত করিয়া তাহার দুগ্ধ কিঞ্চিৎ গালিয়া ফেলিবে। তদনন্তর শাস্ত্রবিহিত মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া শিশুকে উত্তরাভিমুখে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে স্তন্যপান করাইবে।

অন্যত্বে বৈগুণ্যমাহ—

অস্রাবিতং স্তনং বালঃ পিবন্ স্তন্যেন ভূয়সা। পূর্ণস্রোতা বমিশ্বাস-কাসৈর্ভবতি পীড়িতঃ।।

স্তন্যপান করাইবার পূর্ব্বে যদি স্তনদুগ্ধ কিঞ্চিৎ পরিস্রাবিত না-করিয়া শিশুকে স্তন্যপান করানো হয়, তাহা হইলে শিশুর মুখে একবারে অধিক দুগ্ধ প্রবেশ করায় বালকের বমি, শ্বাস ও কাস উপস্থিত হয়।

জনন্যাঃ ক্ষীরাভাবে ধাত্র্যাশ্চালাভে প্রকারমাহ—

ক্ষীরসাত্ম্যতয়া ক্ষীরমাজং গব্যমথাপি বা। দদ্যাদা স্তন্যপর্য্যাপ্তের্বালেভ্যো বীক্ষ্য মাত্রয়া।।

ক্ষীরসাত্ম্যতয়েতি—যতঃ শিশোঃ স্তন্যমেব সাত্ম্যং ভবতি নত্বন্নাদিকম্। আ স্তন্যপর্য্যাপ্তেরিতি—যাবৎ স্তন্যপানস্য যোগ্যতা তাবদিতি।

যদি জননীর স্তনে দুগ্ধ না-থাকে এবং উপযুক্ত ধাত্রীও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে শিশু যে-পর্য্যন্ত স্তন্যপানের যোগ্য থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইবে। যেহেতু দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুগ্ধই দেহানুকূল, অন্নাদি তাহাদের সাত্ম্য নহে।

বালস্যান্নপ্রাশনসময়ঃ

যথোক্তবিধিনা বালং মাসি ষষ্ঠেঽষ্টমেঽপি চ। অন্নং সম্প্রাশয়েৎ কিঞ্চিৎ ততস্তদ্বর্দ্ধয়েৎ ক্রমাৎ।।

ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বালকের অন্নপ্রাশন করাইবে অর্থাৎ তাহাকে অতি অল্প মাত্রায় অন্নভোজন করাইবে। পরে বয়োবৃদ্ধি-অনুসারে অন্নের মাত্রা অল্প-অল্প করিয়া বৃদ্ধি করিবে।

বালস্য পরিচর্য্যাবিধিঃ

বালমঙ্কে সুখং দধ্যান্ন চৈন তর্জ্জয়েৎ ক্বচিৎ। সহসা বোধয়েন্নৈব নাযোগ্যমুপবেশয়েৎ।। (অযোগ্যমুপবেশনাসমর্থম্।) নাকৃষ্য স্থাপয়েৎ ক্রোড়ে ন ক্ষিপ্রং শয়নে ক্ষিপেৎ। রোদয়েন্ন ক্বচিৎ কার্য্যে বিধিমাবশ্যকং বিনা।। (আবশ্যকো বিধিঃ ভেষজদানতৈলাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনাদিঃ।) তচ্চিত্তমনুবর্ত্তেত তং সদৈবানুমোদয়েৎ। সংসেবিতমনা এবং নিত্যমেবাভিবর্দ্ধতে।। বাতাতপতড়িদ্‌বৃষ্টি-ধূমানল-জলাদিতঃ। নিম্নোচ্চস্থানতশ্চাপি রক্ষেদ্বালং প্রযত্নতঃ।।

বালককে অতি যত্নপূর্ব্বক ক্রোড়ে ধারণ করিবে, যেন তাহার কোন কষ্ট না-হয়। তাহাকে কদাচ তর্জ্জন করিবে না। নিদ্রিত থাকিলে হঠাৎ জাগাইবে না। যত দিন বসিতে সমর্থ না-হয়, ততদিন তাহাকে বসাইবে না। সহসা আকর্ষণপূর্ব্বক ক্রোড়ে স্থাপন অথবা অতি শীঘ্র শয্যায় শয়ন করাইবে না। বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন অর্থাৎ ঔষধদানাদি কারণ ব্যতিরেকে তাহাকে কখন কান্দাইবে না। তাহার চিত্তের অনুরূপ কার্য্য করিবে। তাহাকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবে। কারণ মন প্রফুল্ল থাকিলে তাহার শরীরও দিন-দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। বায়ু সূর্য্যাতপ বিদ্যুৎ বৃষ্টি ধূম অগ্নি জল এবং উচ্চ ও নিম্ন স্থান হইতে বালককে অতি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবে।

বালস্য স্বভাবাদ্ধিতান্যাহ—

অভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তনং স্নানং নেত্রয়োরঞ্জনং তথা। বসনং মৃদু যৎ তচ্চ তথা মৃদ্বনুলেপনম্। জন্মপ্রভৃতি পথ্যানি বালস্যৈতানি সর্ব্বথা।।

তৈলাভ্যঙ্গ, উদ্বর্ত্তন (তৈলাভ্যঙ্গের পরে গাত্রে হরিদ্রাদি মর্দ্দন), স্নান এবং নেত্রে অঞ্জনধারণ, কোমল বস্ত্রপরিধান ও চন্দনাদি মৃদু অনুলেপন এইগুলি জন্ম হইতেই বালকের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

বাল্যাদেরবধিমাহ—

বয়স্তু ত্রিবিধং বাল্যং মধ্যমং বার্দ্ধকং তথা। ঊনষোড়শবর্ষস্তু নরো বালো নিগদ্যতে।। ত্রিবিধঃ সোঽপি দুগ্ধাশী দুগ্ধান্নাশী তথান্নভুক্। দুগ্ধাশী বর্ষপর্য্যন্তং দুগ্ধান্নাশী শরদ্দ্বয়ম্।। তদুত্তরং স্যাদন্নাশী এবং বালস্ত্রিধা মতঃ। মধ্যে ষোড়শসপ্তত্যোর্মধ্যমঃ কথিতো বুধৈঃ।। চতুর্দ্ধা মধ্যমো বৃদ্ধির্যুবা পূর্ণঃ ক্ষয়ান্বিতঃ। ভবেদা বিংশতের্বৃদ্ধির্যুবা ত্বাত্রিংশতো মতঃ।। চত্বারিংশৎসমা যাবৎ তিষ্ঠেদ্বীর্য্যাদিপূরিতঃ। ততঃ ক্রমেণ ক্ষীণঃ স্যাদ্ যাবদ্ ভবতি সপ্ততিঃ।। ততস্তু সপ্ততেরূর্দ্ধং ক্ষীণধাতুরসাদিকঃ। ক্ষীয়মাণেন্দ্রিয়বলঃ ক্ষীণরেতা দিনে দিনে।। বলীপলিতখালিত্য-যুক্তঃ কর্ম্মসু চাক্ষমঃ। কাসশ্বাসাদিভিঃ ক্লিষ্টো বৃদ্ধো ভবতি মানবঃ।।

বয়স ত্রিবিধ, যথা বাল্য মধ্যবয়স ও বার্দ্ধক্য। ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য বালক নামে অভিহিত হয়। আহারভেদে বালক আবার তিনপ্রকার হইয়া থাকে, যথা দুগ্ধপায়ী, দুগ্ধান্নভোজী ও অন্নভোজী। এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক দুগ্ধপায়ী, ২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দুগ্ধান্নভোজী,

ASIATIC SOCIETY CALCUTTA
No. 66278 Date 31.3.2000

তৎপরে অন্নভোজী। ১৬ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য মধ্যমবয়স্ক বলিয়া অভিহিত হয়। এই মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি আবার চারি ভাগে বিভক্ত, যথা বর্দ্ধনশীল, যুবা, পূর্ণবীর্য্য এবং ক্ষয়ান্বিত। তন্মধ্যে বিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য বর্দ্ধনশীল থাকে অর্থাৎ তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি সমস্ত বাড়িতে থাকে, ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত যুবা, চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য (এইকালে মনুষ্যের রসরক্তাদি সর্ব্বপ্রকার ধাতু, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়, বল ও উৎসাহ পরিপূর্ণ থাকে)। তৎপরে সত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মনুষ্য ক্রমে ক্ষীণ অর্থাৎ এই কালে তাহাদের রক্তরক্তাদি সমস্ত ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল ও উৎসাহাদি ক্ষীণ হইতে থাকে। রসাদি ধাতু, ইন্দ্রিয়, বল ও শুক্রের দিন-দিন ক্ষয় হওয়ায় সত্তর বৎসরের পর মাংসের শিথিলতা, কেশের পক্কতা ও মস্তকে টাক হয়। বৃদ্ধ মানব কাসশ্বাসাদি পীড়ায় পীড়িত ও সকল কার্য্যে অসমর্থ হয়।

বাল্যে বিবর্দ্ধতে শ্লেষ্মা পিত্তং স্যান্মধ্যমেহধিকম্। বার্দ্ধকে বর্দ্ধতে বায়ুর্বিচার্য্য তদুপক্রমেৎ।।

বাল্যবয়সে শ্লেষ্মা, মধ্যবয়সে পিত্ত এবং বার্দ্ধক্যে বায়ু বর্দ্ধিত হয়। অতএব বাল্যাদি বয়ঃক্রম বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিবে।

বালাং বৃদ্ধিশ্ছবির্মেধা ত্বগ্‌দৃষ্টিঃ শুক্রবিক্রমৌ। বুদ্ধিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ঞ্চেতো জীবিতং দশতো হ্রসেৎ।।

বাল্য, বৃদ্ধি, কান্তি, মেধা, ত্বক, দৃষ্টি, শুক্র, বিক্রম, বুদ্ধি, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এবং জীবন; প্রতি ১০ বৎসরে যথাক্রমে ইহাদের হ্রাস হইয়া থাকে অর্থাৎ ১০ বৎসর বয়সের পর বাল্যের হ্রাস, ২০ বৎসরের পর বৃদ্ধি হ্রাস, ৩০ বৎসবের পর কান্তির হ্রাস, ৪০ বৎসরের পর মেধার হ্রাস, ৫০ বৎসরের পর ত্বকের হ্রাস, ৬০ বৎসরের পর দৃষ্টির হ্রাস, ৭০ বৎসরের পর শুক্রের হ্রাস, ৮০ বৎসরের পর বিক্রমের হ্রাস, ৯০ বৎসরের পর বুদ্ধির হ্রাস, ১০০ বৎসরের পর কর্ম্মেন্দ্রিয়ের হ্রাস, ১১০ বৎসরের পর মনের হ্রাস এবং ১২০ বৎসরের পর জীবনের হ্রাস হয়।

অতঃ শরীরসংখ্যাব্যাকরণং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ

শুক্রশোণিতং গর্ভাশয়স্থমাত্মপ্রকৃতিবিকারসংমূর্চ্ছিতং গর্ভ ইত্যুচ্যতে। তচ্চ চেতনাবস্থিতং বায়ুর্বিভজতি, তেজ এনং পচতি, আপঃ ক্লেদয়ন্তি, পৃথিবী সংহন্ত্যাকাশং বর্দ্ধয়তি এবং বর্দ্ধিতঃ স যদা হস্তপাদজিহ্বাঘ্রাণকর্ণনিতম্বাদিভিরঙ্গৈরুপেতস্তদা শরীরমিতি সংজ্ঞাং লভতে।

অতঃপর আমরা শরীরসংখ্যাবিবরণ নামক শারীরাধ্যায় ব্যাখ্যা করিব।

জীবাত্মা ও মহদাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বের[১] সহিত গর্ভাশয়স্থ শুক্রশোণিত সংমূর্চ্ছিত হইয়া গর্ভ নামে অভিহিত হয়। বায়ু সেই চেতনাবস্থিত শুক্রশোণিতকে দোষ ধাতু মল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভাগে বিভক্ত করে, তেজ তাহাকে পাক করে অর্থাৎ একরূপ হইতে অন্যরূপে পরিণত করে, জল তাহাকে আর্দ্র রাখে, পৃথিবী তাহাকে সংহতাবয়ব অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট করে এবং আকাশ তাহাকে ঊর্দ্ধ্ব অধঃ ও তির্য্যগ্‌ভাবে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এইপ্রকারে বর্দ্ধিত হইয়া গর্ভ যখন হস্ত পদ জিহ্বা ঘ্রাণ কর্ণ ও নিতম্বাদি অঙ্গবিশিষ্ট হয়, তখন তাহাকে শরীর নামে অভিহিত করা যায়।

---

১. চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব যথা—মূলপ্রকৃতি, মহান্, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র এই আটটি প্রকৃতি এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই ষোলটি বিকৃতি; এই সমুদায়ে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

তস্য ত্বঙ্গান্যুপাঙ্গানি জ্ঞাত্বা সুশ্রুতশাস্ত্রতঃ। মস্তকাদভিধীয়ন্তে শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ।। আদ্যমঙ্গং শিরঃ প্রোক্তং তদুপাঙ্গানি কুন্তলাঃ। তস্যান্তর্মস্তুলুঙ্গঞ্চ ললাটং ভ্রূযুগং তথা।। নেত্রদ্বয়ং তয়োরন্তর্ব্বর্ত্তেতে দ্বে কনীনিকে। দৃষ্টিদ্বয়ং কৃষ্ণগোলৌ শ্বেতভাগৌ চ বর্ত্মনী।। পক্ষ্মাণ্যপাঙ্গৌ শঙ্খৌ চ কর্ণৌ তচ্ছষ্কুলীদ্বয়ম্। পালিদ্বয়ং কপোলৌ চ নাসিকা চ প্রকীর্ত্তিতা।। ওষ্ঠাধরৌ চ সৃক্কণ্যৌ মুখং তালু হনুদ্বয়ম্। দন্তাশ্চ দন্তবেষ্টৌ চ রসনা চিবুকং গলঃ।।

সুশ্রুত শাস্ত্রানুসারে সেই শরীরীর অঙ্গ-উপাঙ্গসকল অবগত হইয়া মস্তক হইতে সমস্ত অবয়ব বর্ণন করিতেছি, শিষ্যগণ! যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ করো। যথা শরীরীর আদ্য অঙ্গ মস্তক। মস্তকের উপাঙ্গ—যথা কেশ, মস্তিষ্ক, ললাট, ভ্রূদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নেত্রদ্বয়ের অর্ন্তবর্ত্তী কনীনিকাদ্বয় (অক্ষিতারা), কৃষ্ণগোলকদ্বয়, শুক্লমণ্ডলদ্বয় (চক্ষুর্দ্বয়ের শ্বেতবর্ণভাগ), বর্ত্মদ্বয় (নেত্রচ্ছদদ্বয়) অক্ষিপক্ষ্ম, নেত্রকোণদ্বয়, শঙ্খদ্বয় (ললাটের অস্থি) এবং কর্ণদ্বয়, শষ্কুলিদ্বয় (কর্ণের ছিদ্র), কর্ণপালিদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, নাসিকা, ওষ্ঠ, অধর, সৃক্কণীদ্বয় (ওষ্ঠের প্রান্তভাগ), মুখ, তালু, হনুদ্বয় (গণ্ডস্থলের উপরিভাগ), দন্ত, দন্তবেষ্ট, জিহ্বা, চিবুক (অধরের অধোভাগ) ও গলদেশ।

দ্বিতীয়মঙ্গং গ্রীবা তু যয়া মূর্দ্ধা বিধার্য্যতে। তৃতীয়ং বাহুযুগলং তদুপাঙ্গান্যথ ব্রুবে।। তত্রোপরি মতৌ স্কন্ধৌ প্রগণ্ডৌ ভবতস্ত্বধঃ। কফোণিযুগ্মং তদধঃ প্রকোষ্ঠযুগলং তথা।। মণিবন্ধৌ তলে হস্তৌ তয়োশ্চাঙ্গুলয়ো দশ। নখাশ্চ দশ তে স্থাপ্যা দশ চ্ছেদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।

দ্বিতীয় অঙ্গ গ্রীবা, যাহা দ্বারা মস্তক ধৃত হইয়া থাকে। তৃতীয় অঙ্গ বাহুযুগল। তাহার উপাঙ্গ বলা যাইতেছে, বাহুর উপরিভাগে স্কন্ধদ্বয়, স্কন্ধের নিম্নভাগে প্রগণ্ডদ্বয় (স্কন্ধ হইতে কূর্পর পর্য্যন্ত বাহুভাগ), প্রগণ্ডদ্বয়ের অধোদেশে কূর্পরদ্বয় (কনুই), কূর্পরদ্বয়ের নিম্নে প্রকোষ্ঠদ্বয় (কূর্পর হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বাহুভাগ), মণিবন্ধদ্বয় (করগ্রন্থিদ্বয়), করতলদ্বয়, হস্তদ্বয়, এই হস্তদ্বয়ে পাঁচটি করিয়া দশটি অঙ্গুলি, অঙ্গুলি দশটিতে নখ দশটি ও ছেদ্য নখ (নখের যে-অংশ ছেদন করিবার যোগ্য) দশটি।

চতুর্থমঙ্গং বক্ষস্তু তদুপাঙ্গান্যথ ব্রুবে। স্তনৌ পুংসস্তথা নার্য্যা বিশেষ উভয়োরয়ম্।। যৌবনাগমনে নার্য্যাঃ পীবরৌ ভবতঃ স্তনৌ। গর্ভবত্যাঃ প্রসূতায়াস্তাবেব ক্ষীরপূরিতৌ।। হৃদ্যং পুণ্ডরীকেণ সদৃশং স্যাদধোমুখম্। জাগ্রতস্তদ্বিকসতি স্বপতস্তু নিমীলতি।। আশয়স্তৎ তু জীবস্য চেতনাস্থানমুত্তমম্। অতস্তস্মিংস্তমোব্যাপ্তে প্রাণিনঃ প্রস্বপন্তি হি।। চেতনাস্থানমুত্তমমিতি অয়মভিপ্রায়ঃ—"চেতনানামধিষ্ঠানং মনো দেহশ্চ সেন্দ্রিয়ঃ। কেশালোমনখাগ্রান্ন-মলদ্রবগুণৈর্ব্বিনা।।" ইত্যুক্তবতা চরকেণ সকলং শরীরং চেতনাস্থানমুক্তম্। তদপেক্ষয়া হৃদয়ং বিশেষতশ্চেতনাস্থানমিতি।। কক্ষয়োর্ব্বক্ষসঃ সন্ধী জত্রুণী সমুদাহৃতে। কক্ষে উভে সমাখ্যাতে তয়োঃ স্যাতাঞ্চ বঙ্ক্ষণৌ।।

চতুর্থ অঙ্গ বক্ষ। তাহার প্রত্যঙ্গ বর্ণনা করা যাইতেছে। পুরুষ ও নারী এই উভয়েরই দুইটি করিয়া স্তন; কিন্তু নারীগণের বিশেষ এই যে, যৌবনকালে তাহাদের স্তনদ্বয় স্থূলতর হয় এবং গর্ভবতী ও প্রসূতা নারীগণের স্তনদ্বয় ক্ষীর (স্তনদুগ্ধ)-পূরিত হইয়া থাকে, এরূপ পুরুষের হয় না। হৃদয় এই উপাঙ্গটি অধোমুখে থাকিয়া জাগ্রৎ অবস্থায় পদ্মের ন্যায় বিকসিত থাকে এবং নিদ্রিত অবস্থায় মুদ্রিত হয়। এই আশয়টি জীবগণের উৎকৃষ্ট (বিশেষ) চেতনাস্থান, এ কারণ ইহা তমোগুণ দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইলে প্রাণীসমূহ নিদ্রাভিভূত হইয়া থাকে। হৃদয়কে উৎকৃষ্ট চেতনাস্থান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত শরীরই চেতনার স্থান বটে, চরকমুনিও বলিয়াছেন

যে, মন এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত সমস্ত দেহই চেতনার স্থান; কেবল কেশ, লোম, নখাগ্র ও মলমূত্র ও শব্দাদি গুণ চেতনার স্থান নহে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয় বিশেষ-চেতনাস্থান। কক্ষদ্বয় (বাহুমূল) ও বক্ষ ইহাদের মধ্যসন্ধিদ্বয়, জত্রু (কণ্ঠের উভয়পার্শ্বস্থ অস্থিদ্বয়), কক্ষদ্বয় (বগলদ্বয়) ও বঙ্ক্ষণদ্বয়।

উদরং পঞ্চমঞ্চাঙ্গং ষষ্ঠং পার্শ্বদ্বয়ং মতম্। সপৃষ্ঠবংশং শুক্রস্তু সমস্তং সপ্তমং স্মৃতম্।। উপাঙ্গানি চ কথ্যন্তে তানি জানীহি যত্নতঃ। শোণিতাজ্জায়তে প্লীহা বামতো হৃদয়াদধঃ।। রক্তবাহিশিরাণাং স মূলং খ্যাতো মহর্ষিভিঃ। হৃদয়াদ্ বামতোঽধশ্চ ফুপ্‌ফুসো রক্তফেনজঃ।। অধো দক্ষিণতশ্চাপি হৃদয়াদ্ যকৃতঃ স্থিতিঃ। তৎ তু রঞ্জকপিত্তস্য স্থানং শোণিতজং মতম্।। অধস্তু দক্ষিণে ভাগে হৃদয়াৎ ক্লোম তিষ্ঠতি। জলবাহিশিরামূলং তৃষ্ণাচ্ছাদনকৃন্মতম্।। ক্লোম তিলকম্। এতৎ তু বাতরক্তজম্। অত্র বৃদ্ধবাগ্‌ভটঃ— "রক্তাদনিলসংযুক্তাৎ কালীয়কসমুদ্ভবঃ।।" ইতি।

পঞ্চম অঙ্গ উদর। ষষ্ঠ অঙ্গ পার্শ্বদ্বয়। সপ্তম অঙ্গ পৃষ্ঠবংশের সহিত পৃষ্ঠ। তাহাদের উপাঙ্গ-সকল বলা যাইতেছে। যথা, রক্ত হইতে উৎপন্ন প্লীহা হৃদয়ের অধোভাগে বামপার্শ্বে অবস্থিতি করে। মুনিগণ-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে এই প্লীহা রক্তবাহী শিরাসকলের মূল। হৃদয়ের অধোদেশে বামপার্শ্বে শোণিতফেনজাত ফুপ্‌ফুস্ অবস্থিতি করে। হৃদয়ের অধোদেশে দক্ষিণপার্শ্বে শোণিতজাত যকৃৎ অবস্থিত, ঐ যকৃৎ রঞ্জক-নামক পিত্তের স্থান। হৃদয়ের অধোদেশে দক্ষিণ-পার্শ্বে ক্লোম থাকে, এই ক্লোমই জলবাহী শিরাসমূহের মূল; ইহা তৃষ্ণানিবারক। বায়ু ও রক্ত হইতে ক্লোম জন্মে। এ বিষয়ে বৃদ্ধ বাগ্‌ভটও বলেন যে বায়ু-সংযুক্ত রক্ত হইতে কালীয়ক (ক্লোম) উৎপন্ন হয়।

মেদঃশোণিতয়োঃ সারাদ্ বৃক্কয়োর্যুগলং ভবেৎ। তৌ তু পুষ্টিকরৌ প্রোক্তৌ জঠরস্থস্য মেদসঃ।। উক্তাঃ সার্দ্ধাস্ত্রয়ো ব্যামাঃ পুংসামন্ত্রাণি সূরিভিঃ। অর্দ্ধব্যামেন হীনানি যোষিতোঽন্ত্রাণি নির্দ্দিশেৎ।।

মেদ ও রক্তের সারভাগ হইতে বৃক্কদ্বয় জন্মে। সেই বৃক্ক দুইটি হইতে উদরস্থ মেদের পোষণ হইয়া থাকে। অন্ত্রনাড়ী পুরুষের সাড়ে-তিন ব্যাম এবং স্ত্রীলোকের তিন ব্যাম।

উণ্ডুকশ্চ কটী চাপি ত্রিকং বস্তিশ্চ বঙ্ক্ষণৌ। কণ্ডরাণাং প্ররোহঃ স্যান্মেঢ্রোঽধ্বা বীর্য্যমূত্রয়োঃ।। স এব গর্ভস্যাধানং কুর্য্যাদ্ গর্ভাশয়ে স্ত্রিয়ঃ। শঙ্খনাভ্যাকৃতির্যোনিস্ত্র্যাবর্ত্তা সা চ কীর্ত্তিতা।। তস্যাস্তৃতীয়ে ত্বাবর্ত্তে গর্ভশয্যা প্রতিষ্ঠিতা। বৃষণৌ ভবতঃ সারাৎ কফাসৃঙ্‌মাংসমেদসাম্।। বীর্য্যবাহিশিরাধারৌ মতৌ তৌ পৌরুষাবহৌ। গুদস্য মানং সর্ব্বস্য সার্দ্ধং স্যাচ্চতুরঙ্গুলম্।। তত্র স্যুর্বলয়স্তিস্রঃ শঙ্খা-বর্ত্তনিভাস্তু তাঃ। প্রবাহণী ভবেৎ পূর্ব্বা সার্দ্ধাঙ্গুলমিতা মতা।। উৎসর্জ্জনী তু তদধঃ সা সার্দ্ধাঙ্গুলসম্মিতা।। তস্যা অধঃ সংবরণী স্যাদেকাঙ্গুলসম্মিতা।। অর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণস্তু বুধৈর্গুদমুখং মতম্। মলোৎসর্গস্য মার্গোঽয়ং পায়ুর্দেহে বিনির্ম্মিতঃ।।

উণ্ডুক (মলাশয়), কটী, ত্রিক (মেরুদণ্ডের নিম্নদেশ), বস্তি ও বঙ্ক্ষণদ্বয়, এবং কণ্ডরাসমূহের মূল মেঢ্র যাহা বীর্য্য ও মূত্রের নির্গমনমার্গ এবং যাহা স্ত্রীলোকদিকের গর্ভাশয়ে গর্ভের আধান করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যোনি শঙ্খনাভির ন্যায় তিনটি আবর্ত্তবিশিষ্ট, সেই ত্র্যাবর্ত্তা যোনির তৃতীয় আবর্ত্তে গর্ভাশয় অবস্থিতি করে। কফ, রক্ত, মাংস ও মেদের সারাংশ হইতে মুষ্কদ্বয় (অণ্ডকোষদ্বয়) উৎপন্ন হয়, ঐ মুষ্কদ্বয়ই বীর্য্যবাহী শিরার আধার এবং উহা পুরুষত্বকারক। সমস্ত গুদনাড়ীর পরিমাণ সাড়ে-চারি অঙ্গুলি, তাহাতে শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় আকারবিশিষ্ট তিনটি

বলি আছে। তন্মধ্যে প্রথম বলির নাম প্রবাহণী, দেড় অঙ্গুলি ইহার প্রমাণ। তাহার অধোভাগে উৎসর্জ্জনী নামক দ্বিতীয় বলি, ইহারও পরিমাণ দেড় অঙ্গুলি। তাহার অধোদেশে সংবরণী নামক তৃতীয় বলি, ইহার পরিমাণ এক অঙ্গুলি। গুদোষ্ঠ অর্দ্ধাঙ্গুলি প্রমাণ বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। এই গুহ্যদেশ মলত্যাগ করিবার নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে।

পুংসঃ প্রোথৌ স্মৃতৌ যৌ তু তৌ নিতম্বৌ চ যোষিতঃ। তয়োঃ কুকুন্দরে স্যাতাং সক্‌থিনী ত্বঙ্গমষ্টমম্।। তদুপাঙ্গানি চ ব্রূমো জানুনী পিণ্ডিকাদ্বয়ম্। জঙ্ঘে দ্বে ঘুণ্টিকে পার্ষ্ণী তলে চ প্রপদে তথা। পাদাবঙ্গুলায়স্তত্র দশ তাসাং নখা দশ।।

পুরুষের প্রোথদ্বয়, স্ত্রীলোকের নিতম্বদ্বয়; পুরুষের যে-উপাঙ্গকে প্রোথ বলা যায়, তাহাকেই স্ত্রীলোকের নিতম্ব বলা হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ মধ্যে কুকুন্দর (নিতম্বস্থ আবর্ত্তাকার গর্ত্তদ্বয়) অবস্থিতি। অষ্টমাঙ্গ সক্‌থিদ্বয়। তাহার উপাঙ্গসকল বলা হইতেছে, যথা জানুদ্বয় (হাঁটু), পিণ্ডিকাদ্বয় (জানুর অধঃস্থ মাংসল প্রদেশ), জঙ্ঘাদ্বয় (গুল্‌ফাবধি জানু পর্য্যন্ত স্থান), ঘুণ্টিকাদ্বয় (গুল্‌ফদ্বয়), পার্ষ্ণিদ্বয় (গুল্‌ফের অধোদেশ), পদতলদ্বয়, প্রপদদ্বয় (পাদাগ্র) দুই পদে পাঁচটি করিয়া দশটি অঙ্গুলি এবং প্রত্যেক অঙ্গুলিতে একটি করিয়া দশটি নখ।

বিস্তারোহ্‌ত ঊর্দ্ধম্। তস্য খল্বেবং প্রবৃত্তস্য শুক্রশোণিতস্যাভিপচ্যমানস্য ক্ষীরস্যেব সন্তানিকাঃ সপ্ত ত্বচো ভবন্তি। তাসাং প্রথমাবভাসিনী নাম, যা সর্ব্ববর্ণানবভাসয়তি পঞ্চবিধাঞ্চ ছায়াং প্রকাশয়তি, সা ব্রীহের্বিংশতিভাগেষ্বষ্টাদশভাগপ্রমাণা সিধ্মপদ্মকণ্টকাধিষ্ঠানা; দ্বিতীয়া লোহিতা নাম ষোড়শভাগপ্রমাণা তিলকালকন্যচ্ছব্যঙ্গাধিষ্ঠানা; তৃতীয়া শ্বেতা নাম দ্বাদশভাগপ্রমাণা চর্ম্মদলাজগল্লীমশকাধিষ্ঠানা; চতুর্থী তাম্রা নামাষ্টভাগপ্রমাণা বিবিধকিলাসকুষ্ঠাধিষ্ঠানা; পঞ্চমী বেদিনী নাম ব্রীহিপঞ্চভাগপ্রমাণা কুষ্ঠবিসর্পাধিষ্ঠানা; ষষ্ঠী রোহিণী নাম ব্রীহিপ্রমাণা গ্রন্থ্য-পচ্যর্ব্বুদশ্লীপদগলগণ্ডাধিষ্ঠানা; সপ্তমী মাংসধরা নাম ব্রীহিদ্বয়প্রমাণা ভগন্দরবিদ্রধ্যর্শোহ্‌ধিষ্ঠানা। সপ্তাপি ত্বচঃ সমুদিতাঃ বিংশতিতমভাগোনষড়্‌যবপ্রমাণাঃ। ষড়্‌যবপ্রমাণন্তু অঙ্গুষ্ঠোদরতুল্যম্। যদেতৎ প্রমাণং নির্দ্দিষ্টং তন্মাংসলেম্ববকাশেষু ন ললাটসূক্ষ্মাঙ্গুল্যাদিষু।

অতঃপর আমরা ত্বক, কলা ও ধাতু প্রভৃতির বিস্তার বর্ণন করিব। দুগ্ধ পাক করিলে তাহার উপর যেমন সন্তানিকা (সর) জন্মে, গর্ভাশয়স্থ শুক্রশোণিতও দেহাকারে পরিণত হইবার কালে বাতাদি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পচ্যমান হওয়ায় তাহাতে সন্তানিকাবৎ ত্বক জন্মিয়া থাকে।

ত্বক সপ্তসংখ্যক, তন্মধ্যে প্রথমা ত্বক্ অবভাসিনী নামে অভিহিত, এই ত্বকেই ভ্রাজকপিত্ত দ্বারা গৌরাদি সর্ব্বপ্রকার বর্ণ অবভাসিত হয় এবং পঞ্চবিধ ছায়া ও প্রভা[১] প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহার বেধ একটি যবের বিংশতিভাগের অষ্টাদশ ভাগ। ইহা সিধ্ম ও পদ্মকণ্টক রোগের অধিষ্ঠানভূমি। দ্বিতীয়া ত্বক লোহিতা নামে অভিহিত, ইহার স্থূলতা একটি যবের বিংশতিভাগের ষোড়শভাগ। ইহা তিলকালক ন্যচ্ছ ও ব্যঙ্গ রোগের জন্মভূমি। তৃতীয়া ত্বক শ্বেতা নামে অভিহিত; ইহার বেধ যব-বিংশতিভাগের দ্বাদশ ভাগ। ইহা চর্ম্মদল অজগল্লী ও মশক রোগের উৎপত্তিস্থান। চতুর্থী ত্বক তাম্রা নামে অভিহিত, ইহার স্থৌল্য যব-বিংশতিভাগের অষ্টভাগ।

১. ছায়া ও প্রভা একই, তবে উভয়ের প্রভেদ এই, নিকটে যে-কান্তি লক্ষ হয়, তাহাকে ছায়া এবং দূর হইতে যে-কান্তি লক্ষ হয়, তাহাকে প্রভা কহা যায়।

ইহা বিবিধ কিলাস কুষ্ঠের অধিষ্ঠানভূমি। পঞ্চমী ত্বক বেদিনী নামে অভিহিত, ইহার বেধ যব-বিংশতিভাগের পঞ্চভাগ। ইহা কুষ্ঠ ও বিসর্প রোগের জন্মস্থান। ষষ্ঠী ত্বক রোহিণী নামে অভিহিত; ইহা যববৎ স্থূল। এই ত্বক গ্রন্থি অপচী অর্ব্বুদ শ্লীপদ ও গলগণ্ড রোগের আশ্রয়ভূমি। সপ্তমী ত্বক মাংসধরা নামে খ্যাত; ইহা যবদ্বয়বৎ স্থূল। এই ত্বক ভগন্দর বিদ্রধি ও অর্শরোগের উৎপত্তিস্থান। উক্ত সপ্তত্বকের মিলিত স্থৌল্য, বিংশতিতমভাগোন ছয় যব অর্থাৎ পাঁচ যব এবং এক যবের বিংশতিভাগের ঊনিশভাগ। অঙ্গুষ্ঠোদরের পরিমাণ ছয় যব, সুতরাং সমস্ত ত্বকের স্থূলতা প্রায় অঙ্গুষ্ঠোদরতুল্য। অবভাসিনী প্রভৃতি সাতপ্রকার ত্বকের যে-প্রমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা মাংসল স্থানের ত্বকেরই জানিবে, ললাটে বা অঙ্গুল্যাদিতে যে-ত্বক আছে, তাহাদের স্থূলতা ওরূপ নহে।

কলাস্বরূপমাহ—

স্নায়ুভিশ্চ প্রতিচ্ছন্নান্ সন্ততাংশ্চ জরায়ুণা। শ্লেষ্মণা বেষ্টতাংশ্চাপি কলাভাগাংশ্চ তান্ বিদুঃ।। ধাত্বাশয়ান্তরে ধাতোর্যঃ ক্লেদস্ত্বধিতিষ্ঠতি। দেহোষ্মণাভিপক্কস্য সা কলেত্যভিধীয়তে।। কলাঃ খল্বপি সপ্ত সম্ভবন্তি ধাত্বাশয়ান্তরমর্য্যাদাঃ।

সপ্ত ধাতুর আশ্রয় অর্থাৎ আশ্রয়স্থান সাতটি। কলা সেই প্রত্যেক আশয়ের সীমাভূত বলিয়া কলার সংখ্যাও সাত। কলার স্বরূপ শরীরে রসরক্তাদি যে-সপ্তপ্রকার ধাতু আছে, সেই সপ্ত ধাতুর প্রত্যেকটির অবস্থান-স্থানের অন্তভাগে কলা-নামক পদার্থ অবস্থিতি করে। সেই কলা উভয় ধাতুর সীমাস্বরূপ। কলার লক্ষণ : ধাত্বাশয়ের সীমাভূত যে-পদার্থ স্নায়ু দ্বারা আচ্ছন্ন, জরায়ুবৎ (গর্ভবেষ্টকস্থলীসদৃশ) পদার্থ দ্বারা ব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা বেষ্টিত, তাহাকেই কলাভাগ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ, দেহোষ্মা দ্বারা পক্ক ধাতুর যে-ক্লেদপদার্থ ধাত্বাশয়প্রান্তে অবস্থান করে, তাহাই কলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

তাসাং প্রথমা মাংসধরা নাম, যস্যাং মাংসে শিরাস্নায়ুধমনীস্রোতসাং প্রতানা ভবন্তি। যথা বিসমৃণালানি বিবর্দ্ধন্তে সমন্ততঃ। ভূমৌ পঙ্কোদকস্থানি তথা মাংসে শিরাদয়ঃ।।

সেই সপ্তপ্রকার কলার মধ্যে প্রথমা কলা মাংসধরা নামে অভিহিত। যে-কলাধিষ্ঠিত মাংসে শিরা স্নায়ু ধমনী ও স্রোতঃসমূহের প্রতান অর্থাৎ বিস্তার হইয়া থাকে।
আধারভূমিতে পঙ্কোদকস্থ বিসমৃণাল যেমন চতুর্দ্দিকে বিবর্দ্ধিত হয়, মাংসেও শিরাদির সেইরূপ প্রতান হইয়া থাকে। (পদ্ম প্রভৃতির ডাঁটার সাধারণ নাম বিস, সেই বিসের পঙ্কান্তর্গত অংশকে মৃণাল কহা যায়)। এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে রসধাতু প্রথম, রক্তধাতু দ্বিতীয়, মাংসধাতু তৃতীয়, অতএব মাংসধরা কলা তৃতীয়া না-হইয়া কীরূপে প্রথমা কলা বলিয়া অভিহিত হইতে পারে? ইহার উত্তর, মাংস রসাদির আধার বলিয়া আধারত্বহেতু এইরূপ ক্রমনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

দ্বিতীয়া রক্তধরা নাম মাংসস্যাভ্যন্তরতস্তস্যাং শোণিতং বিশেষতশ্চ শিরাসু যকৃৎপ্লীহ্নোশ্চ ভবতি।

দ্বিতীয়া কলা রক্তধরা নামে অভিহিত। রক্তধরা কলা মাংসাভ্যন্তরে অবস্থিত, সেই মাংসাভ্যন্তরস্থ কলায়, বিশেষত যকৃৎপ্লীহান্তর্গত শিরাসকলে রক্ত অবস্থান করে।

তৃতীয়া মেদোধরা নাম, মেদো হি সর্ব্বভূতানাম্ উদরস্থমণ্বস্থিষু চ মহৎসু চ মজ্জা ভবতি। ভবতি চাত্র। স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরাশ্রিতঃ। অথেতরেষু সর্ব্বেষু সরক্তং মেদ উচ্যতে।। শুদ্ধমাংসস্য যঃ স্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্ত্যতে।।

তৃতীয়া কলা মেদোধরা নামে অভিহিত। মেদ প্রাণীদিগের উদরে ও সূক্ষ্মাস্থিতে অবস্থিতি করে। স্থূলাস্থির অভ্যন্তরে যে-স্নেহপদার্থ থাকে তাহাকে মজ্জা কহা যায়।
এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে মজ্জাও অস্থিতে অবস্থিতি করে; তবে কেন উহা মেদ বলিয়া অভিহিত না-হয়? এই আপত্তিখণ্ডনার্থই গদ্যোক্ত অর্থ, শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে এবং মেদ ও মজ্জার অনুকারী বলিয়া উপধাতু বসারও স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা, স্থূলাস্থিসমূহের অভ্যন্তরে যে-স্নেহপদার্থ অবস্থিতি করে তাহাকে মজ্জা এবং সূক্ষ্মাস্থিসকলে যে-স্নেহপদার্থ থাকে তাহাকে মেদ কহে। মেদ সরক্ত পদার্থ। আর শুদ্ধ মাংসের যে-স্নেহভাগ, তাহাই বসা নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

চতুর্থী শ্লেষ্মধরা নাম, সর্ব্বসন্ধিষু প্রাণভৃতাং ভবতি। স্নেহাভ্যক্তে যথা হ্যক্ষে চক্রং সাধু প্রবর্ত্ততে। সন্ধয়ঃ সাধু বর্ত্তন্তে সংশ্লিষ্টাং শ্লেষ্মণা তথা।।

চতুর্থী কলা শ্লেষ্মধরা নামে খ্যাত। ইহা প্রাণীগণের সন্ধিস্থানসকলে অবস্থিতি করে। অক্ষ অর্থাৎ চক্রচ্ছিদ্রান্তর্গত কাষ্ঠ (ধুর) তৈলাদি স্নেহাভ্যক্ত হইলে, শকটচক্র যেমন সুন্দর কার্য্যকারী হয়, শ্লেষ্মা দ্বারা সংশ্লিষ্ট থাকায় সন্ধিসকলও সেইরূপ বিশিষ্ট কার্য্যকারী হইয়া থাকে।

পঞ্চমী পুরীষধরা নাম, যান্তঃকোষ্ঠে মলমভিবিভজতে পক্কাশয়স্থা। যকৃৎ সমন্তাৎ কোষ্ঠঞ্চ যথান্ত্রাণি সমাশ্রিতা। উণ্ডুকস্থং বিভজতে মলং মলধরা কলা।।

পঞ্চমী কলা পুরীষধরা নামে খ্যাত। যাহা পক্কাশয়ে অবস্থিত হইয়া কোষ্ঠাভ্যন্তরে মলপদার্থকে বিভক্ত করে, অর্থাৎ মূত্রপুরীষরূপে বিভাগ করিয়া থাকে। এই পুরীষধরা কলা যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, উণ্ডুক (মলাশয়) ও গুদনাড়ী প্রভৃতি সমস্ত কোষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহা উণ্ডুক হইতে মলকে পৃথক করে।

ষষ্ঠী পিত্তধরা নাম, যা চতুর্ব্বিধমন্নপানমুপযুক্তমামাশয়াৎ প্রচ্যুতং পক্কাশয়োপস্থিতং ধারয়তি। অশিতং খাদিতং পীতং লীঢ়ং কোষ্ঠগতং নৃণাম্। তজ্জীর্য্যতি যথাকালং শোধিতং পিত্ততেজসা।।

ষষ্ঠী কলা পিত্তধরা নামে খ্যাত। যাহা পিত্তস্থানে থাকিয়া আমাশয়প্রচ্যুত, পক্কাশয়গমনার্থ উপস্থিত, পিত্তস্থানপ্রাপ্ত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি চতুর্ব্বিধ ভুক্তদ্রব্যকে ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ যেখানে ভক্ষ্যভোজ্যলেহ্যপেয়াদি কোষ্ঠগত তাবৎ খাদ্য পিত্ততেজে শোষিত হইয়া জীর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেই স্থানে (গ্রহণীতে) পিত্তধরা কলা অবস্থিতি করে।

সপ্তমী শুক্রধরা নাম, যা সর্ব্বপ্রণিনাং সর্ব্বশরীরব্যাপিনী। যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা। শরীরেষু তথা শুক্রং নৃণাং বিদ্যাদ্ ভিষগ্বরঃ।। দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ। মূত্রস্রোতঃ পথাচ্ছুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে।। কৃৎস্নদেহাশ্রিতং শুক্রং প্রসন্নমনসস্তথা। স্ত্রীষু ব্যাবচ্ছ-তশ্চাপি হর্ষ্যৎ তৎ সংপ্রবর্ত্ততে।।

সপ্তমী কলা শুক্রধরা নামে কথিত। ইহা প্রাণীগণের সর্ব্বশরীরব্যাপিনী। দৃষ্টান্ত : দুগ্ধের সর্ব্বা-বয়বে যেমন ঘৃত এবং ইক্ষুরসে যেমন গুড় অবস্থিতি করে, মনুষ্যদিগের সর্ব্বশরীরে শুক্রও তেমন অবস্থান করিয়া থাকে। শুক্রের ক্ষরণমার্গ : প্রসন্নমনা হইয়া সানন্দে স্ত্রীসঙ্গম করিলে হর্ষহেতু সর্ব্বদেহাশ্রিত শুক্র বস্তিদ্বারের অধোভাগে দক্ষিণপার্শ্বে দুই অঙ্গুলি অন্তরে মূত্রমার্গে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে ক্ষরিত হয়।

গৃহীতগর্ভাণামার্ত্তববহানাং স্রোতসাং বর্ত্মান্যবরুধ্যন্তে গর্ভেণ, তস্মাদ্ গৃহীতগর্ভাণামার্ত্তবং ন দৃশ্যতে। ততস্তদধঃ প্রতিহত—মূর্দ্ধমাগতমপরঞ্চোপচীয়মানমপরেত্যভিধীয়তে। শেষঞ্চোর্দ্ধতরমাগতং পয়োধরাবভিপ্রতিপদ্যতে, তস্মাদ্ গর্ভিণ্যাং পীনোন্নতপয়োধরা ভবন্তি।

গর্ভিণীদিগের আর্ত্তববহ স্রোতসকলের মুখ গর্ভ দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকে, তজ্জন্যই তাহাদিগের রজোনিঃসরণ হয় না। তৎকালে সেই আর্ত্তব অধঃপ্রতিহত হইয়া অর্থাৎ মার্গরোধহেতু নিঃসৃত হইতে না-পারিয়া উর্ধ্বগত হয়। তাহার অপর অংশ (একভাগ) উপচীয়মান হইয়া অপরা (গর্ভবেষ্টকস্থলী) নামে অভিহিত হয়; শেষ অংশ উর্ধ্বতর প্রদেশ স্তনে গিয়া উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই গর্ভিণীদিগের স্তন পীনোন্নত হইয়া থাকে।

অসৃজং শ্লেষ্মণশ্চাপি যঃ প্রসাদঃ পরো মতঃ। তং পচ্যমানং পিত্তেন বায়ুশ্চাপ্যনুধাবতি।। ততোঽস্যান্ত্রাণি জায়ন্তে গুদং বস্তিশ্চ দেহিতঃ। উদরে পচ্যমানানামাধ্মানাদ্রুক্মসারবৎ।। কফশোণিত-মাংসানাং সারো জিহ্বা প্রজায়তে। যথার্থমূষ্মণা যুক্তে বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ। অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা। মেদসঃ স্নেহমাদায় শিরাস্নায়ুত্বমাপ্নুয়াৎ।। শিরাণাঞ্চ মৃদুঃ পাকঃ স্নায়ুনাঞ্চ ততঃ খরঃ। আশয্যাভাসযোগেন করোত্যাশয়সম্ভবম্।।

রক্ত ও শ্লেষ্মার সারভাগ পিত্ত কর্ত্তৃক পচ্যমান এবং বায়ু কর্ত্তৃক অনুধাবিত হইয়া অন্ত্র গুদনাড়ী ও বস্তিরূপে পরিণত হয়। বায়ু দ্বারা উদ্দীপিত অগ্নি কর্ত্তৃক পচ্যমান কফ, শোণিত ও মাংসের সারভাগ হইতে জিহ্বা উৎপন্ন হয়। জিহ্বা মলবিমুক্ত স্বর্ণসারবৎ পদার্থ। পিত্ত-সংযুক্ত বায়ু স্রোতোবিদারণপূর্ব্বক মাংসে প্রবেশ করিয়া সেই মাংসকে পেশীর আকারে অর্থাৎ সূত্রগুচ্ছাকারে পরিণত করে। তাহাকেই পেশী কহে। বায়ু মেদের স্নেহপদার্থ দ্বারা শিরা ও স্নায়ু নির্ম্মাণ করে। মৃদুপাকে শিরা ও খরপাকে স্নায়ু জন্মিয়া থাকে। বায়ুর অভ্যাসযোগেই অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অবস্থানবশতই ধাত্বাদির আশয়োৎপত্তি হয়।

রক্তমেদঃপ্রসাদাদ্ বৃক্কৌ, মাংসাসৃক্কফমেদঃপ্রসাদাদ্ বৃষণৌ; শোণিতকফপ্রসাদজং হৃদয়ম্, যদাশ্রয়া হি ধমন্যঃ প্রাণবহাঃ। অস্যাধো বামতঃ প্লীহা ফুপ্‌ফুসশ্চ, দক্ষিণতো যকৃৎ ক্লোম চ। তদ্ হৃদয়ং বিশেষেণ চেতনাস্থানমতস্তস্মিংস্তমসাবৃতে সর্ব্বপ্রাণিনঃ স্বপন্তি।

রক্ত ও মেদের সার হইতে বৃক্ক, মাংস রক্ত কফ ও মেদপদার্থের সার হইতে বৃষণ এবং রক্ত ও কফের সার হইতে হৃদয় জন্মে। প্রাণবহ ধমনীসকল এই হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াই প্রবাহিত হইয়াছে। হৃদয়ের অধোভাগে বামদিকে প্লীহা ও ফুপ্‌ফুস্; দক্ষিণদিকে যকৃৎ ও ক্লোম অবস্থিত। হৃদয়ই চেতনার বিশেষ স্থান। অতএব হৃদয় তমোবৃত হইলে প্রাণীগণ নিদ্রিত হইয়া থাকে।

আশয়াস্তু—বাতাশয়ঃ পিত্তাশয়ঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ রক্তাশয়ঃ আমাশয়ঃ পক্কাশয়ঃ মূত্রাশয়ঃ স্ত্রীণাং গর্ভাশয়োঽষ্টম ইতি।

আশয় ৮ আটটি। যথা বাতাশয়, পিত্তাশয়, শ্লেষ্মাশয়, রক্তাশয়, আমাশয়, পক্কাশয়, মূত্রাশয়, ও স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয়।

নাভের্বিতস্তিমাত্রঞ্চ কণ্ঠদেশাৎ ষড়ঙ্গুলম্। উরস্তু তদ্‌বিজানীয়াচ্ছেষে হৃদয়ং মতম্।। উরো রক্তাশয়স্তস্মাদধঃ শ্লেষ্মাশয়ঃ স্মৃতঃ। আমাশয়স্তু তদধস্তল্লিঙ্গং চরকোঽব্রবদৎ।।

তদ্‌যথা—

নাভিস্তনান্তরং জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধাঃ। আমাশয়াদধঃ পক্কাশয়াদূর্দ্ধন্তু যা কলা। গ্রহণীনামিকা

সৈব কথিতঃ পাচকাশয়ঃ।। উর্দ্ধমগ্ন্যাশয়ো নাভের্বামভাগে ব্যবস্থিতঃ। তস্যোপরি তিলং জ্ঞেয়ং তদধঃ পবনাশয়ঃ।। পক্বাশয়স্তু তদধঃ স এব তু মলাশয়ঃ। তদধঃ কথিতো বস্তিঃ স হি মূত্রাশয়ো মতঃ।।

কণ্ঠদেশ হইতে ৬ অঙ্গুলি নিম্নে ও নাভি হইতে ১ বিতস্তি উর্ধ্বে যে-স্থান, তাহাকে উরঃ কহে। উরোদেশ ভিন্ন অপর অংশকে হৃদয় বলে। উরঃস্থল রক্তের আশয়, রক্তাশয়ের নিম্নে শ্লেষ্মাশয়, শ্লেষ্মাশয়ের নিম্নে আমাশয়। পণ্ডিতেরা বলেন, নাভি ও স্তনের মধ্যস্থলে আমাশয় অবস্থিত। আমাশয়ের নিম্নে ও পক্বাশয়ের উর্ধ্বে গ্রহণী নামে যে-কলা আছে, তাহাই পাচকাশয় (পাচকপিত্তাশয়), ইহাই অগ্ন্যাশয় নামে অভিহিত। অগ্ন্যাশয় নাভির উর্ধ্বদেশে বামভাগে অবস্থিত। ইহার উপরে একটি ছিদ্র আছে। অগ্ন্যাশয়ের নিম্নে পবনাশয়, পবনাশয়ের নিম্নে পক্বাশয়। এই পক্বাশয়ই মলাশয় নামে খ্যাত, অর্থাৎ পক্বাশয়ের নিম্নভাগকে মলাশয় বা উণ্ডুক কহা যায়। মলাশয়ের নিম্নে বস্তি, বস্তিই মূত্রাশয় নামে অভিহিত।

রন্ধ্রাণি

নেত্রশ্রবণনাসানাং দ্বে দ্বে রন্ধ্রে প্রকীর্ত্তিতে। মুখমেহনপায়ুনামেকৈকং রন্ধ্র মুচ্যতে।। দশমং মস্তকে প্রোক্তং রন্ধ্রাণীতি নৃণাং বিদুঃ। স্ত্রীণামন্যানি চ ত্রীণি স্তনয়োর্গর্ভবর্ত্মনি।।

নেত্র কর্ণ ও নাসিকায় দুই-দুইটি করিয়া ছয়টি রন্ধ্র; মুখ লিঙ্গ ও গুহ্যদেশ এক-একটি করিয়া তিনটি এবং মস্তকে একটি; সমুদায়ে পুরুষের এই দশটি রন্ধ্র আছে। স্ত্রীলোকদিগের এতদ্ব্যতীত আরও তিনটি অধিক রন্ধ্র আছে, যথা স্তনদ্বয় ও গর্ভবর্ত্ম।

স্রোতাংসি

মনঃপ্রাণান্নপানীয়-দোষধাতূপধাতবঃ। ধাতূনাঞ্চ মলা মূত্রং মলমিত্যাদয়স্তনৌ।। সঞ্চরন্তি হি যৈর্মার্গৈস্তানি স্রোতাংসি সঞ্জগুঃ। বহূনি তানি সংখ্যায় শক্যন্তে নৈব ভাষিতুম্‌।।

মন, প্রাণ, অন্ন, পানীয়, দোষ, ধাতু, উপধাতু, ধাতুমল, মূত্র ও মল, এই সকল পদার্থ যে-সকল মার্গ দ্বারা শরীরে সঞ্চরণ করে, তাহাদিগকেই স্রোত কহা যায়। শরীরে বহুসংখ্যক স্রোত আছে, সুতরাং তাহাদের সংখ্যাকথন অসম্ভব।

মূলাৎ খাদন্তরং দেহে প্রসৃতন্ত্বভিবাহি যৎ। স্রোতস্তদিতি বিজ্ঞেয়ং শিরাধমনীবর্জ্জিতম।।

হৃদয়গর্ভ হইতে যাহা শরীরাভ্যন্তরে প্রসৃত এবং যাহা অভিবহনশীল অর্থাৎ মন, প্রাণ, দোষ ও ধাত্বাদি অভিবহন করে, তাহাই স্রোত। শিরাধমনীও অভিবহনশীল, কিন্তু স্রোত শিরাধমনী হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ।

কণ্ডরা

মহত্যঃ স্নায়বঃ প্রোক্তাঃ কণ্ডরাস্তাস্তু ষোড়শ। প্রসারণাকুঞ্চনয়োর্দৃষ্টং তাসাং প্রয়োজনম্‌। চতস্রো হস্তয়োস্তাসাং তাবত্যঃ পাদয়োঃ স্মৃতাঃ। গ্রীবায়ামপি তাবত্যস্তাবত্যঃ পৃষ্ঠসঙ্গতাঃ।। তত্র পাদহস্ত-গতানাং কণ্ডরাণাং নখাঃ প্ররোহাঃ। গ্রীবাহৃদয়নিবন্ধনানামধোভাগগতানাং প্ররোহো মেঢ্রঃ, শ্রোণিপৃষ্ঠনিবন্ধনীনামধোভাগগতানাং বিম্বঃ (নিতম্বমণ্ডলম্‌), মূর্দ্ধোরুবক্ষোহংসপিণ্ডাদয়শ্চ।

স্থূলতর স্নায়ুসকলকে কণ্ডরা কহে। কণ্ডরা দ্বারাই আকুঞ্চন-প্রসারণক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। কণ্ডরা ১৬টি, তন্মধ্যে ৪টি হস্তদ্বয়ে ৪টি পদদ্বয়ে, ৪টি গ্রীবাতে এবং ৪টি পৃষ্ঠদেশে। হস্তপদগত কণ্ডরাদিগের প্ররোহ নখ, গ্রীবার সহিত হৃদয়বন্ধনকারী অধোগত কণ্ডরাদিগের প্ররোহ

লিঙ্গ, কটির সহিত পৃষ্ঠবন্ধকারী অধোভাগগত কণ্ডরাদিগের প্ররোহ নিতম্বমণ্ডল। তদ্ভিন্ন মূর্দ্ধা, উরু, বক্ষ ও অংসপিণ্ডাদির (বাহুমূলাদির) মণ্ডলও উর্দ্ধভাগগত কণ্ডরার প্ররোহ জানিবে, অর্থাৎ গ্রীবাশ্রিত উর্দ্ধগত কণ্ডরাচতুষ্টয়ের প্ররোহ মূর্দ্ধা, পাদাশ্রিত উর্দ্ধগত ৪টি কণ্ডরার প্ররোহ উরুমণ্ডল, পৃষ্ঠাশ্রিত উর্দ্ধগত ৪টি কণ্ডরার প্ররোহ বক্ষোমণ্ডল ও হস্তাশ্রিত উর্দ্ধগত ৪টি কণ্ডরার প্ররোহ বাহুমূল।

জালানি

নিরন্তররন্ধ্রনিকরকলিতানি সমূহিতানি চ জালানীব জালানি। জালানি তু শিরাস্নায়ু-মাংসাস্থ্যমুদ্ভবন্তি হি। তানি চত্বারি চত্বারি সর্ব্বাণ্যেব চ ষোড়শ। তানি মণিবন্ধগুল্‌ফসংশ্রিতানি পরস্পরনিবন্ধানি পরস্পরসংশ্লিষ্টানি পরস্পরগবাক্ষিতানি চেতি বৈর্গবাক্ষিতমিদং শরীরম্।

অয়মর্থঃ—একস্মিন্ মণিবন্ধে একং জালং শিরায়াঃ, অপরং স্নায়োঃ, তৃতীয়ং মাংসস্য, চতুর্থমস্থ্নঃ; এবং চত্বারি জালানি। এতেনেতরমণিবন্ধগুল্‌ফৌ চ ব্যাখ্যাতৌ। গবাক্ষিতং বিরচিতনিরন্তর-জালাকাররন্ধ্রনিকরপরিকলিতমিত্যর্থঃ।

শিরাদি কোন পদার্থ ওতপ্রোতভাবে অর্থাৎ টানাপোড়েনের ন্যায় অবস্থিত হইলে, ঘন-ঘন ছিদ্রসমূহবিশিষ্ট জালবৎ যে-আকৃতিপ্রাপ্ত হয়, তাহাকেই জাল কহা যায়। শিরা স্নায়ু মাংস ও অস্থি এই ৪টি পদার্থের জাল উৎপন্ন হয়। ঐ শিরাদি প্রত্যেক পদার্থের ৪টি করিয়া সমুদায়ে ১৬টি জাল হইয়া থাকে। এই সকল জাল মণিবন্ধদ্বয় ও গুল্‌ফদ্বয়-সংশ্রিত, পরস্পর-নিবদ্ধ, পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ও পরস্পর-গবাক্ষিত (রন্ধ্রীকৃত), এই মণিবন্ধ-গুল্‌ফসংশ্রিত জাল দ্বারাই সমস্ত শরীর গবাক্ষিত অর্থাৎ নিরন্তর জালাকার রন্ধ্রবিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইহার অর্থ এই, এক-একটি মণিবন্ধে ও এক-একটি গুল্‌ফে ১টি করিয়া শিরাজাল, ১টি করিয়া স্নায়ুজাল, ১টি করিয়া মাংসজাল ও ১টি করিয়া অস্থিজাল; সুতরাং সমুদায়ে ১৬টি জাল অবস্থিত আছে এবং সেই জাল দ্বারাই শরীর গবাক্ষিত হইয়া রহিয়াছে।

কূর্চ্চাঃ

কূর্চ্চাঃ স্যুর্হস্তয়োর্দ্বৌ তু তাবন্তৌ পাদয়োরপি। গ্রীবায়ামেক একস্তু মেঢ্রে সর্ব্বেঽপি ষট্ স্মৃতাঃ। কূর্চ্চা অপি শিরাস্নায়ু-মাংসাস্থিপ্রভবাঃ স্মৃতাঃ।।

কূর্চ্চ ৬টি। যথা দুই হস্তে ২টি, দুই পদে ২টি, গ্রীবায় ১টি ও লিঙ্গে ১টি। কূর্চ্চও শিরা স্নায়ু মাংস এবং অস্থি হইতে উৎপন্ন হয়। কুঁচির ন্যায় বলিয়া ইহাদিগকে কূর্চ্চ কহে।

পৃষ্ঠবংশস্যোভয়ত্র মহত্যো মাংসরজ্জবঃ। চতস্রো মাংসপেশীনাং বন্ধনং তৎপ্রয়োজনম্।।

পৃষ্ঠবংশের উভয়দিকে ৪টি অর্থাৎ ২টি বাহ্য ও ২টি আভ্যন্তর মাংসরজ্জু আছে, তাহাদের দ্বারা মাংসপেশীসকলের বন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয়।

সেবন্যঃ

সেবন্যঃ সপ্ত তাসাস্তু ভবেয়ুঃ পঞ্চ মস্তকে। একা শেফসি জিহ্বায়ামেকা বিধ্যেন্ন তাঃ ক্বচিৎ।

সেবনী ৭টি। যথা মস্তকে ৫টি, লিঙ্গে ১টি ও জিহ্বাতে ১টি। কদাচ সেবনী বিদ্ধ করিবে না। সেলাই-করা স্থানের ন্যায় আকৃতি বলিয়া ইহার নাম সেবনী।

সঙ্ঘাতাঃ

চতুর্দ্দশাস্থ্নাং সঙ্ঘাতাঃ। তেষাং ত্রয়োগুল্‌ফজানুবঙ্ক্ষণেষু। এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। ত্রিকশিরসোরেকৈকঃ। অত্র তু ত্রিকপদেন বাহুগ্রীবাস্থিত্রয়সঙ্ঘাতস্ত্রিক উচ্যতে।

অস্থিসংঘাত ১৪টি। যথা দুই গুল্‌ফে ২টি, দুই জানুতে ২টি, দুই বঙ্ক্ষণে ২টি, দুই মণিবন্ধে ২টি, দুই কূর্পরে ২টি ও দুই কক্ষে (বগলে) ২টি, এই ১২টি এবং ত্রিকে ১টি, মস্তকে ১টি, সমুদায়ে এই ১৪টি অস্থিসংঘাত। এস্থলে ত্রিকপদে বাহুদ্বয় ও গ্রীবাস্থির সন্ধিস্থল বুঝিবে।

সীমন্তাঃ

চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ। সঙ্ঘাতাঃ সীবিতা যৈস্তু সীমন্তাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।।

সীমন্ত ১৪টি। যে-সকল অস্থি দ্বারা অস্থিসংঘাতসকল সীবিত থাকে, তাহাদিগকে সীমন্ত কহে। অস্থিসংঘাত ১৪টি, সুতরাং তাহাদের সংযোজক সীমন্তও চতুর্দ্দশসংখ্যক।

অস্থ্নাং সংখ্যামাহ—

শল্যতন্ত্রেঽস্থিখণ্ডানাং শতত্রয়মুদাহৃতম্। তান্যেবাত্র নিগদ্যন্তে তেষাং স্থানানি যানি চ।। সবিংশতি-শতস্ত্বস্থ্নাং শাখাসু কথিতং বুধৈঃ। পার্শ্বয়োঃ শ্রোণিফলকে বক্ষঃপৃষ্ঠোদরেষু চ।। জানীয়াদ্‌-ভিষগেতেষু শতং সপ্তদশোত্তরম্। গ্রীবায়ামূর্দ্ধগাং বিদ্যাদস্থ্নাং ষষ্টিং ত্রিসংযুতাম্।।

শল্যতন্ত্রে অস্থিখণ্ড ৩০০ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এ স্থলে সেই সকল অস্থিখণ্ডের স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। হস্তে ও পদে ১২০ খণ্ড; পার্শ্বদ্বয়ে, শ্রোণিফলকে, বক্ষঃস্থলে, পৃষ্ঠদেশে ও উদরে ১১৭ খণ্ড এবং গ্রীবার ঊর্ধ্বভাগে ৬৩ খণ্ড অস্থি আছে জানিবে।

তানি শাখাগতান্যাহ—

একৈকস্যাং পদাঙ্গুল্যাং ত্রীণি ত্রীণি তানি পঞ্চদশ, পাদতলে পঞ্চাস্থিশলাকাস্তদাধারভূতমেকমস্থি এবং ষট্‌, কূর্চ্চে দ্বে, গুল্‌ফে দ্বে, পার্ষ্ণাবেকম্, জঙ্ঘায়োর্দ্বে, জানুন্যেকমূরাবেকম্; এবং ত্রিংশদেকস্মিন্ সক্‌থনি ভবন্তি। এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

এক-একটি পদাঙ্গুলিতে তিন-তিনটি করিয়া সমুদায়ে ১৫টি অস্থিখণ্ড; ৫টি অস্থিশলাকা ও তাহাদের আধারভূত ১ খানি অস্থিখণ্ড, পদতলে এই ৬ খানি; এবং কূর্চ্চে ২ খানি, গুল্‌ফে ২ খানি, পার্ষ্ণিদেশে ১ খানি, জঙ্ঘায় ২ খানি, জানুতে ১ খানি ও উরুতে ১ খানি অর্থাৎ ১টি পদে সমুদায়ে ৩০ খানি অস্থি থাকে। হস্তের অস্থিসংখ্যাও এইরূপ জানিবে। সুতরাং দুই পদে ও দুই হস্তে অস্থির সংখ্যা ১২০ (একশত বিংশতি)।

পার্শ্বাদিগতান্যাহ—

পার্শ্বে ষট্‌ত্রিংশদেবমেকস্মিন্, দ্বিতীয়েঽপ্যেবম্, শিশ্নেভগে বা একম্, গুদে একম্, নিতম্বয়োরেকৈকম্, ত্রিকে একম্, বক্ষস্যষ্টৌ, পৃষ্ঠে ত্রিংশৎ, অক্ষকসংজ্ঞে দ্বে।

একপার্শ্বে ৩৬ খানি, অপর পার্শ্বে ৩৬ খানি[১], লিঙ্গ বা যোনিদেশে ১ খানি, গুহ্যদেশে ১ খানি, দুই নিতম্বে ২ খানি, ত্রিকস্থানে ১ খানি, বক্ষঃস্থলে ৮ খানি, পৃষ্ঠদেশে ৩০ খানি এবং দুই বাহুশিরে ২ খানি।

---

১. এক-এক পার্শ্বে ৩৬ খানি করিয়া উভয়পার্শ্বে যে-৭২ খানি অস্থিসংখ্যা ধৃত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে ১২ খানি করিয়া ২৪ খানি। কারণ এক-একখানি অস্থিই পৃষ্ঠ পার্শ্ব ও সম্মুখ এই তিন দিকেই অবস্থিত বলিয়া এক-একখানিকে তিন-তিনখানি করিয়া গণনা করা হইয়াছে।

গ্রীবোর্দ্ধগতান্যাহ—

গ্রীবায়াং নব, কণ্ঠনাড্যাং চত্বারি, হন্বোরেকৈকম্, দন্তাঃ দ্বাত্রিংশৎ, নাসায়াং ত্রীণি, তালুন্যেকম্ গণ্ডয়োরেকৈকম্, কর্ণয়োরেকৈকম্, শিরসি ষট্।

গ্রীবায় ৯, কণ্ঠনালীতে ৪, হনুদ্বয়ে ২, দন্তে ৩২, নাসায় ৩, তালুতে ১, গণ্ডদ্বয়ে ২, কর্ণদ্বয়ে ২, ভ্রূদ্বয়ে ২ এবং মস্তকে ৬ খানি অস্থিখণ্ড আছে।

এতান্যস্থীনি পঞ্চবিধানি ভবন্তি, তানি যথা— তরুণানি কপালানি রুচকানি ভবন্তি হি। বলয়ানীতি তানি স্যুর্নলকানি চ কানিচিৎ।।

এই সকল অস্থি পাঁচপ্রকার। যথা তরুণ, কপাল, রুচক, বলয় ও নলক।

তেষাং স্থানান্যাহ—

অক্ষিকোষশ্রুতিঘ্রাণ-গ্রীবাসু তরুণানি চ। শিরঃশঙ্খকপোলেষু তাল্বংসপ্রোথজাদিষু।। কপালানি ভবন্ত্যেষু দন্তেষু রুচকানি চ। পাণ্যোঃ পার্শ্বযুগে পৃষ্ঠে বক্ষোজঠরপায়ুষু।। পাদয়োর্বলয়ানি স্যুর্নল-কানি ব্রুবেহধুনা। হস্তপাদাঙ্গুলিতলে কূর্চ্চে চ মণিবন্ধকে।। বাহুজঙ্ঘাদ্বয়ে চাপি জানীয়ান্নলকানি তু।।

অক্ষিকোষ, কর্ণ, নাসিকা ও গ্রীবাস্থিত অস্থিকে তরুণাস্থি; মস্তক, শঙ্খ, কপোল, তালু, স্কন্ধ ও প্রোথ (পাছা) এই সকল স্থানের অস্থিকে কপাল; দন্তাস্থিকে রুচক; হস্তদ্বয়, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, বক্ষ, জঠর, পায়ু (গুহ্য) ও পদদ্বয়, এই সকল স্থানের অস্থিকে বলয়; এবং হস্তপদাঙ্গুলি, কূর্চ্চ, মণিবন্ধ, বাহু ও জঙ্ঘাদ্বয়, এই সকল স্থানের অস্থিকে নলক কহিয়া থাকে।

অস্থ্নাং প্রয়োজনমাহ—

মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা। অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন দীর্য্যন্তে পতন্তি চ।।

শিরা ও স্নায়ু দ্বারা মাংসসকল অস্থিতে নিবদ্ধ থাকে। অস্থিকে অবলম্বন করিয়া থাকে বলিয়া মাংসসকল দেহ হইতে খসিয়া পড়ে না।

সন্ধয়ঃ

সন্ধয়স্তু দ্বিবিধাশ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ। শাখাসু হন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তস্তু সন্ধয়ঃ। শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে বিজ্ঞেয়া হি স্থিরা বুধৈঃ।।

সন্ধি দুইপ্রকার, চেষ্টাবান্ ও নিশ্চেষ্ট। হস্ত, পদ, হনু ও কটি এই সকল স্থানের সন্ধি চেষ্টাবান্, অবশিষ্ট সন্ধিসকল নিশ্চেষ্ট।

কথিতা দেহিনাং দেহে সন্ধয়োর্দ্বেশতে দশ। শাখাসু তেহষ্টষষ্টিশ্চ কোষ্ঠে ত্বেকোনষষ্টিকাঃ।। গ্রীবায়া উর্দ্ধদেশে তু ত্র্যশীতিস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ। প্রথমং পরিগণ্যন্তে তেষু শাখাগতা ইহ।।

দেহীদিগের দেহে ২১০টি সন্ধি আছে। তন্মধ্যে হস্তে ও পদে ৬৮, কোষ্ঠে ৫৯ ও গ্রীবার উর্ধ্বদেশে ৮৩। এ স্থলে হস্তপদের সন্ধি প্রথম পরিগণিত হইতেছে। যথা—

একৈকস্যাং পদাঙ্গুল্যাং ত্রয়স্ত্রয়ো দ্বাবঙ্গুষ্ঠে তে চর্তুদশ। গুল্ফজানুবঙ্ক্ষণেষ্বেকৈকঃ। এবং সপ্তদশৈ-কস্মিন্ সক্‌থনি ভবন্তি। এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। একমষ্টষষ্টিঃ শাখাসু। ত্রয়ঃ কটি-কপালেষু, চতুর্ব্বিংশতিঃ পৃষ্ঠবংশে, তাবন্ত এব পার্শ্বয়োঃ, অষ্টাবুরসি, এবমেকোন ষষ্টিঃ কোষ্ঠে। অষ্টৌ গ্রীবায়াম্, ত্রয়ঃ কণ্ঠে, নাড়ীষু হৃদয়ক্লোমফুপ্‌ফুসনিবদ্ধাস্বষ্টাদশ, দ্বাত্রিংশদ্দন্তমূলেষু, একঃ

কণ্ঠমণৌ (ঘুণ্টিকেতি প্রসিদ্ধে), নাসিকায়াঞ্চ একঃ, দ্বৌ বর্ত্মমণ্ডলজৌ নেত্রাশ্রয়ৌ, গণ্ডকর্ণশঙ্খেম্বেকৈকঃ, দ্বৌ হনুসন্ধৌ, দ্বাবুপরিষ্টাদ্ ভ্রুবোঃ, দ্বৌ শঙ্খয়োশ্চোপরিষ্টাৎ, পঞ্চ শিরঃকপালেষু, একো মূর্দ্ধ্নীতি।

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে (বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন) ৩টি করিয়া ১২টি, বৃদ্ধাঙ্গুলিতে ২টি, সমুদায়ে ১৪টি; গুল্‌ফে ১টি, জানুতে ১টি ও বঙ্ক্ষণে ১টি, এইরূপে একটি পায়ে ১৭টি সন্ধি থাকে। সুতরাং দুই পায়ে ৩৪টি সন্ধি আছে। অতএব শাখায় অর্থাৎ হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয়ে ৬৮টি সন্ধি থাকে। কটীর কপালাস্থিতে ৩টি, পৃষ্ঠদণ্ডে ২৪টি, উভয়পার্শ্বে ২৪টি, বক্ষঃস্থলে ৮টি, এইরূপে কোষ্ঠে ৫৯টি সন্ধি থাকে। গ্রীবাতে ৮টি, কণ্ঠে অর্থাৎ গলনলিকায় ৩টি এবং হৃদয় ক্লোম ও ফুপ্‌ফুস্‌নিবন্ধ নাড়ীতে ১৮টি, দন্তমূলে ৩২টি, কণ্ঠমণি অর্থাৎ গলঘুণ্টিকায় ১টি, নাসিকাতে ১টি, নেত্রসংশ্রিত বর্ত্মমণ্ডলে ২টি এবং গণ্ড কর্ণ ও শঙ্খদেশে এক-একটি, সুতরাং দুই গণ্ডে ২টি, দুই কর্ণে ২টি ও দুই শঙ্খে ২টি। হনুসন্ধিতে ২টি, মস্তকের কপালাস্থিতে ৫টি এবং মূর্দ্ধায় ১টি। এই ৮৩টি সন্ধি গ্রীবার উর্ধ্বভাগে অবস্থিত। সুতরাং সমস্ত দেহে ২১০টি সন্ধি আছে।

এতে সন্ধয়োঽষ্টবিধা ভবন্তি। তে যথা—কোরোদূখলসামুদ্গাঃ প্রতরস্তুণসেবনী। কাকতুণ্ডং মণ্ডলঞ্চ শঙ্খাবর্ত্তোঽষ্টসন্ধয়ঃ।। কোরঃ গর্ত্তঃ, কলিকেত্যন্যে। উদূখলঃ প্রসিদ্ধঃ। সামুদ্গাঃ সম্পুটঃ, সমুদ্গা এব সামুদ্গাঃ, স্বার্থে অণ্। প্রতরত্যনেনেতি প্রতরো বেলকঃ, তূণস্য তূণীরস্য সেবনী স্যূতিস্তুণসেবনী। কাকতুণ্ডং কাকমুখম্। মণ্ডলং প্রসিদ্ধম্। শঙ্খস্যাবর্ত্তঃ শঙ্খাবর্ত্তঃ। এতে যথানামপ্রকৃতয়ঃ সন্ধয়ো ভবন্তীত্যর্থঃ।

আকৃতিভেদে ঐ সকল সন্ধি অষ্টবিধ। যথা কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তূণ-সেবনী, কাকতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত্ত। কোর অর্থাৎ গর্ত্ত; যাহা গর্ত্তাকার, তাহাকে কোর কহে। কেহ-কেহ ইহাকে কলিকা (তদাকৃতি) কহিয়া থাকেন। উদূখল, ইহা প্রসিদ্ধ, সকলেই জানেন। সামুদ্গ অর্থাৎ সম্পুট, যাহা ঠোঙ্গার ন্যায়। প্রতর অর্থাৎ বেলক, যাহা দ্বারা অস্থি খেলিতে পারে। তূণ-সেবনী অর্থাৎ তূণীর সেলাই-এর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কাকতুণ্ড কাকমুখসদৃশ। মণ্ডল গোলাকার। শঙ্খাবর্ত্ত শঙ্খের আবর্ত্তবৎ।

এষামঙ্গুলিমণিবন্ধগুল্‌ফজানুকূর্পরেষু কোরাঃ সন্ধয়ঃ। কক্ষবঙ্ক্ষণদন্তেষু উদূখলাঃ। অংসপীঠগুদভগনিতম্বেষু সামুদ্গাঃ গ্রীবাপৃষ্ঠবংশয়োস্তু প্রতরাঃ। শিরঃকটীকপালেষু তুণসেবন্যঃ। হন্বোরুভয়তঃ কাকতুণ্ডাখ্যাঃ। কণ্ঠহৃদয়ক্লোমনাড়ীষু মণ্ডলাখ্যাঃ। শিরঃশৃঙ্গাটকেষু শঙ্খাবর্ত্তাঃ।।

অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুল্‌ফ, জানু ও কূর্পরে কোরসন্ধি; কক্ষা (বগল), বঙ্ক্ষণ ও দন্তে উদূখলসন্ধি; স্কন্ধ, পীঠ, গুদ (গুহ্য), ভগ ও নিতম্বে সামুদ্গসন্ধি; গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশে প্রতরসন্ধি; শির ও কটীর কপালাস্থিতে তূণ-সেবনীসন্ধি; হনুদ্বয়ে কাকতুণ্ডসন্ধি; কণ্ঠ হৃদয় ও ক্লোমনাড়ীতে মণ্ডলসন্ধি; শির ও শৃঙ্গাটকে শঙ্খাবর্ত্তসন্ধি অবস্থিত।

অস্থ্নান্তু সন্ধয়ো হ্যেতে কেবলাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। পেশীস্নায়ুশিরাণান্তু সন্ধিসংখ্যা ন বিদ্যতে।।

এ স্থলে কেবল অস্থিসকলেরই সন্ধি পরিকীর্ত্তিত হইল। পেশী স্নায়ু ও শিরাসমূহের সন্ধি অসংখ্য, তাহাদের সংখ্যা করা যায় না।

স্নায়বঃ

স্নায়বো বন্ধনানি স্যুর্দেহমাংসাস্থিমেদসাম্। সন্ধীনামপি যৎ তাস্তু শিরাভ্যঃ সুদৃঢ়াঃ স্মৃতাঃ।।

স্নায়ু দ্বারা দেহের মাংস অস্থি মেদ ও সন্ধিসকলের বন্ধনক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সুতরাং ইহা শিরা অপেক্ষা সুদৃঢ় পদার্থ।

স্নায়ুসংখ্যামাহ—

শতানি নব জায়ন্তে শরীরে স্নায়বো নৃণাম্। তাসাং বিবরণং ক্রমঃ শিষ্যাঃ শৃণুত যত্নতঃ।। শাখাসু ষট্‌শতানি স্যুঃ কোষ্ঠে ত্রিংশচ্ছতদ্বয়ম্। গ্রীবায়া ঊর্দ্ধদেশে তু স্নায়ুনাং সপ্ততিঃ স্মৃতা।।

মানবদেহে ৯০০ স্নায়ু আছে, তাহাদের বিবরণ বলিতেছি, শ্রবণ করো। হস্তে ও পদে ৬০০, কোষ্ঠে ২৩০, এবং গ্রীবার ঊর্ধ্বদেশে ৭০-সংখ্যক স্নায়ু অবস্থিত।

তত্র শাখাগতাঃ প্রাহ—

একৈকস্যাং পাদাঙ্গুল্যাং ষট্ ষট্ তাস্ত্রিংশৎ, তাবত্য এব তলকূর্চ্চগুল্‌ফেষু, তাবত্য এব জঙ্ঘায়াম্, দশ জানুনি, চত্বারিংশদূরৌ; দশ বঙ্ক্ষণে; এবং সার্দ্ধশতমেকস্মিন্ সক্‌থনি ভবন্তি, এতেনেত-রসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে ছয়-ছয়টি করিয়া পাঁচ অঙ্গুলিতে ৩০টি; তল কূর্চ্চ ও গুল্‌ফদেশে ৩০টি; জঙ্ঘাতে ৩০টি, জানুতে ১০টি, ঊরুদেশে ৪০টি, বঙ্ক্ষণে ১০টি, এইরূপে ১৫০টি স্নায়ু এক পায়ে থাকে। অপর পায়েও ১৫০টি, এবং হস্তদ্বয়েও দেড়শত করিয়া ৩০০ স্নায়ু আছে। সুতরাং দুই পদে ও দুই হস্তে সমুদায়ে ৬০০ স্নায়ু অবস্থিত।

কোষ্ঠগতাঃ প্রাহ—

ষষ্টিঃ কট্যাম্, অশীতিঃ পৃষ্ঠে, পার্শ্বয়োঃ ষষ্টিঃ, উরসি ত্রিংশং।

কটিদেশে ৬০, পৃষ্ঠে ৮০, পার্শ্বদ্বয়ে ৬০ এবং বক্ষোদেশে ৩০-সংখ্যক স্নায়ু আছে।

গ্রীবোর্দ্ধগতাঃ প্রাহ—

ষট্‌ত্রিংশদ্ গ্রীবায়াম্, মূর্দ্ধ্নি, চতুস্ত্রিংশৎ। এবং নব স্নায়ুশতানি ব্যাখ্যাতানি।

গ্রীবাতে ৩৬ ও মস্তকে ৩৪-সংখ্যক স্নায়ু আছে। এই প্রকারে ৯০০ স্নায়ু ব্যাখ্যাত হইল।

পেশ্য

মাংসপেশ্যঃ সমাখ্যাতা নৃণাং পঞ্চ শতানি হি। তাসাং শতানি চত্বারি শাখাসু কথিতান্যথ।। কোষ্ঠে ষড়ুত্তরা ষষ্টিঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ। গ্রীবায়া ঊর্দ্ধগাস্তাস্তু চতুস্ত্রিংশৎ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।

মনুষ্যের মাংসপেশী পাঁচশত। তন্মধ্যে দুই হস্তে ও দুই পায়ে ৪০০, কোষ্ঠে ৬৬, গ্রীবা ও তাহার ঊর্ধ্বভাগে ৩৪-সংখ্যক পেশী অবস্থিত।

তত্র শাখাগতাঃ প্রাহ—

একৈকস্যাং পদাঙ্গুল্যাং তিস্রস্তিস্রস্তাঃ পঞ্চদশ, দশ প্রপদে, পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্টা দশ, গুল্‌ফ-তলোয়োর্দশ, গুল্‌ফজানুনোরন্তরে বিংশতিঃ, জানুনি পঞ্চ, ঊরৌ বিংশতিঃ, বঙ্ক্ষণে দশ, এবমে-কস্মিন্ সক্‌থনি শতং ভবতি। এতেনেতরসক্‌থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ।

প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিন-তিনটি করিয়া পাঁচ অঙ্গুলে ১৫, প্রপদে ১০, পাদোপরি কূর্চ্চসন্নিবিষ্ট ১০, পাদতলে ও গুল্‌ফদেশে ১০, গুল্‌ফ ও জানুর মধ্যে ২০, জানুতে ৫, ঊরুতে ২০ এবং বঙ্ক্ষণদেশে ১০; সমুদায়ে ১০০ পেশী একপায়ে অবস্থিত আছে। সুতরাং দুই পায়ে ২০০

পেশী। হস্তদ্বয়েরও পেশীর সংখ্যা ও অবস্থান ঠিক পদদ্বয়ের ন্যায় জানিবে অর্থাৎ প্রত্যেক হস্তে এক-এক শত করিয়া ঐরূপে ২০০ পেশী আছে।

কোষ্ঠগতাঃ প্রাহ—

তিস্রঃ পায়ৌ, একা মেঢ্রে, সেবন্যামেকা, বৃষণয়োর্দ্ধে, স্ফিচোঃ পঞ্চ পঞ্চ, বস্তিমূর্দ্ধনি দ্বে, উদরে পঞ্চ, নাভ্যামেকা, পৃষ্ঠোর্দ্ধসন্নিবিষ্টা উভয়তঃ পঞ্চ পঞ্চ দীর্ঘাঃ, পার্শ্বয়োঃ ষট্, দশ বক্ষসি, অক্ষকাংসৌ প্রতি সমন্তাৎ সপ্ত, দ্বে হৃদয়ামাশয়য়োঃ, ষট্ যকৃৎপ্লীহোণ্ডুকেষু।

পায়ুদেশে (গুহ্যে) ৩, মেঢ্রে ১, সেবনীতে ১, মুষ্কদ্বয়ে ২, দুই নিতম্বে ৫টি করিয়া ১০টি, বস্তিশিরে ২, উদরে ৫, নাভিতে ১, পৃষ্ঠের উর্ধ্বভাগে উভয়পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট দীর্ঘাকৃতি ৫টি করিয়া ১০টি, পার্শ্বদ্বয়ে ৬টি, বক্ষঃস্থলে ১০টি, বাহুশির ও স্কন্ধের চতুর্দ্দিকে ৭টি, হৃদয় ও আমাশয়ে ২টি এবং যকৃৎ প্লীহা ও উণ্ডুক প্রত্যেক স্থানে দুই-দুইটি করিয়া ৬টি। এই ৬৬টি পেশী কোষ্ঠে অবস্থিত।

গ্রীবোর্দ্ধগতাঃ প্রাহ—

গ্রীবায়াং চতস্রঃ, হন্বোরষ্টৌ, একৈকা কাকলকগলয়োঃ, দ্বে তালুনি, একা জিহ্বায়াম্, ওষ্ঠয়োর্দ্বে, ঘোণায়াং দ্বে, দ্বে নেত্রয়োঃ, গণ্ডয়োশ্চতস্রঃ, কর্ণয়ার্দ্বে, চতস্রো ললাটে, একা শিরসীত্যেবমেতানি পঞ্চ পেশীশতানি।

গ্রীবাতে ৪, হনুস্থানে ৮, কণ্ঠমণিতে ১, গলদেশে ১, তালুতে ২, জিহ্বায় ১, ওষ্ঠদ্বয়ে ২, নাসিকায় ২, নেত্রদ্বয়ে ২, গণ্ডদ্বয়ে ৪, কর্ণদ্বয়ে ২, ললাটে ৪ এবং মস্তকে ১, এই ৩৪টি পেশী গ্রীবার উর্ধ্বভাগে অবস্থিত।

শিরাস্নাযবস্থিপর্ব্বাণি সন্ধয়শ্চ শরীরিণাম্। পেশীভিঃ সংবৃতান্যত্র বলবন্তি ভবন্ত্যতঃ।।

শিরা স্নায়ু অস্থিপর্ব্ব ও সন্ধিসকল পেশী দ্বারা সংবৃত থাকে। তজ্জন্য ইহারা বলবান্ হয়।

স্ত্রীণান্তু বিংশতিরধিকা। যথাগর্ভাশয়ে তিস্রঃ, গর্ভচ্ছিদ্রসংশ্রিতাঃ শুক্রার্ত্তবপ্রবেশিন্যস্তিস্রঃ, যোনাবভ্যন্তরতো মুখাশ্রিতে প্রসৃতে দ্বে, যোনাবেব বহির্নির্গতে স্রোতঃপার্শ্বদ্বয়স্থিতে বর্ত্তুলে (যোনিকর্ণিকেতি যাবৎ) দ্বে, স্তনয়োঃ পঞ্চ পঞ্চ, যৌবনে তাসাং পরিবৃদ্ধির্ভবতি।

স্ত্রীলোকদিগের উক্ত পাঁচশত পেশীর অধিক আর ২০টি পেশী আছে। যথা গর্ভাশয়ে ৩টি, গর্ভচ্ছিদ্রসংশ্রিত শুক্রার্ত্তবপ্রবেশিনী ৩টি, যোনির অভ্যন্তরমুখে প্রসৃত ২টি, যোনির বহির্ম্মুখে যোনিপথের উভয়পার্শ্বস্থ কর্ণিকাদ্বয়ে ২টি, এবং স্তনদ্বয়ে ৫টি করিয়া ১০টি পেশী আছে; এই ১০টি পেশী যৌবনকালে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পুংসাং পেশ্যঃ পুরস্তাদ্ যাঃ প্রোক্তা মেহনমুষ্কজাঃ। স্ত্রীণামাবৃত্য তিষ্ঠন্তি ফলমন্তর্গতা হি তাঃ।।
গয়দাসস্ত্বাহ—স্ত্রীণাং মাংসপেশ্যস্ত্রিভির্হীনানি পঞ্চশতানি। তথা চ ভোজঃ। পঞ্চ পেশীশতান্যেব স্ত্রীবর্জ্জং বিদ্ধি ভূমিপ। অতশ্চ তিস্রো হীয়ন্তে স্ত্রীণাং শেফসি মুষ্কয়োঃ।।

পুরুষদিগের লিঙ্গে ও অণ্ডকোষে যে-৩টি পেশী পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, লিঙ্গ ও কোষের অভাবে সেই ৩টি পেশী স্ত্রীলোকদিগের গর্ভাশয় ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। কিন্তু গয়দাস ও ভোজের মতে স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বোক্ত ৫০০ পেশীর মধ্যে ঐ ৩টি কম।

মর্ম্মাণি

সন্নিপাতঃ শিরাস্নায়ু-সন্ধিমাংসাস্থিসম্ভবঃ। মর্ম্মাণি তেষু তিষ্ঠন্তি প্রাণাঃ খলু বিশেষতঃ।।

শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, মাংস ও অস্থি ইহাদের সম্পাতস্থানকে মর্ম্ম কহে। সেই মর্ম্মস্থানেই জীবের জীব বিশেষরূপে অবস্থিতি করে।

তেষাং সংখ্যামাহ—

সপ্তোত্তরশতং সন্তি দেহে মর্ম্মাণি দেহিনাম্। তান্যেকাদশ মাংসে স্যুরষ্টাবস্থিষু সন্তি হি।। সন্ধীনাং বিংশতিস্তানি স্নায়ুনাং সপ্তবিংশতিঃ। চত্বারিংশৎ তথৈকঞ্চ শিরামর্ম্মাণি তত্র তু।। দ্বাবিংশতিঃ সক্থিযুগে তাবন্ত্যেব ভুজদ্বয়ে। দ্বাদশোরসি কুক্ষৌ চ পৃষ্ঠদেশে চতুর্দ্দশ। গ্রীবায়া উর্দ্ধভাগে তু সপ্তত্রিংশন্মতানি হি।।

মনুষ্যদেহে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৭টি মর্ম্ম আছে। তন্মধ্যে মাংসমর্ম্ম ১১টি, অস্থিমর্ম্ম ৮টি, সন্ধিমর্ম্ম ২০টি, স্নায়ুমর্ম্ম ২৭টি এবং শিরামর্ম্ম ৪১টি, এই ১০৭টি মর্ম্মের ২২টি পদদ্বয়ে, ২২টি হস্তদ্বয়ে, ১২টি বক্ষঃস্থলে ও কুক্ষিদেশে, ১৪টি পৃষ্ঠে এবং ৩৭টি গ্রীবার ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত।

তান্যেতানি পঞ্চবিকল্পানি মর্ম্মাণি ভবন্তি। তদ্‌যথা—সদ্যঃ প্রাণহরাণি, কালান্তরপ্রাণহরাণি, বিশল্যঘ্নানি, বৈকল্যকরাণি, রুজাকরাণীতি।

সদ্যঃপ্রাণহরাণি স্যুর্মর্ম্মাণ্যেকোনবিংশতিঃ। মর্ম্মদেশাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্যুঃ কালান্তরমারকাঃ।। চত্বারিংশচ্চ চত্বারি বৈকল্যং জনয়ন্তি হি। মর্ম্মাষ্টকং রুজাকারি বিশল্যঘ্নং ত্রিকং মতম্।।

মর্ম্ম পাঁচপ্রকার। যথা সদ্যপ্রাণহর, কালান্তর-প্রাণহর, বিশল্যঘ্ন, বৈকল্যকর ও রুজাকর। যে-মর্ম্ম আহত হইলে সদ্য (৭ দিনের মধ্যে) প্রাণ নষ্ট হয়, তাহাকে সদ্যপ্রাণহর; যে-মর্ম্ম আহত হইলে কালান্তরে প্রাণ নষ্ট হয়, তাহাকে কালান্তর-প্রাণহর; যে-মর্ম্ম হইতে শল্য উদ্ধৃত হইবা মাত্র প্রাণত্যাগ হয়, কিন্তু শল্য যতক্ষণ নিহিত থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য জীবিত থাকে, সেই মর্ম্মকে বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম; যে-মর্ম্ম আহত হইলে অঙ্গের বিকলতা জন্মে, তাহাকে বৈকল্যকর মর্ম্ম এবং যে-মর্ম্ম আহত হইলে বিশেষ-বিশেষ রুজা (যন্ত্রণা) উপস্থিত হয়, তাহাকে রুজাকর মর্ম্ম কহে। সদ্যপ্রাণহর মর্ম্ম ১৯টি; কালান্তর-প্রাণহর মর্ম্ম ৩৩টি; বৈকল্যকর মর্ম্ম ৪৪টি, রুজাকর মর্ম্ম ৮টি; এবং বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম ৩টি।

সদ্যোমারকাণি মর্ম্মাণি

শৃঙ্গাটকান্যধিপতিঃ শঙ্খৌ কণ্ঠশিরা গুদম্। হৃদয়ং বস্তিনাভী চ সদ্যো ঘ্নন্তি হতানি চেৎ।।

শৃঙ্গাটক, অধিপতি, শঙ্খ, কণ্ঠশিরা, গুদ, হৃদয়, বস্তি ও নাভি এই সকল মর্ম্ম আহত হইলে সদ্য প্রাণ বিনষ্ট হয়। শৃঙ্গাটকাদি সদ্যোমারক মর্ম্মসকলের অবস্থান লিখিত হইতেছে।

শৃঙ্গাটকানি

ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিজিহ্বাসন্তর্পকাণাং শিরামুখাণাং শিরসো মধ্যে সংযোগস্থানম্, তানি চত্বারি শিরামর্ম্মাণিঃ চতুরঙ্গুল প্রমাণানি, হতানি সন্তি সদ্যোমারকাণি ভবন্তি।

নাসিকা কর্ণ নেত্র ও জিহ্বা, ইহাদের সন্তর্পক শিরাসমূহের মুখ, মস্তকের মধ্যে যে-স্থানে মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানে যে-৪টি শিরামর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে শৃঙ্গাটক মর্ম্ম কহে। শৃঙ্গাটক মর্ম্মের পরিমাণ ৪ অঙ্গুল। সেই স্থান আহত হইলে সদ্য প্রাণ বিনষ্ট হয়।

অধিপতিঃ

মস্তকস্যাভ্যন্তরোপরিষ্টাচ্ছিরাসন্ধিসন্নিপাতো রোমাবর্ত্তঃ স একঃ। সন্ধিমর্ম্মেদমর্দ্ধাঙ্গুলপ্রমাণং সদ্যো-মারকম্।

মস্তকের অভ্যন্তরে শিরা ও সন্ধির যে-সংযোগস্থান, যাহার উপরিভাগে রোমাবর্ত্ত আছে, তাহাকে অধিপতি কহে। অধিপতি সন্ধিমর্ম্ম, ইহার পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুল। ইহা সদ্যোমারক।

শঙ্খৌ

ভ্রুবোরন্তোপরি কর্ণললাটয়োর্মধ্যে তৌ দ্বৌ অস্থিমর্ম্মণী সার্দ্ধাঙ্গুলে সদ্যোমারকে।

ভ্রূপ্রান্তদ্বয়ের উপরিভাগে কর্ণ ও ললাটের মধ্যদেশে শঙ্খ-নামক দেড় অঙ্গুলি পরিমিত দুইটি অস্থিমর্ম্ম আছে। তাহা সদ্যোমারক।

কণ্ঠশিরাঃ (শিরামাতৃকাঃ)

গ্রীবায়া উভয়পার্শ্বয়োশ্চতস্রশ্চতস্রঃ শিরাস্তা অষ্টৌ শিরামর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলানি সদ্যোমারকাণি।

গ্রীবার উভয়পার্শ্বে যে-৪টি করিয়া ৮টি শিরা আছে, তাহারা শিরামর্ম্ম। সেই শিরামর্ম্মের পরিমাণ ৪ অঙ্গুলি, তাহারা সদ্যোমারক।

গুদমর্ম্ম

গুদং প্রসিদ্ধম্ একং মাংসমর্ম্ম চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরে গুদ-নামক যে-নাড়ী আছে, তাহাই গুদমর্ম্ম। ইহা ৪ অঙ্গুলি পরিমিত মাংসমর্ম্ম। গুদমর্ম্ম সদ্যোমারক।

হৃদয়ম্

স্তনয়োর্মধ্যমধিষ্ঠায়োরস্যামাশয়দ্বারং সত্ত্বরজস্তমসামধিষ্ঠানং হৃদয়ং নামৈকং শিরামর্ম্মেদং চতু-রঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

স্তনদ্বয়ের মধ্যে বক্ষঃস্থলে হৃদয়মর্ম্ম, উহা আমাশয়ের দ্বার এবং সত্ত্বরজস্তমোগুণের অধিষ্ঠান। ইহা শিরামর্ম্ম। ইহার পরিমাণ ৪ অঙ্গুল, হৃদয়মর্ম্ম সদ্যোমারক।

বস্তিমর্ম্ম

বস্তির্নাভিপৃষ্ঠকটী-গুদবঙ্ক্ষণশেফসাম্। মধ্যে বস্তিস্তনুত্বক্ চ একদ্বারো হ্যধোমুখঃ।। স্নায়ুমর্ম্মেদং চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

নাভি, পৃষ্ঠ, কটী, গুদ, বঙ্ক্ষণ ও লিঙ্গ, ইহাদের মধ্যস্থলে বস্তি (মূত্রাশয়) অবস্থিত, ইহার চর্ম্ম পাতলা, দ্বার একটি এবং মুখ অধোদিকে। ইহা স্নায়ুমর্ম্ম, চতুরঙ্গুল-পরিমিত ও সদ্যোমারক।

নাভিমর্ম্ম

নাভিঃ প্রসিদ্ধা। শিরামর্ম্মেদং চতুরঙ্গুলং সদ্যোমারকম্।

নাভি কী সকলেই জানেন, ইহা শিরামর্ম্ম, ৪ অঙ্গুলি-পরিমিত, সদ্যোমারক।

কালান্তরপ্রাণহরাণি মর্ম্মাণি

বক্ষোমর্ম্মাণি সীমন্ত-তলক্ষিপ্রেন্দ্রবস্তয়ঃ। বৃহত্যৌ পার্শ্বয়োঃ সন্ধী কটীকতরুণে চ যে। নিতম্বাবিতি চৈতানি কালান্তরহরাণি তু।।

বক্ষোমর্ম্ম, সীমন্ত, তল, ক্ষিপ্র, ইন্দ্রবস্তি, বৃহতী, পার্শ্বসন্ধি, কটীক, তরুণ ও নিতম্ব, এই সকল মর্ম্ম কালান্তর-প্রাণহর।

বক্ষোমর্ম্মাণি

স্তনমূলস্তনরোহিতাপলাপাপস্তম্ভাঃ, এতানি বক্ষোমর্ম্মাণি কালান্তরমারকাণি।

স্তনমূলদ্বয়, স্তনরোহিতদ্বয়, অপলাপদ্বয় ও অপস্তম্ভদ্বয়, এই ৮টি বক্ষোমর্ম্ম। ইহারাই কালান্তরমারক।

স্তনমূলে

স্তনমূলে স্তনয়োরধস্তাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং যাবদ্ দ্বে শিরামর্ম্মণী, কফপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাং কালান্তর-মারকে।

স্তনদ্বয়ের অধোভাগে ২ অঙ্গুল-পরিমিত যে ২টি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই স্তনমূলমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে কোষ্ঠ কফপূর্ণ হওয়ায় কাস-শ্বাস উপস্থিত হইয়া কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

স্তনরোহিতে

স্তনরোহিতে স্তনয়োরুপরি দ্ব্যঙ্গুলং যাবদ্ দ্বে মাংসমর্ম্মণী রক্তপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ কালান্তরমারকে।

স্তনদ্বয়ের উপরিভাগে ২ অঙ্গুলি-পরিমিত যে ২টি মাংসমর্ম্ম আছে, তাহাই স্তনরোহিতমর্ম্ম নামে অভিহিত। সেই মর্ম্মদ্বয় আহত হইলে কোষ্ঠ শোণিতপূর্ণ হওয়ায় কাস-শ্বাস উপস্থিত হইয়া কালান্তরে মৃত্যু হয়।

অপলাপৌ

অপলাপৌ অংসকূটয়োরধস্তাৎ পার্শ্বয়োরুপরি দ্বে শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, রক্তেন পূযতাং গতেন কালান্তরমারকে।

স্কন্ধকূটদ্বয়ের নিম্নে, পার্শ্বদ্বয়ের উপরিভাগে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত যে ২টি শিরামর্ম্ম আছে, তাহা অপলাপ। ইহা আহত হইলে পূয হওয়ায় কালান্তরে প্রাণবিয়োগ করে।

অপস্তম্ভৌ

অপস্তম্ভৌ উভয়ত্রোরসো নাড্যৌ বাতবহে শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে, বাতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কাসশ্বাসাভ্যাঞ্চ কালান্তরমারকে।

বক্ষঃস্থলের উভয়পার্শ্বস্থ বাতবহ নাড়ীদ্বয়ের অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত স্থান অপস্তম্ভ নামে অভিহিত। এই শিরামর্ম্মদ্বয় আহত হইলে কোষ্ঠ বায়ুপূর্ণ হওয়ায় কাস ও শ্বাসরোগে রোগীর কালান্তরে মৃত্যু হইয়া থাকে।

সীমন্তাঃ

সীমন্তাঃ শিরসি পঞ্চ সন্ধয়ঃ, সন্ধিমর্ম্মাণি চতুরঙ্গুলানি উন্মাদভয়চিত্তবিনাশৈঃ কালান্তরমারকাণি।

মস্তকে যে ৫ টি সন্ধি আছে, তাহাদিগকে সীমন্তমর্ম্ম কহে। এই সীমন্ত-নামক সন্ধিমর্ম্মসকলের প্রত্যেকের পরিমাণ ৪ অঙ্গুলি। সীমন্তমর্ম্ম আহত হইলে উন্মাদ ভয় ও চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

তলানি

তলানি মধ্যাঙ্গুলিমনুক্রম্য হস্তস্য মধ্যং তলম্, এবমপরস্য পাদয়োশ্চ। চত্বারি তলানি মাংসমর্ম্মাণি দ্ব্যাঙ্গুলানি রুজাভিঃ কালান্তরমারকাণি।

মধ্যমাঙ্গুলির সমসূত্রে হস্ততলের মধ্যভাগে ২ অঙ্গুল-পরিমিত স্থান তলমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই তলমর্ম্ম ৪টি, যথা দুই হস্ততলে ২টি ও দুই পদতলে ২টি। তলমর্ম্ম আহত হইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

ক্ষিপ্রাণি

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্মধ্যে ক্ষিপ্রম্। তচ্চ হস্তয়োর্দ্বে, পাদয়োর্দ্বে, এবং চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলান্যাক্ষেপকেণ কালান্তরমারকাণি।

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তন্নিকটস্থ অঙ্গুলির মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুলপরিমত ক্ষিপ্র-নামক শিরামর্ম্ম অবস্থিত। সেই ক্ষিপ্রমর্ম্ম ৪টি। যথা দুই হস্তে ২টি, দুই পদে ২টি। ক্ষিপ্রমর্ম্ম আহত হইলে আক্ষেপরোগ উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

ইন্দ্রবস্তয়ঃ

ইন্দ্রবস্তয়ঃ প্রকোষ্ঠয়োর্মধ্যে দ্বৌ, জঙ্ঘয়োর্মধ্যে দ্বৌ এবং চত্বারি মাংসমর্ম্মাণি দ্ব্যঙ্গুলানি; শোণিত-ক্ষয়েণ কালান্তরমারকাণি।

প্রত্যেক প্রকোষ্ঠের ও প্রত্যেক জঙ্ঘার মধ্যস্থলে এক-একটি করিয়া যে ৪টি মাংসমর্ম্ম আছে, তাহা ইন্দ্রবস্তি নামে অভিহিত। ইন্দ্রবস্তির পরিমাণ ২ অঙ্গুলি। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয় হেতু কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

বৃহত্যৌ

বৃহত্যৌ স্তনমূলাদুভয়তঃ পৃষ্ঠবংশং যাবৎ শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে; শোণিতাতিপ্রবৃত্তিনিমিত্তৈরুপদ্রবৈঃ কালান্তরমাবকে।

স্তনমূল হইতে ঠিক সমসূত্রে পৃষ্ঠবংশের উভয়পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত যে ২টি শিরামর্ম্ম আছে, সেই মর্ম্মদ্বয়ই বৃহতীমর্ম্ম নামে অভিহিত। বৃহতীমর্ম্ম বিদ্ধ হইলে অতিশয় রক্তস্রাব-জনিত উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

পার্শ্বসন্ধী

পার্শ্বসন্ধী জঘনপার্শ্বয়োঃ সন্ধী শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে; শোণিতপূর্ণকোষ্ঠতয়া কালান্তরমারকে।

উভয় জঘন ও উভয়পার্শ্বের সন্ধিস্থলে যে ২টি অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই পার্শ্বসন্ধিমর্ম্ম। এই মর্ম্ম আহত হইলে কোষ্ঠ রক্তপূর্ণ হওয়ায় কালান্তরে প্রাণ বিনষ্ট হয়।

কটীকতরুণে

কটীকতরুণে ত্রিকসন্নিধানে উভয়তঃ শ্রোণিকাণ্ডে লক্ষ্মীকৃত্যাস্থিনী স্থিতে অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে; শোণিতক্ষয়াৎ পাণ্ডুবিবর্ণরূপং কৃত্বা কালান্তরমারকে।

ত্রিকস্থানের (মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তের) নিকটে উভয়দিকে শ্রোণিকাণ্ডে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত যে ২টি অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহাই কটীতরুণমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয়-হেতু রোগী পাণ্ডু ও বিবর্ণ হইয়া কালান্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নিতম্বৌ

নিতম্বৌ প্রসিদ্ধৌ দ্বৌ অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলৌ; অধঃকায়শোষেণ দৌর্ব্বল্যেন চ কালান্তরমারকৌ।

নিতম্ব কী তাহা সকলেই জানেন, এই নিতম্বদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত যে ২টি অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহাই নিতম্বমর্ম্ম নামে কথিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে অধঃকায়ের শোষ ও দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হওয়ায় কালান্তরে প্রাণবিয়োগ হয়।

বৈকল্যকরাণি

লোহিতাক্ষাণিজানূর্ব্বী-কূর্চ্চাবিটপকূর্পরাঃ। কুকুন্দরে কক্ষধরে বিধুরে সকৃকাটিকে।। অংসাংসফলকা-পাঙ্গা নীলে মন্যে ফণে তথা। বৈকল্যকরণান্যাহুরাবর্ত্তৌ দ্বৌ তথৈব চ।।

লোহিতাক্ষ, আণি, জানু, ঊর্ব্বী, কূর্চ্চ, বিটপ, কূর্পর, কুকুন্দর, কক্ষধর, বিধুর, কৃকাটিকা, অংস, অংসফলক, অপাঙ্গ, নীলা, মন্যা, ফণ ও আবর্ত্ত, ইহারা বৈকল্যকর মর্ম্ম। ইহাদের বিষয় লিখিত হইতেছে।

ঊর্ব্ব্যা ঊর্দ্ধমধ্যেঃ বঙ্ক্ষণসন্ধের্লোহিতাক্ষং নাম। তচ্চ দ্বে বাহ্বোঃ, দ্বে ঊর্ব্বোঃ, এবং তানি চত্বারি শিরামর্ম্মাণ্যর্দ্ধাঙ্গুলানি বৈকল্যকরাণি; তত্র শোণিতক্ষয়েণ পক্ষাঘাতঃ সক্‌থিসাদো বা।

ঊর্ব্বী-নামক মর্ম্মের উপরে এবং বঙ্ক্ষণসন্ধির নিম্নে লোহিতাক্ষ-নামক বৈকল্যকর মর্ম্ম অবস্থিত। ইহা শিরামর্ম্ম। ইহার পরিমাণ অর্দ্ধাঙ্গুলি। লোহিতাক্ষমর্ম্ম ৪টি। যথা দুই বাহুতে ২টি, দুই ঊরুতে ২টি। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয় হওয়ার পক্ষাঘাত বা পায়ের অবসাদ হইয়া থাকে।

আণয়ঃ

আণয়ঃ জানুন ঊর্দ্ধম্ উভয়োঃ পার্শ্বয়োস্ত্র্যঙ্গুলম্, একস্মিন জানুনি দ্বে, অপরস্মিন্ দ্বে, এবং চতস্রঃ, তানি স্নায়ুমর্ম্মাণি অর্দ্ধাঙ্গুলানি বৈকল্যকরাণি; তত্র শোথাতিবৃদ্ধিঃ সক্‌থিস্তম্ভশ্চ।

জানুদ্বয়ের ৩ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে উভয়পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত ১টি করিয়া ৪টি আণি-নামক বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে অত্যন্ত শোথ ও পায়ের স্তব্ধতা হয়।

জানুনী জঙ্ঘোর্ব্বোঃ সন্ধী সন্ধিমর্ম্মণী। দ্ব্যঙ্গুলে বৈকল্যকরে; অত্র খঞ্জতা।

জঙ্ঘা ও ঊরুর সন্ধিস্থানে ২ অঙ্গুল-পরিমিত জানু-নামক বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম অবস্থিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে খঞ্জতা (খোঁড়া) হয়।

ঊর্ব্ব্যঃ

ঊর্ব্ব্যঃ—দ্বে ঊর্ব্বোর্মধ্যে, দ্বে প্রগণ্ডয়োর্মধ্যে, এবং চতস্রঃ শিরামর্ম্মাণি; একাঙ্গুলপ্রমাণা বৈকল্য-কারিণ্যঃ, তত্র শোণিতক্ষয়াৎ সক্‌থিবাহ্বোঃ শোষঃ।

ঊরুদ্বয়ের মধ্যে ২টি এবং প্রগণ্ডদ্বয়ের (কনুই হইতে বগল পর্য্যন্ত) মধ্যে ২টি, সমুদায়ে ৪টি শিরামর্ম্ম আছে, এই শিরামর্ম্ম ঊর্ব্বী নামে অভিহিত। ইহার পরিমাণ ১ অঙ্গুলি। এই মর্ম্ম আহত হইলে শোণিতক্ষয়হেতু পায়ের ও বাহুর শোষ হইয়া থাকে।

কূর্চ্চাঃ

পাদয়োরঙ্গুষ্ঠাঙ্গুল্যোর্মধ্যে তয়োরূর্দ্ধমধশ্চ এবং চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণি বৈকল্যকরাণি; তত্র পাদয়োর্ভ্রমণবেপনে ভবতঃ। (ক্ষিপ্রস্যোপরিষ্টাদুভয়তঃ কূর্চ্চো নাম)।

পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ ও তন্নিকটস্থ অঙ্গুলির মধ্যে অর্থাৎ ক্ষিপ্রমর্ম্মের ঊর্ধ্ব ও অধোদিকে এক-একটি করিয়া ৪টি বৈকল্যকর কূর্চ্চ-নামক স্নায়ুমর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে পাদভ্রমণ (পা ঘুরিয়া যাওয়া) ও পাদকম্প হয়।

বিটপে

বিটপে দ্বে বঙ্ক্ষণবৃষণয়োর্মধ্যে স্নায়ুমর্ম্মণী একাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র ষাণ্ড্যমল্পশুক্রতা বা।

বঙ্ক্ষণ (কুঁচকিস্থান) ও বৃষণদ্বয়ের (অণ্ডকোষ) মধ্যে ১ অঙ্গুলি-পরিমিত বিটপ-নামক ২টি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম আছে। ইহা আহত হইলে ষণ্ডতা বা শুক্রাল্পতা হয়।

কূর্পরৌ

কূর্পরৌ কফোণিজৌ দ্বৌ সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলে বৈকল্যকরৌ, তত্র বাহুমধ্যে সঙ্কোচঃ।

কনুইদ্বয়ে ২ অঙ্গুলি-পরিমিত কূর্পর-নামক ২টি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, ইহা আহত হইলে বাহুর সঙ্কোচ হইয়া থাকে।

কুকুন্দরে

কুকুন্দরে নিতম্বকূপকে দ্বে সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র স্পর্শাজ্ঞানমধঃকায়স্য চেষ্টোপঘাতশ্চ।

নিতম্বকূপে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত যে-সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই কুকুন্দরমর্ম্ম নামে অভিহিত। দুই নিতম্বে ২টি কুকুন্দর। ইহা আহত হইলে স্পর্শশক্তির লোপ ও অধঃকায়ের ক্রিয়াহানি হইয়া থাকে।

কক্ষধরে

কক্ষধরে বক্ষঃকক্ষয়োর্মধ্যে দ্বে স্নায়ুমর্ম্মণী একাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র পক্ষাঘাতঃ।

বক্ষ ও কক্ষ (বগল) এই উভয়ের মধ্যে ১ অঙ্গুলি-পরিমিত কক্ষধর-নামক ২টি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম দুই দিকে আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে পক্ষাঘাত উপস্থিত হয়।

বিধুরে

বিধুরে কর্ণপৃষ্ঠতোঽধঃসংশ্রিতে কিঞ্চিন্নিম্নাকারে দ্বে স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র ব্যাধির্য্যম্।

কর্ণদ্বয়ের পশ্চাদ্দিকের নিম্নভাগে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত বিধুরমর্ম্ম নামক ২টি বৈকল্যকর স্নায়ুমর্ম্ম আছে। এই মর্ম্ম আহত হইলে বাধির্য্য (কালা)-রোগ উপস্থিত হয়।

কৃকাটিকে

কৃকটিকে শিরোগ্রীবয়োরুভয়তঃ সন্ধী দ্বে সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র শিরঃকম্পঃ।

মস্তক ও গ্রীবার সন্ধিস্থলে উভয়পার্শ্বে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত ২টি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই কৃকাটিকা নামে অভিহিত। কৃকাটিকামর্ম্ম আহত হইলে শিরঃকম্প উপস্থিত হয়।

অংসৌ

অংসৌ স্কন্ধৌ স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র বাহুস্তম্ভঃ।

অংসে অর্থাৎ স্কন্ধদ্বয়ে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত বৈকল্যকর ২টি স্নায়ুমর্ম্ম আছে। তাহাই অংসমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে বাহুস্তম্ভ অর্থাৎ বাহুদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হয়।

অংসফলকে

অংসফলকে পৃষ্ঠোপরি পৃষ্ঠবংশমুভয়তস্ত্রিকসম্বন্ধে অস্থিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র বাহ্বোঃ শূন্যতা শোষশ্চ। (গ্রীবায়াম্ অংসদ্বয়স্য চ সংযোগো যত্র তৎ ত্রিকম্)।

পৃষ্ঠের উপরিভাগে মেরুদণ্ডে যে-ত্রিকসন্ধি আছে (গ্রীবার যে-স্থানে স্কন্ধদ্বয়ের সংযোগ হইয়াছে) সেই ত্রিকসন্ধিতে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত বৈকল্যকর যে ২টি অস্থিমর্ম্ম আছে, তাহাই অংসফলকমর্ম্ম নামে কথিত। সেই মর্ম্ম আহত হইলে বাহুদ্বয়ে শূন্যতা ও শোষ উপস্থিত হয়।

অপাঙ্গৌ

অপাঙ্গৌ নেত্রয়োরন্তৌ শিরামর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরৌ; তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতো বা।

নেত্রদ্বয়ের প্রান্তকে অপাঙ্গ কহে, সেই অপাঙ্গ অপাঙ্গমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই বৈকল্যকর অপাঙ্গ-নামক শিরামর্ম্মদ্বয় অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত। ইহা আহত হইলে আন্ধ্য বা দৃষ্টির উপঘাত হয়।

নীলে মন্যে চ

নীলে মন্যে চ কণ্ঠনাড়ীমুভয়তশ্চতস্রো ধমন্যঃ দ্বে নীলে দ্বে মন্যে। তত্র একা মন্যা একা নীলা একস্মিন্ পার্শ্বে, অন্যা মন্যা অন্যা নীলা অপরস্মিন্ পার্শ্বে। দ্বে দ্বে শিরামর্ম্মণী দ্ব্যাঙ্গুলে দ্ব্যাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্র মূকতা বিকৃতস্বরতা রসাগ্রাহিতা চ।

কণ্ঠনালীর উভয়দিকে ৪টি ধমনী আছে, তাহাদের ২টির নাম নীলা ও ২টির নাম মন্যা। এক-পার্শ্বে ১টি নীলা ও ১টি মন্যা, অপরপার্শ্বে ১টি নীলা ও ১টি মন্যা। নীলা কণ্ঠনালীর দিকে, মন্যা গ্রীবার দিকে অবস্থিত। এই ধমনীচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটিতে ২ অঙ্গুল-পরিমিত যে ৪টি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই নীলামর্ম্ম ও মন্যামর্ম্ম নামে অভিহিত। এই বৈকল্যকর ৪টি মর্ম্ম আহত হইলে মূকতা, স্বরের বিকৃতি ও রসগ্রহণশক্তির নাশ হয়।

ফণে

ফণে ঘ্রাণমার্গমুভয়তঃ স্রোতোমার্গপ্রতিবদ্ধে অভ্যন্তরতঃ শিরামর্ম্মণী বৈকল্যকরে, তত্র গন্ধাজ্ঞানম্।

নাসিকারন্ধ্রদ্বয়ের অভ্যন্তরে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত বৈকল্যকর যে ২টি শিরামর্ম্ম আছে, তাহাই ফণমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে ঘ্রাণশক্তি বিনষ্ট হয়।

আবর্ত্তৌ

আবর্ত্তৌ ভ্রুবোরুপরিনিম্নয়োঃ সন্ধিমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে; তত্রান্ধ্যং দৃষ্ট্যুপঘাতশ্চ।

ভ্রূর উপরে ও নিম্নে অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত যে ২টি বৈকল্যকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই আবর্ত্তমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই মর্ম্ম আহত হইলে অন্ধতা বা দৃষ্টির উপঘাত হয়।

রুজাকরাণি

গুল্ফৌ দ্বৌ মণিবন্ধৌ দ্বৌ তথা কূর্চ্চশিরাংসি চ। রুজাকরাণি জানীয়াদষ্টাবেতানি বুদ্ধিমান্।।

২টি গুল্‌ফ, ২টি মণিবন্ধ এবং ৪টি কূর্চ্চশির, এই ৮টি রুজাকর মর্ম্ম। ইহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

গুল্‌ফমর্ম্ম

গুল্‌ফৌ ঘুন্টিকে সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলৌ রুজাকরৌ; তত্র রুজা পাদস্তম্ভঃ খঞ্জতা বা।

ঘুন্টিকা অর্থাৎ গুল্‌ফদ্বয়ে ২ অঙ্গুলি-পরিমিত যে ২টি রুজাকর সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই গুল্‌ফমর্ম্ম নামে খ্যাত। এই মর্ম্ম আহত হইলে অতিশয় যন্ত্রণা, পাদস্তম্ভ বা খঞ্জতা জন্মে।

মণিবন্ধৌ

মণিবন্ধৌ হস্তপ্রকোষ্ঠসন্ধী সন্ধিমর্ম্মণী দ্ব্যঙ্গুলৌ রুজাকরৌ; তত্র হস্তয়োঃ ক্রিয়ারাহিত্যম্।

হস্ত ও প্রকোষ্ঠের মধ্যে মণিবন্ধ (কব্জি)-নামক স্থানে ২ অঙ্গুলি-পরিমিত পীড়াকর যে-সন্ধিমর্ম্ম আছে, তাহাই মণিবন্ধমর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহা আহত হইলে হস্তদ্বয়ের ক্রিয়ালোপ হয়।

কূর্চ্চশিরাংসি

কূর্চ্চশিরাংসি পাদসন্ধেরধ উভয়তঃ, একস্মিন্ পাদে দ্বে, দ্বে চ দ্বিতীয়ে, এবং চত্বারি স্নায়ুমর্ম্মাণ্যে-কাঙ্গুলানি রুজাকরাণি; তত্র রুজা শোফশ্চ।

পদসন্ধির (গুল্‌ফসন্ধির) নিম্নে উভয়দিকে এক-একটি করিয়া ১ অঙ্গুল পরিমাণে যে ২টি পীড়াদায়ক স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহাই কূর্চ্চশিরোমর্ম্ম নামে অভিহিত। এই কূর্চ্চশিরোমর্ম্ম এক পায়ে ২টি, অপর পায়ে ২টি, সমুদায়ে ৪টি। ইহা আহত হইলে অত্যন্ত যন্ত্রণা ও শোথ উপস্থিত হয়।

বিশল্যঘ্নানি

উৎক্ষেপৌ স্থপনী চৈব বিশল্যঘ্নং ত্রিকং মতম্।।

উৎক্ষেপমর্ম্ম ২টি এবং স্থপনীমর্ম্ম ১টি, সমুদায়ে ৩টি বিশল্যঘ্ন মর্ম্ম।

উৎক্ষেপৌ

উৎক্ষেপৌ শঙ্খয়োরুপরি কেশান্ যাবৎ স্নায়ুমর্ম্মণী অর্দ্ধাঙ্গুলে। তয়োর্বিদ্ধয়োঃ সশল্যো জীবেৎ পাকাৎ পতিতশল্যো বা; উদ্ধৃতশল্যস্তু ম্রিয়েত। অতএব বিশল্যমুদ্ধৃতশল্যং হন্তীতি বিশল্যঘ্নম্।

শঙ্খদ্বয়ের উপরে কেশস্থান পর্য্যন্ত অর্দ্ধাঙ্গুল-পরিমিত যে ২টি স্নায়ুমর্ম্ম আছে, তাহাই উৎক্ষেপ-নামক বিশল্যঘ্নমর্ম্ম। এই মর্ম্ম শল্য দ্বারা বিদ্ধ হইলে যতক্ষণ তাহাতে শল্য থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য জীবিত থাকে, শল্য উদ্ধৃত হইলে মরিয়া যায়। কিন্তু যদি বিদ্ধস্থান পাকাতে শল্য আপনা হইতে খসিয়া পড়ে, তাহা হইলে বাঁচে। বিশল্য অর্থাৎ উদ্ধৃতশল্য ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করে বলিয়া এই মর্ম্মকে বিশল্যঘ্নমর্ম্ম কহে।

স্থপনীমর্ম্ম

স্থপনী একা ভ্রূবোমধ্যে শিরামর্ম্মৈদমর্দ্ধাঙ্গুলং বিশল্যঘ্নম্।

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুলি-পরিমিত স্থপনী-নামক বিশল্যঘ্ন শিরামর্ম্ম অবস্থিত। প্রবিষ্ট শল্য ইহা হইতে উদ্ধৃত হইলে প্রাণবিয়োগ হয়।

মর্ম্মবেধনফলম্

সপ্তরাত্রান্তরে হন্যুঃ সদ্যঃপ্রাণহরাণি হি। কালান্তরপ্রাণহরং পক্ষে মাসে চ মারকম্।।

সদ্যপ্রাণহর মর্ম্ম আহত হইলে সপ্তরাত্রির মধ্যে প্রাণ বিনষ্ট হয়। কালান্তর-প্রাণহর মর্ম্ম আহত হইলে এক পক্ষ বা এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

সদ্যঃপ্রাণহরঞ্চান্তে বিদ্ধং কালেন মারয়েৎ। কালান্তরপ্রাণহরমন্তে বিদ্ধন্তু দুঃখদম্।।

যে-সকল মর্ম্ম সদ্যপ্রাণহর, তাহারা যদি অন্তভাগে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে সদ্য প্রাণনাশ না-করিয়া কালান্তরে অর্থাৎ এক পক্ষ বা এক মাসের মধ্যে প্রাণসংক্ষয় করে। আর যাহারা কালান্তরে প্রাণনাশক মর্ম্ম, তাহারা যদি প্রান্তভাগে বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কালান্তরে মারক না হইয়া অত্যন্ত দুঃখপ্রদ হইয়া থাকে।

মর্ম্মাণ্যধিষ্ঠায় হি যে বিকারাঃ মূর্চ্ছন্তি কায়ে বিবিধা নরাণাম্। প্রায়েণ তে কৃচ্ছ্রতমা ভবন্তি বৈদ্যেন যত্নৈরপি সাধ্যমানাঃ।।

যে-সকল রোগ মানবের মর্ম্মস্থান আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহারা বৈদ্য-কর্ত্তৃক সযত্নে চিকিৎসিত হইলেও অতি কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

শিরা

সন্ধিবন্ধনকারিণ্যো দোষধাতুবহাঃ শিরাঃ। নাভ্যাং সর্ব্বা নিবদ্ধাস্তাঃ প্রতন্বন্তি সমন্ততঃ।।

সন্ধিবন্ধনকারিণী এবং দোষ ও ধাতুবাহিনী সমস্ত শিরা নাভিতে সম্বদ্ধ। তাহারা সেই নাভি হইতে শাখাপ্রশাখা দ্বারা সর্ব্বাবয়বে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে।

শরীরং সকলঞ্চৈতচ্ছিরাভিঃ পোষ্যতে সদা। প্রণালীভিরিবারামাঃ কুল্যাভিঃ ক্ষেত্রধান্যবৎ।।

জলপ্রণালী দ্বারা যেমন উদ্যানের বৃক্ষসকল পরিপুষ্ট হয়, কুল্যা অর্থাৎ কৃত্রিম খাত দ্বারা যেমন ক্ষেত্রের ধান্যসকল বর্দ্ধিত হয়, ঐ সকল শিরা দ্বারাও সেইরূপ সমস্ত শরীরের পোষণ হইয়া থাকে।

প্রসারণাকুঞ্চনাদি-ক্রিয়াভিঃ সততং তনৌ। শিরা এবোপকুর্ব্বন্তি তাঃ স্যুঃ সপ্তশতানি তু।।

মনুষ্যশরীরে ৭০০ শিরা আছে। সেই শিরা দ্বারাই সতত দেহের প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়।

যথা দ্রুমদলে সাক্ষাদ্ দৃশ্যন্তে প্রততাঃ শিরাঃ। তথৈব দেহিনো দেহে বর্ত্তন্তে সকলাঃ শিরাঃ।।

বৃক্ষপত্রে শিরাসকল যেমন সেবনী হইতে শাখাপ্রশাখা দ্বারা সর্ব্বাবয়বে প্রতত হইয়া থাকে, দেহীর দেহে শিরাসকলও সেইরূপভাবে অবস্থিতি করে।

নাভিস্থাঃ প্রাণিনাং প্রাণাঃ প্রাণান্নাভিরুপাশ্রিতা। শিরাভিরাবৃতা নাভিশ্চক্রনাভিরিবারকৈঃ।।

প্রাণীগণের প্রাণ নাভিতে অর্থাৎ নাভ্যাবরক শিরাসমূহে অবস্থিত। (শিরাসমূহের প্রাণধারকত্ব শক্তি বিশেষরূপে আছে বলিয়াই এ স্থলে শিরাসমূহকে প্রাণ বলিয়া উদ্দেশ করা হইয়াছে)। নাভিও সেই প্রাণকে অর্থাৎ শিরাসমূহকে আশ্রয় করিয়া আছে। চাকার নাভি যেমন অর অর্থাৎ পাখিসকল দ্বারা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত, মনুষ্যের নাভিও সেইরূপ শিরাসমূহ দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে।

তদ্ যথা—তাসাং খল মূলশিরাশ্চত্বারিংশৎ। তাসাং দশ বাতবহাঃ, দশ পিত্তবহাঃ, দশ শ্লেষ্মবহাঃ, দশ রক্তবহাঃ। তাসাং খলু বাতাবহানাং বাতস্থানগতানাং সপঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি। তাবত্য এব পিত্তবহাঃ পিত্তস্থানগতাঃ, শ্লেষ্মবহাস্তাবত্যঃ শ্লেষ্মস্থানগতাঃ, রক্তবহাঃ যকৃৎপ্লীহগতাঃ। এবং শিরাঃ সপ্তশতানি ভবন্তি।

শরীরে যে ৭০০ শিরা আছে, তাহাদের মূল শিরা ৪০টি। তাহাদের ১০টি বাতবহ, ১০টি পিত্তবহ, ১০টি শ্লেষ্মবহ এবং ১০টি রক্তবহ। বাতস্থানগত বাতবহ ঐ ১০টি মূল শিরা শাখা-প্রশাখা দ্বারা ১৭৫ সংখ্যক এবং পিত্তস্থানগত পিত্তবহ ১০টি শিরা ১৭৫ সংখ্যক; শ্লেষ্মস্থানগত শ্লেষ্মবহ ১০টি শিরা ১৭৫ সংখ্যক ও যকৃৎপ্লীহগত রক্তবহ ১০টি শিরা ১৭৫ সংখ্যক অর্থাৎ ৪০টি মূল শিরা হইতে সমুদয়ে ৭০০ সংখ্যক শিরা হইয়াছে।

তত্র বাতবহা একস্মিন্ সক্থনি পঞ্চবিংশতিঃ। এতেনেতরসক্থিবাহূ চ ব্যাখ্যাতৌ। বিশেষতঃ কোষ্ঠে চতুস্ত্রিংশৎ, তাসাং শ্রোণ্যাং গুদমেঢ্রাদিসংশ্রিতা অষ্টৌ, দ্বে দ্বে পার্শ্বয়োঃ, ষট্ পৃষ্ঠে, তাবত্য এব উদরে, দশ বক্ষসি, একচত্বারিংশৎ জত্রুণ ঊর্দ্ধং—তাসাং চতুর্দ্দশ গ্রীবায়াং, চতস্র কর্ণয়োঃ, নব জিহ্বায়াং, ষট্ নাসিকায়াম্, অষ্টৌ নেত্রয়োঃ। এবং বাতবহানাং সপঞ্চসপ্ততিশতং ভবতি। এবং বিভাগঃ শেষাণামপি। বিশেষতস্তু পিত্তবহা নেত্রয়োর্দশ, কর্ণয়োর্দ্বে এবং রক্তবহাঃ, শ্লেষ্মবহাস্তু ষোড়শ গ্রীবায়াং কর্ণয়োর্দ্বে। এবং শিরাণাং সপ্তশতানি ব্যাখ্যাতানি।

প্রত্যেক পায়ে ২৫টি করিয়া ৫০টি, এবং প্রত্যেক হাতেও ২৫টি করিয়া ৫০টি বায়ুবহ শিরা আছে। কোষ্ঠদেশে ৩৪টি, তন্মধ্যে নিতম্বদ্বয়ে গুহ্যে ও লিঙ্গে ৮টি, দুই পার্শ্বে ২টি করিয়া ৪টি, পৃষ্ঠদেশে ৬টি, উদরে ৬টি এবং বক্ষঃস্থলে ১০টি। জত্রুর ঊর্ধ্বভাগে ৪১টি, তন্মধ্যে গ্রীবাতে ১৪টি, কর্ণদ্বয়ে ৪টি, জিহ্বায় ৯টি, নাসিকায় ৬টি এবং নেত্রদ্বয়ে ৮টি। এইরূপে ১৭৫টি বাতবহ শিরা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এইরূপে বিভাগানুসারে পিত্তবহ শ্লেষ্মবহ ও রক্তবহ শিরাসকলও দেহে অবস্থিত আছে। তবে বিশেষ এই, বাতবহ শিরা নেত্রদ্বয়ে ৮টি ও কর্ণদ্বয়ে ৪টি আছে, কিন্তু পিত্তবহ ও রক্তবহ শিরা নেত্রদ্বয়ে ১০টি ও কর্ণদ্বয়ে ২টি এবং শ্লেষ্মবহ শিরা গ্রীবাতে ১৬টি ও কর্ণে ২টি আছে; ইহাদের এইমাত্র প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এই প্রকারে ৭০০ শিরার বিষয় কথিত হইল।

ক্রিয়াণামপ্রতীঘাতমমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাম্। করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি স্বাঃ শিরাঃ পবনশ্চরন্।। ক্রিয়াণাং প্রসারণাকুঞ্চনাদীনাম্, "অমোহং বুদ্ধিকর্ম্মণাম্" বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাম্ মনসঃ বুদ্ধেশ্চ স্বে স্বে বিষয়ে জ্ঞানং করোতীত্যর্থঃ। অন্যান্ গুণান্ রসাদিব্যাপনদ্বারা শরীরপোষণাদীন্!

যদা তু কুপিতো বায়ুঃ শিরাঃ স্বাঃ প্রতিপদ্যতে। তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে বাতসম্ভবাঃ।।

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত বায়ু শরীরের প্রসারণ ও আকুঞ্চনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে, বুদ্ধিকর্ম্মের অমোহ অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির স্ব-স্ব বিষয়ের জ্ঞানোৎপাদন করে; তদ্ভিন্ন রসাদি পরিচালন দ্বারা শরীরের পোষণাদি ক্রিয়াসকল করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ বায়ু কুপিত হইয়া স্বশিরায় সঞ্চরণ করিলে বাতজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি হয়।

ভ্রাজিষ্ণুতামন্নরুচিমগ্নিদীপ্তিমরোগতাম্। করোতান্যান্ গুণাংশ্চাপি পিত্তমাত্মশিরাশ্চরৎ।। "অরোগতাং" পৈত্তিকরোগানুৎপত্তিম্। "অন্যান্ গুণান্" মেধাবুদ্ধিদর্শনশক্ত্যাদীন্। যদা তু কুপিতং পিত্তং সেবতে স্ববহা শিরাঃ। তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে পিত্তসম্ভবাঃ।।

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত পিত্ত শরীরের ঔজ্জ্বল্য, অন্নে রুচি, অগ্নির দীপ্তি, পৈত্তিক রোগের অনুৎপত্তি এবং মেধা বুদ্ধি ও দর্শনশক্ত্যাদি গুণসকল উৎপাদন করে। কিন্তু ঐ পিত্ত কুপিত হইয়া যখন স্বশিরায় বিচরণ করে, তখন শরীরে নানাবিধ পিত্তজনিত রোগ আনয়ন করিয়া থাকে।

স্নেহমঙ্গেষু সন্ধীনাং স্থৈর্য্যং বলমরোগতাম্। করোত্যন্যান্ গুণাংশ্চাপি বলাসঃ স্বাঃ শিরাশ্চরন্। "অরোগতাম্" শ্লৈষ্মিকরোগানুৎপত্তিম্। "অন্যান্ গুণান্" বলপুষ্ট্যাদীন্। যথা তু কুপিতঃ শ্লেষ্মা স্বাঃ শিরাঃ প্রতিপদ্যতে। তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে শ্লেষ্মসম্ভবাঃ।।

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত শ্লেষ্মা শরীরে চিক্কণতা, সন্ধিসকলের দৃঢ়তা, শ্লৈষ্মিক রোগের অনুৎপত্তি এবং বলপুষ্ট্যাদি গুণসকল উৎপাদন করে। কিন্তু শ্লেষ্মা যখন কুপিত হইয়া স্বশিরায় বিচরণ করে, তখন শ্লেষ্মজনিত বিবিধ রোগ জন্মাইয়া থাকে।

ধাতূনাং পূরণং বর্ণং স্পর্শজ্ঞানমসংশয়ম্। স্বশিরাসু চরদ্রক্তং কুর্য্যাচ্চান্যান্ গুণানপি।। "অন্যান্ গুণান্" বলপুষ্ট্যাদীন্। যদা তু কুপিতং রক্তং সেবতে স্ববহাঃ শিরাঃ। তদাস্য বিবিধা রোগা জায়ন্তে রক্তসম্ভবাঃ।।

স্বকীয় শিরায় সঞ্চরিত রক্ত, ধাতুসমূহের পূর্ণতা, দেহের সুন্দর বর্ণ, স্পর্শজ্ঞানের পটুতা এবং শরীরের বলপুষ্ট্যাদি গুণসকল সম্পাদন করে। কিন্তু রক্ত যখন কুপিত হইয়া স্বশিরায় সঞ্চরণ করিতে থাকে, তখন রক্তদুষ্টিজনিত বিবিধ রোগ আনয়ন করে।

তত্রারুণা বাতবহাঃ পূর্য্যন্তে বায়ুনা শিরাঃ। পিত্তাদুষ্ণাশ্চ নীলাশ্চ শীতা গৌর্য্যঃ স্থিরাঃ কফাৎ। অসৃগ্বহাস্তু তা রক্তাঃ স্যুশ্চ নাত্যুষ্ণশীতলাঃ।।

বাতবহ শিরাসমূহ বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে, তাহা দেখিতে অরুণবর্ণ। পিত্তবহ শিরাসকল উষ্ণস্পর্শ এবং তাহা নীলবর্ণ। কফবহ শিরাসকল শীতস্পর্শ, শুক্লবর্ণ ও কঠিন। রক্তবহ শিরাসকল নাত্যুষ্ণ, নাতিশীতল ও রক্তবর্ণ হয়।

ধমন্যঃ

ধমন্যো নাভিতো জাতাশ্চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যয়া। দশোর্দ্ধগা দশাধোগাঃ শেষাস্তির্য্যগ্গতাঃ স্মৃতাঃ।। তত্রোর্দ্ধগাঃ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধপ্রশ্বাসোচ্ছ্বাসজৃম্ভিতক্ষুতহসিতকথিতরুদিতগীতাদিবিশেষানভিবহন্ত্যঃ শরীরং ধারয়ন্তি। তাস্তু হৃদয়ং গতাস্ত্রিধাঃ জায়ন্তে, তাস্ত্রিংশৎ, তাসাং মধ্যে দ্বে দ্বে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ তা দশ। অষ্টাভিঃ শব্দরসরূপগন্ধান্ গৃহ্ণাতি পুরুষঃ। দ্বাভ্যাং ভাষতে, দ্বাভ্যাং ঘোষতে, দ্বাভ্যাং স্বপিতি, দ্ব্যভ্যাং জাগর্ত্তি, দ্বে চাশ্রুবাহিন্যৌ, দ্বে স্তন্যং স্ত্রিয়া বহতঃ, স্তনসংশ্রিতে তে এব শুক্রং নরস্য স্তনাভ্যামভিবহতঃ; তাস্ত্বেতাস্ত্রিংশৎ সবিভাগা ব্যাখ্যাতাঃ, এতাভিরূর্দ্ধং নাভেরুদরপার্শ্বপৃষ্ঠোরঃস্কন্ধগ্রীবাশিরোবাহবো ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ।।

ধমনী নাভিদেশে উৎপন্ন, তাহা ২৪টি। তন্মধ্যে ১০টি ঊর্ধ্বগামী, ১০টি অধোগামী এবং ৪টি তির্য্যগগামী।

ঊর্ধ্বগত ১০টি ধমনী দ্বারা শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের পরিগ্রহ এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস জৃম্ভা হাঁচি হাস্য বাক্যকথন ও রোদনাদি ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই ধমনী ১০টি নাভি হইতে হৃদয়ে গিয়া তথায় তিন-তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া ত্রিংশৎসংখ্যক হইয়াছে। এই ৩০টি ধমনীর মধ্যে ১০টি ধমনী বায়ু পিত্ত কফ রক্ত ও রসকে বহন করে অর্থাৎ ইহাদের ২টি ধমনী বায়ুকে, ২টি

ধমনী পিত্তকে, ২টি কফকে, ২টি রক্তকে এবং ২টি রসকে বহন করিয়া থাকে; এইরূপে ৮টি ধমনী শব্দ রূপ রস ও গন্ধ গ্রহণ করে। ২টি দ্বারা বাক্যকথন, ২টি দ্বারা শব্দনিঃসারণ, ২টি দ্বারা নিদ্রা, ২টি দ্বারা নিদ্রাভঙ্গ, ২টি দ্বারা অশ্রুবহন, স্ত্রীলোকের স্তনাশ্রিত ২টি দ্বারা স্তন্যবহন, এবং ঐ ২টি ধমনী দ্বারা পুরুষের স্তনদেশ হইতে শুক্রবহনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এই যে ৩০টি ধমনী ব্যাখ্যাত হইল, ইহাদের দ্বারাই নাভির উপরিস্থিত উদর পার্শ্ব পৃষ্ঠ বক্ষ স্কন্ধ গ্রীবা মস্তক ও বাহু ধৃত এবং চালিত হইয়া থাকে।

অধোগতাঃ প্রাহ—

অধোগতাস্তু বাতমূত্রপুরীষশুক্রার্ত্তবাদীন্যধো বহন্তি। তাস্তু পিত্তাশয়ং গতাস্ত্রিধা জায়ন্তে, তাস্ত্রিংশৎ। তাসাং মধ্যে দ্বে দ্বে বাতপিত্তকফশোণিতরসান্ বহতঃ, তা দশ। দ্বে অন্নবহে অন্ত্রাশ্রিতে, দ্বে তোয়বহে, দ্বে বস্তিগতে মূত্রবহে, দ্বে শুক্রস্য প্রাদুর্ভাবায়, দ্বে তদ্বিসর্গায়, তে এব নারীণাম্ আর্ত্তবং প্রাদুর্ভাবয়তঃ বিসৃজতশ্চ। দ্বে স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধে পুরীষং বিসৃজতঃ। অষ্টাবন্যাস্তির্য্যগ্‌গতানাং ধমনীনাং স্বেদমর্পয়ন্তি; এতাস্ত্রিংশৎ। এতাভিরধো নাভেঃ পক্বাশয়কটীমূত্রপুরীষবস্তিগুদমেঢ্রসক্‌থীনি ধার্য্যন্তে চাল্যন্তে চ।

অধোগত ধমনী ১০টি বাত মূত্র পুরীষ শুক্র ও আর্ত্তবাদি বহন করে। এই ১০টি ধমনী নাভি হইতে পিত্তাশয়ে গিয়া তথায় তিন-তিন শাখায় বিভক্ত হইয়া ত্রিংশৎসংখ্যক হইয়াছে। এই ৩০টি ধমনীর মধ্যে ১০টি ধমনী বাত পিত্ত কফ শোণিত ও রসকে বহন করে, অর্থাৎ ইহাদের ২টি বায়ুকে, ২টি পিত্তকে, ২টি কফকে, ২টি শোণিতকে এবং ২টি রসকে বহন করিয়া থাকে। অন্ত্রাশ্রিত ২টি ধমনী অন্নকে ও ২টি জলকে, বস্তিগত ২টি মূত্রকে বহন করে, ২টি শুক্রের উদ্ভব ও ২টি শুক্রের ক্ষরণ করে এবং তাহারাই স্ত্রীদিগের ঋতুশোণিতের উদ্ভব ও ঋতুশোণিতের ক্ষরণ করিয়া থাকে। স্থূলান্ত্রপ্রতিবদ্ধ ২টি ধমনী পুরীষকে নিঃসারণ করে। এবং অবশিষ্ট ৮টি ধমনী তির্য্যগ্‌গত ধমনীদিগকে স্বেদ অর্পণ করিয়া থাকে। এই ৩০টি ধমনী দ্বারা নাভির অধঃস্থিত পক্বাশয় কটী মূত্র পূরীষ বস্তি গুহ্য লিঙ্গ ও সক্‌থি ধৃত এবং চালিত হয়।

তির্য্যগ্‌গতাঃ প্রাহ—

তির্য্যগ্‌গতানাস্তু চতসৃণাং ধমনীনামেকৈকা শতধা সহস্রধা চোত্তরোত্তরং বিভজ্যন্তে, তাস্ত্বসংখ্যেয়াস্তাভিরিদং শরীরম্ গবাক্ষিতম্[১] বিবদ্ধমাততঞ্চ; তাসাং মুখানি রোমকূপপ্রতিবদ্ধানি, যৈঃ স্বেদভিবহন্তি রসঞ্চাপি সন্তর্পয়ন্ত্যন্তর্বহিশ্চ। তৈরেব চাভ্যঙ্গপরিষেকাবগাহালেপনবীর্য্যাণি ত্বচি পক্কান্যন্তঃ প্রবেশয়ন্তি। তৈরেব স্পর্শং সুখমসুখং বা গৃহ্ণাতি।

তির্য্যগ্‌গত ৪টি ধমনীর এক-একটি শতসহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়া অসংখ্যেয় হইয়াছে। সেই সকল ধমনী দ্বারা সমস্ত শরীর গবাক্ষিত বিবদ্ধ ও আতত হইয়া রহিয়াছে (অর্থাৎ গবাক্ষে যেমন বহুসংখ্যক ছিদ্র থাকে, সেইরূপ এই দেহে ঐ শিরাসকল জালের ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া আছে)। ঐ সকল ধমনীর মুখ রোমকূপে প্রতিবদ্ধ। ইহাদের দ্বারা স্বেদ অভিবাহিত এবং অভ্যন্তরে রস ও বাহিরে ত্বক্ সন্তর্পিত হয়। আর অভ্যঙ্গ, পরিষেক, অবগাহন ও আলেপন,

১. গবাক্ষো বাতায়নম্, যথা গবাক্ষে বহূনি ছিদ্রাণি ভবন্তি তথা অস্মিন্ দেহে জালবৎ শিরাঃ ব্যাপ্য তিষ্ঠন্তীতি ভাবঃ। বিবদ্ধমাততম্। গবাক্ষিতং গবাক্ষাকাররন্ধ্রনিকরযুক্তং কৃতমিত্যর্থঃ।

ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা ত্বকে পক্ক হইয়া তাহাদের বীর্য্য ইহাদের দ্বারাই দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। এবং ইহাদের দ্বারাই কর্ম্মাত্মা সুখজনক বা অসুখজনক স্পর্শ প্রতীতি করেন।

যথা স্বভাবতঃ খানি মৃণালেষু বিসেষু চ। ধমনীনাং তথা খানি রসো যৈরভিতশ্চরেৎ।।

যেমন পদ্মের মৃণালে ও বিসে স্বভাবত ছিদ্র থাকে, ধমনীর অভ্যন্তরেও সেইরূপ ছিদ্র আছে। সেই সকল ছিদ্র দ্বারা শরীরে রস সঞ্চারিত হয়। (পদ্মনালের পঙ্কস্থ নিম্নভাগকে মৃণাল এবং উপরিভাগকে বিস কহে)। (রস প্রধানভূত বলিয়া এ স্থলে রসেরই উল্লেখ হইয়াছে, অতএব অভ্যঙ্গ পরিষেকাদির বীর্য্যও ইহাদের দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে)।

প্রকৃতিলক্ষণমাহ—

সপ্ত প্রকৃতয়ো নৃণাং বাতাৎ পিত্তাৎ কফাৎ তথা। সংসর্গাৎ সন্নিপাতাচ্চ ভবন্তি ভিষজাং মতে।।
শুক্রশোণিতসংযোগে যো দোষস্ত্বুৎকটো ভবেৎ। প্রকৃতির্জায়তে তেন তস্যা লক্ষণমুচ্যতে।।

মনুষ্যের সপ্তপ্রকৃতি। যথা বাতপ্রকৃতি, পিত্তপ্রকৃতি, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, বাতশ্লেষ্মপ্রকৃতি, বাতপিত্ত-প্রকৃতি, পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতি এবং সন্নিপাতপ্রকৃতি। শুক্র ও শোণিতের সংযোগসময়ে উহাতে বাতাদি যে-দোষের আধিক্য ঘটে, সেই দোষেরই প্রকৃতি হইয়া থাকে। বাতজাদি প্রত্যেক প্রকৃতিলক্ষণ লিখিত হইতেছে।

বাতপ্রকৃতিলক্ষণম্

জাগরূকোঽল্পকেশশ্চ স্ফুটিতাঙ্ঘ্রি করঃ কৃশঃ। শীঘ্রগো বহুবাগ্‌রুক্ষঃ স্বপ্নে বিয়তি গচ্ছতি। এবং-বিধঃ স বিজ্ঞেয়ো বাতপ্রকৃতিকো নরঃ।।

বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি জাগরূক, অল্পকেশবিশিষ্ট, স্ফুটিতকরচরণ, কৃশ, শীঘ্রগামী, বহুভাষী ও রুক্ষদেহ হয় এবং স্বপ্নে আকাশমার্গে গমন করে।

পিত্তপ্রকৃতিলক্ষণম্

পিত্তপ্রকৃতিকো লোকো যাদৃশোঽথ নিগদ্যতে। অকালপলিতো গৌরঃ ক্রোধী স্বেদী চ বুদ্ধিমান্।
বহুভুক্ তাম্রনেত্রশ্চ স্বপ্নে জ্যোতীংষি পশ্যতি। এবংবিধো ভবেদ্‌যস্তু পিত্তপ্রকৃতিকো নরঃ।।

পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তি যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা কথিত হইতেছে। পিত্তপ্রকৃতি লোকের অকালে কেশ পাকে; সে ব্যক্তি গৌরবর্ণ, ক্রোধালু, ঘর্ম্মাক্ত, বুদ্ধিমান্, বহুভোজী ও তাম্রনেত্র হয় এবং স্বপ্নাবস্থায় নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দর্শন করে।

শ্লেষ্মপ্রকৃতিলক্ষণম্

শ্যামকেশঃ ক্ষমী স্থূলো বহুবীর্য্যো মহাবলঃ। স্বপ্নে জলাশয়ালোকী শ্লেষ্মপ্রকৃতিকো নরঃ।।

শ্লেষ্মপ্রকৃতি ব্যক্তি শ্যামবর্ণকেশবিশিষ্ট হয়; ক্ষমাশীল, স্থূলকায়, বহুবীর্য্য ও মহাবলবান্ হয় এবং স্বপ্নে জলাশয় দর্শন করে।

দৃশ্যতে প্রকৃতৌ যত্র রূপং দোষদ্বয়স্য তু। তাং সংসর্গেণ জানীয়াৎ সর্ব্বলিঙ্গৈস্ত্রিদোষজাম্।।

যে-প্রকৃতিতে দুই দোষের লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাকে দ্বন্দ্বপ্রকৃতি এবং যাহাতে বাতাদি তিন দোষেরই লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তাকে সান্নিপাতিক-প্রকৃতি বলিয়া জানিবে।

দোষবর্ণনম্

বাতপিত্তশ্লেষ্মাণ এব দেহসম্ভবহেতবঃ। তৈরব্যাপন্নৈরধোমধ্যোর্দ্ধসন্নিবিষ্টৈঃ শরীরমিদং ধার্য্যতেঽগা-

রমিব স্থূণাভিস্তিসৃভিরতশ্চ ত্রিস্থূণমাহুরেকে। ত এব চ ব্যাপন্নাঃ প্রলয়হেতবঃ; তদেভিরেব শোণিত-চতুর্থৈঃ সম্ভবস্থিতিপ্রলয়েষ্বপ্যবিরহিতং শরীরং ভবতি।

নর্ত্তে দেহঃ কফাদস্তি ন পিত্তান্ন চ মারুতাৎ। শোণিতাদপি বা নিত্যং দেহ এতৈস্তু ধার্য্যতে।।

বায়ু পিত্ত ও কফ ইহাদের সাধারণ নাম দোষ। ইহারাই দেহোৎপত্তির কারণ। ইহারা অবিকৃত থাকিলে যথাক্রমে দেহের অধঃ মধ্য ও ঊর্দ্ধ্বভাগে অবস্থিত থাকিয়া দেহকে ধারণ করে। যেরূপ স্তম্ভত্রয় দ্বারা গৃহ ধৃত হয়, তদ্রূপ ইহাদের দ্বারা শরীর ধৃত হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত শরীরের একটি নাম ত্রিস্থূণ। ইহারা বিকৃত হইলে দেহ বিনষ্ট হয়। বাতাদি দোষত্রয় এবং রক্ত এই চারিটি পদার্থ দ্বারাই দেহের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হইয়া থাকে। কফ, পিত্ত, বায়ু, রক্ত এই বস্তুচতুষ্টয় ভিন্ন দেহ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন দেহ ইহাদের দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে।

দোষস্থানান্যত ঊর্দ্ধং বক্ষ্যামঃ। তত্র সমাসেন বাতঃ শ্রোণিগুদসংশ্রয়ঃ। শ্রোণিগুদয়োরুপর্য্যধো নাভেঃ পক্বাশয়ঃ, পক্বামাশয়মধ্যং পিত্তস্য, আমাশয়ঃ শ্লেষ্মণঃ।

অতঃপর দোষসকলের অবস্থিতি-স্থান লিখিত হইতেছে। তন্মধ্যে বায়ু সামান্যত শ্রোণী ও গুহ্যনাড়ীতে অবস্থিতি করে। শ্রোণী ও গুহ্যনাড়ীর উপরিভাগে এবং নাভির নিম্নে পক্বাশয় বর্ত্তমান আছে, সেই পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে পিত্তের স্থান এবং আমাশয় শ্লেষ্মার স্থান।

অতঃপরং পঞ্চধাবিভজ্যন্তে দোষাঃ

যথা—

উদানস্তদনু প্রাণঃ সমানোঽপান এব চ। ব্যানশ্চৈতানি নামানি বায়োঃ স্থানপ্রভেদতঃ।। কণ্ঠে হৃদি তথাধস্তাৎ কোষ্ঠবহ্নের্মলাশয়ে। সকলেঽপি শরীরেঽসৌ ক্রমেণ পবনো বসেৎ।।

অন্যচ্চ—

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশে স্যাদ্ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ।। পিত্তস্য যকৃৎপ্লীহানৌ হৃদয়ং দৃষ্টিস্ত্বক্ পূর্ব্বোক্তঞ্চ। শ্লেষ্মণস্তূরঃশিরঃকণ্ঠসন্ধয় ইতি পূর্ব্বোক্তঞ্চ। এতানি খলু দোষাণাং স্থানান্যব্যাপন্নানাম্।

উল্লিখিত দোষসকল প্রত্যেকে পাঁচপ্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে এক বায়ু স্থান ও ক্রিয়াভেদে পাঁচ নামে অভিহিত হয়। যথা উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও ব্যান। কণ্ঠদেশে উদান, হৃদয়ে প্রাণ, নাভিদেশে সমান, গুহ্যনাড়ীতে অপান এবং দেহের সর্ব্বাংশেই ব্যান বায়ু অবস্থিতি করে। যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, চক্ষু, ত্বক এবং পূর্ব্বোক্ত স্থান অর্থাৎ পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যস্থল, এই সকল স্থানে পিত্ত অবস্থিতি করে।

বক্ষঃস্থল, মস্তক, কণ্ঠ, সন্ধিস্থল এবং পূর্ব্বোক্ত আমাশয় শ্লেষ্মার স্থান। বাতাদি দোষত্রয়ের যে-সকল স্থান নির্দ্দেশ করা গেল, তাহা অবিকৃত দোষেরই জানিবে। ইহারা বিকৃত হইলে শরীরের নানা স্থানে অবস্থিতি করিয়া নানাবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে।

তত্র বায়োঃ স্বরূপমাহ—

দোষধাতুমলাদীনাং নেতা শীঘ্রঃ সমীরণঃ। রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রুক্ষো লঘুশ্চলঃ।।

অন্যচ্চ—

উৎসাহোচ্ছ্বাসনিশ্বাস-চেষ্টাবেগপ্রবর্ত্তনৈঃ। সম্যগ্‌গত্যা চ ধাতূনামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ পাটবৈঃ।। অনুগৃহ্নাত্য-বিকৃতো হৃদয়েন্দ্রিয়চিত্তধৃক্। রজোগুণময়ঃ সূক্ষ্মঃ শীতো রুক্ষো লঘুশ্চলঃ।। খরো মৃদুর্যোগবাহী

সংযোগাদুভয়ার্থকৃৎ। দাহকৃৎ তেজসা যুক্তঃ শীতকৃৎ সোমসংশ্রয়াৎ।। বিভাগকরণাদ্ বায়ুঃ প্রধানং দোষসংগ্রহে। পক্বাশয়কটীসক্‌থি-স্রোতোঽস্থিস্পর্শনেন্দ্রিয়ম্।। স্থানং বাতস্য তত্রাপি পক্বাধানং বিশেষতঃ। উদানো নাম যস্তূর্দ্ধমুপৈতি পবনোত্তমঃ। তেন ভাষিতগীতাদি-প্রবৃত্তিঃ কুপিতস্তু সঃ। ঊর্দ্ধজক্রুগতান্ রোগান্ বিদধাতি বিশেষতঃ।। যো বায়ুঃ প্রাণনামাসৌ মুখং গচ্ছতি দেহধৃক্। সোঽন্নং প্রবেশয়ত্যন্তঃ প্রাণাংশ্চাপ্যবলম্বতে। প্রায়শঃ কুরুতে দুষ্টো হিক্কাশ্বাসাদিকান্ গদান্।। আমপক্বাশয়চরঃ সমানো বহ্নিসংগতঃ। সোঽন্নং পচতি তজ্জাংশ্চ বিশেষান্ বিবিনক্তি হি।। স দুষ্টো বহ্নিমান্দ্যাতি-স্মরগুল্মান্ করোতি হি।। পক্বাশয়ালয়োঽপানঃ কালে কর্ষতি চাপ্যয়ম্। সমীরণঃ শকৃন্মূত্র-শুক্রগর্ভার্ত্তবান্যধঃ।। ক্রুদ্ধস্তু কুরুতে রোগান্ ঘোরান্ বস্তিগুদাশ্রয়ান্। শুক্রদোষপ্রমেহাংশ্চ ব্যানাপানপ্রকোপজান্।। কৃৎস্নদেহচরো ব্যানো রসসংবহনোদ্যতঃ। স্বেদাসৃক্‌স্রাবণশ্চাপি পঞ্চধা চেষ্টয়ত্যাপি।। গত্যাপক্ষেপণোৎক্ষেপ-নিমেষোন্মেষণাদিকাঃ। প্রায়ঃ সর্ব্বাঃ ক্রিয়াস্তস্মিন্ প্রতিবদ্ধাঃ শরীরিণাম্।। প্রস্পন্দনঞ্চোদ্বহনং পূরণঞ্চ বিরেচনম্। ধারণঞ্চেতি পঞ্চৈতাশ্চেষ্টাঃ প্রোক্তা নভস্বতঃ।। ক্রুদ্ধঃ স কুরুতে রোগান্ প্রায়শঃ সর্ব্বদেহগান্। যুগপৎ কুপিতা এতে দেহং ভিন্দ্যুরসংশয়ম্।।

দোষ ধাতু ও মলাদি পদার্থসমূহের নেতা বায়ু, অর্থাৎ বায়ু দ্বারাই শারীরিক পদার্থসকল স্থানান্তরে নীত হইয়া থাকে। ইহা আশুকারী, রজোগুণভূয়িষ্ঠ, সূক্ষ্ম, শীতল, রুক্ষ, লঘু ও গতিশীল। ইহা দ্বারা উৎসাহ, শ্বাস, প্রশ্বাস, চেষ্টা, বেগপ্রবৃত্তি, রসাদি-ধাতুপদার্থের গতি ও নেত্রাদি ইন্দ্রিয়গণের পটুতা সম্যক্‌প্রকারে সাধিত হয়। অবিকৃত বায়ু দ্বারাই হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত ধৃত হইয়া থাকে। ইহা খর পদার্থ, মৃদু ও যোগবাহী অর্থাৎ তেজের সহিত সংযুক্ত হইলে দাহকর এবং সোমসংশ্রয়ে শীতজনক হয়। বায়ু দ্বারাই দেহোৎপন্ন পদার্থ (আহারীয় রসাদি) ভিন্ন-ভিন্ন আকারে বিভক্ত হইয়া যথাযোগ্য স্থানে উপনীত হয়। এই নিমিত্ত দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই প্রধান। পক্বাশয়, কটী, সক্‌থি, স্রোতসমূহ, অস্থি ও স্পর্শেন্দ্রিয় এইগুলিই বায়ুর স্থান। তন্মধ্যে পক্বাশয়ই উহার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত। শ্বাসপ্রশ্বাসকালে যে-বায়ু দেহ হইতে নিঃসৃত হয়, তাহার নাম উদান। উদানবায়ু দ্বারাই শব্দোচ্চারণ ও সঙ্গীতাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহা বিকৃত হইলে ঊর্ধ্বজক্রুগত রোগ উপস্থিত হয়। যে-বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাসকালে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তাহার নাম প্রাণবায়ু। প্রাণবায়ু দ্বারাই আহারীয় দ্রব্য অন্ননালী দিয়া উদরে প্রবেশিত হয়। এই বায়ু জীবনরক্ষার প্রধান কারণ। ইহা দূষিত হইলে হিক্কা ও শ্বাসাদি রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। সমান বায়ু আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যে সঞ্চরণ করে। ইহা পাচকাগ্নির সহিত সম্মিলিত হইয়া অন্ন পরিপাক এবং তজ্জাত রস, মল ও মূত্রাদিকে পৃথক্ করে। ইহা দূষিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও গুল্মরোগ উৎপন্ন হয়। অপানবায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত থাকিয়া যথাসময়ে মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব (ঋতুশোণিত) অধোরেচন করে; ইহা কুপিত হইয়া বস্তি ও গুদনাড়ীসংশ্রিত বিবিধ ঘোরতর পীড়া উৎপাদন করিয়া থাকে। ব্যান ও অপান বায়ুর প্রকোপে শুক্রদোষ ও প্রমেহ প্রভৃতি নানা রোগ উৎপন্ন হয়। ব্যানবায়ু সর্ব্বদেহে বিচরণ করে। ইহা রসবহন ও স্বেদ-শোণিতক্ষরণক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা গতি, অপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ এই পঞ্চপ্রকার ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শরীরীদিগের প্রায় সকল ক্রিয়াই বায়ুসাপেক্ষ। ব্যানবায়ুর কার্য্য প্রস্পন্দন (শরীরের চলন), উদানবায়ুর কার্য্য উদ্বহন (রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ার্থের গ্রহণ), প্রাণবায়ুর কার্য্য পূরণ (আহার দ্বারা পূর্ণ করা), সমানবায়ুর কার্য্য বিরেক অর্থাৎ রস মূত্র ও পুরীষের পৃথক্‌করণ এবং অপানবায়ুর

কার্য্য বেগকালে শুক্রমূত্রাদির প্রবর্ত্তন ও আবেগকালে ধারণ। বায়ুর এই পাঁচপ্রকার কার্য্য কথিত হইয়াছে। ব্যানবায়ু কুপিত হইলে সর্ব্বদেহগত রোগ উপস্থিত হয়। উল্লিখিত পাঁচ-প্রকার বায়ুই যুগপৎ কুপিত হইলে যে নিশ্চয়ই দেহ বিনষ্ট করিবে, তাহাতে আর সংশয় কী?

পিত্তস্য স্বরূপমাহ—

পিত্তং তীক্ষ্ণং দ্রবং পূতি নীলং পীতং তথৈব চ। উষ্ণং কটুরসঞ্চৈব বিদগ্ধঞ্চাম্লমেব চ।। পাচকং রঞ্জকঞ্চাপি সাধকালোচকে তথা। ভ্রাজকঞ্চেতি পিত্তস্য নামানি স্থানভেদতঃ।। অগ্ন্যাশয়ে যকৃৎ-প্লীহ্নোর্হৃদয়ে লোচনদ্বয়ে। ত্বচি সর্ব্বশরীরেষু পিত্তং নিবসতি ক্রমাৎ।। পাচকং পচতে ভুক্তং শেষাগ্নিবলবর্দ্ধনম্। রসমূত্রপুরীষাণি বিরেচয়তি নিত্যশঃ।। রঞ্জকং নাম যৎ পিত্তং তদ্রসং শোণিতং নয়েৎ। যৎ তু সাধকসংজ্ঞং তৎ কুর্য্যাদ্ বুদ্ধিং ধৃতিং স্মৃতিম্।। যদালোচকসংজ্ঞং তদ্ রূপগ্রহণ-কারণম্। ভ্রাজকং কান্তিকারি স্যাল্লেপাভ্যঙ্গাদিপাচকম্।।

পিত্ত তীক্ষ্ণ (সর্ষপ ও মরিচাদিবৎ), দ্রব, পূতি, নীল (আমাবস্থায়), পীত (নিরামাবস্থায়), উষ্ণ ও কটুরস, কিন্তু বিদগ্ধ পিত্ত অম্ল। স্থানভেদে পিত্ত পাঁচপ্রকার। যথা পাচক, রঞ্জক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক। পাচক পিত্ত অগ্ন্যাশয়ে, রঞ্জক পিত্ত যকৃৎ ও প্লীহায়, সাধক পিত্ত হৃদয়ে, আলোচক পিত্ত লোচনদ্বয়ে এবং ভ্রাজক পিত্ত সর্ব্বদেহস্থ ত্বকে অবস্থিতি করে। পাচক পিত্ত দ্বারা অন্নের পরিপাক এবং অবশিষ্ট পিত্তগণের অগ্নিবল বর্দ্ধিত হয়। ইহা রস মূত্র ও মল বিরেচন করিয়া থাকে। রঞ্জক পিত্ত দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যের রস রক্তে পরিণত হয়। সাধক পিত্ত দ্বারা বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতি উৎপন্ন হয়। আলোচক পিত্ত দ্বারা রূপদর্শন-ক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়। ভ্রাজক পিত্ত দেহের কান্তিকারক। ইহা দ্বারা প্রলেপন ও অভ্যঙ্গ দ্রব্যের পাক হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মণঃ স্বরূপমাহ—

শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীতলস্তথা। মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্ বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ।। কফস্যৈতানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ। রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষ্মণঃ স্থানভেদতঃ।। আমাশয়েহৃথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু। স্থানেষ্বেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ।। ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্ন-মাত্মশক্ত্যা পরাণ্যপি। অনুগৃহ্ণাতি চ শ্লেষ্ম-স্থানান্যুদককর্ম্মণা।। ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যলম্বনঃ।। উভাবপি ততঃ সৌম্যৌ তিষংতশ্চান্তিকে যতঃ। যতো রসান্ বিজানীতো রসনারসনৌ সমৌ।। স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয়তর্পণঃ। শ্লেষণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং সংশ্লেষং বিদধাত্যসৌ।।

শ্লেষ্মা শ্বেতবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল ও মধুর, ইহা বিকৃত হইলে লবণাস্বাদ হয়। স্থানভেদে কফ পাঁচ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা ক্লেদন, অবলম্বন, রসন, স্নেহন ও শ্লেষণ। তন্মধ্যে ক্লেদন নামক কফ আমাশয়ে, অবলম্বন হৃদয়ে, রসন কণ্ঠে, স্নেহন মস্তকে ও শ্লেষণ কফ সন্ধিস্থলে অবস্থিতি করে। ক্লেদন কফ সংহৃত অন্নকে ক্লিন্ন এবং উদককার্য্য দ্বারা অন্যান্য কফস্থানের জলীয় শক্তি বর্দ্ধিত করে। অবলম্বন কফ দ্বারা ত্রিক (মস্তক ও বাহুদ্বয়ের সন্ধি) ধৃত হয়। রসন কফ এবং রসনা (জিহ্বা) উভয়ই সৌম্য পদার্থ ও পরস্পর-সন্নিহিত, এই নিমিত্ত রসন কফ ও রসনা এই উভয় দ্বারাই রসজ্ঞান হইয়া থাকে। স্নেহন কফ স্নেহপদার্থ-প্রদান দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে। শ্লেষণ কফ দ্বারা সন্ধিসকল সংশ্লিষ্ট থাকে।

ইতি প্রায়েণ দোষাণাং স্থানান্যবিকৃতাত্মনাম্। ব্যাপিনামপি জানীয়াৎ কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।। সকল শরীরব্যাপী অবিকৃত বাতাদি দোষদিগের পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ পৃথক্ বিশেষ স্থান ও কর্ম্ম-সকল জানিবে।

দোষাণাং চয়প্রকোপপ্রশমাঃ

উষ্ণেন যুক্তা রুক্ষাদ্যা বায়োঃ কুর্ব্বন্তি সঞ্চয়ম্। শীতেন কোপমুষ্ণেন শমং স্নিগ্ধাদয়ো গুণাঃ।।
শীতেন যুক্তাস্তীক্ষ্ণাদ্যাশ্চয়ং পিত্তস্য কুর্ব্বতে। উষ্ণেন কোপং মন্দাদ্যাঃ শমং শীতোপসংহিতাঃ।।
শীতেন যুক্তাঃ স্নিগ্ধাদ্যাঃ কুর্ব্বন্তি শ্লেষ্মণশ্চয়ম্। উষ্ণেন কোপং তেনৈব গুণা রুক্ষাদয়ঃ শমম্।।

রুক্ষাদি বাতগুণসকল উষ্ণগুণযুক্ত হইয়া বায়ুর চয়, শীতগুণযুক্ত হইয়া বায়ুর প্রকোপ এবং স্নিগ্ধাদি গুণ উষ্ণযুক্ত হইয়া বায়ুর প্রশম করে। আর তীক্ষ্ণাদি পিত্তগুণসকল শীতযুক্ত হইলে পিত্তের চয়, উষ্ণ গুণযুক্ত হইলে পিত্তের প্রকোপ এবং মন্দাদি গুণ শীতসংযুক্ত হইলে পিত্তের প্রশম করে। স্নিগ্ধাদি শ্লেষ্মগুণসকল শীতসংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার চয়, উষ্ণসংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং রুক্ষাদি গুণ উষ্ণসংযুক্ত হইলে শ্লেষ্মার প্রশম হইয়া থাকে।

চয়ো বৃদ্ধিঃ স্বধাম্ন্যেব প্রদ্বেষো বৃদ্ধিহেতুষু। বিপরীতগুণেচ্ছা চ কোপস্তন্মার্গগামিতা।।
লিঙ্গানাং দর্শনং স্বেষামস্বাস্থ্যং রোগসম্ভবঃ। স্বস্থানস্থস্য সমতা বিকারসম্ভবঃ শমঃ।।

নিজ-নিজ স্থানে দোষদিগের যে-বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম চয়। দোষের চয় হইলে দোষবর্দ্ধক হেতুতে বিদ্বেষ ও বিপরীত গুণে ইচ্ছা হয়। (যথা বায়ুর চয় হইলে বায়ুবর্দ্ধক রুক্ষাদিতে প্রদ্বেষ ও স্নিগ্ধাদি বাত-বিপরীত গুণে অভিলাষ জন্মে। পিত্ত শ্লেষ্মার পক্ষেও এইরূপ ব্যাখ্যা।) স্ব-স্থানস্থ চয়প্রাপ্ত দোষের অতিবৃদ্ধিহেতু যে-উন্মার্গগমন অর্থাৎ স্বস্থান ত্যাগ করিয়া স্থানান্তর-প্রাপ্তি, তাহার নাম প্রকোপ। প্রকুপিত দোষ নিজ-নিজ প্রকোপলক্ষণ প্রকাশ করে, অর্থাৎ দোষাদি-বিজ্ঞানীয়াধ্যায়ে প্রকুপিত দোষদিগের যে-সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে এবং যাহা পরে বলা যাইবে, সেই সকল লক্ষণই উপস্থিত করে, স্বাস্থ্যের হানি জন্মায় এবং রোগসকল আনয়ন করে। বাতাদি দোষ যখন সাম্যাবস্থায় স্বস্থানে অবস্থিত হইয়া কোনরূপ রোগ উৎপাদন না-করে, তখনই তাহার প্রশমাবস্থা জানিবে।

চয়প্রকোপেপ্রশমা বায়োর্গ্রীষ্মাদিষু ত্রিষু বর্ষাদিষু তু পিত্তস্য শ্লেষ্মণঃ শিশিরাদিষু।

গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শরৎ এই তিন ঋতুতে যথাক্রমে বায়ুর চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়, অর্থাৎ গ্রীষ্মে বায়ুর চয়, বর্ষায় প্রকোপ ও শরৎকালে প্রশম হইয়া থাকে। এইরূপ বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত-ঋতুতে যথাক্রমে পিত্তের চয় প্রকোপ ও প্রশম এবং শিশির বসন্ত ও গ্রীষ্মঋতুতে শ্লেষ্মার চয় প্রকোপ ও প্রশম হয়।

দোষাণাং কর্ম্মাণি

স্রংসব্যাসব্যধস্বাপ-সাদরুক্তোদভেদনম্। সঙ্গাঙ্গভঙ্গসঙ্কোচ-বর্ত্তহর্ষণতর্ষণম্।। কম্পপারুষ্যশৌষির্য্য-শোষস্পন্দনবেষ্টনম্। স্তম্ভঃ কষায়রসতা বর্ণঃ শ্যাবোঽরুণোঽপি বা।। কর্ম্মাণি বায়োঃ পিত্তস্য দাহরাগোষ্মপাকিতাঃ। স্বেদঃ ক্লেদঃ স্রুতিঃ কোথঃ সদনঃ মূর্চ্ছনং মদঃ। কটুকাম্লৌ রসৌ বর্ণঃ পাণ্ডুরারুণবর্জ্জিতঃ।। শ্লেষ্মণঃ স্নেহকাঠিন্য-কণ্ডূশীতত্বগৌরবম্। বন্ধোপলেপস্তৈমিত্য-শোফা-পক্ত্যতিনিদ্রতাঃ।। বর্ণঃ শ্বেতো রসৌ স্বাদু-লবণৌ চিরকারিতা। ইত্যশেষাময়ব্যাপি যদুক্তং সম্যগুপলক্ষয়েৎ। ব্যাধ্যবস্থাবিভাগজ্ঞঃ পশ্যন্নার্ত্তান্ প্রতিক্ষণম্।।

সন্ধিভ্রংশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিক্ষেপ, ব্যধ (মুদ্গরাদি দ্বারা তাড়নবৎ পীড়া), অঙ্গাবসাদ, স্পর্শাজ্ঞতা, রুক্ (সতত শূলবৎ বেদনা), তোদ (বিচ্ছিন্নশূলবৎ বেদনা), ভেদ (বিদারণবৎ বেদনা), মলমূত্রাদির অনির্গম, অঙ্গভঙ্গ (অঙ্গচূর্ণবৎ বেদনা), শিরাদির সঙ্কোচ, বর্ত্ত (পুরীষাদির

পিণ্ডীকরণ), রোমাঞ্চ, তৃষ্ণা, কম্প, পারুষ্য, অস্থি-র সচ্ছিদ্রতা, রসাদির শোষণ, স্পন্দন (কিঞ্চিচ্চলন), বেষ্টন (রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা বেষ্টনবৎ পীড়া), স্তম্ভ, কষায়স্বাদ ও শ্যাব বা অরুণবর্ণ এই সমস্ত বায়ুর কার্য্য।

দাহ (সর্ব্বাঙ্গীণ তাপ), লৌহিত্য, উষ্ণতা, পাককর্ত্তৃত্ব, স্বেদ, ক্লেদ, স্রাব, পচন, অবসাদ, মূর্চ্ছা, মদরোগ, কটু ও অম্লরস এবং পাণ্ডুর ও অরুণবর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণ, এইগুলি পিত্তের কার্য্য।

স্নিগ্ধত্ব, কাঠিন্য, কণ্ডু, শৈত্য, গৌরব, স্রোতোবন্ধ, লিপ্ততা, স্তৈমিত্য (গাত্রের অপটুতা), শোথ, অপরিপাক, অতিনিদ্রা, গাত্রের শ্বেতবর্ণতা, স্বাদু ও লবণরস এবং চিরকারিতা (বিলম্বে কার্য্যনিষ্পত্তি), এইগুলি শ্লেষ্মার কার্য্য।

দোষদিগের অশেষরোগব্যাপী যে-সকল লক্ষণ কথিত হইল, তাহা ব্যাধ্যবস্থা-নির্ণায়ক বৈদ্য অবহিতচিত্তে দর্শন স্পর্শন ও প্রশ্ন দ্বারা সম্যক্ লক্ষ করিয়া প্রতিক্ষণ রোগীদিগকে দর্শন করিবে।

অভ্যাসাৎ প্রাপ্যতে দৃষ্টিঃ কর্ম্মসিদ্ধিপ্রকাশিনী। রত্নাদিসদসজ্জ্ঞানং ন শাস্ত্রাদেব জায়তে।।

অভ্যাস অর্থাৎ মুহুর্ম্মুহু চিকিৎসাকর্ম্মে প্রবর্ত্তনবশত কর্ম্মসিদ্ধিপ্রকাশক চিকিৎসা-বিজ্ঞান জন্মে, কেবলমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে চিকিৎসাজ্ঞান হয় না। সুবর্ণ রত্নাদির ভালো-মন্দ জ্ঞান যেমন পুনঃপুনঃ দর্শন দ্বারা হইয়া থাকে, কেবলমাত্র অধ্যয়ন দ্বারা হয় না, কার্য্যসিদ্ধিপ্রদ চিকিৎসাজ্ঞানও তেমনই অভ্যাসবশতই জন্মিয়া থাকে জানিবে।

অত ঊর্দ্ধং প্রকোপণানি বক্ষ্যামঃ। তত্র বলবদ্‌বিগ্রহাতিব্যায়ামব্যবায়াধ্যয়ন-প্রপতনপ্রধাবন-প্রপীড়নাভিঘাতলঙ্ঘনপ্লবনতরণরাত্রিজাগরণভারবহনগজতুরঙ্গরথপদাতিচর্য্যা-কটু-কষায়-তিক্ত-রুক্ষলঘু-শীতবীর্য্যশুষ্কশাকবল্লুরবরকোদ্দালক-কোরদূষ শ্যামাকনীবার-মুদ্গামসূরাঢ়ক-হরেণুকলায়-নিষ্পাবানশনবিষমাশনাধ্যশন-বাতমূত্রপুরীষ-শুক্রচ্ছর্দ্দি-ক্ষবথুদ্গারবাষ্প-বেগবিঘাতাদিভি-র্বিশেষৈর্বায়ুঃ প্রকোপমাপদ্যতে।

স শীতাভ্রপ্রবাতেষু ঘর্ম্মান্তে চ বিশেষতঃ। প্রত্যূষস্যপরাহ্নে চ জীর্ণেহন্নে চ প্রকুপ্যতি।।

অতঃপর যে-যে কারণে দোষসকলের প্রকোপ হয়, তাহা লিখিত হইতেছে। বলবদ্‌বিগ্রহ (মল্লাদির সহিত বাহুযুদ্ধাদি), অতিশয় ব্যায়াম, অধিক রতিক্রিয়া, অত্যন্ত অধ্যয়ন, উচ্চস্থান হইতে পতন, বেগে গমন, প্রপীড়ন, লগুড়াদি দ্বারা অভিঘাত, লঙ্ঘন (গর্ত্তাদি উৎক্রমণ), প্লবন (লাফাইয়া-লাফাইয়া গমন), নদ্যাদি সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, গজ অশ্ব রথ ও পদ দ্বারা অতিভ্রমণ এবং কটু তিক্ত কষায় রুক্ষ লঘু ও শীতবীর্য্য দ্রব্য, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, বোরো উদ্দালক কোদ শ্যামাক ও নীবার ধান্য, মুদ্গ মসূর অড়হর হরেণু মটর শিম এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ, উপবাস, বিষমাশন (বহুপরিমাণে, নিতান্ত অল্প পরিমাণে বা অকালে আহার), অজীর্ণ সত্ত্বেও ভোজন এবং বায়ু মূত্র মল শুক্র বমি হাঁচি উদ্গার ও অশ্রু, এই সকলের উপস্থিত বেগধারণ ইত্যাদি কারণে বায়ু প্রকুপিত হয়। বিশেষত শীতকালে মেঘ হইলে, বায়ুপ্রবাহের সময়, বর্ষাকালে, প্রত্যূষে, অপরাহ্নে ও ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলে পর বায়ু প্রকুপিত হইয়া থাকে।

ক্রোধশোকভয়ায়াসোপবাসবিদগ্ধ-মৈথুনোপগমন-কট্বম্ল লবণতীক্ষ্ণোষ্ণলঘুবিদাহি-তিলতৈল-পিণ্যাক কুলত্থসর্ষপাতসী-হরিতকশাক-গোধামৎস্যাজাবিকমাংস-দধিতক্রকূর্চ্চিকামস্তু-সৌবীরক-সুরা-

বিকারাম্লফল-কট্বারার্কপ্রভৃতিভিঃ পিত্তং প্রকোপমাপদ্যতে।

তদুষ্ণৈরুষ্ণকালে চ মেঘান্তে চ বিশেষতঃ। মধ্যাহ্নে চার্দ্ধরাত্রে চ জীর্য্যত্যন্নে চ কুপ্যতি।।

ক্রোধ, শোক, ভয়, শ্রমজনক কার্য্য, উপবাস, বিদাহজনক আহারাদি, মৈথুনোপগমন; কটু অম্ল লবণ তীক্ষ্ণ লঘু ও বিদাহী দ্রব্য, তিলতৈল, তিলকল্ক, কুলত্থকলাই, সর্ষপ, মসিনা, হরিতশাক, গোধা, মৎস্য, ছাগ ও মেষ ইহাদের মাংস, দধি, তক্রকূর্চ্চিকা, দধির মাত, সৌবীর, সুরাবিকৃতি, অম্লফল এবং কটু (সারবিশিষ্ট দধির তক্র) ভোজন ও রৌদ্রতাপ; এই সকল কারণে পিত্ত প্রকোপপ্রাপ্ত হয়। বিশেষত উষ্ণদ্রব্য দ্বারা, উষ্ণকালে, শরৎকালে, মধ্যাহ্নে, অর্দ্ধরাত্রে ও ভুক্তান্নের পরিপাকাবস্থায় পিত্ত প্রকুপিত হইয়া থাকে।

দিবাস্বপ্নাব্যায়ামালস্যমধুরাম্ললবণশীতস্নিগ্ধগুরুপিচ্ছিলাভিষ্যন্দি-হায়নক-যবকনৈষধেৎকটমাষ-মহামাষগোধূমতিল-পিষ্টবিকৃতি-দধিদুগ্ধকৃশরা-পায়সেক্ষুবিকারানুপৌদক-মাংসবসাবিসমৃণাল-কশেরুক-শৃঙ্গাটক-মধুরবল্লীফল-সমশনাধ্যশন-প্রভৃতিভিঃ শ্লেষ্মা প্রকোপমাপদ্যতে।

স শীতৈঃ শীতকালে চ বসন্তে চ বিশেষতঃ। পূর্ব্বাহ্নে চ প্রদোষে চ ভুক্তমাত্রে প্রকুপ্যতি।।

দিবানিদ্রা, ব্যায়ামরাহিত্য, আলস্য, মধুর, অম্ল, লবণ, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল ও অভিষ্যন্দী (দোষ ধাতু মল ও স্রোতের অতিশয় ক্লেদোৎপাদক) দ্রব্য, হায়নক (শালিবিশেষ), যব, নৈষধ (ধান্যবিশেষ), ওকড়া, মাষকলাই, বরবটী, গোধূম, তিলপিষ্টক, দধি, দুগ্ধ, কৃশরা (খিচুড়ি), পায়স, গুড়াদি ইক্ষুবিকার এবং আনূপ ও জলচর প্রাণীর মাংস ও বসা, বিস (পদ্মমূল), মৃণাল, কেশুর, পানিফল, তাল-নারিকেলাদি মধুর ফল, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি লতাফল, অধিক ভোজন, অজীর্ণ সত্ত্বেও ভোজন ইত্যাদি কফপ্রকোপের কারণ। বিশেষত শীতলদ্রব্য দ্বারা, শীতকালে, বসন্তকালে, পূর্ব্বাহ্নে, প্রদোষে ও আহার করিবামাত্র শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া থাকে।

পিত্তপ্রকোপণৈরেব চাভীক্ষ্ণং দ্রবস্নিগ্ধগুরুভিশ্চাহারৈর্দিবাস্বপ্ন-ক্রোধানলাতপ-শ্রমাভিঘাতাজীর্ণ-বিরুদ্ধাধ্যশনপ্রভৃতিভিরসৃক্‌প্রকোপমাপদ্যতে।

যে-যে কারণে পিত্ত প্রকুপিত হয়, সেই-সেই কারণে রক্তও কুপিত হইয়া থাকে। নিরন্তর দ্রব স্নিগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্যভোজন, দিবানিদ্রা, ক্রোধ, অগ্নিসন্তাপ, সূর্য্যাতপ, পরিশ্রম, অভিঘাত, অজীর্ণ, বিরুদ্ধভোজন ও অধ্যশন প্রভৃতি কারণে রক্ত প্রকোপপ্রাপ্ত হয়।

অতো দোষোপক্রমণীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

বাতস্যোপক্রমঃ স্নেহঃ স্বেদঃ সংশোধনং মৃদু। স্বাদ্বম্ললবণোষ্ণানি ভোজ্যান্যভ্যঙ্গমর্দ্দনম্।। বেষ্টনং ত্রাসনং সেকো মদ্যং পৈষ্টিক-গৌড়িকম্। স্নিগ্ধোষ্ণা বস্তয়ো বস্তি-নিয়মঃ সুখশীলতা।। দীপনৈঃ পাচনৈঃ সিদ্ধাঃ স্নেহাশ্চানেকযোনয়ঃ। বিশেষান্মেধ্যপিশিত-রসতৈলানুবাসনম্।।

অতঃপর আমরা দোষোপক্রমণীয় (বাতাদি দোষের চিকিৎসা) অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। ঘৃত তৈলাদি স্নেহপান, স্বেদপ্রয়োগ, মৃদু সংশোধন (অল্প বমন-বিরেচনাদি), মধুর অম্ল লবণ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন, তৈলাভ্যঙ্গ ও হস্তাদি দ্বারা তৈলমর্দ্দন, বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টন, ভয়প্রদর্শন, দশ-মূলকাথাদির প্রসেক, পৈষ্টিক ও গৌড়িক মদ্য, যথাবিধি স্নিগ্ধোষ্ণ বস্তিপ্রয়োগ অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে প্রথমে স্নেহপানাদি পঞ্চপ্রকার কার্য্য করণানন্তর বস্তিপ্রদান, সুখস্বচ্ছন্দতা এবং অগ্ন্যুদ্দীপন ও পাচনদ্রব্য-সহ সিদ্ধ তিলাদি নানা দ্রব্যের তৈল, পুষ্ট পশুর মাংসরস ও তৈলানুবাসন, এই সমস্ত প্রকুপিত বায়ুর বিশেষ চিকিৎসা, অর্থাৎ ইহা দ্বারা বায়ু প্রশমিত হয়।

পিত্তস্য সর্পিষঃ পানাং স্বাদুশীতৈর্বিরেচনম্। স্বাদুতিক্তকষায়াণি ভোজনান্যৌষধানি চ।। সুগন্ধশীত-হৃদ্যানাং গন্ধানামুপসেবনম্। কণ্ঠে গুণানাং হারাণাং মণীনামুরসা ধৃতিঃ।। কর্পূরচন্দনোশীরৈরনুলেপঃ ক্ষণে ক্ষণে। প্রদোষশ্চন্দ্রমাঃ সৌধং হারি গীতং হিমোহ্নিলঃ।। অযন্ত্রণমুখং মিত্রং পুত্রঃ সন্দিগ্ধ-মুগ্ধবাক্। ছন্দানুবর্ত্তিনী নারী প্রিয়া শীলবিভূষিতা।। শীতাম্বুধারাগর্ভাণি গৃহাণ্যুদ্যানদীর্ঘিকাঃ। সুতীর্থ-বিপুলস্বচ্ছ-সলিলাশয়সৈকতে।। সাম্ভোজজলতীরান্তে কায়মানে দ্রুমাকুলে। সৌম্যা ভাবাঃ পয়ঃসর্পি-র্বিরেকশ্চ বিশেষতঃ।।

ঘৃতপান, মধুর ও শীতল দ্রব্য দ্বারা বিরেচন, মধুর তিক্ত কষায় দ্রব্য ভোজন ও মধুর তিক্ত কষায় ঔষধ সেবন, সুগন্ধ সুশীতল ও মনোহর গন্ধ আঘ্রাণ, কণ্ঠলম্বিত গুণনামক মুক্তাহার ও মরকতচন্দ্রকান্তাদি নানাবিধ মণি বক্ষঃস্থলে ধারণ, ক্ষণে-ক্ষণে কর্পূর চন্দন ও বেণার অনুলেপ, সায়ংকাল, চন্দ্রমা, সুধাধবলিত গৃহ, মনোহর গান, শীতল বায়ু, অযন্ত্রণমুখ মিত্র (যাহার মুখে কোন যন্ত্রণাসূচক বাক্য নাই, প্রফুল্লবদন, মধুরভাষী), অস্ফুট-মুগ্ধবচন শিশুসন্তান, প্রিয়া সুশীলবিভূষিতা ও বশীভূতা স্ত্রী, শীতল জলধারাবিশিষ্ট গৃহাভ্যন্তর, উপবন, দীর্ঘিকা, সৌম্যভাব, বিশেষত দুগ্ধ-ঘৃতের বিরেচন, এই সমস্ত প্রকুপিত পিত্তশান্তির প্রধান উপায়। রোগী নিম্নলিখিত রূপ কায়মানে অর্থাৎ তৃণগৃহে (খড়ো-ঘরে) অবস্থিতি করিয়া উপরিউক্ত রূপে চিকিৎসিত হইবেন। তৃণগৃহখানি, সুন্দর ঘাটবিশিষ্ট প্রশস্ত নির্ম্মল জলাশয়ের বালুকাময় পুলিনে অবস্থিত, তাহার চতুর্দ্দিক বৃক্ষে সুশোভিত এবং নিকটস্থ সলিলে পদ্মসকল প্রস্ফুটিত, এইরূপ মনোহর তৃণগৃহে থাকিয়া চিকিৎসা করাইবেন।

শ্লেষ্মণো বিধিনা যুক্তং তীক্ষ্ণং বমনরেচনম্। অন্নং রুক্ষাল্পতীক্ষ্ণোষ্ণং কটুতিক্তকষায়কম্।। দীর্ঘকাল-স্থিতং মদ্যং রতিপ্রীতিঃ প্রজাগরঃ। অনেকরূপো ব্যায়ামশ্চিন্তা রুক্ষং বিমর্দ্দনম্।। বিশেষাদ্বমনং যূষং ক্ষৌদ্রং মেদোঘ্নমৌষধম্। ধূমোপবাসগণ্ডূষা নিঃসুখত্বং সুখায় চ।।

শাস্ত্রবিধানোক্ত তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন, রুক্ষ অল্প তীক্ষ্ণ উষ্ণ এবং কটু তিক্ত কষায় রসযুক্ত অন্ন, পুরাতন মদ্য, রতিকার্য্যে প্রীতি, অতিজাগরণ, নানাপ্রকার ব্যায়াম, চিন্তা, রুক্ষ মর্দ্দন, বিশেষত বমন, যূষ, মধু, মেদোঘ্ন ঔষধ, ধূম, উপবাস, গণ্ডূষধারণ এবং কষ্টসাধ্য মানসিক ও বাচনিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানজনিত ক্লেশ, এই সমস্ত শ্লেষ্ম-জন্য বিকারে সুখের নিমিত্ত হয়।

উপক্রমঃ পৃথগ্ দোষান্ যোহ্য়মুদ্দিশ্য কীর্ত্তিতঃ। সংসর্গসন্নিপাতেষু তং যথাস্বং বিকল্পয়েৎ।।

বাতাদি প্রত্যেক দোষ উদ্দেশ করিয়া যে-যে চিকিৎসা কীর্ত্তিত হইল, দ্বন্দ্ব ও সন্নিপাত-স্থলেও সেই-সেই চিকিৎসা মিলিত করিয়া কল্পনা করিবে। যথা বায়ু ও পিত্তের পৃথক-পৃথক যে-যে চিকিৎসা কথিত হইল, বাতপিত্তের সংসর্গেও তাহাই মিলিত প্রয়োগ করিবে। অন্যান্য দ্বন্দ্বে ও সন্নিপাতেও এইরূপ জানিবে।

গ্রৈষ্মঃ প্রায়ো মরুৎপিত্তে বাসন্তঃ কফমারুতে। মরুতো যোগবাহিত্বাৎ কফপিত্তে তু শারদঃ।।

বাতপিত্ত-সংসর্গে গ্রীষ্মঋতুচর্য্যাবিহিত চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ গ্রীষ্মঋতুতে যেমন লবণ কটু অম্ল ব্যায়াম ও সূর্য্যকিরণ ত্যাজ্য এবং মধুর অন্ন প্রভৃতি সেব্য, বাতপিত্ত-সংসর্গেও সেইরূপ প্রায় লবণাদি ত্যাজ্য ও মধুর অন্নাদি সেব্য ইত্যাদি। বাতশ্লেষ্মার সংসর্গে বসন্তঋতুচর্য্যোক্ত তীক্ষ্ণ নস্য বমনাদিরূপ চিকিৎসা কর্ত্তব্য। কফপিত্ত-সংসর্গে শরৎঋতুচর্য্যাবিহিত চিকিৎসা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মে অত্যন্ত শীতল সেবা এবং বসন্তে তীক্ষ্ণ বমন ও নস্যাদি প্রয়োগ উক্ত আছে, কিন্তু ইহা

অতিশয় বাতজনক, তবে কেমন করিয়া বাতপিত্ত ও বাতশ্লেষ্মা-সংসর্গে যথাক্রম গ্রীষ্ম ও বসন্তঋতুচর্য্যাবিহিত বিধান হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে বায়ু যোগবাহী অর্থাৎ যখন যে-দোষযুক্ত হয়, তখন সেই দোষের কার্য্য করে, অতএব পিত্তের সহিত অবস্থিত বায়ুর পিত্তচিকিৎসা এবং কফের সহিত স্থিত বায়ুর কফচিকিৎসা ন্যায্য। সন্নিপাতে (ভজেৎ সাধারণং সর্ব্বমিত্যাদি বচনানুসারে) বর্ষাঋতুচর্য্যাবিহিত চিকিৎসাই কর্ত্তব্য, যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে যে বর্ষাঋতুতে দোষত্রয়েরই প্রকোপ হইয়া থাকে।

চয় এব জয়েদ্দোষং কুপিতং ত্ববিরোধয়ন্। সর্ব্বকোপে বলীয়াংসং শেষদোষবিরোধতঃ।।

চয়কালেই বাতাদি দোষকে জয় অর্থাৎ ছিন্নমূল করিবে, কোপকাল প্রতীক্ষা করিবে না। চয়কালের চিকিৎসা যেন কুপিত দোষের অবিরোধী হয়। আর সর্ব্বদোষের প্রকোপ হইলে যে-দোষ বলবান্, তাহারই চিকিৎসা করিবে। সেই চিকিৎসাও যেন অবশিষ্ট প্রকুপিত দোষের প্রতিকূল না-হয়।

প্রয়োগঃ শময়েদ্ব্যাধিং যোঽন্যমন্যমুদীরয়েৎ। নাসৌ বিশুদ্ধঃ শুদ্ধস্তু শময়েদ্ যো ন কোপয়েৎ।।

যে-চিকিৎসা উপস্থিত ব্যাধির নিবারণ অথচ অন্য ব্যাধির উৎপাদন করে, তাহা বিশুদ্ধ চিকিৎসা নহে। অতএব যে-চিকিৎসা ব্যাধির শান্তি করে, অথচ অন্য দোষের প্রকোপ না-জন্মায়, তাহাই বিশুদ্ধ চিকিৎসা।

ব্যায়ামাদুষ্মণস্তৈক্ষ্ণ্যাদহিতাচরণাদপি। কোষ্ঠাচ্ছাখাস্থিমর্ম্মাণি দ্রুতত্বান্মারুতস্য চ।। দোষা যান্তি তথা তেভ্যঃ স্রোতোমুখবিশোধনাৎ। বৃদ্ধ্যাভিষ্যন্দনাৎ পাকাৎ কোষ্ঠং বায়োশ্চ নিগ্রহাৎ।।

ব্যায়াম, উষ্মার তীক্ষ্ণতা, অহিত সেবন ও বায়ুর শীঘ্রগামিত্ব এই হেতুচতুষ্টয়ে দোষসকল, কোষ্ঠ হইতে রক্তাদি ধাতু অস্থি ও মর্ম্মস্থানে গমন করে এবং স্রোতোমুখের বিবৃতি অর্থাৎ দোষমার্গের মুখবিস্তার, দোষের বৃদ্ধি, ক্ষীরাদি অভিষ্যন্দী ভোজন, পাচনাদি দ্বারা দোষের পাক ও বায়ুর বেগধারণ এই সকল কারণে দোষসকল রক্তাদি স্থান হইতে কোষ্ঠে গমন করে।

তত্রস্থাশ্চ বিলম্বেরন্ ভূয়ো হেতুপ্রতীক্ষিণঃ। তে কালাদিবলং লব্ধ্বা কুপ্যন্ত্যন্যাশ্রয়েষ্বপি।।

দোষসকল রক্তাদি হইতে কোষ্ঠে যাইয়াই রোগোৎপাদন করিতে পারে না। কারণ অন্য স্থানে গমনহেতু তাহারা হীনশক্তিক হইয়া যায়, সুতরাং রোগোৎপাদক হেতু হেত্বন্তর প্রতীক্ষা করে; অতএব উহারা যখন দেশ, কাল, দূষ্য ও অপথ্যাদি দ্বারা লব্ধবল হয়, তখনই পরকীয় স্থানে রোগোৎপাদন করিয়া থাকে।

তত্রান্যস্থানসংস্থেষু তদীয়ামবলেষু চ। কুর্য্যাচ্চিকিৎসাং স্বামেব বলেনান্যাভিভাবিষু। আগন্তুং শময়েদ্ দোষং স্থানিনং প্রতিকৃত্য বা।।

অন্যস্থানগত দোষসকল, দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত যে-পর্য্যন্ত রেগোৎপাদনে সমর্থ না-হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাদের নিজ চিকিৎসা না-করিয়া কেবল স্থানিদোষসম্বন্ধিনী চিকিৎসা করিবে। কিন্তু যখন আগন্তু দোষ লব্ধবল হইয়া নিজ শক্তি দ্বারা স্থানিদোষকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করে, তখন তাহাদের স্বকীয় চিকিৎসা করিবে। কিংবা অগ্রে স্থানিদোষের প্রতিকার করিয়া পরে আগন্তু দোষের শান্তি করিবে।

প্রায়স্তির্য্যগ্গতা দোষাঃ ক্লেশয়ন্ত্যাতুরাংশ্চিরম্। কুর্য্যান্ন তেষু ত্বরয়া দেহাগ্নিবলবিৎ ক্রিয়াম্।। শময়েৎ তান্ প্রয়োগেণ সুখং বা কোষ্ঠমানয়েৎ। জ্ঞাত্বা কোষ্ঠপ্রপন্নাংশ্চ যথাসন্নং বিনির্হরেৎ।।

তির্য্যগ্গত দোষসকল রোগীকে দীর্ঘকাল পীড়া দেয়, অতএব দেহের অগ্নি ও বলাভিজ্ঞ বৈদ্য, সত্বর হইয়া তাহাদের চিকিৎসা করিবে না। শাস্ত্রবিহিত চিকিৎসানুসারে তির্য্যগ্গত দোষের শান্তি করিবে, অথবা যাহাতে দেহের পীড়া না-জন্মায়, এরূপভাবে তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে কোষ্ঠে আনয়ন করিবে। তাহারা কোষ্ঠে আনীত হইলে বমন-বিরেচনাদি দ্বারা আসন্ন পথ দিয়া অর্থাৎ যে-পথ যে-কোষ্ঠের নিকটবর্ত্তী, সেই পথ দিয়া তাহাদিগকে নিঃসারিত করিবে। আমস্থান, অগ্নিস্থান, পক্বস্থান, মূত্রাশয়, রক্তাশয়, হৃদয়, উণ্ডুক (মলাশয়) ও ফুসফুস ইহাদিগকে কোষ্ঠ কহে।

স্রোতোরোধবলভ্রংশ-গৌরবানিলমূঢ়তাঃ। আলস্যাপক্তিনিষ্ঠীব-মলসঙ্গারুচিক্লমাঃ। লিঙ্গং মলানাং সামানাং নিরামাণাং বিপর্য্যয়ঃ।।

স্রোতোরোধ, বলহানি, দেহভার, বায়ুর স্তব্ধতা, আলস্য, অপরিপাক, মুখস্রাব, পুরীষাদির অপ্রবৃত্তি, অরুচি ও গ্লানি, এই সমস্ত সাম অর্থাৎ আমরসযুক্ত দোষের লক্ষণ। নিরাম দোষের লক্ষণ ইহার বিপরীত।

উষ্মণোহল্পবলত্বেন ধাতুমাদ্যমপাচিতম্। দুষ্টমামাশয়গতং রসমামং প্রচক্ষতে।।

অগ্নির অল্পবলত্বহেতু অপাচিত এবং বাতাদিদুষ্ট আমাশয়গত রস-নামক যে-প্রথম ধাতু, তাহাকেই আম কহে।

অন্যে দোষেভ্য এবাতি-দুষ্টেভ্যোহন্যোন্যমূর্চ্ছনাৎ। কোদ্রবেভ্যো বিষস্যেব বদন্ত্যামস্য সম্ভবম্।।

অপর কয়েকআচার্য্য বলেন যে যেমন কোদধান্য হইতে বিষের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ অতিদুষ্ট দোষদিগের পরস্পর মূর্চ্ছন (মিশ্রীভাব) দ্বারা আমের সম্ভব হইয়া থাকে।

আমেন তেন সম্পৃক্তা দোষা দূষ্যাশ্চ দূষিতাঃ। সামা ইত্যুপদিশ্যন্তে যে চ রোগাস্তদুদ্ভবাঃ।।

বাতাদিদূষিত ও আমসংযুক্ত যে-দোষ ও দূষ্য পদার্থ, তাহাদিগকে সাম কহে। সেই সাম-দোষদূষ্য হইতে জ্বরাদি যে-সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহারাও সামরোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

পাচনৈর্দীপনৈঃ স্নেহৈস্তান্ স্বেদৈশ্চ পরিষ্কৃতান্। শোধয়েচ্ছোধনৈঃ কালে যথাসন্নং যথাবলম্।।

জ্বরাদি অধিকারোক্ত অগ্ন্যুদ্দীপক পাচন এবং স্নেহন ও যথাবিধি স্বেদপ্রয়োগ দ্বারা সেই আমদোষসকল পরিষ্কৃত হইলে পর উপযুক্ত সময়ে রোগীর বল বিবেচনা করিয়া মৃদু মধ্য বা তীক্ষ্ণ বমন-বিরেচনাদি দ্রব্য দ্বারা তাহাদিগকে যথাসন্ন পথ দিয়া নিঃসারিত করিবে।

হন্ত্যাশু যুক্তং বক্ত্রেণ দ্রব্যমামাশয়ান্মলান্। ঘ্রাণেন চোর্দ্ধজত্রুত্থান্ পক্বাধানাদ্ গুদেন চ।।

মুখ দ্বারা পীত দ্রব্য আমাশয় হইতে, নাসা-পীত দ্রব্য ঊর্ধ্ব জত্রু হইতে, গুহ্যদ্বারপ্রযুক্ত দ্রব্য পক্বাশয় হইতে মলকে আশু নিঃসারিত করে।

উৎক্লিষ্টানধ ঊর্দ্ধং বা ন চামান্ বহতঃ স্বয়ম্। ধারয়েদৌষধৈর্দোষান্ বিধৃতাস্তে হি রোগদাঃ।।

বহির্গমনোন্মুখ আমদোষসকল যদি স্বয়ং ঊর্ধ্ব বা অধোমার্গ দিয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে

স্তম্ভন ঔষধ দ্বারা তাহাদিগকে বদ্ধ করিবে না, কারণ বহির্গমনোন্মুখ দোষ বিধৃত হইলে রোগকর হইয়া থাকে।

প্রবৃত্তান্ প্রাগতো দোষানুপেক্ষেত হিতাশিনঃ। বিবদ্ধান্ পাচনৈস্তৈস্তৈঃ পাচয়েন্নির্হরেতবা।।

দোষসকল বহির্গমনে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে হিতভোজী হইয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবে, অর্থাৎ কোনপ্রকার ধারক ঔষধ না-দিয়া হিতভোজন করিবে। আর দোষসকল বিবদ্ধ (ঈষৎ-প্রবৃত্ত) হইলে যথোক্ত পাচন দ্বারা তাহাদের পরিপাক করিবে বা তাহাদিগকে নির্গত করাইবে।

ধাতবঃ

এতে সপ্ত স্বয়ং স্থিত্বা দেহং দধতি যন্নৃণাম্। রসাসৃঙ্মাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্রাণি ধাতবঃ।।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি পদার্থ স্বয়ং অবস্থিত থাকিয়া মনুষ্যদিগের দেহ ধারণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু কহে।

রসস্য স্বরূপমাহ—

সম্যক্‌পক্কস্য ভুক্তস্য সারো নিগদিতো রসঃ। স তু দ্রবঃ সিতঃ শীতঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধশ্চলো ভবেৎ।।

ভুক্তদ্রব্য সম্যক্ পরিপাক হইলে তাহা হইতে যে-সারপদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই রস কহে। রস দ্রবপদার্থ, শ্বেতবর্ণ, শীতল, মধুর রস, স্নিগ্ধ ও গতিশীল।

রসস্য স্থানমাহ—

সর্ব্বদেহচরস্যাপি রসস্য হৃদয়ং স্থলম্। সমানমরুতা পূর্ব্বং যদয়ং হৃদয়ে ধৃতঃ।।

রস সর্ব্বদেহচারী হইলেও হৃদয়ই ইহার বিশেষ স্থান। কারণ ইহা সমান-বায়ু কর্ত্তৃক প্রথমে হৃদয়েই নীত হইয়া থাকে।

আরুহ্য ধমনীর্গত্বা ধাতূন্ সর্ব্বানয়ং রসঃ। পুষ্ণাতি তদনু স্বীয়ৈর্ব্যাপ্নোতি চ তনুং গুণৈঃ।।

ঐ হৃদয়গত রস তত্রত্য ধমনীসমূহ দ্বারা গমন করিয়া প্রথমে ধাতুসকলের পোষণ করে, তৎপরে নিজ শীত স্নিগ্ধ ও পোষকত্বগুণে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

মন্দবহ্নিবিদগ্ধস্তু কটুর্বাম্লো ভবেদ্রসঃ। স কুর্য্যাদ্ বহুলান্ রোগান্ বিষকৃত্যং করোত্যপি।।

অগ্নিমান্দ্যহেতু রস বিদগ্ধ হইলে কটু বা অম্লভাবাপন্ন হয়। এই বিদগ্ধ রস বহুরোগের উৎপাদন এবং বিষের কার্য্য করিয়া থাকে।

রক্তস্য স্বরূপমাহ—

যদা রসো যকৃদ্ যাতি তত্র রঞ্জকপিত্ততঃ। রাগং পাকঞ্চ সংপ্রাপ্য স ভবেদ্ রক্তসংজ্ঞকঃ।। রক্তং সর্ব্বশরীরস্থং জীবস্যাধারমুত্তমম্। স্নিগ্ধং গুরু চলং স্বাদু বিদগ্ধং পিত্তবদ্ ভবেৎ।।

আহারজাত রস যখন যকৃতে যায়, তখন উহা তত্রত্য রঞ্জকপিত্ত দ্বারা পরিপাক ও লৌহিত্য-প্রাপ্ত হইয়া রক্তসংজ্ঞা লাভ করে। রক্ত সমস্ত শরীরেই অবস্থিতি করে। ইহা স্নিগ্ধ, গুরু, চলন-শীল, মধুররস ও জীবনের প্রধান আধার। রক্তও বিদগ্ধ হইলে পিত্তবৎ অম্লরস হইয়া থাকে।

রক্তস্য স্থানমাহ—

যকৃৎ প্লীহা চ রক্তস্য মুখ্যস্থানং তয়োঃ স্থিতম্। অন্যত্র সংস্থিতবতাং রক্তানাং পোষকং ভবেৎ।।

রক্তের প্রধান স্থান যকৃৎ ও প্লীহা। এই স্থানদ্বয়ে থাকিয়াই ইহা অন্যস্থান-স্থিত রক্তের পোষণ করিয়া থাকে।

মাংসস্য স্বরূপমাহ—

শোণিতং স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চ ঘনীকৃতম্। তদেব মাংসং জানীয়াৎ তস্য ভেদানপি ব্রুবে।।

রক্ত স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পরিপাকপ্রাপ্ত ও বায়ু দ্বারা ঘনীভূত হইলে তাহা মাংসরূপে পরিণত হয়। মাংসের যে-প্রকারভেদ আছে, তাহাও কথিত হইতেছে।

মাংসপেশীমাহ—

যথার্থমুষ্মণা যুক্তো বায়ুঃ স্রোতাংসি দারয়েৎ। অনুপ্রবিশ্য পিশিতং পেশীর্বিভজতে তথা।।

যথাযথ উষ্মযুক্ত বায়ু স্রোতোবিদারণপূর্ব্বক মাংসে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পেশীরূপে পরিণত করে। (সূত্রাকারে পরিণত মাংসগুচ্ছকে পেশী কহে)।

মেদসঃ স্বরূপমাহ—

যন্মাংসং স্বাগ্নিনা পক্বং তন্মেদ ইতি কথ্যতে। তদতীব গুরু স্নিগ্ধং বলকার্য্যতিবৃংহণম্।।

যে-মাংস স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, তাহাকেই মেদ কহা যায়। মেদ অতীব গুরু, স্নিগ্ধ, বলকর ও অতিবৃংহণ।

মেদসঃ স্থানমাহ—

মেদো হি সর্ব্বভূতানামুদরেহন্বস্থিষু স্থিতম্। অতএবোদরে বৃদ্ধিঃ প্রায়ো মেদস্বিনো ভবেৎ।।

মেদ সর্ব্বভূতের উদর ও সূক্ষ্মাস্থিতে অবস্থিত, তজ্জন্যই মেদস্বীর উদর নিত্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

অস্থ্নাং স্বরূপমাহ—

মেদো যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং বায়ুনা চাতিশোষিতম্। তদস্থিসংজ্ঞাং লভতে স সারঃ সর্ব্ববিগ্রহে।।

মেদ স্বকীয় অগ্নি দ্বারা পরিপাকপ্রাপ্ত এবং বায়ু দ্বারা বিশোধিত হইলে তাহাকেই অস্থি কহা যায়। সর্ব্বশরীরে অস্থিই সারপদার্থ।

মজ্জস্বরূপমাহ—

অস্থি যৎ স্বাগ্নিনা পক্বং তস্য সারো ভবেদ্ ঘনঃ। যো মেদোবৎ পৃথগ্‌ভূতঃ স মজ্জেত্যাভিধীয়তে।।

স্বকীয় অগ্নি দ্বারা অস্থি পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে, তাহা হইতে যে-মেদোবৎ ঘন সারপদার্থ পৃথগ্‌ভূত হয়, তাহাকেই মজ্জা কহা যায়।

মজ্জস্থানমাহ—

স্থূলাস্থিষু বিশেষেণ মজ্জা ত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ।।

মজ্জা স্থূলাস্থির মধ্যেই বিশেষরূপে অবস্থিতি করে।

শুক্রস্যোৎপত্তিমাহ—

রসাদ্রক্তং ততো মাংসং মাংসান্মেদঃ প্রজায়তে। মেদসোঽস্থি ততো মজ্জা মজ্জ্ঞঃ শুক্রস্য সম্ভবঃ।।

সুশ্রুতেনানেন বচনেন শুক্রং মজ্জসম্ভবমুক্তম্।

রস হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা ও মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়।

ইমমেব সন্দেহং দূরীকর্ত্তুমাহারাদের্গতিং পরিণামঞ্চাহ—

যাত্যামাশয়মাহারঃ পূর্ব্বং প্রাণানিলেরি তঃ। মাধুর্য্যং ফেনভাবঞ্চ ষড়্রসোঽপি লভেত সঃ।।

রস হইতে সকল পদার্থেরই উৎপত্তি কীরূপে হয়, এই সন্দেহ দূরীকরণার্থ আহারাদির গতি ও পরিণাম কথিত হইতেছে।

আহারীয় দ্রব্য প্রাণবায়ু-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রথমে আমাশয়ে গমন করে; উহা ছয় রসবিশিষ্ট হইলেও তথায় গিয়া মাধুর্য্য ও ফেনভাব প্রাপ্ত হয়।

সন্ধুক্ষিতঃ সমানেন পচত্যামাশয়স্থিতম্। ঔদর্য্যোঽগ্নির্যথা বাহ্যঃ স্থালীস্থং তোয়তণ্ডুলম্।।

বাহ্য অগ্নি যেরূপ স্থালীস্থ জল ও তণ্ডুলকে পাক করে, সমানবায়ু দ্বারা সন্ধুক্ষিত জঠরাগ্নিও তদ্রূপ আমাশয়স্থিত ভুক্ত দ্রব্যকে পরিপাক করিয়া থাকে।

আহারস্য রসঃ সারঃ সারহীনো মলদ্রবঃ। শিরাভিস্তজ্জলং নীতং বস্তিং মূত্রত্বমাপ্নুয়াৎ।। শেষং কিট্টঞ্চ যৎ তস্য তৎ পুরীষং নিগদ্যতে। সমানবায়ুনা নীতং তৎ তিষ্ঠতি মলাশয়ে।। মূত্রঞ্চোপস্থ-মার্গেণ পুরীষং গুদমার্গতঃ। অপানবায়ুনা ক্ষিপ্তং বহির্যাতি শরীরতঃ।। রসস্তু হৃদয়ং যাতি সমান-মরুতেরিতঃ। স তু ব্যানেন বিক্ষিপ্তঃ সর্ব্বান্ বিবর্দ্ধয়েৎ।। কেদারেষু যথা কুল্যাঃ পুষ্ণন্তি বিবিধৌষধীঃ। তথা কলেবরে ধাতূন্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়তে রসঃ।।

ভুক্ত দ্রব্যের সারাংশ রস এবং সারহীন ভাগ মলদ্রব। সেই মলদ্রবের জলীয়াংশ শিরা দ্বারা বস্তিতে নীত হয়, তাহাকেই মূত্র কহে। আর কিট্টাংশ যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে পুরীষ কহা যায়। সেই পুরীষ সমানবায়ু দ্বারা মলাশয়ে নীত হইয়া তথায় অবস্থিতি করে। পরে সেই মূত্র ও পুরীষ উপযুক্ত সময়ে অপানবায়ু দ্বারা প্রক্ষিপ্ত হইয়া যথাক্রমে লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বার দিয়া বহির্গত হয়।

সমানবায়ু-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রস হৃদয়ে গমন করে। পরে তাহা ব্যানবায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া সমস্ত ধাতুকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। যেমন কুল্যা (পয়ঃপ্রণালী)-সমূহ দ্বারা ক্ষেত্রের ঔষধিসকল পুষ্ট হয়, তদ্রূপ রস দ্বারাও শরীরস্থ ধাতুসকল পুষ্ট হইয়া থাকে।

রসস্তু তত্র তত্র ত্রিধা বিভজ্যতে—

স্থূলঃ সূক্ষ্মস্তন্মলেশ্চ তত্র তত্র ত্রিধা রসঃ। স্বং স্থূলোঽংশঃ পরং সূক্ষ্মস্তন্মলো যাতি তন্মলম্।। অয়মর্থঃ—স্থূলোঽংশঃ স্বং যাতি যথাস্থিতস্তিষ্ঠতি। সূক্ষ্মস্ত্বংশঃ পরং দ্বিতীয়ং ধাতুং যাতি। তন্মলঃ রসাদিধাতুমলঃ তন্মলং শরীরারম্ভকং তত্তদ্ধাতুমলং যাতীত্যর্থঃ।

ধাতৌ রসাদৌ মজ্জান্তে প্রত্যেকং ক্রমতো রসঃ। অহোরাত্রাৎ স্বয়ং পঞ্চ সার্দ্ধং দণ্ডঞ্চ তিষ্ঠতি।। যথা লৌকিকাগ্নিনা ইক্ষুরসঃ পচ্যতে, তথা শরীরারম্ভকস্য রসস্যাগ্নিনাহাররসঃ পচ্যতে, পচ্যমানঃ স পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবৎ প্রাক্তনরসধাতাবেব তিষ্ঠতি। ততো যথা পচ্যমানাদিক্ষুরসান্মলো নির্গচ্ছতি, তথা পচ্যমানাদাহাররসান্মলো নির্গচ্ছতি—স কফঃ। স চ কফঃ প্রাণানিলপ্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং ক্লেদনাখ্যং কফং গত্বা পুষ্ণাতি। ততঃ সারভূতস্যাহাররসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগঃ শরীরারম্ভকং রসং পোষয়তি, সকলশরীরাধিষ্ঠানেন ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ পোষণস্নেহন-জঠরানলোষ্মকৃতসন্তাপনিবারণাদিভির্গুণৈঃ সকলশরীরং পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগঃ প্রাণবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকস্য রক্তস্য স্থানং যকৃৎ প্লীহরূপং গত্বা তেন সহ মিলিতো ভবতি। ততঃ প্রাক্তনস্য রসস্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবৎ প্রাক্তনরক্তধাতাবেব তিষ্ঠতি। ততো যথা অগ্নিনা পুনঃপুনঃ

পচ্যমানাদিক্ষুবিকারাদ্ বারংবারং মলং নির্গচ্ছতি, তথা পুনঃপুনঃ পচ্যমানাদাহাররসাৎ প্রতিবারং মলং নির্গচ্ছতি। তত্র রক্তাগ্নিনা পচ্যমানাম্মলং পিত্তং নির্গচ্ছতি; তচ্চ পিত্তং সমানবায়ুনা প্রেরিতং ধমনীমার্গেণ শরীরারম্ভকং পাচকাখ্যং পিত্তং গত্বা পুষ্ণাতি। ততঃ সারভূতস্যাহাররসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ— স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; স্থূলো ভাগো রঞ্জকাখ্যেন পিত্তেন রক্তীকৃতঃ শরীরারম্ভকরক্তং পোষয়ন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ সঞ্চরন্ সকলশরীরগতানি রুধিরাণি পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরারম্ভকাণি মাংসানি যাতি। ততো মাংসাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মাংসেম্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি, তদ্ ব্যানবায়ুনা ক্ষিপ্তং কর্ণাবাগত্য কর্ণবিড় ভবতি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; ততঃ স্থূলো ভাগো মাংসানি পুষ্ণাতি। ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শরীরাম্ভকস্য মেদসঃ স্থানমুদরং যাতি। ততো মেদসোঽগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মেদস্যেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলো নির্গচ্ছতি প্রস্বেদরূপঃ, স চ শীতঃ স্রোতস্যেব তিষ্ঠতি শরীরোষ্মাণাভিতপ্তশ্চেৎ তদা ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরামার্গৈর্লোমকূপেভ্যো বহির্যাতি। জিহ্বাদন্তকক্ষামেঢ্রাদিমলঞ্চ মেদোমলমিত্যেকে। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগো মেদঃ পুষ্ণাতি। উদরে তিষ্ঠন্ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ স্রোতোমার্গৈঃ সূক্ষ্মাস্থিস্থিতান্যপি মেদাংসি পুষ্ণাতি; সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শরীরারম্ভকাণ্যস্থীনি যাতি। ততোঽস্থ্যগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবদস্থিম্বেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলো নির্গচ্ছতি। স চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ শিরাভির্মার্গৈরাগত্যাঙ্গুলিষু নখাস্তনৌ লোমানি ভবন্তি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগোঽস্থীনি পুষ্ণাতি, সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতঃ স্রোতোমার্গৈর্মজ্জস্থানানি স্থূলাস্থ্যভ্যন্তরাণি যাতি। ততো মজ্জাগ্নিনা পুনঃ পচ্যমানঃ পঞ্চাহোরাত্রাৎ সার্দ্ধদণ্ডঞ্চ যাবন্মজ্জন্যেব তিষ্ঠতি। ততঃ পচ্যমানাৎ তস্মান্মলং নির্গচ্ছতি। তচ্চ ব্যানবায়ুনা প্রেরিতং শিরামার্গৈর্নয়নয়োরাগত্য নেত্রবিট্ চক্ষুঃস্নেহশ্চ ভবতি। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগো মজ্জানং পুষ্ণাতি, ততঃ সূক্ষ্মো ভাগো ব্যানবায়ুনা প্রেরিতো ধমনীভিঃ শিরাভিশ্চ শুক্রস্য স্থানং সকলশরীরং গত্বা শরীরারম্ভকেণ শুক্রেণ সহ মিশ্রিতো ভবতি। ততঃ শুক্রস্যাগ্নিনা পুনঃ পচ্যতে, পচ্যমানে তস্মিন্ মলং নাস্তি। স হি সহস্রধাধ্মাতসুবর্ণবৎ। ততঃ সারভূতস্য রসস্য দ্বৌ ভাগৌ ভবতঃ—স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ; তত্র স্থূলো ভাগঃ শরীরারম্ভকং শুক্রং যাতি। সূক্ষ্মঃ স্নেহভাগ ওজঃ।

রস প্রত্যেক ধাতুতে পচ্যমান অবস্থায় তিন-তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা স্থূলভাগ, সূক্ষ্মভাগ এবং মলভাগ। স্থূলভাগ স্বকীয় ধাতুতে অবস্থিতি করে, সূক্ষ্মভাগ পরবর্ত্তী ধাতুতে গমন করে, মলভাগ তন্মলে যায়। রস হইতে মজ্জা পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধাতুতে রস পাঁচ দিন দেড় দণ্ড করিয়া অবস্থিতি করে। যেমন বাহ্য অগ্নি দ্বারা ইক্ষুরস পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ আহারজাত রস শরীরারম্ভক রস ধাতুতে পাঁচ দিন দেড় দণ্ডকাল অবস্থিত হইয়া সেই রসাগ্নিতে পরিপাক পায় এবং যেমন পচ্যমান ইক্ষুরস হইতে মল নির্গত হয়, সেইরূপ পচ্যমান আহাররস হইতেও মল নির্গত হইয়া থাকে। সেই রস-মলের নাম কফ। কফ প্রাণবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দিয়া শরীরারম্ভক ক্লেদনাখ্য কফে গিয়া তাহাকে পুষ্ট করে। তদনন্তর সারভূত সেই পচ্যমান রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়, স্থূলভাগ ও সূক্ষ্মভাগ। স্থূলভাগ শরীরারম্ভক রসেই অবস্থিতি করিয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করে এবং শরীরব্যাপী ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দিয়া

গমন করত স্নেহনাদি গুণে সকল শরীরের পোষণ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সূক্ষ্মভাগ প্রাণবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীপথে শরীরারম্ভক রক্তের স্থান যকৃৎ ও প্লীহায় গমন করিয়া তত্রত্য রক্তের সহিত মিলিত এবং পাঁচ দিন দেড় দণ্ডকাল তথায় অবস্থিত হইয়া রক্তোষ্মায় পুনঃ পচ্যমান হয়। পচ্যমান ইক্ষুবিকার হইতে যেমন বারংবার মল নির্গত হইয়া থাকে, পুনঃপুনঃ পচ্যমান আহাররস হইতেও সেইরূপ বারংবার মল নির্গত হয়। রক্তাগ্নি দ্বারা পচ্যমান সেই সূক্ষ্মাংশ হইতে আবার যে-মল নির্গত হয়, তাহার নাম পিত্ত। সেই পিত্ত সমানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীপথে শরীরারম্ভক পাচকাখ্য পিত্তে গিয়া তাহাকে পুষ্ট করে এবং অবশিষ্ট রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলভাগ রঞ্জকাখ্য পিত্ত দ্বারা রক্তীকৃত হইয়া শরীরারম্ভক রক্তকে এবং ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীপথে গমনপূর্ব্বক সকল শরীরগত রক্তকে পোষণ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথে শরীরারম্ভক মাংসে গমন করে। তথায় পাঁচ দিন দেড় দণ্ডকাল অবস্থিত হইয়া মাংসাগ্নি দ্বারা পুনঃ পচ্যমান হয়। পচ্যমান সেই আহাররস হইতে আবার যে-মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু দ্বারা কর্ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়া কর্ণমলরূপে পরিণত হয়। তৎপরে সারভূত সেইরস দুই ভাগে বিভক্ত হয়। যথা স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলভাগ মাংসকে পুষ্ট করে এবং সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনীমার্গ দ্বারা শরীরারম্ভক মেদের স্থান উদরে গমন করে। তথায় পাঁচ দিন দেড় দণ্ডকাল অবস্থিত হইয়া মেদ-অগ্নি দ্বারা পুনঃ পচ্যমান হয়। তাহা হইতে যে-মল নির্গত হয়, তাহার নাম স্বেদ (ঘর্ম্ম)। সেই স্বেদ শীতলাবস্থায় শিরামধ্যেই অবস্থিতি করে, কিন্তু যদি শরীরোষ্মা দ্বারা অভিতপ্ত হয়, তাহা হইলে ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া লোমকূপ দিয়া বহির্গত হইয়া যায়। জিহ্বা দন্ত কক্ষা ও মেঢ্রাদির মলকে কেহ-কেহ মেদোমল বলিয়া থাকেন। তদনন্তর সারভূত সেই রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলভাগ উদরে থাকিয়া মেদকে পুষ্ট করে এবং ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্রোতোমার্গ দিয়া গমন করত সূক্ষ্মাস্থি-স্থিত মেদকে পোষণ করিয়া থাকে। অবশিষ্ট সূক্ষ্ম ভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথ দ্বারা গিয়া শরীরারম্ভক অস্থিসমূহকে পোষণ করে। তৎপরে সেই অস্থিতে পাঁচ দিন দেড় দণ্ডকাল অবস্থিত হইয়া অস্থির উষ্মা দ্বারা পুনঃ পচ্যমান হয়। তথায় যে-মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া শিরাপথ দ্বারা অঙ্গুলীসমূহে গিয়া নখ ও শরীরে লোমরূপে পরিণত হয়। তৎপরে সারভূত সেই রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলভাগ অস্থিকে পুষ্ট করে, সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া স্রোতোমার্গ দিয়া মজ্জস্থান স্থূলাস্থির অভ্যন্তরে গমন করে। তথায় মজ্জাগ্নি দ্বারা পাঁচ দিন দেড় দণ্ডে পুনঃ পচ্যমান হয়। তাহা হইতে যে-মল নির্গত হয়, তাহা ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া শিরামার্গ দিয়া নয়নদ্বয়ে গমন-পূর্ব্বক নেত্রবিট্ (পিচুটী) ও চক্ষুস্নেহরূপে পরিণত হয়। তৎপরে সারভূত সেই রস দুই ভাগে বিভক্ত হয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলভাগ মজ্জাকে পুষ্ট করে, সূক্ষ্মভাগ ব্যানবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া ধমনী ও শিরাপথে শুক্রের স্থানে অর্থাৎ সকল শরীরে গমন করিয়া শরীরারম্ভক শুক্রের সহিত মিশ্রিত হয়। তথায় শুক্রাগ্নিতে পুনঃ পচ্যমান হইয়া থাকে। শুক্রাগ্নি-পাকে তাহা হইতে আর মল নির্গত হয় না। যেমন সহস্রবার পোড়াইলে সুবর্ণ মলরহিত হয়, সেইরূপ আহাররসও পুনঃপুনঃ পাকে মলরহিত হইয়া থাকে। পচ্যমান সারভূত মলরহিত সেই রস দুই ভাগে

বিভক্ত হয়, স্থূল ও সূক্ষ্ম। স্থূলভাগ শরীরারম্ভক শুক্রকে পুষ্ট করে, সূক্ষ্ম স্নেহভাগ ওজোরূপে পরিণত হয়।

শুক্রস্য স্বরূপমাহ—

শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতম্। গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ।।

শুক্র সোমগুণাত্মক, শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, বল ও পুষ্টিকর, গর্ভের বীজ, শরীরের সার এবং জীবের প্রধান আশ্রয়।

শুক্রস্য স্থানমাহ—

যথা পয়সি সর্পিস্তু গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা। এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্।।

ঘৃত যেমন দুগ্ধের, গুড় যেমন ইক্ষুরসের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, শুক্রও সেইরূপ দেহীদিগের সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে অর্থাৎ শুক্রের কোন নির্দ্দিষ্ট বিশেষস্থান নাই।

শুক্রস্য ক্ষরণমার্গমাহ—

দ্ব্যঙ্গুলে দক্ষিণে পার্শ্বে বস্তিদ্বারস্য চাপ্যধঃ। মূত্রস্রোতঃপথাচ্ছুক্রং পুরুষস্য প্রবর্ত্ততে।।

পুরুষের সর্ব্বাবয়বব্যাপী শুক্র ক্ষরণকালে বস্তিদ্বারের অধোভাগে দুই অঙ্গুলি অন্তরে দক্ষিণভাগে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে তথা হইতে মূত্রমার্গ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে।

আর্ত্তবস্য স্বরূপমাহ—

রসাদেব রজঃ স্ত্রীণাং মাসি মাসি ত্র্যহং স্রবেৎ। তদ্বর্ষাদ্ দ্বাদশাদূর্দ্ধং যাতি পঞ্চাশতঃ ক্ষয়ম্।।
মাসেনোপচিতং কালে ধমনীভ্যস্তদার্ত্তবম্। ঈষদ্ বিবর্ণং কৃষ্ণঞ্চ বায়ুর্যোনিমুখং নয়েৎ।।

আহারজাত রস হইতে যেমন ক্রমে-ক্রমে একমাসে পুরুষদিগের শুক্র উৎপন্ন হয়, সেইরূপ রস হইতে স্ত্রীলোকদিগের রজঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ রজঃ প্রতি মাসে তিন দিন করিয়া প্রস্রুত হয়। দ্বাদশবর্ষ বয়সে স্ত্রীলোকদিগের রজঃপ্রবৃত্তি আরম্ভ ও পঞ্চাশৎবর্ষ বয়সে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই আর্ত্তবশোণিত একমাসে উপচিত এবং ঈষদ্বিবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া ধমনী দ্বারা যথাকালে বায়ু-কর্ত্তৃক যোনিমুখে নীত হয়।

গর্ভ গ্রহণযোগ্যার্ত্তবলক্ষণম্

শশাসৃক্প্রতিমং যচ্চ যদ্ বা লাক্ষারসোপমম্। তদার্ত্তবং প্রশংসন্তি যদ্ বাসো ন বিরঞ্জয়েৎ।।

শশকের রক্ত বা লাক্ষারসের ন্যায় যে-আর্ত্তবের বর্ণ এবং যাহা কাপড়ে লাগিলে ধৌতমাত্রেই উঠিয়া যায়, সেই আর্ত্তবই প্রশস্ত অর্থাৎ গর্ভগ্রহণের যোগ্য।

ধাতুনাং মলাঃ

কফঃ পিত্তং মলঃ খেষু প্রস্বেদো নখলোম চ। নেত্রবিট্ চক্ষুষঃ স্নেহো ধাতুনাং ক্রমশো মলাঃ।।
নেত্রজিহ্বাকপোলানাং জলঞ্চ রসজং মলমিত্যেকে।।

কফ, পিত্ত, কর্ণাদিস্রোতোগত মল, ঘর্ম্ম, নখ, লোম, নেত্রবিট্ ও চক্ষুস্নেহ, ইহারা যথাক্রমে রসরক্তাদি ধাতুসমূহের মল। কেহ-কেহ বলেন, চক্ষু জিহ্বা ও গণ্ডদেশজাত জলও রস-মল।

উপধাতবঃ

বনিতানাং প্রসূতানাং ধমনীভ্যাং স্তনৌ গতাৎ। রসাদেব হি জায়েত স্তন্যং স্তনযুগাশয়ম্।। শুদ্ধ-

মাংসস্য যঃ স্নেহঃ সা বসা পরিকীর্ত্তিতা। মেদসস্তাপ্যমানস্য স্নেহো বা কথিতা বসা।।

শার্ঙ্গধরস্ত্বাহ—

স্তন্যং রজো বসা স্বেদো দন্তাঃ কেশাস্তথৈব চ। ওজশ্চ সপ্তধাতূনাং ক্রমাৎ সপ্তোপধাতবঃ।।

প্রসূতা বনিতাদিগের আহারজাত রস স্তন্যবহ ধমনীদ্বয় দ্বারা স্তনদ্বয়ে উপস্থিত হইয়া তথায় স্তন্যরূপে পরিণত হয়। বিশুদ্ধ মাংসের যে-স্নেহভাগ, তাহাকে বসা বলা যায়। তাপ্যমান মেদের স্নেহপদার্থও বসা নামে অভিহিত।

শার্ঙ্গধর বলেন যে স্তন্য, রজঃ, বসা, স্বেদ, দন্ত, কেশ এবং ওজঃ ইহারা যথাক্রমে সাতটি ধাতুর সাতটি উপধাতু।

ওজোলক্ষণমাহ—

ওজঃ সর্ব্বশরীরস্থং স্নিগ্ধং শীতং স্থিরং সিতম্। সোমাত্মকং শরীরস্য বলপুষ্টিকরং মতম্।। বলং চেষ্টাপাটবম্। যৎ তু সুশ্রুতে "রসাদীনাং শুক্রান্তানাং ধাতূনাং যৎ পরং তেজস্তৎ খল্বোজস্তদেব বলম্" ইতি—অত্রায়মভিপ্রায়ঃ। যস্মাদ্রসাদোজো ভবতি স রসঃ সর্ব্বস্থানগতত্বাৎ তত্তদ্ধাতুবন্মন্যত-ইতি। সর্ব্বধাতূনাং স্নেহ ওজঃ ক্ষীরে ঘৃতমিব, তদেব বলমিতি। তৎকার্য্যকারণয়োরভেদোপচারাৎ, অভেদকথনঞ্চ চিকিৎসৈক্যার্থম্।

ওজোধাতু সর্ব্বশরীরে অবস্থিত। ইহা স্নিগ্ধ, শীতল, স্থিরপদার্থ, শ্বেতবর্ণ, সৌম্য এবং শরীরের বল ও পুষ্টিকারক। এ স্থলে বল শব্দের অর্থ চেষ্টা-পটুতা। সুশ্রুত বলেন, রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত ধাতুসমূহের যে-পরম তেজোভাগ, তাহাকেই ওজঃ কহে। সেই ওজোধাতুই বল নামে অভিহিত। এ স্থলে অভিপ্রায় এই, যে-রস হইতে ওজঃ উৎপন্ন হয়, সেই রস ক্রমান্বয়ে যে-যে ধাতুতে গমন করে, সেই-সেই ধাতু বলিয়া তখন পরিগণিত হয়। সকল ধাতুর স্নেহভাগই ওজঃপদার্থ। দুগ্ধের সর্ব্বাবয়বে যেমন ঘৃতপদার্থ অবস্থিতি করে, স্নেহরূপ ওজঃপদার্থও সেইরূপ সকল ধাতুতে অবস্থিতি করিয়া থাকে। ওজঃ বলের কারণ, অর্থাৎ ওজঃ হইতেই বলের উৎপত্তি হয়। কারণরূপ ওজঃ এবং কার্যরূপ বল, এই উভয়ের চিকিৎসা এক বলিয়া ওজঃই বল নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ—

গুরু শীতং মৃদু স্নিগ্ধং সান্দ্রং স্বাদু স্থিরং তথা। প্রসন্নং পিচ্ছিলং সূক্ষ্মমোজো দশগুণং স্মৃতম্।।

অপর লক্ষণ। ওজোধাতু দশগুণান্বিত অর্থাৎ ইহা গুরু, শীতল, মৃদু, সান্দ্র (নিবিড়াবয়ব), স্নিগ্ধ, মধুর রস, স্থিরপদার্থ, নির্ম্মল, পিচ্ছিল ও সূক্ষ্ম।

ওজশ্চ তেজো ধাতূনাং শুক্রান্তানাং পরং স্মৃতম। হৃদয়স্থমপি ব্যাপি দেহস্থিতিনিবন্ধনম্।। যস্য প্রবৃদ্ধৌ দেহস্য তুষ্টিপুষ্টিবলোদয়ঃ। যন্নাশে নিয়তো নাশো যস্মিংস্তিষ্ঠতি জীবনম্।। নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধা দেহসংশ্রয়াঃ। উৎসাহপ্রতিভাধৈর্য্য-লাবণ্যসুকুমারতাঃ।।

রস হইতে শুক্র পর্য্যন্ত সপ্তধাতুর যে-পরম তেজঃপদার্থ, তাহাই ওজঃ। হৃদয় ওজঃপদার্থের প্রধান স্থান হইলেও ইহা সর্ব্বশরীরব্যাপী। ওজঃ দেহস্থিতির কারণ। শরীরে ওজঃপদার্থের বৃদ্ধি হইলে দেহের তুষ্টি পুষ্টি ও বলোদয় হয়। ওজের নাশ হইলে সকলেরই নাশ হয়। ওজঃই জীবনের অবলম্বন। উৎসাহ, প্রতিভা ধৈর্য্য, লাবণ্য ও সুকুমারতা প্রভৃতি দেহাশ্রিত বিবিধ ভাব ওজঃ হইতেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

ততঃ স্থূলো ভাগো রসো মাসেন পুংসাং শুক্রং স্ত্রীণাস্ত্বার্ত্তবং শুক্রঞ্চ ভবতি। এতেন স্ত্রীণাং সপ্তমো ধাতুরার্ত্তবং শুক্রমষ্টমমিতি বোধিতম্।

স্থূলভাগ রস একমাসে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীগণের আর্ত্তব ও শুক্ররূপে পরিণত হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে স্ত্রীলোকদিগের সপ্তম ধাতু আর্ত্তব ও অষ্টম ধাতু শুক্র।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে শারীরপ্রকরণম্।
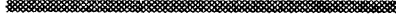
দ্রব্যাদি বিজ্ঞানীয়াধ্যায়

দ্রব্যমেব রসাদীনাং শ্রেষ্ঠং তে হি তদাশ্রয়াঃ। পঞ্চভূতাত্মকং তৎ তু ক্ষ্মামধিষ্ঠায় জায়তে।।
অম্বুযোন্যগ্নিপবন-নভসাং সমবায়তঃ। তন্নির্বৃত্তির্বিশেষশ্চ ব্যপদেশস্তু ভূয়সা।।

অতঃপর আমরা দ্রব্যাদি-বিজ্ঞানীয় অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। রস, বিপাক, বীর্য্য ও প্রভাব, ইহাদের অপেক্ষা দ্রব্যই প্রধান। যেহেতু দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়াই রসাদি পদার্থ অবস্থিতি করে। দ্রব্য পঞ্চভূতাত্মক, তাহা পৃথিবীকে আধারীভূত করিয়া উৎপন্ন হয়, জল তাহার উৎপত্তির প্রধান কারণ এবং অগ্নি পবন ও আকাশ, ইহারা দ্রব্যের সমবায়ী কারণ অর্থাৎ ইহাদের সংযোগবিশেষে দ্রব্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং সকল দ্রব্যই পৃথিবী, জল, অগ্নি, পবন ও আকাশ এই পঞ্চভূতের সমবায়ে উৎপন্ন, কিন্তু এই পঞ্চ ভূতপদার্থের আধিক্যানুসারে দ্রব্যের বিশেষ হইয়া থাকে, তাহা পার্থিব; যাহাতে জলের আধিক্য থাকে, তাহা জলীয়; ইত্যাদি বিশেষ-বিশেষ সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

তস্মান্নৈকরসং দ্রব্যং ভূতসংঘাতসম্ভবাৎ। নৈকদোষাস্ততো রোগাস্তত্র ব্যক্তো রসঃ স্মৃতঃ।
অব্যক্তোহনুরসঃ কিঞ্চিদন্তে ব্যক্তোহপি চেষ্যতে।।

পঞ্চ ভূতপদার্থের সংযোগে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহা একরসবিশিষ্ট হয় না, অর্থাৎ বহুরসবিশিষ্ট হইয়া থাকে। আধিক্যানুসারে রসের বিশেষ হয়, অর্থাৎ যাহাতে মধুর রসের আধিক্য থাকে, তাহা মধুর; যাহাতে অম্লরসের আধিক্য থাকে, তাহা অম্ল; যাহাতে লবণরসের আধিক্য থাকে, তাহা লবণ ইত্যাদি বিশেষ-বিশেষ সংজ্ঞা হয়। যে-দ্রব্যে যে-রস স্পষ্টরূপে রসনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয়, সেই দ্রব্য সেই রসবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে

যে-সকল রস অব্যক্ত থাকে, তাহাদিগকে অনুরস বলা যায়। যে-রস ব্যক্ত রসাস্বাদনের কিঞ্চিৎ পরে অনুভূত হয়, তাহাকেও অনুরস বলে। দ্রব্যসকল একরসবিশিষ্ট নয় বলিয়া রোগসকলও একদোষবিশিষ্ট হয় না। যেহেতু মধুরাদি রসভেদে বাতাদি দোষসকল কুপিত হইয়া থাকে, সুতরাং সকল রোগেই ত্রিদোষের প্রকোপ অনুভূত হয়। তবে যে-রোগে যে-দোষের আধিক্য থাকে, সেই রোগ সেই দোষজ বলিয়া কথিত হয়।

দ্রব্যগত পঞ্চপদার্থকর্ম্মাণ্যাহ

দ্রবো রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ। পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চ।।

দ্রব্যে রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও শক্তি (প্রভাব) এই পাঁচটি অবস্থিত হইয়া নিজ-নিজ কার্য্য সম্পন্ন করে।

তত্র রসাঃ

রসাঃ স্বাদ্বম্ললবণ-তিক্তোষণকষায়কাঃ। ষড়্দ্রব্যমাশ্রিতাস্তে চ যথাপূর্ব্বং বলাবহাঃ।। তত্রাদ্যা মারুতং ঘ্নন্তি ত্রয়স্তিক্তাদয়ঃ কফম্। কষায়তিক্তমধুরাঃ পিত্তমন্যে তু কুর্ব্বতে।। যে রসা বাতশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ। রৌক্ষ্যলাঘবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ সমীরণম্।। যে রসা পিত্তশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ। তীক্ষ্ণোষ্ণলঘুতা চৈব ন তে তৎকর্ম্মকারিণঃ।। যে রসাঃ শ্লেষ্মশমনা ভবন্তি যদি তেষু বৈ। স্নেহগৌরবশৈত্যানি ন তে হন্যুঃ কফং তদা।।

মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়্বিধ রস দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি যথাক্রমে বলকর। অর্থাৎ কষায় অপেক্ষা কটু, কটু অপেক্ষা তিক্ত, তিক্ত অপেক্ষা লবণ, লবণ অপেক্ষা অম্ল, অম্ল অপেক্ষা মধুর রস অধিক বলপ্রদ। ইহাদের মধ্যে স্বাদু, অম্ল ও লবণরস বাতনাশক, কিন্তু কফকর। তিক্ত কটু ও কষায়রস কফঘ্ন, কিন্তু বায়ুজনক। আর কষায় তিক্ত ও মধুররস পিত্তনাশক, এবং অম্ল লবণ ও কটুরস পিত্তজনক। যে-সকল রস বায়ুনাশ করে, সেই সকল রসে যদি রৌক্ষ্য লাঘব ও শৈত্যগুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা বায়ুনাশে সমর্থ হয় না। যে-সকল রস পিত্তপ্রশমক, সেই সকল রসে যদি তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও লঘুত্ব থাকে, তাহা হইলে তাহারা পিত্তনাশ করিতে পারে না। আর যে-সকল রস শ্লেষ্মশমক, সেই সকল রসে যদি স্নেহ গৌরব ও শৈত্যগুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা কফ বিনাশ করে না।

মধুররসস্য গুণাঃ

মধুরো হি রসঃ শীতো ধাতুস্তন্যবলপ্রদঃ। চক্ষুষ্যো বাতপিত্তঘ্নঃ কুর্য্যাৎ স্থৌল্যমলক্রিমীন্।। বালবৃদ্ধ-ক্ষতক্ষীণ-বর্ণকেশেন্দ্রিয়ৌজসাম্। প্রশস্তো বৃংহণঃ কণ্ঠ্যো গুরুঃ সন্ধানকৃন্মতঃ।। বিষঘ্নঃ পিচ্ছিলশ্চাপি স্নিগ্ধঃ প্রীত্যায়ুষোর্হিতঃ। সোঽতিযুক্তো জ্বরশ্বাস-গলগণ্ডার্ব্বুদক্রিমীন্। স্থৌল্যাগ্নিমান্দ্যমেহাংশ্চ কুর্য্যান্মেদঃকফাময়ান্।।

মধুররস : শীতবীর্য্য, ধাতু স্তন্য ও বলপ্রদ, নেত্রহিত, বাতপিত্তঘ্ন, স্থৌল্য মল ও ক্রিমির জনক। ইহা বালক বৃদ্ধ ক্ষতক্ষীণ ব্যক্তির এবং বর্ণ কেশ ইন্দ্রিয় ও ওজঃপদার্থের পক্ষে প্রশস্ত। মধুর রস বৃংহণ, কণ্ঠ্য, গুরু, ভগ্নসংযোজক, বিষঘ্ন, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, প্রীতিপ্রদ ও আয়ুষ্কর। ইহা অতি সেবিত হইলে জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ক্রিমি, স্থৌল্য, অগ্নিমান্দ্য, মেহ, মেদ ও কফজনিত রোগসমূহ উৎপাদন করে।

অম্লরসস্য গুণাঃ

রসোঽম্লঃ পাচনো রুচ্যঃ পিত্তশ্লেষ্মাস্রদো লঘুঃ। লেখিতোষ্ণো বহিঃশীতঃ ক্লেদনঃ পবনাপহঃ।। স্নিগ্ধস্তীক্ষ্ণঃ সরঃ শুক্র-বিবন্ধানাহদৃষ্টিহা। হর্ষণো রোমদন্তানামক্ষিভ্রূবনিকোচনঃ।। সোঽতিযুক্তো ভ্রমং কুর্য্যাৎ তৃড়্দাহতিমিরজ্বরান্।। কণ্ডূপাণ্ডুত্ববীসর্প-শোথবিস্ফোটকুষ্ঠকৃৎ।।

অম্লরস : পাচক, রুচিজনক, পিত্ত শ্লেষ্মা ও শোণিতপ্রদ, লঘু, লেখন, উষ্ণ, স্পর্শে শীতল, ক্লেদোৎপাদক, বাতঘ্ন, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, সারক, শুক্রমলাদির বিবদ্ধতা, আনাহ ও দৃষ্টিনাশক, রোমাঞ্চকর, দন্তহর্ষণ এবং অক্ষি ও ভ্রূর সঙ্কোচক। অম্লরস অতিসেবিত হইলে ভ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, তিমিররোগ, জ্বর, কণ্ডূ, পাণ্ডুরোগ, বীসর্প, শোথ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠরোগ আনয়ন করে।

লবণরসস্য গুণাঃ

লবণঃ শোধনো রুচ্যঃ পাচনঃ কফপিত্তদঃ। পুংস্ত্ববাতহরঃ কায়-শৈথিল্যমৃদুতাকরঃ। বলঘ্ন আস্য-জলদঃ কপোলগলদাহকৃৎ।। সোঽতিযুক্তোঽক্ষিপাকাস্র-পিত্তকোঠক্ষতাদিকৃৎ। বলীপলিতখালিত্য-কুষ্ঠবীসর্পতৃট্প্রদঃ।।

লবণরস : শোধন (বমন-বিরেচক), রুচিকর, পাচক, কফপিত্তকারক, পুরুষত্বনাশক, বাতহর, দেহের শৈথিল্য ও মৃদুতাকারক, বলনাশক, মুখজলোৎপাদক এবং গণ্ড ও গলদেশের দাহকারক। ইহা অতিসেবিত হইলে অক্ষিপাক, রক্তপিত্ত, কোষ্ঠ, ক্ষতাদি উপদ্রব, বলী, কেশশুক্লতা, কেশ-নাশ (টাক), কুষ্ঠ, বিসর্প ও তৃষ্ণা উপস্থিত হয়।

কটুরসস্য গুণাঃ

কটুরুষ্ণশ্চ তীক্ষ্ণশ্চ বিশদো বাতপিত্তকৃৎ। শ্লেষ্মহৃল্লঘুরাগ্নেয়ঃ ক্রিমিকণ্ডুবিষাপহঃ।। রুক্ষঃ স্তন্য-হরশ্চাপি মেদঃস্থৌল্যাপকর্ষণঃ। অশ্রুদো নাসিকাস্যাক্ষি-জিহ্বাগ্রোদ্বেজকো মতঃ।। দীপনঃ পাচনো রুচ্যো নাসিকাশোষণো ভৃশম্। ক্লেদমেদোবসামজ্জা-শকৃন্মূত্রোপশোষণঃ।। স্রোতঃপ্রকাশকো রুক্ষো মেধ্যো বর্চ্চোবিবন্ধকৃৎ। সোঽতিযুক্তো ভ্রান্তিদাহ-মুখতাল্বোষ্ঠশোষকৃৎ। কণ্ঠাদিপীড়ামূর্চ্ছান্তর্দ্দাহদো বলকান্তিহৃৎ।।

কটুরস : উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিশদ, বাতপিত্তবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মঘ্ন, লঘু, আগ্নেয়, ক্রিমি, কণ্ডূ ও বিষনাশক, রুক্ষ, স্তন্যহর, মেদ ও স্থৌল্যাপকর্ষক, অশ্রুজনক, নাক মুখ চোখ ও জিহ্বাগ্রের উদ্বেজক (লালাপ্রদ), অগ্ন্যুদ্দীপক, আমপাচক, রোচক, অতিশয় নাসিকাশোষক, ক্লেদ মেদ বসা মজ্জা মল ও মূত্রের শোষক, স্রোতঃপ্রকাশক, রুক্ষ, মেধ্য ও মলবিবদ্ধতাকারক। ইহা অতিসেবিত হইলে ভ্রান্তি, দাহ এবং মুখ তালু ও ওষ্ঠের শোষ, কণ্ঠাদির পীড়া, মূর্চ্ছা ও অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয় এবং দেহের বল ও কান্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

তিক্তরসস্য গুণাঃ

তিক্তঃ শীতস্তৃষামূর্চ্ছা-জ্বরপিত্তকফান্ জয়েৎ। ক্রিমিকুষ্ঠবিষোৎক্লেশ-দাহরক্তগদাপহঃ।। রুচ্যঃ স্বয়মরোচিষ্ণুঃ কণ্ঠস্তন্যবিশোধনঃ। বাতলোঽগ্নিকরো নাসা-শোষণো রুক্ষণো লঘুঃ।। সোঽতিযুক্তঃ শিরঃশূল-মন্যাস্তম্ভশ্রমার্ত্তিকৃৎ। কম্পমূর্চ্ছাতৃষাকারী বলশুক্রক্ষয়প্রদঃ।।

তিক্তরস : শীতবীর্য্য, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, পিত্ত, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, উৎক্লেশ (বমনভাব), বিষ, দাহ ও রক্তদুষ্টির নাশক; রোচক কিন্তু নিজে অরোচিষ্ণু, কণ্ঠ ও স্তন্যবিশোধক, বাতজনক,

অগ্নিকর, নাসাশোষক, রুক্ষণ ও লঘু। ইহা অতিসেবিত হইলে শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ, শ্রান্তি, কম্প, মূর্চ্ছা ও তৃষ্ণা জন্মে এবং বল ও শুক্রের ক্ষয় হয়।

কষায়রসস্য গুণাঃ

কষায়ো রোপণো গ্রাহী স্তম্ভনঃ শোধনস্তথা। লেখনঃ পীড়নঃ সৌম্যঃ শোষণো বাতকোপনঃ।। কফশোণিতপিত্তঘ্নো রুক্ষঃ শীতো লঘুর্মতঃ। ত্বক্‌প্রসাদন্ আমস্য স্তম্ভনো বিশদো মতঃ।। জিহ্বায়া জাড্যকৃৎ কণ্ঠ-স্রোতসাঞ্চ বিবন্ধকৃৎ। সোঽতিযুক্তো গ্রহাধ্মান-হৃৎপীড়াক্ষেপণাদিকৃৎ।।

কষায়রস : ক্ষতপূরক, মলসংগ্রাহক, গাত্রস্তম্ভক, ক্ষতশোধক, লেখন (ক্ষতের উৎসন্ন মাংসের নিষ্কাশক), পীড়ক, সৌম্য, ক্ষত ও মজ্জাদির শোষক, বাতপ্রকোপক, কফ ও রক্তপিত্তনাশক, রুক্ষ, শীতল, লঘু, ত্বকপ্রসাদক, আমরসের স্তম্ভক ও বিশদ গুণান্বিত। ইহা অতিসেবিত হইলে জিহ্বার জড়তা, কণ্ঠস্রোতের বিবদ্ধতা, হনুগ্রহাদি বায়ুরোগ, উদরাধ্মান, হৃৎপীড়া ও আক্ষেপাদি উপস্থিত হইয়া থাকে।

মধুরাদীনামপরে বিশেষাঃ

মধুরং শ্লেষ্মলং প্রায়ো জীর্ণশালিযবাদৃতে। মুদ্গাদ্ গোধূমতঃ ক্ষৌদ্রাৎ সিতায়া জাঙ্গলামিষাৎ।। অম্লং পিত্তকরং প্রায়ো বিনা ধাত্রীঞ্চ দাড়িমম্। লবণং প্রায়শো দ্বেষি নেত্রয়োঃ সৈন্ধবং বিনা।। প্রায়ঃ কটু তথা তিক্তমবৃষ্যং বাতকোপনম্। শুণ্ঠীকৃষ্ণারসোনানি পটোলমমৃতং বিনা।।

মধুরাদি রসের অপর বিশেষ বলা যাইতেছে। মধুর রস প্রায়ই কফকারক, কেবল পুরাতন শালিতণ্ডুল, যব, মুগ, গোধূম, মধু, চিনি ও জাঙ্গল মাংস ইহারা শ্লেষ্মকারক নহে। আমলকী ও দাড়িম ভিন্ন প্রায় তাবৎ অম্লরসই পিত্তকর। সৈন্ধব ভিন্ন প্রায় সমস্ত লবণরসই নেত্রের অহিতকর। শুঁঠ, পিপুল, রসুন, পটোল ও গুলঞ্চ ভিন্ন প্রায় তাবৎ কটু ও তিক্তরসই অবৃষ্য এবং বাতপ্রকোপক।

গুণাঃ

লঘুর্গুরুস্তথা স্নিগ্ধো রুক্ষস্তীক্ষ্ণ ইতি ক্রমাৎ। নভোভূবারিবাতানাং বহ্নেরেতে গুণাঃ স্মৃতাঃ।।

লঘু, গুরু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ, এই পাঁচটি পঞ্চভূতাত্মক দ্রব্যের গুণ। আকাশের গুণ লঘু, পৃথিবীর গুণ গুরু, জলের গুণ স্নিগ্ধ, বায়ুর গুণ রুক্ষ এবং তেজের গুণ তীক্ষ্ণ।

লঘ্বাদিগুণবতাং গুণাঃ

লঘু পথ্যং পরং প্রোক্তং কফঘ্নং শীঘ্রপাকি চ। গুরু বাতহরং পুষ্টি-শ্লেষ্মকৃচ্চিরপাকি চ।। স্নিগ্ধং বাতহরং শ্লেষ্মকারি বৃষ্যং বলাবহম্। রুক্ষং সমীরণকরং পরং কফহরং মতম্।। তীক্ষ্ণং পিত্তকরং প্রায়ো লেখনং কফবাতহৃৎ।।

লঘুদ্রব্য : সুপথ্য ও কফঘ্ন, ইহা শীঘ্র পরিপাকপ্রাপ্ত হয়।

গুরুদ্রব্য : বাতনাশক, শ্লেষ্মজনক ও পুষ্টিকারক; ইহা বিলম্বে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়।

স্নিগ্ধদ্রব্য : বাতহর, শ্লেষ্মকর, বৃষ্য ও বলকারক।

রুক্ষদ্রব্য : অত্যন্ত বায়ুজনক ও কফনাশক।

তীক্ষ্ণদ্রব্য : প্রায় পিত্তকর, লেখন এবং কফবাতনাশক।

সুশ্রুতে তু গুণা এতে বিংশতিস্তান্ ব্রুবে শৃণু। গুরুর্লঘুঃ স্নিগ্ধরুক্ষৌ তীক্ষ্ণঃ শ্লক্ষ্ণঃ স্থিরঃ সরঃ।। পিচ্ছিলো বিশদঃ শীত উষ্ণশ্চ মৃদুকর্কশৌ। স্থূলঃ সূক্ষ্মো দ্রবঃ শুষ্ক আশুর্মন্দঃ স্মৃতা গুণাঃ।। তত্র গুরুলঘুস্নিগ্ধরুক্ষতীক্ষ্ণা গুণা উক্তা এব।

সুশ্রুতগ্রন্থে বিংশতিপ্রকার গুণ কথিত হইয়াছে, সেই সকল গুণ লিখিত হইতেছে। যথা গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, স্থির, সর, পিচ্ছিল, বিশদ, শীত, উষ্ণ, মৃদু, কর্কশ, স্থূল, সূক্ষ্ম, দ্রব, শুষ্ক, আশু এবং মন্দ। এই সকল গুণের মধ্যে গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ এই পাঁচটি গুণের বর্ণনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, এক্ষণে অবশিষ্টগুলির বিষয় বলা যাইতেছে।

শ্লক্ষ্ণঃ স্নেহং বিনাপি স্যাৎ কঠিনোঽপি হি চিক্কণঃ। স্থিরো বাতমলগ্রাহী সরস্তেষাং প্রবর্ত্তকঃ।। পিচ্ছিলস্তন্তুলো বল্যাঃ সন্ধানঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ। ক্লেদচ্ছেদকরঃ খ্যাতো বিশদো ব্রণরোপণঃ।। শীতস্তু হ্লাদনঃ স্তম্ভী মূর্চ্ছাতৃট্স্বেদদাহনুৎ। উষ্ণো ভবতি শীতস্য বিপরীতশ্চ পাচনঃ।। স্থূলঃ স্থৌল্যকরো দেহে স্রোতসামবরোধকৃৎ। দেহস্য সূক্ষ্মচ্ছিদ্রেষু বিশেদ্ যৎ সূক্ষ্মমুচ্যতে।। দ্রবঃ ক্লেদকরো ব্যাপী শুষ্কস্তদ্বিপরীতকঃ। আশুরাশুকরো দেহে ধাবত্যম্ভসি তৈলবৎ।। মন্দঃ সকলকার্য্যেষু শিথিলোঽল্পোঽপি কথ্যতে।।

কোমল বা কঠিন দ্রব্য, যে-গুণ দ্বারা তৈলাদি স্নেহপদার্থের সংযোগ ব্যতিরেকেও চিক্কণ হয়, তাহার সেই গুণকে শ্লক্ষ্ণ গুণ কহে। দ্রব্যের যে-গুণ দ্বারা বায়ু ও মল স্তম্ভিত হয়, সেই গুণকে স্থির গুণ বলে। আর যে-গুণ দ্বারা বায়ু ও মলের নিঃসরণ হয়, তাহাকে সর গুণ কহা যায়। যে-গুণ দ্বারা বস্তু তরল হয় (যাহা ধরিয়া তুলিলে সূতার ন্যায় দীর্ঘ হয়), সেই গুণকে পিচ্ছিল গুণ কহে। পিচ্ছিল দ্রব্য বলকর, ভগ্নসংযোজক, শ্লেষ্মজনক ও গুরু। যে-গুণ দ্বারা ক্লেদনাশ হয়, তাহাকে বিশদ গুণ কহে। বিশদ দ্রব্য ক্ষতরোপক। শীতল গুণ সুখজনক, মলাদিপদার্থের স্তম্ভক এবং মূর্চ্ছা তৃষ্ণা স্বেদ ও দাহনাশক। উষ্ণগুণ শীতগুণের বিপরীত, ইহা পাচক। যে-গুণ দ্বারা দেহের স্থৌল্য এবং স্রোতঃসকলের অবরোধ হয়, তাহাকে স্থূল গুণ কহে। যে-গুণ দ্বারা দেহের সূক্ষ্মছিদ্রে বস্তু প্রবেশ করিতে পারে, তাহাকে সূক্ষ্ম গুণ বলা যায়। দ্রব গুণ ক্লেদকর ও ব্যাপী। শুষ্ক গুণ দ্রবগুণের বিপরীতধর্ম্মী। জলে তৈল নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন তাহা চতুর্দ্দিকে শীঘ্র ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ যে-গুণ দেহে আশু কার্য্যকারী হয়, তাহাকে আশু গুণ বলে। যে-গুণ বিলম্বে কার্য্যকারী, তাহাকে মন্দ গুণ কহে। মন্দগুণকে অল্প গুণ ও শিথিল গুণও কহা যায়।

গুণপ্রস্তাবাদ্দীপনাদয়ো গুণাঃ সলক্ষণা লিখ্যন্তে

পচেন্নামং বহ্নিকৃদ্ যদ্ দীপনং তদ্ যথা মিসিঃ। পচত্যামং ন বহ্নিঞ্চ কুর্য্যাদ্ যৎ তদ্ধি পাচনম্।। নাগকেশরবদ্ বিদ্যাচ্চিত্রো দীপনপাচনঃ। ন শোধয়তি যদ্ দোষান্ সমান্ নোদীরয়ত্যপি। সমীকরোতি বিষমান্ শমনং তদ্ যথামৃতা।। কৃত্বা পাকং মলানাং যদ্ ভিত্ত্বা বন্ধমধ্যে নয়েৎ। তচ্চানুলোমনং জ্ঞেয়ং যথা প্রোক্তা হরীতকী।। পক্তব্যং যদপক্কৈব শ্লিষ্টং কোষ্ঠে মলাদিকম্। নয়ত্যধঃ স্রংসনং তদ্ যথা স্যাৎ কৃতমালকম্।। মলাদিকমবদ্ধং যদ্ বদ্ধং বা পিণ্ডিতং মলৈঃ। ভিত্ত্বাধঃ পাতয়তি যদ্ ভেদনং কটুকী যথা।। বিপক্কং যদপক্কং বা মলাদিদ্রবতাং নয়েৎ। রেচয়ত্যপি তজ্জ্ঞেয়ং রেচনং ত্রিবৃতা যথা।। অপক্কং পিত্তশ্লেষ্মাণং বলাদূর্দ্ধং নয়েৎ তু যৎ। বমনং তদ্ধি বিজ্ঞেয়ং মদনস্য ফলং যথা।। স্থানাদ্ বহির্নয়েদূর্দ্ধমধো বা মলসঞ্চয়ম্। দেহসংশোধনং তৎ স্যাদ্ দেবদালীফলং যথা।। দীপনং পাচনং যৎ স্যাদুষ্ণত্বাদ্দ্রবশোষকম্। গ্রাহী তচ্চ যথা শুণ্ঠী জীরকং গজপিপ্পলী।। রৌক্ষ্যাচ্ছৈত্যাৎ কষায়ত্বাল্লঘুপাকাচ্চ যদ্ ভবেৎ। বাতকৃৎ স্তম্ভনং তৎ স্যাদ্ যথা

বৎসকটুণ্টুকৌ।। শ্লিষ্টান্ কফাদিকান্ দোষানুন্মূলয়তি যদ্ বলাৎ। ছেদনং তদ্ যথা ক্ষারা মরিচানি শিলাজতু।। ধাতূন্ মলান্ বা দেহস্য বিশোষ্যোল্লেখয়েচ্চ যৎ। লেখনং তদ্ যথা ক্ষৌদ্রং নীরমুষ্ণং বচা যবাঃ।। যস্মাদ্দ্রব্যাদ্ভবেৎ স্ত্রীষু হর্ষো বাজীকরং হি তৎ। যথাশ্বগন্ধা মুষলী শর্করা চ শতাবরী।। যস্মাচ্ছুক্রস্য বৃদ্ধিঃ স্যাচ্ছুক্রলং হি তদুচ্যতে। যথা নাগবলাদ্যাঃ স্যুবীজঞ্চ কপিকচ্ছুজম।। দুগ্ধং মাষাশ্চ ভল্লাত-ফলমজ্জামলানি চ। এতানি জনকানি স্যু-রেচকানি চ রেতসঃ।। প্রবর্ত্তনী স্ত্রী শুক্রস্য রেচনং বৃহতীফলম্। জাতীফলং স্তম্ভকং স্যাৎ কালিন্দং ক্ষয়কারি চ।। রসায়নন্তু তজ্জ্ঞেয়ং যজ্জরাব্যাধিনাশনম্। (যথা)—হরীতকী রুদন্তী চ গুগ্গুলুশ্চ শিলাজতু।। পূর্ব্বং ব্যাপ্যাখিলং কায়ং ততঃ পাকঞ্চ গচ্ছতি। ব্যবায়ি তদ্ যথা ভঙ্গা ফেনঞ্চাহিসমুদ্ভবম্।। সন্ধিবন্ধাংস্তু শিথিলান্ যৎ করোতি বিকাশি তৎ। বিশোষ্যৌজশ্চ ধাতুভ্যো যথা ক্রমুককোদ্রবৌ।। বুদ্ধিং লুম্পতি যদ্ দ্রব্যং মদকারি তদুচ্যতে। তমোগুণপ্রধানঞ্চ যথা মদ্যং সুরাদিকম্।। ব্যবায়ি চ বিকাশি স্যাৎ শ্লেষ্মচ্ছেদি মদাবহম্। আগ্নেয়ং জীবিতহরং যোগবাহি স্মৃতং বিষম্।। নিজবীর্য্যেণ যদ্ দ্রব্যং স্রোতোভ্যো দোষসঞ্চয়ম্। নিরস্যতি প্রমাথি স্যাৎ তদ্‌যথা মরিচং বচা।। পৈচ্ছিল্যাদ্গৌরবাদ্ দ্রব্যং রুদ্ধা রসবহাঃ শিরাঃ। ধত্তে যদ্গৌরবং তৎ স্যাদভিষ্যন্দি যথা দধি।। বিদাহি দ্রব্যমুদ্গারমম্লং কুর্য্যাৎ তথা তৃষাম্। হৃদি দাহঞ্চ জনয়েৎ পাকং গচ্ছতি তচ্চিরাৎ।। গৃহ্ণাতি যোগবাহি দ্রব্যং সংসর্গিবস্তুগুণান্। পচ্যমানং যথৈতন্মধুজলতৈলাজ্যসূতলোহাদি।।

যাহা দ্বারা আমের পরিপাক হয় না অথচ অগ্নির দীপ্তি হয়, তাহাকে দীপন বলা যায়। যথা মৌরি (যেমন ক্ষুদ্র দীপাগ্নি চতুর্দ্দিক প্রদীপ্ত করে, কিন্তু স্থালীস্থ তণ্ডুলপাকে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ দীপনগুণবিশিষ্ট দ্রব্য আহারাভিলাষ জন্মাইতে পারে, কিন্তু আহার পরিপাক করিতে পারে না)। যাহা দ্বারা আমের পরিপাক হয়, কিন্তু অগ্নির দীপ্তি হয় না, তাহাকে পাচন কহে। যেমন নাগেশ্বর। চিতা দীপন ও পাচন এই উভয় গুণযুক্ত।

যাহা বাতাদি দোষত্রয়কে ঊর্ধ্ব বা অধোমার্গ দ্বারা নিষ্কাশিত করে না এবং সমভাবাপন্ন দোষসকলকেও বৃদ্ধি পাওয়ায় না অথচ বিষম দোষের সমতা করে, তাহাকে শমন কহা যায়। যেমন গুলঞ্চ।

যে-দ্রব্য অপক বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে পরিপাক করিয়া বায়ু-বন্ধ ভেদ করত মলকে অধোনিঃসারিত করে, তাহাকে অনুলোমন কহে। যেমন হরীতকী।

যে-দ্রব্য কোষ্ঠে সংশ্লিষ্ট পক্তব্য কফ-পিত্তকে পরিপাক না-করিয়া অপক্ক অবস্থাতেই অধোনিষ্কাশিত করে, তাহাকে স্রংসন কহে। যেমন সোন্দালু।

যে-দ্রব্য দ্বারা গাঢ় বা শিথিল কিংবা বায়ু-কর্ত্তৃক গুটিকীকৃত (গুটলে) মল অধঃপাতিত হয়, তাহাকে ভেদন কহে। যেমন কটকী।

যাহা পক্ব বা অপক্ব মলাদিকে দ্রবীভূত করিয়া অধোনিঃসারিত করে, তাহাকে রেচন কহে। যেমন তেউড়ী।

যে-দ্রব্য অপক্ক পিত্ত শ্লেষ্মা ও অন্নকে বলপূর্ব্বক ঊর্ধ্বনীত করিয়া মুখমার্গ দ্বারা বহির্নিষ্কাশিত করে, তাহাকে বমন কহে। যেমন ময়নাফল।

যাহা দ্বারা সঞ্চিত মল ঊর্ধ্ব বা অধোমার্গ দিয়া বহির্নিঃসারিত হয়, তাহাকে সংশোধন বলে। যেমন ঘোষাফল।

যে-দ্রব্য দীপন ও পাচন এই উভয় গুণযুক্ত এবং উষ্ণত্ব গুণে দ্রবশোষক, তাহাকে গ্রাহী কহে। যেমন শুঁঠ, জীরা ও গজপিপ্পলী।

যে-দ্রব্য রৌক্ষ্য শৈত্য কষায়ত্ব ও লঘুপাকপ্রযুক্ত বায়ুকে উর্ধ্বগত করিয়া অধোগমনশীল মলকে স্তম্ভিত করে, তাহাকে স্তম্ভন কহে। যেমন কুড়চি ও শোণা।

যে-দ্রব্য বদ্ধ কফাদি মলসমূহকে বলপূর্ব্বক উন্মূলিত করে, তাহাকে ছেদন কহে। যেমন যব-ক্ষারাদি, মরিচ ও শিলাজতু।

যে-দ্রব্য দেহস্থ ধাতু ও মলপদার্থসমূহকে শোষণপূর্ব্বক উল্লেখিত অর্থাৎ কৃশীকৃত করে, তাহাকে লেখন (কৃশীকারক) কহে। যেমন মধু, উষ্ণ জল, বচ ও ইন্দ্রযব।

যদ্দ্বারা স্ত্রীতে রমণোৎসাহ জন্মে, তাহাকে বাজীকরণ কহে। যেমন অশ্বগন্ধা, তালমূলী, শর্করা ও শতমূলী।

যাহা দ্বারা শুক্রের বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শুক্রল বলে। যেমন গোরক্ষচাকুলে প্রভৃতি এবং আল-কুশীবীজ।

দুগ্ধ, মাষকলাই, ভেলার ফল ও মজ্জা এবং আমলকী, ইহারা শুক্রের জনক ও রেচক অর্থাৎ এই সকল দ্রব্য প্রভাববশত শীঘ্রই রসাদি উৎপাদনপূর্ব্বক শুক্র উৎপাদন করে এবং আধিক্য-হেতু শুক্রের রেচনও করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোক শুক্রের প্রবর্ত্তক অর্থাৎ তাহাদের দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শনাদি দ্বারা শুক্রের ক্ষরণ হইয়া থাকে। বৃহতীফলও শুক্ররেচক। জাতীফল শুক্রের স্তম্ভক। কালিন্দফল (তরমুজ) শুক্র-ক্ষয়কারক।

যাহা জরাব্যাধিনাশক, তাহাকে রসায়ন কহে। যেমন হরীকতী, রুদন্তী, গুগগুলু ও শিলাজতু।

যে-দ্রব্য সেবিত হইলে অগ্রে সমস্ত শরীরে নিজগুণ প্রকাশ করিয়া তৎপরে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, তাহাকে ব্যবায়ী কহে। যেমন ভাঙ ও আফিং।

যে-দ্রব্য ধাতুসকল হইতে ওজঃপদার্থকে শোষিত করিয়া সন্ধিবন্ধনসকলকে শিথিল করে, তাহাকে বিকাশী কহে। যেমন গুবাক ও কোদোধান্য।

যে-দ্রব্য তমোগুণবহুল এবং যাহা বুদ্ধিনাশক, তাহাকে মদকারী বা মাদক কহে। যেমন সুরাদি মদ্য।

বিষ ব্যবায়ী, বিকাশী, শ্লেষ্মনাশক, মদকারী, আগ্নেয়, প্রাণহর এবং যোগবাহী অর্থাৎ যাহার সংসর্গে থাকে, তাহারই গুণ গ্রহণ করে।

যে-দ্রব্য স্বকীয় বীর্য্য দ্বারা স্রোতঃসমূহ হইতে বাতাদি দোষের সঞ্চয় নিরসন করে, তাহাকে প্রমাথী কহে। যেমন মরিচ ও বচ।

যে-দ্রব্য পৈচ্ছিল্য ও গুরুত্বনিবন্ধন রসবহ শিরাসকলকে রুদ্ধ করিয়া শরীরের গুরুত্ব উৎপাদন করে, তাহাকে অভিষ্যন্দী কহে। যেমন দধি।

যে-দ্রব্য ভোজন করিলে অম্লোদগার, পিপাসা ও হৃদয়ের দাহ উৎপন্ন হয় এবং যাহা বিলম্বে পরিপাক পায় তাহাকে বিদাহী কহে।

যোগবাহী দ্রব্য সংসর্গিত বস্তুর গুণসকল গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন মধু, জল, তৈল, ঘৃত, পারদ ও লৌহাদি। ইহারা যাহার সহিত পচ্যমান হয়, তাহারই গুণ গ্রহণ করে।

বীর্য্যম্

উষ্ণশীতগুণোৎকর্ষাদ্ বুধৈর্বীর্য্যং দ্বিধা স্মৃতম্। যৎ সর্ব্বমগ্নীষোমীয়ং দৃশ্যতে ভুবনত্রয়ম্।।

শীত ও উষ্ণগুণের আধিক্যহেতু পণ্ডিতেরা বীর্য্যকে দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণন করেন। যথা শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য। কারণ সমস্ত ত্রিভুবনই অগ্নি ও সোমগুণাত্মক।

বীর্য্যগুণাঃ

উষ্ণং বাতকফৌ হন্যাৎ পিত্তন্তু তনুতে জরাম্। শীতং বাতকফাতঙ্কান্ কুরুতে পিত্তহৃৎ পরম্।।

অন্যচ্চ—

তত্রোষ্ণং ভ্রমতৃড়্গ্লানি-স্বেদদাহাশুপাকিতাঃ। শমঞ্চ বাতকফয়োঃ করোতি শিশিরং পুনঃ। হ্লাদনং জীবনং স্তম্ভং প্রসাদং রক্তপিত্তয়োঃ।।

উষ্ণবীর্য্য : বাতশ্লেষ্মনাশক, পিত্তবর্দ্ধক ও জীর্ণতাকারক। শীতবীর্য্য : বাতশ্লেষ্ম-রোগোৎপাদক ও পিত্তনাশক।

অন্যচ্চ—উষ্ণবীর্য্য : ভ্রম তৃষ্ণা গ্লানি স্বেদ দাহ ও আশুপাককারক এবং বাতশ্লেষ্মনাশক। শীতবীর্য্য : সুখজনক, আয়ুষ্কর, মলাদিস্তম্ভক এবং রক্তপিত্তের প্রসন্নতাকারক।

বিপাকঃ

জাঠরেণাগ্নিনা যোগাদ্ যদুদেতি রসান্তরম্। রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্মৃতঃ।। স্বাদুঃ পটুশ্চ মধুরমম্লোঽম্লং পচ্যতে রসঃ। কটুতিক্তকষায়াণাং পাকঃ স্যাৎ প্রায়শঃ কটুঃ।। প্রায়ঃপদেন ব্রীহিঃ স্যাৎ স্বাদুরম্লবিপাকঃ। শিবা কষায়া মধুরা পাকে। শুণ্ঠী কটুকা মধুরা পাকে।

জঠরাগ্নিসংযোগে ভুক্ত দ্রব্যের রসের পরিণামে যে-রসান্তর উৎপন্ন হয়, তাহার নাম বিপাক। মধুর ও লবণরসের বিপাক মধুর, অম্লরসের বিপাক অম্ল এবং কটু তিক্ত ও কষায়রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে। ('প্রায়' শব্দপ্রয়োগে বুঝিতে হইবে, কোন-কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রমও হইয়া থাকে। যেমন ব্রীহি মধুর রস, কিন্তু তাহার বিপাক অম্ল। হরীতকী কষায়রস, তাহার বিপাক মধুর। শুণ্ঠী কটুরস, তাহার বিপাক মধুর ইত্যাদি)।

বিপাকগুণাঃ

শ্লেষ্মকৃন্মধুরঃ পাকো বাতপিত্তহরো মতঃ। অম্লস্তু কুরুতে পিত্তং বাতশ্লেষ্মগদাপহঃ।। কটুঃ করোতি পবনং কফং পিত্তঞ্চ নাশয়েৎ। বিশেষ এব রসতো বিপাকানাং নিদর্শিতঃ।।

মধুরবিপাক : শ্লেষ্মকারক এবং বায়ুপিত্তনাশক।

অম্লবিপাক : পিত্তবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেষ্মরোগপ্রশমক।

কটুবিপাক : বায়ুজনক এবং কফ ও পিত্তনাশক। রস হইতে বিপাকের এইরূপ বিশেষ নিদর্শিত হইল।

প্রভাবঃ

রসাদিসাম্যে যৎ কর্ম্ম বিশিষ্টং তৎ প্রভাবজম্। দন্তী রসাদ্যৈস্তুল্যাপি চিত্রকস্য বিরেচনী।। মধুকস্য চ মৃদ্বীকা ঘৃতং ক্ষীরস্য দীপনম্। প্রভাবস্তু যথা ধাত্রী লকুচস্য রসাদিভিঃ।। সমাপি কুরুতে দোষ-ত্রিতয়স্য বিনাশনম্। ক্বচিৎ তু কেবলং দ্রব্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ প্রভাবতঃ।। জ্বরং হন্তি শিরোবদ্ধা সহদেবীজটা যথা।। তথা নানৌষধিযোগেষু ফলং প্রতি স্বভাব এব আশ্রয়ণীয়ঃ, ন তু তত্র রসাদি-রূপহেতুবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ।

বস্তুদিগের রসাদি বিষয়ে তুল্যতা থাকাতেও যে-স্থলে তাহাদের স্বতন্ত্র কার্য্য দৃষ্ট হয়, তথায়

সেই কার্য্য তাহাদের প্রভাবজ বলিয়া জানিবে। যেমন দন্তী রসাদি বিষয়ে চিতার তুল্য হইলেও উহা বিরেচক। এই বিরেচনকার্য্য দন্তীর প্রভাবজ জানিবে। দ্রাক্ষা মৌলের সহিত এবং ঘৃত দুগ্ধের সহিত রসাদি বিষয়ে সমান হইলেও দ্রাক্ষা ও ঘৃত অগ্নির দীপক। আমলকী ডেলো-মান্দারের সহিত রসাদিতে তুল্য হইলেও উহা ত্রিদোষনাশক।

কোন-কোন স্থলে দ্রব্য, রস, বীর্য্য ও বিপাক দ্বারা কার্য্য না-করিয়া কেবলমাত্র প্রভাব দ্বারাই কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন সহদেবীর মূল মস্তকে বান্ধিলে জ্বর বিনষ্ট হয়। (দ্রব্যের অমীমাংস্য ও অচিন্ত্য কোন প্রসিদ্ধ শক্তির নামপ্রভাব)।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দ্রব্যাদি-বিজ্ঞানীয়াধ্যায়ঃ।

অতঃ স্নেহবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

গুরুশীতসরস্নিগ্ধ-মন্দসূক্ষ্মমৃদুদ্রবম্। ঔষধং স্নেহনং প্রায়ো বিপরীতং বিরুক্ষণম্।।

অতঃপর আমরা স্নেহবিধি-নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। গুরু শীত সর স্নিগ্ধ মন্দ সূক্ষ্ম মৃদু ও দ্রব, এই সকল গুণযুক্ত যে-ঔষধ, তাহা প্রায় স্নেহন, এবং ইহার বিপরীত অর্থাৎ লঘু উষ্ণ স্থির রুক্ষ তীক্ষ্ণ স্থূল কঠিন ও ঘন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য প্রায় বিরুক্ষণ।

সর্পির্মজ্জা বসা তৈলং স্নেহেষু প্রবরং মতম্। তত্রাপি চোত্তমং সর্পিঃ সংস্কারস্যানুবর্ত্তনাৎ।।

যতপ্রকার স্নেহপদার্থ আছে, তন্মধ্যে ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈলই শ্রেষ্ঠ। এই ঘৃতাদি স্নেহ-চতুষ্টয়ের মধ্যে আবার ঘৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ ঘৃত সংস্কারের অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ উহা যে-যে দ্রব্যের সহিত পাক হয়, তাহাদেরই গুণ প্রাপ্ত হয়, অথচ শৈত্যাদি নিজ গুণ ত্যাগ করে না। কিন্তু বসা, মজ্জা ও তৈল ইহারা সংস্কারগুণ প্রাপ্ত হইয়া নিজ গুণ ত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব ঘৃতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

পিত্তঘ্নাস্তে যথাপূর্ব্বমিতরঘ্না যথোত্তরম্।।

ঘৃত, মজ্জা, বসা ও তৈল ইহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি যথাক্রমে অধিকতর পিত্তঘ্ন এবং পর-পরটি অধিকতর ইতরঘ্ন অর্থাৎ বাতশ্লেষ্মনাশক। এ স্থলে বুঝিতে হইবে যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি বলায় তৈলকে, এবং পর-পরটি বলায় ঘৃতকে ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ তৈল কাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, অর্থাৎ তৈলের পর কিছুই নাই, এবং ঘৃত কাহারও পরবর্ত্তী নহে, অর্থাৎ ঘৃতের পূর্ব্বে অন্য দ্রব্য নাই। অতএব 'যথাপূর্ব্ব' বলায় বসা পিত্তঘ্ন, মজ্জা পিত্তঘ্নতর, ঘৃত পিত্তঘ্নতম এবং

'যথোত্তর' বলায় মজ্জা বাতশ্লেষ্মঘ্ন, বসা বাতশ্লেষ্মঘ্নতর এবং তৈল বাতশ্লেষ্মঘ্নতম। কেহ-কেহ এইরূপে ব্যাখ্যা করেন যে যদিও পিত্ত হইতে ইতর বলায় বাত ও শ্লেষ্মা উভয়কেই বুঝায়, তথাপি শ্লেষ্মার স্নেহ নিষেধ থাকায় উক্ত মজ্জাদিকে কেবল বাতঘ্ন বুঝিতে হইবে, অথবা যদি ইতর শব্দে শ্লেষ্মারও গ্রহণ হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ মজ্জাদি শ্লেষ্মঘ্ন না-বুঝিয়া দ্রব্যান্তরসংস্কৃত মজ্জাদি শ্লেষ্মনাশক বুঝিতে হইবে।

ঘৃতাৎ তৈলং গুরু বসা তৈলান্মজ্জা ততোঽপি চ।।[১]

ঘৃত অপেক্ষা তৈল, তৈল অপেক্ষা বসা এবং বসা অপেক্ষা মজ্জা গুরু।

দ্বাভ্যাং ত্রিভিশ্চতুর্ভিস্তৈর্যমকস্ত্রিবৃতো মহান্।।

দুইটি স্নেহ দ্বারা যমক, তিনটি স্নেহ দ্বারা ত্রিবৃত এবং চারিটি স্নেহ দ্বারা মহাস্নেহ সংজ্ঞা হয়। যেমন ঘৃত বসা, ঘৃত তৈল বা ঘৃত মজ্জা যমক-স্নেহ। এইরূপ ঘৃত তৈল বসা ত্রিবৃত-স্নেহ এবং ঘৃত তৈল বসা মজ্জা মহাস্নেহ।

স্বেদ্যসংশোধ্যমদ্যস্ত্রী-ব্যায়ামাসক্তচিন্তকাঃ। বৃদ্ধবালাবলকৃশা রুক্ষাঃ ক্ষীণাস্ররেতসঃ।। বার্তার্ত্তস্যন্দ-তিমির-দারুণপ্রতিবোধিনঃ। স্নেহ্যা ন ত্বতিমন্দাগ্নি-তীক্ষ্ণাগ্নিস্থূলদুর্ব্বলাঃ।। উরুস্তম্ভাতিসারাম-গলরোগগরোদরৈঃ। মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দ্যরুচিশ্লেষ্ম তৃষ্ণামদ্যৈশ্চ পীড়িতাঃ।। অপপ্রসূতা যুক্তে চ নস্যে বস্তৌ বিরেচনে।।

নিম্মলিখিত ব্যক্তিগণ স্নেহার্হ অর্থাৎ স্নেহক্রিয়ার যোগ্য। যথা যাহাদের স্বেদ (ভাপরা)-প্রদান অথবা বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সংশোধন ক্রিয়া করিতে হইবে, যাহারা মদ্যপান স্ত্রীসঙ্গ বা ব্যায়ামে আসক্ত, যাহারা চিন্তাকারী, যাহারা বৃদ্ধ বালক দুর্ব্বল কৃশ রুক্ষদেহ অল্পরক্ত বা অল্পশুক্র, যাহারা বাতার্ত্ত অথবা অভিষ্যন্দ বা তিমির-নামক অক্ষিরোগাক্রান্ত এবং যাহারা অতি কষ্টে নেত্রোন্মীলন করে, তাহাদিগের স্নেহক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহারা অতি অল্পাগ্নি বা তীক্ষ্ণাগ্নি, যাহারা অতি স্থূল বা অতি দুর্ব্বল, যাহারা উরুস্তম্ভ, অতিসার, আমদোষ, গলরোগ, বিষোদর, মূর্চ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা বা মদ্য দ্বারা পীড়িত এবং যাহারা গর্ভস্রাব করে, তাহারা স্নেহক্রিয়ার যোগ্য নহে। আর নস্য বস্তি বা বিরেচনক্রিয়া প্রযুক্ত হইলেও স্নেহক্রিয়া নিষিদ্ধ।

তত্র ধীস্মৃতিমেধাগ্নি-কাঙ্ক্ষিণাং শস্যতে ঘৃতম্। গ্রন্থিনাড়ীক্রিমিশ্লেষ্ম-মেদোমারুতরোগিষু। তৈলং লাঘবদার্ঢ্যার্থি-ক্রূরকোষ্ঠেষু দেহিষু। বাতাতপাধ্বভারস্ত্রী-ব্যায়ামক্ষীণধাতুষু।। রুক্ষক্লেশক্ষমাত্যগ্নি-বাতাবৃতপথেষু চ। শেষৌ বসা তু সন্ধ্যাস্থিমর্ম্মকোষ্ঠরুজাসু চ। তথা দগ্ধাহতভ্রষ্ট-যোনিকর্ণ-শিরোরুজি।।

যাহারা বুদ্ধি স্মৃতি মেধা ও অগ্নি আকাঙ্ক্ষা করে, তাহাদের পক্ষে স্নেহকার্য্যে ঘৃতই প্রশস্ত। যাহারা গ্রন্থি নালী-ঘা ক্রিমি শ্লেষ্মা মেদ ও বাতরোগে আক্রান্ত, যাহারা শরীরের লঘুতা ও দৃঢ়তা প্রার্থনা করে এবং যাহাদের কোষ্ঠ ক্রূর, তাহাদের পক্ষে তৈল প্রশস্ত। যাহারা বাত আতপ পথপর্য্যটন ভারবহন স্ত্রীসঙ্গ ও ব্যায়াম দ্বারা ক্ষীণধাতু, যাহারা রুক্ষদেহ, ক্লেশসহিষ্ণু ও তীক্ষ্ণাগ্নি এবং যাহাদের দেহস্রোতসকল বায়ু দ্বারা রুদ্ধ, তাহাদের পক্ষে বসা, মজ্জা প্রশস্ত।

---

১. ঘৃততৈলবসামজ্জ-গুরবঃ স্যুর্যথোত্তরম্, ইতি পাঠান্তরম্।

কিন্তু সন্ধি অস্থি মর্ম্ম ও কোষ্ঠবেদনায়, দাহ আঘাত ও যোনিভ্রংশজনিত বেদনায় এবং কর্ণ ও শিরোবেদনায় বসাই প্রশস্ত।

তৈলং প্রাবৃষি বর্ষান্তে সর্পিরন্যৌ তু মাধবে। ঋতৌ সাধারণে স্নেহঃ শস্তোঽহ্নি বিমলে রবৌ।।

বর্ষাকালে তৈল, শরৎকালে ঘৃত এবং বসন্তকালে বসা ও মজ্জা স্নেহনার্থ প্রশস্ত। কিন্তু সাধারণ ঋতুতে, অর্থাৎ বর্ষণাদি ঋতুলক্ষণসকল যখন সমভাবে থাকে, তখন এবং দিবাভাগে ও রৌদ্রের সময় স্নেহপ্রয়োগ কর্ত্তব্য। (সংশোধনের পূর্ব্বে স্নেহক্রিয়া বিধেয়)।

তৈলং ত্বরায়াং শীতেঽপি ঘর্ম্মেঽপি চ ঘৃতং নিশি। নিশ্যেব পিত্তে পবনে সংসর্গে পিত্তবত্যপি। নিশ্যন্যথা বাতকফাদ্রোগাঃ স্যুঃ পিত্ততো দিবা।।

তৈল যে কেবল বর্ষাকালেই এবং ঘৃত যে কেবল শরৎকালেই প্রযোজ্য, তাহা নহে। ব্যাধির অবস্থানুসারে যদি ত্বরায় স্নেহক্রিয়া আবশ্যক হয়, তাহা হইলে শীতকালেও তৈলপ্রয়োগ করা যাইতে পারে। এইরূপ বায়ুর বা পিত্তের অথবা বাতপিত্ত উভয়ের প্রকোপস্থলে কিংবা তজ্জনিত রোগে, গ্রীষ্মকালেও রাত্রিতে ঘৃতপ্রয়োগ করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ শীতকালে রাত্রিতে ঘৃতপ্রয়োগ করিলে শ্লেষ্মজনিত রোগ এবং গ্রীষ্মকালে দিবাভাগে তৈল-প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত রোগ হইয়া থাকে।

যুক্ত্যাবচারয়েৎ স্নেহং ভক্ষ্যাদ্যন্নেন বস্তিভিঃ। নস্যাভ্যঞ্জনগণ্ডূষ-মূর্দ্ধকর্ণাক্ষিতর্পণৈঃ।।

ঘৃতাদি স্নেহপদার্থ যুক্তি অনুসারে ভক্ষ্যভোজ্যাদি অন্নের সহিত ব্যবস্থা করিবে এবং বস্তিক্রিয়া, নস্য, অভ্যঞ্জন, গণ্ডূষধারণ, মূর্দ্ধতর্পণ (শিরোবস্তি), কর্ণপূরণ বা অক্ষিতর্পণে উহা প্রয়োগ করিবে।

দ্বাভ্যাং চতুর্ভিরষ্টাভির্যামৈর্জীর্য্যন্তি যাঃ ক্রমাৎ। হ্রস্বমধ্যোত্তমা মাত্রাস্তাস্তত*চ লঘীয়সীম্।। কল্পয়েদ্ বীক্ষ্য দোষাদীন্ প্রাগেব তু হ্রসীয়সীম্। হ্যস্তনে জীর্ণ এবান্নে স্নেহোঽচ্ছঃ শুদ্ধয়ে বহুঃ।। শমনঃ ক্ষুদ্বতোঽনন্নো মধ্যামাত্রশ্চ শস্যতে।।

স্নেহের যে-মাত্রা দুই প্রহরে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, তাহা হ্রস্ব (লঘু) মাত্রা। যাহা চারি প্রহরে জীর্ণ হয় তাহা মধ্যম মাত্রা এবং যাহা আট প্রহরে পরিপাক পায়, তাহা উত্তম মাত্রা। দোষাদি লক্ষ করিয়া অর্থাৎ দোষ ভেষজ দেশ কাল বল শরীর আহার সত্ত্ব সাত্ম্য ও প্রকৃতি বুঝিয়া প্রথমে হ্রস্ব মাত্রা প্রয়োগ করিবে। প্রয়োজন হইলে ক্রমে মধ্যম ও উত্তম মাত্রা প্রদেয়। যেহেতু অজ্ঞাত-কোষ্ঠ পুরুষকে প্রথমেই অধিক মাত্রায় স্নেহসেবন করাইলে অনেক স্থলে বিপদ উপস্থিত হইতে পারে, অতএব প্রথমে হ্রস্ব মাত্রা প্রযোজ্য। কিন্তু যদি শোধনের (বিরেচনাদির) নিমিত্ত স্নেহপান করাইতে হয় তাহা হইলে পূর্ব্বদিবসীয় আহার জীর্ণ হইবা মাত্র বুভুক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই বহুপরিমাণে অচ্ছ (কেবল) স্নেহপান করাইবে। ক্ষুধার সময় স্নেহপান করাইলে তাহা জঠরাগ্নি দ্বারা জীর্ণ হইয়া শোধনকার্য্যে অসমর্থ হয়। কিন্তু শমনের জন্য (যত্রতত্রস্থ কুপিত দোষের শান্তির নিমিত্ত) ক্ষুধার সময় অনন্ন (অন্নরহিত) স্নেহপান মধ্যম মাত্রায় প্রশস্ত। কারণ তৎকালে স্রোতসকল পরিষ্কৃত থাকায়, পীত স্নেহ সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া কুপিত দোষের শান্তি করিয়া থাকে।

বৃংহণো রসমদ্যাদ্যৈঃ সভক্তোঽল্পো হিতঃ স চ। বালবৃদ্ধপিপাসার্ত্ত-স্নেহদ্বিণ্মদ্যশীলিষু।। স্ত্রীস্নেহনিত্য-

মন্দাগ্নি-সুখিতক্লেশভীরুষু। মৃদুকোষ্ঠাল্পদোষেষু কালে চোষ্ণে কৃশেষু চ।।

বৃংহণের জন্য মাংসরস ও মদ্যাদির সহিত অতি অল্পমাত্রায় স্নেহ প্রয়োগ করিবে। সেই সভক্ত (অন্নসহিত) স্নেহ বালক বৃদ্ধ পিপাসার্ত্ত স্নেহদ্বেষী মদ্যপায়ী স্ত্রীসঙ্গরত স্নেহাভ্যস্ত মন্দাগ্নি সুখী ক্লেশভীত মৃদুকোষ্ঠ অল্পদোষযুক্ত ও কৃশ ব্যক্তিদের পক্ষে এবং উষ্ণকালে হিতকর।

বার্য্যুষ্ণমচ্ছেহনুপিবেৎ স্নেহে তৎসুখপক্তয়ে। আস্যোপলেপশুদ্ধ্যৈব তৌবরারুষ্করে ন তু।।
জীর্ণাজীর্ণবিশঙ্কায়াং পুনরুষ্ণোদকং পিবেৎ। তেনোদ্গারবিশুদ্ধিঃ স্যাৎ ততশ্চ লঘুতা রুচিঃ।।

অচ্ছ (কেবল) স্নেহপানানন্তর উষ্ণ বারি পান করিবে। উষ্ণ বারি অনুপান করিলে পীত স্নেহ সহজে পরিপাক হয় এবং স্নেহলিপ্ত মুখেরও বিশুদ্ধি হইয়া থাকে। যদি পীত স্নেহে জীর্ণাজীর্ণ-সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার উষ্ণোদক পান করিবে, তাহাতে উদ্গারশুদ্ধি রুচি ও দেহের লঘুতা হইবে। কিন্তু উষ্ণবীর্য্য তৌবর তৈল বা ভল্লাতক তৈল পান করিয়া উষ্ণ বারি অনুপান করা কর্ত্তব্য নহে।

ভোজ্যোহন্নং মাত্রয়া পাস্যন্ যঃ পিবন্ পীতবানপি। দ্রবোষ্ণমনভিষ্যন্দি নাতিস্নিগ্ধমসঙ্করম্।। উষ্ণোদকোপচারী স্যাদ্ ব্রহ্মচারী ক্ষপাশয়ঃ। ন বেগরোধী ব্যায়াম-ক্রোধশোকহিমাতপান্।। প্রবাত-যানযানাধ্ব-ভাষ্যাভ্যাসনসংস্থিতীঃ। নীচাত্যুচ্চোপধানাহঃ-স্বপ্নধূমরজাংসি চ।। যান্যহানি পিবেৎ তানি তাবন্ত্যন্যান্যপি ত্যজেৎ। সর্ব্বকর্ম্মস্বয়ং প্রায়ো ব্যাধিক্ষীণেষু চ ক্রমঃ। উপচারস্তু শমনে কার্য্যাঃ স্নেহে বিরিক্তবৎ।।

যে-দিবস স্নেহপান করিবে তৎপূর্ব্ব দিবসে এবং স্নেহপান-দিবসে স্নেহ পান করিয়া মুদ্গাযূষাদি দ্রবযুক্ত উষ্ণ অন্ন বা উষ্ণ, দ্রব, অনভিষ্যন্দী (যাহা কফকর নহে), ঈষৎ স্নিগ্ধ ও অসঙ্কর (যাহা অপথ্যযুক্ত নহে) অন্ন অতি অল্পমাত্রায় ভোজন করা কর্ত্তব্য। যতদিন স্নেহপান করিবে, ততদিন এবং স্নেহপানের পর আরও ততদিন উষ্ণ বারি ব্যবহার করিবে, স্ত্রীসঙ্গ করিবে না, রাত্রিতে নিদ্রা যাইবে, মলমূত্রাদির বেগরোধ করিবে না এবং ব্যায়াম, ক্রোধ, শোক, হিম, আতপ, প্রবল বায়ু, যানে গমনাগমন, পথপর্য্যটন, অধিক ভাষণ, দীর্ঘকাল আসনে উপবেশন, অতি নীচ বা অতি উচ্চ বালিশে মস্তকস্থাপন, দিবানিদ্রা, ধূম ও ধূলি ত্যাগ করিবে। বমন-বিরেচনাদি সকল কর্ম্মেই এবং ব্যাধিক্ষীণ ব্যক্তিদের পক্ষেও প্রায় এই বিধি। কিন্তু শমনের জন্য স্নেহপান করিলে বিরিক্তবৎ নিয়ম প্রতিপালন করিবে অর্থাৎ বিরেচনে যেমন পেয়াদি ব্যবস্থেয়, শমনার্থ স্নেহপানেও সেইরূপ বিধান কর্ত্তব্য।

ত্র্যহমচ্ছং মৃদৌ কোষ্ঠে ক্রূরে সপ্তদিনং পিবেৎ। সম্যক্ স্নিগ্ধোহথবা যাবদতঃ সাত্ম্যীভবেৎ পরম্।।

কোষ্ঠ মৃদু হইলে তিন দিন এবং ক্রূর হইলে সাত দিন পর্য্যন্ত অচ্ছ স্নেহপান করিবে। কিন্তু ইহাই যে নিয়ম, তাহা নহে। যতদিন পর্য্যন্ত স্নিগ্ধলক্ষণ সম্যক্ উপস্থিত না-হয়, ততদিন পর্য্যন্ত স্নেহপান করা কর্ত্তব্য। অতএব সপ্তাহের পরও স্নেহপান বিধেয়। কিন্তু বৈদ্যেরা সাত দিনের পর স্নেহপান করিতে হইলে, এক-এক দিন বাদে-বাদে ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। স্নিগ্ধলক্ষণ প্রকাশের পরও অধিক দিন স্নেহপান করিলে ঐ স্নেহ সাত্ম্যীভূত (অভ্যস্ত) হওয়ায় তাহাতে কোন ফল দর্শে না, অর্থাৎ সাত্ম্যীভূত স্নেহ মলাদি নিঃসারণ করিতে পারে না। (মৃদু ও ক্রূর কোষ্ঠের বিষয় লিখিত হইল, সংগ্রহে মধ্য কোষ্ঠে ছয় দিন পর্য্যন্ত স্নেহপানের বিধি আছে)।

অতঃ স্বেদবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

স্বেদস্তাপোপনাহোষ্ম-দ্রবভেদাচ্চতুর্ব্বিধঃ। তাপোঽগ্নিতপ্তবসন-ফালহস্ততলাদিভিঃ।।

অতঃপর আমরা স্বেদবিধি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। তাপ, উপনাহ, উষ্ম ও দ্রবভেদে স্বেদ চারি প্রকার। বস্ত্র লৌহফাল ও হস্ততলাদি অগ্নিতপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দেওয়াকে তাপস্বেদ কহে।

উপনাহো বচাকিণ্ব-শতাহ্বাদেবদারুভিঃ। ধান্যৈঃ সমস্তৈর্গন্ধৈশ্চ রাস্নৈরণ্ডজটামিষৈঃ।। উদ্রিক্তলবণৈঃ স্নেহ-চুক্রতক্রপয়ঃপ্লুতৈঃ। কেবলে পবনে শ্লেষ্ম-সংসৃষ্টে সুরসাদিভিঃ। পিত্তেন পদ্মকাদ্যৈস্তু সাল্বণাখ্যৈঃ পুনঃপুনঃ।।

উপনাহঃ—উপনহ্যতে বধ্যতে চর্ম্মপট্টাদিনেত্যন্বর্থং নামাস্যোপনাহ ইতি। সাল্বণ ইত্যস্য চ তন্ত্রান্তরে প্রসিদ্ধং নাম। তথা চ ধন্বন্তরিঃ—

কাকোল্যাদিঃ সবাতঘ্নঃ সর্ব্বাম্লদ্রব্যসংযুতঃ। সানূপোদকমাংসস্তু সর্ব্বস্নেহসমন্বিতঃ। সুখোষ্ণঃ স্পষ্টলবণঃ সাল্বণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।।

ইতি উদ্রিক্তলবণৈঃ স্নেহচুক্রতক্রপয়ঃপ্লুতৈরিতি ত্রিষ্বপি স্বেদেষু যোজ্যম্।[১]

কেবল বায়ুর প্রকোপে বচ, কিণ্ব (মদের বক্কাল) শুল্‌ফা, দেবদারু, ধান্য (তিল তিসি মাষকলাই প্রভৃতিও ধান্য শব্দে গ্রহণীয়), সমস্ত গন্ধদ্রব্য (কুড়, অগুরু প্রভৃতি), রাস্না, এরণ্ডমূল ও মাংস ইহাদিগকে শিলাপিষ্ট, অধিক লবণমিশ্রিত, ঘৃতাদি স্নেহ চুক্র (অম্ল) তক্র ও দুগ্ধ দ্বারা আপ্লুত এবং উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা স্বেদ দিবে। শ্লেষ্মযুক্ত বায়ুর প্রকোপে পূর্ব্বোক্ত সুরসাদিগণোক্ত দ্রব্যের স্বেদ এবং ঈষৎ পিত্তযুক্ত বায়ুর প্রকোপে পদ্মকাদিগণোক্ত দ্রব্যের স্বেদ পুনঃপুনঃ প্রয়োগ করিবে। সেই স্বেদদ্বয়েও লবণ ও ঘৃতাদি মিশ্রিত করিতে হইবে। এইরূপ স্বেদের নাম উপনাহ। তন্ত্রান্তরে ইহাকে সাল্বণ স্বেদও কহিয়া থাকে। চলিত কথায় ইহাকে উষ্ণ প্রলেপ অর্থাৎ পুলটিস বলে।

স্নিগ্ধোষ্ণবীর্য্যৈর্মৃদুভিশ্চর্ম্মপট্টৈরপূতিভিঃ। অলাভে বাতজিৎপত্র-কৌশেয়াবিকশাটকৈঃ। রাত্রৌ বদ্ধং দিবা মুঞ্চেন্মুঞ্চেদ্রাত্রৌ দিবাকৃতম্।।

কোন অঙ্গে পূর্ব্বোক্ত প্রলেপ দিয়া মৃদু, স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য্য ও দুর্গন্ধরহিত চর্ম্ম, অভাবে বাতঘ্ন এরণ্ডপত্র বা রেশমী বস্ত্র, কিংবা কম্বলাদি দ্বারা বাঁধিয়া রাখাকে উপনাহ-স্বেদ কহে। রাত্রি-কৃত বন্ধন দিবায় খুলিবে এবং দিন-কৃত বন্ধন রাত্রিতে খুলিয়া দিবে।

উষ্মা তূৎকারিকালোষ্ট্র কপালোপলপাংশুভিঃ। পত্রভঙ্গেন ধান্যেন করীষসিকতাতুষৈঃ। অনেকো-পায়সন্তপ্তৈঃ প্রযোজ্যো দেশকালতঃ।।

যবমাষৈরণ্ডবীজাতসীকুসুম্ভবীজাদিভিঃ পিষ্টস্বিন্নৈর্লপ্সিকাধৃতির্যঃ স্বেদনোপায়ঃ সা উৎকারিকা।

উৎকারিকা (স্বিন্ন ও পিষ্ট যবগোধূমাদি দ্বারা নির্ম্মিত মোহনভোগের ন্যায় আকৃতিবিশেষ) লোষ্ট্র, খাপরা, প্রস্তর বা ধূলি কিংবা পত্রসমূহ, ধান্য, ঘুঁটেচূর্ণ, বালুকা বা তুষ, ইহাদিগকে নানা উপায়ে সন্তপ্ত করিয়া যে-স্বেদ প্রদান করা যায়, তাহার নাম উষ্মস্বেদ। উষ্মস্বেদ দেশ কাল ও দোষানুসারে নানাপ্রকারে প্রয়োজিত হইয়া থাকে। যথা উপরিউক্ত দ্রব্যদিগকে উষ্ণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে তাহা হইতে যে-উষ্মা উঠে, সেই উষ্মা দ্বারা স্বেদ, অথবা গোময়াদিকে পিণ্ডীকৃত ও উষ্ণ করিয়া তাহা দ্বারা স্বেদ দিবে কিংবা ঐ সকল বস্তুকে কুম্ভাদি পাত্রে রাখিয়া

১. ইহার অনুবাদ বাতব্যাধিতে দ্রষ্টব্য।

পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নিসন্তাপে অতি উষ্ণ করিবে এবং রোগীকে কোন নির্বাতদেশে রাখিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্বলাদি আবরণে আবৃত করিবে, তৎপরে বাষ্প দ্বারা স্বেদ অর্থাৎ ভাপরা দিবে। এইরূপ নানাপ্রকারে উষ্মস্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

শিগ্রুবীরণকৈরণ্ড-কারঞ্জসুরসার্জ্জকাৎ। শিরীষবাসাবংশার্ক-মালতীদীর্ঘবৃন্ততঃ।। পত্রভঙ্গৈব চাদ্যৈশ্চ মাংসৈশ্চানূপবারিজৈঃ। দশমূলেন চ পৃথক্ সহিতৈর্বা যথামলম্।। স্নেহবদ্ভিঃ সুরাশুক্ত-বারিক্ষীরাদি-সাধিতৈঃ। কুম্ভীর্গলন্তীর্নাড়ীর্বা পূরয়িত্বা রুজার্দ্দিতম্। বাসসাচ্ছাদিতং গাত্রং স্নিগ্ধং সিঞ্চেদ্ যথাসুখম্।।

সজিনা, বেণা, ভেরেণ্ডা, করঞ্জা, নিসিন্দা, শ্বেততুলসী, শিরীষ, বাসক, বংশ, আকন্দ, মালতী ও শ্যোনাগাছ, ইহাদের পত্রসমূহ, বচাদিগণোক্ত দ্রব্যসমূহ, আনূপ ও বারিজ মাংস এবং দশমূল ইহাদের মধ্যে কোন একটি, দুইটি, তিনটি বা সমস্তগুলিকে দোষানুসারে ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত ও সুরা, শুক্ত, জল বা দুগ্ধ দ্বারা সিদ্ধ করিয়া হাঁড়ি গর্গরা অথবা বাঁশের নলের মধ্যে পুরিয়া সহ্যমত উষ্ণ থাকিতে-থাকিতে পীড়িত অঙ্গে সেচন করিবে। সেচনের পূর্ব্বে সেই পীড়িত অঙ্গ স্নেহাক্ত ও বস্ত্রাচ্ছাদিত করিতে হইবে।

তৈরেব বা দ্রবৈঃ পূর্ণং কুণ্ডং সর্ব্বাঙ্গগেহনিলে। অবগাহ্যাতুরস্তিষ্ঠেদর্শঃকৃচ্ছ্রাদিরুক্ষু চ।।

সর্ব্বাঙ্গবাত কিংবা অর্শ বা মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগগ্রস্ত রোগী পূর্ব্বোক্ত সুখোষ্ণ দ্রবপূর্ণ কোন কুণ্ডে (টবে) অবগাহন করিয়া অবস্থিতি করিবে। ইহাই দ্রবস্বেদ।

নির্বাতেহন্তর্বহিঃস্নিগ্ধো জীর্ণান্নঃ স্বেদমাচরেৎ। ব্যাধিব্যাধিতদেশর্ত্তু-বশান্মধ্যবরাবরম্।।

স্নেহপান ও স্নেহাভ্যঙ্গ দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে স্নিগ্ধ হইয়া পূর্ব্বাহার জীর্ণ হইলে রোগ, রোগী, দেশ ও ঋতু-অনুসারে নিবাত স্থানে হীন, মধ্য বা উৎকৃষ্ট স্বেদ লইবে।

কফার্ত্তো রুক্ষণঃ রুক্ষো রুক্ষস্নিগ্ধং কফানিলে। আমাশয়গতে বায়ৌ কফে পক্বাশয়াশ্রিতে। রুক্ষপূর্ব্বং তথা স্নেহপূর্ব্বং স্থানানুরোধতঃ।।

কফার্ত্ত ব্যক্তি রুক্ষ হইয়া অর্থাৎ স্নেহপান ও স্নেহমর্দ্দন দ্বারা অন্তর্ব্বহিঃস্নিগ্ধ না-হইয়া রুক্ষ স্বেদ লইবে। কফবাতে রুক্ষস্নিগ্ধ অর্থাৎ কোন অঙ্গে রুক্ষ, কোন অঙ্গে স্নিগ্ধ স্বেদ লইবে এবং স্থানানুরোধে অর্থাৎ আমাশয়গত বাতে অগ্রে রুক্ষ স্বেদ লইয়া পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ ও পক্বাশয়গত কফে অগ্রে স্নিগ্ধ স্বেদ লইয়া পশ্চাৎ রুক্ষ স্বেদ লইবে। কারণ আমাশয় কফের স্থান এবং বায়ু তথায় আগন্তু, অতএব কফশান্তির নিমিত্ত অগ্রে রুক্ষ ও বায়ুশান্তির জন্য পশ্চাৎ স্নিগ্ধ স্বেদ প্রদাতব্য। পক্বাশয় বায়ুর স্থান, কফ তথায় আগন্তু, অতএব বায়ুশান্তির জন্য রুক্ষ স্বেদ প্রযোজ্য।

অল্পং বঙ্ক্ষণয়োঃ স্বল্পং দৃঙ্মুষ্কহৃদয়ে ন বা। শীতশূলক্ষয়ে স্বিন্নো জাতেহঙ্গানাঞ্চ মার্দ্দবে। স্যাচ্ছনৈ-র্মৃদিতঃ স্নাতস্ততঃ স্নেহবিধিং ভজেৎ।।

বঙ্ক্ষণদ্বয়ে (কুঁচকিস্থানে) অল্প স্বেদ দিবে এবং চক্ষু, মুষ্ক ও হৃদয়ে অতি অল্পমাত্র স্বেদ দিবে, অথবা একেবারেই দিবে না। যখন শীত ও বেদনার ক্ষয় এবং অঙ্গের কোমলতা জন্মে তখনই জানিবে পুরুষ স্বিন্ন হইয়াছে। স্বিন্ন ব্যক্তির অঙ্গ অল্প-অল্প মর্দ্দন করিয়া দিবে এবং তাহাকে উষ্ণোদকে স্নান ও স্নেহোক্ত বিধি পালন করাইবে।

ন স্বেদয়েদতিস্থূল-রুক্ষদুর্ব্বলমূর্চ্ছিতান্। স্তম্ভনীয়ক্ষতক্ষীণ-ক্ষামমদ্যবিকারিণঃ।। তিমিরোদরবীসর্প-কুষ্ঠশোষাঢ্যরোগিণঃ। পীতদুগ্ধদধিস্নেহ-মধূন্ কৃতবিরেচনান্।। দগ্ধভ্রষ্টগুদগ্লানি-ক্রোধশোক-

ভয়ান্বিতান্। ক্ষুত্তৃষ্ণাকামলাপাণ্ডু-মেহিনঃ পিত্তপীড়িতান্। গর্ভিণীং পুষ্পিতাং সূতাং মৃদু চাত্যয়িকে গদে।।

অতিস্থূল, রুক্ষ, দুর্ব্বল, মূর্চ্ছিত, স্তম্ভনীয়, ক্ষতক্ষীণ, কৃশ, মদ্যরোগী এবং তিমির (নেত্ররোগ-বিশেষ), উদর বিসর্প কুষ্ঠ শোষ ও বাতরক্ত রোগী, দুগ্ধ দধি স্নেহ ও মধুপায়ী, কৃতবিরেচন, ক্ষারাগ্ন্যাদি দ্বারা দগ্ধগুদ, অতিসারবেগে ভ্রষ্টগুদ, গ্লানি ক্রোধ শোক ও ভয়ান্বিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, কামলা পাণ্ডু ও মেহরোগী, পিত্তপীড়িত এবং গর্ভিণী, ঋতুমতী ও প্রসূতা স্ত্রী ইহাদিগকে স্বেদ দিবে না; তবে যখন বিসূচিকাদি বা বিপজ্জনক রোগ হইবে, তখন মৃদু স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে।

স্বেদো হিতস্ত্বনাগ্নেয়ো বাতে মেদঃকফাবৃতে। নিবাতং গৃহমায়াসো গুরু প্রাবরণং ভয়ম্। উপনাহাহ-বক্রোধ-ভূরিপানং ক্ষুধাতপঃ।।

মেদ ও কফাবৃত বাতে অনাগ্নেয় স্বেদ হিতকর। অনাগ্নেয় স্বেদ, যথা নিবাত গৃহ, ব্যায়াম, কম্বলাদি গুরু আবরণ, ভয়, উপনাহ, যুদ্ধ, ক্রোধ, ভূরি মদ্যপান, ক্ষুধা ও সূর্য্যাতপ। (উপনাহ দুইপ্রকার, আগ্নেয় ও অনাগ্নেয়। পূর্ব্বোক্ত বচ ও কিণ্বাদি দ্বারা যে-উপনাহ, তাহাকে আগ্নেয় এবং স্নিগ্ধোষ্ণবীর্য্য মৃদু ও দুর্গন্ধরহিত চর্ম্ম, অভাবে বাতজিৎ এরণ্ডপত্রাদি দ্বারা কোন অঙ্গ বাঁধিয়া রাখাকে অনাগ্নেয় স্বেদ কহে)।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে স্নেহস্বেদবিধিঃ।

পঞ্চকর্ম্মবিধি

পঞ্চকর্ম্মাণি

প্রথমং বমনং পশ্চাদ্‌বিরেকশ্চানুবাসনম্‌। এতানি পঞ্চ কর্ম্মাণি নিরূহো নাবনং তথা।।

বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহণ ও নাবন (নস্য), এই পঞ্চকর্ম্ম চিকিৎসার অঙ্গভূত। ইহাদের প্রত্যেকের বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

তত্র বমনবিধিঃ

শরৎকালে বসন্তে চ প্রাবৃট্‌কালে চ দেহিনাম্‌। বমনং রেচনঞ্চৈব কারয়েৎ কুশলো ভিষক্‌।। বলবন্তং কফব্যাপ্তং হৃল্লাসাদিনিপীড়িতম্‌। তথা বমনসাত্ম্যঞ্চ ধীরচিত্তঞ্চ বাময়েৎ।। বিষদোষে স্তন্যরোগে মন্দেহগ্নৌ শ্লীপদেহর্ব্বুদে। হৃদ্রোগে কুষ্ঠবীসর্পে মেহেহজীর্ণভ্রমেষু চ।। বিদারিকাপচীকাস-শ্বাসপীনসবৃদ্ধিষু। অপস্মারে জ্বরোন্মাদে ততা রক্তাতিসারিষু।। নাসাতাল্বোষ্ঠপাকেষু কর্ণস্রাবেহধি-জিহ্বকে। গলশুণ্ড্যামতীসারে পিত্তশ্লেষ্মগদে তথা। মেদোগদেহরুচৌ চৈব বমনং কারয়েদ্‌ ভিষক্‌।। (স্তন্যরোগে দুষ্টস্তন্যপানজনিতে বালস্য রোগে)।

শরৎ বসন্ত ও বর্ষা এই ঋতুত্রয় বমন ও বিরেচনের প্রশস্ত কাল। যাহার বল আছে, যাহার দেহ কফব্যাপ্ত, যে বমনবেগাদি দ্বারা নিপীড়িত, বমন যাহার দেহানুকূল ও যে-ব্যক্তি ধীরচিত্ত, তাহাকেই বমন করাইবে। বিষদোষে, বালকের দুষ্টস্তন্যপানজনিত রোগে, অগ্নিমান্দ্যে, শ্লীপদে অর্থাৎ গোদরোগে, অর্ব্বুদপীড়ায় (আবরোগে), হৃদ্রোগে এবং কুষ্ঠ বীসর্প মেহ অজীর্ণ ভ্রম বিদারিকা অপচী কাস শ্বাস পীনস বৃদ্ধি অপস্মার জ্বর উন্মাদ রক্তাতিসার এবং নাসা তালু ও ওষ্ঠপাক কর্ণস্রাব অধিজিহ্বক গলশুণ্ডী অতিসার পিত্তশ্লেষ্মজনিত ব্যাধি মেদোরোগ ও অরুচি এই সকল রোগে বমন হিতকর।

ন বামনীয়স্তিমিরী ন গুল্মী নোদরী কৃশঃ। নাতিবৃদ্ধো গর্ভিণী চ স স্থূলো ন ক্ষতাতুরঃ।। মদার্ত্তো বালকো রুক্ষঃ ক্ষুধিতশ্চ নিরূহিতঃ। উদাবর্ত্ত্যূর্দ্ধরক্তী চ দুশ্ছর্দ্দ্যঃ কেবলানিলী।। পাণ্ডুরোগী ক্রিমি-ব্যাপ্তঃ পবনাৎ স্বরঘাতবান্। এতেহপ্যজীর্ণব্যথিতা বম্যা যে বিষপীড়িতাঃ। কফব্যাপ্তাশ্চ তে বম্যা মধুরক্কাথপানতঃ।। (ভুক্তরুক্ষকর্কশদ্রব্যো দুশ্ছর্দ্দ্যঃ)।

তিমিররোগ (নেত্ররোগবিশেষ) গুল্ম ও জঠররোগ থাকিলে এবং কৃশ, অতিবৃদ্ধ, গর্ভিণী স্ত্রী, স্থূলকায়, ক্ষতরোগী, মদার্ত্ত, বালক, রুক্ষদেহ, ক্ষুধিত, নিরূহিত (যাহাদের নিরূহণক্রিয়া বা পিচকারী দেওয়া হইয়াছে), উদাবর্ত্ত, ঊর্ধ্বগরক্তপিত্ত-রোগাক্রান্ত, দুশ্ছর্দ্দ্য (রুক্ষ ও কর্কশ-দ্রব্য ভোজনেও যাহাদের বমন হয় না), কেবল বায়ুপ্রবল, পাণ্ডুরোগী, ক্রিমিরোগী এবং বাত-জনিত স্বরভেদরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বমন করাইবে না। কিন্তু যদি উল্লিখিত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ অজীর্ণব্যথিত, বিষপীড়িত ও প্রবলকফান্বিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকেও মধুর (কাহারও মতে মৌলফুলের) ক্কাথ পান করাইয়া বমন করানো যাইতে পারে।

সুকুমারং কৃশং বালং বৃদ্ধং ভীরুঞ্চ বাময়েৎ। পায়য়িত্বা যবাগূং বা ক্ষীরতক্রদধীনি চ।। অসাত্ম্যৈঃ শ্লেষ্মলৈর্ভোজ্যৈর্দোষানুৎক্লেশ্য দেহিনাম্। স্নিগ্ধস্বিন্নায় বমনং দত্তং সম্যক্ প্রবর্ত্ততে।। বমনেষু চ সর্ব্বেষু সৈন্ধবং মধুনা হিতম্। বীভৎসং বমনং দদ্যাদ্ বিপরীতং বিরেচনম্।।

কোমলাঙ্গ, কৃশ, বালক, বৃদ্ধ ও ভীরু ব্যক্তিকে যবাগূ, দুগ্ধ, দধি বা তক্র পান করাইয়া বমন করাইবে। প্রথমে অপ্রিয় ও কফজনক ভোজ্য দ্বারা বমনার্হ ব্যক্তির দোষসকলকে উৎক্লেশিত অর্থাৎ বহির্গমনোন্মুখ করাইয়া স্নেহস্বেদ প্রয়োগানন্তর বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ করিলে বমন সম্যক্ প্রবৃত্ত হয়। সর্ব্বপ্রকার বমনকারক ঔষধের মধ্যে মধু-সংযুক্ত সৈন্ধব হিতকর। অরুচি-জনক দ্রব্য বমনার্থ প্রযোজ্য। রুচিকর দ্রব্য বিরেচনার্থ ব্যবস্থেয়।

ক্কাথ্যদ্রব্যস্য কুড়বং শ্রপয়িত্বা জলাঢ়কে। অর্দ্ধভাগাবশিষ্টঞ্চ বমনেষ্ববচারয়েৎ।। ক্কাথপানে নব প্রস্থা জ্যেষ্ঠা মাত্রা প্রকীর্ত্তিতা। মধ্যমা ষণ্মিতা প্রোক্তা ত্রিপ্রস্থা চ কনীয়সী।। বমনে চ বিরেকে চ তথা শোণিতমোক্ষণে। অর্দ্ধত্রয়োদশপলং প্রস্থমাহুর্মনীষিণঃ।। (অর্দ্ধত্রয়োদশপলং সার্দ্ধষট্কম্)।

অর্দ্ধসের-পরিমিত ক্কাথ্যদ্রব্য ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই জল উপযুক্ত মাত্রায় বমনার্থ ব্যবস্থা করিবে। এই ক্কাথ-জলপানের জ্যেষ্ঠ মাত্রা ৯ প্রস্থ, মধ্যম মাত্রা ৬ প্রস্থ, কনিষ্ঠ মাত্রা ৩ প্রস্থ। বমন বিরেচন ও রক্তমোক্ষণক্রিয়ায় সাড়ে ৬ পলে ১ প্রস্থ গণ্য হইয়া থাকে। (এক্ষণকার লোকের অগ্নিবল অতি কম, সুতরাং কনিষ্ঠ মাত্রা অপেক্ষাও অনেক কম মাত্রায় ক্কাথজল বমনার্থ ব্যবহার্য্য)।

কল্কচূর্ণাবলেহানাং ত্রিপলং মাত্রয়োত্তমম্। মধ্যমং দ্বিপলং বিদ্যাৎ কনীয়স্তু পলং ভবেৎ।।

বমনের জন্য কল্কচূর্ণ ও অবলেহের প্রধান মাত্রা ৩ পল, মধ্যম মাত্রা ২ পল এবং কনিষ্ঠ মাত্রা ১ পল। (এরূপ মাত্রাও এক্ষণে ব্যবহৃত হয় না)।

বমনে চাষ্ট বেগাঃ স্যুঃ পিত্তান্তা উত্তমাস্তু তে। ষড়্বেগা মধ্যমা বেগাশ্চত্বারস্ত্ববরে মতাঃ।।

বমনের অষ্টবেগ অর্থাৎ ৮ বার বমি হইলে শ্রেষ্ঠ বেগ বলা যায়। ইহাতে শেষবেগে পিত্ত উদ্গীর্ণ হইয়া থাকে। ৬ বেগ মধ্যম ও ৪ বেগ অবর অর্থাৎ কনিষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়।

কফং কটুকতীক্ষ্ণোষ্ণৈঃ পিত্তং স্বাদুহিমৈর্জয়েৎ। সস্বাদুলবণাম্লোষ্ণৈঃ সংসৃষ্টং বায়ুনা কফম্।। কৃষ্ণাং

রাটফলং সিন্ধুং কফে কোষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।। সশ্লেষ্মবাতপীড়ায়াং সক্ষীরং মদনং পিবেৎ। অর্কমূল-ত্বচশ্চূর্ণং পিবেৎ কফবিষার্দ্দিতঃ।। অজীর্ণে কোষ্ণপানীয়ং সিন্ধুং পীত্বা বমেৎ সুধীঃ।। (রাটফলং মদনফলম্)।

কটু তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা কফকে, স্বাদু ও শীতবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা পিত্তকে, স্বাদু লবণ অম্ল ও উষ্ণবীর্য্য দ্রব্য দ্বারা বায়ুসংসৃষ্ট কফকে জয় করিবে। কফাধিক্যে পিপুল, ময়নাফল ও সৈন্ধবলবণ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত ব্যবস্থা করিবে। পিত্তাধিক্যে পটোলপত্র বাসক ও নিমছাল শীতল জলের সহিত ব্যবস্থেয়। বাতশ্লৈষ্মিক পীড়ায় দুগ্ধের সহিত ময়নাফল সেব্য। কফ ও বিষার্দ্দিত ব্যক্তির পক্ষে বমনার্থ আকন্দমূলচূর্ণ (২/৩ মাষা) ব্যবস্থেয়। অজীর্ণরোগে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সৈন্ধবলবণ পান করাইয়া বমন করাইবে।

প্রসেকো হৃদ্‌গ্রহঃ কোঠঃ কণ্ডূর্দুশ্ছর্দ্দিতে ভবেৎ। অতিবান্তে ভবেৎ তৃষ্ণা হিক্কোদ্গারো বিসংজ্ঞতা।। জিহ্বানিঃসরণঞ্চাক্ষোর্ব্যাবৃত্তির্হনুসংহতিঃ। রক্তচ্ছর্দ্দিঃ ষ্ঠীবনঞ্চ কণ্ঠপীড়া চ জায়তে।। (হনুসংহতিঃ হন্বোরমিলনম্)।

অসম্যক্ বমনে প্রসেক অর্থাৎ মুখাদি হইতে জলস্রাব, হৃদয়বেদনা, কোঠ (বোলতা-দংশনজনিত শোথের ন্যায় গাত্রে মণ্ডলোৎপত্তি) ও কণ্ডূ উপস্থিত হয়। আর অধিক মাত্রায় বমন করাইলে তৃষ্ণা, হিক্কা, উদ্গার, সংজ্ঞাহীনতা, জিহ্বার বহির্নিঃসরণ, চক্ষুর ব্যবর্ত্তন (উল্টাইয়া যাওয়া), হনুদ্বয়ের অসম্মিলন, রক্তবমন, নিষ্ঠীবন ও কণ্ঠপীড়া হইয়া থাকে।

বমনস্যাতিযোগে তু মৃদু কুর্য্যাদ্ বিরেচনম্। বমনেন প্রবিষ্টায়াং জিহ্বায়াং কবলগ্রহঃ।। স্নিগ্ধাম্ললবণৈ-র্যুক্তৈর্ঘৃতক্ষীররসৈর্হিতৈঃ। ফলান্যম্লানি খাদেয়ুস্তস্য চান্যেঽগ্রতো নরাঃ।। নিঃসৃতাস্তু তিলদ্রাক্ষা-কল্কলিপ্তাং প্রবেশয়েৎ। ব্যাবৃতেঽক্ষ্ণি ঘৃতাভ্যক্তে পীড়নঞ্চ শনৈঃশনৈঃ।। হনুমোক্ষে স্মৃতঃ স্বেদো নস্যঞ্চ শ্লেষ্মবাতহৃৎ। রক্তপিত্তবিধানেন রক্তষ্ঠীবমুপাচরেৎ।। ধাত্রীরসাঞ্জনোশীর-লাজচন্দনবারিভিঃ। মন্থং কৃত্বা পায়য়েচ্চ সঘৃতক্ষৌদ্রশর্করম্।। শাম্যন্ত্যনেন তৃষ্ণাদ্যা রোগাশ্ছর্দ্দিসমুদ্ভবাঃ। হৃৎকণ্ঠ-শিরসাং শুদ্ধিদীপ্তাগ্নিত্বঞ্চ লাঘবম্।। কফপিত্তবিনাশশ্চ সম্যগ্‌বান্তস্য লক্ষণম্। ততোঽপরাহ্নে দীপ্তাগ্নিং মুদ্গাষষ্টিকশালিভিঃ।। হৃদ্যৈশ্চ জাঙ্গলরসৈঃ কৃত্বা যূষঞ্চ ভোজয়েৎ। তন্দ্রানিদ্রাস্যদৌর্গন্ধ্যং কণ্ডুশ্চ গ্রহণীবিষম্। সুবান্তস্য ন পীড়ায়ৈ ভবন্ত্যেতে কদাচন।। অজীর্ণং শীতপানীয়ং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা। স্নেহাভ্যঙ্গঞ্চ রোষঞ্চ দিনমেকং সুধীস্ত্যজেৎ।।

অধিক বমন হইতে থাকিলে মৃদুবিরেচন ব্যবস্থা করিবে। বমনহেতু জিহ্বা ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া গেলে অম্ল, লবণ, ঘৃত, দুগ্ধ ও মাংসরসের স্নিগ্ধ কবল প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিবে এবং তাহার সম্মুখে অন্যান্য ব্যক্তিকে অম্ল ভক্ষণ করাইবে। জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িলে তিল ও দ্রাক্ষা বাটিয়া জিহ্বায় লেপন করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবে। চক্ষু উল্টাইয়া গেলে তাহা ঘৃতাভ্যক্ত করিয়া এবং ধীরে-ধীরে টিপিয়া প্রকৃতভাবে স্থাপিত করিবে। হনুসন্ধি শিথিল হইলে বাতশ্লেষ্ম-নাশক স্বেদ ও নস্য প্রদান করিবে। অতিবমনে যদি রক্তনিষ্ঠীবন হয়, তাহা হইলে রক্তপিত্ত-বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। আমলকী, রসাঞ্জন, বেণার মূল, খই ও চন্দন এই সকল দ্রব্যের জলে মন্থ প্রস্তুত করিয়া সেই মন্থ, ঘৃত মধু ও চিনির সহিত পান করিতে দিবে। তাহাতে তৃষ্ণা প্রভৃতি বমনোপদ্রব সমস্ত প্রশমিত হইবে। হৃদয় কণ্ঠ ও মস্তকের শুদ্ধি, অগ্নির দীপ্তি, দেহের লঘুতা এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মার নাশ এইগুলি সম্যক্ বমনের লক্ষণ। বমনান্তে

রোগীর ক্ষুধা হইলে অপরাহ্নে মুগের দাল, ষষ্টিক বা শালিতণ্ডুলের অন্ন ও জাঙ্গলমাংসের রস ভোজন করিতে দিবে। সুচারুরূপে বমনক্রিয়া সম্পন্ন হইলে তন্দ্রা, নিদ্রা, মুখদৌর্গন্ধ্য, কণ্ডূ ও গ্রহণীদুষ্টিজনিত অজীর্ণ কখনই পীড়াদায়ক হইতে পারে না। বান্তব্যক্তি এক দিবস দুষ্পাচ্য আহার, শীতল জল, ব্যায়াম, মৈথুন, তৈলাদি মর্দ্দন ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে।

বিরেচনবিধিঃ

স্নিগ্ধস্বিন্নায় বান্তায় দদ্যাৎ সম্যগ্ বিরেচনম্। অবান্তস্য ত্বধঃস্রস্তো গ্রহণীং ছাদয়েৎ কফঃ।। মন্দাগ্নিং গৌরবং কুর্য্যাজ্জনয়েদ্ বা প্রবাহিকাম্। অথবা পাচনৈরামং বলাসং পরিপাচয়েৎ।। ঋতৌ বসন্তে শরদি দেহশুদ্ধ্যৈ বিরেচয়েৎ। অন্যদাত্যয়িকে কার্য্যে শোধনং শীলয়েদ্ বুধঃ।। পিত্তে বিরেচনং যুঞ্জ্যাদামোদ্ভুতে গদে তথা। উদরে চ তথাধ্মানে কোষ্ঠশুদ্ধ্যৈ বিশেষতঃ।। দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ। শোধনৈঃ শোধিতা যে তু ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ।। বালো বৃদ্ধো ভৃশং স্নিগ্ধঃ ক্ষতক্ষীণো ভয়ান্বিতঃ। শ্রান্তস্তৃষার্ত্তঃ স্থূলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্বরী।। নবপ্রসূতা নারী চ মন্দাগ্নিশ্চ মদাত্যয়ী। শল্যার্দ্দিতশ্চ রুক্ষশ্চ ন বিরেচ্যো বিজানতা।। জীর্ণজ্বরী গরব্যাপ্তো বাতরক্তী ভগন্দরী। অর্শঃপাণ্ডুদরগ্রন্থি-হৃদ্রোগারুচিপীড়িতাঃ।। যোনিরোগপ্রমেহার্ত্তা গুল্মপ্লীহব্রণার্দ্দিতাঃ। বিদ্রধিচ্ছর্দ্দি-বিস্ফোট-বিসূচীকুষ্ঠসংযুতাঃ। কর্ণনাসাশিরোবক্ত্র-গুদমেঢ্রামযান্বিতাঃ। প্লীহশোথাক্ষিরোগার্ত্তাঃ ক্রিমিক্ষারানলার্দ্দিতাঃ। শূলিনো মূত্রাঘাতার্ত্তা বিরেকার্হা নরা মতাঃ।।

বমনার্হ ব্যক্তিকে প্রথমে স্নেহ দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করণানন্তর বমন করাইয়া পশ্চাৎ তাহাকে বিরেচক ঔষধ সেবন করাইবে। অগ্রে বমন না-করাইয়া বিরেচন করাইলে কফ অধঃপতিত হইয়া গ্রহণীকে আচ্ছাদন করে, তাহাতে অগ্নিমান্দ্য দেহের গুরুতা অথবা প্রবাহিকা-রোগ উৎপন্ন হয়। এ কারণ অগ্রে বমন করানো কর্ত্তব্য। অথবা পাচক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা আম ও কফের পরিপাক করাইয়াও বিরেচন দেওয়া যাইতে পারে। দেহশুদ্ধির জন্য বসন্ত ও শরৎকালে বিরেচন করাইবে, কিন্তু প্রাণসঙ্কট-স্থলে অন্য ঋতুতেও শোধন অর্থাৎ বমন-বিরেচন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। পিত্তের আধিক্যে, আমজনিত পীড়ায়, জঠররোগে ও উদরাধ্মানে কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য বিরেচন কর্ত্তব্য। লঙ্ঘন বা পাচন দ্বারা দোষ প্রশমিত হইলে বরং তাহা কদাচিৎ কুপিত হইতে পারে, কিন্তু শোধন দ্বারা শোধিত হইলে দোষ একেবারে নির্ম্মূল হইয়া যায়, তাহার আর পুনরুদ্ভবের আশঙ্কা থাকে না।

বালক, বৃদ্ধ, অতিস্নিগ্ধ, ক্ষতক্ষীণ, ভীরু, শ্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, স্থূলকায়, গর্ভিণী ও নবজ্বরী, নবপ্রসূতা, মন্দাগ্নিযুক্ত, মদাত্যয়রোগাক্রান্ত, শল্য[১]পীড়িত ও রুক্ষ ব্যক্তিকে বিরেচন দেওয়া নিষিদ্ধ। জীর্ণজ্বর, গরদুষ্টি, বাতরক্ত, ভগন্দর, অর্শ, পাণ্ডু, জঠর, গ্রন্থি, হৃদ্রোগ, অরুচি, যোনিরোগ, প্রমেহ, গুল্ম, প্লীহা, ব্রণ, বিদ্রধি, বমন, বিস্ফোটক, বিসূচী, কুষ্ঠ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, শিরোরোগ, মুখরোগ, গুহ্যরোগ, মেঢ্ররোগ, প্লীহাজনিত শোথ, নেত্ররোগ, ক্রিমিরোগ, অগ্নি ও ক্ষারজনিত রোগ, শূলরোগ ও মূত্রাঘাত এই সকল রোগে বিরেচন প্রযোজ্য।

বহুপিত্তো মৃদুঃ প্রোক্তো বহুশ্লেষ্মা চ মধ্যমঃ। বহুবাতঃ ক্রূরকোষ্ঠো দুর্বিরেচ্যঃ স কথ্যতে।। মৃদ্বী মাত্রা মৃদৌ কোষ্ঠে মধ্যকোষ্ঠে চ মধ্যমা। ক্রূরে তীক্ষ্ণা মতা দ্রব্যৈর্মৃদুমধ্যমতীক্ষ্ণকৈঃ।। মৃদুর্দ্রাক্ষা-

১. যে-কোন বস্তু শরীর ও মনের পীড়াদায়ক, তাহাকেই শল্য বলা যায়। সুতরাং বহিঃস্থ কণ্টকাদি শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া পীড়াদায়ক হইলে তাহাদিগকেও শল্য বলা যাইতে পারে এবং শরীরস্থ রস রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি পদার্থসকলও প্রদুষ্ট হইয়া পীড়াকর হইলে তাহারাও শল্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

> পয়শ্চঞ্চু-তৈলৈরপি বিরিচ্যতে। মধ্যমস্ত্রিবৃতাতিক্তা-রাজবৃক্ষৈর্বিরিচ্যতে। ক্রূরঃ স্নুক্‌পয়সা হেমক্ষীরিদন্তীফলাদিভিঃ।।

পিত্তাধিক্য ব্যক্তির কোষ্ঠ মৃদু, শ্লেষ্মাধিক্য ব্যক্তির কোষ্ঠ মধ্যম এবং বাতাধিক্য ব্যক্তির কোষ্ঠ ক্রূর হইয়া থাকে। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তি দুর্ব্বিরেচ্য অর্থাৎ সহজে তাহাদের বিরেচন হয় না। মৃদুকোষ্ঠে অল্প মাত্রায় মৃদুবিরেচক, মধ্যকোষ্ঠে মধ্যম মাত্রায় মধ্যম বিরেচক এবং ক্রূরকোষ্ঠে অধিক মাত্রায় তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। মৃদুকোষ্ঠ ব্যক্তির দ্রাক্ষা, দুগ্ধ ও এরণ্ডতৈলসেবনে বিরেচন হয়। মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তির তেউড়ী, কটকী ও সোন্দাল দ্বারা বিরেচন হয়। ক্রূরকোষ্ঠ ব্যক্তির মনসাসীজের আঠা, হেমক্ষীরী (চোক) ও জয়পাল প্রভৃতি তীক্ষ্ণবিরেচক ঔষধ দ্বারা বিরেচন হইয়া থাকে।

> মাত্রোত্তমা বিরেকস্য ত্রিংশদ্‌বেগৈঃ কফান্তিকা। বেগৈর্বিংশতিভির্মধ্যা হীনোক্তা দশবেগিকা।। দ্বিপলং শ্রেষ্ঠমাখ্যাতং মধ্যমঞ্চ পলং ভবেৎ। পলার্দ্ধঞ্চ কষায়াণাং কনীয়স্তু বিরেচনম্।। কল্কমোদক-চূর্ণানাং কর্ষং মধ্বাজ্যলেহতঃ। কর্ষদ্বয়ং পলং বাপি বয়োরোগাদ্যপেক্ষয়া।। পিত্তোত্তরে ত্রিবৃচ্চূর্ণং দ্রাক্ষাক্কাথাদিভিঃ পিবেৎ। ত্রিফলাক্কাথগোমূত্রৈঃ পিবেদ্ ব্যোষং কফার্দ্দিতঃ।। ত্রিবৃৎ সৈন্ধবশুণ্ঠীনাং চূর্ণমম্লৈঃ পিবেন্নরঃ। বাতার্দ্দিতো বিরেকায় জাঙ্গলানাং রসেন বা।। এরণ্ডতৈলং ত্রিফলাক্কাথেন দ্বিগুণেন বা। যুক্তং পীতং পয়োভির্ব্বা ন চিরেণ বিরিচ্যতে।। সক্ষীরা সেবতী পেয়া বিরেকার্থং সিতাযুতা। নারিকেলজতোয়েন পেয়া বা স্বর্ণপত্রিকা।। ত্রিবৃতা কৌটজং বীজং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্। সমৃদ্বীকারসক্ষৌদ্রং বর্ষাকালে বিরেচনম্।। ত্রিবৃদ্‌দুরালভামুস্ত-শর্করোদীচ্যচন্দনম্। দ্রাক্ষাম্বুণা সযষ্ট্যাহ্বং শীতলঞ্চ ঘনাত্যয়ে।। ত্রিবৃতাং চিত্রকং পাঠামজাজীং সরলাং বচাম্। হেমক্ষীরিং চ হেমন্তে চূর্ণমুষ্ণাম্বুনা পিবেৎ।। পিপ্পলীং নাগরং সিন্ধুং শ্যামাং ত্রিবৃতয়া সহ। লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ শিশিরে বসন্তে চ বিরেচনম্।। ত্রিবৃতা শর্করা তুল্যা গ্রীষ্মকালে বিরেচনম্।।

যে-মাত্রায় বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে ৩০ বার ভেদ হয় এবং শেষবারে কফ নির্গত হয়, সেই মাত্রাকেই বিরেচনের প্রধান মাত্রা বলে। যে-মাত্রায় ২০ বার ভেদ হয়, তাহাকে মধ্যম মাত্রা এবং যাহাতে ১০ বার ভেদ হয়, তাহাকে হীন মাত্রা কহা যায়। বিরেচক কষায়ের প্রধান মাত্রা ২ পল, মধ্যম মাত্রা ১ পল ও কনিষ্ঠ মাত্রা অর্দ্ধ পল। বিরেচক কল্ক, মোদক ও চূর্ণের প্রধান মাত্রা ১ পল, মধ্যম মাত্রা ২ কর্ষ অর্থাৎ অর্দ্ধ পল এবং লঘু মাত্রা ১ কর্ষ বা ২ তোলা। রোগীর বয়স রোগ ও অগ্নিবলাদি বিবেচনা করিয়া ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। বিরেচক কল্ক, মোদক ও চূর্ণ মধু এবং ঘৃতের সহিত সেবনীয়। (বিরেচক কষায় কল্ক ও চূর্ণের যেরূপ মাত্রা লিখিত হইল, এক্ষণে সেরূপ মাত্রা প্রয়োগ করা যায় না। এক্ষণকার লোকের অগ্নিবল নিতান্ত কম বলিয়া উল্লিখিত লঘু মাত্রাই এক্ষণকার প্রধান মাত্রা)। পিত্তাধিক্যে দ্রাক্ষাক্কাথাদির সহিত তেউড়ীচূর্ণ, কফাধিক্যে ত্রিফলার ক্বাথ বা গোমূত্রের সহিত ত্রিকটু (শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ)-চূর্ণ, এবং বাতাধিক্যে অম্লরস অথবা জাঙ্গলমাংসের রসের সহিত তেউড়ী সৈন্ধব ও শুঁঠচূর্ণ প্রয়োগ করিবে। এরণ্ডতৈল, দ্বিগুণ ত্রিফলার ক্বাথ বা দুগ্ধের সহিত পান করিলে শীঘ্র বিরেচন হয়। চিনি ও দুগ্ধের সহিত গোলাপফুল অথবা নারিকেল-জলের সহিত সোণামুখী সেবন করিলে বিরেচন হয়। বর্ষাকালে দ্রাক্ষার ক্বাথ ও মধুর সহিত তেউড়ী, ইন্দ্রযব, পিপুল ও শুঁঠ বিরেচনার্থ ব্যবস্থেয়। শরৎকালে দ্রাক্ষার শীতল ক্বাথের সহিত তেউড়ী, দুরালভা, মুতা, শর্করা, বালা, রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু সেব্য। হেমন্তকালে উষ্ণ জলের সহিত তেউড়ী,

চিতামুল, আক্‌নাদি, জীরা, এলাইচ, বচ ও স্বর্ণক্ষীরী সেবনীয়। শীত ও বসন্তকালে মধুর সহিত পিপুল, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, শ্যামালতা ও তেউড়ী, এই সকল দ্রব্য বিরেচনার্থ ব্যবস্থা করিবে। গ্রীষ্মকালে তেউড়ী ও চিনি সমপরিমাণে মিলিত করিয়া প্রযোজ্য।

অভয়ামোদকঃ

অভয়া মরিচং শুণ্ঠী বিড়ঙ্গামলকানি চ। পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ত্বক্ পত্রং মুস্তমেব চ।। এতানি সমভাগানি দন্তী তু ত্রিগুণা ভবেৎ। ত্রিবৃতাষ্টগুণা জ্ঞেয়া ষড়্‌গুণা চাত্র শর্করা।। মধুনা মোদকান্ কৃত্বা কর্ষমাত্রাপ্রমাণতঃ। একৈকং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ শীতাঞ্চানু পিবেজ্জলম্।। তাবদ্‌বিরিচ্যতে জন্তুর্যাবদুষ্ণং ন সেবতে। পানাহারবিহারেষু ভবেন্নির্যন্ত্রণঃ সদা।। বিষমজ্বরমন্দাগ্নি পাণ্ডুকাসভগন্দরান্। দুর্নামকুষ্ঠগুল্মার্শো-গলগণ্ডভ্রমোদরান্।। বিদাহপ্লীহমেহাংশ্চ যক্ষ্মাণং নয়নাময়ান্। বাতরোগাংস্তথাধ্মানং মূত্রকৃচ্ছ্রাণি চাশ্মরীম্।। পৃষ্ঠপার্শ্বোরুজঘন-জঙ্ঘোদররুজং জয়েৎ। সততং শীলনাদেষাং পলিতানি প্রণাশয়েৎ। অভয়া মোদকা হ্যেতে রসায়নবরাঃ স্মৃতাঃ।।

হরীতকী মরিচ শুঁঠ বিড়ঙ্গ আমলকী পিপুল পিপুলমূল দারুচিনি তেজপত্র মুতা প্রত্যেক এক-এক ভাগ, দন্তীমূল ৩ ভাগ, তেউড়ী ৮ ভাগ ও চিনি ৬ ভাগ, এই সমুদয়ের চূর্ণ একত্র করিয়া মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান শীতল জল। ইহা সেবন করিয়া যে-পর্য্যন্ত না উষ্ণ জলপান বা উষ্ণক্রিয়া করিবে, সে পর্য্যন্ত বিরেচন হইবে। এই মোদক সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুরোগ, কাস, ভগন্দর, অর্শ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয়।

পীত্বা বিরেচনং শীতজলৈঃ সংসিচ্য চক্ষুষী। সুগন্ধি কিঞ্চিদাঘ্রায় তাম্বূলং শীলয়েদ্‌বুধঃ।। নির্ব্বাতস্থো ন বেগাংশ্চ ধারয়েন্ন শয়ীত চ। শীতাম্বু ন স্পৃশেৎ ক্বাপি কোষ্ণনীরং পিবেন্মুহুঃ।।

বিরেচক ঔষধ পান করিয়া চক্ষুর্দ্বয় শীতল জলে ধৌত করত কোন সুগন্ধি দ্রব্যের আঘ্রাণ লইবে, পুনঃপুনঃ তাম্বুল চর্ব্বণ করিবে, নির্ব্বাত স্থানে অবস্থিতি করিবে। বাহ্যের বেগ উপস্থিত হইলে বেগধারণ করিবে না, শয়ন করিয়া থাকিবে না, কদাচ শীতল জল স্পর্শ করিবে না, পুনঃপুনঃ ঈষদুষ্ণ জল পান করিবে।

দুর্ব্বিরিক্তস্য নাভেস্তু স্তব্ধতা কুক্ষিশূলরুক্। পুরীষবাতসঙ্গশ্চ কণ্ডূমণ্ডলগৌরবম্।। বিদাহোঽরুচিরাধ্মানং ভ্রমশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে। তৎ পুনঃ পাচনৈঃ স্নেহৈঃ পক্বা স্নিগ্ধঞ্চ রেচয়েৎ।। তেনাস্যোপদ্রবা যান্তি দীপ্তোঽগ্নির্লঘুতা ভবেৎ। বিরেকস্যাতিযোগেন মূর্চ্ছা ভ্রংশো গুদস্য চ।। শূলং কফাতিযোগঃ স্যান্মাংসধাবনসন্নিভম্। মেদোনিভং জলাভাসং রক্তং বাপি বিরিচ্যতে।। তস্য শীতাম্বুভিঃ সিক্ত্বা শরীরং তণ্ডুলাম্বুভিঃ। মধুমিশ্রৈস্তথা শীতৈঃ কারয়েদ্ বমনং মৃদু।। সহকারত্বচঃ কল্কো দধ্না সৌবীরকেণ বা। পিষ্টো নাভিপ্রলেপেন হন্ত্যতীসারমুল্বণম্।। অজাক্ষীরং রসং বাপি বৈষ্কিরং হারিণং তথা। শালিভিঃ ষষ্টিকৈঃ স্বল্পং মসূরৈর্বাপি ভোজয়েৎ।। শীতৈঃ সংগ্রাহিভির্দ্রব্যৈঃ কুর্য্যাৎ সংগ্রহণং ভিষক্।।

বিরেচনক্রিয়া সম্যক্‌রূপে সম্পাদিত না-হইলে নাভিদেশের স্তব্ধতা, কুক্ষিদেশে শূলবৎ বেদনা, মল ও বায়ুর বিবদ্ধতা, গাত্রে কণ্ডু ও মণ্ডলাকার চিহ্নোৎপত্তি, দেহের গুরুতা, দাহ, আহারে অরুচি, উদরাধ্মান, ভ্রম ও বমি উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে পাচন স্নেহ সেবন করাইয়া দোষের পরিপাক এবং রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার বিরেচন করাইবে। ইহাতে উপদ্রবসকলের শান্তি, অগ্নির দীপ্তি ও দেহের লঘুতা হইবে। অধিক পরিমাণে বিরেচন হইলে মূর্চ্ছা, গুদভ্রংশ,

উদরে শূলবৎ বেদনা ও অতিশয় কফনিঃসরণ হয় এবং মাংসধাবন-জলবৎ বা মেদোনিভ অথবা শুদ্ধ জলসদৃশ কিংবা রক্তভেদ হইতে থাকে। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে শীতল জলে রোগীর শরীর সিক্ত করত মধুমিশ্রিত শীতল তণ্ডুলোদক পান করাইয়া মৃদু বমন করাইবে এবং আমের ছাল, দধি বা সৌবীরকে বাটিয়া নাভিতে প্রলেপ দিবে, তাহাতে উগ্র অতিসার নিবৃত্ত হইবে। পথ্যার্থ ছাগদুগ্ধ কিংবা তিতির, বটের ও চকোর প্রভৃতি বিষ্কির পক্ষীর বা হরিণের মাংসের যূষ, মসূরকলায়ের যূষ, শালি ও ষষ্টিকতণ্ডুলের অন্ন ব্যবস্থা করিবে এবং মলসংগ্রাহী শীতবীর্য্য দ্রব্য প্রয়োগ দ্বারা ভেদ নিবারণ করিবে।

লাঘবে মনসস্তুষ্টাবনুলোমং গতেঽনিলে। সুবিরিক্তং নর জ্ঞাত্বা পাচনং পায়য়েন্নিশি।। ইন্দ্রিয়াণাং বলং বুদ্ধেঃ প্রসাদো বহ্নিদীপনম্। ধাতুস্থৈর্য্যং বয়ঃস্থৈর্য্যং ভবেদ্ রেচনসেবনাৎ।। প্রবাতসেবাং শীতাম্বু স্নেহাভ্যঙ্গমজীর্ণতাম্। ব্যায়ামং মৈথুনঞ্চৈব ন সেবেত বিরেচিতঃ।। শালিষষ্টিকমুদ্গাদ্যৈর্যবাগূং ভোজয়েৎ কৃতাম্। জঙ্গালবিষ্কিরাণাং বা রসৈঃ শাল্যোদনং হিতম্।। বিরেকাদ্যৌষধে পীতে সম্যগ্ যো ন বিরিচ্যতে। পিবেদুষ্ণাম্বুনা তত্র সৈন্ধবং দোষশান্তয়ে।।

দেহের লঘুতা, মনের প্রফুল্লতা ও বায়ুর অনুলোম হইলে বুঝিবে যে বিরেচন ক্রিয়া সম্যক্ সম্পাদিত হইয়াছে। এবং সম্যক্ বিরেচন হইলে রাত্রিকালে সেই বিরেচিত ব্যক্তিকে পাচন ঔষধ সেবন করিতে দিবে। বিরেচন সেবনে ইন্দ্রিয়সকলের বল, বুদ্ধির নির্ম্মলতা, অগ্নির দীপ্তি, ধাতুর স্থিরতা ও বয়সের স্থৈর্য্য হইয়া থাকে। বিরেচিত ব্যক্তির প্রবাতসেবন, শীতল জলপান, তৈলাদি মর্দ্দন, দুষ্পাচ্য দ্রব্যভোজন, ব্যায়াম ও মৈথুনসেবন করা কর্ত্তব্য নহে। শালিষষ্টিক ও মুদ্গাদি দ্বারা যবাগূ প্রস্তুত করিয়া বিরেচিত ব্যক্তিকে ভোজন করিতে দিবে। তাহার পক্ষে হরিণাদি জঙ্গাল পশুর ও লাব-তিত্তিরাদি বিষ্কির পক্ষীর মাংসযূষের সহিত শালিতণ্ডুলের অন্নও হিতকারী। বিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া যদি সম্যক্ বিরেচন না-হয়, তাহা হইলে দোষশান্তির নিমিত্ত উষ্ণ জলের সহিত সৈন্ধবলবণ পান করাইবে।

অতো বস্তিবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

বতোল্বণেষু দোষেষু বাতে বা বস্তিরিষ্যতে। উপক্রমাণাং সর্ব্বেষাং সোঽগ্রণীস্ত্রিবিধশ্চ সঃ।। নিরূহোঽন্বাসনো বস্তিরুত্তরস্তেন সাধয়েৎ। গুল্মানাহখুড়প্লীহ-শুদ্ধাতীসারশূলিনঃ।। জীর্ণজ্বরপ্রতিশ্যায় শুক্রানিলমলগ্রহান্। ব্রধ্নাশ্মরীরজোনাশান্ দারুণাংশ্চানিলাময়ান্।।

অতঃপর আমরা বস্তিবিধি-নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। বাতোল্বণ দোষে বা কেবল বাতে বস্তিক্রিয়া প্রয়োজ্য। যতপ্রকার চিকিৎসা আছে, তন্মধ্যে বস্তি প্রধানতম। বস্তি ত্রিবিধ, যথা নিরূহ, অন্বাসন (অনুবাসন) ও উত্তরবস্তি। গুল্ম, আনাহ, খুড়বাত, প্লীহা, অতিসার, শূল, জীর্ণজ্বর, প্রতিশ্যায়, শুক্রবিবন্ধ, অধোবায়ুর রোধ, মলবদ্ধতা, ব্রধ্ন, অশ্মরী, রজোনাশ এবং অতি দারুণ বাতজ রোগসকল বস্তি দ্বারা সাধিত হয়। কষায় দ্বারা বস্তিপ্রয়োগ করাকে নিরূহণ ও স্নেহ দ্বারা বস্তিপ্রয়োগকে অনুবাসন বলে। বস্তি যখন উত্তরমার্গ অর্থাৎ লিঙ্গাদি দ্বারা প্রযোজ্য হয়, তখন তাহাকে উত্তরবস্তি কহে।

অনাস্থাপ্যাস্ত্বতিস্নিগ্ধঃ ক্ষতোরস্কো ভৃশং কৃশঃ। আমাতিসারী বমিমান্ সংশুদ্ধো দত্তনাবনঃ।। কাসশ্বাস-প্রমেহার্শোহিক্কাধ্মানাল্পবর্চ্চসঃ। শূনপায়ুঃ কৃতাহারো বদ্ধচ্ছিদ্রদকোদরী। কুষ্ঠী চ মধুমেহী চ মাসান্ সপ্ত চ গর্ভিণী।।

উরঃক্ষত, আমাতিসার, বমি, কাস, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শ, হিক্কা, আধ্মান, মলক্ষয়, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর, দকোদর, কুষ্ঠ ও মধুমেহ এই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তি এবং অতিস্নিগ্ধ, অতিকৃশ, কৃতাহার, বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ-দেহ ব্যক্তি; যাহাকে নস্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং যাহার গুহ্যদেশে শোথ হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি এবং সাত মাস গর্ভিণী স্ত্রী, ইহারা অনাস্থাপ্য অর্থাৎ নিরূহক্রিয়ার অযোগ্য। নিরূহণের অন্য নাম আস্থাপন।

আস্থাপ্যা এব চান্বাস্যা বিশেষাদতিবহ্ন্যয়ঃ। রুক্ষাঃ কেবলবাতার্ত্তা নানুবাস্যাস্ত এব চ।। যে নাস্থাপ্যাস্তথা পাণ্ডু-কামলামেহপীনসাঃ। নিরন্নপ্লীহবিড়্‌ভেদি-গুরুকোষ্ঠকফোদরাঃ।। অভিষ্যন্দিকৃশস্থূল-ক্রিমিকোষ্ঠাঢ্য-মারুতাঃ। পীতে বিষে গরেঽপচ্যাং শ্লীপদী গলগণ্ডবান্।।

যাহারা নিরূহের যোগ্য তাহারাই অনুবাসনের (স্নেহবস্তির) উপযুক্ত, কিন্তু যাহারা অত্যগ্নি, রুক্ষ বা কেবল বাতরোগার্ত্ত, তাহারা বিশেষরূপে অনুবাসনেরই উপযুক্ত। আর যাহারা নিরূহের অযোগ্য, সুতরাং তাহারাই অনুবাসনের অনুপযুক্ত। তদ্ভিন্ন পাণ্ডু, কামলা, মেহ, পীনস, নিরন্নতা, প্লীহা, মলভেদ, গুরুকোষ্ঠতা, কফোদর, অভিষ্যন্দ, কার্শ্য, স্থৌল্য, ক্রিমিকোষ্ঠতা, আঢ্যবাত, অপচী, শ্লীপদ ও গলগণ্ড-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরাও অনুবাসনের অযোগ্য এবং বিষ বা সংযোগাদিজ বিষপায়ী ব্যক্তিরাও অনুবাসনার্হ নহে।

তয়োস্তু নেত্রং হেমাদি-ধাতুদার্ব্বস্থিবেণুজম্। গোপুচ্ছাকারমচ্ছিদ্রং শ্লক্ষ্ণর্জ্জুগুলিকামুখম্।।

নিরূহ ও অনুবাসনের নেত্র (নল), স্বর্ণাদি ধাতু, কাষ্ঠ, অস্থি বা বাঁশ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ইহার আকার গোপুচ্ছের ন্যায় ক্রমশ সরু, কোমল (মসৃণ), ঋজু ও গুলিকাসদৃশ মুখবিশিষ্ট এবং নেত্রের গাত্র ছিদ্ররহিত। ইহা দ্বারা স্নেহকল্কাদি গুহ্যে নীত হয় বলিয়া ইহাকে নেত্র (নল) কহিয়া থাকে।

ঊনেঽব্দে পঞ্চ পূর্ণেঽস্মিন্নাসপ্তভ্যোঽঙ্গুলানি ষট্। সপ্তমে সপ্ত তান্যষ্টৌ দ্বাদশে ষোড়শে নব।। দ্বাদশৈব পরং বিংশাদ্ বীক্ষ্য বর্ষান্তরেষু চ। বয়োবলশরীরাণি প্রমাণমভিবর্দ্ধয়েৎ।।

বয়স ১ বৎসর পূর্ণ না-হইলে নেত্রের দৈর্ঘ্য ৫ অঙ্গুলি, ৬ বৎসর হইলে ৬ অঙ্গুলি, ৭ বৎসর হইলে ৭ অঙ্গুলি, ১৬ বৎসর হইলে ৯ অঙ্গুলি এবং ২০ বৎসরের পর হইতে ১২ অঙ্গুলি। কিন্তু বয়সের যে-যে সীমায় নেত্রের দৈর্ঘ্যপরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা যে একবারেই বর্দ্ধিত হইবে, এরূপ নহে, বর্ষান্তরে বিবেচনা করিয়া ক্রমশ নেত্রের দৈর্ঘ্য বাড়াইতে হইবে। নেত্রবর্দ্ধন বিষয়ে বয়স বল ও শরীরের প্রতি লক্ষ রাখা কর্ত্তব্য। নেত্রপরিমাণ-স্থলে যে-অঙ্গুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা আতুরের অঙ্গুলি-পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

স্বাঙ্গুষ্ঠেন সমং মূলে স্থৌল্যেনাগ্রে কনিষ্ঠয়া।।

নেত্রের মূলভাগের স্থূলতা আতুরের অঙ্গুষ্ঠতুল্য এবং অগ্রভাগের স্থৌল্য কনিষ্ঠাঙ্গুলিসদৃশ। অথবা নিম্নলিখিত পরিমাণেও নেত্রস্থৌল্য হইয়া থাকে।

পূর্ণেঽব্দেঽঙ্গুলমাদায় তদর্দ্ধার্দ্ধপ্রবর্দ্ধিতম্। ত্র্যঙ্গুলং পরমং ছিদ্রং মূলেঽগ্রে বহতে তু যৎ। মুদ্গাং মাষং কলায়ঞ্চ ক্লিন্নং কর্কন্ধুকং ক্রমাৎ।।

এক্ষণে ছিদ্র দ্বারা নেত্রের স্থৌল্যপরিমাণ কথিত হইতেছে। বয়স ১ বৎসর পূর্ণ হইলে নেত্রের মূলদেশের ছিদ্র ১ অঙ্গুলি হইবে এবং ক্রমে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে সিকি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া

৩ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত হইবে, অর্থাৎ প্রথম বর্ষ হইতে ছয় বর্ষ পর্য্যন্ত ১ অঙ্গুলি, সপ্তম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ১।০ অঙ্গুলি, দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ১।।০ অঙ্গুলি, ষোড়শ বর্ষে পৌনে ২ অঙ্গুলি, সপ্তদশ বর্ষে ২ অঙ্গুলি, অষ্টাদশ বর্ষে ২।০ অঙ্গুলি, ঊনবিংশ বর্ষে ২।।০ অঙ্গুলি, বিংশতি বর্ষে পৌনে ৩ অঙ্গুলি এবং একবিংশতি বর্ষ হইতে ৩ অঙ্গুলি হইবে। মূলদেশের ছিদ্র ৩ অঙ্গুলির অধিক হইবে না আর অগ্রভাগের ছিদ্র মুগ, মাষ, মটর, সিদ্ধ মটর ও কুল-পরিমিত হইবে অর্থাৎ প্রথম বর্ষ হইতে ছয় বর্ষ পর্য্যন্ত মুদ্গবাহী, সপ্তম বর্ষ হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মাষবাহী, দ্বাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত মটরবাহী, ষোড়শ বর্ষ হইতে বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত সিদ্ধ মটরবাহী এবং একবিংশতি বর্ষ হইতে কুলবাহী হইবে।

মূলচ্ছিদ্রপ্রমাণেন প্রান্তে ঘটিতকর্ণিকম্। বর্ত্ত্যাগ্রে পিহিতং মূলে যথাস্বং দ্ব্যঙ্গুলান্তরম্।। কর্ণিকাদ্বিতীয়ং নেত্রে কুর্য্যাৎ তত্র চ যোজয়েৎ। অজাবিমহিষাদীনাং বস্তিং সুমৃদিতং দৃঢ়ম্।। কষায়রক্তং নিশ্ছিদ্র-গ্রন্থিগন্ধশিরং তনুম্। গ্রথিতং সাধু সূত্রেণ সুখসংস্থাপ্যভেষজম্।।

বস্তির নেত্র গুহ্যনাড়ীতে অধিক প্রবিষ্ট না-হয়, এই জন্য প্রান্তভাগে ছত্রাকার একটি কর্ণিকা নিবদ্ধ থাকে এবং আঘাত-নিবারণার্থ নেত্রাগ্র সূত্রবর্ত্তি দ্বারা বেষ্টিত করিতে হয়। বস্তিপুট-যোজনার্থ নেত্রের মূলদেশেও ২ অঙ্গুলি অন্তর আর ২টি কর্ণিকা নিবিষ্ট করিবে। সেই কর্ণিকাযুক্ত যে-ছাগমেষমহিষাদির বস্তি (মূত্রাশয়), তাহা সূত্র দ্বারা উত্তমরূপ বাঁধিয়া রাখিবে, যেন নেত্রে ঔষধ ঢালিলে সেই ঔষধ অনায়াসে বস্তি-মধ্যে গিয়া পড়ে, ফাঁক থাকিলে ঔষধ পড়িয়া যাইতে পারে। বস্তির চর্ম্ম হরীতক্যাদির কষায় দ্বারা রঞ্জিত ও সুন্দররূপে মর্দ্দিত করিবে। উহা যেন দৃঢ়, নিশ্ছিদ্র, গ্রন্থিরহিত এবং দুর্গন্ধরহিত, শিরাবিহীন ও পাতলা হয়।

বস্ত্যভাবেহঙ্কপাদং বা ন্যসেদ্বাসোহথবা ঘনম্।

বস্তির অভাবে অঙ্কপাদ (ছাগ ও হরিণাদির অবয়ববিশেষ) অথবা ঘন বস্ত্র (মোমজামা প্রভৃতি) ব্যবহৃত হয়।

নিরূহমাত্রা প্রথমে প্রকুঞ্চো বৎসরাৎ পরম্। প্রকুঞ্চবৃদ্ধিঃ প্রত্যব্দং যাবৎ ষট্‌প্রসৃতাস্ততঃ।। প্রসৃতং বর্দ্ধয়ে-দূর্দ্ধং দ্বাদশাষ্টাদশস্য চ। আ সপ্ততেরিদং মানং দশৈব প্রসৃতাঃ পরম্।।

নিরূহের মাত্রা প্রথম বর্ষে ১ পল (কিন্তু ১ বৎসরের ন্যূন বয়স হইলে ১ পলের কম মাত্রা হইবে), ১ বৎসর বয়সের পর হইতে প্রতি বৎসর ১ পল করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া ১২ পল পর্য্যন্ত বাড়িবে, অর্থাৎ ১২ বৎসরে ১২ পল হইবে। ত্রয়োদশ বর্ষ হইতে সপ্তদশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ২ পল করিয়া নিরূহমাত্রা বাড়াইবে। অষ্টাদশ বর্ষে ২৪ পল হইবে এবং এই ২৪ পলই সপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, কিন্তু সপ্ততিবর্ষের পর হইতে নিরূহমাত্রা ২০ পলের অধিক প্রযোজ্য হইবে না।

যথাযথং নিরূহস্য পাদো মাত্রানুবাসনে।।

যে-যে বয়সে নিরূহের যে-যে মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইল, সেই-সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা তাহার চতুর্থাংশ হইবে, অর্থাৎ যে-বয়সে নিরূহের মাত্রা ১ পল হইবে, সেই বয়সে অনুবাসনের মাত্রা ১ কর্ষ অর্থাৎ ২ তোলা হইবে।

আস্থাপ্যং স্নেহিতং স্বিন্নং শুদ্ধং লব্ধবলং পুনঃ। অন্বাসনার্হং বিজ্ঞায় পূর্ব্বমেবানুবাসয়েৎ।। শীতে বসন্তে

চ দিবা রাত্রৌ কেচিৎ ততোঽন্যদা। অভ্যক্তস্নাতমুচিতাৎ পাদহীনং হিতং লঘু।। অস্নিগ্ধরুক্ষমশিতং সানুপানং দ্রবাদি চ। কৃতচংক্রমণং মুক্ত-বিণ্মূত্রং শয়নে সুখে।। নাত্যুচ্ছ্রিতে নচোচ্ছীর্ষে সংবিষ্টং বামপার্শ্বতঃ। সঙ্কোচ্য দক্ষিণং সক্থি প্রসার্য্য চ ততোঽপরম্।।

আস্থাপ্য অর্থাৎ নিরূহণার্হ ব্যক্তি স্নিগ্ধস্বিন্ন, বমনাদি দ্বারা শুদ্ধ, লব্ধবল ও অনুবাসনযোগ্য হইলে অগ্রেই অনুবাসন করিবে। কোন-কোন আচার্য্য শীত ও বসন্তঋতুতে দিবাভাগে এবং শীত-বসন্ত ভিন্ন অন্য ঋতুতে রাত্রিকালে অনুবাসন করিতে বলেন। (কিন্তু ধন্বন্তরি মতাবলম্বী আচার্য্যেরা কোন ঋতুতেই রাত্রিকালে অনুবাসন ইচ্ছা করেন না)। অনুবাসনের পূর্ব্বে অভ্যঙ্গ স্নান এবং পাদহীন (উচিত ভোজনের চতুর্থাংশ কম) লঘু হিতজনক কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ রুক্ষ ও সানুপান পানভোজন, পদব্রজে ভ্রমণ ও মলমূত্রত্যাগ এই সকল কার্য্য সমাধানপূর্ব্বক অনতি-উচ্চ অনুচ্ছীর্ষ সুখশয্যায় বামপদ প্রসারিত ও তাহার উপরে দক্ষিণপদ সঙ্কুচিত করিয়া বাম-পার্শ্বে শয়ন করিবে।

অথাস্য নেত্রং প্রণয়েৎ স্নিগ্ধে স্নিগ্ধমুখং গুদে। উচ্ছ্বাস্য বস্তের্বদনে বদ্ধে হস্তমকম্পয়ন্।। পৃষ্ঠবংশং প্রতি ততো নাতিদ্রুতবিলম্বিতম্। নাতিবেগং ন বা মন্দং সকৃদেব প্রপীড়য়েৎ। সাবশেষঞ্চ কুর্ব্বীত বায়ুঃ শেষে হি তিষ্ঠতি।।

তদনন্তর ঐ আতুরের গুহ্যদেশ তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ করিবে এবং বস্তির মুখে ফুৎকার দিয়া তাহাতে উচ্ছ্বাসবায়ু প্রবেশ করাইয়া বন্ধনপূর্ব্বক স্নিগ্ধমুখ নেত্র গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। তৎপরে অনতিদ্রুত অনতিবিলম্বিত অনতিবেগ ও অনতিমন্দভাবে অকম্পিত হস্তে পৃষ্ঠবংশাভিমুখে একেবারে পীড়ন করিবে অর্থাৎ চুচিয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু কিঞ্চিৎ স্নেহ অবশিষ্ট রাখিবে, কারণ স্নেহের শেষ থাকিলে তাহাতে বায়ু থাকিবে।

দত্তে তূত্তানদেহস্য পাণিনা তাড়য়েৎ স্ফিচৌ। তৎপার্ষ্ণিভ্যাং তথা শয্যাং পাদতশ্চ ত্রিরুৎক্ষিপেৎ।।

স্নেহ প্রদত্ত হইলে রোগীকে উত্তানভাবে শোয়াইয়া তাহার স্ফিক্‌দ্বয়ে হস্ত ও রোগীর পার্ষ্ণিদ্বয় দ্বারা আঘাত করিবে এবং তাহার শয্যা পাদদেশ হইতে তিনবার উৎক্ষেপ করিবে।

ততঃ প্রসারিতাঙ্গস্য সোপাধানস্য পার্ষ্ণিকে। আহন্যান্মুষ্টিনাঙ্গঞ্চ স্নেহেনাভ্যজ্য মর্দ্দয়েৎ।। বেদনার্ত্তমিতি স্নেহো ন হি শীঘ্রং নিবর্ত্ততে। যোজ্যঃ শীঘ্রং নিবৃত্তেঽন্যঃ স্নেহোঽতিষ্ঠন্ ন কার্য্যকৃৎ।।

তৎপরে উপাধানন্যস্ত শিরস্ক এবং প্রসারিত-দেহ আতুরের পার্ষ্ণিদেশে মুষ্টি দ্বারা আঘাত করিবে ও তাহার গাত্র স্নেহাভ্যক্ত করিয়া মর্দ্দন করিতে থাকিবে। এরূপ করিবার কারণ এই, অঙ্গ বেদনার্ত্ত হইলে স্নেহ শীঘ্র বহির্গত হইবে না। স্নেহ শীঘ্র নিবৃত্ত হইলে অপর স্নেহপ্রয়োগ করা আবশ্যক। যেহেতু স্নেহপদার্থ শরীরাভ্যন্তরে থাকিতে না-পারিলে, অনবস্থানবশত উহা স্নেহনকার্য্যে সমর্থ হয় না।

দীপ্তাগ্নিস্ত্বাগতস্নেহং সায়াহ্নে ভোজয়েল্লঘু।।

নিবৃত্তস্নেহ ও দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিকে সায়াহ্নে লঘুভোজন করাইবে।

নিবৃত্তিকালঃ পরমস্ত্রয়ো যামাস্ততঃ পরম্। অহোরাত্রমুপেক্ষেত পরতঃ ফলবর্ত্তিভিঃ।। তীক্ষ্ণৈর্বা বস্তিভিঃ কুর্য্যাদ্ যত্নং স্নেহনিবৃত্তয়ে।।

তিন প্রহর স্নেহনিবৃত্তির চরম কাল, কিন্তু তিন প্রহরের মধ্যে স্নেহনিবৃত্তি না-হইলে স্নেহাকর্ষণের

জন্য যত্ন না-করিয়া অহোরাত্র অপেক্ষা করিবে এবং অহোরাত্রের পর অর্শশ্চিকিৎসোক্ত ফলবর্ত্তি অথবা বস্তিকল্পোক্ত তীক্ষ্ণবস্তি প্রয়োগ দ্বারা স্নেহাগমনার্থ প্রযত্ন করিবে।

অতিরৌক্ষ্যদনাগচ্ছন্ ন চেজ্জাড্যাদিদোষকৃৎ। উপেক্ষ্যৈতৈব হি ততোঽধ্যুষিতশ্চ নিশাং পিবেৎ।। প্রাতর্নাগরধান্যাম্ভঃ কোষ্ণং কেবলমেব বা।।

অতিরুক্ষতাহেতু স্নেহ নির্গত না-হইয়া যদি জাড্য ও অগ্নিমান্দ্যাদি দোষ উপস্থিত না-করে, তাহা হইলে উহা নিষ্কাশনের জন্য যত্ন না-করিয়া রাত্রিতে অনাহারে থাকিয়া পরদিন প্রাতঃকালে শুঁঠ ও ধনের ঈষদুষ্ণ ক্বাথ অথবা কেবল উষ্ণ জল পান করিবে।

অন্বাসয়েৎ তৃতীয়েঽহ্নি পঞ্চমে বা পুনশ্চ তম্। যথা বা স্নেহপক্তিঃ স্যাদতোঽত্যুল্বণমারুতান্। ব্যায়াম-নিত্যান্ দীপ্তাগ্নীন্ রুক্ষাংশ্চ প্রতিবাসরম্।।

সেই আতুরকে তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে পুনরায় অনুবাসন করিবে। অথবা পাচকাগ্নি বুঝিয়া যতদিনে তাহার স্নেহপাক হয়, ততদিন পরে অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। অত্যুল্বণ বাতবিশিষ্ট, ব্যায়ামশীল, দীপ্তাগ্নি ও রুক্ষধাতু ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রতিদিন অনুবাসন কর্ত্তব্য।

ইতি স্নেহৈস্ত্রিচতুরৈঃ স্নিগ্ধে স্রোতোবিশুদ্ধয়ে। নিরূহং শোধনং যুঞ্জ্যাদস্নিগ্ধে স্নেহনং তনোঃ।।

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ৩/৪ বার স্নেহবস্তি (অনুবাসন) প্রয়োগ দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ হইলে স্রোতো-বিশুদ্ধির নিমিত্ত শোধন নিরূহ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু স্নিগ্ধ না-হইলে শরীরের স্নেহন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চমেঽথ তৃতীয়ে বা দিবসে সাধকে শুভে। মধ্যাহ্নে কিঞ্চিদাবৃত্তে প্রযুক্তে বলিমঙ্গলে।। অভ্যক্ত-স্বেদিতোৎসৃষ্ট-মলং নাতিবুভুক্ষিতম্। অবেক্ষ্য পুরুষং ভেষজাদীনি চাদরাৎ। বস্তিং প্রকল্পয়েদ্বৈদ্যস্ত-দ্বিদ্যৈর্বহুভিঃ সহ।।

অনুবাসনানন্তর তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে, কিঞ্চিদতিক্রান্ত মধ্যাহ্নসময়ে, শুভ পুষ্যানক্ষত্রে স্বস্ত্যয়নাদি মাঙ্গলিক ক্রিয়া করণানন্তর দোষ, ঔষধ, সাত্ম্য ও বলাদি বিবেচনা এবং বৈদ্যকশাস্ত্রজ্ঞ বহু চিকিৎসকের সহিত পরামর্শ করিয়া যত্নপূর্ব্বক স্নেহাভ্যক্ত, স্বেদিত, ত্যক্তমলমূত্র ও কিঞ্চিৎ বুভুক্ষিত ব্যক্তিকে বস্তি (নিরূহ)-প্রদান করিবে।

ক্বাথয়েদ্ বিংশতিপলং দ্রব্যস্যাষ্টৌ ফলানি চ।।

বস্তিকল্পোক্ত দ্রব্যের ২০ পল এবং ৮টি মদনফল (মতান্তরে মদনফল ৮ পল), ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং সেই ক্বাথ দ্বারা নিরূহ কল্পনা করিবে।

ততঃ ক্বাথাচ্চতুর্থাংশং স্নেহং বাতে প্রকল্পয়েৎ। পিত্তে স্বস্থে চ ষষ্ঠাংশমষ্টমাংশং কফাধিকে।।

বাতাধিক্যে ক্বাথের সহিত চতুর্থাংশ স্নেহ, পিত্তাধিক্যে এবং স্বস্থাবস্থায় ষষ্ঠাংশ, কফাধিক্যে অষ্টমাংশ স্নেহপ্রয়োগ করিবে। নিরূহের পরিমাণ সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ পল; অতএব বাতে ৬ পল, পিত্তে ও স্বস্থে ৪ পল, কফে ৩ পল স্নেহ প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

সর্ব্বত্র চাষ্টমং ভাগং কল্কাদ্ ভবতি বা যথা। নাত্যচ্ছসান্দ্রতা বস্তেঃ পলমাত্রাং গুড়স্য চ।। মধুপট্বাদিশেষঞ্চ যুক্ত্যা সর্ব্বং তদেকতঃ। উষ্ণাম্বুকুম্ভীবাষ্পেণ তপ্তং খজসমাহতম্।।

কী বাতাধিক্যে, কী পিত্তাধিক্যে, কী কফাধিক্যে, কী স্বস্থবৃত্তে, সর্ব্বদাই কল্কের পরিমাণ অষ্টমাংশ অর্থাৎ ৩ পল হইবে, অথবা এরূপ কল্ক কল্পনা করিবে, যাহাতে বস্তির অতি তরলতা বা অতি

গাঢ়তা না-হয়। গুড়ের পরিমাণ ১ পল এবং মধু সৈন্ধবাদির (মাংসরস সুরা ছাগমূত্র দুগ্ধ ও কাঞ্জিক প্রভৃতির) পরিমাণ যুক্তি অনুসারে কল্পনা করিবে। তৎপরে বস্তিকল্পনার্থ সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া অত্যুষ্ণ জলবিশিষ্ট কলসীর বাষ্প দ্বারা উহা তপ্ত করিয়া হাতা দ্বারা আলোড়িত করিবে।

প্রক্ষিপ্য বস্তৌ প্রণয়েৎ পায়ৌ নাত্যুষ্ণশীতলম্। নাতিস্নিগ্ধং ন বা রুক্ষং নাতিতীক্ষ্ণং ন বা মৃদু।। নাত্যচ্ছসান্দ্রং নোনাতিমাত্রং নাপটু নাতি চ। লবণং তদ্বদম্লঞ্চ পঠন্ত্যন্যে তু তদ্বিদঃ।।

তদনন্তর নাত্যুষ্ণ, নাতিশীতল, নাতিস্নিগ্ধ, নাতিরুক্ষ, নাতিতীক্ষ্ণ, নাতিমৃদু, নাতিতরল, নাতিগাঢ়, অন্যূন, অনতিমাত্র, নালবণ, অনতিলবণ, নানম্ল ও নাত্যম্ল সেই ক্বাথ বস্তিতে পুরিয়া বস্তিনেত্র গুহ্যদেশে প্রয়োগ করিবে। বস্তিবিৎ অপর পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিতরূপে মাত্রা কল্পনা করেন। যথা—

মাত্রাং ত্রিপলিকাং কুর্য্যাৎ স্নেহমাক্ষিকয়োঃ পৃথক্। কর্ষার্দ্ধং মাণিমন্থস্য স্বস্থে কল্কপলদ্বয়ম্।। সর্ব্বদ্রবাণাং শেষাণাং পলানি দশ কল্পয়েৎ। মাক্ষিকং লবণং স্নেহং কল্কং ক্বাথমিতি ক্রমাৎ। আবপেত নিরূহাণামেষ সংযোজনে বিধিঃ।।

স্বস্থাবস্থায় স্নেহ ও মধু প্রত্যেকের পরিমাণ ৩ পল, সৈন্ধব লবণ ১ তোলা, কল্কের পরিমাণ ২ পল এবং অপর দ্রবপদার্থ-সমুদায়ের পরিমাণ ১০ পল। এক্ষণে নিরূহাঙ্গ মধু প্রভৃতির যথাক্রমে সংযোজনবিধি বর্ণিত হইতেছে। যথা প্রথমে একটি পাত্রে মধু রাখিয়া মর্দ্দন, তৎপরে লবণ মিশ্রণ, তদনন্তর ক্রমান্বয়ে স্নেহকল্ক ও ক্বাথ মিশ্রিত করিবে। এইপ্রকারে সংযোজন দ্বারা দ্রব্যসকল সমরসতাপ্রাপ্ত হইলে নিরূহের সম্যক্ উপযোগী হয়।

উত্তানো দত্তমাত্রে তু নিরূহে তন্মনা ভবেৎ। কৃতোপধানঃ সঞ্জাতবেগশ্চোৎকটকঃ সৃজেৎ।।

নিরূহ প্রদানমাত্র রোগী উত্তানশায়ী, তন্মনা (নিরূহবেগে দত্তাবধান) ও কৃতোপধান হইয়া থাকিবে এবং বেগ উপস্থিত হইলে উৎকটক (উবু) হইয়া মলত্যাগ করিবে।

আগতৌ পরমঃ কালো মুহূর্ত্তো মৃত্যবে পরম্। তত্রানুলোমিকং স্নেহ-ক্ষারমূত্রাম্লকল্পিতম্।। ত্বরিতং স্নিগ্ধতীক্ষ্ণোষ্ণং বস্তিমন্যং প্রপীড়য়েৎ। বিদদ্যাৎ ফলবর্ত্তিং বা স্বেদনোত্রাসনাদি চ।।

বেগাগমের পরম কাল এক মুহূর্ত্ত। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিরূহ প্রত্যাগত না-হইলে মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। অতএব ত্বরায় স্নেহক্ষার (যবক্ষারাদি) গোমূত্র ও কাঞ্জিকাদি দ্বারা প্রকল্পিত স্নিগ্ধতর তীক্ষ্ণবীর্য্য উষ্ণগুণ ও অনুলোমকারী অন্য নিরূহ বা মদনফল-যুক্ত ফলবর্ত্তি প্রয়োগ এবং স্বেদক্রিয়া ও ভয়প্রদর্শনাদি উপযুক্ত কার্য্যসকল করিবে।

স্বয়মেব নিবৃত্তে তু দ্বিতীয়ো বস্তিরিষ্যতে। তৃতীয়োঽপি চতুর্থোঽপি যাবদ্ বা সুনিরূঢ়তা।।

উপর্য্যুক্ত ফলবর্ত্তি প্রয়োগাদি যত্ন-ব্যতিরেকে যদি নিরূহ স্বয়ং প্রত্যাগত হয়, কিন্তু নিরূহ-প্রয়োগের ফল সম্যগ্‌রূপ প্রাপ্ত হওয়া না-যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় তৃতীয় বা চতুর্থ বস্তি প্রয়োগ করিবে, অথবা যে-পর্য্যন্ত না সুনিরূঢ়তা হয়, সে পর্য্যন্ত বস্তিপ্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ফলবর্ত্তি প্রদানাদি যত্নবিশেষ দ্বারা যদি নিরূহ নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অন্য বস্তিপ্রয়োগ বিধেয় নহে।

বিরিক্তবচ্চ যোগাদীন্ বিদ্যাদ্ যোগে তু যোজয়েৎ। কোষ্ণেন বারিণা স্নাতং তনু ধন্বরসৌদনম্।।

নিরূহে বিরিক্তবৎ যোগাদি জানিবে। নিরূহযোগ সম্যক্ কৃত হইলে রোগীকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাইয়া অঘন জাঙ্গল মাংসরসের সহিত অন্নভোজন করাইবে। (বাতবিকার প্রশমনার্থই প্রায় নিরূহ প্রযোজ্য হইয়া থাকে, অতএব নিরূহের পর বাতবিকারোপযোগী মাংসরসের সহিত অন্নই সুপথ্য)।

বিকারা যে নিরূহস্য ভবন্তি প্রচলৈর্মলৈঃ। তে সুখোষ্ণাম্বুসিক্তস্য যান্তি ভুক্তবতঃ শমম্।।

নিরূহ দ্বারা মল (দোষ) অতিপ্রচলিত হওয়াতে যে-সকল ব্যাধি উৎপন্ন হয়, ঈষদুষ্ণ জলে স্নান ও মাংসরসযুক্ত অন্নভোজন দ্বারা তাহারা শমতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

অথ বাতার্দ্দিতং ভূয়ঃ সদ্য এবানুবাসয়েৎ।।

নিরূহানন্তর বাতপীড়িত ব্যক্তিকে সদ্যই অনুবাসন করাইবে।

সম্যগ্‌হীনাতিযোগাশ্চ তস্য স্যুঃ স্নেহপীতবৎ।।

স্নেহপানের ন্যায় অনুবাসনেরও সম্যগ্‌যোগ, হীনযোগ ও অতিযোগ হইয়া থাকে।

কিঞ্চিৎকালং স্থিতো যশ্চ সপুরীষো নিবর্ত্ততে। সানুলোমানিলঃ স্নেহস্তৎ সিদ্ধমনুবাসনম্।।

যে-অনুবাসনের স্নেহ কোষ্ঠাভ্যন্তরে কিঞ্চিৎকাল অবস্থিত হইয়াই মলের সহিত নির্গত হয় এবং যাহাতে বায়ু অনুলোমগ হইয়া থাকে, তাহাই সিদ্ধ অর্থাৎ সম্যগ্‌যোগ-লক্ষণ অনুবাসন।

একং ত্রীন্ বা বলাসে তু স্নেহবস্তীন্ প্রকল্পয়েৎ। পঞ্চ বা সপ্ত বা পিত্তে নবৈকাদশ বানিলে। পুনস্ততোঽপ্যযুগ্মাংস্তু পুনরাস্থাপনং ততঃ।।

কফজ রোগে এক বা তিন, পিত্তজ রোগে পাঁচ বা সাত, বাতজ রোগে নয় বা এগারটি স্নেহবস্তি (অনুবাসন) প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহার অধিকও অযুগ্ম অনুবাসন প্রয়োগ করা যায়। অনুবাসনের পর পুনর্ব্বার আস্থাপন (নিরূহ) দিবে।

কফপিত্তানিলেম্বন্নং যূষক্ষীররসৈঃ ক্রমাৎ।।

নিরূহণের পর রোগীকে কফ পিত্ত ও বায়ুর আধিক্যানুসারে যথাক্রমে যূষ দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত অন্নভোজন করাইবে অর্থাৎ কফাধিক্যে মুদ্গাদি যূষের সহিত, পিত্তাধিক্যে দুগ্ধের সহিত ও বাতাধিক্যে মাংসরসের সহিত অন্নভোজন করিতে দিবে।

বাতঘ্নৌষধনিঃক্বাথস্ত্রিবৃতাসৈন্ধবৈর্যুতঃ। বস্তিরেকোঽনিলে স্নিগ্ধঃ স্বাদ্বম্লোষ্ণরসান্বিতঃ।।

বাত-বিষয়ে তেউড়ী ও সৈন্ধবযুক্ত এবং তৈলাদি দ্বারা স্নিগ্ধ ও স্বাদ্বম্লোষ্ণরসান্বিত, বাতঘ্ন দশমূলাদির ক্বাথ দ্বারা এক বস্তি (নিরূহ) প্রযোজ্য।

ন্যগ্রোধাদিগণক্বাথৌ পদ্মকাদিসিতাযুতৌ। পিত্তে স্বাদুহিমৌ সাজ্য-ক্ষীরেক্ষুরসমাক্ষিকৌ।।

পিত্ত-বিষয়ে দুই বস্তি হিতকর, অর্থাৎ পদ্মকাদিগণের কল্ক এবং ঘৃত দুগ্ধ ইক্ষুরস মধু ও চিনিযুক্ত মধুর ও শীতবীর্য্য ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ দ্বারা দুই বস্তি (নিরূহ) প্রযোজ্য।

আরগ্বধাদিনিঃক্বাথ-বৎসকাদিযুতাস্ত্রয়ঃ। রুক্ষাঃ সক্ষৌদ্রগোমূত্রাস্তীক্ষ্ণোষ্ণকটুকাঃ কফে।।

কফ বিষয়ে তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য ও কটু তিন বস্তি হিতজনক। অর্থাৎ বৎসকাদি কল্ক এবং মধু ও

গোমূত্রযুক্ত আরগ্বধাদির রুক্ষ ক্বাথ দ্বারা তিন বস্তি (নিরূহ) ব্যবস্থেয়।

ত্রয়শ্চ সন্নিপাতেঽপি দোষান্ ঘ্নন্তি যতঃ ক্রমাৎ।।

সন্নিপাতেও তিন বস্তি হিতকর, যেহেতু তিন বস্তি দ্বারা যথাক্রমে বাতাদি তিন দোষ প্রশমিত হয়।

ত্রিভ্যঃ পরং বস্তিমতো নেচ্ছন্ত্যন্যে চিকিৎসকাঃ। ন হি দোষশ্চতুর্থোঽস্তি পুনর্দীয়েত যং প্রতি।।

অপর চিকিৎসকগণ তিনের অধিক বস্তি ইচ্ছা করেন না। তাহারা বলেন, যখন বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিন দোষ ভিন্ন অন্য চতুর্থ দোষ নাই, তখন কাহার প্রতি লক্ষ করিয়া চতুর্থ বস্তি প্রযোজ্য হইবে?

উৎক্লেশনং শুদ্ধিকরং দোষাণাং শমনং ক্রমাৎ। ত্রিধৈব কল্পয়েদ্ বস্তিমিত্যন্যেঽপি প্রচক্ষতে।।

অন্য বৈদ্যেরাও বলেন, দোষের উৎক্লেশন (স্বস্থান হইতে চালন), শোধন ও শমন, এই ত্রিবিধ বস্তিই কল্পনা করিবে।

সম্যঙ্ নিরূহলিঙ্গন্তু নাসম্ভাব্য নিবর্ত্তয়েৎ।।

গ্রন্থকারের মত। সম্যক নিরূহ লক্ষণ যে-পর্য্যন্ত না উপস্থিত হয়, সেই পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইবে না, অর্থাৎ তদবধি বস্তিপ্রয়োগ করিবে।

প্রাক্ স্নেহ একঃ পঞ্চান্তে দ্বাদশাস্থাপনানি চ। সান্বাসনানি কর্ম্মৈবং বস্তয়স্ত্রিংশদীরিতাঃ।। কালঃ পঞ্চদশৈকোঽত্র প্রাক্ স্নেহান্তে ত্রয়স্তথা। ষট্ পঞ্চবস্ত্যন্তরিতা যোগোঽষ্টৌ বস্তয়োঽত্র তু। ত্রয়ো নিরূহাঃ স্নেহাশ্চ স্নেহাবাদ্যন্তয়োরুভৌ।।

এক্ষণে কর্ম্ম, কাল ও যোগাখ্য বস্তিবিশেষ বলা যাইতেছে। প্রথমে এক ও অন্তে (পঞ্চকর্ম্মা-বসানে) পাঁচ স্নেহবস্তি এবং দ্বাদশ নিরূহ ও দ্বাদশ অনুবাসন এইপ্রকার ত্রিংশৎ বস্তি; কর্ম্ম নামে কথিত। প্রথমে এক ও অন্তে তিন স্নেহবস্তি এবং পাঁচ নিরূহ দ্বারা অন্তরিত ছয় স্নেহবস্তি এইপ্রকার পঞ্চদশ বস্তি, কাল বলিয়া উক্ত। তিন নিরূহ ও তিন স্নেহবস্তি এবং আদ্যন্তে দুই স্নেহবস্তি, এইপ্রকার আট বস্তি, যোগ নামে অভিহিত। (এই অর্থই স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতেছে। বস্তি ত্রিবিধ; যথা কর্ম্মবস্তি, কালবস্তি ও যোগবস্তি। কর্ম্মবস্তি ৩০টি, কালবস্তি ১৫টি এবং যোগবস্তি ৮টি। কর্ম্মবস্তির প্রয়োগবিধি : প্রথমে ১টি স্নেহবস্তি, তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে ১টি নিরূহ ও ১টি স্নেহবস্তি, এইরূপে ১২টি নিরূহ ও ১২টি স্নেহবস্তি, তদনন্তর উপর্য্যুপরি ৫টি স্নেহবস্তি। কালবস্তির প্রয়োগবিধি : প্রথমে ১টি স্নেহবস্তি, তৎপরে ১টি স্নেহবস্তি ও ১টি নিরূহ, আবার ১টি স্নেহবস্তি ও ১টি নিরূহ, আবার ১টি স্নেহবস্তি ও ১টি নিরূহ, আবার ১টি স্নেহবস্তি ও ১টি নিরূহ, আবার ১টি স্নেহবস্তি ও ১টি নিরূহ, তৎপরে ১টি স্নেহবস্তি, তদনন্তর উপর্য্যুপরি ৩টি স্নেহবস্তি। যোগবস্তি প্রয়োগবিধি : প্রথমে ১টি স্নেহবস্তি, তৎপরে ৩টি নিরূহ ও ৩টি স্নেহবস্তি, শেষে ১টি স্নেহবস্তি)।

স্নেহবস্তিং নিরূহং বা নৈকমেবাতিশীলয়েৎ। উৎক্লেশাগ্নিবধৌ স্নেহান্নিরূহান্মরুতো ভয়ম্।।

কেবল স্নেহবস্তি অথবা কেবল নিরূহ অতিশয় ব্যবহার করিবে না। কারণ স্নেহবস্তি অতি-সেবিত হইলে উৎক্লেশ (স্বস্থানস্থ বাতাদিদোষের বহির্গমনোন্মুখতা) ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে। নিরূহের অতিসেবনে বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

তস্মান্নিরূঢ়ঃ স্নেহ্যঃ স্যান্নিরূহ্যশ্চানুবাসিতঃ। স্নেহশোধনযুক্ত্যৈবং বস্তিকর্ম্ম ত্রিদোষজিৎ।।

অতএব নিরূঢ় ব্যক্তির অনুবাসন এবং অনুবাসিত ব্যক্তির নিরূহণ কর্ত্তব্য। এইরূপ স্নেহন, শোধন ও যুক্তি দ্বারা বস্তিকর্ম্ম সম্পাদিত হইলে বাতাদি ত্রিদোষই প্রশমিত হইয়া থাকে।

হ্রস্বয়া স্নেহপানস্য মাত্রয়া যে জিতঃ সমঃ। মাত্রাবস্তিঃ স্মৃতঃ স্নেহঃ শীলনীয়ঃ সদা চ সঃ।। বালবৃদ্ধাধ্ব-ভারস্ত্রী-ব্যায়ামাসক্তচিন্তকৈঃ। বাতভগ্নবলাল্পাগ্নি-নৃপেশ্বরসুখাত্মভিঃ। দোষঘ্নো নিষ্পরীহারো বল্যঃ সৃষ্টমলঃ সুখঃ।।

স্নেহপানের হ্রস্ব মাত্রা, অর্থাৎ যাহা দুই প্রহরে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, তৎসম স্নেহবিশিষ্ট বস্তিকে মাত্রাবস্তি কহে। সেই মাত্রাবস্তিই বালক, বৃদ্ধ, পথশ্রান্ত, ভারক্লান্ত, কামিনীসক্ত, ব্যায়ামকারী, চিন্তাশীল, বাতভগ্নবল, অল্পাগ্নি, রাজা, ধনী ও সুখীদিগের সদা সেবনীয়। মাত্রাবস্তি দোষঘ্ন, অনিয়ন্ত্রণ, বলকর, মলভেদক ও সুখপ্রদ।

বস্তৌ রোগেষু নারীণাং যোনিগর্ভাশয়েষু চ। দ্বিত্রাস্থাপনশুদ্ধেভ্যো বিদধ্যাদ্ বস্তিমুত্তরম্।।

স্ত্রীলোকদিগের (পুরুষদিগের) বস্তিস্থানে রোগ হইলে অগ্রে তাহাদিগকে দুই বা তিন নিরূহ দ্বারা শুদ্ধ করিয়া পরে যোনি (লিঙ্গে) ও গর্ভাশয়ে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে।

আতুরাঙ্গুলমানেন তন্নেত্রং দ্বাদশাঙ্গুলম্। বৃত্তঃ গোপুচ্ছবন্মূল-মধ্যয়োঃ কৃতকর্ণিকম্।। সিদ্ধার্থকপ্রবেশাগ্রং শ্লক্ষ্ণং হেমাদিসম্ভবম্। কুন্দাশ্বমারসুমনঃ-পুষ্পবৃন্তোপমং দৃঢ়ম্।।

উত্তরবস্তির নেত্র আতুরের দ্বাদশ অঙ্গুলি-পরিমিত। ইহা স্বর্ণাদি-নির্ম্মিত, গোলাকার, গোপুচ্ছ-সদৃশ, মসৃণ, দৃঢ় এবং কুন্দ, করবীর ও জাতীকুসুমের বৃন্তোপম। ইহার অগ্রচ্ছিদ্র, শ্বেতসর্ষপ-প্রবেশযোগ্য এবং মূলপ্রদেশে ও মধ্যভাগে কর্ণিকা-সন্নিবিষ্ট।

তস্য বস্তির্মৃদুর্লঘুর্মাত্রা শুক্তির্বিকল্প্য বা।।

নেত্রে মৃদু ও লঘু বস্তি যোজিত থাকে। উত্তরবস্তির স্নেহমাত্রা ৪ তোলা, অথবা বল বয়স ও শরীরাদি বিবেচনা করিয়া স্নেহমাত্রা কল্পিত হইয়া থাকে।

অথ স্নাতাশিতস্যাস্য স্নেহবস্তিবিধানতঃ। ঋজোঃ সুখোপবিষ্টস্য পীঠে জানুসমে মৃদৌ।। হৃষ্টে মেঢ্রে স্থিতে চর্জ্জৌ শনৈঃ স্রোতোবিশুদ্ধয়ে। সূক্ষ্মাং শলাকাং প্রণয়েৎ তয়া শুদ্ধেহনু সেবনীম্।। আমেহনান্তং নেত্রঞ্চ নিষ্কম্পং গুদবৎ ততঃ। পীড়িতেহন্তর্গতে স্নেহে স্নেহবস্তিক্রমো হিতঃ।। (অনু সেবনীং সেবনীম্ অনু লক্ষীকৃত্য)।

পূর্ব্বোক্ত স্নেহবস্তি-বিধানানুসারে রোগী স্নান, ভোজন ও জানুসম উচ্চ মৃদু আসনে ঋজুভাবে সুখোপবেশন করিলে, স্রোতোবিশুদ্ধির জন্য অগ্রে তাহার স্তব্ধ ও সরলভাবাপন্ন লিঙ্গে সূক্ষ্ম শলাকা ক্রমে-ক্রমে প্রবেশ করাইয়া দিবে, তাহার পরে সেবনী লক্ষ করিয়া গুহ্যদেশের ন্যায় লিঙ্গান্ত পর্য্যন্ত (প্রায় ৬ অঙ্গুল) নিষ্কম্পভাবে নেত্রপ্রয়োগ করিবে। নেত্র স্থাপনানন্তর বস্তিপুট পীড়ন দ্বারা স্নেহ প্রবিষ্ট হইলে স্নেহবস্তির নিয়মসকল প্রতিপালন করিবে, অর্থাৎ হস্ত ও পার্ষ্ণি দ্বারা স্ফিক্‌প্রদেশে আঘাতাদি করিবে।

বস্তীননেন বিধিনা দদ্যাৎ ত্রীংশ্চতুরোহপি বা। অনুবাসনবচ্ছেষং সর্ব্বমেবাস্য চিন্তয়েৎ।।

এইরূপ নিয়মে ৩ বার বা ৪ বার উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। উত্তরবস্তির বিধি, নিষেধ, সম্যক্ প্রয়োগ ও ব্যাপদাদি সমস্তই অনুবাসনের ন্যায় জানিবে।

স্ত্রীণামার্ত্তবকালে তু যোনির্গৃহ্ণাত্যপাবৃতেঃ। বিদধীত তদা তস্মাদনৃতাবপি চাত্যয়ে। যোনিবিভ্রংশশূলেষু যোনিব্যাপদসৃগ্দরে।।

এক্ষণে স্ত্রীদিগের উত্তরবস্তির বিধান বর্ণিত হইতেছে। ঋতুকালে যোনি বিবৃত থাকে, অপাবরণ-হেতু উহা অনায়াসেই উত্তরবস্তির স্নেহ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, অতএব ঋতুকালেই উত্তরবস্তি প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যোনিভ্রংশ, যোনিশূল, যোনিব্যাপৎ ও অসৃগ্দরাদি আত্যয়িক ব্যাধিতে ঋতুকাল অপেক্ষা না-করিয়া অন্য সময়েও বস্তিপ্রদান করিবে।

নেত্রং দশাঙ্গুলং মুদ্গ-প্রবেশং চতুরঙ্গুলম্। অপত্যমার্গে যোজ্যং স্যাদ্ দ্ব্যঙ্গুলং মূত্রবর্ত্মনি। মূত্রকৃচ্ছ্র-বিকারেষু বালানাস্ত্বেকমঙ্গুলম্।।

স্ত্রীলোকদিগের জন্য যে-উত্তরবস্তি ব্যবহৃত হয়, তাহার নেত্র আতুরের দশাঙ্গুল-পরিমিত, নেত্রাগ্রের ছিদ্র মুদ্গপ্রবেশযোগ্য। অপত্যমার্গে চারি অঙ্গুলি পরিমাণে নেত্রপ্রবেশ করাইবে। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগসমূহে মূত্রমার্গে দুই অঙ্গুলি-পরিমিত নেত্র প্রবেশিত করিবে। কিন্তু বালিকাদিগের এক অঙ্গুলিমাত্র প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রকুঞ্চো মধ্যমা মাত্রা বালানাং শুক্তিরেব চ।।

স্ত্রীদিগের উত্তরবস্তিতে স্নেহের মধ্যম মাত্রা ৮ তোলা। কিন্তু বালিকাদিগের মধ্যম মাত্রা ৪ তোলা।

উত্তানায়াঃ শয়ানায়াঃ সম্যক্ সঙ্কোচ্য সক্‌থিনী। ঊর্দ্ধজান্বাস্ত্রিচতুরানহোরাত্রেণ যোজয়েৎ। বস্তীংস্ত্রিরাত্র-মেবঞ্চ স্নেহমাত্রাং বিবর্দ্ধয়েৎ।।

রোগিণী পাদদ্বয় সঙ্কুচিত করিয়া ঊর্ধ্বজানু ও সম্যক্ উত্তানশায়িনী হইলে উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে। অর্দ্ধ কর্ষ ও কর্ষাদিক্রমে স্নেহমাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া অহোরাত্রে তিন-চারিবার বস্তি-প্রয়োগ কর্ত্তব্য। এইপ্রকার তিন দিন করিবে।

ত্র্যহমেব চ বিশ্রম্য প্রণিদধ্যাৎ পুনস্ত্র্যহম্।।

তিন দিন বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আবার তিন দিন উত্তরবস্তি প্রয়োগ করিবে।

পক্ষাদ্ বিরেকো বমিতে ততঃ পক্ষান্নিরূহণম্। সদ্যো নিরূঢ়শ্চান্বাস্যঃ সপ্তরাত্রাদ্ বিরেচিতঃ।।

উত্তম শুদ্ধি দ্বারা বমিত হইবার এক পক্ষ পরে বিরেচন এবং বিরেচনের এক পক্ষ পরে নিরূহণ, নিরূহণের দিনেই অনুবাসন এবং বিরেচনের সপ্তাহ পরে অনুবাসন কর্ত্তব্য।

যথা কুসুম্ভাদিযুতাৎ তোয়াদ্রাগং হরেৎ পটঃ। তথা দ্রবীকৃতাদ্ দেহাদ্ বস্তির্নির্হরতে মলান্।।

বস্ত্র যেমন কুসুম্ভ-কুঙ্কুমাদি বর্ণযুক্ত জল হইতে লৌহিত্যমাত্র গ্রহণ করে, বস্তিও স্নেহস্বেদ দ্বারা দ্রবীকৃত (ক্লিন্ন) ধাতু মলযুক্ত দেহ হইতে কেবল মলই নির্হরণ করিয়া থাকে।

শাখাগতাঃ কোষ্ঠগতাশ্চ রোগা মর্ম্মোর্দ্ধসর্ব্বাবয়বাঙ্গজাশ্চ। যে সন্তি তেষাং ন তু কশ্চিদন্যো বায়োঃ পরং জন্মানি হেতুরস্তি।।

শাখা কোষ্ঠ মর্ম্ম ও ঊর্ধ্বাঙ্গাদি সর্ব্বাবয়বগত যে-সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ে বায়ু ভিন্ন অন্য প্রধান কারণ আর কিছুই নাই, অর্থাৎ বায়ুই সেই সকল রোগোৎপাদনের

শ্রেষ্ঠ হেতু। (ঊর্ধ্বাঙ্গজ রোগ মুখরোগাদি, সর্ব্বাঙ্গজ রোগ জ্বরাদি, অবয়বজ রোগ শ্বিত্রাদি।)

বিট্‌শ্লেষ্মপিত্তাদিমলাচয়ানাং বিক্ষেপসংহারকরঃ স যস্মাৎ। তস্যাতিবৃদ্ধস্য শমায় নান্যদ্‌বস্তের্বিনা ভেষজমস্তি কিঞ্চিৎ।।

বায়ুই যে রোগোৎপাদনের প্রধান হেতু, তাহার কারণ এই বায়ুই সঞ্চিত পুরীষ, শ্লেষ্মা ও পিত্তাদি মলের বিক্ষেপ ও সংহারের কর্ত্তা। সেই অতিপ্রবৃদ্ধ বায়ুর শমনার্থ বস্তি ভিন্ন অন্য ভেষজ আর কিছুই নাই।

তস্মাচ্চিকিৎসার্দ্ধ ইতি প্রদিষ্টঃ কৃৎস্না চিকিৎসাপি চ বস্তিরেকৈঃ। তথা নিজাগন্তুবিকারকারিরক্তৌষধত্বেন শিরাব্যধোহ্পি।।

দোষপ্রধান বায়ুশান্তির প্রধান কারণ বলিয়া পণ্ডিতেরা একমাত্র বস্তিকেই সমস্ত চিকিৎসার অর্দ্ধেক বলিয়া বর্ণন করেন। কোন-কোন পণ্ডিত উহাকে সম্পূর্ণ চিকিৎসাই কহিয়া থাকেন। সেইরূপ দোষজ ও আগন্তুজ ব্যাধিসমূহের উৎপাদক রক্তের ঔষধস্বরূপ শিরাব্যধকেও চিকিৎসার্দ্ধ বা সম্পূর্ণ চিকিৎসাই বলেন।

অতো নস্যবিধিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু বিশেষান্নস্যমিষ্যতে। নাসা হি শিরসো দ্বারং তেন তদ্ ব্যাপ্য হন্তি তান্।।

অতঃপর আমরা নস্যবিধি-নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিবে। ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগে নস্যই বিশেষ হিতকর। কারণ নাসিকা মস্তকের দ্বার, সেই নাসাদ্বার দিয়া নস্য সমস্ত মস্তকে ব্যাপ্ত হইয়া ঊর্ধ্বজত্রুগত যাবতীয় রোগ নাশ করে।

বিরেচনং বৃংহণঞ্চ শমনঞ্চ ত্রিধাপি তৎ। বিরেচনং শিরঃশূল-জাড্যস্যন্দগলাময়ে। শোফগণ্ডক্রিমিগ্রন্থি-কুষ্ঠাপস্মারপীনসে।।

নস্য ত্রিবিধ। যথা বিরেচন, বৃংহণ ও শমন। তন্মধ্যে বিরেচন নস্য শিরঃশূল, শিরোজাড্য, অভিষ্যন্দ (নেত্ররোগ), গলরোগ, শোথ, গলগণ্ড গণ্ডমালা, ক্রিমি, গ্রন্থি, কুষ্ঠ, অপস্মার ও পীনসরোগ নাশ করে।

বৃংহণং বাতজে শূলে সূর্য্যাবর্ত্তে স্বরক্ষয়ে। নাসাস্যশোষে বাক্‌সঙ্গে কৃচ্ছ্রবোধেহ্‌ববাহুকে।।

বৃংহণ নস্য দ্বারা বাতজ শূল, সূর্য্যাবর্ত্ত, স্বরভঙ্গ, নাসা ও মুখশোষ, বাগ্‌রোধ, নেত্রোন্মীলন-কৃচ্ছ্রতা ও অববাহুক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

শমনং নীলিকাব্যঙ্গ-কেশদোষাক্ষিরাজিষু।।

শমন নস্য নীলিকা, ব্যঙ্গ (ক্ষুদ্ররোগে উক্ত), কেশপাত ও অক্ষিরাজি রোগে হিতকর।

যথাস্বং যৌগিকৈঃ স্নেহৈর্যথাস্বঞ্চ প্রসাধিতৈঃ। কল্ককাথাদিভিশ্চাঢ্যং মধুপট্বাসবৈরপি।।

সর্ষপতৈলাদি যে-যে স্নেহ যোগার্হ ও শুণ্ঠী-মরিচাদি দ্বারা সংস্কৃত এবং যাহা কল্ক ও ক্বাথাদি দ্বারা আঢ্য, তাহাদের দ্বারা এবং মধু সৈন্ধব ও আসব দ্বারাও বিরেচন নস্য হইয়া থাকে।

বৃংহণং ধন্বমাংসোত্থ-রসাসৃক্‌খপুরৈরপি। শমনং যোজয়েৎ পূর্ব্বৈঃ ক্ষীরেণ চ জলেন চ।।

যে-সকল পশু-পক্ষী মরুদেশে জন্মে, তাহাদের মাংসের ক্বাথ বা তাহাদের রক্ত দ্বারা এবং খপুর-নামক নির্য্যাসবিশেষ দ্বারা ও অতীক্ষ্ণ স্নেহ দ্বারা বৃংহণ নস্য উৎপন্ন হয়। এবং অতীক্ষ্ণ

ঘৃতাদি স্নেহ, মাংসরস, দুগ্ধ বা জল দ্বারা শমনাখ্য নস্য হইয়া থাকে।

মর্শশ্চ প্রতিমর্শশ্চ দ্বিধা স্নেহোঽত্র মাত্রয়া।।

নস্যার্থ স্নেহ কেবল মাত্রাভেদে মর্শ ও প্রতিমর্শ নামে অভিহিত হয়, ইহাতে কোন বস্তুভেদ থাকে না। অর্থাৎ মাত্রা অনুসারে কাহাকেও মর্শ, কাহাকেও বা প্রতিমর্শ বলা হইয়া থাকে। (মর্শের মাত্রা পরে লিখিত হইবে)।

কলাদ্যৈরবপীড়স্তু তীক্ষ্ণৈর্মূর্দ্ধবিরেচনঃ।

তীক্ষ্ণ কল্কাদি দ্বারা অবপীড়-নামক নস্য হয়, ইহার নামান্তর শিরোবিরেচন।

ধ্মানং বিরেচনশ্চূর্ণো যুঞ্জ্যাৎ তং মুখবায়ুনা। ষড়ঙ্গুলাদ্বিমুখয়া নাড্যা ভেষজগর্ভয়া। স হি ভূরিতরং দোষং চূর্ণত্বাদপকর্ষতি।।

মরিচাদির চূর্ণ বিরেচন নস্য, ইহার অন্য নাম প্রধ্মান। ঐ প্রধ্মান নস্য ছয় অঙ্গুল লম্বা দুই মুখ-বিশিষ্ট একটি নলের মধ্যে পুরিয়া নলের এক মুখ নাসারন্ধ্রে লাগাইয়া অন্য মুখে ফুৎকার দিয়া নাসাভ্যন্তরে নস্য প্রবেশ করাইবে। ইহা চূর্ণ বলিয়া ভূরিতর দোষ আর্কষণ করিতে সমর্থ।

প্রদেশিন্যঙ্গুলীপর্ব্ব-দ্বয়ান্মগ্নসমুদ্ধৃতাৎ। যাবৎ পতত্যসৌ বিন্দুর্দশাষ্টৌ ষট্ ক্রমেণ তে।। মর্শস্যোৎ-কৃষ্টমধ্যোনা মাত্রাস্তা এব চ ক্রমাৎ। বিন্দুদ্বয়োনাঃ কল্কাদেঃ...যোজয়েন্ন তু নাবনম্।।

তর্জ্জনী অঙ্গুলির পর্ব্বদ্বয় স্নেহ-মধ্যে ডুবাইয়া উদ্ধৃত করিলে তাহা হইতে যতটুকু স্নেহ পতিত হয়, তাহাই বিন্দুর পরিমাণ। সেইরূপ ১০, ৮ ও ৬ বিন্দু, যথাক্রমে মর্শের উত্তম, মধ্যম ও অধম মাত্রা। মর্শের মাত্রা অপেক্ষা কল্কাদির উত্তম মাত্রা ৮, মধ্যম মাত্রা ৬ ও কনিষ্ঠ মাত্রা ৪ বিন্দু।

তোয়মদ্যগরস্নেহ-পীতানাং পাতুমিচ্ছতাম্। ভুক্তভক্ত শিরঃস্নাত-স্নাতুকামস্রুতাসৃজাম্।। নবপীনসবেগার্ত্ত-সূতিকাশ্বাসকাসিনাম্। শুদ্ধানাং দত্তবস্তীনাং তথা নার্ত্তবদুর্দ্দিনে।। অন্যত্রাত্যয়িকাদ্ ব্যাধেরথ নস্যং প্রযোজয়েৎ। প্রাতঃ শ্লেষ্মণি মধ্যাহ্নে পিত্তে সায়ং নিশোশ্চলে।।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে নস্য অযুক্ত। যাহারা জল মদ্য গর ও স্নেহপান করিয়াছে বা করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়াছে, যাহারা অন্নভোজন করিয়াছে, যাহারা শিরঃস্নান করিয়াছে বা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, যাহাদের রক্তস্রাব হইয়াছে, যাহারা নব পীনস সূতিকা শ্বাস ও কাস-রোগার্ত্ত, যাহারা বমন বিরেচন ও বস্তি দ্বারা শুদ্ধদেহ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এবং ঋতু-বিপর্য্যয়াদি দুর্দ্দিনে নস্য প্রযোজ্য নহে। কিন্তু ব্যাধির বিপজ্জনকত্বহেতু যদি শীঘ্রই নস্যপ্রদান আবশ্যক হয়, তবে অবশ্য প্রদেয়। শ্লেষ্মরোগে প্রাতঃকালে, পিত্তরোগে মধ্যাহ্নে ও বাতরোগে অপরাহ্নে বা রাত্রিতে নস্য প্রযোজ্য।

স্বস্থবৃত্তে তু পূর্ব্বাহ্নে শরৎকালবসন্তয়োঃ। শীতে মধ্যন্দিনে গ্রীষ্মে সায়ং বর্ষাসু সাতপে।।

সুস্থাবস্থায়, শরৎ ও বসন্তকালে পূর্ব্বাহ্নে, শীতকালে (হেমন্ত ও শীতঋতুতে) মধ্যাহ্নে, গ্রীষ্মকালে সায়াহ্নে এবং বর্ষাকালে রৌদ্রবিশিষ্ট দিনে নস্য গ্রহণীয়।

বাতাভিভূতে শিরসি হিক্কায়ামপতানকে। মন্যাস্তম্ভে স্বরভ্রংশে সায়ং প্রাতর্দিনে দিনে। একাহান্তরমন্যত্র সপ্তাহে চ তদাচরেৎ।।

হিক্কা, অপতানক, মন্যাস্তম্ভ ও স্বরভ্রংশরোগে এবং মস্তক বাতাভিভূত হইলে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে নস্য লইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য রোগে এক দিন অন্তর এক সপ্তাহ নস্য গ্রহণীয়। সপ্তাহের পর নস্য বিধেয় নহে।

স্নিগ্ধস্বিন্নোত্তমাঙ্গস্য প্রাক্‌কৃতাবশ্যকস্য চ। নিবাতশয়নস্থস্য জত্রূর্দ্ধং স্বেদয়েৎ পুনঃ।। অথোত্তানর্জ্জুদেহস্য পাণিপাদে প্রসারিতে। কিঞ্চিদুন্নতপাদস্য কিঞ্চিন্মূর্দ্ধনি নামিতে।। নাসাপুটং পিধায়ৈকং পর্য্যায়েণ নিষেচয়েৎ। উষ্ণাম্বুতপ্তং ভৈষজ্যং প্রণাড্যা পিচুনাথবা।।

নস্যগ্রহণের পূর্ব্বক্রিয়া। অগ্রে স্নেহ দ্বারা মস্তক স্নিগ্ধ ও স্বেদ দ্বারা স্বিন্ন করিয়া মল, মূত্র ও দন্তধাবনাদি অবশ্যকরণীয় কার্য্যসকল সমাপনানন্তর নিবাত স্থানে শয়নপূর্ব্বক জত্রুর ঊর্ধ্বভাগে পুনরায় স্বেদগ্রহণ করিবে। তদনন্তর উত্তান (চিৎ) ও ঋজুদেহ হইয়া হস্ত-পদ প্রসারিত, কিন্তু পা কিছু উন্নত ও মস্তক কিঞ্চিৎ নমিত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে এক নাসাপুট টিপিয়া অন্য নাসাপুটে নল বা কার্পাসাদিময় পলিতা দ্বারা উষ্ণজল-সন্তপ্ত ভৈষজ্য প্রয়োগ করিবে।

দত্তে পাদতলস্কন্ধ-হস্তকর্ণাদি মর্দ্দয়েৎ। শনৈরুচ্ছিদ্য নিষ্ঠীবেৎ পার্শ্বয়োরুভয়োস্ততঃ।।

নস্য প্রদত্ত হইলে পদতল, স্কন্ধ, হস্ত ও কর্ণাদি ঘর্ষণ করিবে এবং ঘর্ষণানন্তর ক্রমে-ক্রমে নাসিকার উভয় রন্ধ্র দ্বারা নিষ্ঠীবন করিবে।

আ ভেষজক্ষয়াদেবং দ্বিস্ত্রির্বা নস্যমাচরেৎ। মূর্চ্ছায়াং শীততোয়েন সিঞ্চেৎ পরিহরন্ শিরঃ।।

পূর্ব্বোক্ত ক্রমে নস্য লওয়া হইলে যখন ঔষধক্ষয় হইবে, তখন প্রয়োজনানুসারে আরও দুই বা তিনবার নস্য লইবে। কিন্তু যদি ঔষধের তীক্ষ্ণতায় মূর্চ্ছা হয়, তাহা হইলে মস্তক ভিন্ন অপর সমস্ত অঙ্গে শীতল বারি সেচন করিবে।

স্নেহং বিরেচনস্যান্তে দদ্যাদ্ দোষাদ্যপেক্ষয়া। নস্যান্তে বাক্‌শতং তিষ্ঠেদুত্তানো ধারয়েৎ ততঃ।। ধূমং পীত্বা কবোষ্ণাম্বু-কবলান্ কণ্ঠশুদ্ধয়ে। সম্যক্ স্নিগ্ধে সুখোচ্ছ্বাস-স্বপ্নবোধাক্ষিপাটবম্।।

শিরোবিরেচনান্তে দেশ, দোষ সাত্ম্যাদি বিবেচনাপূর্ব্বক মস্তকে স্নেহপ্রয়োগ করিবে এবং শত মাত্রা (প্রায় ২ মিনিট-কাল) উত্তানভাবে অবস্থান করিয়া পরে ধূমপান ও কণ্ঠশুদ্ধির জন্য ঈষদুষ্ণ জলের কবল করিবে। মস্তক সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে সুখোচ্ছ্বাস, নিদ্রা, জাগরণ ও চক্ষুর পটুতা হয়।

রুক্ষেঽক্ষিস্তব্ধতা শোষো নাসাস্যে মূর্দ্ধশূন্যতা। স্নিগ্ধেঽতি কণ্ডুগুরুতা প্রসেকারুচিপীনসাঃ।।

মস্তক রুক্ষ হইলে চক্ষুর স্তব্ধতা, মুখ ও নাসিকার শোষ এবং মস্তক শূন্য হয়। অতিস্নিগ্ধ হইলে কণ্ডু, দেহভার, মুখস্রাব, অরুচি ও পীনস হইয়া থাকে।

সুবিরিক্তেঽক্ষিলঘুতা-স্বরবক্ত্র বিশুদ্ধয়ঃ। দুর্ব্বিরিক্তে গদোদ্রেকঃ ক্ষামতাতিবিরেচিতে।।

মস্তক সুবিরিক্ত হইলে চক্ষুর লঘুতা, স্বর ও মুখের শুদ্ধি; দুর্ব্বিরিক্ত হইলে রোগাধিক্য এবং অতিবিরিক্ত হইলে কৃশতা হয়।

প্রতিমর্শঃ ক্ষতক্ষাম-বালবৃদ্ধসুখাত্মসু। প্রযোজ্যোঽকালবর্ষেঽপি ন ত্বিষ্টো দুষ্টপীনসে। মদ্যপীতেঽবলশ্রোত্রে ক্রিমিদূষিতমূর্দ্ধনি। উৎকৃষ্টোৎক্লিষ্টদোষে চ হীনমাত্রতয়া হি সঃ।।

অকালবর্ষণ হইলেও প্রতিমর্শ নস্য (ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) ক্ষতক্ষীণ, বালক, বৃদ্ধ ও সুখী

ব্যক্তিদিগকে প্রদান করিবে। কিন্তু যাহারা দুষ্ট পীনসরোগগ্রস্ত, মদ্যপায়ী, দুর্ব্বলশ্রোত্র, ক্রিমি-দূষিত মস্তক ও কুপিত প্রচল দোষাক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে উহা ইষ্ট নহে, কারণ প্রতিমর্শের মাত্রা হীন। হীনমাত্রা দ্বারা উহাদের দোষের শান্তি না-হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

নিশাহর্ভুক্তবান্তাহঃ-স্বপ্নাধ্বশ্রমরেতসাম্। শিরোহ্ভ্যঞ্জনগণ্ডূষ প্রস্রাবাঞ্জনবর্চ্চসাম্। দন্তকাষ্ঠস্য হাসস্য যোজ্যোহন্তেহসৌ দ্বিবিন্দুকঃ।।

রাত্রি দিবাভোজন, বমন, দিবানিদ্রা, পথপর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন, শিরোহ্ভ্যঞ্জন (মস্তকে তৈলমর্দ্দন), গণ্ডূষধারণ, প্রস্রাব, অঞ্জনগ্রহণ, মলত্যাগ, দন্তধাবন ও হাস্য, ইহাদের অন্তে প্রতিমর্শ নস্য প্রযোজ্য। এই প্রতিমর্শ নস্য দ্বিবিন্দু-পরিমিত।

পঞ্চসু স্রোতসাং শুদ্ধিঃ ক্লমনাশস্ত্রিষু ক্রমাৎ। দৃগ্‌বলং পঞ্চসু ততো দন্তদার্ঢ্যং মরুচ্ছমঃ।।

উপরিউক্ত পঞ্চদশপ্রকার কালের মধ্যে রাত্রি দিবাভোজন, বমন ও দিবানিদ্রা, এই পাঁচপ্রকার কালের অন্তে প্রতিমর্শ নস্য গ্রহণ করিলে স্রোতঃশুদ্ধি; পথপর্য্যটন, পরিশ্রম, মৈথুন এই ত্রিবিধ কালান্তে প্রতিমর্শ প্রযুক্ত হইলে শ্রমনাশ; শিরোহ্ভ্যঞ্জন, গণ্ডূষধারণ, প্রস্রাব, অঞ্জন-গ্রহণ ও মলত্যাগ, এই পঞ্চবিধ কালান্তে উহা যোজিত হইলে দৃষ্টির বল এবং দন্তধাবন ও হাস্যান্তে গৃহীত হইলে দন্তের দৃঢ়তা ও বায়ুর শমতা হয়।

ন নস্যমূনসপ্তাব্দে নাতীতাশীতিবৎসরে। ন চোনাষ্টাদশে ধূমঃ কবলো নোনপঞ্চমে। ন শুদ্ধিরূনদশমে ন চাতিক্রান্তসপ্ততৌ।।

সপ্তমবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে এবং অশীতিবর্ষ বয়সের পরে নস্যগ্রহণ, অষ্টাদশবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ধূমপান, পঞ্চমবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে কবলধারণ এবং দশমবর্ষ বয়সের পূর্ব্বে ও সপ্ততিবর্ষ বয়সের পরে শুদ্ধি (বমন-বিরেচনাদি) কার্য্য কর্ত্তব্য নহে।

আজন্মমরণং শস্তঃ প্রতিমর্শস্তু বস্তিবৎ। মর্শবচ্চ গুণান্ কুর্য্যাৎ স হি নিত্যোপসেবনাৎ। ন চাত্র যন্ত্রণা নাপি ব্যাপদ্ভ্যো মর্শবদ্ ভয়ম্।।

বস্তির ন্যায় প্রতিমর্শও জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত হিতজনক। নিত্য সেবনহেতু ইহা মর্শের ন্যায় গুণকর হয়। কিন্তু ইহাতে যন্ত্রণা নাই এবং মর্শের অক্ষিস্তব্ধাদি যে-সকল ব্যাপৎ আছে, তাহারও ভয় নাই।

তৈলমেব চ নস্যার্থে নিত্যাভ্যাসেন শস্যতে। শিরসঃ শ্লেষ্মধামত্বাৎ স্নেহাঃ স্বস্থস্য নেতরে।।

মস্তক শ্লেষ্মার স্থান, অতএব সুস্থ ব্যক্তির শ্লেষ্মঘ্ন তৈলই নিত্য নস্যার্থ ব্যবহার করা প্রশস্ত। অন্যান্য স্নেহ শ্লেষ্মজনক, সুতরাং সে সকল ব্যবহার্য্য নহে। (নিত্যাভ্যাসহেতু প্রতিমর্শ যেমন উপকারক, তৈলের নস্যও তেমনই হিতকর জানিবে)।

আশু কৃচ্ছিরকারিত্বং গুণোৎকর্ষাপকৃষ্টতা। মর্শে চ প্রতিমর্শে চ বিশেষো ন ভবেদ্ যদি।। কো মর্শং সপরীহারং সাপদঞ্চ ভজেৎ ততঃ। অচ্ছপানবিচারাখ্যৌ কুটীবাতাতপস্থিতী। অন্বাসমাত্রাবস্তী চ তদ্বদেব চ নির্দ্দিশেৎ।।

প্রতিমর্শ নস্য যদি নিত্য সেবন করিলে মর্শের ন্যায় গুণকারী হয় এবং উহাদের উপকারিতা বিষয়ে কোন বিশেষ না-থাকে, তবে যে মর্শখ্য নস্যসেবনে শীতল জলসেকাদি পরিহাররূপ নানা নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় এবং যাহাতে অক্ষিস্তব্ধাদি বিবিধ ব্যাপত্তি ঘটে, সে মর্শ

নস্য কেন লোকে সেবন করিবে? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মর্শ আশুকারী, অর্থাৎ শীঘ্র দোষ নির্হরণ করে, প্রতিমর্শ চিরকারী অর্থাৎ বিলম্বে দোষ হরণ করে, অতএব আশু দোষনির্হরণ-হেতু মর্শের গুণোৎকর্ষ এবং বিলম্বে দোষনির্হরণ-নিবন্ধন প্রতিমর্শের গুণাপকর্ষ আছে, উভয়ের এই মাত্র প্রভেদ। অতএব যে-ব্যক্তি আশু সুখোচ্ছ্বাসাদি উপকার পাইবার ইচ্ছা করেন, তাহার মর্শ-নামক স্নেহনস্যগ্রহণই প্রয়োজন। এইরূপ স্নেহাধ্যায়োক্ত অচ্ছপান ও বিচারণা, রসায়ন-যোগে কুটীপ্রবেশস্থিতি ও বাতাতপাদির অপরিহারস্থিতি এবং অনুবাসন ও মাত্রাবস্তি ইহারাও চিরকারী-শীঘ্রকারিত্বাদি গুণেই প্রভিন্ন হইয়া থাকে।

অণুতৈলম্

জীবন্তীজলদেবদারুজলদত্বক্‌সেব্যগোপীহিমং দার্ব্বীত্বঙ্‌মধুকপ্লবাগুরুবরা[১] পুণ্ড্রাহ্ববিল্বোৎপলম্। ধাবন্যৌ সুরভিঃ স্থিরে ক্রিমিহরং পত্রং ত্রুটীং রেণুকং কিঞ্জল্কং কমলাহ্বয়ং[২] শতগুণে দিব্যেহ্ম্ভসি কাথয়েৎ।। তৈলাদ্রসং দশগুণং পরিশেষ্য তেন তৈলং পচেচ্চ সলিলেন দশৈব বারান্। পাকে ক্ষিপেচ্চ দশমে সমমাজদুগ্ধং নস্যং মহাগুণমুশন্ত্যণুতৈলমেতৎ।।

জীবন্তী, বালা, দেবদারু, মুতা, গুড়ত্বক, বেণার মূল, অনন্তমূল, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রার ত্বক, যষ্টিমধু, গন্ধতৃণ, অগুরু, ত্রিফলা, (পাঠান্তরে শতমূলী), পৌণ্ডরীক, বিল্ব, উৎপল (কুমুদ), বৃহতী, কণ্টকারী, শল্লকী (কুন্দুরকী), শালপাণি, চাকুলে, বিড়ঙ্গ, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, রেণুক, নাগকেশর, পদ্মরেণু (পাঠান্তরে বেড়েলা); এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া শতগুণ বৃষ্টির জলে ক্বাথ করিবে এবং তৈলের দশগুণ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ দ্বারা দশবার তৈল পাক করিবে, দশম পাকে তৈলসম ছাগদুগ্ধ দিয়া উহা পুনঃপাক করিবে। এইরূপে পক্ক তৈলকে অণুতৈল কহে। এই তৈল নস্যপ্রয়োগে শ্রেষ্ঠ। ইহা অণু অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়স্রোতে প্রবেশ করে বলিয়া ইহাকে অণুতৈল কহিয়া থাকে।

ঘনোন্নতপ্রসন্নত্বক্-স্কন্ধগ্রীবাস্যবক্ষসঃ। দৃঢ়েন্দ্রিয়াস্ত্বপলিতা ভবেয়ুর্নস্যশীলিনঃ।।

নস্যশীল ব্যক্তিদিগের ত্বক স্কন্ধ গ্রীবা মুখ ও বক্ষ, ঘন উন্নত ও নির্ম্মল, ইন্দ্রিয়সকল দৃঢ় এবং কেশাদি অকালপক্কতা বর্জ্জিত হয়।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে পঞ্চকর্ম্মবিধিঃ।

---

১. বরীতি পাঠান্তরম্। ২. কমলাদ্ বলামিতি পাঠান্তরম্।

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ স্বস্থো রক্ষার্থমায়ুষঃ। শরীরচিন্তাং নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতশৌচবিধিস্ততঃ।। অর্কন্যগ্রোধখদির-করঞ্জককুভাদিকম্। প্রাতর্ভুক্ত্বা চ মৃদ্বগ্রং কষায়কটুতিক্তকম্। ভক্ষয়েদ্ দন্তপবনং দন্তমাংসান্যবাধয়ন্।।

সুস্থ ব্যাক্তি স্বকীয় জীবনপালনার্থ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে) শয্যা পরিত্যাগ করিবে। এবং ভুক্ত দ্রব্যের জীর্ণাজীর্ণাদিভাব বিবেচনা করিয়া মলমূত্রত্যাগাদি শৌচক্রিয়া নির্ব্বাহকরণানন্তর আকন্দ, বট, খদির, ডহরকরঞ্জ ও অর্জ্জুনাদি গাছের কিংবা কটু-তিক্ত-কষায়রসযুক্ত অন্য কোন বৃক্ষের কাষ্ঠিকার অগ্রভাগ উত্তমরূপ চর্ব্বণ করিয়া এরূপে দন্তধাবন করিবে যেন দন্তমাংস ঘৃষ্ট না-হয়। প্রাতঃকালে ও আহারান্তে দন্তধাবন বিধেয়।

নাদ্যাদজীর্ণবমথু-শ্বাসকাসজ্বরার্দ্দিতী। তৃষ্ণাস্যপাকহৃন্নেত্র-শিরঃকর্ণাময়ী চ তৎ।।

যে-সকল ব্যক্তি অজীর্ণ, বমন, শ্বাস, কাস, জ্বর, অর্দ্দিত, তৃষ্ণা, মুখপাক, হৃদ্রোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও কর্ণরোগে আক্রান্ত, তাহাদের পক্ষে দন্তধাবন নিষিদ্ধ।

সৌবীরমঞ্জনং নিত্যং হিতমক্ষ্ণোস্ততো ভজেৎ। লোচনে ভবতস্তেন সুস্নিগ্ধে ঘনপক্ষ্মণী। ব্যক্তত্রিবর্ণে বিমলে মনোজ্ঞে সূক্ষ্মদর্শনে।।

সৌবীরাঞ্জন নেত্রের হিতকর, অতএব নিত্যই নেত্রে ঐ অঞ্জন ব্যবহার করিবে। ইহাতে চক্ষু সুস্নিগ্ধ, বিমল, মনোহর, সূক্ষ্ম দর্শনক্ষম ও ঘনপক্ষ্মবিশিষ্ট হয় এবং চক্ষুর বর্ণত্রয় অর্থাৎ শ্বেত কৃষ্ণ ও লোহিতবর্ণ সুব্যক্ত হইয়া থাকে।

চক্ষুস্তেজোময়ং তস্য বিশেষাৎ শ্লেষ্মতো ভয়ম্। যোজয়েৎ সপ্তরাত্রেহস্মাৎ স্রাবণার্থে রসাঞ্জনম্।।

চক্ষু তেজোময় পদার্থ, সুতরাং তেজোবিরোধী শ্লেষ্মা হইতে ইহার অনিষ্টের বিশেষ আশঙ্কা। অতএব সাতদিন অন্তর জলস্রাবণার্থ চক্ষুতে অঞ্জনপ্রয়োগ করিবে।

অভ্যঙ্গমাচরেন্নিত্যং স জরাশ্রমবাতহা। দৃষ্টিপ্রসাদপুষ্ট্যায়ুঃ-স্বপ্নসুত্বক্ত দার্ঢ্যকৃৎ।। শিরঃশ্রবণপাদেষু তং বিশেষেণ শীলয়েৎ।। নিত্যগ্রহণঞ্চোপলক্ষণার্থম্, তেন অভ্যাসবশাদেকদ্বিত্রিদিনান্তরমপি যথোচিতমাচরতোঽপি ন দোষঃ।

নিত্য তৈলাভ্যঙ্গ করিবে (অভ্যাসবশত ১, ২ বা ৩ দিন অন্তর তৈলাভ্যঙ্গে দোষ নাই)। তৈলাভ্যঙ্গে জরা শ্রান্তি ও বায়ুর নাশ, দৃষ্টির বিমলতা, দেহের পুষ্টি, আয়ুর বৃদ্ধি, সুনিদ্রা এবং ত্বকের সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তা হইয়া থাকে। মস্তক, কর্ণ ও পাদদেশে বিশেষরূপে তৈলমর্দ্দন করিবে।

বর্জ্জ্যোঽভ্যঙ্গঃ কফগ্রস্ত-কৃতসংশুদ্ধ্যজীর্ণিভিঃ।।

যাহারা কফগ্রস্ত, যাহারা অজীর্ণরোগাক্রান্ত কিংবা যাহারা বমন-বিরেচনাদি শোধনক্রিয়া করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

লাঘবং কর্ম্মসামর্থ্যং দীপ্তোঽগ্নির্মেদসঃ ক্ষয়ঃ। বিভক্তঘনগাত্রত্বং ব্যায়ামাদুপজায়তে।।

ব্যায়াম দ্বারা দেহের লঘুতা, কর্ম্মে সামর্থ্য, অগ্নির দীপ্তি ও মেদের ক্ষয় হয় এবং শরীর সুবিভক্ত ও দৃঢ় হইয়া থাকে।

বাতপিত্তাময়ী বালো বৃদ্ধোঽজীর্ণী চ তং ত্যজেৎ।

বাতরোগী, পিত্তরোগী বা বাতপিত্তরোগীদের এবং বালক (ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত), বৃদ্ধ (সপ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমের পর) ও অজীর্ণরোগগ্রস্ত ব্যক্তির ব্যায়াম করা কর্ত্তব্য নহে।

অর্দ্ধশক্ত্যা নিষেব্যস্তু বলিভিঃ স্নিগ্ধভোজিভিঃ। শীতকালে বসন্তে চ মন্দমেব ততোঽন্যদা। তং কৃত্বানুসুখং দেহং মর্দ্দয়েচ্চ সমন্ততঃ।।

স্নিগ্ধভোজী ও বলবান্ ব্যক্তি অর্দ্ধবলে অর্থাৎ শ্রান্তিবোধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যায়াম করিবে। শীত ও বসন্তঋতুই ব্যায়াম করিবার প্রশস্ত সময়। অন্য ঋতুতে অল্প পরিমাণে ব্যায়াম করা বিধেয়। ব্যায়ামের পর সর্ব্বশরীর সুখজনকরূপে মর্দ্দন করিবে।

তৃষ্ণা ক্ষয়ঃ প্রতমকো রক্তপিত্তং শ্রমঃ ক্লমঃ। অতিব্যায়ামতঃ কাসো জ্বরশ্ছর্দ্দিশ্চ জায়তে।।

অধিক পরিমাণে ব্যায়াম করিলে তৃষ্ণা, ক্ষয়, প্রতমক, রক্তপিত্ত, শ্রান্তি, ক্লান্তি, কাস, জ্বর ও বমিরোগ উৎপন্ন হয়।

উদ্বর্ত্তনং কফহরং মেদসঃ প্রবিলায়নম্। স্থিরীকরণমঙ্গানাং ত্বক্প্রসাদকরং পরম্।।

ব্যায়ামানন্তর উদ্বর্ত্তন করিবে। (তৈলাভ্যক্ত শরীরে আমলকী ও হরিদ্রাদি মর্দ্দন করাকে উদ্বর্ত্তন কহে)। উদ্বর্ত্তন দ্বারা কফের নাশ, মেদের বিলয়, অঙ্গের দৃঢ়তা ও ত্বকের বৈমল্য সম্পাদিত হয়।

দীপনং বৃষ্যমায়ুষ্যং স্নানমূর্জ্জোবলপ্রদম্। কণ্ডূমলশ্রমস্বেদ-তন্দ্রাতৃড়্দাহপাপ্মজিৎ।।

উদ্বর্ত্তনানন্তর স্নান করিবে। স্নান অগ্নির দীপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, উৎসাহ ও বলপ্রদ এবং কণ্ডূ মল শ্রান্তি স্বেদ তন্দ্রা তৃষ্ণা দাহ ও পাপনাশক।

উষ্ণাম্বুনাধঃকায়স্য পরিষেকো বলাবহঃ। তেনৈব চোত্তমাঙ্গস্য বলহৃৎ কেশচক্ষুষাম্।।

উষ্ণ জল দ্বারা অধঃকায়ের পরিষেক করিলে শরীরের বলবৃদ্ধি হয়, কিন্তু উহা দ্বারা মস্তকের পরিষেক করিলে কেশের ও চক্ষুর বলহানি হইয়া থাকে।

স্নানমর্দ্দিতনেত্রাস্য-কর্ণরোগাতিসারিষু। আধ্মানপীনসাজীর্ণ-ভুক্তবৎসু চ গর্হিতম্।।

অর্দ্দিতরোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, অতিসার, উদরাধ্মান, পীনস ও অজীর্ণরোগে এবং আহারের পরে স্নান নিষিদ্ধ।

কেশপাশে প্রকুর্ব্বীত প্রসাধন্যা প্রসাধনম্। কেশপ্রসাধনং কেশ্যং রজোজন্তুমলাপহম্।।

প্রত্যহ কঙ্কতিকা (চিরুণি) দ্বারা কেশপ্রসাধন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু কেশপ্রসাধন দ্বারা কেশের হিতসাধন হয় এবং তত্রস্থ ধূলি, ক্রিমি (উকুন) ও মল দূরীভূত হইয়া থাকে।

আদর্শালোকনং প্রোক্তং মাঙ্গল্যং কান্তিকারকম্। পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং পাপালক্ষ্মীবিনাশনম্।।

দর্পণে (আরসিতে) বদন-দর্শন মঙ্গলকর, কান্তিজনক, পুষ্টিকারক, বলকারক, পরমায়ুবর্দ্ধক এবং পাপ ও অলক্ষ্মী (দুর্ভাগ্য)-বিনাশক।

জীর্ণে হিতং মিতঞ্চাদ্যান্ন বেগানীরয়েদ্ বলাৎ। ন বেগিতোঽন্যকার্য্যঃ স্যান্নাজিত্বা সাধ্যমাময়ম্।।

ভুক্ত আহার সম্যক্ পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে, তখন হিতজনক পরিমিত অন্নভোজন করিবে। মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত হইলে উহা ত্যাগ না-করিয়া অন্য কার্য্য করিবে না। আর সাধ্য-লক্ষণাক্রান্ত রোগ উপস্থিত হইলে তাহারও শান্তি না-করিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইবে না।

সুখার্থাঃ সর্ব্বভূতানাং মতাঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ। সুখঞ্চ ন বিনা ধর্ম্মাৎ তস্মাদ্ধর্ম্মপরো ভবেৎ।।

সকলেই সুখজনক কর্ম্ম বাঞ্ছা করে, কিন্তু ধর্ম্ম বিনা সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব সকলেরই ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া উচিত।

ভক্ত্যা কল্যাণমিত্রাণি সেবেতেতরদূরগঃ।।

কল্যাণজনক কার্য্যে উপদেশাদি প্রদান করিয়া যাঁহারা সহায়তা করেন, সেই কল্যাণমিত্রদিগকে ভক্তির সহিত সেবা করিবে। এবং যাহারা পাপজনক কার্য্যে সহায়তা করে, তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে।

হিংসা স্তেয়ান্যথাকামং পৈশুন্যং পরুষানৃতে। সংভিন্নালাপব্যাপাদমভিধ্যা দৃগ্বিপর্য্যয়ম্। পাপং কর্ম্মেতি দশধা কায়বাঙ্মানসৈস্ত্যজেৎ।।

হিংসা চৌর্য্য ও গুরুদার-গমনাদি নিষিদ্ধ কামসেবা এই ত্রিবিধ কায়িক পাক; পৈশুন্য (পরভেদ-কারক বাক্য), কর্কশ বচন, অসত্য কথন ও অসম্বদ্ধ বাক্য এই চারিপ্রকার বাচনিক পাপ; প্রাণীবধের চিন্তা, পরগুণাদিতে অসহিষ্ণুতা ও নাস্তিকতা এই ত্রিবিধ মানসিক পাপ। কায়িক বাচনিক ও মানসিক এই দশবিধ পাপকে কায়মনোবাক্যে পরিত্যাগ করিবে।

অবৃত্তিব্যাধিশোকার্ত্তাননুবর্ত্তেত শক্তিতঃ।

নিরুপায়, রোগী ও শোকার্ত্ত ব্যক্তির যথাসাধ্য উপকার করিবে।

আত্মবৎ সততং পশ্যেদপি কীটপিপীলিকম্।।

অপরের কথা দূরে থাকুক, কীট-পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকেও আত্মবৎ দর্শন করিবে।

অর্চ্চয়েদ্ দেবগোবিপ্র-বৃদ্ধবৈদ্যনৃপাতিথীন্।

দেবতা, গো, বিপ্র, বৃদ্ধ, বৈদ্য, রাজা ও অতিথির অর্চ্চনা করিবে।

বিমুখান্ নার্থিনঃ কুর্য্যান্নাবমন্যেত নাক্ষিপেৎ।।

প্রার্থিদিগকে বিমুখ করিবে না, অবমাননা করিবে না এবং কর্কশবাক্যে তাড়াইয়া দিবে না।

উপকারপ্রধানঃ স্যাদপকারপরেহপ্যরৌ।।

অপকারপর শত্রুর প্রতিও উপকারপর হইবে।

সম্পদ্বিপৎস্বেকমনা হেতাবীর্ষ্যেৎ ফলে ন তু।।

সম্পদে ও বিপদে সমচিত্ত হইবে। হেতুতে ঈর্ষ্যা করিবে, কিন্তু ফলে ঈর্ষ্যা করিবে না অর্থাৎ 'ইনি বিদ্বান ও দানাদি ধর্ম্মপরায়ণ, আমিও কেন ইহার মত না-হইব' এইরূপ ঈর্ষ্যা করা ভালো, কিন্তু কাহারও বিদ্যা ও দানাদির ফলস্বরূপ ধন এবং যশে ঈর্ষ্যা করা কর্ত্তব্য নহে।

কালে হিতং মিতং ব্রূয়াদবিসংবাদি পেশলম্। পূর্ব্বাভিভাষী সুমুখঃ সুশীলঃ করুণামৃদুঃ।।

কালে অর্থাৎ যখন কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইবে তখন হিতজনক, পরিমিত, সত্য ও মনোজ্ঞ বাক্য কহিবে। পূর্ব্বালাপী, সুমুখ (গতভ্রূকুটি), সুশীল ও আর্দ্রচিত্ত হইবে।

ন কশ্চিদাত্মনঃ শত্রুং নাত্মানং কস্যচিদ্রিপুম্। প্রকাশয়েন্নাপমানং ন চ নিঃস্নেহতাং প্রভোঃ।।

এ ব্যক্তি আমার শত্রু অথবা আমি ইহার শত্রু, ইহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। স্বকীয় অপমান এবং প্রভুর নিঃস্নেহতাও কাহাকে বলিবে না।

জনস্যাশয়মালক্ষ্য যো যথা পরিতুষ্যতি। তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ।।

পরসেবাভিজ্ঞ ব্যক্তি লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া যে যাহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকেন।

ন পীড়য়েদিন্দ্রিয়াণি ন চৈতান্যতিলালয়েৎ।।

রসনাদি ইন্দ্রিয়দিগকে কুৎসিত অন্নাদি দ্বারা নিগ্রহ করিবে না, অথবা প্রলোভন দ্রব্যাদি দ্বারাও ইহাদের অতিশয় বিলাস সম্পাদন করিবে না।

ত্রিবর্গশূন্যং নারম্ভং ভজেৎ তং চাবিরোধয়ন্। অনুযায়াৎ প্রতিপদং সর্ব্বধর্ম্মেষু মধ্যমাম্।।

যাহা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ-বিরহিত, এরূপ কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না এবং এরূপ কার্য্য করিবে, যাহা ঐ ত্রিবর্গের কাহারও বিরোধী না-হয়। সর্ব্বপ্রকার আচার-ব্যবহারেই মধ্যমা বৃত্তি অবলম্বন করিবে। কোন এক বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইবে না অর্থাৎ কিছুতেই গোঁড়ামি করিবে না।

নীচরোমনখশ্মশ্রু-নির্ম্মলাঙ্ঘ্রিমলায়নঃ।।

কেশ নখ ও শ্মশ্রু যথাবিহিত কর্ত্তিত করিবে এবং চরণ ও মলনির্গম-পথসকল পরিষ্কৃত রাখিবে।

উৎপাটয়েৎ তু লোমানি নাসায়া ন কদাচন। তদুৎপাটনতো দৃষ্টের্দৌর্ব্বল্যং ত্বরয়া ভবেৎ।।

নাসিকার লোম উৎপাটন করিবে না, কেননা নাসিকার লোম উৎপাটন করিলে অতি সত্বরই চক্ষুর বলহানি হয়।

স্নানশীলঃ সুসুরভিঃ সুবেশোঽনুল্বণোজ্জ্বলঃ। ধারয়েৎ সততং রত্ন-সিদ্ধমন্ত্রমহৌষধীঃ।।

নিত্য স্নান করিবে। চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্যে চর্চ্চিতদেহ ও অনুদ্ধত-বেশ হইবে, মনোহর উজ্জ্বল বসন পরিধান করিবে এবং রত্ন, সিদ্ধমন্ত্র (ইষ্টকবচাদি) ও মহৌষধ সতত ধারণ করিবে।

সাতপত্রপদত্রাণো বিচরেদ্ যুগমাত্রদৃক্।।

গমনকালে ছত্র ও পদত্রাণ (জুতা, খড়ম) ব্যবহার করিবে এবং সম্মুখে চারি হস্ত পর্য্যন্ত স্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিচরণ করিবে।

নিশি চাত্যয়িকে কার্য্যে দণ্ডী মৌলী সহায়বান্।।

বিশেষ কার্য্যানুরোধে রাত্রিতে গমন করিতে হইলে হস্তে যষ্টি ও মস্তকে উষ্ণীষ ধারণপূর্ব্বক সহায়বান্ হইয়া যাইবে।

নাসংবৃতমুখঃ কুর্য্যাৎ ক্ষুতহাস্যবিজৃম্ভনম্। নাসিকাং ন বিকুষ্ণীয়ান্নাকস্মাদ্ বিলিখেদ্ ভুবম্। নাঙ্গৈশ্চেষ্টেত বিগুণং নাসীতোৎকটকস্থিতঃ।।

হস্তাদি দ্বারা মুখ আবৃত না-করিয়া হাঁচিবে না, হাস্য করিবে না ও হাই তুলিবে না। প্রয়োজন না-হইলে নাক ঝাড়িবে না, বিনা কারণে মাটিতে দাগ কাটিবে না, হস্তপদাদি দ্বারা বিকৃত ভঙ্গী করিবে না এবং পদদ্বয়ের গোড়ালি গুহ্যদ্বারে স্থাপন করিয়া উৎকটভাবে বসিবে না।

দেহবাক্‌চেতসাং চেষ্টাঃ প্রাক্ শ্রমাদ্ বিনিবর্ত্তয়েৎ। নোর্দ্ধজানুশ্চিরং তিষ্ঠেন্নক্তং সেবেত ন দ্রুমম্।। তথা চত্বরচৈত্যান্তশ্চতুষ্পথসুরালয়ান্। সূনাটবীশূন্যগৃহং শ্মশানানি দিবাপি ন।। সর্ব্বথেক্ষেত নাদিত্যং ন ভারং শিরসা বহেৎ। নেক্ষেত প্রততং সূক্ষ্মং দীপ্তামেধ্যাপ্রিয়াণি চ।। মদ্যবিক্রয়সন্ধান দানাদানানি নাচরেৎ।।

শ্রান্তি অর্থাৎ ঘর্ম্মোৎপত্তির পূর্ব্বেই কায়িক বাচনিক ও মানসিক কার্য্য হইতে বিরত হইবে। ঊর্ধ্বজানু হইয়া অধিকক্ষণ থাকিবে না। রাত্রিকালে বৃক্ষমূলে, চত্বর[১]-সমীপে (চত্বর অর্থাৎ যেখানে গ্রামবাসী লোকেরা মিলিত হইয়া নানাবিধ কথোপকথন করে), চৈত্যস্থানে (গ্রামস্থ কোন প্রসিদ্ধ পূজার বৃক্ষতলে), চতুষ্পথে ও দেবগৃহে অবস্থান করিবে না। বধ্যভূমি বন বা নির্জ্জন স্থান, শূন্যগৃহ ও শ্মশান এই সকল স্থানে দিবসেও থাকিবে না। উদয়কালে, অস্তগমন-সময়ে বা গ্রহণসময়ে সূর্য্যের প্রতিবিম্বও দেখিবে না। মস্তক দ্বারা ভারবহন করিবে না। সূক্ষ্ম বস্তু, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাদি, বিষ্ঠা প্রভৃতি অপবিত্র দ্রব্য বা অপ্রিয় বস্তু নিরন্তর দর্শন করিবে না। মদ্যবিক্রয়, মদ্য চোয়ানো ও মদ্যের আদানপ্রদান করিবে না।

পুরোবাতাতপরজস্তুষারপরুষানিলান্। অনৃজুঃ ক্ষবথূদ্গার কাসস্বপ্নান্নমৈথুনম্।। কুলচ্ছায়ানৃপদ্বিষ্ট-ব্যালদংষ্ট্রিবিষাণিনঃ। হীনানার্য্যাতিনিপুণ-সেবাং বিগ্রহমুত্তমৈঃ।। সন্ধ্যাস্বভ্যবহারস্ত্রী-স্বপ্নাধ্যয়নচিন্তনম্। শত্রুসত্রগণাকীর্ণ-গণিকাপণিকাশনম্।। গাত্রবক্ত্রনখৈর্বাদ্যং হস্তকেশাবধূননম্। তোয়াগ্নিপূজ্যমধ্যেষু যানং ধূমং শবাশ্রয়ম্। মদ্যাতিসক্তিং বিশ্রম্ভ-স্বাতন্ত্র্যে স্ত্রীষু চ ত্যজেৎ।।

পূর্ব্ববায়ু বা সম্মুখবায়ু, আতপ, ধূলি, তুষার ও অস্নিগ্ধবায়ু সেবন করিবে না। বক্রদেহ হইয়া

১. মতান্তরে রণভূমি।

হাঁচিবে না, উদ্গার তুলিবে না, কাসিবে না, নিদ্রা যাইবে না, আহার ও মৈথুন করিবে না। নদীতীরবর্ত্তী বৃক্ষচ্ছায়া, নৃপদ্বিষ্ট ব্যক্তি, দুষ্ট অশ্বগজাদি ব্যাল, ব্যাঘ্রসর্পাদি দংষ্ট্রী, গো-মহিষাদি শৃঙ্গী, ইহাদের সান্নিধ্য ত্যাগ করিবে। নীচ অসাধু ও অতিনিপুণ সেবা এবং উত্তমের সহিত বিগ্রহ করিবে না। সায়ংকালে আহার, স্ত্রীসঙ্গ, নিদ্রা ও শাস্ত্রচিন্তা করিবে না। শত্রুদত্ত অন্ন, যজ্ঞীয় অন্ন, জনাকীর্ণ স্থানের অন্ন, বেশ্যার অন্ন ও হোটেলের অন্ন ভক্ষণ করিবে না। গাত্র বক্ত্র ও নখ দ্বারা বাদ্য করিবে না এবং হস্ত ও কেশ কাঁপাইবে না। জল অগ্নি ও পূজ্য ব্যক্তি-দিগের মধ্য দিয়া যাইবে না। ধূমে প্রবেশ করিবে না। শবরক্ষণস্থানে গমন করিবে না। (কেহ-কেহ ব্যাখ্যা করেন, শবের ধূম গ্রহণ করিবে না)। মদ্যে আসক্ত হইবে না। স্ত্রীকে বিশ্বাস করিবে না এবং স্ত্রী হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে না।

আচার্য্যঃ সর্ব্বচেষ্টাসু লোক এব হি ধীমতঃ। অনুকুর্য্যাৎ তমেবাতো লৌকিকেঽর্থে পরীক্ষকঃ।।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সকল কার্য্যেই লোকের উপদেশ লইয়া থাকেন। অতএব সাংসারিক বিষয়ে লোকের অনুকরণ করিবে।

আর্দ্রসন্তানতা ত্যাগঃ কায়বাক্চেতসাং দমঃ। স্বার্থবুদ্ধিঃ পরার্থেষু পর্য্যাপ্তমিতি সদ্ব্রতম্।।

সর্ব্বজীবে দয়া, দান এবং কায়িক বাচনিক ও মানসিক কার্য্যে শান্তভাব, নিজবোধে পরকার্য্য-সম্পাদন এইগুলিই সংসারের প্রধান সদাচার।

নক্তং দিনানি মে যান্তি কথম্ভূতস্য সম্প্রতি। দুঃখভাঙ্ন ভবত্যেবং নিত্যং সন্নিহিতস্মৃতিঃ।।

এক্ষণে আমার দিনরাত্রি কীভাবে যাইতেছে, অর্থাৎ আমি যে-সকল কার্য্য করিতেছি, তাহার ফল ভালো হইতেছে কি মন্দ হইতেছে, যে-ব্যক্তি সর্ব্বদা ইহা স্মরণ করে, তাহাকে কখনও দুঃখভাগী হইতে হয় না।

ইত্যাচারঃ সমাসেন যং প্রাপ্নোতি সমাচরন্। আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং যশো লোকাংশ্চ শাশ্বতান্।।

এই সকল সদাচার, যাহা সঙ্ক্ষেপে কথিত হইল, তদনুসারে চলিলে আয়ু আরোগ্য ঐশ্বর্য্য ও যশোলাভ এবং স্বর্গাদি নিত্যধামপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

নিদ্রায়ত্তং সুখং দুঃখং পুষ্টিঃ কার্শ্যং বলাবলম্। বৃষতা ক্লীবতা জ্ঞানমজ্ঞানং জীবিতং ন চ।।

আরোগ্য, অনারোগ্য, পুষ্টি, কৃশতা, বল, অবল, পুরুষত্ব, ক্লীবত্ব, জ্ঞান, অজ্ঞান, জীবন ও মরণ সমস্তই নিদ্রাধীন জানিবে।

অকালেঽতিপ্রসঙ্গাচ্চ ন চ নিদ্রা নিষেবিতা। সুখায়ুষী পরা কুর্য্যাৎ কালরাত্রিরিবাপরা।।

অকালনিদ্রা, অতিনিদ্রা ও অল্পনিদ্রা এই ত্রিবিধ দুষ্ট নিদ্রা, কালরাত্রির ন্যায় আরোগ্য ও জীবন নাশ করিয়া থাকে।

রাত্রৌ জাগরণং রুক্ষং স্নিগ্ধং প্রস্বপনং দিবা। অরুক্ষমনভিষ্যন্দি আসীনপ্রচলায়িতম্।।

রাত্রিজাগরণ রুক্ষ এবং দিবানিদ্রা স্নিগ্ধ, কিন্তু বসিয়া ঝিমানো রুক্ষ বা শ্লেষ্মকারী নহে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে রুক্ষত্বহেতু রাত্রিজাগরণ বাতবর্দ্ধক এবং স্নিগ্ধত্বহেতু দিবানিদ্রা শ্লেষ্মজনক হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মে বাতচয়াদান-রৌক্ষ্যরাত্র্যল্পভাবতঃ। দিবাস্বপ্নো হিতোঽন্যস্মিন্ কফপিত্তকরো হি সঃ।। মুক্ত্বা তু

ভাষ্যযানাধ্ব-মদ্যস্ত্রীভারকর্ম্মভিঃ। ক্রোধশোকভয়ৈঃ ক্লান্তান্ শ্বাসহিক্কাতিসারিণঃ।। বৃদ্ধবালাবলক্ষীণ-ক্ষততৃট্শূলপীড়িতান্। অজীর্ণাভিহতোন্মত্তান্ দিবাস্বপ্নোচিতানপি।। সর্ব্ব এতে দিবাস্বপ্নং সেবেরন্ সার্ব্বকালিকম্। ধাতুসাম্যং তথা হ্যেষাং শ্লেষ্মা চাঙ্গানি পুষ্যতি।।

বায়ুর সঞ্চয়, আদানকালের (উত্তরায়ণের) রুক্ষতা ও রাত্রির অল্পতাহেতু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা হিতজনক। কারণ দিবানিদ্রায় স্নিগ্ধত্ববশত বায়ুর অল্পতা-জন্য নিদ্রা সম্যক্‌রূপ হয় না। গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য কালে দিবানিদ্রা অহিতকর অর্থাৎ কফ ও পিত্তকর হইয়া থাকে। তবে যাহারা অধিক বাক্যকথন, অশ্বাদি-যানারোহণ, পথপর্য্যটন, মদ্যপান, স্ত্রীসঙ্গ, ভারবহন ও ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত; যাহারা ক্রোধ, শোক ও ভয়যুক্ত; যাহারা শ্বাস, হিক্কা ও অতিসারগ্রস্ত এবং যাহারা বৃদ্ধ, বালক, দুর্ব্বল, ক্ষীণ, শস্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত, তৃষ্ণার্ত্ত, শূলপীড়িত, অজীর্ণী, লগুড়াদি দ্বারা আহত, উন্মত্ত ও দিবানিদ্রাভ্যাসী, তাহাদের সকল কালেই দিবানিদ্রা প্রশস্ত। কেননা দিবানিদ্রা দ্বারা ইহাদের ধাতুসাম্য হয়, এবং দিবানিদ্রোত্থ শ্লেষ্মা দ্বারা শরীরের পুষ্টি হইয়া থাকে।

বহুমেদঃকফাঃ সুপ্যুঃ স্নেহনিত্যাশ্চ নাহনি। বিষার্ত্তঃ কণ্ঠরোগী চ নৈব জাতু নিশাস্বপি।।

মেদ ও কফবহুল ব্যক্তিদিগের এবং যাহারা নিত্য স্নেহপদার্থ সেবন করে, তাহাদের গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা অকর্ত্তব্য। বিষপীড়িত ও কণ্ঠরোগীর রাত্রিতেও কদাচ নিদ্রা যাওয়া বিধেয় নহে।

অকালশয়নান্মোহ-জ্বরস্তৈমিত্যপীনসাঃ। শিরোরুক্‌শোথহৃল্লাস-স্রোতোরোধাগ্নিমন্দতাঃ।।

অকালে নিদ্রা যাইলে মোহ, জ্বর, স্তৈমিত্য (অঙ্গের নিরুৎসাহত্ব), পীনস, শিরোরোগ, শোথ, বমনবেগ, মলমূত্রাদির পথরোধ ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে।

তত্রোপবাসবমন-স্বেদনাবনমৌধষম্।।

অকালনিদ্রাজনিত রোগে উপবাস, বমন, স্বেদ ও স্নেহনস্যই প্রতিকারজনক ঔষধ।

যোজয়েদতিনিদ্রায়াং তীক্ষ্ণং প্রচ্ছর্দ্দনাঞ্জনম্। নাবনং লঙ্ঘনং চিন্তাং ব্যবায়ং শোকভীক্রুধঃ। এভিরেব চ নিদ্রায়া নাশঃ শ্লেষ্মাভিসংক্ষয়াৎ।।

অতিনিদ্রায় তীক্ষ্ণ বমন, তীক্ষ্ণ অঞ্জন, তীক্ষ্ণ নস্য, উপবাস, চিন্তা, স্ত্রীসঙ্গ, শোক, ভয় ও ক্রোধ হিতকর। অর্থাৎ এই সমস্ত ঔষধ দ্বারা শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়াতে নিদ্রানাশ হইয়া থাকে।

নিদ্রানাশাদঙ্গমর্দ্দ-শিরোগৌরবজৃম্ভিকাঃ। জাড্যং গ্লানিভ্রমাপক্তি-তন্দ্রা রোগাশ্চ বাতজাঃ।।

নিদ্রানাশ হইলে অঙ্গমর্দ্দ (গাত্রকুট্টন), মাথাভার, হাই উঠা, শরীরের জড়তা, গ্লানি, ভ্রম (গা-ঘোরা), অগ্নিমান্দ্য, তন্দ্রা এবং বাতজনিত রোগসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যথাকালমতো নিদ্রাং রাত্রৌ সেবেত সাত্ম্যতঃ। অসাত্ম্যাজ্জাগরাদর্দ্ধং প্রাতঃ সুপ্যাদভুক্তবান্।।

অতএব রাত্রিকালে যথাসময়ে অভ্যাসানুসারে নিদ্রা যাইবে। যদ্যপি রাত্রিজাগরণ অভ্যাস না-থাকে, অথচ কার্য্যানুরোধে রাত্রিজাগরণ করিতে হয়, তাহা হইলে যে-পরিমিতকাল রাত্রিজাগরণ করা হয়, পরদিন প্রাতঃকালে অন্নাহার না-করিয়া তাহার অর্দ্ধেক কাল নিদ্রা যাইবে।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দিনচর্য্যা।

ঋতুচর্য্যা

> মাসৈর্দ্বিসংখ্যৈর্মাঘাদ্যৈঃ ক্রমাৎ ষড়্‌ঋতবঃ স্মৃতাঃ। শিশিরোঽথবসন্তশ্চ গ্রীষ্মবর্ষাশরদ্ধিমাঃ।। শিশিরাদ্যৈস্ত্রিভিস্তৈস্তু বিদ্যাদয়নমুত্তরম্‌। আদানঞ্চ তদাদত্তে নৃণাং প্রতিদিনং বলম্‌।।

মাঘাদি দুই-দুই মাসে এক-একটি ঋতু গণনা করিয়া যথাক্রমে শিশির-বসন্তাদি ছয়টি ঋতু হইয়া থাকে। যথা মাঘ ফাল্গুন শিশির, চৈত্র বৈশাখ বসন্ত, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম, শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ এবং অগ্রহায়ণ পৌষ হেমন্ত। ইহার মধ্যে শিশিরাদি ঋতুত্রয়কে উত্তরায়ণ (সূর্য্যের উত্তরমার্গে গমন) বলে, ইহাকে আদানকালও বলা হইয়া থাকে, যেহেতু এইকালে সূর্য্যদেব প্রতিদিন মনুষ্যদিগের বল আদান অর্থাৎ গ্রহণ করেন।

> তস্মিন্‌ হ্যত্যর্থতীক্ষ্ণোষ্ণ-রুক্ষা মার্গস্বভাবতঃ। আদিত্যপবনাঃ সৌম্যান্‌ ক্ষপয়ন্তি গুণান্‌ ভুবঃ।। তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো বলিনোঽত্র রসাঃ ক্রমাৎ। তস্মাদাদানমাগ্নেয়মৃতবো দক্ষিণায়নম্‌।। বর্ষাদয়ো বিসর্গশ্চ যদ্‌ বলং বিসৃজত্যয়ম্‌। সৌম্যত্বাদত্র সোমো হি বলবান্‌ হীয়তে রবিঃ।। মেঘবৃষ্ট্যনিলৈঃ শীতৈঃ শান্ততাপে মহীতলে। স্নিগ্ধাশ্চেহাম্ললবণ-মধুরা বলিনো রসাঃ।।

এই আদানকালে মার্গস্বভাববশত সূর্য্যদেব এবং বায়ু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও রুক্ষ হইয়া পৃথিবীর সৌম্যগুণসকল নাশ করেন। সুতরাং এই কালে যথাক্রমে তিক্ত কষায় ও কটুরস বলবান হয়। অর্থাৎ শিশিরে তিক্ত, বসন্তে কষায় ও গ্রীষ্মে কটুরস প্রবল হইয়া থাকে। আদানকাল অগ্নিগুণ-প্রধান। বর্ষাদি ঋতুত্রয়কে দক্ষিণায়ন কহে। ইহা বিসর্গকাল বলিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। যেহেতু চন্দ্রের বলবত্তা-নিবন্ধন এই বিসর্গকাল প্রাণীদিগকে নিত্য বলপ্রদান করে। এই কালে সোমগুণের আধিক্যহেতু সোম (চন্দ্র) বলবান এবং সূর্য্য হীনবল হন। শীতল বায়ু মেঘ ও

বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী বিগতসন্তাপ হওয়াতে অম্ল লবণ ও মধুররস যথাক্রমে বলবান ও স্নিগ্ধ হয় অর্থাৎ বর্ষাকালে অম্ল, শরৎকালে লবণ ও হেমন্তকালে মধুররস প্রবল হইয়া থাকে।

শীতেঽগ্র্যং বৃষ্টিঘর্ম্মেঽল্পং বলং মধ্যন্তু শেষয়োঃ।।

শীতঋতুতে মনুষ্যগণের বল অধিক হয়, বর্ষা ও গ্রীষ্মঋতুতে অল্প এবং অবশিষ্ট ঋতুতে মধ্য অর্থাৎ নাত্যল্প ও নাত্যধিক হইয়া থাকে।

হেমন্তশিশিরচর্য্যা

বলিনঃ শীতসংরোধাদ্ধেমন্তে প্রবলোঽনলঃ। ভবত্যল্পেন্ধনো ধাতুন্ স পচেদ্ বায়ুনেরিতঃ। অতো হিমেঽস্মিন্ সেবেত স্বাদ্বম্লবণান্ রসান্।।

লোমকূপাদি মার্গসকল শীত দ্বারা সংরুদ্ধ হওয়াতে হেমন্তঋতুতে বলবান মনুষ্যদিগের জঠরাগ্নি বহির্গত হইতে না-পারিয়া প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। তৎকালে যদি অন্নপানাদির অল্পতা হয়, তাহা হইলে পাচকাগ্নি বায়ুপ্রদীপ্ত হইয়া রসাদি ধাতুসকলকে পাক করে। অতএব হেমন্তঋতুতে ধাতুপাকবিরোধী মধুরাম্ললবণরস সেবন করিবে।

দৈর্ঘ্যান্নিশানামেতর্হি প্রাতরেব বুভুক্ষিতঃ। অবশ্যকার্য্যং সম্ভাব্য যথোক্তং শীলয়েদনু।।

হেমন্তকালে রাত্রি বড় হয় বলিয়া প্রাতঃকালেই লোক বুভুক্ষিত হইয়া থাকে। ভুক্ত দ্রব্য প্রায়ই অজীর্ণ থাকে না, অতএব প্রত্যূষে মলমূত্রত্যাগাদি অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যসকল সম্পাদন করিয়া দিনচর্য্যোক্ত দন্তধাবন ও অভ্যঙ্গাদি ক্রিয়াসকল প্রতিপালন করিবে।

বাতঘ্নতৈলৈরভ্যঙ্গং মূর্দ্ধ্নি তৈলং বিমর্দ্দনম্। নিযুদ্ধং কুশলৈঃ সার্দ্ধং পাদাঘাতঞ্চ যুক্তিতঃ।।

শীতকালে বাতঘ্ন বলাতৈলাদি মাখিবে। মস্তকে বিশেষরূপে তৈলমর্দ্দন করিবে। অভ্যঙ্গানন্তর গাত্রসংবাহন করাইবে। নিপুণ ব্যক্তির সহিত বাহুযুদ্ধ ও যুদ্ধকালে পায়ে-পায়ে কষাকষি করিবে।

কষায়াপহৃতস্নেহস্ততঃ স্নাতো যথাবিধি। কুঙ্কুমেন সদর্পেণ প্রদিগ্ধোঽগুরুধূপিতঃ।।

ব্যায়ামানন্তর লোধ্রাদি কষায় দ্বারা তৈলাপনয়ন করিয়া যথাবিধি স্নান, স্নানান্তে কুঙ্কুম ও কস্তুরিকা দ্বারা গাত্র অনুলিপ্ত এবং অগুরুধূপে ধূপিত করিবে অর্থাৎ অগুরুকাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার ধূম গ্রহণ করিবে।

রসান্ স্নিগ্ধান্ পলং পুষ্টং গৌড়মচ্ছসুরাং সুরাম্। গোধূমপিষ্টমাষেক্ষু-ক্ষীরোত্থবিকৃতীঃ শুভাঃ।। নবমন্নং বসাং তৈলং শৌচকার্য্যে সুখোদকম্। প্রাবারাজিনকৌষেয়-প্রবেণীকৌচবাস্তৃতম্।। উষ্ণপ্রভাবৈর্লঘুভিঃ প্রাবৃতঃ শয়নং ভজেৎ। যুক্ত্যার্ককিরণান্ স্বেদং পাদত্রাণঞ্চ সর্ব্বদা।।

হেমন্তকালে স্নিগ্ধরস অর্থাৎ মধুরাম্ললবণ-সংযুক্ত দ্রব্য, পীবরতনু পশুর মাংস, নূতন অন্ন এবং গোধূমচূর্ণ, পিষ্ট, মাষকলাই, ইক্ষু ও দুগ্ধজাত বিবিধ সুভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। গৌড়মদ্য অচ্ছসুরা ও সীধু প্রভৃতি মদিরা, বসা (মাংসস্নেহ) এবং তৈলপান করিবে। হস্তপদাদি-প্রক্ষালনার্থ উষ্ণোদক ব্যবহার করিবে। গালিচা, মৃগচর্ম্ম, পট্টবস্ত্র বা সাটিন অথবা বনাত কম্বলাদি দ্বারা শয্যা আবৃত রাখিয়া তাহাতে শয়ন করিবে। শয়নকালে লঘুভারবিশিষ্ট উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা গাত্র আবৃত রাখিবে। অগ্নিস্বেদ ও সূর্য্যকিরণ যথোপযুক্ত সেবন করিবে এবং সর্ব্বদা পাদত্রাণ (জুতা) ব্যবহার করিবে।

অয়মেব বিধিঃ কার্য্যঃ শিশিরেঽপি বিশেষতঃ। তদা হি শীতমধিকং রৌক্ষ্যঞ্চাদানকালজম্।।

হেমন্তকাল অপেক্ষা শিশিরঋতুতে শীত ও আদানকালজ রুক্ষতা অধিকতর হয়, অতএব এইকালে পূর্ব্বোক্ত হৈমন্তিক বিধিসকলই বাহুল্যরূপে সেবন করিবে।

বসন্তচর্য্যা

কফশ্চিতো হি শিশিরে বসন্তেঽর্কাংশুতাপিতঃ। হত্বাগ্নিং কুরুতে রোগাংস্ততস্তং ত্বরয়া জয়েৎ।।

শিশিরঋতুতে কালধর্ম্মে কফের সঞ্চয় হয় এবং সেই সঞ্চিত কফ বসন্তকালে সূর্য্যসন্তাপে দ্রবীভূত হইয়া জঠরাগ্নিকে নষ্ট করিয়া বিবিধপ্রকার রোগ উৎপাদন করে, অতএব ত্বরাপূর্ব্বক অর্থাৎ সঞ্চয়কালে কফের বিনাশসাধন কর্ত্তব্য।

তীক্ষ্ণৈর্বমননস্যাদ্যৈর্লঘুরুক্ষৈশ্চ ভোজনৈঃ। ব্যায়ামোদ্বর্ত্তনাঘাতৈর্জিত্বা শ্লেষ্মাণমুল্বণম্।। স্নাতোঽনুলিপ্তঃ কর্পূর-চন্দনাগুরুকুঙ্কুমৈঃ। পুরাণযবগোধূম-ক্ষৌদ্রজাঙ্গলশূল্যভুক্।। সহকাররসোন্মিশ্রানাস্বাদ্য প্রিয়য়ার্পিতান্। প্রিয়াস্যসঙ্গসুরভীন্ প্রিয়ানেত্রোৎপলাঙ্কিতান্। প্রিয়াস্যসঙ্গসুরভীন্ প্রিয়ানেত্রোৎপলাঙ্কিতান্।। সৌমনস্যকৃতো হৃদ্যান্ বয়স্যৈঃ সহিতঃ পিবেৎ। নির্গদানাসবারিষ্ট-সীধুমার্দ্বীকমাধবান্।।

বসন্তকালে তীক্ষ্ণ বমন ও তীক্ষ্ণ নস্যাদি গ্রহণ, লঘু ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, উদ্বর্ত্তন এবং পরস্পর পাদ-কষাকষিরূপ মল্লযুদ্ধ দ্বারা উদ্ধত শ্লেষ্মার বিনাশ, স্নান এবং গাত্রে কর্পূর চন্দন অগুরু কুঙ্কুম প্রভৃতি সুগন্ধিদ্রব্য লেপন করিবে। তদনন্তর পুরাতন যব বা গোধূমের রুটি, মধু, জাঙ্গল-দেশজাত পশুপক্ষ্যাদির শূল্যমাংস (কাবাব) ভোজন করিবে। এইকালে আম্ররস-মিশ্রিত, প্রেয়সী-কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পানানন্তর প্রদত্ত, প্রিয়াধর-সংস্পর্শে সুগন্ধীকৃত এবং প্রণয়িনীর নয়নোৎপলে প্রতিবিম্বিত চিত্তের প্রসন্নতাকারক হৃদ্য দোষরহিত আসব অরিষ্ট সীধু মার্দ্বীক ও মাধব-নামক মদ্য সমবয়স্ক বন্ধুবান্ধবের সহিত প্রসন্নচিত্তে পান করিবে।

গ্রীষ্মচর্য্যা

তীক্ষ্ণাংশুরতিতীক্ষ্ণাংশুর্গ্রীষ্মে সংক্ষিপতীব যৎ। প্রত্যহং ক্ষীয়তে শ্লেষ্মা তেন বায়ুশ্চ বর্দ্ধতে। অতোঽস্মিন্ পটুকট্বম্ল-ব্যায়ামার্ককরাংস্ত্যজেৎ।।

গ্রীষ্মঋতুতে সূর্য্যদেব জগতের স্নেহপদার্থ (সারাংশ) হরণের নিমিত্তই যেন অতি তীক্ষ্ণাংশু হইয়া পৃথিবীতে নিপতিত হন। এতন্নিবন্ধন প্রত্যহ শ্লেষ্মার ক্ষয় ও বায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব এইকালে লবণ কটু (ঝাল) ও অম্লরস এবং ব্যায়াম ও সূর্য্যকিরণ পরিত্যাগ করিবে।

ভজেন্মধুরমেবান্নং লঘু স্নিগ্ধং হিমং দ্রবম্।

গ্রীষ্মকালে কেবল মধুর অন্ন, লঘু, স্নিগ্ধ, শীতল ও দ্রববহুল আহার করিবে।

সুশীততোয়সিক্তাঙ্গো লিহ্যাচ্ছক্তূন্ সশর্করান্।।

সুশীতল জলে স্নানকরণান্তর ছাতু জলে গুলিয়া তাহা চিনি-সংযোগে লেহন করিবে।

মদ্যং ন পেয়ং পেয়ং বা স্বল্পং সুবহুবারিণা। অন্যথা শোথশৈথিল্য-দাহমোহান্ করোতি তৎ।।

গ্রীষ্মকালে মদ্যপান নিষিদ্ধ। যদিই পান করিতে হয়, বহু জল মিশাইয়া অতি অল্প পরিমাণে তাহা পান করিবে। নতুবা মদ্যপানে শোথ, অঙ্গশৈথিল্য, দাহ ও মোহ উপস্থিত হইবে।

কুন্দেন্দুধবলং শালিমশ্নীয়াজ্জাঙ্গলৈঃ পলৈঃ।।

কুন্দপুষ্প বা চন্দ্রসদৃশ শুক্লবর্ণ শালিতণ্ডুলের অন্ন জাঙ্গল মাংস-সহ ভোজন করিবে।

বর্ষাচর্য্যা

আদানগ্লানবপুষামগ্নিঃ সন্নোঽপি সীদতি। বর্ষসু দোষৈর্দুষ্যন্তি তেঽম্বুলম্বাম্বুদেঽম্বরে।। সতুষারেণ মরুতা সহসা শীতলেন চ। ভূবাষ্পেণাম্লপাকেন মলিনেন চ বারিণা।। বহ্নিনৈব চ মন্দেন তেষ্বিত্যন্যোঽন্যদূষিষু। ভজেৎ সাধারণং সর্ব্বমুষ্মণস্তেজনঞ্চ যৎ।।

আদান অর্থাৎ উত্তরায়ণকালে মনুষ্যের দেহ ক্লান্ত এবং অগ্নিও কালস্বভাবে মন্দ হয়। সেই মন্দ অগ্নি বর্ষাঋতুতে বাতাদি দোষ দ্বারা আরও মন্দ হইয়া থাকে। এইকালে আকাশ জলভার-লম্বিত মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন, বায়ু তুষারযুক্ত ও গ্রীষ্মতাপাপগমে সহসা শীতল জল ভূবাষ্প দ্বারা অম্লপাক ও কর্দ্দম দ্বারা মলিন এবং অগ্নি মন্দ হয়, এই সকল কারণে বাতাদি দোষত্রয়, বর্ষাকালে যুগপৎ কুপিত হইয়া থাকে। পরস্পর দূষণস্বভাব সেই বাতাদি দোষসকল দূষিত হয় বলিয়া তৎকালে যাহা সাধারণ অর্থাৎ ত্রিদোষের প্রশমক এবং অগ্নির উদ্দীপক, সেই সমস্তই সেবন করা কর্ত্তব্য। (নিম্নে সাধারণ বিধি লিখিত হইতেছে)।

আস্থাপনং শুদ্ধতনুর্জীর্ণং ধান্যং রসান্ কৃতান্। জাঙ্গলং পিশিতং যূষান্ মধ্বরিষ্টং চিরন্তনম্।। মস্তু সৌবর্চ্চলাঢ্যং বা পঞ্চকোলাবচূর্ণিতম্। দিব্যং কৌপং শৃতঞ্চাম্ভো ভোজনন্ত্বতিদুর্দ্দিনে। ব্যক্তাম্ললবণস্নেহং সংশুষ্কং ক্ষৌদ্রবল্লঘু।।

বমনবিরেকাদি দ্বারা শুদ্ধশরীর হইয়া আস্থাপন (বস্তি), যব-গোধূমাদি পুরানো ধান্য, ঘৃত-মরিচ-শুণ্ঠ্যাদিযুক্ত মাংসরস, হরিণাদি জাঙ্গল মাংস, মুদ্গ-দাড়িম্বাদিকৃত যূষ, পুরাতন মধু ও মার্দ্বীক অরিষ্ট, সচল লবণ ও পঞ্চকোলচূর্ণযুক্ত দধির মাত, বৃষ্টির জল, কূপের জল এবং সিদ্ধ জল সেবন করিবে। অত্যন্ত বৃষ্টিবাদলের দিনে অতি অম্ল লবণ ও ঘৃতাদি স্নেহযুক্ত মধু-মিশ্রিত লঘুপাক শুষ্কদ্রব্য ভোজন করিবে। (পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ মিলিত এই পাঁচ দ্রব্যকে পঞ্চকোল কহে)।

অপাদচারী সুরভিঃ সততং ধূপিতাম্বরঃ। হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বসেদ্ বাষ্প-শীতশীকরবর্জ্জিতে।। নদীজলোদমন্থাহঃ-স্বপ্নায়াসাতপাংস্ত্যজেৎ।।

বর্ষাকালে পাদচারী হইবে না, অর্থাৎ যানে গমন করিবে। সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিবে। সতত ধূপিত বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ভূবাষ্প শৈত্য ও জলকণাবর্জ্জিত হর্ম্ম্যতলে বাস করিবে। আর নদীর জল, উদমন্থ, দিবানিদ্রা, ব্যায়াম ও আতপ ত্যাগ করিবে। (জল দ্বারা আলোড়িত ঘৃতমিশ্রিত ছাতুকে উদমন্থ কহে)।

শরচ্চর্য্যা

বর্ষাশীতোচিতাঙ্গানাং সহসৈবার্করশ্মিভিঃ। তপ্তানাং সঞ্চিতং পিত্তং বৃষ্টৌ শরদি কুপ্যতি। তজ্জয়ায় ঘৃতং তিক্তং বিরেকো রক্তমোক্ষণম্।।

বর্ষাশৈত্যাভ্যস্ত ব্যক্তিগণের শরীর শরৎকালে হঠাৎ সূর্য্যকিরণতাপিত হওয়ায় বর্ষাসঞ্চিত পিত্ত শরৎকালে প্রকুপিত হয়। অতএব পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত তৎকালে শাস্ত্রবিহিত তিক্তঘৃত পান, বিরেক ও রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য।

তিক্তং স্বাদু কষায়ঞ্চ ক্ষুধিতোঽন্নং ভজেল্লঘু। শালিমুদ্গাসিতাধাত্রী-পটোলমধুজাঙ্গলম্।।

এই ঋতুতে ক্ষুধিত ব্যক্তি তিক্ত-মধুর-কষায় রসযুক্ত লঘু অন্ন (দাউদখানি চাউলের অন্ন) মুগ

চিনি আমলকী পটোল মধু ও জাঙ্গল মাংস ভোজন করিবে।

তপ্তং তপ্তাংশুকিরণৈঃ শীতং শীতাংশুরশ্মিভিঃ। সমন্তাদপ্যহোরাত্রমগস্ত্যোদয়নির্ব্বিষম্।। শুচি হংসোদকং নাম নির্ম্মলং মলজিজ্জলম্। নাভিষ্যন্দি ন বা রুক্ষং পানাদিষ্বমৃতোপমম্।।

যে-জল সর্ব্বতোভাবে সমস্ত দিন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সন্তপ্ত এবং সমস্ত রাত্রি চন্দ্র বা নক্ষত্রাদির কিরণে সুশীতল ও অগস্ত্য নক্ষত্রোদয়ে নির্বিষীকৃত, আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্রকারেরা তাহাকে হংসোদক কহেন। ইহা পবিত্র নির্ম্মল বাতাদি দোষনাশক অনভিষ্যন্দী (শ্লেষ্মস্রাবী নহে) ও অরুক্ষ। পানাদি বিষয়ে এই হংসোদক অমৃততুল্য।

চন্দনোশীরকর্পূর-মুক্তাস্রগ্বসনোজ্জ্বলঃ। সৌধেষু সৌধধবলাং চন্দ্রিকাং রজনীমুখে।।

চন্দন ও উশীরানুলেপন কর্পূর ও মুক্তাগ্রথিত মাল্যধারণ এবং বসন-পরিধানে সুশোভিত হইয়া প্রদোষকালে সৌধোপরি সৌধধবলা (শ্বেতবর্ণ) চন্দ্রিকা সেবন করিবে।

তুষারক্ষারসৌহিত্য-দধিতৈলবসাতপান্। তীক্ষ্ণমদ্যদিবাস্বপ্ন-পুরোবাতান্ পরিত্যজেৎ।।

শরৎকালে নীহার, ক্ষার, পরিতোষ ভোজন, দধি, তৈল, বসা, সূর্য্যাতপ, তীক্ষ্ণ মদ্য, দিবানিদ্রা ও পূর্ব্ববায়ু ত্যাজ্য।

শীতে বর্ষাসু চাদ্যাংস্ত্রীন্ বসন্তেঽন্ত্যান্ রসান্ ভজেৎ। স্বাদুং নিদাঘে শরদি স্বাদুতিক্তকষায়কান্।।

শীত ও বর্ষাকালে মধুর অম্ল ও লবণরস, বসন্তকালে কটু তিক্ত কষায়রস, গ্রীষ্মকালে মধুর-রস এবং শরৎকালে মধুর তিক্ত ও কষায়রস সেবন করিবে।

শরদ্বসন্তয়ো রুক্ষং শীতং ঘর্ম্মঘনান্তয়োঃ। অন্নপানং সমাসেন বিপরীতমতোঽন্যদা।।

শরৎ ও বসন্তকালে রুক্ষ অন্নপান, অন্য ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত শিশির গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে স্নিগ্ধ অন্নপান, গ্রীষ্ম ও শরৎকালে শীতল অন্নপান, অন্য ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত শিশির বসন্ত ও বর্ষাকালে উষ্ণ অন্নপান সেবন করিবে।

নিত্যং সর্ব্বরসাভ্যাসঃ স্বস্যাধিক্যমৃতাবৃতৌ।।

নিত্যই মধুরাদি ছয় রস সেবনাভ্যাস কর্ত্তব্য, তবে যে-যে ঋতুতে যে-যে রসসেবনের বিশেষ বিধান হইয়াছে, সেই-সেই ঋতুতে সেই-সেই রস অধিক পরিমাণে ব্যবহার্য্য, বুঝিতে হইবে।

ঋত্বোরন্ত্যাদিসপ্তাহাবৃতুসন্ধিরিতি স্মৃতঃ। তত্র পূর্ব্বো বিধিস্ত্যাজ্যঃ সেবনীয়োঽপরঃ ক্রমাৎ। অসাত্ম্যজা হি রোগাঃ স্যুঃ সহসা ত্যাগশীলনাৎ।।

দুই ঋতুর মধ্যবর্ত্তী সপ্তাহদ্বয় অর্থাৎ পূর্ব্ব ঋতুর অন্ত্য সাত দিন ও পর ঋতুর আদি সাত দিন এই ১৪ দিন ঋতুসন্ধি। সেই ঋতুসন্ধিতে ক্রমে-ক্রমে পূর্ব্বঋতুনির্দ্দিষ্ট বিধি ত্যাগ ও পর-ঋতুনির্দ্দিষ্ট বিধিসেবন অভ্যাস করিবে। কারণ, সহসা অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সেবন করিলে অসাত্ম্যজনিত রোগসকল উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব ক্রমে-ক্রমে অভ্যস্ত ত্যাগ ও অনভ্যস্ত সেবন কর্ত্তব্য।

ইতি ঋতুচর্য্যা।

অতো রোগানুৎপাদনীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্যামঃ

বেগান্ ন ধারয়েদ্ বাত-বিণ্মূত্রক্ষবতৃট্ক্ষুধাম্। নিদ্রাকাসশ্রমশ্বাস-জৃম্ভাশ্রুচ্ছর্দ্দিরেতসাম্।।

অতঃপর আমরা রোগানুৎপাদনীয়-নামক অধ্যায় ব্যাখ্যা করিব। অর্থাৎ যে-সকল বিধি প্রতিপালন করিলে রোগ জন্মাইতে না-পারে, সেই সকল বিধি বর্ণন করিব।
অধোবায়ু, মল, মূত্র, হাঁচি, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, নিদ্রা, কাস, শ্রমজনিত নিশ্বাসপ্রশ্বাস, হাই, অশ্রুজল, বমন ও শুক্র ইহাদের উপস্থিত বেগ কদাচ ধারণ করিবে না। (এই সকলের বেগধারণ করিলে যে-যে রোগ জন্মিয়া থাকে, তাহা মাধব-নিদানে সবিশেষ বর্ণিত আছে, সুতরাং এ স্থলে লিখিত হইল না)।

রোগাঃ সর্ব্বেঽপি জায়ন্তে বেগোদীরণধারণৈঃ।।

মলমূত্রাদির বেগ উপস্থিত না-হইলে বলপূর্ব্বক বেগপ্রদান ও বেগ উপস্থিত হইলে তাহার বিধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিই জন্মিয়া থাকে।

ধারয়েৎ তু সদা বেগান্ হিতৈষী প্রেত্য চেহ চ। লোভের্ষ্যাদ্বেষমাৎসর্য্য রাগাদীনাং জিতেন্দ্রিয়ঃ।।

যিনি ঐহিক ও পারত্রিক হিতকামনা করেন, তাঁহার জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা লোভ, ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য ও রাগাদির বেগ ধারণ করা কর্ত্তব্য।

ত্যাগঃ প্রজ্ঞাপরাধানামিন্দ্রিয়োপশমঃ স্মৃতিঃ। দেশকালাত্মবিজ্ঞানং সদবৃত্তস্যানুবর্ত্তনম্।। অনুৎপত্ত্যৈ সমাসেন বিধিরেষ প্রদর্শিতঃ। নিজাগন্তুবিকারাণামুৎপন্নানাঞ্চ শান্তয়ে।।

অসাত্ম্য আচরণ ত্যাগ, চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের সংযম, পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ (এই করাতে এইরূপ হইল এবংবিধ চিন্তা), দেশ কাল ও আত্মস্বরূপ বিজ্ঞান এবং সদ্বৃত্তের অনুষ্ঠান এইগুলি নিজ অর্থাৎ বাতাদি-দোষজ ও আগন্তুজ অর্থাৎ অভিঘাতাদিজাত রোগসমূহের অনুৎপত্তির এবং উৎপন্ন রোগের নিবৃত্তির সহজ উপায়।

শীতোদ্ভবং দোষচয়ং বসন্তে বিশোধয়ন্ গ্রীষ্মজমভ্রকালে। ঘনাত্যয়ে বার্ষিকমাশু সম্যক্ প্রাপ্নোতি রোগান্ ঋতুজান্ ন জাতু।।

শীতকালের সঞ্চিত দোষ (কফ) বসন্তকালে, গ্রীষ্মকালের সঞ্চিত দোষ (বায়ু) বর্ষাকালে, বর্ষাকালের সঞ্চিত দোষ (পিত্ত) শরৎকালে বিশোধন করিলে ঋতুজনিত রোগসকল কদাচ উৎপন্ন হইতে পারে না।

নিত্যং হিতাহারবিহারসেবী সমীক্ষ্যকারী বিষয়েষ্বসক্তঃ। দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবান্ আপ্তোপসেবী চ ভবত্যরোগঃ।।

যিনি সতত হিতজনক আহার-বিহার করেন, যিনি শুভাশুভ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, যিনি ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ে অনাসক্ত, যিনি দাতা, সর্ব্বজীবে সমচিত্ত, সত্যপরায়ণ, ক্ষমাবান এবং যিনি ঋষি প্রভৃতি জ্ঞানবৃদ্ধ আপ্তগণের সেবা করেন, তিনি অরোগী হন।

অর্থেষ্বলভ্যেষ্বকৃতপ্রযত্নং কৃতাদরং নিত্যমুপায়বৎসু। জিতেন্দ্রিয়ং নানুতপন্তি রোগাস্তৎকালযুক্তং যদি নাস্তি দৈবম্।।

যিনি অপ্রাপ্য বিষয়ে যত্ন না-করেন এবং প্রাপ্য বিষয়ে নিত্য আদর করেন, যিনি জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাকে কোন রোগ আক্রমণ করিতে পারে না, কিন্তু যদি তৎকালে কোন দৈব প্রতিকূল না-থাকে, কারণ দৈব প্রতিকূল থাকিলে তাঁহাকেও রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

কালোঽনুকূলো বিষয়া মনোজ্ঞা ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ কর্ম্ম সুখানুবন্ধি। সত্ত্বং বিধেয়ং বিশদা চ বুদ্ধির্ভবন্তি ধীরস্য সদা সুখায়।।

যাঁহার কাল অনুকূল (হীনমিথ্যাতিযোগরহিত), রূপরসাদি বিষয়সকল মনোজ্ঞ, ক্রিয়াসকল স্বধর্ম্মনিরত, বমন-বিরেচনাদিরূপ কর্ম্মসকল স্বাস্থ্যকর, মন দুশ্চিন্তারহিত এবং বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, সেই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদাই সুখ অর্থাৎ তিনি কখনও রোগাদিতে আক্রান্ত হয়েন না।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে ঋতুচর্য্যা রোগানুৎপাদনীয়াধ্যায়শ্চ।
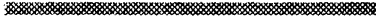
অতো বিকৃতিবিজ্ঞানীয়ং শারীরং ব্যাখ্যাস্যামঃ

পুষ্পং ফলস্য ধূমোঽগ্নের্বর্ষস্য জলদোদয়ঃ। যথা ভবিষ্যতো লিঙ্গং রিষ্টং মৃত্যোস্তথা ধ্রুবম্।।

অতঃপর আমরা বিকৃতিবিজ্ঞানীয় শারীর ব্যাখ্যা করিব। পুষ্প যেমন ভাবী ফলের, ধূম যেমন ভাবী অগ্নির, মেঘোদয় যেমন ভাবী বৃষ্টির লিঙ্গ, রিষ্ট-লক্ষণও তদ্রূপ ভাবী নিশ্চিত মৃত্যুর সূচক।

অরিষ্টং নাস্তি মরণং দৃষ্টরিষ্টঞ্চ জীবিতম্। অরিষ্টে রিষ্টবিজ্ঞানং ন চ রিষ্টেঽপ্যনৈপুণাৎ।।

রিষ্ট বিনা মৃত্যু হয় না এবং রিষ্ট উপস্থিত হইলেও বাঁচে না। অনৈপুণ্যহেতু অজ্ঞ লোকের অরিষ্টে রিষ্ট জ্ঞান হয় এবং রিষ্টেও রিষ্টজ্ঞান হয় না।

কেচিৎ তু তদ্ দ্বিধেত্যাহুঃ স্থায্যস্থায়িবিভেদতঃ। দোষাণামপি বাহুল্যাদ্ রিষ্টাভাসঃ সমুদ্ভবেৎ। স দোষাণাং শমে শাম্যেৎ স্থায্যবশ্যস্তু মৃত্যবে।।

কতকগুলি আচার্য্যের মতে রিষ্ট দুইপ্রকার, যথা স্থায়ী ও অস্থায়ী। দোষসমূহের আধিক্যে রিষ্টাভাস প্রকাশ পায়, সেই রিষ্টাভাস দোষের শমতায় প্রশমিত হয়, কিন্তু স্থায়ী রিষ্ট অবশ্যই মৃত্যুর জন্য উপস্থিত হইয়া থাকে।

রূপেন্দ্রিয়স্বরচ্ছায়া-প্রতিচ্ছায়াক্রিয়াদিষু। অন্যেষ্বপি চ ভাবেষু প্রাকৃতেষ্বনিমিত্ততঃ। বিকৃতির্যা সমাসেন রিষ্টং তদিতি লক্ষয়েৎ।।

রূপ, ইন্দ্রিয়, স্বর, কান্তি, প্রতিবিম্ব, শারীরিক বাচনিক ও মানসিক ক্রিয়া এবং অন্য যে-কোন প্রাকৃত ভাব, তাহা হঠাৎ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলে, সামান্যত তাহাকে রিষ্ট বলিয়া জানিবে।

কেশরোম নিরভ্যঙ্গং যস্যাভ্যক্তমিবেক্ষ্যতে। যস্যাত্যর্থং চলে নেত্রে স্তব্ধান্তর্গতনির্গতে।। জিহ্মে বিস্তৃতসঙ্ক্ষিপ্তে সঙ্ক্ষিপ্তবিততভ্রূণী। উদ্‌ভ্রান্তদর্শনে হীন-দর্শনে নকুলোপমে।। কপোতাভে অলাতাভে স্রুতে লুলিতপক্ষ্মণী। নাসিকাত্যর্থবিবৃতা সংবৃতা পিড়কাচিতা।। উচ্ছ না স্ফুটিতা ম্লানা যস্যৌষ্ঠৌ যাত্যধোহধরঃ। উর্দ্ধং দ্বিতীয়ঃ স্যাতাং বা পক্বজম্বুনিভাবুভৌ।। দন্তাঃ সশর্করাঃ শ্যাবাস্তাম্রাঃ পুষ্পিত-পঙ্কিতাঃ। সহসৈব পতেয়ুর্বা জিহ্বা জিহ্মা বিসর্পিণী।। শ্বেতা শুষ্কা গুরুঃ শ্যাবা লিপ্তা সুপ্তা সকণ্টকা। শিরঃ শিরোধরা বোঢুং পৃষ্ঠং বা ভারমাত্মনঃ।। হনূ বা পিণ্ডমাস্যস্থং শক্নুবন্তি ন যস্য চ। যস্যানিমিত্ত-মঙ্গানি গুরূণ্যতিলঘূনি বা।। বিষদোষাদ্ বিনা যস্য খেভ্যো রক্তং প্রবর্ত্ততে। উৎসিক্তং মেহনং যস্য বৃষণাবতিনিঃসৃতৌ। অতোহন্যথা বা যস্য স্যাৎ সর্ব্বে তে কালনোদিতাঃ।।

যাহার কেশ ও লোম তৈলাদি ম্রক্ষিত না-হইয়াও তৈলাদি দ্বারা অভ্যক্তবৎ বোধ হয়, যাহার নেত্র চঞ্চল বা স্তব্ধ, অন্তর্গত বা বহির্গত, কুটিল সঙ্ক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত এবং সঙ্ক্ষিপ্ত বা বিস্তৃত ভ্রূযুক্ত, বিভ্রান্তদৃষ্টি, হীনদৃষ্টি বা নকুলদৃষ্টি, কপোতাভ, অঙ্গারবর্ণ, অশ্রুস্রাবী ও লুলিতপক্ষ্ম (বাতাহতবৎ বিশৃঙ্খল-পক্ষ্ম); যাহার নাসিকা অত্যর্থ বিবৃত বা সংবৃত, পিড়কাব্যাপ্ত, স্ফীত, স্ফুটিত ও ম্লান; যাহার নিম্নোষ্ঠ অধঃক্ষিপ্ত, উর্ধ্বোষ্ঠ উর্ধ্বক্ষিপ্ত অথবা উভয় ওষ্ঠ পক্কজামফল-সদৃশ; যাহার দন্ত শর্করাব্যাপ্ত, শ্যাব বা তাম্রবর্ণ, পুষ্পিত (শ্বেতচিহ্নবিশিষ্ট) ও ক্লেদান্বিত এবং সহসা নিপতিত; যাহার জিহ্বা কুটিল, অতিলোল, শ্বেত বা শ্যামবর্ণ, শুষ্ক, গুরু, লিপ্ত, রসজ্ঞানরহিত ও কণ্টকব্যাপ্ত; যাহার গ্রীবা শিরোবহনে, পৃষ্ঠ পৃষ্ঠভারবহনে, হনু (চোয়াল) মুখবিবরস্থ অন্নগ্রাসধারণে অসমর্থ, যাহার অঙ্গসকল কারণবিনা গুরু বা লঘু; যাহার বিষদুষ্টি-বিনা শরীররন্ধ্র হইতে রক্ত নিঃসৃত, লিঙ্গ উর্ধ্বক্ষিপ্ত, বৃষণদ্বয় অধঃপ্রলম্বিত; অথবা লিঙ্গ অধঃক্ষিপ্ত, বৃষণদ্বয় উৎক্ষিপ্ত; তাহাদের সকলকেই কালপ্রেরিত বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ তাহাদের মৃত্যু উপস্থিত।

যস্যাপূর্ব্বাঃ শিরালেখা বালেন্দ্বাকৃতয়োহপি বা। ললাটে বস্তিশীর্ষে বা ষণ্মাসান্ন স জীবতি।। পদ্মিনীপত্রবৎ তোয়ং শরীরে যস্য দেহিনঃ। প্লবতে প্লবমানস্য ষণ্মাসং তস্য জীবিতম্।। হরিতাভাঃ শিরা যস্য রোমকূপাশ্চ সংবৃতাঃ। সোহম্লাভিলাষী পুরুষঃ পিত্তান্মরণমশ্নুতে।। যস্য গোময়চূর্ণাভং চূর্ণং মূর্দ্ধ্নি মুখেহপি বা। সস্নেহং মূর্দ্ধ্নি ধূমো বা মাসান্তং তস্য জীবিতম্।। মূর্দ্ধ্নি ভ্রুবোর্বা কুর্ব্বন্তি সীমন্তাবর্ত্তকা নবাঃ। মৃত্যুং স্বস্থস্য যড্রাত্রাৎ ত্রিরাত্রাদাতুরস্য তু।। জিহ্বা শ্যাবা মুখং পূতি সব্যমক্ষি নিমজ্জতি। খগা বা মূর্দ্ধ্নি লীয়ন্তে যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ।। যস্য স্নাতানুলিপ্তস্য পূর্ব্বং শুষ্যত্যুরো ভৃশম্। আর্দ্রেষু সর্ব্বগাত্রেষু সোহর্দ্ধমাসং ন জীবতি।। অকস্মাদ্ যুগপদ্ গাত্রে বর্ণৌ প্রাকৃতবৈকৃতৌ। তথৈবোপচয়গ্লানি-রৌক্ষ্যস্নেহাদি মৃত্যবে।। যস্য স্ফুটেয়ুরঙ্গুল্যো নাকৃষ্টা ন স জীবতি। ক্ষবকাসাদিষু তথা যস্যাপূর্ব্বো ধ্বনির্ভবেৎ।। হ্রস্বো দীর্ঘোহতি বোচ্ছ্বাসঃ পূতিঃ সুরভিরেব বা। আপ্লুতানাপ্লুতে কায়ে যস্য গন্ধোহতিমানুষঃ। মলবস্ত্র-ব্রণাদৌ বা বর্ষান্তং তস্য জীবিতম্।।

যাহার ললাটে অথবা বস্তির শিরোভাগে অভিনব শিরারাজি বা বালচন্দ্রের ন্যায় বক্র আকৃতি সমুদ্ভূত হয়, কিংবা স্নানকালীন যাহার শরীরে জলবিন্দুসকল নলিনীদলগত জলবৎ (অর্থাৎ অনবস্থিতভাবে) স্থিত হয়, তাহার জীবনকাল ছয়মাস। যাহার শিরাসকল হরিতাভ এবং রোমকূপসমূহ সংবৃত হয়, সে অম্লভোজনাভিলাষী হইয়া পৈত্তিক রোগে প্রাণত্যাগ করে। যাহার মস্তকে বা মুখে গোময়চূর্ণসদৃশ সস্নেহ চূর্ণ দৃষ্ট হয়, কিংবা মস্তকে ধূম উদ্গত হয়, তাহার জীবন একমাস। সুস্থ ব্যক্তির মস্তকে বা ভ্রূতে হঠাৎ সীমন্ত বা রোমাবর্ত্ত উদ্ভূত হইলে,

তাহার জীবন ছয় দিন, রোগী ব্যক্তির হইলে তিন দিন। যাহার জিহ্বা শ্যাববর্ণ, মুখ দুর্গন্ধ, বাম চক্ষু অন্তঃপ্রবিষ্ট বা মস্তকে কাকাদি পক্ষী উপবিষ্ট হয়, তাহাকে ত্যাগ করিবে। স্নাতানুলিপ্ত ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গ আর্দ্র থাকাতেও যদি প্রথমে তাহার বক্ষ অত্যন্ত শুষ্ক হয়, তাহা হইলে সে অর্দ্ধ মাসও জীবিত থাকিবে না। অকস্মাৎ যাহার গাত্রে প্রাকৃত ও বৈকৃত বর্ণ, দেহের স্থৌল্য ও কার্শ্য, গ্লানি ও হর্ষ, রৌক্ষ্য ও স্নেহাদি যুগপৎ উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। আকর্ষণ করিলেও যাহার অঙ্গুলি মটকায় না, হাঁচি ও কাস প্রভৃতিতে যাহার অলৌকিক ধ্বনি, যাহার নিশ্বাস অতিদীর্ঘ বা অতিহ্রস্ব, দুর্গন্ধ বা সুগন্ধি, যাহার স্নাত বা অস্নাত শরীরে তথা মলিন বস্ত্রে, ব্রণাদিতে অমানুষ গন্ধ হয় (সুরভি বা অসুরভি), তাহার জীবন এক বৎসর।

ভজন্তেঽত্যঙ্গসৌরস্যাদ্ যং যূকা মক্ষিকাদয়ঃ। ত্যজন্তি বাতিবৈরস্যাৎ সোঽপি বর্ষং ন জীবতি।। সততোষ্মসু গাত্রেষু শৈত্যং যস্যোপলক্ষ্যতে। শীতেষু ভৃশমৌষ্ণ্যং বা স্বেদঃ স্তম্ভোঽপ্যহেতুকঃ।। যো জাতশীতপিটিকঃ শীতাঙ্গো বা বিদহ্যতে। উষ্ণদ্বেষী চ শীতার্ত্তঃ স প্রেতাধিপগোচরঃ।। উরস্যূষ্মা ভবেদ্ যস্য জঠরে চাতিশীততা। ভিন্নং পুরীষং তৃষ্ণা চ যথা প্রেতস্তথৈব সঃ।। মূত্রং পুরীষং নিষ্ঠ্যূতং শুক্রং বাপ্সু নিমজ্জতি। নিষ্ঠ্যূতং বহুবর্ণং বা যস্য মাসাৎ স নশ্যতি।।

অঙ্গের অতি সুরসত্বহেতু কেশকীট (উকুন) ও মক্ষিকাদি যাহার শরীরে অভিসর্পণ অথবা দেহের অতি বিরসত্বহেতু যাহার শরীর ত্যাগ করে তাহার আয়ুষ্কাল এক বৎসর। যাহার বাহ্য অঙ্গে সতত উষ্ণতা কিন্তু অন্তরে শৈত্য অথবা যাহার বহিরঙ্গে শৈত্য কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত দাহ কিংবা হঠাৎ অতিঘর্ম্ম বা একবারে ঘর্ম্মরোধ হয়, তাহাকে গতাসু জানিবে। যে-ব্যক্তি কফোদ্ভূত পিড়কাক্রান্ত অথবা শীতাঙ্গ হইয়া বিদাহ অনুভব করে, যে শীতার্ত্ত হইয়াও উষ্ণদ্বেষী হয়, সে-ব্যক্তিও মৃত্যুর গোচর। যাহার বক্ষঃস্থল উষ্ণ, জঠর শীতল, পুরীষ তরল, তৃষ্ণা অধিকতর হয়, সে প্রেতবৎ। যাহার মূত্র, পুরীষ, গয়ের বা শুক্র জলে মগ্ন বা যাহার গয়ের নানাবর্ণ হয়, তাহার মৃত্যু একমাসের মধ্যেই হইয়া থাকে।

ঘনীভূতমিবাকাশমাকাশমিব যো ঘনম্। অমূর্ত্তমিব মূর্ত্তঞ্চ মূর্ত্তং চামূর্ত্তবৎ স্থিতম্।। তেজস্ব্যতেজস্তদ্বচ্চ শুক্লং কৃষ্ণমসচ্চ সৎ। অনেত্ররোগশ্চন্দ্রঞ্চ বহুরূপমলাঞ্ছনম্।। জাগ্রদ্রক্ষাংসি গন্ধর্ব্বান্ প্রেতানন্যাংশ্চ তদ্বিধান্। রূপং ব্যাকৃতি তদ্বচ্চ যঃ পশ্যতি স নশ্যতি।।

যে-ব্যক্তি আকাশকে ঘনীভূত এবং ঘটপটাদি ঘন বস্তুকে আকাশবৎ দর্শন করে, যে-ব্যক্তি বাতাদি অমূর্ত্ত বস্তুকে মূর্ত্তিমান্, এবং মূর্ত্তিমান্ বস্তুকে অমূর্ত্তবৎ বোধ করে, যে-ব্যক্তি অগ্ন্যাদি ভাস্বর বস্তুকে নিস্তেজ, শুক্লকে কৃষ্ণ, আকাশকুসুম প্রভৃতি অসৎ বস্তুকে সৎ, সৎ বস্তুকে অসৎ এবং নেত্ররোগাক্রান্ত না-হইয়াও চন্দ্রকে বহুরূপবিশিষ্ট অকলঙ্ক দর্শন করে, যে-ব্যক্তি জাগ্রদ-বস্থাতেও রক্ষ গন্ধর্ব্ব প্রেত বা তদ্বিধ অন্য প্রাণী ও বিকৃতরূপ দর্শন করে, তাহাকে গতাসু জানিবে।

সপ্তর্ষীণাং সমীপস্থাং যো ন পশ্যত্যরুন্ধতীম্। ধ্রুবমাকাশগঙ্গাং বা স ন পশ্যতি তাং সমাম্।।

যে-ব্যক্তি সপ্তর্ষিমণ্ডলের সমীপস্থ অরুন্ধতী, উত্তরকেন্দ্রস্থ ধ্রুব এবং আকাশগঙ্গা দেখিতে না-পায়, তাহার মৃত্যু সেই বৎসরেই হয়।

মেঘতোয়ৌঘনির্ঘোষ-বীণাপণববেণুজান্। শৃণোত্যন্যাংশ্চ যঃ শব্দানসতো ন সতোঽপি বা। নিষ্পীড্য কর্ণৌ শৃণুয়ান্ন যো ধুকধুকস্বনম্।।

যে-ব্যক্তি মেঘধ্বনি, জলতরঙ্গনির্ঘোষ, বীণা, পণব (বাদ্যবিশেষ) ও বংশীর রব বা তৎসদৃশ অন্য শব্দ শুনিতে না-পায়, অথবা মেঘধ্বনি প্রভৃতি না-হইলেও যে ঐ সকল শব্দ শুনে এবং যে অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরন্ধ্রদ্বয় টিপিয়া ধুক-ধুক (শব্দবিশেষ) শব্দ অনুভব না-করে, তাহার মৃত্যু

তদ্বদ্ গন্ধরসস্পর্শান্ মন্যতে যো বিপর্য্যয়াৎ। সর্ব্বশো বা ন যো যশ্চ দীপগন্ধং ন জিঘ্রতি।। বিধিনা যস্য দোষায় স্বাস্থ্যায়াবিধিনা রসাঃ। যঃ পাংশুনেব কীর্ণাঙ্গো যোঽঙ্গঘাতং ন বেত্তি বা।। অন্তরেণ তপস্তীব্রং যোগং বা বিধিপূর্ব্বকম্। জানাত্যতীন্দ্রিয়ং যশ্চ তেষাং মরণমাদিশেৎ।।

পূর্ব্বোক্ত মেঘাদি-ধ্বনিবৎ যে-ব্যক্তি গন্ধ রস ও স্পর্শের অসত্তাতেও সত্তা কিংবা তাহাদের বৈপরীত্য অর্থাৎ সুগন্ধকে দুর্গন্ধ, মধুরকে অম্ল ইত্যাদি অনুভব করে, অথবা সর্ব্বদা গন্ধাদি কিছুই বোধ না-করে, যে-ব্যক্তি তৎকালনির্ব্বাপিত দীপগন্ধ না-পায়, শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে প্রযুক্ত রস যাহার রোগের নিমিত্ত এবং অবিধি-প্রযুক্ত রস যাহার স্বাস্থ্যের জন্য হয়, যাহার অঙ্গ ধূলিব্যাপ্তবৎ হয়, যে-ব্যক্তি অঙ্গাঘাত বুঝিতে পারে না এবং উগ্রতপস্যা বা বিধিপূর্ব্বক যোগ ব্যতিরেকেও অতীন্দ্রিয় বিষয় জানিতে পারে, সেই সকল ব্যক্তির মরণ উপস্থিত জানিবে।

হীনো দীনঃ স্বরোঽব্যক্তো যস্য স্যাদ্ গদ্গদোঽপি বা। সহসা যো বিমুহ্যেদ্ বা বিবক্ষুর্ন স জীবতি।।

যাহার স্বর হীন, অবসন্ন, অব্যক্ত ও গদগদ, কিংবা যে-ব্যক্তি বলিতে ইচ্ছুক হইয়া বিনা কারণে কথা কহিতে পারে না, সে ব্যক্তি রক্ষা পায় না।

স্বরস্য দুর্ব্বলীভাবং হানিং বা বলবর্ণয়োঃ। রোগবৃদ্ধিমযুক্ত্যা চ দৃষ্টা মরণমাদিশেৎ।।

যাহার স্বরের দৌর্ব্বল্য, বল ও বর্ণের হানি এবং কারণ-ব্যতিরেকে রোগের বৃদ্ধি হয়, তাহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী জানিবে।

অপস্বরং ভাষমাণং প্রাপ্তং মরণমাত্মনঃ। শ্রোতারং চাস্য শব্দস্য দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ।।

যে-ব্যক্তি আমার মরণ উপস্থিত, আমি আর বাঁচিব না, এরূপ অপস্বর (হীনস্বর, কাতর স্বরে) কহে, কিংবা এইপ্রকার নিজ মৃত্যুর কথা যে পরস্পরের নিকট শোনে, বৈদ্য তাহাকে ত্যাগ করিবেন।

সংস্থানেন প্রমাণেন বর্ণেন প্রভয়াপি বা। ছায়া বিবর্ত্ততে যস্য স্বস্থোঽপি প্রেত এব সঃ।।

শরীরের গঠন, পরিমাণ, বর্ণ ও প্রভা দ্বারা যাহার ছায়া অর্থাৎ মূর্ত্তি অন্যথাভূত হয়, সে যদি স্বস্থও হয়, তাহা হইলেও তাহাকে মৃত বলিয়া জ্ঞান করিবে। যথা সম অঙ্গ বিষম, বিষমাঙ্গ সম, দীর্ঘাকৃতি হ্রস্ব, হ্রস্বাকৃতি দীর্ঘ, গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, কৃষ্ণবর্ণ গৌর, উজ্জ্বল প্রভা মলিন, মলিন প্রভা উজ্জ্বল ইত্যাদি বৈপরীত্য ঘটিলে, রোগীর কথা দূরে যাউক, সুস্থ ব্যক্তিকেও মৃতবৎ গণ্য করিতে হইবে।

আতপাদর্শতোয়াদৌ যা সংস্থানপ্রমাণতঃ। ছায়াঙ্গাৎ সম্ভবত্যুক্তা প্রতিচ্ছায়েতি সা পুনঃ। বর্ণপ্রভাশ্রয়া যা তু সা চ্ছায়ৈব শরীরগা।।

শরীরের গঠন ও পরিমাণানুরূপ যে-ছায়া অঙ্গ হইতে আতপ দর্পণ ও জলাদি স্বচ্ছ পদার্থে পতিত হয়, তাহাকে প্রতিচ্ছায়া অর্থাৎ প্রতিবিম্ব কহে। প্রতিবিম্ব বর্ণ ও প্রভার আশ্রয় নহে,

কিন্তু যাহা বর্ণ ও প্রভার আশ্রয় এবং কেবল শরীরগত, অর্থাৎ যাহা প্রতিবিম্বের ন্যায় জলাদিতে যায় না, তাহাই দেহের ছায়া। প্রতিচ্ছায়া ও ছায়ার এই প্রভেদ।

ভবেদ্ যস্য প্রতিচ্ছায়া ছিন্না ভিন্নাধিকাকুলা। বিশিরা দ্বিশিরা জিহ্মা বিকৃতা যদি বান্যথা।। তং সমাপ্তায়ুষং বিদ্যান্ন চেল্লক্ষ্যনিমিত্তজা। প্রতিচ্ছায়াময়ী যস্য ন চাক্ষ্ণীক্ষ্যেত কন্যকা।।

যাহার প্রতিচ্ছায়া লক্ষণীয় কারণ-ব্যতিরেকে যদি ছিন্ন, ভিন্ন, অধিক চঞ্চল, নির্ম্মস্তক বা দ্বি-মস্তক, বক্র, বিকৃত বা অন্যথাভূত (মনুষ্যের পশ্বাদিবৎ প্রতিচ্ছায়া) হয়, অথবা যাহার নয়নে প্রতিচ্ছায়াময়ী কন্যকা (অক্ষিপুত্তলিকা) দৃষ্ট না-হয়, তাহার আয়ু শেষ হইয়াছে, জানিবে।

খাদীনাং পঞ্চ পঞ্চনাং ছায়া বিবিধলক্ষণাঃ। নাভসী নির্ম্মলা নীলা সস্নেহা সপ্রভেব চ।। বাতাদ্রজোঽরুণা শ্যাবা ভস্মরুক্ষা হতপ্রভা। বিশুদ্ধরক্তা ত্বাগ্নেয়ী দীপ্তাভা দর্শনপ্রিয়া।। শুদ্ধবৈদূর্য্যবিমলা সুস্নিগ্ধা তোয়জা সুখা। স্থিরা স্নিগ্ধা ঘনা শুদ্ধা শ্যামা শ্বেতা চ পার্থিবী। বায়বী রোগমরণ-ক্লেশায়ান্যাঃ সুখোদয়াঃ।।

আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের বিবিধ লক্ষণান্বিত পাঁচপ্রকার ছায়া হয়। আকাশজা ছায়া নির্ম্মল, ঈষৎ নীলবর্ণ, সস্নেহ ও সপ্রভ। বায়বী ছায়া রজোযুক্ত, অরুণ, শ্যাব, ভস্মবৎ রুক্ষ ও প্রভাহীন। আগ্নেয়ী ছায়া বিশুদ্ধ রক্তবর্ণ, দীপ্তাভ ও দর্শনপ্রিয়। তোয়জা ছায়া নির্ম্মল বৈদুর্য্যমণিবৎ বিমল, সুস্নিগ্ধ ও সুখাবহ। পার্থিবী ছায়া স্থির, স্নিগ্ধ, ঘন, নির্ম্মল, শ্যাম বা শ্বেতবর্ণ। বায়বী ছায়া রোগ, ক্লেশ ও মরণের নিমিত্ত হয়, অন্য ছায়া সুখাবহ হইয়া থাকে।

প্রভোক্তা তৈজসী সর্ব্বা সা তু সপ্তবিধা স্মৃতা। রক্তা পীতা সিতা শ্যাবা হরিতা পাণ্ডুরাসিতা।। তাসাং যাঃ স্যুর্বিকাসিন্যঃ স্নিগ্ধাশ্চ বিমলাশ্চ যাঃ। তাঃ শুভা মলিনা রুক্ষাঃ সঙ্ক্ষিপ্তাশ্চাশুভোদয়াঃ।।

মুনিগণ প্রভাকে তৈজসী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। প্রভা সাতপ্রকার; যথা রক্তা, পীতা, শ্বেতা, শ্যাবা, হরিতা, পাণ্ডুরা ও শ্যামা। ইহাদের মধ্যে যে-সকল প্রভা বিকাসী, স্নিগ্ধ ও বিমল, তাহারা শুভপ্রদ এবং যাহারা মলিন, রুক্ষ ও সঙ্ক্ষিপ্ত, তাহারা অশুভজনক।

বর্ণমাক্রামতি চ্ছায়া প্রভা বর্ণপ্রকাশিনী।।

ছায়া রক্তাদি বর্ণকে আক্রমণ করে, অর্থাৎ বর্ণকে পরাভব করিয়া অবস্থিতি করে, কিন্তু প্রভা বর্ণকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

আসন্নে লক্ষ্যতে চ্ছায়া বিকৃষ্টে ভা প্রকাশতে। নাচ্ছায়ো নাপ্রভঃ কশ্চিদ্ বিশেষাশ্চিহ্নয়ন্তি তু। নৃণাং শুভাশুভোৎপত্তিং কালে চ্ছায়াপ্রভাশ্রয়াঃ।।

ছায়া নিকটে লক্ষ হয়, প্রভা দূরপ্রদেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিই ছায়াহীন ও প্রভারহিত নহে। ছায়া ও প্রভান্বিত দৈহিক বিশেষ ভাবসকল উপযুক্ত সময়ে মনুষ্যদিগের শুভাশুভোৎপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে।

নিকষন্নিব যঃ পাদৌ চ্যুতাংসঃ পরিসর্পতি। হীয়তে বলতঃ শশ্বদ্ যোঽন্নমশ্নন্ হিতং বহু।। যোঽল্পাশী বহুবিণ্মূত্রো বহ্বাশী চাল্পমূত্রবিট্। যোঽল্পাশী বা[১] কফেনার্ত্তো দীর্ঘং শ্বসিতি চেষ্টতে।। দীর্ঘমুচ্ছ্বস্য যো হ্রস্বং নিঃশ্বস্য পরিতাম্যতি। হ্রস্বঞ্চ যঃ প্রশ্বসিতি ব্যাবিদ্ধং স্পন্দতে ভৃশম্।। শিরো বিক্ষিপতে কৃচ্ছাদ্ যোঽঞ্চয়িত্বা প্রপাণিকৌ।। যো ললাটাৎ স্রুতস্বেদঃ শ্লথসন্ধানবন্ধনঃ।। উত্থাপ্যমানঃ সংমুহ্যেদ্ যো বলী দুর্ব্বলোঽপি বা। উত্তান এব স্বপিতি যঃ পাদৌ বিকরোতি চ।। শয়নাসনকুড্যাদৌ যোঽসদেব জিঘৃক্ষতি।

১. যোঽল্পনীর ইতি পাঠান্তরম্।

অহাস্যহাসী সংমুহ্যন্ যো লেঢ়ি দশনচ্ছদৌ।। উত্তরোষ্ঠং পরিলিহন্ ফুৎকারাংশ্চ করোতি যঃ। যমভিদ্রবতি চ্ছায়া কৃষ্ণা পীতারুণাপি বা।। ভিষগ্‌ভেষজপানান্ন গুরুমিত্রদ্বিষশ্চ যে। বশগাঃ সর্ব্ব এবৈতে বিজ্ঞেয়াঃ সমবর্ত্তিনঃ।।

যে-ব্যক্তি শিথিলস্কন্ধ হইয়া পদদ্বয় ঘর্ষণ করিতে-করিতে ভূমিতে বিচরণ করে; যে নিরন্তর বহুপরিমাণে হিতজনক অন্নভোজন করিয়াও বলহীন হয়; যে অল্পভোজী হইয়াও বহু মলমূত্র কিংবা বহুভোজী হইয়াও অল্প মলমূত্র ত্যাগ করে এবং যে অল্পাশী হইয়াও কফ দ্বারা পীড়িত হয়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও পরিলুণ্ঠন করে; যে দীর্ঘ উচ্ছ্বাসানন্তর হ্রস্ব নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্লিষ্ট হয়, যে হ্রস্ব নিশ্বাসপ্রশ্বাস ফেলে, কিন্তু নাড়ী যাহার বিষমভাবে অতিশয় স্পন্দন করে; যে প্রপাণিক (পাণির পশ্চাদ্ভাগস্থিত অবয়ববিশেষ) বক্রীকৃত করিয়া কষ্টে মস্তকচালনা করে; যাহার ললাট হইতে ঘর্ম্ম নিঃসৃত এবং সন্ধিবন্ধন শিথিল হয়; বলবানই হউক বা দুর্ব্বলই হউক, যাহাকে তুলিয়া বসাইলে মোহপ্রাপ্ত হয়; যে পদদ্বয় বিকৃত করিয়া চিৎ হইয়া নিদ্রা যায়; যে শয্যায় আসনে ও ভিত্তি প্রভৃতিতে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান বস্তু পাইতে ইচ্ছা করে (বিছানা প্রভৃতি খোঁজে); যে অহাস্য বিষয়ে হাসে, মূর্চ্ছা যায়, দাঁতের মাড়ী ও উপর ওষ্ঠ চাটে, নানা শব্দবিশিষ্ট ফুৎকার করে; কৃষ্ণ পীত বা অরুণবর্ণ ছায়া যাহার পশ্চাদ্গামিনী হয়, যে-ব্যক্তি চিকিৎসক, ঔষধ, অন্নপান, গুরু ও মিত্রের দ্বেষ করে; তাহাদের সকলকেই যমের বশবর্ত্তী জানিবে।

গ্রীবাললাটহৃদয়ং যস্য স্বিদ্যতি শীতলম্। উষ্ণোঽপরঃ প্রদেশশ্চ শরণং তস্য দেবতা।।

যাহার গ্রীবা, ললাট ও হৃদয় ঘর্ম্মাক্ত এবং শীতল, অপর অঙ্গ উষ্ণ, তাহার রক্ষাকর্ত্তা দেবতা অর্থাৎ দেবতা ভিন্ন তাহাকে রক্ষা করিতে বৈদ্য প্রভৃতি আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

যোঽণুজ্যোতিরনেকাগ্রো দুশ্ছায়ো দুর্ম্মনাঃ সদা। বলিং বলিভৃতো যস্য প্রণীতং নোপভুঞ্জতে।। নির্নিমিত্তঞ্চ যো মেধাং শোভামুপচয়ং শ্রিয়ম্। প্রাপ্নোত্যতো বা বিভ্রংশং স প্রাপ্নোতি যমক্ষয়ম্।।

যে-ব্যক্তি অণুজ্যোতি অর্থাৎ অল্পদৃষ্টি বা অল্পতেজ এবং ব্যাকুলচিত্ত বিবর্ণকান্তি ও সদা দুর্ম্মনা হয়, কাকশৃগালাদি বলিভুক্ প্রাণী যাহার প্রদত্ত বলি ভোজন না-করে এবং কারণ ব্যতিরেকে যে-ব্যক্তি মেধা, শোভা, দেহোপচয় ও ধন বা রাজ্যাদি শ্রীপ্রাপ্ত, অথবা মেধা প্রভৃতি হইতে বিভ্রষ্ট হয়, সে ব্যক্তি যমভবনে গমন করে।

গুণদোষময়ী যস্য স্বস্থস্য ব্যাধিতস্য বা। যাতান্যথাত্বং প্রকৃতিঃ ষণ্মাসান্ন স জীবতি।।

স্বস্থ বা ব্যাধিত যে-ব্যক্তির সত্ত্বাদি-গুণময়ী ও বাতাদি-দোষময়ী প্রকৃতি অন্যথাভাব প্রাপ্ত হয়, সে ছয় মাসের অধিক বাঁচে না।

ভক্তিঃ শীলং স্মৃতিস্ত্যাগো বুদ্ধির্বলমহেতুকম্। ষড়েতানি নিবর্ত্তন্তে ষড়ভির্মাসৈর্মরিষ্যতঃ। মত্তবদ্ গতিবাক্‌কম্প-মোহা মাসান্মরিষ্যতঃ।।

ছয় মাসের মধ্যে যাহার মৃত্যু হইবে, তাহার ভক্তি স্বভাব স্মৃতি দানশীলতা বুদ্ধি ও বল বিনা কারণে অপগত হয় এবং যাহার এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হইবে, তাহার মত্তবৎ গতি, বাক্য, কম্প ও মোহ হইয়া থাকে।

নশ্যতাজানন্ ষড়হাৎ কেশলুঞ্চনবেদনাম্। ন যাতি যস্য চাহারঃ কণ্ঠং কণ্ঠাময়াদৃতে।। প্রেষ্যাঃ প্রতীপতাং

যাস্তি প্রেতাকৃতিরুদীর্য্যতে। যস্য নিদ্রা ভবেন্নিত্যং নৈব বা ন স জীবতি।। বক্ত্রমাপূর্য্যতেহশ্রুণাং স্বিদ্যতশ্চরণৌ ভৃশম্। চক্ষুশ্চাকুলতাং যাতি যমরাজ্যং গমিষ্যতঃ।। যৈঃ পুরা রমতে ভাবৈররতিস্তৈর্ন জীবতি।।

কেশোৎপাটনজনিত বেদনা যে-অনুভব করিতে না-পারে এবং গলরোগ-বিনা খাদ্যদ্রব্য যাহার গলাধঃকরণ না-হয়, ছয় দিনের মধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। ভৃত্যগণ যাহার প্রতিকূল হয়, তাহাকে প্রেতাকৃতিই জানিবে। যে সতত নিদ্রা যায় বা একবারও ঘুমায় না যাহার অশ্রুর স্রোতোমুখ রুদ্ধ, পদদ্বয় অকারণ অতিশয় ঘর্ম্মাক্ত এবং চক্ষু চঞ্চল হয়, তাহাকেও যমালয়ে যাইতে হইবে। ধনজনবান্ধবাদি যে-সকল বিষয় পূর্ব্বে আনন্দোৎপাদন করিত, সেই প্রীতিপ্রদ বিষয়সকল যাহার ভালো না-লাগে, তাহার মৃত্যু উপস্থিত।

সহসা জায়তে যস্য বিকারঃ সর্ব্বলক্ষণঃ। নিবর্ত্ততে বা সহসা সহসা স বিনশ্যতি।।

যাহার জ্বরাদি ব্যাধি, কারণব্যতীত সহসা সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত হয়, অথবা সর্ব্বলক্ষণান্বিত ব্যাধি হঠাৎ প্রশমতা পায়, তাহার মৃত্যু অচিরে হইয়া থাকে।

জ্বরো নিহন্তি বলবান্ গম্ভীরো দৈর্ঘরাত্রিকঃ। সপ্রলাপভ্রমশ্বাসঃ ক্ষীণং শূনং হতানলম্।। অক্ষামং সক্তবচনং রক্তাক্ষং হৃদি শূলিনম্।। সংশুষ্ককাসঃ পূর্ব্বাহ্ণে যোহপরাহ্ণেহপি বা ভবেৎ। বলমাংসবিহীনস্য শ্লেষ্মকাসসমন্বিতঃ।।

প্রবল বহু হেতু দ্বারা উৎপন্ন যে-বলবান্ জ্বর; মজ্জ প্রভৃতি গম্ভীর ধাত্বাশ্রয়ী যে-গম্ভীর জ্বর; দীর্ঘকালানুবন্ধী যে-দৈর্ঘরাত্রিক জ্বর এবং প্রলাপ ভ্রম ও শ্বাসযুক্ত যে-জ্বর; বলমাংসবিহীন ব্যক্তির শ্লেষ্মকাসযুক্ত যে-জ্বর; যে-জ্বর পূর্ব্বাহ্ণে শুষ্ককাস উৎপাদন করে, তাহা ক্ষীণ, শোথী, হতাগ্নি অথবা অক্ষীণ, গলবদ্ধবচন, রক্তাক্ষ এবং হৃদয়ে শূলবৎ বেদনাবিশিষ্ট রোগীকে বিনষ্ট করে।

রক্তপিত্তং ভৃশং রক্তং কৃষ্ণমিন্দ্রধনুঃপ্রভম্। তাম্রহরিদ্রহরিতং রূপং রক্তং প্রদর্শয়েৎ।। রোমকূপপ্রবিসৃতং কণ্ঠাস্যহৃদয়ে সজৎ। বাসসো রঞ্জনং পুতি বেভবচ্চাতিভূরি চ। বৃদ্ধং পাণ্ডুজ্বরচ্ছর্দ্দি-কাসশোথাতিসারিণম্।।

রক্তপিত্তরোগে রক্ত যদি অতিলোহিত বা অতিকৃষ্ণ অথবা ইন্দ্রধনুঃপ্রভ হয়, রোগী যদি দৃশ্যমান বস্তু তাম্র হারিদ্র হরিত বা রক্তবর্ণ দর্শন করে কিংবা রক্তপিত্তের রক্ত যদি সমস্ত রোমকূপ হইতে নিঃসৃত হয়; অথবা কণ্ঠে আস্যে ও হৃদয়ে যুগপৎ লিপ্ত হইয়া থাকে কিংবা ঐ রক্ত যদি দুর্গন্ধী, অতিবেগে ও বহুপরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং উহা বস্ত্রে লাগিলে যদি সেই বস্ত্র জলে প্রক্ষালন করিলেও দাগ না-উঠে, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। অতিপ্রবৃদ্ধ রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, জ্বর, বমি, কাস, শোথ ও অতিসারযুক্ত রোগীকে বিনষ্ট করে।

কাসশ্বাসৌ জ্বরচ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাতীসারশোফিনম্। যক্ষ্মা পার্শ্বরুজানাহ-রক্তচ্ছর্দ্দ্যংসতাপিনম্।।

কাস ও শ্বাসরোগ, জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার ও শোথোপদ্রবে উপদ্রুত রোগীকে বিনষ্ট করে। যক্ষ্মারাগে পার্শ্ববেদনা আনাহ রক্তবমন ও স্কন্ধদেশে অভিতাপ উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়।

ছর্দ্দির্বেগবতী মূত্রশকৃদ্গন্ধি সচন্দ্রিকা।[1] সাস্রবিট্‌পূযরুক্‌কাস-শ্বাসবত্যনুষঙ্গিণী।।

---

১. জলতৈলবিন্দুসংস্থানা চন্দ্রিকোচ্যতে।

বমিরোগে বমন যদি মহাবেগে প্রবর্ত্তমান, মূত্র বা মলগন্ধি এবং ময়ূরপিচ্ছবৎ নানাবর্ণবিশিষ্ট হয় এবং উহা যদি সরক্ত মল পূয বেদনা কাস ও শ্বাসাদি উপদ্রবযুক্ত ও দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

তৃষ্ণান্যরোগক্ষপিতং বহির্জিহ্বং বিচেতনম্।।

তৃষ্ণারোগে রোগী যদি অন্যান্য ব্যাধি দ্বারা কর্ষিতদেহ, নিঃসারিত জিহ্বা ও বিচেতন হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

মদাত্যয়েঽতিশীতার্ত্তং ক্ষীণং তৈলপ্রভাননম্।।

মদাত্যয়রোগে রোগী অতিশয় শীতার্ত্ত, ক্ষীণ ও তৈলপ্রভানন হইলে মৃত্যু আসন্ন জানিবে।

অর্শাংসি পাণিপান্নাভি-গুদমুষ্কাস্যশোফিনম্। হৃৎপার্শ্বাঙ্গরুজাচ্ছর্দ্দি পায়ুপাকজ্বরাতুরম্।।

অর্শরোগে যদি হস্ত পদ নাভি গুহ্য মুষ্ক ও মুখে শোথ এবং হৃদয় পার্শ্ব ও অন্যান্য অঙ্গে বেদনা, বমি, গুহ্যদেশে পাক ও জ্বর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

অতীসারো যকৃৎপিণ্ড-মাংসধাবনমেচকৈঃ। তুল্যতৈলঘৃতক্ষীর-দধিমজ্জবসাসবৈঃ।। মস্তুলুঙ্গমসীপূয-বেশবারাম্বুমাক্ষিকৈঃ। অতিরক্তাসিতস্নিগ্ধ-পূত্যচ্ছঘনবেদনঃ।। কর্ব্বুরঃ প্রস্রবন্ ধাতূন্ নিষ্পুরীষোঽথ-বাতিবিট্। তন্তুমান্ মক্ষিকাক্রান্তো রাজীমাংশ্চন্দ্রকৈর্যুতঃ।। শীর্ণপায়ুবলিং মুক্ত-নালং পর্ব্বাস্থিশূলিনম্। স্রস্তপায়ুং বলক্ষীণমন্নমেবোপবেশয়েৎ। সতৃট্শ্বাসজ্বরচ্ছর্দ্দি-দাহানাহপ্রবাহিকঃ।।

অতিসার রোগে মল যদি মেচকবর্ণ (কৃষ্ণচিক্কণ) অথবা যকৃৎখণ্ড, মাংসধাবন জল এবং তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মজ্জা, বসা, আসব, মস্তিষ্ক, কালী, পূয, নিরস্থি পিষ্টমাংস, জল বা মধুবৎ হয় কিংবা অতিরিক্ত, অতিকৃষ্ণ, অতিচিক্কণ, দুর্গন্ধ, নির্ম্মল, ঘন ও বেদনান্বিত হয় কিংবা নানা ধাতুস্রাবহেতু কর্ব্বুর অর্থাৎ বিবিধবর্ণবিশিষ্ট, অথবা পুরীষহীন বা অতি পুরীষযুক্ত, তন্তুমান, মক্ষিকাক্রান্ত, রেখাবিশিষ্ট বা ময়ূরপিচ্ছবৎ নানাবর্ণ হয় এবং রোগীর যদি গুহ্যদেশ ও গুদনাড়ী শীর্ণ এবং মুক্তনাল (শিথিলবন্ধন), পর্ব্বাস্থি শূলবৎ বেদনাযুক্ত, পায়ু স্খলিত, বল ক্ষীণ, যথাভুক্ত মলত্যাগ এবং তৃষ্ণা শ্বাস জ্বর বমি দাহ আনাহ বা প্রবাহিকা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জানিবে।

অশ্মরী শূনবৃষাং বদ্ধমূত্রং রুজার্দ্দিতম্। মেহস্তৃড়্দাহপিটকা মাংসকোথাতিসারিণম্।।

অশ্মরীরোগে বৃষণে (কোষে) শোথ, মূত্র বদ্ধ ও যন্ত্রণা থাকিলে এবং মেহরোগে পিপাসা দাহ পিড়কা মাংসপচন ও অতিসার উপস্থিত হইলে রোগীর মৃত্যু হয়।

পিটিকা মর্ম্মহৃৎপৃষ্ঠ স্তনাংসগুদমূর্দ্ধগাঃ। পর্ব্বপাদকরস্থা বা মন্দোৎসাহং প্রমেহিণম্।। সর্ব্বঞ্চ মাংস-সঙ্কোথ-দাহতৃষ্ণামদজ্বরৈঃ। বিসর্পমর্ম্মসংরোধ-হিক্কাশ্বাসভ্রমক্লমৈঃ।।

প্রমেহরোগে পিড়কা যদি মর্ম্মস্থানে, হৃদয়ে, পৃষ্ঠে, স্তনে, স্কন্ধে, গুহ্যে, মস্তকে, পর্ব্বস্থানে, হস্তে ও পদে জন্মে, তাহা হইলে মন্দোৎসাহ প্রমেহরোগীকে বিনষ্ট করে। আর পিড়কারোগে যদি মাংসপচন, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প, মর্ম্মরোধ, হিক্কা, শ্বাস, ভ্রম ও ক্লান্তি (দোষজা গ্লানি) উপস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রমেহী কেন, সকলেরই মৃত্যু হইয়া থাকে।

গুল্মঃ পৃথুপরীণাহো ঘনঃ কূর্ম্ম ইবোন্নতঃ। শিরানদ্ধো জ্বরচ্ছর্দ্দি-হিক্কাধ্মানরুজান্বিতঃ। কাসপীনসহৃল্লাস-শ্বাসাতিসারশোথবান্।।

গুল্ম যদি বৃহৎ, নিবিড়াবয়ব, কূর্ম্মবৎ উন্নত, শিরাব্যাপ্ত এবং জ্বর বমি হিক্কা উদরাধ্মান বেদনা কাস পীনস বমনবেগ শ্বাস অতিসার ও শোথ এই সমস্ত বা ইহাদের কোন-কোন উপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলে গুল্মরোগীর জীবনাশা নাই।

বিণ্মূত্রসংগ্রহশ্বাস-শোথহিক্কাজ্বরভ্রমৈঃ। মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দ্যতিসারৈশ্চ জঠরং হন্তি দুর্ব্বলম্।। শূনাক্ষং কুলিলোপস্থ-মুপক্লিন্নতনুত্বচম্। বিরেচনকৃতানাহমানাহঞ্চ পুনঃপুনঃ।।

জঠররোগে যদি মলমূত্রবিবদ্ধতা, শ্বাস, শোথ, হিক্কা, জ্বর, ভ্রম, মূর্চ্ছা, বমি, দৌর্ব্বল্য ও অতিসার উপস্থিত হয় এবং রোগীর নেত্র স্ফীত, লিঙ্গ বক্র, ত্বক ক্লেদযুক্ত ও পাতলা, বিরেচন-জন্য আনাহ বা পুনঃপুনঃ আনাহ, এই সকল লক্ষণ ঘটে, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু জানিবে।

পাণ্ডুরোগঃ শ্বয়থুমান্ পীতাক্ষিনখদর্শনম্। তন্দ্রাদাহারুচিচ্ছর্দ্দি-মূর্চ্ছাধ্মানাতিসারবান্।।

পাণ্ডুরোগে যদি শোথ, তন্দ্রা, দাহ, অরুচি, বমি, মূর্চ্ছা, আধ্মান ও অতিসার উপস্থিত হয় এবং রোগীর অক্ষি ও নখ যদি পীতবর্ণ হয়, সে যাহা দর্শন করে তাহাও যদি পীতবর্ণ দেখে, তবে রোগীর জীবনসংশয় জানিবে।

অনেকোপদ্রবযুতঃ পাদাভ্যাং প্রসৃতো নরম্। নারীং শোফো মুখাদ্ধন্তি কুক্ষিগুহ্যাদুভাবপি। রাজীচিতঃ স্রবশ্ছর্দ্দি-জ্বরশ্বাসাতিসারিণম্।।

পুরুষের শোথ যদি পা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ ঊর্ধ্বদেহে প্রসৃত ও জ্বরশ্বাসাদি বহু উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা হইলে শোথ পুরুষঘাতী এবং স্ত্রীলোকের শোথ যদি মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে-ক্রমে পাদদেশে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা স্ত্রীঘাতী। আর কুক্ষি বা গুহ্য হইতে প্রসৃত শোথ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ঘাতী জানিবে। এবং শোথ যদি স্রাববিশিষ্ট ও শিরাব্যাপ্ত এবং রোগী যদি বমি, জ্বর, শ্বাস ও অতিসারোপদ্রবে উপদ্রুত হয়, তাহা হইলেও আতুরকে গতাসু জ্ঞান করিবে।

জ্বরাতিসারৌ শোফান্তে শ্বয়থুর্বা তয়োঃ ক্ষয়ে। দুর্ব্বলস্য বিশেষেণ জায়ন্তেহন্তায় দেহিনঃ।।

শোথরোগের অন্তে যদি জ্বর ও অতিসার অথবা জ্বরাতিসারের অবসানে শোথ হয়, তাহা হইলে এবংবিধ জ্বর, অতিসার ও শোথ দেহীকে, বিশেষত দুর্ব্বল ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে।

শ্বয়থুর্যস্য পাদস্থঃ পরিস্রস্তে চ পিণ্ডিকে। সীদতঃ সক্‌থিনী চৈব তং ভিষক্ পরিবর্জ্জয়েৎ।।

যাহার শোথ পাদাশ্রিত, পায়ের ডিম স্বস্থান-চ্যুত এবং উরুদ্বয় অবসন্ন, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

আননং হস্তপাদঞ্চ বিশেষাদ্ যস্য শুষ্যতি। শূয়তে বা বিনা দেহাৎ স মাসাদ্ যাতি পঞ্চতাম্।।

যাহার মুখ ও হাত-পা বিশেষরূপে শুষ্ক হয়, অথবা দেহ-বিনা মুখ ও হাত-পা বিশেষরূপে স্ফীত হয়, সে রোগী এক মাসের মধ্যেই পঞ্চত্ব পাইয়া থাকে।

বিসর্পঃ কাসবৈবর্ণ্য-জ্বরমূর্চ্ছাঙ্গভঙ্গবান্। ভ্রমাস্যশোষহৃল্লাস-দেহসাদাতিসারবান্।।

বিসর্পরোগে কাস, বৈবর্ণ্য, জ্বর, মূর্চ্ছা, অঙ্গমর্দ্দ, ভ্রম, মুখশোষ, বমনবেগ, অবসন্নতা ও অতিসার উপস্থিত হইলে রোগীকে ত্যাগ করিবে।

কুষ্ঠং বিশীর্য্যমাণাঙ্গং রক্তনেত্রং হতস্বরম্। মন্দাগ্নিং জন্তুভির্জুষ্টং হন্তি তৃষ্ণাতিসারিণম্।।

কুষ্ঠরোগে অঙ্গ ক্ষীয়মাণ, নেত্র রক্তবর্ণ, স্বর বিনষ্ট, অগ্নি মন্দ ও ক্রিমি সঞ্জাত হইলে এবং তৃষ্ণা ও অতিসার জন্মিলে রোগীর মৃত্যু হয়।

বায়ুং সুপ্তত্বচং ভুগ্নং কম্পশোথরুজাতুরম্।।

বাতব্যাধিতে ত্বক্ স্পর্শানভিজ্ঞ, অঙ্গ বক্র এবং কম্প, শোথ ও বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হসলে বাতব্যাধি অসাধ্য জানিবে।

বাতাস্রং মোহমূর্চ্ছায়-মদস্বপ্নজ্বরান্বিতম্। শিরোগ্রহারুচিশ্বাস-সঙ্কোচস্ফোটকোথবৎ।।

বাতরক্তরোগে মোহ, মূর্চ্ছা, মদ, স্পর্শানভিজ্ঞতা, জ্বর, শিরোবেদনা, অরুচি, শ্বাস, অঙ্গসঙ্কোচ, স্ফোটক ও মাংসপচন উপস্থিত হইলে রোগীকে ত্যাগ করিবে।

শিরোরোগারুচিশ্বাস-মোহবিড়্ভেদতৃড়্ভ্রমৈঃ। ঘ্নন্তি সর্ব্বময়াঃ ক্ষীণ স্বরধাতুবলানলম্।।

স্বর, ধাতু, বল ও অগ্নি ক্ষীণ হইলে, সকল রোগই শিরঃপীড়াদি উপদ্রব অর্থাৎ শিরোরোগ, অরুচি, শ্বাস, মোহ, মলভেদ, তৃষ্ণা ও ভ্রমাদি আনয়ন করিয়া রোগীকে বিনষ্ট করিয়া থাকে।

বাতব্যাধিরপস্মারী কুষ্ঠী রক্ত্যুদরী ক্ষয়ী। গুল্মী মেহী চ তান্ ক্ষীণান্ বিকারেহ্ল্পেহ্পি বর্জ্জয়েৎ।।

বাতরোগী, অপস্মারী, কুষ্ঠী, রক্তপিত্তী, উদরী, ক্ষয়রোগী, গুল্মী ও মেহী ইহারা যদি ক্ষীণ হয়, তাহা হইলে রোগের বল অল্প হইলেও রোগীকে ত্যাগ করিবে, অর্থাৎ ঐ সকল রোগে ক্ষীণতাই প্রধান অরিষ্ট লক্ষণ জানিবে।

বলমাংসক্ষয়স্তীব্রো রোগবৃদ্ধিররোচকঃ। যস্যাতুরস্য লক্ষ্যন্তে ত্রীন্ পক্ষান্ ন স জীবতি।।

যে-রোগীর বল ও মাংসের অতিক্ষয়, রোগের বৃদ্ধি ও অরুচি দৃষ্ট হইবে, সে তিন পক্ষও জীবিত থাকিবে না।

বাতাষ্ঠীলাতিসংবৃদ্ধা তিষ্ঠন্তী দারুণা হৃদি। তৃষ্ণয়াভিপরীতস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।।

বাতাষ্ঠীলা অত্যন্ত বড় হইয়া হৃদয়ে অবস্থানপূর্ব্বক বিশেষ কষ্টদায়ক হইলে রোগী তৃষ্ণাভিভূত হইয়া সদ্যই প্রাণত্যাগ করে।

শৈথিল্যং পিণ্ডিকে বায়ুনীত্বা নাসাঞ্চ জিহ্মতাম্। ক্ষীণস্যায়ম্য মন্যে বা সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।।

বিকৃত বায়ু পায়ের ডিমকে শিথিল, নাসিকাকে বক্র এবং মন্যা-নামক শিরাদ্বয়কে বিস্তারিত করিয়া শীঘ্রই ক্ষীণরোগীর প্রাণ বিনষ্ট করে।

নাভিগুদান্তরং গত্বা বঙ্ক্ষণৌ বা সমাশ্রয়ন্। গৃহীত্বা পায়ু দয়ে ক্ষীণদেহস্য বা বলী।। মলান্ বস্তিশিরোনাভিং বিবধ্য জনয়ন্ রুজম্। কুর্ব্বন্ বঙ্ক্ষণয়োঃ শূলং তৃষ্ণাং ভিন্নপুরীষতাম্। শ্বাসং বা জনয়ন্ বায়ুর্গৃহীত্বা গুদবঙ্ক্ষণম্।।

অথবা বলবান বায়ু, নাভি ও গুদনাড়ীর মধ্যে গমন বা বঙ্ক্ষণদ্বয়কে (কুঁচকি-স্থান) আশ্রয় কিংবা গুহ্যদেশ ও হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া দুর্ব্বল রোগীর প্রাণবিনাশ করে। অথবা ঐ কুপিত বায়ু পুরীষাদি মলকে বস্তিমুখে ও নাভিস্থলে বিবদ্ধ এবং দারুণ বেদনা উপস্থিত করিয়া কিংবা বঙ্ক্ষণদেশে শূলোৎপাদন, তৃষ্ণা ও মলভেদরূপ উপদ্রব আনিয়া বা গুদনাড়ী ও বঙ্ক্ষণকে আশ্রয় করিয়া শ্বাসোৎপাদনপূর্ব্বক ক্ষীণরোগীকে শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া থাকে।

বিতত্য পর্শুকাগ্রাণি গৃহীত্বোরশ্চ মারুতঃ। স্তিমিতস্যাততাক্ষস্য সদ্যো মুষ্ণাতি জীবিতম্।।

বায়ু রোগীর পার্শ্বাস্থিসকলের অগ্রভাগ বিস্তারিত, বক্ষঃস্থল পীড়িত, দেহ স্তিমিত এবং নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া সদ্যই মৃত্যু আনয়ন করে।

সহসা জ্বরসন্তাপস্তৃষ্ণা মূর্চ্ছা বলক্ষয়ঃ। বিশ্লেষণঞ্চ সন্ধীনাং মুমূর্ষোরুপজায়তে।।

মুমূর্ষু ব্যক্তির সহসা জ্বরসন্তাপ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, বলক্ষয় ও সন্ধিবিশ্লেষ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ হঠাৎ জ্বরসন্তাপাদি উপস্থিত হওয়া মৃত্যুলক্ষণ জানিবে।

গোসর্গে বদনাদ্ যস্য স্বেদঃ প্রচ্যবতে ভৃশম্। লেপজ্বরোপতপ্তস্য দুর্লভং তস্য জীবিতম্।।

প্রলেপক জ্বরে উপতপ্ত ব্যক্তির যদি প্রত্যূষে মুখমণ্ডল দিয়া অত্যন্ত ঘর্ম্ম নিঃসৃত হয়, তাহা হইলে উহার জীবন দুর্লভ জানিবে।

প্রবালগুড়িকাভাসা যস্য গাত্রে মসূরিকাঃ। উৎপদ্যাশু বিনশ্যন্তি ন চিরাৎ স বিনশ্যতি।।

যাহার শরীরে প্রবালের গুঁড়ার ন্যায় মসূরিকাসকল উৎপন্ন হইয়া সহসা বিলয়প্রাপ্ত হয় তাহার মৃত্যু অচিরে হইয়া থাকে।

মসূরবিদলপ্রখ্যাস্তথা বিদ্রুমসন্নিভাঃ। অন্তর্ব্বক্ত্রাঃ কিণাভাশ্চ বিস্ফোটা দেহনাশনাঃ।।

যে-সকল বিস্ফোট মসূরকলাইসদৃশ, প্রবালসন্নিভ, অন্তর্ম্মুখবিশিষ্ট বা শুষ্ক ব্রণবৎ, তাহারা দেহনাশক।

কামলাক্ষোর্মুখং পূর্ণং শঙ্খয়োর্মুক্তমাংসতা। সন্ত্রাসশ্চোষ্ণতাঙ্গে চ যস্য তং পরিবর্জ্জয়েৎ।।

যাহার নেত্রদ্বয়ে কামলা, মুখ উপচিত, শঙ্খমাংস শিথিল, ত্রাস সঞ্জাত এবং অঙ্গ উষ্ণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।

অকস্মাদনুধাবচ্চ বিঘৃষ্টং ত্বক্সমাশ্রয়ম্।।

যাহার বিঘৃষ্ট অর্থাৎ ঘর্ষণজাত ব্রণ ত্বকসমাশ্রিত এবং তাহা বিনা কারণে অনুধাবনশীল হয় অর্থাৎ ক্রমাগত বাড়িতে থাকে, তাহাকেও ত্যাগ করিবে।

চন্দনোশীরমদিরাঃ কুণপাঃ পদ্মগন্ধয়ঃ। শৈবালকুক্কুটশিখা-কুন্দশালিমসীপ্রভাঃ। অন্তর্দ্দাহা নিরুষ্মাণঃ প্রাণনাশকরা ব্রণাঃ।।

যে-সকল ব্রণ (ক্ষত) চন্দন, বেণার মূল বা মদিরার ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, অথবা শবদুর্গন্ধি বা পদ্মগন্ধি, যাহারা শৈবালের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট বা কুক্কুটশিখাকার, কুন্দ বা শালিবৎ শুভ্র বা মসীপ্রভ, যাহারা অন্তরুষ্ণ কিন্তু বহিঃশীতল, তাহারা প্রাণনাশক।

যো বাতজো ন শূলায় স্যান্ন দাহায় পিত্তজঃ। কফজো ন চ পূযায় মর্ম্মজশ্চ রুজে ন যঃ।। অচূর্ণশ্চূর্ণকীর্ণাভো যত্রকস্মাচ্চ দৃশ্যতে। রূপং শক্তিধ্বজাদীনাং সর্ব্বাংস্তান্ বর্জ্জয়েৎ ব্রণান্।।

যে-ব্রণ বাতজ কিন্তু বেদনারহিত, পিত্তজ কিন্তু দাহরহিত, কফজ কিন্তু পূযরহিত, মর্ম্মজ অথচ যন্ত্রণারহিত এবং অচূর্ণ (যাহাতে চূর্ণ ঔষধ প্রদত্ত হয় নাই) কিন্তু চূর্ণব্যাপ্তবৎ এবং যাহাতে অকস্মাৎ শক্তি (অস্ত্রবিশেষ) ও ধ্বজাদির রূপ দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত ব্রণ পরিবর্জ্জন করিবে।

বিণ্মূত্রমারুতবহং ক্রিমিণঞ্চ ভগন্দরম্।

যে-ভগন্দর হইতে মল, মূত্র, বায়ু এবং ক্রিমি নির্গত হয়, তাহা পরিত্যাজ্য।

ঘট্টয়ন্ জানুনা জানু পাদাবুদ্যম্য পাতয়ন্। যোঽপাস্যতি মুহুর্ব্বক্ত্রমাতুরো ন স জীবতি।।

যে-রোগী জানু দ্বারা অপর জানু বিলোড়ন এবং পদদ্বয় উত্তোলন করিয়া ক্ষেপণ করে ও মুর্হুর্ম্মুহু বক্ত্র সঞ্চালন করিয়া থাকে, সে রোগী বাঁচে না।

দন্তৈশ্ছিন্দন্ নখাগ্রাণি তৈশ্চ কেশাংস্তৃণানি চ। ভূমিং কাষ্ঠেন বিলিখন্ লোষ্ট্রং লোষ্টেণ তাড়য়ন্।। হৃষ্টরোমা সান্দ্রমূত্রঃ শুষ্কাকাসী জ্বরী চ যঃ। মুহুর্হসন্ মুহুঃ ক্ষ্বেড়ন্ শয্যাং পাদেন হন্তি যঃ। মুহুশ্ছিদ্রাণি বিমৃশন্নাতুরো ন স জীবতি।।

যে-রোগী হৃষ্টরোমা, গাঢ় মূত্রণশীল এবং শুষ্ক কাস ও জ্বরাক্রান্ত, যে যদি দন্ত দ্বারা নখ, কেশ বা তৃণ কাটে, কাষ্ঠিকা দ্বারা ভূমিতে দাগ পাড়ে, ঢিলের উপর ঢিল মারে, মুহুর্ম্মুহু হাসে, মুহুর্ম্মুহু ধ্বনি করে, শয্যায় পদাঘাত করে এবং মুখনাসাদি ছিদ্রসকল হস্ত দ্বারা স্পর্শ করে (কেহ ছিদ্র শব্দে পরাপরাধঘোষণা এইরূপ অর্থ করেন), তাহা হইলে তাহাকে গতাসু জানিবে।

মৃত্যবে সহসার্ত্তস্য তিলকব্যঙ্গপিপ্লবঃ। মুখে দন্তনখে পুষ্পং জঠরে বিবিধাঃ শিরাঃ।।

রোগীর মুখে যদি সহসা তিলক ব্যঙ্গ ও পিপ্লবসমূহ উৎপন্ন হয়, নখে ও দন্তে যদি পুষ্প (শুভ্র চিহ্ন) প্রকাশ পায় এবং উদরে যদি নানা বর্ণের ও নানা আকারের শিরা জন্মে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু জানিবে।

উর্দ্ধশ্বাসং গতোষ্মাণং শূলোপহতবঙ্ক্ষণম্। শর্ম্ম বানধিগচ্ছন্তং বুদ্ধিমান্ পরিবর্জ্জয়েৎ।।

যাহার শ্বাস উর্ধ্বগত, গাত্র উষ্মবিহীন ও বঙ্ক্ষণদ্বয় শূলবৎ বেদনায় উপহত হয় এবং নানাপ্রকার প্রতিকারেও যাহার সুখানুভব হয় না, বুদ্ধিমান চিকিৎসক সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবে।

বিকারা যস্য বর্দ্ধন্তে প্রকৃতিঃ পরিহীয়তে। সহসা সহসা তস্য মৃত্যুর্হরতি জীবিতম্।।

যাহার রোগ সহসা বর্দ্ধিত এবং স্বভাব সহসা পরিবর্ত্তিত হয়, মৃত্যুও তাহার জীবন সহসা হরণ করে।

যমুদ্দিশ্যাতুরং বৈদ্যঃ সম্পাদয়িতুমৌষধম্। যতমানো ন শক্নোতি দুর্লভং তস্য জীবিতম্।।

বৈদ্য যে-রোগীর উদ্দেশ্যে ঔষধ প্রস্তুত করিতে যত্নবান্ হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে না-পারেন, তাহার জীবন দুর্লভ।

বিজ্ঞাতং বহুশঃ সিদ্ধং বিধিবচ্চাবচারিতম্। ন সিধ্যত্যৌষধং যস্য নাস্তি তস্য চিকিৎসিতম্।।

যে-ঔষধের গুণকর্ম্মাদি বিশেষরূপে জানা আছে, যাহা প্রয়োগ করিয়া অনেকবার ফল পাওয়া গিয়াছে, সেই ঔষধও যথাবিধি প্রয়োগ করাতে যাহার রোগ নাশ না-হয়, তাহার আর অন্য চিকিৎসা নাই জানিবে।

ভবেদ্ যস্যৌষধেঽন্নে বা কল্প্যমানে বিপর্য্যয়ঃ। অকস্মাদ্ বর্ণগন্ধাদেঃ স্বস্থোঽপি ন স জীবতি।।

যাহার ঔষধ বা অন্নসম্পাদনে হঠাৎ গন্ধবর্ণাদির বিপর্য্যয় ঘটে, রোগীর কথা দূরে যাউক, সে সুস্থ হইলেও রক্ষা পায় না।

নিবাতে সেন্ধনং যস্য জ্যোতিশ্চাপ্যুপশাম্যতি। আতুরস্য গৃহে যস্য ভিদ্যন্তে বা পতন্তি বা। অতিমাত্রম-মত্রাণি দুর্লভং তস্য জীবিতম্।।

যে-রোগীর নিবাতগৃহে অগ্নি, কাষ্ঠাদি ইন্ধন সত্ত্বেও নির্ব্বাণ হয় এবং যে-রোগীর গৃহে পাত্রাদি অতিমাত্র ভাঙে বা পতিত হয়, তাহার জীবন দুর্লভ।

যং নরং সহসা রোগো দুর্ব্বলং পরিমুঞ্চতি। সংশয়ং প্রাপ্তমাত্রেয়ো জীবিতং তস্য মন্যতে।।

যে-দুর্ব্বল ব্যক্তির রোগ সহসা প্রশমতাপ্রাপ্ত হয়, আত্রেয় ঋষি তাহার জীবন সংশয়াপন্ন মনে করেন।

কথয়েন্নৈব পৃষ্টোহপি দুঃশ্রবং মরণং ভিষক্। গতাসোর্বন্ধুমিত্রাণাং ন চেচ্ছেৎ তং চিকিৎসিতুম্।।

বৈদ্য জিজ্ঞাসিত হইলেও মুমূর্ষু রোগীর বন্ধুবান্ধবের নিকট মৃত্যুর দুঃশ্রাব্য কথা বলিবেন না এবং গতাসু রোগীর চিকিৎসা করাও বৈদ্যের উচিত নহে।

যমদূতপিশাচাদ্যৈর্যৎ পরাসুরুপাস্যতে। ঘ্নদ্ভিরৌষধবীর্য্যাণি তস্মাৎ তং পরিবর্জ্জয়েৎ।।

ঔষধের বীর্য্যহারক যমদূত ও পিশাচাদি ভূতযোনিগণ যখন গতাসু রোগীর উপাসনা করে, তখন তাহাকে পরিবর্জ্জন করিবে। অর্থাৎ যাহার মৃত্যু হইবে, তাহার নিকট যমদূত ও পিশাচাদি ভূতগণ সর্ব্বদা গতায়াত করে, সুতরাং তাহাকে কোনক্রমেই রক্ষা করিতে পারা যায় না।

আয়ুর্ব্বেদফলং কৃৎস্নং যদায়ুর্জ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্। রিষ্টজ্ঞানাদৃতস্তস্মাৎ সর্ব্বদৈব ভবেদ্ ভিষক্।।

যখন আয়ুর্ব্বেদের সমস্ত ফল আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ বৈদ্যে প্রতিষ্ঠিত, তখন সর্ব্বদাই অরিষ্টজ্ঞান বিষয়ে বৈদ্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হওয়া কর্ত্তব্য।

মরণং প্রাণিনাং দৃষ্টমায়ুঃপুণ্যোভয়ক্ষয়াৎ। তয়োরপ্যক্ষয়াদ্ দৃষ্টং বিষমাপরিহারিণাম্।।

আয়ু ও পুণ্য এই উভয়ের ক্ষয়েই প্রাণীগণের মৃত্যু দৃষ্ট হয়, কিন্তু যাহারা বিষম (অনুচিত) আহার-বিহারাদি পরিত্যাগ না-করে, তাহাদের আয়ু ও পুণ্য ক্ষয় না-হইলেও মৃত্যু হইয়া থাকে। অতএব বিষম আহারবিহারাদি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহেহরিষ্টলক্ষণম্।

চরকোক্তপঞ্চাশন্মহাকষায়

ষট্কঃ কষায়বর্গঃ

জীবকর্ষভকৌ মেদা মহামেদা কাকোলী ক্ষীরকাকোলী মুদ্গমাষপর্ণ্যৌ জীবন্তী মধুকমিতি দশেমানি জীবনীয়ানি ভবন্তি।

জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু এই দশটি জীবনীয়।

ক্ষীরিণী-রাজক্ষবকবলাকাকোলীক্ষীরকাকোলী-বাট্যায়নীভদ্রৌদনীভারদ্বাজীপয়স্যর্য্যগন্ধা ইতি দশেমানি বৃংহণীয়ানি ভবন্তি।

ক্ষীরুই, দুধে হাঁচুটি, বেড়েলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, শ্বেতবিদারীকন্দ ও বীজতাড়ক এই দশটি বৃংহণীয়।

মুস্তকুষ্ঠহরিদ্রাদারুহরিদ্রাবচাতিবিষাকটুরোহিণীচিত্রকচিরবিল্বহৈমবত্য ইতি দশেমানি লেখনীয়ানি ভবন্তি।

মুতা, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, আতইচ, কট্‌কী, চিতা, করঞ্জ ও শ্বেত বচ এই দশটি লেখনীয়।

সুবহার্কোরুবৃকাগ্নিমুখী-চিত্রাচিত্রকচিরবিল্বশঙ্খিনীশকুলাদনীস্বর্ণক্ষীরিণ্য ইতি দশেমানি ভেদনীয়ানি ভবন্তি।

তেউড়ী, আকন্দ, এরণ্ড, ভেলা, দন্তী, চিতা, করঞ্জ, শঙ্খিনী (চোরকাঁচকী), কটকী ও স্বর্ণক্ষীরী এই দশটিকে ভেদনীয়গণ বলে।

মধুকমধুপর্ণীপৃশ্নিপর্ণ্যম্বষ্ঠকী-সমঙ্গা-মোচরস-ধাতকী-লোধ্র-প্রিয়ঙ্গু-কট্‌ফলানীতি দশেমানি সন্ধানীয়ানি ভবন্তি।

যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুলে, আকনাদি, বরাক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কটফল এই দশটি সন্ধানীয় (ভগ্নসংযোজক)।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরাম্লবেতসমরিচাজমোদাভল্লাতকাস্থিহিঙ্গুনির্য্যাসা ইতি দশেমানি দীপনীয়ানি ভবন্তি।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, অম্লবেতস, মরিচ, যমানী, ভেলার আঁটি ও হিং এই দশটি দীপনীয় (অগ্ন্যুদ্দীপক)।

ইতি প্রথমষট্‌কঃ কষায়বর্গঃ।।

চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ

ঐন্দ্র্যযভ্যতিরসর্য্যপ্রোক্তা পয়স্যাশ্বগন্ধাস্থিরারোহিণীবলাতিবলা ইতি দশেমানি বল্যানি ভবন্তি।

রাখালশশা, আলকুশী, শতমূলী (যষ্টিমধু), মাষাণি, ক্ষীরকাকোলী, অশ্বগন্ধা, শালপাণি, কটকী, বেড়েলা ও গোরক্ষচাকুলে এই দশটি বলকারক।

চন্দনতুঙ্গপদ্মকোশীরমধুকমঞ্জিষ্ঠাসারিবাপয়স্যাসিতালতা দশেমানি বর্ণ্যানি ভবন্তি।

রক্তচন্দন, পুন্নাগ, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী, চিনি ও দূর্ব্বা এই দশটি বর্ণকারক।

সারিবেক্ষুমূলমধুকপিপ্পলীদ্রাক্ষাবিদারীকৈটর্য্যহংসপাদীবৃহতীকণ্টকারিকা ইতি দশেমানি কণ্ঠ্যানি ভবন্তি।

অনন্তমূল, ইক্ষুমূল, যষ্টিমধু, পিপুল, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কটফল, গোয়ালে লতা, বৃহতী ও কণ্টকারী এই দশটি কণ্ঠ্য অর্থাৎ স্বরবৰ্দ্ধক।

আম্রাম্রাতক-নিকুচ-করমর্দ্দবৃক্ষাম্লাম্লবেতসকুবলবদরদাড়িমমাতুলুঙ্গানীতি দশেমানি হৃদ্যানি ভবন্তি।

আম্র, আমড়া, মাদার, করমচা, আমরুল, অম্লবেতস, বড়কুল, কুল, দাড়িম ও ছোলঙ্গলেবু এই দশটি হৃদ্য অর্থাৎ রুচিকর।

ইতি প্রথমচতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।।

ষট্‌কঃ কষায়বর্গঃ

নাগর-চব্য-চিত্রকবিড়ঙ্গমূর্ব্বাগুড়ুচীবচামুস্ত-পিপ্পলী-পটোলানীতি দশেমানি তৃপ্তিঘ্নানি ভবন্তি।

শুঁঠ, চই, চিতা, বিড়ঙ্গ, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, বচ, মুতা, পিপুল ও পটোল এই দশটি তৃপ্তিঘ্ন (তৃপ্তি অর্থাৎ ভোজনে অনিচ্ছা, তন্নাশক)।

কুটজ বিল্বচিত্রক নাগরাতিবিষাভয়া-ধন্বযাসক-দারুহরিদ্রাবচাচব্যানীতি দশেমানি অর্শোঘ্নানি ভবন্তি।

কুড়চি, বেলশুঁঠ, চিতা, শুঁঠ, আতইচ, হরীতকী, দুরালভা, দারুহরিদ্রা, বচ ও চই এই দশটি অর্শনাশক।

খদিরাভয়ামলক-হরিদ্রারুষ্কর-সপ্তপর্ণারগ্বধ-করবীরবিড়ঙ্গজাতীপ্রবালা ইতি দশেমানি কুষ্ঠঘ্নানি ভবন্তি।

খদির, হরীতকী, আমলকী, হরিদ্রা, ভেলা, ছাতিমছাল, সোঁদাল, করবী, বিড়ঙ্গ ও জাতীফুলের কচিপাতা এই দশটি কুষ্ঠঘ্ন।

চন্দন-নলদ-কৃতমালনক্তমালনিম্বকুটজসর্ষপ মধুকদারুহরিদ্রামুস্তানীতি দশেমানি কণ্ডুঘ্নানি ভবন্তি।

রক্তচন্দন, জটামংসী, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম, কুড়চি, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মুতা এই দশটি কণ্ডূনাশক।

অক্ষীবমরিচগণ্ডীরকেবুকবিড়ঙ্গনির্গুণ্ডীকিণিহীশ্বদংষ্ট্রাবৃষপর্ণিকাখুপর্ণিকা ইতি দশেমানি ক্রিমিঘ্নানি ভবন্তি।

সজিনা, মরিচ, শমঠশাক, কেঁউ, বিড়ঙ্গ, নিসিন্দা, অপামার্গ, গোক্ষুর, বামুনহাটী ও ইন্দুরকাণী এই দশটিকে ক্রিমিঘ্নগণ কহে।

হরিদ্রামঞ্জিষ্ঠাসুবহাসূক্ষ্মৈলাপালিন্দী-চন্দনকতকশিরীষ সিন্ধুবারশ্লেষ্মাতকা ইতি দশেমানি বিষঘ্নানি ভবন্তি।

হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না বা হাপরমালী, ছোট এলাইচ, শ্যামলতা, রক্তচন্দন, নির্ম্মলীফল, শিরীষ, নিসিন্দা ও বহুবার এই দশটি বিষনাশক।

ইতি দ্বিতীয়ষট্‌কঃ কষায়বর্গঃ।।

চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ

বীরণশালিষষ্টিকেক্ষুবালিকাদর্ভকুশকাশগুন্দ্রেৎকটকত্তৃণমূলানীতি দশেমানি স্তন্যজননানি ভবন্তি।

বেণার মূল, শালিধান্য, ষেটেধান, ইক্ষুবালিকা, উলুখড়, কুশমূল, কেশের মূল, ভদ্রমুতা, ইকড়মূল ও গন্ধতৃণমূল এই দশটি স্তনদুগ্ধজনক।

পাঠামহৌষধসুরদারুমুস্তমূর্ব্বাগুডূচীবৎসকফলকিরাততিক্তকটুরোহিণীশারিবা ইতি দশেমানি স্তন্য-শোধনানি ভবন্তি।

আকনাদি, শুঁঠ, দেবদারু, মুতা, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, চিরতা, কটকী ও অনন্তমূল এই দশটি স্তন্যশোধক।

জীবকর্ষভককাকোলীক্ষীরকাকোলীমুদ্গাপর্ণীমাষপর্ণীমেদাবৃক্ষরুহাজটিলাকুলিঙ্গা ইতি দশেমানি শুক্র-জননানি ভবন্তি।

জীবক, ঋষভক, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাণি, মেদা, পরগাছা, জটামাংসী ও কাঁকড়া-শৃঙ্গী এই দশটি শুক্রবর্দ্ধক।

কুষ্ঠৈলবালুককট্‌ফল সমুদ্রফেন-কদম্বনির্য্যাসেক্ষুকাণ্ডেক্ষিক্ষুরকবসুকোশীরাণীতি দশেমানি শুক্রশোধনানি ভবন্তি।

কুড়, এলবালুক, কট্‌ফল, সমুদ্রফেন, কদমের আটা, ইক্ষু, খাগ্‌ড়া, কুলেখাড়া, আকন্দ ও বেণার মূল এই দশটি শুক্রশোধক।

ইতি দ্বিতীয়চতুষ্কঃ কষায়বর্গঃ।

সপ্তকঃ কষায়বর্গঃ

মৃদ্বীকামধুকমধুপর্ণীমেদাবিদারীকাকোলীক্ষীরকাকোলীজীবকজীবন্তীশালপর্ণ্য ইতি দশেমানি স্নেহোপগানি ভবন্তি।

দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, মেদা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, জীবন্তী ও শালপাণি এই দশটিকে স্নেহোপগ (স্নেহকার্য্যে ব্যবহার্য্য) গণ কহে।

শোভাঞ্জনকৈরণ্ডার্কবৃশ্চীরপুনর্নবাযবতিলকুলত্থমাষবদরাণীতি দশেমানি স্বেদোপগানি ভবন্তি।

সজিনা, এরণ্ড, আকন্দ, শ্বেত পুনর্নবা, রক্ত পুনর্নবা, যব, তিল, কুলত্থকলায়, মাষকলায় ও কুল এই দশটি স্বেদোপগ অর্থাৎ স্বেদকার্য্যে ব্যবহার্য্য।

মধুমধুককোবিদারকর্ব্বুদারনীপবিদুলবিম্বীশণপুষ্পীসদ্যপুষ্পীপ্রত্যক্‌পুষ্প্য ইতি দশেমানি বমনোপগানি

।।

মধু, যষ্টিমধু, রক্তকাঞ্চন, শ্বেতকাঞ্চন, কদম্ব, জলবেতস, তেলাকুচা, শণপুষ্পী, আকন্দ ও অপামার্গ এই দশটি বমনোপগ।

দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যপরূষকাভয়ামলকবিভীতককুবলবদরকর্কন্ধুপীলুনীতি দশেমানি বিরেচনোপগানি ভবন্তি।

দ্রাক্ষা, গাম্ভারী, পরূষক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বড় বদর, ছোট বদর (কুল), শেয়াকুল ও পীলু এই দশটি বিরেচনোপগ (বিরেচনকার্য্যে প্রযোজ্য)।

ত্রিবৃদ্‌বিল্বপিপ্পলীকুষ্ঠসর্ষপবচাবৎসকফলশতপুষ্পামধুকমদনফলানীতি দশেমান্যাস্থাপনোপগানি ভবন্তি।

তেউড়ী, বেল, পিপুল, কুড়, সর্ষপ, বচ, ইন্দ্রযব, শুলফা, যষ্টিমধু ও মদনফল এই দশটি আস্থাপনোপগ (নিরূহকার্য্যে প্রযোজ্য)।

রাস্নাসুরদারুবিল্বমদনশতপুষ্পাবৃশ্চীরপুনর্নবাশ্বদংষ্ট্রাগ্নিমন্থশ্যোনাকা ইতি দশেমানি অনুবাসনোপগানি ভবন্তি।

রাস্না, দেবদারু, বেল, ময়নাফল, শুলফা, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুর্ননবা, গোক্ষুর, গণিয়ারি ও শোনা এই দশটি অনুবাসনোপগ (স্নেহবস্তিকার্য্যে প্রযোজ্য)।

জোতিষ্মতীক্ষবকমরিচ-পিপ্পলীবিড়ঙ্গশিগ্রুসর্ষপাপামার্গতণ্ডুলশ্বেতামহাশ্বেতা ইতি দশেমানি শিরোবিরেচনোপগানি ভবন্তি।

লতাফটকী, হাঁচুটী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সজিনা, সর্ষপ, আপাংবীজ, শ্বেত অপরাজিতা ও নীল অপরাজিতা এই দশটি শিরোবিরেচনোপগ (শিরোবিরেচনকার্য্যে প্রযোজ্য)।
ইতি সপ্তকঃ কষায়বর্গঃ।।

ত্রিকঃ কষায়বর্গঃ

জম্বাম্রপল্লবমাতুলুঙ্গাম্লবদরদাড়িমযবযষ্টিকোশীরমৃল্লাজা ইতি দশেমানি ছর্দ্দিনিগ্রহাণি ভবন্তি।

জামপাতা, আমপাতা, ছোলঙ্গলেবু, অম্লকুল, দাড়িম, যব, যষ্টিমধু, বেণামূল, সৌরষ্ট্রমৃত্তিকা ও খই এই দশটি বমননিবারক।

নাগরধন্বযবাসকমুস্তপর্পটকচন্দনকিরাততিক্তকগুড়ূচীহ্রীবেরধান্যকপটোলানীতি দশেমানি তৃষ্ণানিগ্রহাণি ভবন্তি।

শুঁঠ, দুরালভা, মুতা, ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, চিরতা, গুলঞ্চ, বালা, ধনে ও পলতা এই দশটি তৃষ্ণানিবারক।

শটীপুষ্করমূলবদরবীজকণ্টকারিকাবৃহতীবৃক্ষরুহাভয়া পিপ্পলীদুরালভাবুলীরশৃঙ্গ্য ইতি দশেমানি হিক্কানিগ্রহাণি ভবন্তি।

শটী, কুড়, কুলের আঁটি, কণ্টকারী, বৃহতী, পরগাছা, হরীতকী, পিপুল, দুরালভা ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই দশটি হিক্কানিবারক।
ইতি ত্রিকঃ কষায়বর্গঃ।

পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ

প্রিয়ঙ্গ্বনন্তাম্রাস্থিকট্বঙ্গলোধ্রমোচরসসমঙ্গাধাতকীপুষ্পপদ্মাপদ্মকেশরাণীতি দশেমানি পুরীষসংগ্রহণানি ভবন্তি।

প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, আমের কোশী, শোনা, লোধ্র, মোচরস, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, বামুনহাটী ও পদ্মকেশর এই দশটি পুরীষ-সংগ্রাহক অর্থাৎ তরল মলের গাঢ়ত্বকারক।

জম্বুশল্লকীত্বক্‌কচ্ছুরামধুকশাল্মলীশ্রীবেষ্টভৃষ্টমৃৎপয়স্যোৎপলতিলকণা ইতি দশেমানি পুরীষবিরজনীয়ানি ভবন্তি।

জামের ছাল, শল্লকীত্বক, আলকুশী, যষ্টিমধু, মোচরস, নবনীতখোটী, দগ্ধমৃত্তিকা, ভুঁইকুমড়া, উৎপল ও তিল এই দশটি পুরীষবিরজনীয় (যদ্দ্বারা পুরীষ দোষমুক্ত হইয়া প্রকৃত বর্ণ প্রাপ্ত হয়)।

জম্বাম্রপ্লক্ষবটকপীতনোডুম্বরাশ্বত্থভল্লাতকাশ্মন্তকসোমবল্কা ইতি দশেমানি মূত্রসংগ্রহণানি ভবন্তি।

জাম, আম, পাকুড়, বট, আমড়া, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, ভেলা, অম্লকুচা ও খদির এই দশটি মূত্রসংগ্রাহক।

পদ্মোৎপলনলিনকুমুদসৌগন্ধিকপুণ্ডরীকশতপত্রমধুকপ্রিয়ঙ্গুধাতকীপুষ্পাণীতি দশেমানি মূত্রবিরজনীয়ানি ভবন্তি।

পদ্মম্ ঈষৎ শুক্লম্, উৎপলম্ ঈষন্নীলম্, নলিমমীষদ্রক্তম, কুমুদং কুর্দ্দয়া ইতি লোকে, সৌগন্ধিকং গর্দ্দভপুষ্পাভিধানমত্যন্তসুরভি চন্দ্রোদয়বিকাশি, পুণ্ডরীকং শ্বেতপদ্মম্, (ইতি সুশ্রুতসূত্রস্থানে ডম্বণাচার্য্যকৃতা টীকা)।

পদ্ম (ঈষৎ শুক্লপদ্ম), উৎপল (ঈষৎ নীলপদ্ম) নলিন (ঈষৎ রক্তপদ্ম), কুমুদ (শ্বেতোৎপল), সৌগন্ধিক (অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত নীলোৎপল), পুণ্ডরীক (শ্বেতপদ্ম), শতপত্র (শতদল পদ্ম), যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু ও ধাইফুল এই দশটি মূত্রবিশোধক অর্থাৎ মূত্রের প্রকৃত বর্ণকারক।

বৃক্ষাদনীশ্বদংষ্ট্রাবসুকবশিরপাষাণভেদদর্ভ-কুশকাশগুন্দ্রেৎকটলমূলানীতি দশেমানি মূত্রবিরেচনীয়ানি ভবন্তি।

পরগাছা, গোক্ষুর, বকফুল, হুড়হুড়ে, পাথরকুচা, উলুমূল, কুশ, কেশে, গুন্দ্র (শর) ও ইকড়মূল এই দশটি মূত্রবিরেচনীয়।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।।

পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ

দ্রাক্ষাভয়ামলক-পিপ্পলী-দুরালভাশৃঙ্গীকণ্টকারিকাবৃশ্চীরপুনর্নবাতামলক্য ইতি দশেমানি কাসহরাণি ভবন্তি।

দ্রাক্ষা, হরীতকী, আমলকী, পিপুল, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী, শ্বেতপুনর্নবা, রক্তপুনর্নবা ও ভুঁই আমলা, এই দশটিকে কাসহর গণ কহে।

শটীপুষ্করমূলাম্লবেতসৈলা-হিঙ্গ্বগুরুসুরসা-তামলকী-জীবন্তীচণ্ডা ইতি দশেমানি শ্বাসহরাণি ভবন্তি।

শটী, কুড়, অম্লবেতস, এলাইচ, হিং, অগুরু, তুলসী, ভুঁই আমলা, জীবন্তী ও শঙ্খপুষ্পী এই দশটি শ্বাসহর।

পাটলাগ্নিমন্থবিল্বশ্যোনাককাশ্মর্য্যকন্টকারিকাবৃহতীশালপর্ণীপৃশ্নিপর্ণীগোক্ষুরকা ইতি দশেমানি শোথহরাণি ভবন্তি।

পারুল, গণিয়ারি, বেল, শোনা, গাম্ভারী, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপাণি, চাকুলে ও গোক্ষুর এই দশটি শোথনাশক।

শারিবা-শর্করা পাঠা-মঞ্জিষ্ঠাদ্রাক্ষাপীলুপরূষকাভয়ামলকবিভীতকানীতি দশেমানি জ্বরহরাণি ভবন্তি।

অনন্তমূল, চিনি, আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, পীলু, ফলসাফল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই দশটি জ্বরনাশক।

দ্রাক্ষাখর্জ্জুরপিয়ালবদরদাড়িমফল্গুপরূষকেক্ষুযবষষ্টিকা ইতি দশেমানি শ্রমহরাণি ভবন্তি।

দ্রাক্ষা, খেজুর, পিয়াল, কুল, দাড়িম, কাকডুমুর, ফল্‌সাফল, ইক্ষু, যব ও ষেটেধান এই দশটি শ্রমহর।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।।

পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ

লাজাচন্দনকাশ্মর্য্যফলমধুশর্করানীলোৎপলোশীরশারিবাগুডূচীহ্রীবেরাণীতি দশেমানি দাহপ্রশমনানি ভবন্তি।

খই, শ্বেতচন্দন, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, চিনি, নীলোৎপল, বেণামূল, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও বালা এই দশটি দাহপ্রশমক।

তগরাগুরু-ধন্যাক-শৃঙ্গবেরভূতীকবচাকণ্টকারিকাগ্নিমন্থশ্যোনাকপিপ্পল্য ইতি দশেমানি শীতপ্রশমনানি ভবন্তি।

শিউলীছোপ, অগুরুকাষ্ঠ, ধনে, শুঁঠ, যমানী, বচ, কণ্টকারী, গণিয়ারি, শোনা ও পিপুল এই দশটি শীতপ্রশমক।

তিন্দুকপিয়াল-বদরখদিরকদর-সপ্তপর্ণাশ্বকর্ণার্জ্জুনাসনারিমেদা ইতি দশেমান্যুদর্দ্দপ্রশমনানি ভবন্তি।

গাব, পিয়াল, কুল, খদির, পাপড়ি খদির, ছাতিম, লতাশাল, অর্জ্জুন, পীতশাল ও গুয়েবাবলা এই দশটি উদর্দ্দরোগনাশক।

বিদারীগন্ধাপৃশ্নিপর্ণীবৃহতীকণ্টকারিকৈরণ্ডকাকোলীচন্দনোশীরৈলা-মধুকানীতি দশেমান্যঙ্গমর্দ্দ-প্রশমনানি ভবন্তি।

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, কাকোলী, চন্দন, বেণামূল, এলাইচ ও যষ্টিমধু এই দশটি অঙ্গমর্দ্দনাশক।

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচব্যচিত্রকশৃঙ্গবেরমরিচাজমোদাজগন্ধাজাজীগণ্ডীরাণীতি দশেমানি শূলপ্রশমনানি ভবন্তি।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, যমানী, বনযমানী, জীরা ও শালিঞ্চ (শমঠ) শাক এই দশটি শূলপ্রশমক।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ।।

পঞ্চকঃ কষায়বর্গঃ

মধুমধুককরুধিরমোচরসমৃৎকপাললোধ্রগৈরিকাপ্রিয়ঙ্গুশর্করালাজা ইতি দশেমানি শোণিতস্থাপনানি ভবন্তি।

মধু, যষ্টিমধু, কুঙ্কুম, মোচরস, পোড়ামাটী, লোধ, গেরিমাটী, প্রিয়ঙ্গু, শর্করা ও খই, এই দশটি রক্তশোধক।

শাল-কট্‌ফল-কদম্বপদ্মকতুঙ্গমোচরসশিরীষবঞ্জুলৈলবালুকাশোকা ইতি দশেমানি বেদনাস্থাপনানি ভবন্তি।

শাল, কটফল, কদম্ব, পদ্মকাষ্ঠ, পুন্নাগ, মোচরস, শিরীষ, বেতস, এলবালুক ও অশোক এই দশটি বেদনাস্থাপক অর্থাৎ যে-স্থলে বেদনার নিবৃত্তি হইলে বিপত্তি ঘটিবার সম্ভাবনা, ইহা দ্বারা তথায় বেদনা রক্ষিত হইয়া থাকে।

হিঙ্গুকৈটর্য্যারিমেদবচাচোরকবয়ঃস্থাগোলোমীজটিলাপলঙ্কষাশোকরোহিণ্য ইতি দশেমানি সংজ্ঞাস্থাপনানি ভবন্তি।

হিঙ্গু, কটফল, বিটখদির, বচ, চোরক, ব্রহ্মীশাক, ভূতকেশী (ভুঁইকেশ), জটামাংসী, গুগগুলু ও কটকী এই দশটি সংজ্ঞাস্থাপক।

ঐন্দ্রীব্রহ্মীশতবীর্য্যাসহস্রবীর্য্যামোঘাব্যথাশিবারিষ্টবাট্যপুষ্পীবিশ্বক্সেনকান্তা ইতি দশেমানি প্রজাস্থাপনানি ভবন্তি।

রাখালশশা, ব্রহ্মীশাক, দুর্ব্বা, শ্বেতদুর্ব্বা, পারুল, আমলকী, হরীতকী, কটকী, বেড়েলা ও প্রিয়ঙ্গু এই দশটি প্রজাস্থাপক অর্থাৎ গর্ভচ্যুতিনিবারক।

অমৃতাভয়াধাত্রীমুক্তাশ্বেতাজীবন্ত্যতিরসামণ্ডূকপর্ণীস্থিরাপুনর্নবা ইতি দশেমানি বয়ঃস্থাপনানি ভবন্তি।

গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, রাস্না, শ্বেত অপরাজিতা, জীবন্তী, শতমূলী, থানকুনী, শালপাণি ও পুনর্নবা, এই দশটি যৌবনস্থাপক।

ইতি পঞ্চকঃ কষায়বর্গ।।

ইতি চরকোক্তপঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ।

সুশ্রুতোক্তসপ্তত্রিংশদ্গণ

বিদারীগন্ধাদিগণঃ

বিদারীগন্ধা বিদারী সহদেবা বিশ্বদেবা শ্বদংষ্ট্রা পৃথক্‌পর্ণী শতাবরী সারিবা কৃষ্ণসারিবা জীবকর্ষভকৌ মহাসহা ক্ষুদ্রসহা বৃহত্যৌ পুনর্নবৈরণ্ডৌ হংসপাদী বৃশ্চিকাল্যষভী চেতি।

বিদারীগন্ধাদিরয়ং গণঃ পিত্তানিলাপহঃ। শোষগুল্মাঙ্গমর্দ্দোর্দ্ধ শ্বাসকাসবিনাশনঃ।।

শালপাণি, ভুঁইকুমড়া, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, চাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, জীবক, ঋষভক, মাষাণী, মুগানী, বৃহতী, কন্টকারী, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, গোয়ালেলতা, বিছুটী ও আলকুশী ইহাদিগকে বিদারী গন্ধাদিগণ কহে। ইহা পিত্ত, বায়ু এবং শোথ, গুল্ম, অঙ্গমর্দ্দ, ঊর্ধ্বশ্বাস ও কাসবিনাশক।

আরগ্বধাদিগণঃ

আরগ্বধমদনগোপঘোন্টাকুটজপাঠাকন্টকীপাটালামূর্ব্বেন্দ্রযবসপ্তপর্ণনিম্ব-কুরুন্টক-দাসীকুরুন্টক-গুডূচী-চিত্রকশার্ঙ্গষ্টাকরঞ্জদ্বয়পটোলকিরাততিক্তকানি সুষবী চেতি। আরগ্বধাদিরিত্যেষ গণঃ শ্লেষ্মবিষাপহঃ। মেহকুষ্ঠজ্বরবমী-কণ্ডুঘ্নো ব্রণশোধনঃ।।

সোঁদাল, ময়নাফল, শেয়াকুল, কুড়চি, আকনাদি, কণ্টকী (বৈঁচ বা কণ্টকারী), পারুল, মূর্ব্বা, ইন্দ্রযব, ছাতিমছাল, নিমছাল, পীতঝিণ্টী, নীলঝিণ্টী, গুলঞ্চ, চিতা, মহাকরঞ্জ, করঞ্জ, ডহরকঞ্জ, পলতা, চিরতা ও করোলা, ইহাদিগকে আরগ্বধাদিগণ কহে। ইহা দ্বারা শ্লেষ্মা, বিষ, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডু বিনষ্ট এবং ব্রণশোধন হয়।

বরুণাদিগণঃ

বরুণার্ত্তগলশিগ্রুমধুশিগ্রুতর্কারী-মেষশৃঙ্গীপূতিকনক্তমালমোরটাগ্নিমন্থ-সৈরীয়কদ্বয়বিম্বীবসুক-বশির-চিত্রকশতাবরীবিল্বাজশৃঙ্গীদর্ভা বৃহতীদ্বয়ঞ্চেতি।

বরুণাদির্গণো হ্যেষ কফমেদোনিবারণঃ। বিনিহন্তি শিরঃশূল-গুল্মাভ্যন্তরবিদ্রধীন্।।

বরুণ, আর্ত্তগল (সুগন্ধ মূল, ককুভ), সজিনা, রক্তসজিনা, জয়ন্তী, মেষশৃঙ্গী, ডহরকরঞ্জ, করঞ্জ, মোরটা (মূর্ব্বা বা হস্তিকর্ণপলাশ), গণিয়ারি, নীলঝিণ্টী, রক্তঝিণ্টী, তেলাকুচা, আকন্দ, গজপিপ্পলী, চিতা, শতমূলী, বেলশুঁঠ, মেড়াশিঙ্গী, কুশমূল, বৃহতী ও কণ্টকারী ইহাদিগকে বরুণাদিগণ কহে। ইহাতে কফ, মেদোরোগ, শিরঃশূল, গুল্ম এবং আভ্যন্তরবিদ্রধি নিবারিত হয়।

বীরতর্ব্বাদিগণঃ

বীরতরুসহচরদ্বয়-দর্ভবৃক্ষাদনীগুন্দ্রানল-কুশকাশাশ্মভেদাকাগ্নিমন্থ-মোরটা-বসুক-বসির-ভল্লুককুরণ্ট-কেন্দীবর-কপোতবঙ্কাঃ শ্বদংষ্ট্রা চেতি।

বীরতর্ব্বাদিরিত্যেষ গণো বাতবিকারনুৎ। অশ্মরীশর্করামূত্র-কৃচ্ছ্রাঘাতরুজাপহঃ।।

বীরতরু (যব বা বেল্লন্তরবৃক্ষ), নীলঝিণ্টী, রক্তঝিণ্টী, উলুমূল, পরগাছা, গুন্দ্র (শর), নল, কুশ, কাশ, পাষাণভেদী, গণিয়ারি, ইক্ষুমূল, আকন্দ, বকপুষ্প, শোনা, পীতঝিণ্টী, নীলোৎপল, হুড়হুড়ে ও গোক্ষুর ইহাদিগকে বীরতর্ব্বাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে বায়ুবিকার, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

সালসারাদিগণঃ

সালসারাজকর্ণখদিরকদরকালস্কন্ধক্রমুকভূর্জ্জমেষশৃঙ্গীতিনিশচন্দন-কুচন্দন-শিংশপা-শিরীষাসনধবার্জ্জুন-তালশাকনক্তমালপূতীকাশ্বকর্ণাগুরূণি কালীয়কঞ্চেতি।

সালসারাদিরিত্যেষ গণঃ কুষ্ঠবিনাশনঃ। মেহপাণ্ড্বাময়হরঃ কফমেদোবিশোষণঃ।।

সাল, অসন, খদির, শ্বেতখদির (পাপড়ি খদির), তমাল, সুপারি, ভূর্জ্জপত্র, মেড়াশৃঙ্গী, তিনিশ, চন্দন, রক্তচন্দন, শিংশপা, শিরীষ, পিয়াসাল, ধব, অর্জ্জুন, তাল, সেগুণ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, লতাসাল, অগুরুকাষ্ঠ ও কালীয়কাষ্ঠ ইহাদিগকে সালসারাদিগণ কহে। ইহা কুষ্ঠ, মেহ, পাণ্ডু, কফ ও মেদোরোগ-নিবারক।

রোধ্রাদিগণঃ

রোধ্রসাবররোধ্রপলাশকুটন্নটাশোকফঞ্জীকট্‌ফলৈলবালুকশল্লকীজিঙ্গিনীকদম্বসালাঃ কদলী চেতি।

এক রোধ্রাদিরিত্যুক্তো মেদঃকফহরো গণঃ। যোনিদোষহরঃ স্তম্ভী ব্রণ্যো বিষবিনাশনঃ।।

লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, শোনা, অশোক, বামুনহাটী, কায়ফল, এলবালুক, শল্লকী, জিঙ্গিনী, কদম্ব, সাল ও কদলী ইহাদিগকে রোধ্রাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে মেদোরোগে, কফ ও যোনিদোষ নষ্ট হয়। ইহা স্তম্ভী, ব্রণশোধক ও বিষনাশক।

অর্কাদিগণঃ

অর্কালর্ককরঞ্জদ্বয়নাগদন্তীময়ূরকভার্গীরাস্নেন্দ্রপুষ্পী-ক্ষুদ্রশ্বেতামহাশ্বেতাবৃশ্চিকাল্যলবণাস্তাপসবৃক্ষশ্চেতি।
অর্কাদিকো গণো হ্যেষ কফমেদোবিষাপহঃ। ক্রিমিকুষ্ঠপ্রশমনো বিশেষাদ্ ব্রণশোধনঃ।।

আকন্দ, শ্বেত আকন্দ, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাতিশুঁড়, আপাঙ্গ, বামুনহাটী, রাস্না, ঈশলাঙ্গলা (বা কৃষ্ণপুষ্প করঞ্জ), ভূঁইকুমড়া, কালভূঁইকুমড়া, বিছুটী, অলবণ (লতাফট্‌কী) ও ইঙ্গুদী বৃক্ষ ইহাদিগকে অর্কাদিগণ কহে। ইহা কফ, মেদোরোগ, বিষ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগনাশক ও ব্রণরোগে বিশেষ উপকারক।

সুরসাদিগণ

সুরসাশ্বেতসুরসাফণিজ ঝকার্জ্জকভূস্তৃণসুগন্ধকসুমুখকালমাল-কাসমর্দ্দ-ক্ষবক-খরপুষ্পা-বিড়ঙ্গ-কট্‌ফল-সুরসীনির্গুণ্ডী-কুলাহলোন্দুরুকর্ণিকা-ফঞ্জী-প্রাচীবলকাকমাচ্যোবিষমুষ্টিকশ্চেতি।
সুরসাদির্গণো হ্যেষ কফহৃৎ ক্রিমিসূদনঃ। প্রতিশ্যায়ারুচিশ্বাস-কাসঘ্নো ব্রণশোধনঃ।।

তুলসী, শ্বেত তুলসী, ক্ষুদ্রপত্র তুলসী (মরুবক তুলসী), বাবুই তুলসী, গন্ধতৃণ, লাল তুলসী, বন বাবুই তুলসী, কাল তুলসী, কালকাসুন্দে, হাঁচুটী, আপাঙ্গ, বিড়ঙ্গ, সুরসী (শ্বেত নিসিন্দে), নিসিন্দে, কায়ফল, কুক্‌সিমা, ইন্দুরকাণী, বামুনহাটী, প্রাচীবল (ব্রাহ্মী বা কেওঠোঙ্গা), কাকমাচী ও বিষমুষ্টি (কুঁচিলা) ইহাদিগকে সুরসাদিগণ কহে। ইহা কফ, ক্রিমি, প্রতিশ্যায়, অরুচি, শ্বাস ও কাসনাশক এবং ব্রণশোধক।

মুষ্ককাদিগণঃ

মুষ্ককপলাশধবচিত্রকমদনবৃক্ষশিংশপাবজ্রবৃক্ষাস্ত্রিফলা চেতি।
মুষ্ককাদির্গণো হ্যেষ মেদোঘ্নঃ শুক্রদোষহৃৎ। মেহার্শঃপাণ্ডুরোগঘ্নঃ শর্করাশ্মরিনাশনঃ।।

ঘণ্টাপারুলি, পলাশ, ধব, চিতা, ময়নাগাছ, কুড়চি, শিংশপা, মনসাসিজ ও ত্রিফলা ইহাদিগকে মুষ্ককাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে মেদোরোগ, শুক্রদোষ, মেহ, অর্শ, পাণ্ডু, শর্করা ও অশ্মরী নিবারিত হয়।

পিপ্পল্যাদিগণঃ

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রক-শৃঙ্গবেরমরিচহস্তিপিপ্পলী-হরেণুকৈলাজমোদেন্দ্রযব-পাঠাজীরকসর্ষপ-মহানিম্বফল-হিঙ্গু-ভার্গী-মধুরসাতিবিষা-বচা-বিড়ঙ্গানি কটুরোহিণী চেতি।
পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ানিলারুচীঃ। নিহন্যাদ্ দীপনো গুল্ম-শূলঘ্নশ্চামপাচনঃ।।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, রেণুকা, এলাইচ, যমানী, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি, জীরা, সর্ষপ, ঘোড়ানিমফল, হিং, বামুনহাটী, মূর্ব্বা, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটকী ইহাদিগকে পিপ্পল্যাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে কফ, প্রতিশ্যায়, বায়ু, অরুচি ও গুল্মশূল বিনষ্ট হয়। ইহা আমপাচক ও অগ্নিদীপক।

এলাদিকোগণঃ

এলাস্তগরকুষ্ঠ-মাংসীধ্যামকত্বক্‌পত্রনাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুহরেণুকা-ব্যাঘ্রনখ-শুক্তি-চণ্ডীস্থৌণেয়ক-শ্রীবেষ্টক-চোচচোরক-বালক-গুগ্‌গুলু-সর্জ্জরস-তুরুষ্ক-কুন্দুরকাগুরু-স্পৃক্কোশীরভদ্র-দারুকুঙ্কুমানি পুন্নাগ-কেশরঞ্চেতি।
এলাদিকো বাতকফৌ নিহন্যাদ্ বিষমেব চ। বর্ণপ্রসাদনঃ কণ্ডু-পিড়ক কোঠনাশনঃ।।

এলাইচ, তগরপাদুকা, কুড়, জটামংসী, গন্ধতৃণ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ব্যঘ্রনখী, শুক্তি (নখীবিশেষ), চণ্ডা (গন্ধদ্রব্যবিশেষ), গেঁটেলা, সরলকাষ্ঠ (নবনীতখোটী), চোচ (তজ্) চোর-নামক গন্ধদ্রব্য, বালা, গুগ্‌গুলু, ধুনা, শিলারস, কুন্দুরুখোটী, অগুরু, স্পৃক্কা (সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ), বেণামূল, দেবদারু, কুঙ্কুম ও পুন্নাগকেশর (পদ্মকেশর); ইহাদিগকে এলাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহার করিলে বায়ু, শ্লেষ্মা, বিষদোষ, কণ্ডু, পিড়কা ও কোঠ নিবারিত এবং বর্ণ প্রসন্ন হয়।

বচাদিগণো হরিদ্রাদিগণশ্চ

বচামুস্তাতিবিষাভয়াভদ্রদারূণি নাগকেশরঞ্চেতি। হরিদ্রাদারুহরিদ্রাকলসীকুটজবীজানি মধুকঞ্চেতি।
এতৌ বচাহরিদ্রাদী গণৌ স্তন্যবিশোধনৌ। আমাতিসারশমনৌ বিশেষাদ্ দোষপাচনৌ।।

বচ, মুতা, আতইচ, হরীতকী, দেবদারু ও নাগকেশর ইহাদিগকে বচাদিগণ কহে। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পৃশ্নীপর্ণী, ইন্দ্রযব ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে হরিদ্রাদিগণ বলে। এই বচাদি এবং হরিদ্রাদিগণ স্তনদুগ্ধ-বিশোধক, আমাতীসারনাশক ও দোষপাচক।

শ্যামাদিগণঃ

শ্যামামহাশ্যামাত্রিবৃদ্দন্তীশঙ্খিনীতিল্বককম্পিল্লকরম্যকক্রমুকপুত্রশ্রেণীগবাক্ষীরাজবৃক্ষকরঞ্জদ্বয়গুড়ুচী-সপ্তলাচ্ছগলান্ত্রী সুধাঃ সুবর্ণক্ষীরী চেতি।
উক্তঃ শ্যামাদিরিত্যেষ গণো গুল্মবিষাপহঃ। আনাহোদরবিড়্ভেদী তথোদাবর্ত্তনাশনঃ।।

শ্বেততেউড়ী, বৃদ্ধদারক, রক্তমূলা, তেউড়ী, দন্তী, চোরপুষ্পী, লোধ, কমলাগুঁড়ি, ঘোড়ানিম (কেহ বলেন পটোলমূল), সুপারি, ইন্দুরকানি, রাখালশশা, সোঁদাল, করঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, গুলঞ্চ, সপ্তলা (মনসাভেদ), ছগলান্ত্রী (বীজতাড়কবিশেষ), মনসাসিজ ও স্বর্ণক্ষীরী, ইহাদিগকে শ্যামাদিগণ কহে। ইহা গুল্ম, বিষদোষ, আনাহ, উদর ও উদাবর্ত্ত নাশ করে এবং ভেদক।

বৃহত্যাদিগণঃ

বৃহতীকণ্টকারিকাকুটজফলপাঠা মধুকঞ্চেতি।
পাচনীয়ো বৃহত্যাদির্গণঃ পিত্তানিলাপহঃ। কফারোচকহৃল্লাস মূত্রকৃচ্ছ্ররুজাপহঃ।।

বৃহতী, কণ্টকারী, ইন্দ্রযব, আক্‌নাদি ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে বৃহত্যাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে পিত্ত, বায়ু, কফ, অরুচি, বমনভাব ও মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারিত হয়।

পটোলাদিগণঃ

পটোলচন্দনকুচন্দনমূর্ব্বাগুড়ুচীপাঠাঃ কটুরোহিণী চেতি।
পটোলাদির্গণঃ পিত্তকফারোচকনাশনঃ। জ্বরোপশমনো ব্রণ্যশ্ছর্দ্দিকণ্ডুবিষাপহঃ।।

পলতা, চন্দন, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, গুলঞ্চ, আক্‌নাদি ও কটকী, ইহাদিগকে পটোলাদিগণ কহে। ইহা পিত্ত, কফ, অরোচক, জ্বর, বমি, কণ্ডু ও বিষদোষনাশক এবং ব্রণের হিতকর।

কাকোল্যাদিগণঃ

কাকোলীক্ষীরকাকোলীজীবকর্ষভকমুদ্গপর্ণীমাষপর্ণী-মেদামহামেদাচ্ছিন্নরুহাকর্কটশৃঙ্গীতুগাক্ষীরী-পদ্মকপ্রপৌণ্ডরীকর্দ্ধিবৃদ্ধিমৃদ্বীকাজীবন্ত্যো মধুকঞ্চেতি।
কাকোল্যাদিরয়ং পিত্তশোণিতানিলনাশনঃ। জীবনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্য-শ্লেষ্মকরস্তথা।।

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী,

বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুণ্ডরিয়া, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও যষ্টিমধু ইহাদিগকে কাকোল্যাদিগণ কহে। ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক এবং জীবনবর্দ্ধক, বৃংহণ, বৃষ্য, স্তন্য ও শ্লেষ্মকর।

উষকাদিগণঃ

উষকসৈন্ধবশিলাজতুকাসীসদ্বয়হিঙ্গুনি তুত্থকঞ্চেতি।

উষকাদিঃ কফং হন্তি গণো মেদোবিশোষণঃ। অশ্মরীশর্করামূত্রকৃচ্ছ্রগুল্মপ্রণাশনঃ।।

ক্ষারমৃত্তিকা, সৈন্ধবলবণ, শিলাজতু, শ্বেতহিরাকস, লোহিত হিরাকস, হিঙ্গু ও তুঁতে, ইহাদিগকে উষকাদিগণ কহে। ইহা কফ, মেদোরোগ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও গুল্মরোগনাশক।

সারিবাদিগণঃ

সারিবামধুকচন্দনপদ্মককাশ্মরীফলমধূকপুষ্পাণ্যুশীরঞ্চেতি।

সারিবাদিঃ পিপাসাঘ্নো রক্তপিত্তহরো গণঃ। পিত্তজ্বরপ্রশমনো বিশেষাদ্ দাহনাশনঃ।।

অনন্তমূল, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মৌলফুল ও বেণামূল, ইহাদিগকে সারিবাদি-গণ কহে। ইহা ব্যবহারে পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহ বিনষ্ট হয়।

অঞ্জনাদিগণঃ

অঞ্জন-রসাঞ্জননাগপুষ্পপ্রিয়ঙ্গুনীলোৎপলনলদনলিনকেশরাণি মধুকঞ্চেতি।

অঞ্জনাদির্গণো হ্যেষ রক্তপিত্তনিবর্হণঃ। বিষোপশমনো দাহং নিহন্ত্যাভ্যন্তরং তথা।।

অঞ্জন, রসাঞ্জন, নাগকেশর, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, বেণামূল, পদ্মকেশর ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে অঞ্জনাদিগণ কহে। ইহা রক্তপিত্ত, বিষ ও আভ্যন্তর দাহবিনাশক।

পরূষকাদিগণঃ

পরূষকদ্রাক্ষাকট্‌ফলদাড়িমরাজাদনকতকফলশাকফলানি ত্রিফলা চেতি।

পরূষকাদিরিত্যেষ গণোঽনিলবিনাশনঃ। মূত্রদোষহরো হৃদ্যঃ পিপাসাঘ্নো রুচিপ্রদঃ।।

ফলসা, কিসমিস, কায়ফল, দাড়িম, ক্ষীরিণী, নির্ম্মলীফল, সেগুণফল, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে পরূষকাদিগণ কহে। ইহা বায়ুনাশক, মূত্রদোষহর, হৃদ্য, পিপাসানাশক ও রুচিপ্রদ।

প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী গণৌ

প্রিয়ঙ্গু সমঙ্গা-ধাতকী-পুন্নাগরক্তচন্দনকুচন্দনমোচরস-রসাঞ্জনকুম্ভীকস্রোতোঽঞ্জন-পদ্মকেশরযোজনবল্ল্যো দীর্ঘমূলা চেতি।

অম্বষ্ঠা-ধাতকীকুসুম-সমঙ্গা-কট্বঙ্গ-মধুক-বিল্বপেশিকা রোধ্রসাবররোধ্রপলাশনন্দীবৃক্ষাঃ পদ্মকেশরঞ্চেতি।

গণৌ প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী পক্কাতীসারনাশনৌ। সন্ধানীয়ৌ হিতৌ পিত্তে ব্রণানাঞ্চপি রোপণৌ।।

প্রিয়ঙ্গু, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, নাগকেশর, রক্তচন্দন, কুচন্দন (মলয়াদ্রিচন্দন), মোচরস, রসাঞ্জন, টোকাপানা, কালসূর্ম্মা, পদ্মকেশর, মঞ্জিষ্ঠা ও দীর্ঘমূলা (দুরালভা বা শালপাণি) ইহাদিগকে প্রিয়ঙ্গ্বাদিগণ কহে। অম্বষ্ঠা (আক্‌নাদি বা পুদিনা), ধাইফুল, বরাহক্রান্তা, শোনা, যষ্টিমধু, বেলশুঁঠ, লোধ, সাবরলোধ, পলাশ, গাম্ভারী ও পদ্মকেশর, ইহাদিগকে অম্বষ্ঠাদিগণ কহে। এই প্রিয়ঙ্গ্বাদি ও অম্বষ্ঠাদিগণ পক্কাতীসারনাশক, পিত্তনাশক, ভগ্নসংযোজক ও ব্রণরোপক।

ন্যগ্রোধাদিগণঃ

ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষমধুককপীতনককুভাম্রকোশাম্রচোরকপত্রজম্বুদ্বয়পিয়াল-মধুকরোহিণীবঞ্জুলকদম্ব-

বদরীতিন্দুকী-শল্লকীরোধ্রসাবররোধ্র-ভল্লাতকপলাশা নন্দীবৃক্ষশ্চেতি।
ন্যগ্রোধাদির্গণো ব্রণ্যঃ সংগ্রাহী ভগ্নসাধকঃ। রক্তপিত্তহরো দাহমেদোঘ্নো যোনিদোষহৃৎ।।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড়, যষ্টিমধু, আমড়া, অর্জ্জুন, আম্র, কোশাম্র (কেওড়া), চোরকপত্র (লাক্ষাবৃক্ষ), বড় জাম, ক্ষুদে জাম, পিয়াল, মৌল, কট্‌কী, বেতস, কদম্ব, কুল, গাবফল, শল্লকী, লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ (পার্শ্বপিপুল), ইহাদিগকে ন্যগ্রোধাদিগণ কহে। ইহা ব্রণ্য, সংগ্রাহী, ভগ্নসাধক, রক্তপিত্ত, দাহ, মেদোরোগ ও যোনিদোষনাশক।

গুডূচ্যাদিগণঃ

গুডূচীনিম্বকুস্তুম্বুরুচন্দনানি পদ্মকঞ্চেতি। এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুডূচ্যাদিস্তু দীপনঃ। হৃল্লাসারোচকবমী-পিপাসাদাহনাশনঃ।।

গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, চন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদিগকে গুডূচ্যাদিগণ কহে। ইহা ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, হৃল্লাস, অরোচক, বমি, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট হয়। ইহা দীপন।

উৎপলাদিগণঃ

উৎপল-রক্তোৎপল-কুমুদসৌগন্ধিককুবলয়-পুণ্ডরীকাণি মধুকঞ্চেতি।
উৎপলাদিরয়ং দাহ পিত্তরক্তবিনাশনঃ। পিপাসাবিষহৃদ্রোগচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাহরো গণঃ।।
উৎপলং নীলোৎপলম্। রক্তোৎপলং লোহিতোৎপলম্। কুমুদং শ্বেতোৎপলম্। সৌগন্ধিকং নীলোৎপলা-কারবর্ণমুৎপলং সুগন্ধি চ। কুবলয়মীষন্নীলধবলম্। পুণ্ডরীকং শ্বেতপদ্মম্। মধুকং যষ্টিমধু।

নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শ্বেতোৎপল, সৌগন্ধিক (সুগন্ধবিশিষ্ট নীলোৎপল), কুবলয় (ঈষন্নীলাভ শ্বেতোৎপল), শ্বেতপদ্ম ও যষ্টিমধু, ইহাদিগকে উৎপলাদিগণ কহে। ইহা দাহ, রক্তপিত্ত, পিপাসা, বিষদোষ, হৃদ্রোগ, বমি ও মূর্চ্ছানাশক।

মুস্তাদিগণঃ

মুস্তাহরিদ্রা-দারুহরিদ্রাহরীতক্যামলক-বিভীতককুষ্ঠ-হৈমবতী-বচাপাঠাকটুরোহিণী-শার্ঙ্গষ্টাতিবিষাদ্রাবিড়ী-ভল্লাতকানি চিত্রকঞ্চেতি।
এষ মুস্তাদিকো নাম্না গণঃ শ্লেষ্মনিসূদনঃ। যোনিদোষহরঃ স্তন্যশোধনঃ পাচনস্তথা।।

মুতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুড় শ্বেতবচ, বচ, আক্‌নাদি, শার্ঙ্গষ্টা, কটকী, আতইচ, এলাইচ, ভেলা ও চিতা, ইহাদিগকে মুস্তাদিগণ কহে। ইহা শ্লেষ্মনাশক, যোনিদোষ হারক, স্তন্যশোধক এবং পাচক।

ত্রিফলা

হরীতক্যামলকবিভীতকানি ত্রিফলা। ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠবিনাশনী। চক্ষুষ্যা দীপনী চৈব বিষমজ্বরনাশনী।।

হরীতকী আমলকী ও বহেড়া, ইহাদিগকে ত্রিফলা কহে। ত্রিফলা কফ, পিত্ত, মেহ, কুষ্ঠ ও বিষমজ্বর-নাশক এবং চক্ষুষ্য ও দীপন।

ত্রিকটুকম্

পিপ্পলীমরিচশৃঙ্গবেরাণি ত্রিকটুকম্। ত্র্যূষণং কফমেদোঘ্নং মেহকুষ্ঠত্বগাময়ান্। নিহন্যাদ্ দীপনং গুল্ম-পীনসাগ্ন্যল্পতামপি।।

পিপুল, মরিচ ও শুঁঠ, ইহাদিগকে ত্রিকটু কহে। ইহা ব্যবহারে কফ, মেদোরোগ, মেহ, কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ, গুল্ম, পীনস ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আমলক্যাদিগণঃ

আমলকীহরীতকীপিপ্পল্যশ্চিত্রকশ্চেতি। আমলক্যাদিরিত্যেষ গণঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ। চক্ষুষ্যো দীপনো বৃষ্যঃ কফারোচকনাশনঃ।।

আমলকী, হরীতকী, পিপুল ও চিতা ইহাদিগকে আমলক্যাদিগণ কহে। ইহা সকলপ্রকার জ্বর কফ ও অরোচকনাশক এবং চক্ষুষ্য, দীপন ও বৃষ্য।

ত্রপ্বাদিগণঃ

ত্রপুসীসতাম্ররজতকৃষ্ণলৌহসুবর্ণানি লৌহমলশ্চেতি। গণস্ত্রপ্বাদিরিত্যেষ গরক্রিমিহরঃ পরঃ। পিপাসা-বিষহৃদ্রোগ-পাণ্ডুমেহহরস্তথা।।

বঙ্গ, সীস, তাম্র, রৌপ্য, কান্তলৌহ, স্বর্ণ ও লৌহমল (মণ্ডুর), ইহাদিগকে ত্রপ্বাদিগণ কহে। ইহা গরদোষ, ক্রিমি, পিপাসা, বিষদোষ, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু ও মেহনাশক।

লাক্ষাদিগণঃ

লাক্ষারেবত-কুটজাশ্বমার-কট্‌ফলহরিদ্রাদ্বয়নিম্বসপ্তচ্ছদমালত্যস্ত্রায়মাণা চেতি।
কষায়স্তিক্তমধুরঃ কফপিত্তার্ত্তিনাশনঃ। কুষ্ঠক্রিমিহরশ্চৈব-দুষ্টব্রণবিশোধনঃ।।

লাক্ষা, সোন্দাল, ইন্দ্রযব, করবী, কায়ফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী ও বলাডুমুর, ইহাদিগকে লাক্ষাদিগণ কহে। ইহা কষায়, তিক্ত, মধুর, কফ ও পিত্তজনিত পীড়ানাশক, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনিবারক এবং দুষ্ট ব্রণশোধক।

স্বল্পপঞ্চমূলম্

ত্রিকণ্টকবৃহতীদ্বয়পৃথক্‌পর্ণ্যো বিদারীগন্ধা চেতি কনীয়ঃ। কষায়তিক্তমধুরং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্। বাতঘ্নং পিত্তশমনং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্।।

গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শালপাণি, ইহাদিগকে স্বল্পপঞ্চমূল কহে। ইহা কষায়, তিক্ত, মধুর, বায়ুনাশক, পিত্তপ্রশমক, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক।

মহৎ পঞ্চমূলম্

বিল্বাগ্নিমন্থটুণ্টুকপাটলাকাশ্মর্য্যশ্চেতি মহৎ। সতিক্তং কফবাতঘ্নং পাকে লঘ্বগ্নিদীপনম্। মধুরানুরসঞ্চৈব পঞ্চমূলং মহৎ স্মৃতম্।।

বেল, গণিয়ারি, শোনা, পারুল ও গাম্ভারী, ইহাদিগকে মহৎ পঞ্চমূল কহে। ইহা তিক্তরস, কফ ও বায়ুনাশক, পাকে লঘু অগ্নিদীপক ও মধুরানুরস।

দশমূলম্

অনয়োর্দশমূলমুচ্যতে। গণঃ শ্বাসহরো হ্যেষ কফপিত্তানিলাপহঃ। আমস্য পাচনশ্চৈব সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।।

মিলিত স্বল্পপঞ্চমূল ও মহৎপঞ্চমূলকে দশমূল কহে। ইহা শ্বাসহর, কফ পিত্ত ও বায়ু নাশক, আম-পাচক এবং সর্ব্বজ্বরনাশক।

বল্লীপঞ্চমূলং কণ্টকপঞ্চমূলঞ্চ

বিদারীসারিবারজনীগুড়ুচ্যোহজশৃঙ্গী চেতি বল্লীসংজ্ঞঃ। করমর্দ্দত্রিকণ্টকসৈরীয়কশতাবরীগৃধ্রনখ্য ইতি কণ্টকসংজ্ঞঃ।

রক্তপিত্তহরৌ হেতৌ শোফত্রয়বিনাশনৌ। সর্ব্বমেহহরৌ চৈব শুক্রদোষবিনাশনৌ।।

ভূমিকুষ্মাণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, গুলঞ্চ ও মেড়াশৃঙ্গী, ইহারা বল্লীপঞ্চমূল।

করম্‌চা, গোক্ষুর, নীলঝিণ্টী, শতমূলী ও কালিয়াকড়া, ইহারা কণ্টকপঞ্চমূল।

উক্ত বল্লীসংজ্ঞক এবং কণ্টকসংজ্ঞক গণদ্বয় রক্তপিত্ত, শোথ, সর্ব্বপ্রকার মেহ ও শুক্রদোষনিবারক।

তৃণপঞ্চমূলম্

কুশকাশনলদর্ভকাণ্ডেক্ষুকা ইতি তৃণসংজ্ঞকম্। মূত্রদোষবিকারঞ্চ রক্তপিত্তং তথৈব চ। অন্ত্যঃ প্রযুক্তঃ ক্ষীরেণ শীঘ্রমেব বিনাশয়েৎ।। এষাং বাতহরাবাদ্যাবন্ত্যঃ পিত্তবিনাশনঃ। পঞ্চকৌ শ্লেষ্মশমনাবিতরৌ পরিকীর্ত্তিতৌ।। এভির্লেপান্ কষায়াংশ্চ তৈলং সর্পীংষি পানকান্। প্রবিভজ্য যথান্যায়ং কুর্ব্বীত মতিমান্ ভিষক্।।

কুশ, কেশে, নল, উলুখড় ও খাগড়া (কাহারও মতে ইক্ষু), ইহাদিগকে তৃণপঞ্চমূল কহে।

এই তৃণপঞ্চমূল দুগ্ধের সহিত প্রযুক্ত হইলে সত্বর মূত্রদোষ ও রক্তপিত্ত বিনাশ করে। স্বল্পাদি যে-পাঁচপ্রকার পঞ্চমূল কথিত হইল, তাহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি অর্থাৎ স্বল্প ও মহৎ পঞ্চমূল বাতনাশক, শেষোক্তটি অর্থাৎ তৃণপঞ্চমূল পিত্তনাশক এবং অন্ত্য দুইটি অর্থাৎ বল্লীপঞ্চমূল ও কণ্টকপঞ্চমূল শ্লেষ্মপ্রশমক।

বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক অবস্থা বিবেচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত গণসমূহ দ্বারা প্রলেপ, কষায় কিংবা তৎসহ ঘৃত ও তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিবেন।

ইতি সুশ্রুতোক্তসপ্তত্রিংশদ্‌গণাঃ।

সংশমনো বর্গ

বাতসংশমনো বর্গঃ

ভদ্রদারু-কুষ্ঠহরিদ্রাবরুণ-মেষশৃঙ্গীবলাতিবলার্ত্তগল-কচ্ছুরাশল্লকী-কুবেরাক্ষীবীরতরু-সহচরাগ্নি-মন্থবৎসাদন্যেরণ্ডাশ্মভেদকালর্কার্ক-শতাবরী-পুনর্নবাবসুক-বসিরকাঞ্চনকভার্গী কার্পাসী-বৃশ্চিকালী-পত্তুর-বদর-যব-কোল-কুলত্থপ্রভৃতীনি বিদারীগন্ধাদিশ্চ দ্বে চাদ্যে পঞ্চমূল্যৌ সমাসেন বাতসংশমনো বর্গঃ।

দেবদারু, কুড়, হরিদ্রা, বরুণ, মেড়াশৃঙ্গী, শ্বেতপুষ্প বেড়েলা, পীতপুষ্প বেড়েলা, নীলঝিণ্টী, আলকুশী, শল্লকী, কুবেরাক্ষী (পারুল), বীরতরু (বিশ্বনাসিকা, কেহ বলেন শর), পীতঝিণ্টী, গণিয়ারি, গুলঞ্চ, এরণ্ড, হাড়যোড়া, শ্বেত আকন্দ, আকন্দ, শতমূলী, পুনর্নবা, বসুক (বকপুষ্প), বসির (সূর্য্যাবর্ত্ত, কেহ বলেন আপাং), কাঞ্চনক, বামুনহাটী, কার্পাসী (ধুতূরা), বিছুটী, পত্তুর (কুচন্দন,

বকম), কুল, যব, বড় কুল ও কুলখকলায় প্রভৃতি দ্রব্য, বিদারীগন্ধাদিগণ এবং স্বল্প ও বৃহৎ পঞ্চমূল, ইহাদিগকে বাতসংশমন বর্গ কহে।

পিত্তসংশমনো বর্গঃ

চন্দন-কুচন্দন-হ্রীবেরোশীরমঞ্জিষ্ঠাপয়স্যাবিদারীশতাবরী-গুন্দ্রা-শৈবাল-কহ্লার-কুমুদোৎপল-কদলী-কন্দলীদূর্ব্বা-মূর্ব্বাপ্রভৃতীনি কাকোল্যাদির্ন্যগ্রোধাদিস্তৃণপঞ্চমূলমিতি সমাসেন পিত্তসংশমনো বর্গঃ।

চন্দন, রক্তচন্দন, বালা, বেণার মূল, মঞ্জিষ্ঠা, ক্ষীরকাঁকলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, ভদ্রমুতা, শেওলা কহ্লার (রক্তোৎপল), কুমুদ, উৎপল, কদলী, পদ্মবীজ, দূর্ব্বা ও মূর্ব্বা প্রভৃতি দ্রব্য, কাকোল্যাদি ও ন্যগ্রোধাদিগণ এবং তৃণপঞ্চমূল, ইহাদিগকে পিত্তসংশমন বর্গ কহে।

কফসংশমনো বর্গঃ

কালেয়কাগুরুতিলপর্ণী-কুষ্ঠহরিদ্রাশীতশিবশতপুষ্পাসরলা-রাস্না-প্রকীর্য্যোদকীর্য্যেঙ্গুদী-সুমনঃকাকাদ-নীলাঙ্গলকী-হস্তিকর্ণমুঞ্জাতকলামজ্জকপ্রভৃতীনি বল্লীকণ্টকপঞ্চমূল্যৌ পিপ্পল্যাদির্বৃহত্যাদির্মুষ্ককাদির্বচাদিঃ সুরসাদিরারগ্বধাদিরিতি সমাসেন কফসংশমনো বর্গঃ। তত্র সর্ব্বাণ্যেবৌষধানি ব্যাধ্যগ্নিপুরুষবলান্যভি-সমীক্ষ্য বিদধ্যাৎ।

কালীয়ক (চন্দনবিশেষ), অগুরুকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্রা, শীতশিব (কর্পূর, কোন মতে শুল্‌ফাভেদ, কোন মতে গবেধুক), শুল্‌ফা, সরলা (তেউড়ী), রাস্না, নাটা, ডহরকরঞ্জ, ইঙ্গুদী, জাতী, কাকাদনী (হিংস্রা, কালিয়াকড়া), ঈষলাঙ্গলা, হস্তিকর্ণপলাশ, মুঞ্জাতক ও লামজ্জক (এক-প্রকার বেণার মূল) প্রভৃতি দ্রব্য, বল্লী ও কণ্টকসংজ্ঞক পঞ্চমূলীদ্বয়, পিপ্পল্যাদি, বৃহত্যাদি, মুষ্কাকাদি, বচাদি, সুরসাদি ও আরগ্বধাদিগণ, ইহাদিগকে কফসংশমন বর্গ কহে। সকল ঔষধই ব্যাধি অগ্নি রোগী ও বলের প্রতি লক্ষ রাখিয়া প্রয়োগ করিবে।

ইতি সংশমনো বর্গঃ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে চরকোক্তপঞ্চাশন্মহাকষায়াঃ, সুশ্রুতোক্তসপ্তত্রিংশদ্‌গণাঃ, সংশমনবর্গশ্চ।

দ্রব্যগুণ প্রকরণম্

হরীতক্যাদিবর্গ

হরীতকী

হরীতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পূতনামৃতা। হৈমবত্যব্যথা চাপি চেতকী শ্রেয়সী শিবা। বয়ঃস্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ।।

হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী, এইগুলি হরীতকীর নাম (পর্য্যায়-শব্দ)।

বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চামৃতাভয়া। জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্ত জাতয়ঃ।। অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা। পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা।। পঞ্চরেখাহভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী। ত্রিরেখা চেতকী জ্ঞেয়া সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ ।।

হরীতকী সাতজাতীয়। যথা বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। ইহাদের মধ্যে বিজয়ার আকৃতি অলাবু (লাউ)-সদৃশ গোলাকার। রোহিণী সম্পূর্ণ গোল। পূতনার আকৃতি সূক্ষ্ম, কিন্তু বৃহৎবীজযুক্ত। অমৃতা মাংসল অর্থাৎ শস্যবহুল ও ক্ষুদ্রবীজবিশিষ্ট। অভয়া পাঁচটি রেখাবিশিষ্ট, জীবন্তী স্বর্ণবর্ণ এবং চেতকী তিনটি রেখাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণরোহিণী। প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেহমৃতা হিতা।। অক্ষিরোগেহভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ। চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রযোজয়েৎ।। চেতকী

। প্রোক্তা শ্বেতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ। ষড়ঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা ত্বেকাঙ্গুলা স্মৃতা।। কাচিদাস্বাদমাত্রেণ কাচিদ্ গন্ধেন ভেদয়েৎ। কাচিৎ স্পর্শেন দৃষ্ট্যান্যা চতুর্দ্ধা ভেদয়েচ্ছিবা।।

বিজয়া সর্ব্বরোগে প্রশস্ত। রোহিণী ব্রণরোপক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ক্ষত পুরিয়া উঠে। প্রলেপকার্য্যে পূতনা প্রযোজ্য। অমৃতা হরীতকী ভেদাদি সংশোধনকার্য্যে ব্যবস্থেয়। অভয়া নেত্ররোগে প্রশস্ত। জীবন্তী সর্ব্বরোগবিনাশক। চেতকী হরীতকী চূর্ণার্থ ব্যবহার্য্য। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া রোগ-বিশেষে হরীতকীবিশেষ প্রয়োগ করিবে। চেতকী হরীতকী শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে দুইপ্রকার, তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ চেতকী ছয় অঙ্গুলি-পরিমিত হইয়া থাকে। কোন হরীতকী ভক্ষণ করিলে, কোন হরীতকীর গন্ধ আঘ্রাণে, কোন হরীতকীর স্পর্শে ও কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে।

চেতকীপাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ। ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।। চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবৎ তিষ্ঠতি দেহিনঃ। তাবদ্ ভিদ্যেত বেগৈস্তু প্রভাবান্নাত্র সংশরঃ।। তৃষ্ণার্ত্তসুকুমারাণাং কৃশানাং ভেষজদ্বিযাম্। চেতকী পরমা শস্তা হিতা সুখবিরেচনী।। সপ্তানামপি জাতীনাং প্রধানা বিজয়া স্মৃতা। সুখপ্রয়োগা সুলভা সর্ব্বরোগেষু শস্যতে।।

মনুষ্য কিংবা পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি যে-কোন প্রাণী চেতকী হরীতকী বৃক্ষের ছায়ায় গমন করে, তাহাদের তৎক্ষণাৎ ভেদ হয়। এই হরীতকী যতক্ষণ হাতে করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণ ইহার প্রভাব-হেতু প্রবলবেগে ভেদ হইতে থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ ও ঔষধদ্বেষী ব্যক্তিগণের সুখ-বিরেচনার্থ এই চেতকী হরীতকী অত্যন্ত প্রশস্ত। এই সাতজাতীয় হরীতকীর মধ্যে বিজয়া-নামিকা হরীতকীই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা সুখসেব্য, সুখলভ্য ও সর্ব্বরোগে হিতকর।

হরীতকী পঞ্চরসাহ্লবণা তুবরা পরম্। রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।। চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমনী। শ্বাসকাসপ্রমেহার্শঃ-কুষ্ঠশোথোদরক্রিমীন্।। বৈস্বর্য্যগ্রহণীরোগ-বিবন্ধবিষমজ্বরান্। গুল্মাধ্মানতৃষাচ্ছর্দ্দি-হিক্কাকণ্ডুহৃদাময়ান্।। কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃৎ তথা। অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ।।

হরীতকী পঞ্চরসবিশিষ্ট, অর্থাৎ ইহা মধুর, অম্ল, তিক্ত, কটু ও কষায়রসযুক্ত। ইহাতে লবণরস নাই। ঐ পাঁচপ্রকার রসের মধ্যে ইহাতে কষায়রসেরই আধিক্য থাকে। হরীতকী রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর, মেধাজনক, মধুরবিপাক (পাকে মধুররস), রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুষ্কর, বৃংহণ ও অনুলোমন (মলাদির অধঃপ্রবর্ত্তক)। হরীতকীসেবনে শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, ক্রিমি, স্বরবিকৃতি, গ্রহণীরোগ, মলবিবদ্ধতা, বিষমজ্বর, গুল্ম, আধ্মান (পেটফাঁপা), তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয়।

স্বাদুতিক্তকষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃৎ তু সা। কটুতিক্তকষায়ত্বাদম্লত্বাদ্ বাতহৃচ্ছিবা।। পিত্তকৃৎ কটুকাম্লত্বাদ্ বাতকৃন্ন কথং শিবা। প্রভাবাদ্ দোষহন্তৃত্বং সিদ্ধং যৎ তৎ প্রকাশ্যতে।। হেতুভিঃ শিষ্যাবোধার্থং ন পূর্ব্বং ক্রিয়তেহধুনা। কর্ম্মান্যত্বং গুণৈঃ সাম্যং দৃষ্টমাশ্রয়ভেদতঃ। যতস্ততো নেতি চিন্ত্যং ধাত্রীল-কুচয়োর্যথা।।

হরীতকী, স্বাদু তিক্ত ও কষায়রসবিশিষ্ট বলিয়া পিত্তনাশক। কটু তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বলিয়া কফনাশক এবং অম্লরসবিশিষ্ট বলিয়া বায়ুনাশক। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে কটু ও অম্লরস থাকাতে হরীতকী কেন পিত্তজনক ও বাতকর না-হয়? এতৎ সম্বন্ধে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে প্রভাবরূপ

অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই হরীতকী উক্তবিধ ফল দর্শাইয়া থাকে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, তবে শিষ্যবোধের জন্য ইহা বলা যায় যে কোন-কোন দ্রব্য গুণে সমান হইয়াও আশ্রয়ভেদে ভিন্ন-প্রকার কার্য্য প্রদর্শন করে, যেমন আমলকী ও ডেলোমান্দার; এই উভয় বস্তু রসাদিতে তুল্য হইয়াও কার্য্যে পার্থক্য দর্শাইয়া থাকে, অর্থাৎ আমলকী ত্রিদোষঘ্ন কিন্তু ডেলোমান্দার ত্রিদোষজনক।

পথ্যায়া মজ্জনি স্বাদুঃ স্নায়াবম্লো ব্যবস্থিতঃ। বৃন্তে তিক্তস্ত্বচি কটুরস্থি তু তুবরো রসঃ।। নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ যাম্ভসি। নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা।। নবাদিগুণযুক্তত্বং তথৈকত্র দ্বিকর্ষতা। হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তচ্ছ্রেষ্ঠমুচ্যতে।।

হরীতকীর মজ্জায় মধুররস, স্নায়ুতে অম্লরস, বৃন্তে তিক্তরস, ত্বকে কটুরস ও অস্থিতে (আঁটিতে) কষায়রস বিদ্যমান আছে। যে-হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোলাকার, গুরু এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায় তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত গুণকারক। যে-হরীতকী পূর্ব্বোক্ত নূতনাদি গুণবিশিষ্ট ও দুই কর্ষ ভারবিশিষ্ট, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী। স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা ভৃষ্টা প্রোক্তা ত্রিদোষনুৎ।। উন্মীলিনী বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়াণাং নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্। বিস্রংসিনী মূত্রশকৃন্মলানাং হরীতকী স্যাৎ সহ ভোজনেন।। অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্তকফোদ্ভবান্। হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তস্যোপরি যোজিতা।। লবণেন কফং হন্তি পিত্তং হন্তি সশর্করা। ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্ গুড়ান্বিতা।।

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, পেষণ করিয়া সেবন করিলে মল শোধিত হয়, সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ করে ও ভর্জ্জন করিয়া (ভাজিয়া) সেবন করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। আহারের সহিত হরীতকী খাইলে বুদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, পিত্ত কফ ও বায়ুর নাশ এবং মূত্র পুরীষ ও শারীরিক মলসমূহের বিনির্গম হয়। আহারান্তে হরীতকী সেবন করিলে বায়ু পিত্ত কফ ও অন্নপানজনিত পীড়াসমূহ নিবারিত হয়। হরীতকী লবণের সহিত সেবনে কফ, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত, ঘৃত-সহ সেবনে বাতজ রোগ ও গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

সিন্ধূত্থশর্করাশুণ্ঠী-কণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ। বর্ষাদিধভয়া প্রাশ্যা রসায়নগুণৈষিণা।।

রসায়নেচ্ছু ব্যক্তি বর্ষাঋতুতে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে চিনি-সহ, হেমন্তকালে শুঁঠচূর্ণ-সহ, শীতকালে পিপুলচূর্ণ-সহ, বসন্তকালে মধু এবং গ্রীষ্মকালে গুড়-সহ হরীতকী সেবন করিবেন। ইহাকে ঋতুহরীতকী বলে।

অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ রুক্ষঃ কৃশো লঙ্ঘনকর্ষিতশ্চ। পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী বিমুক্তরক্তস্ত্বভয়াং ন খাদেৎ।।

পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল, রুক্ষ, কৃশ, উপবাস দ্বারা ক্ষীণদেহ, পিত্তপ্রাধান ধাতু, গর্ভবতী স্ত্রী এবং যাহার রক্তমোক্ষণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের হরীতকীসেবন নিষিদ্ধ।

বিভীতকস্ত্রিলিঙ্গঃ স্যাদক্ষঃ কর্ষফলস্তু সঃ। কলিদ্রুমো ভূতবাসস্তথা কলিযুগালয়ঃ।। বিভীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ। উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্। রুক্ষং নেত্রহিতং কেশ্যং ক্রিমিবৈস্বর্য্য-নাশনম্।। বিভীতমজ্জা তৃট্‌ছর্দ্দি-কফবাতহরো লঘুঃ। কষায়ো মদকৃচ্চাথ ধাত্রীমজ্জাপি তদ্‌গুণঃ।।

বহেড়া : বিভীতক শব্দ ত্রিলিঙ্গ। অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয় এইগুলি বিভীতক

(বহেড়া) শব্দের পর্য্যায়। বহেড়া মধুরবিপাক, কষায়রস, কফ-পিত্তনাশক, উষ্ণবীর্য্য, শীতস্পর্শ, ভেদক, কাসনিবারক, রুক্ষ, নেত্র ও কেশের হিতকর এবং ক্রিমি ও স্বরদোষ-প্রশমক। বহেড়ার মজ্জা পিপাসা, বমি, কফ ও বাতহারক, লঘুপাক, কষায়রস ও মদকারক। আমলকীর মজ্জাও বহেড়ামজ্জার ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

আমলকম্

ত্রিষ্বামলকমাখ্যাতং ধাত্রী তিষ্যফলামৃতা। হরীতকীসমং ধাত্রী-ফলং কিন্তু বিশেষতঃ। রক্তপিত্তপ্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নম্।। হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ। কফং রুক্ষকষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ। মজ্জাস্য হরতি শ্রান্তিং তৃষাং দাহং বমিং ভ্রমম্।। যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশম্। তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ।।

আমলকী : আমলক শব্দ ত্রিলিঙ্গ। আমলক, ধাত্রী, তিষ্যফলা ও অমৃতা এইগুলি আমলকীর নাম। ইহা হরীতকীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা রক্তপিত্ত ও প্রমেহনাশক, বৃষ্য এবং রসায়ন। আমলকী অম্লরসবিশিষ্ট বলিয়া বায়ু, মধুররস ও শৈত্যগুণান্বিত বলিয়া পিত্ত এবং রুক্ষ ও কষায়-রস বলিয়া কফ নাশ করে। অতএব আমলকী ত্রিদোষনাশক। ইহার মজ্জা শ্রম তৃষ্ণা দাহ বমি ও ভ্রমনিবারক। যে-যে ফলের যে-যে গুণ, তাহাদের মজ্জারও সেই-সেই গুণ আছে, জানিবে।

শুণ্ঠী

শুণ্ঠী বিশ্বা চ বিশ্বঞ্চ নাগরং বিশ্বভেষজম। উষণং কটুভদ্রঞ্চ শৃঙ্গবেরং মহৌষধম্।। শুণ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ। স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফবাতবিবন্ধনুৎ।। বৃষ্যা স্বর্য্যা বমিশ্বাস-শূলকাসহৃদময়ান্। হন্তি শ্লীপদশোথার্শ-আনাহোদরমারুতান্।। আগ্নেয়গুণভূয়স্ত্বাৎ তোয়াংশং পরিশোষ্য যৎ। সংগৃহ্ণাতি মলং তৎ তু গ্রাহি শুণ্ঠ্যাদয়ে যথা।। বিবন্ধভেদিনী যা তু সা কথং গ্রাহিণী ভবেৎ। শক্তির্বিবন্ধভেদে স্যাদ্ যতো ন মলপাতনে।।

শুঁঠ : শুণ্ঠী, বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেযজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের, মহৌষধ, এইগুলি শুণ্ঠী-শব্দের পর্য্যায়। শুঁঠ আমবাতনাশক, রুচিকারক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ বায়ু ও বিবন্ধ (মলাদির রোধ)-নাশক, বৃষ্য, স্বরবর্দ্ধক, বমি শ্বাস শূল কাস হৃদ্রোগ শ্লীপদ শোথ অর্শ আনাহ উদররোগ ও বাতবিনাশক। আগ্নেয়গুণ-বাহুল্যহেতু যে-দ্রব্য আভ্যন্তরিক জলীয়াংশ শোষণ করিয়া মলপদার্থকে সংগ্রহ করে, তাহাকে গ্রাহী কহে, যেমন শুণ্ঠী প্রভৃতি। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে শুণ্ঠী বিবন্ধঘ্ন অর্থাৎ মলরোধবিনাশক হইয়া তাহা কী প্রকারে গ্রাহী হইতে পারে? তদুত্তরে ইহা বক্তব্য যে শুণ্ঠীর বিবন্ধনাশে শক্তি আছে, কিন্তু মল-নিঃসারণে শক্তি নাই।

আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা। আর্দ্রকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী মতা।। কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাতকফাপহা। যে গুণাঃ কথিতা শুণ্ঠ্যাস্তেঽপি সন্ত্যার্দ্রকেঽখিলাঃ।। ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম। অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্।। কুষ্ঠপাণ্ডবাময়ে কৃচ্ছ্রে রক্তপিত্তে ব্রণে জ্বরে। দাহে নিদাঘশরদোর্নৈব পূজিতমার্দ্রকম্।।

আদা: আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আর্দ্রিকা এইগুলি আদার নাম। ইহা ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অগ্নিকারক, কটু, বিপাকে মধুর, রুক্ষ, বায়ু ও কফনাশক। শুণ্ঠীর যে-সমস্ত গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই আর্দ্রকে আছে। ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ ভক্ষণ বিশেষ হিতকর। ইহাতে অগ্নির

দীপ্তি, আহারে রুচি, জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশোধিত হয়। কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, ব্রণ, জ্বর ও দাহ-রোগে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আর্দ্রক হিতকর নহে।

পিপ্পলী

পিপ্পলী মাগধী কৃষ্ণা বৈদেহী চপলা কণা। উপকুল্যোষণা শৌণ্ডী কোলা স্যাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা।। পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী। অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরা লঘুঃ।। পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাস-কাসোদরজ্বরান্। কুষ্ঠপ্রমেহগুল্মার্শঃ প্লীহশূলামমারুতান্।। আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ। পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপিণী।। পিপ্পলী মধুসংযুক্তা মেদঃকফবিনাশিনী। শ্বাসকাসজ্বরহরা বৃষ্যা মেধাগ্নিবর্দ্ধিনী।। জীর্ণজ্বরেঽগ্নিমান্দ্যে চ শস্যতে গুড়পিপ্পলী। কাসাজীর্ণারুচিশ্বাস-হৃৎপাণ্ডু-ক্রিমিরোগনুৎ। দ্বিগুণঃ পিপ্পলীচূর্ণাদ্ গুড়োঽত্র ভিষজাং মতঃ।।

পিপুল : পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডুলা এইগুলি পিপুলের নাম। পিপ্পলী অগ্নিদীপ্তিকারক, বৃষ্য, মধুরবিপাক, রসায়ন, অনুষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু, রেচক এবং ইহা শ্বাস, কাস, উদর, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শ, প্লীহা, শূল ও আমবাতবিনাশক। আর্দ্র (কাঁচা) পিপ্পলী কফকারক, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুররস, গুরু ও পিত্তনাশক, কিন্তু শুষ্ক পিপ্পলী পিত্তপ্রকোপক।

পিপ্পলী মধু-সহ সেবন করিলে মেদোরোগ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারিত এবং শুক্র, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হয়। ইহা গুড়ের সহিত সেবনে জীর্ণজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমি নষ্ট হয়। এ স্থলে ভিষগ্‌গণ ২ ভাগ গুড় ও ১ ভাগ পিপ্পলীচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে উপদেশ প্রদান করেন।

মরিচম্

মরিচং বেল্লজং কৃষ্ণমূষণং ধর্ম্মপত্তনম্। মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ। উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং শ্বাসশূলক্রিমীন্ হরেৎ।। তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু। কিঞ্চিত্তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্ম-প্রসেকি স্যাদপিত্তলম্।।

মরিচ : মরিচ, বেল্লজ, কৃষ্ণ, উষণ ও ধর্ম্মপত্তন এইগুলি মরিচের পর্য্যায়। ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর, রুক্ষ, শ্বাস, শূল ও ক্রিমিবিনাশক। আর্দ্র মরিচ পাকে মধুররস, ঈষদুষ্ণ, কটু, গুরু, কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও শ্লেষ্মনিঃসারক। ইহা পিত্তজনক নহে।

পিপ্পলীমূলম্

গ্রন্থিকং পিপ্পলীমূলমূষণং চটকাশিরঃ। দীপনং পিপ্পলীমূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু।। রুক্ষং পিত্তকরং ভেদিকফবাতোদরাপহম্। আনাহপ্লীহগুল্মঘ্নং ক্রিমিশ্বাসক্ষয়াপহম্।।

পিপুলমূল : গ্রন্থিক, উষণ ও চটকাশির এইগুলি পিপুলমূলের নাম। ইহা অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণ, পাচন, লঘু, রুক্ষ, পিত্তকর, ভেদক এবং ইহা কফ বাত উদর আনাহ প্লীহা গুল্ম ক্রিমি শ্বাস ও ক্ষয়বিনাশক।

চতুরূষণম্

ত্র্যূষণং সকণামূলং কথিতং চতুরূষণম্। ব্যোষস্যেব গুণাঃ প্রোক্তা অধিকাশ্চতুরূষণে।।

চতুরূষণ : সুশ্রুতগণোক্ত ত্রিকটুর সহিত অর্থাৎ শুঁঠ পিপুল ও মরিচের সহিত পিপ্পলীমূল

মিশ্রিত করিলে তাহাকে চতুরূষণ কহে। ত্রিকটু ও চতুরূষণ তুল্যগুণকারক, তবে ত্রিকটু অপেক্ষা চতুরূষণের গুণ প্রবল।

চব্যম্

ভবেচ্চব্যন্তু চবিকা কথিতা সা তথোষণা। কণামূলগুণং চব্যং বিশেষাদ্ গুদজাপহম্।।

চই : চব্য, চবিকা ও উষণা এই তিনটি চই-এর নাম। ইহা পিপুলমূলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট অধিকন্তু ইহা গুহ্যদেশজাত রোগনিবারক।

গজপিপ্পলী

চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী। কপিবল্লী কোলবল্লী শ্রেয়সী বশিরশ্চ সা।। গজকৃষ্ণা কটুর্বাত-শ্লেষ্মনুদ্ বহ্নিবর্দ্ধিনী। উষ্ণা নিহন্ত্যতীসার-শ্বাসকণ্ঠাময়ক্রিমীন্।।

পণ্ডিতেরা চবিকাফলকে গজপিপ্পলী কহেন। কপিবল্লী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী ও বশির এইগুলি গজপিপ্পলীর নাম। ইহা কটুরস, বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা অতিসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমিনিবারক।

চিত্রকঃ

চিত্রকোহনলনামা চ পীঠো ব্যালস্তথোষণঃ। চিত্রকঃ কটুকঃ পাকে বহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ।। রুক্ষোষ্ণো গ্রহণীকুষ্ঠ-শোথার্শঃক্রিমিকাসনুৎ। বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতার্শঃশ্লেষ্মপিত্তহৃৎ।।

চিতা : চিত্রক, পীঠ, ব্যাল ও উষণ এবং অগ্নিবাচক সমস্ত শব্দ চিতার পর্য্যায়। ইহা পাকে কটু, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ ও গ্রাহী। চিত্রক গ্রহণী, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ক্রিমি, কাস, বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শ, শ্লেষ্মা ও পিত্তপ্রশমক।

পঞ্চকোলম্

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ। পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে।। পঞ্চকোলং রসে পাকে কটুকং রুচিকৃন্মতম্। তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ। গুল্মপ্লীহোদরানাহ-শূলঘ্নং পিত্তকোপনম্।।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ এই পাঁচটি দ্রব্য মিলিত হইয়া কোল অর্থাৎ তোলক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চকোল বলে। ইহা রসে ও পাকে কটু, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অত্যন্ত পাচক, অগ্নিদীপ্তিকারক, কফ, বায়ু, গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ ও শূলপ্রশমক এবং পিত্তপ্রকোপক।

ষড়ূষণম্

পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতাম্। পঞ্চকোলগুণং তৎ তু রুক্ষমুষ্ণং বিষাপহম্।।

উল্লিখিত পঞ্চকোলের সহিত মরিচ মিলিত হইলে তাহাকে ষড়ূষণ কহে। ইহার গুণ পঞ্চকোলের তুল্য। অধিকন্তু ইহা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য ও বিষনাশক।

যবানী

যবানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাজমোদিকা। সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্যাদ্ যবসাহ্বয়া।। যবানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ। দীপনী চ তথা তিক্তা পিত্তলা শুক্রশূলহৃৎ। বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-গুল্মপ্লীহক্রিমিপ্রণুৎ।।

যমানী : যবানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা ও যবসাহ্বয়া, এই কয়েকটি যমানীর নাম। ইহা পাচক, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু লঘু, অগ্নিদীপক, তিক্তরস, পিত্তজনক এবং ইহা শুক্রদোষ, শূল, বাতশ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও ক্রিমিবিনাশক।

অজমোদা

অজমোদা খরাশ্বা চ মায়ূরী দীপ্যকং তথা। তথা ব্রহ্মকুশা প্রোক্তা কারবী লোচমস্তকা।। অজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ। উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলকরী লঘুঃ। নেত্রাময়ক্রিমিচ্ছর্দ্দি-হিক্কাবস্তিরুজো হরেৎ।।

বনযমানী : অজমোদা, খরাশ্বা, মায়ূরী, দীপ্যক, ব্রহ্মকুশা, কারবী ও লোচমস্তকা, এইগুলি অজমোদার (বনযমানীর) নাম। ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, দীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, বিদাহী, হৃদ্য, বৃষ্য, বলকর, লঘু এবং নেত্ররোগ, ক্রিমি, বমি, হিক্কা ও বস্তিরোগবিনাশক।

পারসীক যবানী

পারসীকযবানী তু যবানীসদৃশী গুণৈঃ। বিশেষাৎ পাচনী রুচ্যা গ্রাহিণী মাদিনী গুরুঃ।।

খুরাসানী যমানী : পারসীক যমানী যমানীসদৃশ গুণকারক। বিশেষত ইহা পাচক, রুচিকর, ধারক, মাদক ও গুরু।

শুক্লজীরঃ কৃষ্ণজীরঃ কালাজাজী চ

জীরকো জরণোঽজাজী কণা স্যাদ্ দীর্ঘজীরকঃ। কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধশ্চ তথৈবোদ্গারশোধনঃ।। কালাজাজী তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা। পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা। উপকুঞ্চী চ কুঞ্চী চ বৃহজ্জীরক ইত্যপি।। জীরকত্রিতয়ং রুক্ষং কটূষ্ণং দীপনং লঘু। সংগ্রাহি পিত্তলং মেধ্যং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ।। জ্বরঘ্নং পাচনং বল্যং বৃষ্যং রুচ্যং কফাপহম্। চক্ষুষ্যং পবনাধ্মান-গুল্মচ্ছর্দ্দ্যতি-সারহৃৎ।।

জীরা : জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক এইগুলি শুক্লজীরার নাম। কৃষ্ণজীরা, সুগন্ধ ও উদ্গারশোধন এইগুলি কৃষ্ণজীরার নামান্তর। কালাজাজী, সুষবী, কালিকা, উপকালিকা, পৃথ্বীকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কৃষ্ণা, উপকুঞ্চিকা, উপকুঞ্চী, কুঞ্চী ও বৃহজ্জীরক এইগুলি বৃহজ্জীরার পর্য্যায়। এই তিনপ্রকার জীরাই রুক্ষ, কটু, উষ্ণ, দীপন, লঘু, সংগ্রাহক, পিত্তকর, মেধাজনক, গর্ভাশয়বিশোধক, জ্বরনাশক, পাচক, বলকর, বৃষ্য, রুচিকর, কফহর, চক্ষুষ্য এবং ইহা বায়ু-জন্য উদরাধ্মান, গুল্ম, বমি ও অতিসারহারক।

ধান্যাকম্

ধান্যাকং ধানকং ধান্যং ধানা ধানেয়কং তথা। কুনটী ধেনুকা চ্ছত্রা কুস্তুম্বুরু বিতুন্নকম্।। ধান্যাকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু। তিক্তং কটূষ্ণবীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্।। জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদু পাকে ত্রিদোষনুৎ। তৃষ্ণাদাহবমিশ্বাস-কাসকার্শক্রিমিপ্রণুৎ। আর্দ্রন্তু তদ্‌গুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশনম্।।

ধনে : ধান্যাক, ধানক, ধান্য, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্র, কুস্তুম্বুরু ও বিতুন্নক এইগুলি ধনিয়ার পর্য্যায়। ইহা কষায়রস, স্নিগ্ধ, অবৃষ্য, মূত্রজনক, লঘু, তিক্ত, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, পাচক, জ্বরনাশক, রুচিকর, ধারক, পাকে মধুর, ত্রিদোষনাশক এবং তৃষ্ণা

দাহ বমি শ্বাস কাস কার্শ্য ও ক্রিমিনিবারক। কাঁচা ধনেও উক্তপ্রকার গুণবিশিষ্ট, বিশেষত ইহা স্বাদু এবং পিত্তনাশক।

শতপুষ্পা মিশ্রেয়া চ

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ। অতিচ্ছত্রা সিতচ্ছত্রা সংহিতচ্ছত্রিকাপি চ।। ছত্রা শালেয়-শালীনৌ মিশ্রেয়া মধুরা মিসিঃ। শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্ দীপনী কটুঃ।। উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্ম-ব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ। মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলনুৎ।। অগ্নিমান্দ্যহরী হৃদ্যা বদ্ধবিট্‌ক্রিমিশূলহৃৎ। রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস-বমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ।।

শুল্‌ফা ও মৌরি : শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিচ্ছত্রা, সিতচ্ছত্রা ও সংহিত-চ্ছত্রিকা এইগুলি শুল্‌ফার নাম। ছত্রা, শালেয়, শালীন, মিশ্রেয়া, মধুরা ও মিসি এইগুলি মৌরির পর্য্যায়-শব্দ। শুল্‌ফা লঘু, তীক্ষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, অগ্নিদীপক, কটু ও উষ্ণ। ইহা জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্মা, ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগনাশক। মৌরির গুণও শুল্‌ফার ন্যায় জানিবে। বিশেষত ইহা যোনিশূলনিবারক, অগ্নিমান্দ্যনাশক, হৃদ্য, মলবদ্ধতা, ক্রিমি ও শূলনাশক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কাস বমি শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক।

মেথিকা বনমেথিকা চ

মেথিকা মেথিনী মেথী দীপনী বহুপত্রিকা। বেধনী গন্ধবীজা চ জ্যোতির্গন্ধফলা তথা।। বল্লরী চন্দ্রিকা মন্থা মিশ্রপুষ্পা চ কৈরবী। কুঞ্চিকা বহুপর্ণী চ পীতবীজা মুনীন্দ্রকা।। মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মঘ্নী জ্বরনাশিনী। রুচিপ্রদা দীপনী চ রক্তপিত্ত প্রকোপিণী। ততঃ স্বল্পগুণা বন্যা বাজিনাং যা তু পূজিতা।।

মেথী ও বনমেথী : মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বেধনী, গন্ধবীজা, জ্যোতি, গন্ধফলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা ও মুনীন্দ্রকা এইগুলি মেথীর নাম। ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা ও জ্বরনাশক, রুচিপ্রদ, অগ্নির দীপক এবং রক্ত ও পিত্তের প্রকোপক। বনমেথী ইহা অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট। ইহা বাজীদিগের পক্ষে হিতকর।

চন্দ্রশূরম্

চন্দ্রিকা চর্ম্মহন্ত্রী চ পশুমেহনকারিকা। নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসরা।। চন্দ্রশূরং হিতং হিক্কা-বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্। অসৃগ্ বাতগদদ্বেষি বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্।

হালিম : চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাসপুষ্পা ও সুবাসরা এইগুলি চন্দ্রশূরের (হালিমের) নাম। ইহা হিক্কা, বায়ু, শ্লেষ্মা ও অতিসাররোগে হিতকর, বল ও পুষ্টিবিবর্দ্ধক এবং বাতরক্তনাশক।

হিঙ্গু

সহস্রবেধি জতুকং বাহ্লীকং হিঙ্গু রামঠম্। হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাসনুৎ। শূলগুল্মো-দরানাহ-ক্রিমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্।।

হিং : সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক, হিঙ্গু ও রামঠ এই কয়েকটি হিঙ্গুর নাম। হিং উষ্ণ, পাচন, রুচিকারক ও তীক্ষ্ণ। ইহা বায়ু শ্লেষ্মা শূল গুল্ম উদর আনাহ ও ক্রিমিনাশক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

বচা

বচোগ্রগন্ধা ষড়্গ্রন্থা গোলোমী শতপর্ব্বিকা। ক্ষুদ্রপত্রী চ মঙ্গল্যা জটিলোগ্রা চ লোমশা।। বচোগ্রগন্ধা কটুকা তিক্তোষ্ণা বান্তিবহ্নিকৃৎ। বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী। অপস্মারকফোন্মাদ ভূতজন্ত্বনিলান্ হরেৎ।।

বচ : বচা, উগ্রগন্ধা, ষড়্গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা এইগুলি বচের পর্য্যায়-শব্দ। বচ উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বমন ও অগ্নিকারক। ইহা সেবনে বিবন্ধ, উদরাধ্মান, শূল, অপস্মার, কফ, উন্মাদ, ভূতদোষ, ক্রিমি ও বায়ু বিনষ্ট এবং মলমূত্র শোধিত হয়।

পারসীকবচা

পারসীকবচা শুক্লা প্রোক্তা হৈমবতীতি সা। হৈমবত্যুদিতা তদ্বদ্ বাতং হন্তি বিশেষতঃ।।

খুরাসানী বচ : খুরাসানী বচকে পারসীক বচ ও হৈমবতী বলে। ইহা শুক্লবর্ণ ও উক্ত বচের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষত ইহা বায়ুনাশক।

মহাভরী বচ

যস্যা লোকে কুলিঞ্জন ইতি নামান্তরম্,—সুগন্ধাপ্যুগ্রগন্ধা চ বিশেষাৎ কফকাসনুৎ। সুস্বরত্বকরী রুচ্যা হৃৎকণ্ঠমুখশোধিনী।। অপরা সুগন্ধা স্থূলগ্রন্থিঃ; যস্যা লোকে মহাভরীতি নাম—স্থূলগ্রন্থিঃ সুগন্ধান্যা ততো হীনগুণা স্মৃতা।।

মহাভরী বচকে লোকে কুলিঞ্জন বলে, ইহার অপর নাম সুগন্ধা। সুগন্ধা উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, বিশেষত কফকাসনাশক, সুস্বরকারক, রুচিকর এবং হৃদয় কণ্ঠ ও মুখশোধক। স্থূলগ্রন্থিবিশিষ্ট সুগন্ধা বচকে মহাভরী বলে। ইহা সুগন্ধা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট।

দ্বীপান্তরবচা

দ্বীপান্তরবচা কিঞ্চিত্তিক্তোষ্ণা বহ্নিদীপ্তিকৃৎ। বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী।। বাতব্যাধীন-পস্মারমুন্মাদং তনুবেদনাম্। ব্যপোহতি বিশেষেণ ফিরঙ্গাময়নাশিনী।।

তোপচিনি: দ্বীপান্তরে উৎপন্ন হয় বলিয়া তোপচিনিকে দ্বীপান্তর বচ কহে। ইহা ঈষৎ তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক; বিবন্ধ উদরাধ্মান ও শূলনাশক, মল ও মূত্রবিশোধক, বাতব্যাধি অপস্মার উন্মাদ ও গাত্রবেদনানিবারক এবং বিশেষত ফিরঙ্গরোগনাশক।

হবুষাদ্বয়ম্

তন্মধ্যে প্রথমং ফলং মৎস্যসদৃশং বিস্রগন্ধম্, দ্বিতীয় মশ্বত্থফলসদৃশং মৎস্যগন্ধম্। তয়োর্নামানি গুণাশ্চ—হবুষা বপুষা বিস্রা পরাশ্বত্থফলা মতা। মৎস্যগন্ধা প্লীহহন্ত্রী বিষঘ্নী ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী।। হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদূষ্ণা তুবরা গুরুঃ। পিত্তোদরসমীরার্শোগ্রহণীগুল্মশূলহৃৎ। পরাপ্যেতদ্গুণা প্রোক্তা রূপভেদো দ্বয়োরপি।।

হবুষা দুইপ্রকার, তন্মধ্যে প্রথম ফল মৎস্যের ন্যায় ও আমগন্ধবিশিষ্ট, দ্বিতীয় ফল অশ্বত্থফল-সদৃশ ও মৎস্যগন্ধান্বিত। ইহার প্রথমপ্রকারের নাম হবুষা, বপুষা ও বিস্রা এবং দ্বিতীয়প্রকারের নাম অশ্বত্থফলা, মৎস্যগন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্নী ও ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী। হবুষা অগ্নিদীপ্তিকারক, তিক্ত-কষায়রস, মৃদু, উষ্ণ, গুরু এবং ইহা পিত্তোদররোগ, বাতার্শ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম ও শূলনাশক। শেষোক্ত হবুষারও এই গুণ, কেবল উভয়ের আকার বিভিন্ন।

বিড়ঙ্গঃ

পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নো জন্তুনাশনঃ। তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা।। বিড়ঙ্গং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং বহ্নিকরং লঘু। শূলাধ্মানোদরশ্লেষ্ম-ক্রিমিবাতবিবন্ধনুৎ।।

বিড়ঙ্গ : বিড়ঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। ইহার অপর নাম ক্রিমিঘ্ন, জন্তুনাশন, তণ্ডুল, বেল্ল, অমোঘা ও চিত্রতণ্ডুলা। বিড়ঙ্গ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও লঘু এবং ইহা শূল, উদরাধ্মান, উদররোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বাত ও বিবন্ধনাশক।

তুম্বুরুফলম্

তুম্বুরুঃ সৌরভঃ সৌরো বনজঃ সানুজোঽন্ধকঃ। তুম্বুরু প্রথিতং তিক্তং কটু পাকেঽপি তৎ কটু।। রুক্ষোষ্ণং দীপনং তীক্ষ্ণং রুচ্যং লঘু বিদাহি চ। বাতশ্লেষ্মাক্ষিকর্ণৌষ্ঠ-শিরোরুগ্‌গুরুতাক্রিমীন্। কুষ্ঠশূলারুচিশ্বাস-প্লীহকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ।।

তম্বুল : তম্বুরু, সৌরভ, সৌর, বনজ, সানুজ ও অন্ধক এই কয়েকটি তুম্বুরুর পর্য্যায়-শব্দ। ইহা তিক্ত-কটুরস, পাকে কটু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, দীপন, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, লঘু ও বিদাহী এবং ইহা বাতশ্লেষ্মা, চক্ষু কর্ণ ওষ্ঠ শিরোরোগ, শরীরের গুরুত্ব, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, অরুচি, শ্বাস, প্লীহা ও মূত্রকৃচ্ছ্রনিবারক।

বংশরোচনা

স্যাদ্ বংশরোচনা বাংশী তুগাক্ষীরী তুগা শুভা। ত্বক্‌ক্ষীরী বংশজা শুভ্রা বংশক্ষীরী চ বৈণবী।। বংশজা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা। তৃষ্ণাকাসজ্বরশ্বাস-ক্ষয়পিত্তাস্রকামলাঃ। হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডুং কষায়া বাতকৃচ্ছ্রজিৎ।।

বংশলোচন : বংশলোচনা, বাংশী, তুগাক্ষীরী, তুগা, শুভা, ত্বক্‌ক্ষীরী, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী ও বৈণবী এই সকল বংশলোচনের নাম। ইহা বৃংহণ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্বাদু, শীতল ও কষায় এবং ইহা তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, পাণ্ডু ও বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র-প্রশমক।

সমুদ্রফেনঃ

সমুদ্রফেনঃ ফেনশ্চ হিণ্ডীরোঽব্ধিকফস্তথা। সমুদ্রফেনশ্চক্ষুষ্যো লেখনঃ শীতলঃ সরঃ। কষায়ো বিষপিত্তঘ্নঃ কর্ণরুক্‌কফহৃল্লঘুঃ।।

সমুদ্রফেন, ফেন, হিণ্ডীর ও অব্ধিকফ এইগুলি সমুদ্রফেনের নাম। ইহা চক্ষুর হিতকারক, লেখন, শীতল, সারক, কষায়রস ও লঘু এবং বিষদোষ, পিত্ত, কর্ণরোগ ও কফহারক।

অষ্টবর্গঃ

জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে। অষ্টবর্গোঽষ্টাভির্দ্রব্যৈঃ কথিতশ্চরকাদিভিঃ।। অষ্ট-বর্গো হিমঃ স্বাদুর্বৃংহণঃ শুক্রলো গুরুঃ। ভগ্নসন্ধানকৃৎ কাম-বলাসবলবর্দ্ধনঃ। বাতপিত্তাস্রতৃড়্দাহ-জ্বরমেহক্ষয়প্রণুৎ।।

জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকোকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি। এই আটটি দ্রব্যের সংযোগকে চরকাদি মুনিগণ অষ্টবর্গ বলিয়া থাকেন। অষ্টবর্গ শীতল, মধুর, পুষ্টিকারক, কফজনক, বলকারক এবং ইহা বাত, রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়নাশক।

জীবকর্ষভকৌ

জীবকর্ষভকৌ জ্ঞেয়ৌ হিমাদ্রিশিখরোদ্ভবৌ। রসোনকন্দবৎ কন্দৌ নিঃসারৌ সূক্ষ্মপত্রকৌ।। জীবকঃ কূর্চ্চকাকার ঋষভো বৃষশৃঙ্গবৎ। জীবকো মধুরঃ শৃঙ্গে হ্রস্বাঙ্গঃ কূর্চ্চশীর্ষকঃ।। ঋষভো বৃষভো ধীরো বিষাণীন্দ্রাক্ষ ইত্যপি। জীবকর্ষভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্রকফপ্রদৌ। মধুরৌ পিত্তদাহাস্র-কার্শ্যবাতক্ষয়াপহৌ।।

জীবক ও ঋষভক : জীবক ও ঋষভক হিমালয়শিখরে উদ্ভূত হয়। ইহাদের কন্দ রসোনের ন্যায়, ইহারা সারহীন ও সূক্ষ্মপত্রবিশিষ্ট। জীবকের আকৃতি কূর্চ্চকসদৃশ। ঋষভকের আকার বৃষশৃঙ্গের ন্যায়। জীবক, মধুর, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ ও কূর্চ্চশীর্ষক এইগুলি জীবকের পর্য্যায় এবং ঋষভ, বৃষভ, ধীর, বিষাণী ও ইন্দ্রাক্ষ এইগুলি ঋষভকের নামান্তর। এই দুই দ্রব্য বলকারক, শীতবীর্য্য, শুক্র ও কফবর্দ্ধক, মধুররস এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদুষ্টি, কৃশতা, বায়ু ও ক্ষয়রোগপ্রশমক।

মেদামহামেদে

মহামেদাভিধঃ কন্দো মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে। মহামেদাবনৌ মেদা স্যাদিত্যুক্তং মুনীশ্বরৈঃ।। শুক্লার্দ্রকনিভঃ কন্দো লতাজাতঃ সুপাণ্ডুরঃ। মহামেদোভিধো জ্ঞেয়ো মেদালক্ষণমুচ্যতে।। শুক্লকন্দো নখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ। যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ো জিজ্ঞাসাতৎপরৈর্জনৈঃ।। স্বল্পপর্ণী মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবাধ্বরা। মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তী দেবতামণিঃ।। মেদাযুগং গুরু স্বাদু বৃষ্যং স্তন্যকফাবহম্। বৃংহণং শীতলং পিত্ত-রক্তবাতজ্বরপ্রণুৎ।।

মেদা ও মহামেদা : মহামেদা-নামক কন্দ মোরঙ্গা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। প্রধান-প্রধান মুনিগণ কহেন যে মহামেদাক্ষেত্রে মেদা জন্মিয়া থাকে। এই কন্দ শুক্ল আর্দ্রকসদৃশ, লতা হইলে জন্মে ও ইহা পাণ্ডুরবর্ণ। মেদা শুক্লবর্ণ কন্দবিশেষ। ইহাকে নখ দ্বারা ছেদন করিলে মেদোধাতুর ন্যায় আঠা নির্গত হয়। স্বল্পপর্ণী, মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোভবা ও অধ্বরা এইগুলি মেদার এবং মহামেদা, বসুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তী ও দেবতামণি এইগুলি মহামেদার নামান্তর। মেদা ও মহামেদা গুরু, স্বাদু, শুক্রজনক, স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, কফকারক, পুষ্টিকর, শীতল, রক্তপিত্তনাশক ও বাতজ্বরবিনাশক।

কাকোলীক্ষীরকাকোল্যৌ

জায়তে ক্ষীরকাকোলী মহামেদোদ্ভবস্থলে। যত্র স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোলী তত্র জায়তে।। পীবরী-সদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ প্রিয়গন্ধবান্। সা প্রোক্তা ক্ষীরকাকোলী কাকোলীলিঙ্গমুচ্যতে।। যথা স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যপি তথা ভবেৎ। এষা কিঞ্চিদ্ ভবেৎ কৃষ্ণা ভেদোঽয়মুভয়োরপি।। কাকোলী বায়সোলী চ ধীরা কায়স্থিকা তথা। সা শুক্লা ক্ষীরকাকোলী বয়ঃস্থা ক্ষীরবল্লিকা। কথিতা ক্ষীরিণী ধীরা ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী। কাকোলীযুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু। বৃংহণং বাতদাহাস্র-পিত্তশোষ-জ্বরাপহম্।।

কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী : যে-স্থলে মহামেদা জন্মে, কাকোলী ক্ষীরকাকোলীও সেই স্থলে জন্মিয়া থাকে। ক্ষীরকাকোলী শতমূলী কন্দের ন্যায়, ছেদ করিলে আঠা নির্গত হয় এবং ইহা একপ্রকার মনোহর গন্ধবিশিষ্ট। কাকোলী ক্ষীরকাকোলীর লক্ষণযুক্ত, কিন্তু ইহা কিছু কৃষ্ণবর্ণ এই মাত্র উভয়ের প্রভেদ। কাকোলী, বায়সোলী, ধীরা ও কায়স্থিকা এইগুলি কাকোলীর এবং শুক্লা, ক্ষীরকাকোলী, বয়ঃস্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী এইগুলি

ক্ষীরকাকোলীর নাম। এই উভয় দ্রব্য শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, মধুর, গুরু ও পুষ্টিকারক এবং ইহা বাত, দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বরনাশক।

ঋদ্ধিবৃদ্ধী

ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ কন্দৌ দ্বৌ ভবতঃ কোশযামলে। শ্বেতলোমান্বিতঃ কন্দো লতাজাতঃ সরন্ধ্রকঃ।। স এব ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ ভেদমপ্যেতয়োর্ব্রুবে। তূলগ্রন্থিসমা ঋদ্ধির্বামাবর্ত্তফলা চ সা।। বৃদ্ধিস্তু দক্ষিণাবর্ত্ত ফলা প্রোক্তো মহর্ষিভিঃ। ঋদ্ধির্যোগ্যং সিদ্ধিলক্ষ্মৌ বৃদ্ধেরপ্যাহ্বয়া ইমে।। ঋদ্ধির্বল্যা ত্রিদোষঘ্নী শুক্রলা মধুরা গুরুঃ। প্রাণৈশ্বর্য্যকরী মূর্চ্ছা-রক্তপিত্তবিনাশিনী।। বৃদ্ধির্গর্ভপ্রদা শীতা বৃংহণী মধুরা স্মৃতা। বৃষ্যা পিত্তাস্রশমনী ক্ষতকাসক্ষয়াপহা।। রাজ্ঞামপ্যষ্টবর্গস্তু যতোঽয়মতিদুর্লভঃ। তস্মাদস্য প্রতিনিধিং গৃহ্ণীয়াৎ তদ্‌গুণং ভিষক্।।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি : ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি কোশযামল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ইহা শ্বেতলোমযুক্ত, ছিদ্রবিশিষ্ট, লতাজাত কন্দবিশেষ। ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির প্রভেদ এই যে, ঋদ্ধি তূলার গ্রন্থির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও ইহার ফল বামাবর্ত্ত, কিন্তু বৃদ্ধির ফল দক্ষিণাবর্ত্ত। যোগ্য, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী এই তিনটি ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির পর্য্যায়। ঋদ্ধি বলকারক, ত্রিদোষনাশক, শুক্রজনক, মধুররস, গুরু, আয়ুর্ব্বর্দ্ধক, ঐশ্বর্য্যপ্রদ এবং মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তবিনাশক। বৃদ্ধি গর্ভপ্রদ, শীতবীর্য্য, বৃংহণ, মধুর ও শুক্রকারক এবং ইহা রক্তপিত্ত ক্ষত কাস ও ক্ষয়প্রশমক। এই অষ্টবর্গ রাজগণেরও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য, তজ্জন্য চিকিৎসকগণ প্রায়ই ইহার প্রতিনিধি-দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যষ্টিমধু

যষ্টীমধু তথা যষ্টির্মধুকং ক্লীতকং তথা। অন্যৎ ক্লীতনকং তৎ তু ভবেৎ তোয়ে মধূলিকা।। যষ্টী হিমা গুরুঃ স্বাদ্বী চক্ষুষ্যা বলবর্ণকৃৎ। সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যা পিত্তানিলাস্রজিৎ। ব্রণশোথ-বিষচ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাগ্লানিক্ষয়াপহা।।

যষ্টিমধু, যষ্টি, মধুক ও ক্লীতক এইগুলি যষ্টিমধুর নামান্তর। জলজ যষ্টিমধুর নাম ক্লীতনক ও মধূলিকা। যষ্টিমধু শীতল, গুরু, মধুররস, চক্ষুর হিতকর, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রকারক, কেশ্য, স্বরবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত বায়ু ও রক্তদুষ্টিনিবারক, ব্রণশোথ বিষদোষ বমি তৃষ্ণা গ্লানি ও ক্ষয়প্রশমক।

কাম্পিল্লঃ

কাম্পিল্লঃ কর্কশশ্চন্দ্রো রক্তাঙ্গো রোচনোঽপি চ। কাম্পিল্লঃ কফপিত্তাস্র-ক্রিমিগুল্মোদরব্রণান্। হন্তি রেচী কটুষ্ণশ্চ মেহানাহবিষাশ্মনুৎ।।

কমলাগুঁড়ি : কাম্পিল্ল, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ ও রোচন এইগুলি কমালাগুঁড়ির পর্য্যায়। কমলাগুঁড়ি রেচক, কটু ও উষ্ণ। ইহা কফ পিত্ত রক্তদুষ্টি ক্রিমি গুল্ম উদর ব্রণ মেহ আনাহ বিষ ও অশ্মরীনাশক।

আরগ্বধঃ

আরগ্বধো রাজবৃক্ষঃ সম্পাকশ্চতুরঙ্গুলঃ। আরেবতো ব্যধিঘাতঃ কৃতমালঃ সুবর্ণকঃ। কর্ণিকারো দীর্ঘফলঃ স্বর্ণাঙ্গঃ স্বর্ণভূষণঃ।। আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলঃ স্রংসনোত্তমঃ। জ্বরহৃদ্রোগপিত্তাস্র-বাতোদাবর্ত্তশূলনুৎ।। তৎফলং স্রংসনং রুচ্যং কুষ্ঠপিত্তকফাপহম্। জ্বরে তু সততং পথ্যং কোষ্ঠ-শুদ্ধিকরং পরম্।।

সোন্দাল : আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল, আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ ও স্বর্ণভূষণ এইগুলি সোন্দালের পর্য্যায়-শব্দ। সোন্দাল গুরু, মধুর, শীতল ও সুবিরেচক এবং ইহা জ্বর, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত্ত ও শূলনাশক। সোন্দাল ফল বিরেচক, রুচিকর, কুষ্ঠ পিত্ত ও কফনাশক। ইহা জ্বরে বিশেষ হিতকর ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক।

কটুরোহিণী

কট্বী তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটুম্ভরা। অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদনী।। মৎস্যপিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী। কট্বী তু কটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা হিমা লঘুঃ।। ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা। প্রমেহশ্বাসকাসাস্রদাহকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ।।

কট্‌কী : কট্বী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা, চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী ও কটুরোহিণী, এইগুলি কট্‌কীর পর্য্যায়। ইহা কটুবিপাক, তিক্ত, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘু, ভেদক, অগ্নিদীপন ও হৃদ্য। কট্‌কী কফ, পিত্ত, জ্বর, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগ নষ্ট করে।

কিরাততিক্তঃ

কিরাততিক্তঃ কৈরাতঃ কটুতিক্তঃ কিরাতকঃ। কাণ্ডতিক্তোঽনার্য্যতিক্তো ভূনিম্বো রামসেনকঃ। কিরাতকোঽন্যো নৈপালঃ সোঽৰ্দ্ধতিক্তো জ্বরান্তকঃ। কিরাতঃ সারকো রুক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লঘুঃ।। সন্নিপাতজ্বরশ্বাস-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ। কাসশোথতৃষাকুষ্ঠ-জ্বরব্রণক্রিমিপ্রণুৎ।।

চিরতা : কিরাততিক্ত, কৈরাত, কটুতিক্ত, কিরাতক, কাণ্ডতিক্ত, অনার্য্যতিক্ত, ভূনিম্ব ও রামসেনক এইগুলি চিরতার পর্য্যায়। নেপালদেশে অপর একপ্রকার চিরতা জন্মে, তাহাকে অর্দ্ধতিক্ত ও জ্বরান্তক বলে। চিরতা সারক, রুক্ষ, শীতল, তিক্তরস ও লঘু। ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, কাস, শোথ, পিপাসা, জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ ও ক্রিমি নষ্ট হয়।

যবতিক্তা

যবতিক্তা মহাতিক্তা শ্বেতবুহ্না তু শঙ্খিনী। সূক্ষ্মপুষ্পী তিক্তফলা যাবী তিক্তা যশস্বিনী।। তিক্তাম্লা দীপনী রুচ্যা রেচনী চ বিষাস্রনুৎ। ক্রিমিকুষ্ঠজ্বরহরী বালানাং শুভদায়িনী।।

কালমেঘ : যবতিক্তা, মহাতিক্তা, শ্বেতবুহ্না, শঙ্খিনী, সূক্ষ্মপুষ্পী, তিক্তফলা, যাবী, তিক্তা ও যশস্বিনী এইগুলি কালমেঘের নাম। কালমেঘ তিক্তাম্লরস, অগ্নিদীপক, রুচিকর ও রেচক। ইহা বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশ করে। বালকদিগের পক্ষে কালমেঘ সুফলপ্রদ।

ইন্দ্রযবঃ

উক্তং কুটজবীজন্তু যবমিন্দ্রযবং তথা। কলিঙ্গঞ্চাপি কালিঙ্গং তথা ভদ্রযবা অপি।। ক্বচিদিন্দ্রস্য নামৈব ভবেৎ তদভিধায়কম্।। ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহি কটু শীতলম্। জ্বরাতীসাররক্তার্শঃ-ক্রিমিবীসর্পকুষ্ঠনুৎ। দীপনং গুদকীলাস্র-বাতাস্রশ্লেষ্মশূলজিৎ।।

কুটজবীজ, যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ, কলিঙ্গ ও ভদ্রযব এইগুলি কুড়্‌চিবীজের নামান্তর। কখনও-কখনও ইন্দ্রবাচক সমস্ত শব্দই ইহার পর্য্যায় বলিয়া গৃহীত হয়। ইন্দ্রযব ত্রিদোষনাশক, সংগ্রাহী, কটু, শীতল ও অগ্নিদীপক এবং ইহা জ্বর, অতিসার, রক্তার্শ, ক্রিমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শ, রক্তদোষ, বাতরক্ত, কফ ও শূলনাশক।

মদনঃ

মদনশ্ছর্দ্দনঃ পিণ্ডো নটঃ পিণ্ডীতকস্তথা। করহাটোমরুবকঃ শল্যাকো বিষপুষ্পকঃ।। মদনো মধুরস্তিক্তো বীর্য্যেষ্ণো লেখনো লঘুঃ। বান্তিকৃদ্ বিদ্রবিহরঃ প্রতিশ্যায়ব্রণান্তকঃ। রুক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহ-শোথগুল্মব্রণাপহঃ।।

ময়না : মদন, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক, এইগুলি ময়নার পর্য্যায় শব্দ। ময়না মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, লঘু বমনকারক ও রুক্ষ, এবং ইহা বিদ্রধি, প্রতিশ্যায়, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও গুল্মব্রণনাশক।

রাস্না

রাস্না যুক্তরসা রস্যা সুবহা রসনা রসা। এলাপর্ণী চ সুরসা সুগন্ধা শ্রেয়সী তথা।। রাস্নামপাচনী তিক্তা গুরূষ্ণা কফবাতজিৎ। শোথশ্বাসসমীরাস্র-বাতশূলোদরাপহা। কাসজ্বরবিষাশীতি বাতিকাময়সিধ্মজিৎ।।

রাস্না, যুক্তরসা, রস্যা, সুবহা, রসনা, রসা, এলাপর্ণী, সুরসা, সুগন্ধা ও শ্রেয়সী এইগুলি রাস্নার নামান্তর। ইহা আমপাচক, তিক্ত, গুরু ও উষ্ণবীর্য্য। রাস্না কফ, বায়ু, শোথ, শ্বাস, বাতরক্ত, বাতশূল, উদর, কাস, জ্বর, বিষ এবং অশীতিপ্রকার বাতরোগ ও সিধ্ম বিনষ্ট করিয়া থাকে।

নাকুলী (রাস্নাভেদঃ)

নাকুলী সুরসা নাগ-সুগন্ধা গন্ধনাকুলী। নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী সর্পাক্ষী বিষনাশিনী।। নাকুলী তুবরা তিক্তা কটুকোষ্ণা বিনাশয়েৎ। ভোগিলূতাবৃশ্চিকাখু-বিষজ্বরাক্রিমিব্রণান্।।

নাকুলী, সুরসা, নাগসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, সর্পাক্ষী ও বিষনাশিনী এইগুলি নাকুলীর পর্য্যায়-শব্দ। নাকুলী কষায়-তিক্ত-কটুরস ও উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা সর্প, মাকড়সা, বৃশ্চিক ও ইন্দুরের বিষ, জ্বর, ক্রিমি ও ব্রণ-বিনাশক।

মাচিকা

মাচিকা প্রস্থিকাম্বষ্ঠা তথা চাম্বালিকাম্বিকা। ময়ূরবিদলা কেশী সহস্রা বালমূলিকা।। মাচিকাম্লা রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ। পক্কাতীসারপিত্তাস্র-কফকণ্ঠাময়াপহা।।

মাচিকা, প্রস্থিকা, অম্বষ্ঠা, অম্বালিকা, অম্বিকা, ময়ূরবিদলা, কেশী, সহস্রা ও বালমূলিকা এইগুলি মাচিকার নামান্তর। ইহা অম্লরস, পাকে কষায়, শীতল ও লঘু। মাচিকা পক্কাতীসার, রক্তপিত্ত, কফ ও কণ্ঠরোগ বিনাশ করে। ইহা হিন্দুস্তানে মোইয়া নামে প্রসিদ্ধ।

তেজবতী

তেজস্বিনী তেজবতী তেজোহ্বা তেজনী তথা। তেজস্বিনী কফশ্বাস-কাসাস্যাময়বাতহৃৎ। পাচন্যুষ্ণা কটুস্তিক্তা রুচিবহ্নিপ্রদীপনী।।

তেজবল : তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজোহ্বা ও তেজনী এইগুলি তেজবতীর নামান্তর। তেজবতী পাচক, উষ্ণবীর্য্য, কটু, তিক্ত, রুচিকর, অগ্নিদীপক এবং ইহা কফ, শ্বাস, কাস, মুখরোগ ও বায়ুনাশক।

জ্যোতিষ্মতী স্যাৎ কটভী জ্যোতিষ্কা কঙ্গুনীতি চ। পারাবতপদী পণ্যা লতা প্রোক্তা ককুন্দনী।। জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ। অত্যুষ্ণা বামনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা।।

লতাফটকী : জ্যোতিষ্মতী, কটভী, জ্যোতিষ্কা, কঙ্গুনী, পারাবতপদী, পণ্যা, লতা ও ককুন্দনী এইগুলি

লতাফটকীর পর্য্যায়। ইহা কটুতিক্ত রস, সারক, কফ-বায়ুনাশক, অতি উষ্ণবীর্য্য, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং অগ্নি, বুদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ।

কুষ্ঠং রোগাহ্বয়ঞ্চাপ্যং পারিভব্যং তথোৎপলম্। কুষ্ঠমুকং কটু স্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু। হন্তি বাতাস্রবীসর্প-কাসকুষ্ঠমরুৎকফান্।।

কুড় : কুষ্ঠ আপ্য পারিভব্য ও উৎপল এইগুলি এবং রোগবাচক সমস্ত শব্দ কুড়ের পর্য্যায়। কুড় উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্ত-মধুর রস, শুক্রজনক, লঘু এবং ইহা বাতরক্ত, বিসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফনাশক।

পুষ্করমূলম্

উক্তং পুষ্করমূলন্তু পৌষ্করং পুষ্করঞ্চ তৎ। পদ্মপত্রঞ্চ কাশ্মীরং কুষ্ঠভেদমিদং জগুঃ।। পৌষ্করং কটুকং তিক্তমুষ্ণং বাতকফজ্বরান্। হন্তি শোথারুচিশ্বাসান্ বিশেষাৎ পার্শ্বশূলনুৎ।।

পুষ্করমূল, পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র ও কাশ্মীর এইগুলি পুষ্করমূলের পর্য্যায়। ইহা কুড়বিশেষ। পুষ্করমূল কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা বায়ু, কফ, জ্বর, শোথ, অরুচি ও শ্বাসনাশক। পার্শ্বশূলে ইহা বিশেষ হিতকর।

স্বর্ণক্ষীরী চোকশ্চ

কটুপর্ণী হৈমবতী হেমক্ষীরী হিমাবতী। হেমাহ্বা পীতদুগ্ধা চ তন্মূলং চোকমুচ্যতে।। হেমাহ্বা রেচনী তিক্তা ভেদিন্যুৎক্লেশকারিণী। ক্রিমিকণ্ডূবিষানাহ-কফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ।।

কটুপর্ণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, হেমাহ্বা (কেহ বলেন, স্বর্ণবাচক সমস্ত শব্দ স্বর্ণক্ষীরীর পর্য্যায়) ও পীতদুগ্ধা এইগুলি স্বর্ণক্ষীরীর নাম। ইহার মূলকে চোক বলে। ইহা রেচক, তিক্তরস, ভেদক, উৎক্লেশজনক এবং ক্রিমি, কণ্ডু, বিষদোষ, আনাহ, কফ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠনাশক।

শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ স্যাৎ কুলীরবিষাণিকা। অজশৃঙ্গী তু চক্রা চ কর্কটাখ্যা চ কীর্ত্তিতা।। শৃঙ্গী কষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্। শ্বাসোর্দ্ধবাততৃট্কাস-হিক্কারুচিবমীন্ হরেৎ।।

কাঁকড়াশৃঙ্গী : শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীরবিষাণিকা, অজশৃঙ্গী ও চক্রা এইগুলি কাঁকড়াশৃঙ্গীর পর্য্যায় এবং কাঁকড়ার নামে যে-যে নাম প্রথিত আছে, ইহাও সেই-সেই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কাঁকড়াশৃঙ্গী কষায়, তিক্ত ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কফ, বায়ু, ক্ষয়, জ্বর, শ্বাস, উর্ধ্ববাত, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমি নাশ করে।

কট্ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যং কুম্ভিকাপি চ। শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ।। কট্ফল-স্তুবরস্তিক্তঃ কটুবাতকফজ্বরান্। হন্তি শ্বাসপ্রমেহার্শঃ-কাসকণ্ঠাময়ারুচীঃ।।

কায়ফল : কটফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা, ভদ্রবতী এইগুলি কায়ফলের নাম। কটফল কষায়, তিক্ত ও কটুরস এবং বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শ, কাস, কণ্ঠরোগ ও অরুচি-বিনাশক।

ভার্গী ভৃগুভবা পদ্মা ফঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্টিকা। ব্রাহ্মণ্যঙ্গারবল্লী চ খরশাকশ্চ হঞ্জিকা।। ভার্গী রুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ। দীপনী তুবরা গুল্ম-রক্তনুন্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্। শোথকাসকফশ্বাস-পীনসজ্বরমারুতান্।।

বামুনহাটী : ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, ফঞ্জী, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লী, খরশাক, হঞ্জিকা এইগুলি বামুনহাটীর নাম। বামুনহাটী রুক্ষ, কটুতিক্তকষায় রস, রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকর, এবং ইহা রক্তগুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বায়ুনাশক।

পাষাণভেদঃ

পাষাণভেদকোঽশ্মঘ্নো গিরিভিদ্ভিন্নযোজনী। অশ্মভেদো হিমস্তিক্ত-কষায়ো বস্তিশোধনঃ।। ভেদনো হন্তি দোষার্শোগুল্মকৃচ্ছ্রাশ্মহৃদ্রুজঃ। যোনিরোগান্ প্রমেহাংশ্চ প্লীহশূলব্রণানি চ।।

হিমসাগর : পাষাণভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ ও ভিন্নযোজনী এইগুলি হিমসাগরের নামান্তর। হিমসাগর শীতবীর্য্য, তিক্তকষায় রস, বস্তিশোধক, ভেদক এবং ইহা ত্রিদোষ, অর্শ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণরোগ-নিবারক।

ধাতকী

ধাতকী ধাতুপুষ্পী চ তাম্রপুষ্পী কুঞ্জরা। সুভিক্ষা বহুপুষ্পী চ বহ্নিজ্বালা চ সা স্মৃতা।। ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃৎ তুবরা লঘুঃ। তৃষ্ণাতীসারপিত্তাস্র-বিষক্রিমিবিসর্পজিৎ।।

ধাইফুল : ধাতকী, ধাইফুল, তাম্রপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী ও বহ্নিজ্বালা এইগুলি ধাইফুলের নামান্তর। ধাইফুল কটু, শীতবীর্য্য, মদকারক, কষায়, লঘু এবং ইহা তৃষ্ণা, অতিসার, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, বিষদোষ, ক্রিমি ও বিসর্প-প্রশমক।

মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিঙ্গী সমঙ্গা কালমেষিকা। মণ্ডূকপর্ণী ভণ্ডীরী ভণ্ডী যোজনবল্ল্যপি।। রসায়ন্যরুণা কালা রক্তাঙ্গী রক্তযষ্টিকা। ভণ্ডীতকী চ গণ্ডীরী মঞ্জুষা বস্ত্ররঞ্জিনী।। মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বরবর্ণকৃৎ। গুরুরুষ্ণা বিষশ্লেষ্ম-শোথযোন্যক্ষিকর্ণরুক্। রক্তাতিসারকুষ্ঠাস্র-বিসর্পব্রণমেহনুৎ।।

মঞ্জিষ্ঠা, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডূকপর্ণী, ভণ্ডীরী, ভণ্ডী, যোজনবল্লী, রসায়নী, অরুণা, কালা, রক্তাঙ্গী, রক্তযষ্টিকা, ভণ্ডীতকী, গণ্ডীরী, মঞ্জুষা ও বস্ত্ররঞ্জনী এইগুলি মঞ্জিষ্ঠার পর্য্যায়-শব্দ। ইহা মধুর-তিক্ত-কষায়রস, গুরু ও উষ্ণবীর্য্য এবং স্বরবর্দ্ধক ও বর্ণকারক। মঞ্জিষ্ঠা ব্যবহারে বিষদোষ, শ্লেষ্মা, শোথ, যোনিরোগ, নেত্র ও কর্ণরোগ, রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, রক্তদুষ্টি, বিসর্প, ব্রণ ও মেহ নাশ হয়।

স্যাৎ কুসুম্ভং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জকমিত্যপি। কুসুম্ভং মধুরং রুক্ষং বহ্নিকৃদ্ রোচনং স্মৃতম্।। বিণ্মূত্র-দোষশমনং কটূষ্ণং গুরু পিত্তলম্। ক্রিমিহৃদ্ বাতলং কৃচ্ছ্র-রক্তপিত্তকফাপহম্।।

কুসুমফুল : কুসুম্ভ, বহ্নিশিখ ও বস্ত্ররঞ্জক এই তিনটি কুসুমফুলের পর্য্যায়। কুসুমফুল মধুররস, রুক্ষ, অগ্নিকারক, রুচিকর, মলমূত্রের দোষনাশক, কটু, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, পিত্তকর, বায়ুজনক এবং ইহা ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত ও কফনিবারক।

লাক্ষা পলঙ্কষালক্তো যাবো বৃক্ষাময়ো জতুঃ। লাক্ষা বর্ণ্যা হিমা বল্যা স্নিগ্ধা চ তুবরা লঘুঃ।। অনুষ্ণা কফপিত্তাস্র-হিক্কাকাসজ্বরপ্রণুৎ। ব্রণোরঃক্ষতবীসর্প-ক্রিমিকুষ্ঠাগদাপহা। অলক্তকো গুণৈস্তদ্বদ্ বিশেষাদ্ ব্যঙ্গনাশনঃ।।

লা : লাক্ষা, পলঙ্কষা, অলক্ত, যাব, বৃক্ষাময় ও জতু এইগুলি লাক্ষার নামান্তর। ইহা বর্ণকর, শীতল, বলবৰ্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কষায়, লঘু ও অনুষ্ণ। ইহা ব্যবহারে কফ, রক্তপিত্ত, হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। অলক্তকও লাক্ষাসদৃশ গুণযুক্ত, বিশেষত ব্যঙ্গ (মেচেতা)-রোগনাশক।

হরিদ্রা কাঞ্চনী পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী। ক্রিমিঘ্নী হলদী যোষিৎপ্রিয়া হরবিলাসিনী।। হরিদ্রা কটুকা তিক্তা রুক্ষোষ্ণা কফপিত্তনুৎ। বর্ণ্যা ত্বগ্‌দোষমেহাস্র-শোথপাণ্ডুব্রণাপহা।।

হলুদ : হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্নী, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া ও হরবিলাসিনী এইগুলি এবং রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ হরিদ্রার নাম। হরিদ্রা কটুতিক্তরস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্তনাশক, বর্ণকর এবং ইহা ত্বগ্‌দোষ, মেহ, রক্তদুষ্টি, শোথ, পাণ্ডু ও ব্রণরোগনাশক।

বনহরিদ্রা আম্রগন্ধিহরিদ্রা

অরণ্যহলদীকন্দঃ কুষ্ঠবাতাস্রনাশনঃ। আম্রগন্ধিহরিদ্রা যা সা শীতা বাতলা মতা। পিত্তহৃন্মধুরা তিক্তা সর্ব্বকণ্ডুবিনাশিনী।।

বনহরিদ্রা ও আম-আদা : বনহরিদ্রার কন্দ কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগে ব্যবস্থেয়। আম্রগন্ধি হরিদ্রা অর্থাৎ আম-আদা শীতবীর্য্য, বায়ুজনক, পিত্তনাশক, মধুর-তিক্তরস এবং কণ্ডূনাশক।

দারুহরিদ্রা

দার্ব্বী দারুহরিদ্রা চ পর্জ্জন্যা পর্জ্জনীতি চ। কটঙ্কটেরী পীতা চ ভবেৎ সৈব পচম্পচা।। সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়কোহ্পি চ। পীতদ্রুশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারুক-পীতকম্। দার্ব্বী নিশাগুণা কিন্তু নেত্রকর্ণাস্যরোগনুৎ।।

দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, পর্জ্জন্যা, পর্জ্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা, পচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু, হরিদ্রু, পীতদারুক ও পীতক এইগুলি দারুহরিদ্রার নামান্তর। দারুহরিদ্রা সাধারণ হরিদ্রার ন্যায় গুণকারক, অধিকন্তু ইহা নেত্ররোগ কর্ণরোগ ও মুখরোগ-বিনাশক।

রসাঞ্জনম্

দার্ব্বীক্বাথসমং ক্ষীরং পাদং পক্ত্বা যদা ঘনম্। তদা রসাঞ্জনাখ্যং তন্নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্।। রসাঞ্জনং তার্ক্ষ্যশৈলং রসগর্ভঞ্চ তার্ক্ষ্যজম্।। রসাঞ্জনং কটুশ্লেষ্ম-বিষনেত্রবিকারনুৎ। উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃৎ।।

দারুহরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমভাগে একত্র পাক করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইলে সেই ঘনীভূত দ্রব্যকে রসাঞ্জন কহে। রসাঞ্জন, তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ এইগুলি রসাঞ্জনের পর্য্যায়-শব্দ। ইহা নেত্রের পরম হিতকর, কটু, উষ্ণ, রসায়ন, তিক্ত, ছেদন, ব্রণদোষহারক এবং ইহা শ্লেষ্মা, বিষদোষ ও নেত্রবিকার-নিবারক।

বাকুচী

অবল্গুজো বাকুচী স্যাৎ সোমরাজী সুপর্ণিকা। শশিলেখা কৃষ্ণফলা সোমা পূতিফলীতি চ।। সোমবল্লী কালমেষী কুষ্ঠঘ্নী চ প্রকীর্ত্তিতা। বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী।। বিষ্টম্ভহৃদ্ধিমা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ। রুক্ষা হৃদ্যা শ্বাসকুষ্ঠ-মেহজ্বরক্রিমিপ্রণুৎ। তৎফলং পিত্তলং কুষ্ঠকফানিলহরং কটু। কেশ্যং ত্বচ্যং বমিশ্বাস-কাসশোথামপাণ্ডুষু।।

সোমরাজী : অবল্গুজ, বাকুচী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পূতিফলী, সোমবল্লী, কালমেষী ও কুষ্ঠঘ্নী এইগুলি সোমরাজীর নাম। ইহা মধুরতিক্ত রস, কটুবিপাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভনাশক, শীতল, রুচিকারক, সারক, রুক্ষ, হৃদ্য এবং শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও ক্রিমি-বিনাশক। সেমারাজীবীজ পিত্তবর্দ্ধক, কটুরস, কেশের হিতকর, ত্বকের উপকারক এবং ইহা কুষ্ঠ, কফ, বায়ু, বমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডুরোগ-প্রশমক।

চক্রমর্দ্দঃ

চক্রমর্দ্দঃ প্রপুন্নাটো দদ্রুঘ্নো মেষলোচনঃ। পদ্মাটঃ স্যাদেড়গজশ্চক্রী পুন্নাট ইত্যপি।। চক্রমর্দ্দো লঘুঃ স্বাদু রুক্ষঃ পিত্তানিলাপহঃ। হৃদ্যো হিমঃ কফশ্বাস-কুষ্ঠদদ্রুক্রিমীন্ হরেৎ।। হন্ত্যুষ্ণং তৎফলং কুষ্ঠকণ্ডূদদ্রুবিষানিলান্। গুল্মকাসক্রিমিশ্বাসনাশনং কটুকং স্মৃতম্।।

চাকুন্দে : চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নাট, দদ্রুঘ্ন, মেষলোচন, পদ্মাট, এড়গজ, চক্রী ও পুন্নাট, এইগুলি চাকুন্দের নাম। চাকুন্দে লঘু, স্বাদু, রুক্ষ, হৃদ্য, হিম এবং ইহা পিত্ত, বায়ু, কফ, শ্বাস, কুষ্ঠ, দদ্রু ও ক্রিমি-বিনাশক। চক্রমর্দ্দের ফল উষ্ণ, কটু এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডূ, দদ্রু, বিষদোষ, বায়ু, গুল্ম, কাস, ক্রিমি ও শ্বাস-নিবারক।

অতিবিষা

বিষা ত্বতিবিষা বিশ্বা শৃঙ্গী প্রতিবিষারুণা। শুক্লকন্দা চোপবিষা ভঙ্গুরা ঘুণবল্লভা।। বিষা সোষ্ণা কটুস্তিক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ। কফপিত্তাতিসারাম-বিষকাসবমিক্রিমীন্।।

আতইচ : বিষা, অতিবিষা, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষা, ভঙ্গুরা ও ঘুণবল্লভা এই সকল অতিবিষার প্রসিদ্ধ নাম। অতিবিষা উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্তরস, পাচক, অগ্নিপ্রদীপক এবং ইহা কফ, পিত্ত, অতিসার, আমদোষ, বিষ, কাস, বমি ও ক্রিমি-বিনাশক।

লোধ্রঃ পট্টিকালোধ্রশ্চ

লোধ্রস্তিল্বস্তিরীটশ্চ শাবরো গালবস্তথা। দ্বিতীয়ঃ পট্টিকালোধ্রঃ ক্রমুকঃ স্থূলবল্কলঃ।। জীর্ণপত্রো বৃহৎপত্রঃ পট্টী লাক্ষাপ্রসাদনঃ। লোধ্রো গ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ। কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্-জ্বরাতীসারশোথহৃৎ।।

লোধ ও পট্টিয়ালোধ : লোধ্র, তিল্ব, তিরীট, শাবর ও গালব, এই কয়েকটি লোধ্রের প্রসিদ্ধ নাম। পট্টিকালোধ্র, ক্রমুক, স্থূলবল্কল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র, পট্টী ও লাক্ষাপ্রসাদন এই কয়েকটি পটিয়ালোধের প্রসিদ্ধ নাম। লোধ্র ধারক, লঘু, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক, কষায়রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, জ্বর, অতিসার ও শোথবিনাশক।

লশুনঃ

লশুনস্তু রসোনঃ স্যাদুগ্রগন্ধো মহৌষধম্। অরিষ্টো ম্লেচ্ছকন্দশ্চ যবনেষ্টো রসোনকঃ।। পঞ্চভিশ্চ

রসৈর্যুক্তো রসেনাম্লেন বৰ্জ্জিতঃ। তস্মাদ্রসোন ইত্যুক্তো দ্রব্যাণাং গুণবেদিভিঃ।। কটুকশ্চাপি মূলেষু তিক্তঃ পত্রেষু সংস্থিতঃ। নালে কষায় উদ্দিষ্টো নালাগ্রে লবণঃ স্মৃতঃ।। বীজে তু মধুরঃ প্রোক্তো রসস্তদ্গুণবেদিভিঃ। রসোনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ পাচনঃ সরঃ।। রসে পাকে চ কটুকস্তীক্ষ্ণো মধুরকো মতঃ। ভগ্নসন্ধানকৃৎ কণ্ঠ্যো গুরুঃ পিত্তাস্রবৃদ্ধিদঃ। বলবর্ণকরো মেধা-হিতো নেত্র্যো রসায়নঃ।। হৃদ্রোগজীর্ণজ্বরকুক্ষিশূল-বিবন্ধগুল্মারুচিকাসশোফান্। দুর্নামকুষ্ঠানলসাদজন্তু-সমীরণশ্বাসকফাংশ্চ হন্তি।। মদ্যং মাংসং তথাম্লঞ্চ হিতং লশুনসেবিনাম্। ব্যায়মমাতপং রোষমতিনীরং পয়ো গুড়ম্। রসোনমশ্নন্ পুরুষস্ত্যজেদেতান্ নিরন্তরম্।।

লশুন, রসোন, উগ্রগন্ধা, মহৌষধ, অরিষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক, এই কয়েকটি রশুনের প্রসিদ্ধ নাম। রসুন মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায়, এই পঞ্চরসযুক্ত। ছয় রসের মধ্যে কেবল ইহা অম্লরসবিহীন। অতএব একটি রস ঊন (হীন) বলিয়া দ্রব্যগুণবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে রসোন নামে অভিহিত করিয়াছেন। রসোনের মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায়রস, নালের অগ্রভাগে লবণরস এবং বীজে মধুররস আছে।

রশুন পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, সারক, কটুমধুর রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসন্ধানকারক, কণ্ঠশোধক, গুরু এবং পিত্ত ও রক্তবর্দ্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন এবং ইহা হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, মলবিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক।

রসোনসেবী ব্যক্তির পক্ষে মদ্য, মাংস এবং অম্লদ্রব্য হিতজনক। কিন্তু ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ, অধিক জল, দুগ্ধ ও গুড় এই সকল রসোনভোজী ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর, সুতরাং উহা পরিত্যাজ্য।

পলাণ্ডুঃ

পলাণ্ডুর্যবনেষ্টশ্চ দুর্গন্ধো মুখদূষকঃ। পলাণ্ডুস্তু বুধৈর্জ্ঞেয়ো রসোনসদৃশো গুণৈঃ।। স্বাদুঃ পাকে রসেঽনুষ্ণঃ কফকৃন্নাতিপিত্তলঃ। হরতে কেবলং বাতং বলবীর্য্যকরো গুরুঃ।

পেঁয়াজ : পলাণ্ডু, যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ ও মুখদূষক, এই সকল পেঁয়াজের প্রসিদ্ধ নাম। পলাণ্ডু রসোনের ন্যায় গুণযুক্ত। বিশেষত মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, কফকারক ও নাতিপিত্তকর। ইহা কেবল বায়ুনাশক। পেঁয়াজ বলকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক ও গুরু।

ভল্লাতকং ত্রিষু প্রোক্তমরুষ্কোঽরুষ্করোঽগ্নিকঃ। তথৈবাগ্নিমুখী ভল্লী বীরবৃক্ষশ্চ শোফকৃৎ।। ভল্লাতকফলং পক্বং স্বাদুপাকরসং লঘু। কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদি ভেদনম্।। মেধ্যং বহ্নিকরং হন্তি কফবাতব্রণোদরম্। কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগুল্ম-শোফানাহজ্বরক্রিমীন্।। তন্মজ্জা মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো বাতপিত্তহা। বৃন্তমারুষ্করং স্বাদু পিত্তঘ্নং কেশ্যমগ্নিকৃৎ।। ভল্লাতকং কষায়োষ্ণং শুক্রলং মধুরং লঘু। বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগদান্। হন্তি গুল্মজ্বরশ্বিত্র-বহ্নিমান্দ্যক্রিমিব্রণান্।।

ভেলা : ভল্লাতক শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অরুষ্ক, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ ও শোফকৃৎ, এই কয়েকটি ভল্লাতকের নামান্তর। ভল্লাতকের পাকা ফল মধুরবিপাক, লঘু, কষায়মধুর রস, পাচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, ছেদী, ভেদক, মেধাজনক, অগ্নিকারক এবং ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, শোথ, আনাহ, জ্বর ও ক্রিমি-বিনাশক। ভল্লাতকের মজ্জা মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক। ভল্লাতকবৃন্ত মধুররস, পিত্তঘ্ন, কেশের

উপকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। ভল্লাতক কষায়-মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, জ্বর, শ্বিত্র, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি ও ব্রণনাশক।

ভঙ্গা

ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া। ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ।। তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহ-মদবাগ্বহ্নিবর্দ্ধিনী। মদনোদ্দীপনী নিদ্রা-জননী হর্ষদায়িনী।। ধনুঃস্তম্ভং জলত্রাসং বিসূচীঞ্চ মদাত্যয়ম্। প্রবৃত্তিং রজসো বহ্বীং হন্ত্যপত্যপ্রসূতিকৃৎ।।

সিদ্ধি : ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া, এই কয়েকটি সিদ্ধির পর্য্যায়। সিদ্ধি কফনাশক, তিক্তরস, ধারক, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, মোহজনক, মদকারক এবং স্বর ও অগ্নিবর্দ্ধক। ইহা কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনক, আনন্দদায়ক এবং ধনুঃস্তম্ভ, জলত্রাস, বিসূচী, মদাত্যয়, অধিক রক্তস্রাব ও প্রসববাধা-নিবারক।

খাখসঃ

তিলভেদঃ খসতিলঃ খাখসশ্চাপি স স্মৃতঃ। স্যাৎ খাখসফলোদ্ভূতং বল্কলং শীতলং লঘু।। গ্রাহি তিক্তং কষায়ঞ্চ বাতকৃৎ কফকাসহৃৎ। ধাতূনাং শোষকং রুক্ষং মদকৃদ্ বাগ্বিবর্দ্ধনম্। মুহুর্মোহকরং রুচ্যং সেবনাৎ পুংস্ত্বনাশনম্।।

ঢেড়ী : তিলভেদ, খসতিল ও খাখস, এই কয়েকটি পোস্তফলের (ঢেঁড়ী) নামান্তর। পোস্তফলের বল্কল শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, তিক্ত-কষায়রস, বায়ুবর্দ্ধক, কফঘ্ন, কাসনাশক, ধাতুশোষক, রুক্ষ, মদকারক, স্বরবর্দ্ধক, মোহজনক ও রুচিকারক। ইহা দীর্ঘকাল সেবনে পুরুষত্বনাশ হয়।

অহিফেনম্

উক্তং খসফলক্ষীরমাফুকমহিফেনকম্। আফুকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্।। আক্ষেপশমনং নিদ্রা-জননং মদকারি চ। স্বেদনং বেদনাহৃচ্চ মূত্রাতীসারনুৎ পরম্।। কাসশ্বাসাতিসারঘ্নং শোণিত-স্রুতিবারণম। তথা খসফলোদ্ভূতং বল্কলং প্রায়মিত্যপি।।

আফিং : পোস্তফলের ক্ষীরকে (আঠা) আফুক ও অহিফেন বলা যায়। আফিং শোষণকারী, ধারক, কফনাশক, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তকারক, আক্ষেপনিবারক, নিদ্রাজনক, মাদক, স্বেদজনক, বেদনাশমক, অত্যন্ত মূত্রাতিসারনাশক এবং ইহা কাস, শ্বাস, অতিসার ও রক্তস্রাব-নিবারক। খসফলের বল্কলও অহিফেনতুল্য গুণকারী।

খাখসবীজম্

উচ্যন্তে খসবীজানি তে খাখসতিলা অপি। খসবীজানি বল্যানি বৃষ্যাণি সুগুরূণি চ। শময়ন্তি কফং তানি জনয়ন্তি সমীরণম্।।

পোস্তদানা : খসবীজ ও খাখসতিল, এই দুইটি পোস্তদানার নামান্তরমাত্র। পোস্তদানা বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, অতিশয় গুরু, কফনাশক ও বায়ুজনক।

সৈন্ধবম্

সৈন্ধবোহস্ত্রী শীতশিবং মাণিমন্থঞ্চ সিন্ধুজম্। সৈন্ধবম্ লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু। স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যং ত্রিদোষহৃৎ।।

সৈন্ধব শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই দুই লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। শীতশিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ, এই

কয়েকটি সৈন্ধব লবণের নামান্তর। সৈন্ধব লবণ মধুর রস, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, চক্ষুর হিতকর এবং ত্রিদোষনাশক।

রৌমকম্

শাকম্ভরীয় কথিতং গুড়াখ্যং রৌমকং তথা। গুড়াখ্যং লঘু বাতঘ্নমত্যুষ্ণং ভেদি পিত্তলম্। তীক্ষ্ণং ব্যবায়ি সূক্ষ্মঞ্চাভিষ্যন্দি কটুপাকি চ।।

শাম্ভারিলবণ : শাকম্ভরীয়, গুড়াখ্য ও রৌমক, শাম্ভারিলবণের এই কয়েকটি নাম প্রসিদ্ধ। শাম্ভারিলবণ লঘু, বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ী, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, অভিষ্যন্দী ও কটুবিপাক।

সামুদ্রম্

সামুদ্রং যৎ তু লবণমক্ষীবং বশিরঞ্চ তৎ। সমুদ্রজং সাগরজং লবণোদধিসম্ভবম্।। সামুদ্রং মধুরং পাকে সতিক্তং মধুরং গুরু। নাত্যুষ্ণং দীপনং ভেদি সক্ষারমবিদাহি চ। শ্লেষ্মলং বাতনুৎ তীক্ষ্ণমরুক্ষং নাতি-শীতলম্।।

পাঙ্গালবণ : সামুদ্রলবণ, অক্ষীব, বশির, সমুদ্রজ, সাগরজ ও লবণোদধিসম্ভব, এইগুলি পাঙ্গালবণের নামান্তর। পাঙ্গালবণ মধুরবিপাক, ঈষৎ তিক্তমধুর রস, গুরু, নাত্যুষ্ণ, নাতিশীতল, অগ্নিপ্রদীপক, ভেদক, সক্ষার, অবিদাহী, কফকারক, বাতঘ্ন, তীক্ষ্ণ এবং অরুক্ষ।

বিড়ং পাকঞ্চ কতকং তথা দ্রাবিড়মানুরম্। বিড়ং সক্ষারমূর্দ্ধাধঃ-কফবাতানুলোমনম্।।[১] দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ। বিবন্ধানাহবিষ্টম্ভ-হৃদ্রুগ্‌গৌরবশূলনুৎ।।

বিড়, পাক, কতক, দ্রাবিড় ও আসুর, এই কয়েকটি বিটলবণের নামান্তর। বিটলবণ ক্ষারযুক্ত, ঊর্ধ্বগত কফের ও অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, রুচিকারক, ব্যবায়ী এবং ইহা বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, শরীরের গুরুত্ব ও শূলনাশক।

সৌবর্চ্চলম্

সৌবর্চ্চলং স্যাদ্রুচকমক্ষং পাক্যঞ্চ তন্মতম্। রুচকং রোচনং ভেদি দীপনং পাচনং পরম্।। সুস্নেহং বাতনুন্নাতি-পিত্তলং বিশদং লঘু। উদ্গারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহশূলজিৎ।।

সচল লবণ : সৌবর্চ্চল, রুচক, অক্ষ ও পাক্য, এই কয়েকটি সচল লবণের নামান্তর। সচল লবণ রুচিকারক, ভেদক, অগ্নিদীপক, অত্যন্ত পাচক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, নাতিপিত্তকর, বিশদগুণযুক্ত, লঘু, উদ্গারশুদ্ধিকারক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী এবং বিবন্ধ আনাহ ও শূলবিনাশক।

ঔদ্ভিদম্

ঔদ্ভিদং পাংশুলবণং যজ্জাতং ভূমিতঃ স্বয়ম্। ক্ষারং গুরু কটু স্নিগ্ধং শীতলং বাতনাশনম্।।

পাংশুলবণ : পাংশুলবণ ভূমি হইতে স্বয়ংই উৎপন্ন হয়। ঔদ্ভিদলবণ ইহার নামান্তর। ঔদ্ভিদলবণ ক্ষারযুক্ত, গুরু, কটুরস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য এবং বায়ুনাশক।

চণকাম্লম্

চণকাম্লকমত্যুষ্ণং দীপনং দন্তহর্ষণম্। লবণানুরসং রুচ্যং শূলাজীর্ণবিবন্ধনুৎ।।

---

১. ঊর্দ্ধং কফমধো বাতং

আয়ু. সং. ১ : ১১

চণকাম্লক অতিশয় উষ্ণবীর্য্য, অগ্নির দীপক, দন্তহর্ষজনক, ঈষৎ লবণরসযুক্ত অম্লরস, রুচিকারক এবং ইহা শূল, অজীর্ণ ও বিবন্ধনাশক।

নরসারঃ

নরসারো নৃসারশ্চ নৃসাদর ইতি স্মৃতঃ। পটুঃ প্রবৃত্তিশীলানাং স্রাবণঃ শোথহৃদ্ধিমঃ।। যকৃদ্দোষে জ্বরে প্লীহ্নি শিরঃশূলেঽর্ব্বুদাদিষু। স্তনরোগে রক্তপিত্তে কাসে ভগ্নাময়ে তথা। যোনিব্যাপৎসু চ জ্ঞেয়ো নরসারঃ সুখাবহঃ।।

নিশাদল : নরসার, নৃসার ও নৃসাদর এইগুলি নিশাদলের পর্য্যায়। নিশাদল লবণাস্বাদ, ইহা প্রবর্ত্তনশীল শারীরিক পদার্থসমূহের (কফ পিত্ত মল মূত্র স্বেদাদির) স্রাবক, শোথঘ্ন ও শীতল। যকৃদ্‌দোষ, জ্বর, প্লীহা, শিরঃশূল, অর্ব্বুদ প্রভৃতি রোগে এবং স্তনরোগ, রক্তপিত্ত, কাস, ভগ্নরোগ ও যোনিব্যাপৎ রোগে নিশাদল প্রয়োগ করিতে হয়।

যবক্ষারঃ, স্বর্জ্জিকাক্ষারঃ, সুবর্চ্চিকশ্চ

পাক্যঃ ক্ষারো যবক্ষারো যাবশূকো যবাগ্রজঃ। স্বর্জ্জিকাপি স্মৃতঃ ক্ষারঃ কপোতঃ সুখবর্চ্চকঃ।। কথিতঃ স্বর্জ্জিকাভেদো বিশেষজ্ঞৈঃ সুবর্চ্চিকঃ। যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহ্নিদীপনঃ।। নিহন্তি শূলবাতাম-শ্লেষ্মশ্বাসগলাময়ান্। পাণ্ড্বর্শোগ্রহণীগুল্মানাহপ্লীহহৃদাময়ান্।। স্বর্জ্জিকাল্পগুণা তস্মাদ্ বিশেষাদ্ গুল্মশূলহৃৎ। সুবর্চ্চিকা স্বর্জ্জিকাবদ্ বোদ্ধব্যা গুণতো জনৈঃ।।

যবক্ষার, সাচিক্ষার ও সোরা : পাক্য, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক ও যবাগ্রজ, এই কয়েকটি যবক্ষারের নামান্তর। স্বর্জ্জিকাক্ষারকে ক্ষার, কপোত ও সুখবর্চ্চক বলে। পণ্ডিতগণ বলেন যে সুবর্চ্চিক স্বর্জ্জিকাক্ষার-ভেদমাত্র। যবক্ষার লঘু, স্নিগ্ধ, অতি সূক্ষ্মস্রোতোগামী, অগ্নির দীপক এবং ইহা শূল, বায়ু, আমদোষ, কফ, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডু, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্রোগ-বিনাশক। স্বর্জ্জিকাক্ষার যবক্ষার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণযুক্ত, বিশেষত ইহা গুল্ম এবং শূলবিনাশক। সুবর্চ্চিকা স্বর্জ্জিকাক্ষারের তুল্য গুণযুক্ত জানিবে।

টঙ্গণম্

সৌভাগ্যং টঙ্গণং ক্ষারো ধাতুদ্রাবকমুচ্যতে। টঙ্গণং বহ্নিকৃদ্রুক্ষং কফহৃদ্ বাতপিত্তকৃৎ। স্ত্রীপুষ্পজননং বল্যং মূঢ়গর্ভবিকর্ষণম্।।

সোহাগা : সৌভাগ্য, টঙ্গণ, ক্ষার ও ধাতুদ্রাবক, এই কয়েকটি সোহাগার নামান্তর। সোহাগা অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ, কফঘ্ন, রজঃপ্রবর্ত্তক, বলকারক, মূঢ়গর্ভাকর্ষক এবং বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক।

ক্ষারদ্বয়ং ক্ষারত্রয়ঞ্চ

স্বর্জ্জিকা যাবশূকশ্চ ক্ষারদ্বয়মুদাহৃতম্। টঙ্গণেন যুতং তৎ তু ক্ষারত্রয়মুদীরিতম্। মিলিতস্তূক্তগুণকৃদ্ বিশেষাদ্ গুল্মহৃৎ পরম্।।

স্বর্জ্জিকাক্ষার এবং যবক্ষার এই উভয়কে ক্ষারদ্বয় বলে। এই ক্ষারদ্বয়ের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিলে তাহাকে ক্ষারত্রয় বলে। এই তিনটি ক্ষারের যে-যে গুণ পৃথক-পৃথক উক্ত হইয়াছে, দুইটি বা তিনটি ক্ষার একত্র মিলিত হইলেও তাহারা সেই-সেই গুণকর হয় জানিবে, বিশেষত মিলিত ক্ষারদ্বয় বা ক্ষারত্রয় গুল্মরোগনাশের পক্ষে অতি উপযোগী।

ক্ষারাষ্টকম্

পলাশবজ্রিশিখরি-চিঞ্চার্কতিলনালজাঃ। যবজঃ স্বর্জ্জিকা চেতি ক্ষারাষ্টকমুদাহৃতম্। ক্ষারা এতেঽগ্নিনা তুল্যা গুল্মশূলহরা ভৃশম্।।

পলাশ, সিজ, আপাঙ্গ, তেঁতুল, আকন্দ, তিলনাল ও যব, এই সাত দ্রব্যের ক্ষার এবং স্বর্জ্জিকাক্ষার এই আটটিকে ক্ষারাষ্টক বলে। ক্ষারাষ্টক অগ্নিগুণবিশিষ্ট। ইহা গুল্ম ও শূলবিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

চুক্রম্

চুক্রং সহস্রবেধি স্যাদ্রসাম্লং শুক্তমিত্যপি। চুক্রমত্যম্লমুষ্ণঞ্চ দীপনং পাচনং পরম্।। শূলগুল্মবিবন্ধাম্-বাতশ্লেষ্মহরং সরম্। বমিতৃষ্ণাস্যবৈরস্য-হৃৎপীড়াবহ্নিমান্দ্যহৃৎ।।

অম্লবেতস : চুক্র, সহস্রবেধি, রসাম্ল ও শুক্ত, চুক্রের এই কয়েকটি পর্য্যায়। চুক্র অত্যন্ত অম্লরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিসন্দীপক, অতিশয় পাচক, সারক এবং ইহা শূল, গুল্ম, বিবন্ধ, আমদোষ, বায়ু, কফ, বমি, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, হৃদ্রোগ এবং অগ্নিমান্দ্য-বিনাশক।

ইতি হরীতক্যাদিবর্গঃ।

কর্পূরাদিবর্গ

পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ। ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞো হিমনামাপি স স্মৃতঃ।। কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো লেখনো লঘুঃ। সুরভির্মধুরস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ।। দাহতৃষ্ণাস্যবৈরস্য-মেদোদৌর্গন্ধনাশনঃ। আক্ষেপশমনো নিদ্রাজননো ঘর্ম্মবর্দ্ধনঃ। বেদনাহারকঃ কামশান্তিকৃচ্ছুক্রমেহহৃৎ।। কর্পূরো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ পক্বাপক্বপ্রভেদতঃ। পক্বাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্বং গুণবত্তরম্।।

কর্পূর শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সিতাভ্র, হিমবালুক ও ঘনসার এইগুলি এবং চন্দ্রবাচক ও হিমবাচক সমস্ত শব্দ কর্পূরের পর্য্যায়। কর্পূর শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, লেখনগুণবিশিষ্ট, লঘু, সুগন্ধি, মধুর-তিক্ত রস, নিদ্রাজনক, ঘর্ম্মবর্দ্ধক, কামশান্তিকারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, দাহ, পিপাসা, মুখের বিরসতা, মেদোদোষ, দৌর্গন্ধ্য, আক্ষেপ, বেদনা ও শুক্র-মেহনাশক। কর্পূর পক্ব ও অপক্বভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে পক্ক কর্পূর অপেক্ষা অপক্ব কর্পূর অধিক গুণবিশিষ্ট।

চীনাক-কর্পূরঃ

চীনাকসংজ্ঞঃ কর্পূরঃ কফক্ষয়করঃ স্মৃতঃ। কুষ্ঠকণ্ডুবমিহরস্তথা তিক্তরসশ্চ সঃ।।

চীনাক-নামক কর্পূর কফনাশক, তিক্তরস এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমিনাশক।

মৃগনাভির্মৃগমদঃ কথিতস্তু সহস্রভিৎ। কস্তুরিকা চ কস্তুরী বেধমুখ্যা চ সা স্মৃতা।। কামরূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নৈপালী নীলবর্ণযুক্। কাশ্মীরী কপিলচ্ছায়া কস্তুরী ত্রিবিধা স্মৃতা।। কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ। কাশ্মীরদেশসম্ভূতা কস্তুরী হ্যধমা মতা।। কস্তুরিকা কটুস্তিক্তা ক্ষারোষ্ণা শুক্রলা গুরুঃ। কফবাতবিষচ্ছর্দ্দি-শীতদৌর্গন্ধ্যশোষহৃৎ।। আক্ষেপহরণঃ স্বেদজননং কামদীপনঃ। হিক্কাঘ্নো মূত্রলো বল্যঃ কিঞ্চিন্মদকরঃ স্মৃতঃ।।

মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভিৎ, কস্তুরিকা, কস্তুরী ও বেধমুখ্যা এই কয়েকটি কস্তুরীর প্রসিদ্ধ নাম। কামরূপী, নৈপালী এবং কাশ্মীরীভেদে কস্তুরী তিনপ্রকার। তন্মধ্যে কামরূপী কস্তুরী কৃষ্ণবর্ণ, নৈপালী নীলবর্ণ এবং কাশ্মীরী কস্তুরী কপিলবর্ণ। যে-সকল কস্তুরী কামরূপে জন্মে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ। নেপালপ্রদেশে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহা মধ্যম এবং কাশ্মীরদেশে যাহা জন্মে, তাহা নিকৃষ্ট। কস্তুরী কটু-তিক্ত রস, ক্ষারযুক্ত, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং ইহা কফ, বায়ু, বিষদোষ, বমি, শীত, দুর্গন্ধ ও শোষরোগনাশক। অধিকন্তু ইহা আক্ষেপনাশক, স্বেদজনক, কামোদ্দীপক, হিক্কানিবারক, মূত্রপ্রবর্ত্তক, বলকারক ও কিঞ্চিৎ মাদক।

লতাকস্তুরিকা

লতাকস্তুরিকা তিক্তা স্বাদ্বী বৃষ্যা হিমা লঘুঃ। চক্ষুষ্যা ছেদনী শ্লেষ্ম-তৃষ্ণাবস্ত্যাস্যরোগহৃৎ।।

লতাকস্তুরিকা তিক্ত-মধুর রস, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, লঘু, চক্ষুর হিতকারক, ছেদক, শ্লেষ্মঘ্ন, পিপাসানাশক এবং বস্তিগতরোগ ও মুখরোগনাশক।

গন্ধমার্জ্জারবীজন্তু বীর্য্যকৃৎ কফবাতহৃৎ। কণ্ডুকুষ্ঠহরং নেত্র্যং সুগন্ধং স্বেদগন্ধনুৎ।।

গন্ধগোকুলবীজ : খট্টাশী বীর্য্যবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, সুগন্ধি এবং ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ঘর্ম্ম ও শরীরের দুর্গন্ধনাশক।

চন্দনম্

শ্রীখণ্ডং চন্দনং ন স্ত্রী ভদ্রশ্রীস্তৈলপর্ণিকঃ। গন্ধসারো মলয়জস্তথা চন্দ্রদ্যুতিশ্চ সঃ।। স্বাদে তিক্তং কষে পীতং ছেদে রক্তং তনৌ সিতম্। গ্রন্থিকোটরসংযুক্তং চন্দনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে।। চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু। শ্রমশোষবিষশ্লেষ্ম-তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহনুৎ।।

চন্দন শব্দ পুংলিঙ্গে ও নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। শ্রীখণ্ড, চন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দ্রদ্যুতি এই কয়েকটি চন্দনের প্রসিদ্ধ নাম। যে-চন্দনের আস্বাদ তিক্ত, কষ পীতবর্ণ, যাহা ছেদন করিলে রক্তবর্ণ ও উপরিভাগ শ্বেতবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটর-সংযুক্ত, সেই চন্দন উৎকৃষ্ট। চন্দন শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্তরস, আহ্লাদজনক, লঘু এবং ইহা শ্রান্তি, শোষ, বিষ, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ-বিনাশক।

পীতচন্দনম্

কালীয়কন্তু কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনম্। হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকম্। কালীয়কং রক্তগুণং বিশেষাদ্ ব্যঙ্গনাশনম্।।

কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালানুসার্য্যক, এইগুলি পীতচন্দনের

প্রসিদ্ধ নাম। পীতচন্দন রক্তচন্দন-তুল্য গুণদায়ক, বিশেষত ব্যঙ্গ (মেচেতা)-নাশক।

রক্তচন্দনম্

রক্তচন্দনমাখ্যাতং রক্তাঙ্গং ক্ষুদ্রচন্দনম্। তিলপর্ণং রক্তসারং তৎ প্রবালফলং স্মৃতম্।। রক্তং শীতং গুরু স্বাদু চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণাস্রপিত্তহৃৎ। তিক্তং নেত্রহিতং বৃষ্যং জ্বরব্রণবিষাপহম্।।

রক্তচন্দন, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্রচন্দন, তিলপর্ণ, রক্তসার ও প্রবালফল, এই কয়েকটি রক্তচন্দনের প্রসিদ্ধ নাম। রক্তচন্দন শীতবীর্য্য, গুরু, তিক্ত-মধুর রস, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বমি, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, জ্বর, ব্রণ ও বিষনাশক।

পত্তঙ্গম্

পত্তঙ্গং রক্তসারঞ্চ সুরঙ্গং রঞ্জনং তথা। পট্টরঞ্জকমাখ্যাতং পত্তুরঞ্চ কুচন্দনম্।। পত্তঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রনুৎ। হরিচন্দনবদ্ বেদ্যং বিশেষাদ্ দাহনাশনম্।। চন্দনানি তু সর্ব্বাণি সদৃশানি রসাদিভিঃ। গন্ধেন তু বিশেষোঽস্তি পূর্ব্বং শ্রেষ্ঠতমো গুণৈঃ।।

বকমকাষ্ঠ : পত্তঙ্গ, রক্তসার, সুরঙ্গ, রঞ্জন, পট্টরঞ্জক, পত্তুর ও কুচন্দন, এইগুলি বকমের পর্য্যায়। বকম মধুর রস, শীতবীর্য্য, পিত্ত শ্লেষ্মা ব্রণ ও রক্তনাশক। ইহা হরিচন্দনের তুল্য গুণকারক, বিশেষত দাহনাশক। সর্ব্বপ্রকার চন্দনই রসাদিতে তুল্য, কেবল গন্ধে বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত চন্দন গুণেতে শ্রেষ্ঠ।

অগুরু

অগুরু প্রবরং লোহং রাজার্হং যোগজং তথা। বংশিকং ক্রিমিজং বাপি ক্রিমিজগ্ধমনার্য্যকম্।। অগুরূষ্ণং কটু ত্বচ্যং তিক্তং তীক্ষ্ণঞ্চ পিত্তলম্। লঘু কর্ণাক্ষিরোগঘ্নং শীতবাতকফপ্রণুৎ।। কৃষ্ণং গুণাধিকং তৎ তু লৌহবদ্ বারি মজ্জতি। অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমঃ স্মৃতঃ।।

অগুরু, প্রবর, লোহ, রাজার্হ, যোগজ, বংশিক, ক্রিমিজ, ক্রিমিজগ্ধ ও অনার্য্যক এইগুলি অগুরুর নামান্তর। অগুরু উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্তরস, চর্ম্মের হিতকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, শীত বায়ু ও কফনাশক। কৃষ্ণ অগুরুই অধিক গুণবিশিষ্ট। ইহা জলে ফেলিয়া দিলে লৌহের ন্যায় মগ্ন হইয়া যায়। অগুরু হইতে উৎপন্ন স্নেহও কৃষ্ণ অগুরুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

দেবদারু

দেবদারু স্মৃতং দারু ভদ্রদার্ব্বিন্দ্রদারু চ। মস্তদারু দ্রুকিলিমং কিলিমং সুরভূরুহঃ।। দেবদারু লঘু স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকি চ। বিবন্ধাধ্মানশোথাম্-তন্দ্রাহিক্কাজ্বরাস্রজিৎ। প্রমেহপীনসশ্লেষ্ম-কাসকণ্ডু-সমীরনুৎ।।

দেবদারু, দারু, ভদ্রদারু, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, দ্রুকিলিম, কিলিম ও সুরভূরুহ এইগুলি দেবদারুর পর্য্যায়। দেবদারু লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক এবং ইহা বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আমদোষ, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্তদোষ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডু ও বায়ু নষ্ট করে।

সরলঃ

সরলঃ পীতবৃক্ষঃ স্যাৎ তথা সুরভিদারুকঃ। সরলো মধুরস্তিক্তঃ কটুপাকরসো লঘুঃ।। স্নিগ্ধোষ্ণঃ কর্ণকণ্ঠাক্ষি-রোগরক্ষোহরঃ স্মৃতঃ। কফানিলস্বেদদাহ-কাসমূর্চ্ছাব্রণাপহঃ।।

সরল, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু, এই কয়েকটি সরলকাষ্ঠের প্রসিদ্ধ নাম। সরলকাষ্ঠ মধুরতিক্তকটু রস,

কটুবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা কর্ণরোগ, কণ্ঠরোগ, চক্ষুরোগ, কফ, বায়ু, ঘর্ম্ম, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা ও ব্রণ-বিনাশক।

তগরম্

কালাসনুসার্য্যং তগরং কুটিলং নঘুষং নতম্। অপরং পিণ্ডতগরং দণ্ডহস্তী চ বর্হিণম্।। তগরদ্বয়মুষ্ণং স্যাৎ স্বাদু স্নিগ্ধং লঘু স্মৃতম্। বিষাপস্মারশূলাক্ষি-রোগদোষত্রয়াপহম্।।

তগরপাদুকা : তগরপাদুকা দুইপ্রকার। একপ্রকারের পর্য্যায় কালানুসার্য্য, তগর, কুটিল, নঘুষ ও নত। অপরপ্রকারের পর্য্যায় পিণ্ডতগর, দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ। এই উভয়প্রকার তগরই উষ্ণবীর্য্য, মধুর রস, স্নিগ্ধ, লঘু এবং ইহা বিষ, অপস্মার, শূল, অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক।

পদ্মকম্

পদ্মকং পদ্মগন্ধি স্যাৎ তথা পদ্মাহ্বয়ং স্মৃতম্। পদ্মকং তুবরং তিক্তং শীতলং বাতলং লঘু।। বীসর্পদাহ-বিস্ফোট-কুষ্ঠশ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ। গর্ভসংস্থাপনং রুচ্যং বমিব্রণতৃষাপ্রণুৎ।।

পদ্মকাষ্ঠ : পদ্মক ও পদ্মগন্ধি এবং পদ্মবাচক শব্দ, এইগুলি পদ্মকাষ্ঠের নামান্তর। পদ্মকাষ্ঠ কষায়তিক্ত রস, শীতবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, লঘু, গর্ভসংস্থাপক ও রুচিকারক এবং ইহা বিসর্প, দাহ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, কফ, রক্তপিত্ত, বমি, ব্রণ ও পিপাসানাশক।

গুগ্গুলুঃ

গুগ্গুলুর্দেবধূপশ্চ জটায়ুঃ কৌশিকঃ পুরঃ। কুম্ভোলুখলকং ক্লীবে মহিষাক্ষঃ পলঙ্কষঃ।। মহিষাক্ষো মহানীলঃ কুমুদঃ পদ্ম ইত্যপি। হিরণ্যঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ো গুগ্গুলোঃ পঞ্চ জাতয়ঃ।। ভৃঙ্গাঞ্জনসবর্ণস্তু মহিষাক্ষ ইতি স্মৃতঃ। মহানীলস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বনামসমলক্ষণঃ।। কুমুদঃ কুমুদাভঃ স্যাৎ পদ্মো মাণিক্যসন্নিভঃ। হিরণ্যাখ্যস্তু হেমাভঃ পঞ্চানাং লিঙ্গমীরিতম্।।

গুগগুলু, দেবধূপ, জটায়ু, কৌশিক, পুর, কুম্ভ, উলূখল, মহিষাক্ষ ও পলঙ্কষ, এই কয়েকটি গুগগুলুর পর্য্যায়। ইহা পঞ্চপ্রকার; যথা মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য। তন্মধ্যে মহিষাক্ষ গুগগুলু ভ্রমর ও অঞ্জনসদৃশ বর্ণ, মহানীল গুগগুলুর নামানুরূপ লক্ষণ অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত নীলবর্ণ, কুমুদাখ্য গুগগুলু কুমুদের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, পদ্মজাতীয় গুগগুলু মাণিক্যতুল্য আভাযুক্ত এবং হিরণ্যাখ্য গুগগুলু সুবর্ণসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট। পঞ্চপ্রকার গুগগুলুর এই পঞ্চপ্রকার লক্ষণ কথিত হইল।

মহিষাক্ষ মহানীলো গজেন্দ্রাণাং হিতাবুভৌ। হয়ানাং কুমুদঃ পদ্মঃ স্বস্ত্যারোগ্যকরৌ পরৌ।। বিশেষেণ মনুষ্যাণাং কনকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। কদাচিন্মহিষাক্ষশ্চ মতঃ কৈশ্চিন্নৃণামপি।।

মহিষাক্ষ ও মহানীল, এই দুই জাতির গুগগুলু হস্তির পক্ষে হিতজনক। অশ্বদিগের পক্ষে কুমুদ ও পদ্ম এই দুই জাতি মঙ্গলকর ও আরোগ্যজনক এবং কনক (হিরণ্যাখ্য) গুগগুলু মনুষ্যগণের পক্ষে হিতকারক। কখনও-কখনও মহিষাক্ষ গুগগুলুও মনুষ্যের পক্ষে হিতকারী হয়।

গুগ্গুলুর্বিশদস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তলঃ সরঃ। কষায়ঃ কটুকঃ পাকে কটু রুক্ষো লঘুঃ পরঃ।। ভগ্নসন্ধান-কৃদ্বৃষ্যঃ সূক্ষ্মঃ স্বর্য্যো রসায়নঃ। দীপনঃ পিচ্ছিলো বল্যঃ কফবাতব্রণাপচীঃ।। মেদোমেহাশ্মবাতাংশ্চ ক্লেদকুষ্ঠামমারুতান্। পিড়কাগ্রন্থিশোথার্শো-গণ্ডমালাক্রিমীন্ জয়েৎ।। মাধুর্য্যাচ্ছময়েদ্ বাতং কষায়ত্বাচ্চ পিত্তহা। তিক্তত্বাৎ কফজিৎ তেন গুগ্গুলুঃ সর্ব্বদোষহা।। স নবো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্তুতি-লেখনঃ। স্নিগ্ধঃ কাঞ্চনসঙ্কাশঃ পক্কজম্বুফলোপমঃ। নূতনো গুগ্গুলুঃ প্রোক্তঃ সুগন্ধির্যস্তু পিচ্ছিলঃ।।

শুষ্কো দুর্গন্ধকশ্চৈব ত্যক্তপ্রকৃতিবর্ণকঃ। পুরাণঃ স তু বিজ্ঞেয়ো গুগ্গুলুবীর্য্যবর্জ্জিতঃ।। অম্লং তীক্ষ্ণমজীর্ণঞ্চ ব্যবায়ং শ্রমমাতপম্। মদ্যং রোষং ত্যজেৎ সম্যগ্গুণার্থী পুরসেবকঃ।।

গুগ্গুলু বিশদ, তিক্ত-কটু-কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, সারক, কটুবিপাক, রুক্ষ, অত্যন্ত লঘু, ভগ্নসন্ধানকারক, শুক্রবর্দ্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্বরপ্রসাদক, রসায়ন, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল, বলকারক এবং ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ, অপচী, মেদোদোষ, প্রমেহ, অশ্মরী, বাতরোগ, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পিড়কা, গ্রন্থি, শোথ, অর্শ, গণ্ডমালা ও ক্রিমি-বিনাশক।
গুগ্গুলু মধুরতা দ্বারা বায়ু নষ্ট করে, কষায়রস দ্বারা পিত্ত নষ্ট করে এবং তিক্তরস দ্বারা কফ নষ্ট করে। সুতরাং গুগ্গুলু ত্রিদোষনাশক। নূতন গুগ্গুলু মাংসবর্দ্ধক ও শুক্রজনক। পুরাতন গুগ্গুলু অত্যন্ত লেখনগুণযুক্ত। নূতন গুগ্গুলু স্নিগ্ধ, সুবর্ণবর্ণ, পক্বজম্বুফলসদৃশ, সুগন্ধি ও পিচ্ছিল এবং পুরাতন গুগ্গুলু শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত, বিকৃতবর্ণ ও বীর্য্যবিহীন।
যে-ব্যক্তি গুগ্গুলুসেবনে ফল প্রার্থনা করেন, তিনি অম্লদ্রব্য, তীক্ষ্ণদ্রব্য, অজীর্ণে ভোজন (বা অপক্ব দ্রব্যভোজন), মৈথুন, পরিশ্রম, রৌদ্র, মদ্য ও ক্রোধ সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিবেন।

সরলনির্য্যাসঃ

শ্রীবাসঃ সরলস্রাবঃ শ্রীবেষ্টো বৃক্ষধূপকঃ। শ্রীবাসো মধুরস্তিক্তঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ।। পিত্তলো বাতমূর্দ্ধাক্ষি-স্বররোগকফাপহঃ। রক্ষোঘ্নঃ স্বেদদৌর্গন্ধ্য-যূককণ্ডুব্রণপ্রণুৎ।।

তার্পিণতৈল : শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপক, এই কয়েকটি সরলবৃক্ষরসের নামান্তর। তার্পিণ মধুর-তিক্ত-কষায় রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, রক্ষোঘ্ন এবং বায়ুরোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, স্বরভেদ, কফ, ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, যূক (উকুনাদি কীট), কণ্ডূ ও ব্রণনাশক।

রালঃ

রালস্তু শালনির্য্যাসস্তথা সর্জ্জরসঃ স্মৃতাঃ। দেবধূপো যক্ষধূপস্তথা সর্ব্বরসশ্চ সঃ।। রালো হিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ। দোষাস্রস্বেদবিসর্প-জ্বরব্রণবিপাদিকাঃ। গ্রহভগ্নাগ্নিদগ্ধাশ্রী-শূলাতীসারনাশনঃ।।

ধূনা : রাল, শালনির্য্যাস, সর্জ্জরস, দেবধূপ, যক্ষধূপ ও সর্ব্বরস, এইগুলি ধূনার নামান্তর। ধূনা শীতবীর্য্য, গুরু, তিক্ত-কষায় রস, ধারক এবং ইহা বাতাদি দোষত্রয়, রক্তদুষ্টি, স্বেদ, বীসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহদোষ, ভগ্নরোগ, অগ্নিদগ্ধক্ষত, অলক্ষ্মী, শূল ও অতিসার-নাশক।

কুন্দুরুঃ (সুগন্ধিদ্রব্যং শল্লকীনির্য্যাসঃ)

কুন্দুরুস্তু মুকুন্দঃ স্যাৎ সুগন্ধঃ কুন্দ ইত্যপি। কুন্দুরুর্মধুরস্তিক্তস্তীক্ষ্ণস্ত্বচ্যঃ কটুর্হরেৎ। জ্বরস্বেদগ্রহালক্ষ্মী-মুখরোগকফানিলান্।।

(কুন্দুরু সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, ইহা শল্লকীনির্য্যাস)। কুন্দুরু, মুকুন্দ, সুগন্ধ ও কুন্দ, এই কয়েকটি কুন্দুরুর পর্য্যায়। কুন্দুরু মধুর-তিক্ত-কটু রস, তীক্ষ্ণ, চর্ম্মের হিতকারক এবং ইহা জ্বর, ঘর্ম্ম, গ্রহদোষ, অলক্ষ্মী, মুখরোগ, কফ ও বায়ুনাশক।

শিহ্লকস্তু তুরুষ্কঃ স্যাদ্ যতো যবনদেশজঃ। কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতস্তথা চ কপিনামকঃ।। শিহ্লকঃ কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ শুক্রকান্তিকৃৎ। বৃষ্যঃ কণ্ঠ্য স্বেদকুষ্ঠ-জ্বরদাহগ্রহাপহঃ।।

শিলারস : শিলারস যবনদেশে উৎপন্ন হয়, এই হেতু ইহাকে তুরুষ্ক বলে। শিহ্লক, কপিতৈল এবং কপিবাচক সমস্ত শব্দ শিলারসের নাম। শিলারস কটু-মধুর রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রজনক, কান্তিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, কণ্ঠশোধক এবং ইহা ঘর্ম্ম, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহদোষনাশক।

জাতীফলং জাতীকোশং মালতীফলমিত্যপি। জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু। কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্।। নিহন্তি মুখবৈরস্য-মলদৌর্গন্ধ্যকৃষ্ণতাঃ। ক্রিমিকাসবমিশ্বাস-শোষপীনসহৃদ্রুজঃ।।

জায়ফল : জাতীফল, জাতিকোশ ও মালতীফল, এই কয়েকটি জাতীফলের পর্য্যায়। জায়ফল তিক্ত-কটু রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, লঘু, অগ্নির দীপক, মলসংগ্রাহক, স্বরপ্রসাদক এবং ইহা কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মলের দৌর্গন্ধ্য ও কৃষ্ণবর্ণতা, ক্রিমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ বিনষ্ট করে।

জাতীপত্রী

জাতীফলস্য ত্বক্ প্রোক্তা জাতীপত্রী ভিষগ্‌বরৈঃ। জাতীপত্রী লঘুঃ স্বাদুঃ কটুষ্ণা রুচিবর্ণকৃৎ।। কফকাসবমিশ্বাস-তৃষ্ণাক্রিমিবিষাপহা। বক্ত্রবৈশদ্যজননী তিক্তা দৌর্গন্ধ্যহারিণী।।

জৈত্রী : চিকিৎসকগণ জাতীফলের ত্বককে জাতীপত্রী (জয়িত্রী) বলিয়া থাকেন। জৈত্রী লঘু, তিক্ত-মধুর-কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, বর্ণপ্রসাদক, মুখবৈশদ্যকারক এবং ইহা কফ, কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, ক্রিমি, বিষ ও দৌর্গন্ধ্য-বিনাশক।

লবঙ্গম্

লবঙ্গং দেবকুসুমং শ্রীসংজ্ঞং শ্রীপ্রসূনকম্। লবঙ্গং কটুকং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্।। দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ। তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ। কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্।।

লবঙ্গ, দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ (লক্ষ্মীবাচক সমস্ত শব্দ লবঙ্গের নাম) ও শ্রীপ্রসূনক, এইগুলি লবঙ্গের পর্য্যায়। লবঙ্গ কটু-তিক্ত রস, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতবীর্য্য, অগ্নির দীপক, পাচক, রুচিকারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমি, উদরাধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়রোগ আশু বিনাশ করিয়া থাকে।

এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ। ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ।। স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘুঃ।। রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তাস্র-কণ্ডুশ্বাসতৃষাপহী। হৃল্লাসবিষবস্ত্যাস্য-শিরোরুগ্-বমিকাসনুৎ।।

বড় এলাইচ : এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটি, এই কয়েকটি বড় এলাইচের নাম। বড় এলাইচ কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষদোষ, বস্তিগত রোগ, মুখরোগ, শিরোরোগ, বমি ও কাস নষ্ট করে।

সূক্ষ্মৈলা

সূক্ষ্মোপকুঞ্চিকা তুত্থা কোরঙ্গী দ্রবিড়ী ত্রুটীং। এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাস কাসার্শোমূত্রকৃচ্ছ্রহৃৎ। রসে তু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহরী মতা।।

ছোট এলাইচ : সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটি, এই কয়েকটি ছোট এলাইচের প্রসিদ্ধ নাম। ছোট এলাইচ কফ, শ্বাস, কাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ুনাশক। ইহা কটুরস, শীতবীর্য্য এবং লঘু।

সুরপ্রিয়ম্

সুরপ্রিয়ং বৃত্তফলং তদ্বায়ুশমনং মতম্। শ্লেষ্মোৎসারণমাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধিকরং তথা।। ঔপসর্গিকমেহঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম্। শ্বেতপ্রদরমর্শাংসি কৃচ্ছ্রঞ্চাপি বিনাশয়েৎ।।

কাবাবচিনি : সুরপ্রিয় ও বৃত্তফল এই দুইটি কাবাবচিনির নামান্তর। ইহা বাতপ্রশমক, কফ-নিঃসারক, আগ্নেয় ও মূত্রবর্দ্ধক এবং ইহা দারুণ ঔপসর্গিক মেহ, শুক্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, অর্শ ও মূত্রকৃচ্ছ্র-বিনাশক।

ত্বক্‌পত্রম্

ত্বক্‌পত্রঞ্চ বরাঙ্গং স্যাদ্ ভৃঙ্গং চোচং তথোৎকটম্। ত্বচং লঘূষ্ণং কটুকং স্বাদু তিক্তঞ্চ রুক্ষকম্।। পিত্তলং কফবাতঘ্নং কণ্ড্বামারুচিনাশনম্। হৃদ্বস্তিরোগবাতার্শঃ-ক্রিমিপীনসশুক্রহৃৎ।।

তজ্ : ত্বকপত্র, বরাঙ্গ, ভৃঙ্গ, চোচ, উৎকট ও ত্বচ, এই কয়েকটি তজের নাম। ইহা লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটু-মধুর-তিক্ত রস, রুক্ষ, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, আমদোষ, অরুচি, হৃদ্রোগ, বস্তিগতরোগ, বাতজনিত অর্শ, ক্রিমি, পীনস ও শুক্রনাশক।

ত্বক্

ত্বক্ স্বাদ্বী তু গুড়ত্বক্ স্যাৎ তথা দারুসিতা মতা। উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিলপিত্তহৃৎ। সুরভিঃ শুক্রলা বল্যা মুখশোষতৃষাপহা।।

দারুচিনি : ত্বক, স্বাদ্বী, গুড়ত্বক, দারুসিতা, এই কয়েকটি দারুচিনির নামান্তর। দারুচিনি মধুর-তিক্ত রস, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, সুগন্ধি, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং ইহা মুখশোষ ও তৃষ্ণাবিনাশক।

পত্রং তমালপত্রঞ্চ তথা স্যাৎ পত্রনামকম্। পত্রকং মধুরং কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং লঘু। নিহন্তি কফবাতার্শো-হৃল্লাসারুচিপীনসান্।।

তেজপত্র : পত্র ও তমালপত্র এবং পত্রপর্য্যায়ক শব্দ তেজপত্রের পর্য্যায়। তেজপত্র কিঞ্চিৎ মধুর রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিচ্ছিল, লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, অর্শ, হৃল্লাস, অরুচি ও পীনস-বিনাশক।

নাগকেশরঃ

নাগপুষ্পঃ স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ। চাম্পেয়ো নাগকিঞ্জল্কঃ কথিতঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ।। নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রুক্ষং লঘ্বামপাচনম্। জ্বরকণ্ডুতৃষাস্বেদ-চ্ছর্দ্দিহৃল্লাসনাশনম্। দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবীসর্প-কফপিত্ত-বিষাপহম্।।

নাগেশ্বর : নাগপুষ্প, নাগ, কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জল্ক ও কাঞ্চনবাচক শব্দ নাগেশ্বরের পর্য্যায়। নাগেশ্বরপুষ্প কষায় রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, আমপাচক এবং ইহা জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, স্বেদ, বমি, হৃল্লাস, দুর্গন্ধ, কুষ্ঠ, বীসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক।

ত্রিজাতচাতুর্জ্জাতকে

ত্বগেলাপত্রকৈস্তুল্যৈস্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকম্। নাগকেশরসংযুক্তং চাতুর্জ্জাতকমুচ্যতে।। তদ্ দ্বয়ং রোচনং রুক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণং মুখগন্ধহৃৎ। লঘু পিত্তাগ্নিকৃদ্ বর্ণ্যং কফবাতবিষাপহম্।।

ত্রিজাতক ও চাতুর্জ্জাতক : গুড়ত্বক, এলাইচ ও তেজপত্র, এই তিনটি সমভাগে একত্র করিলে তাহাকে ত্রিজাতক বা ত্রিসুগন্ধি কহে। এই ত্রিজাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত করিলে তাহাকে চাতুর্জ্জাতক বলা যায়। এই উভয়ই রোচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মুখদুর্গন্ধনাশক, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিকারক, বর্ণপ্রসাদক এবং কফ বায়ু ও বিষনাশক।

কুঙ্কুমম্

কুঙ্কুমং ঘুসৃণং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্। সঙ্কোচং পিশুনং ধীরং বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্।। কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ ভবেদ্ধি তৎ। সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্।। বাহ্লীকদেশ-সঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং স্মৃতম্। কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং স্থূলকেশরম্।। কুঙ্কুমং পারসীকে যন্মধুগন্ধি তদীরিতম্। ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্।। কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্‌ব্রণজন্তুজিৎ। তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্।।

জাফরান : কুঙ্কুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক এবং শোণিতবাচক শব্দ কুঙ্কুমের পর্য্যায়। যে-কুঙ্কুম কাশ্মীরপ্রদেশে জন্মে, তাহা সূক্ষ্মকেশরবিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি, সেই কুঙ্কুমই উৎকৃষ্ট। যে-কুঙ্কুম বাহ্লীকপ্রদেশে জন্মে, তাহা পাণ্ডুরবর্ণ, কেতকীপুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত ও স্থূলকেশরবিশিষ্ট, সেই কুঙ্কুম মধ্যম এবং পারস্যদেশে যে-কুঙ্কুম উৎপন্ন হয়, তাহা মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত, ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণ ও স্থূলকেশর-সংযুক্ত, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কুঙ্কুম তিক্ত-কটু রস, স্নিগ্ধ, বর্ণপ্রসাদক এবং শিরোরোগ, ব্রণ, ক্রিমি, বমি, ব্যঙ্গ ও ত্রিদোষনিবারক।

গোরোচনা

গোরোচনা তু মঙ্গল্যা বন্দ্যা গৌরী চ রোচনা। গোরোচনা হিমা তিক্তা বশ্যা মঙ্গলকান্তিদা। বিষালক্ষ্মী-গ্রহোন্মাদ গর্ভস্রাবক্ষতাস্রহৃৎ।।

গোরোচনা, মঙ্গল্যা, বন্দ্যা, গৌরী ও রোচনা এইগুলি গোরোচনার প্রসিদ্ধ নাম। গোরোচনা শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বশীকরণক্ষম, মঙ্গলজনক, কান্তিবর্দ্ধক এবং ইহা বিষ, অলক্ষ্মী, গ্রহদোষ, উন্মাদ, গর্ভস্রাব, ক্ষত ও রক্তদোষ-নিবারক।

নখদ্বয়ম্

নখং ব্যাঘ্রনখং ব্যাঘ্রায়ুধং তচ্চক্রকারকম্। নখং স্বল্পং নখী প্রোক্তা হনুর্হট্টবিলাসিনী।। নখদ্বয়ং গ্রহশ্লেষ্ম-বাতাস্রজ্বরকুষ্ঠহৃৎ। লঘূষ্ণং শুক্রলং বর্ণ্যং স্বাদু ব্রণবিষাপহম্। অলক্ষ্মীমুখদৌর্গন্ধহৃৎ পাকরসয়োঃ কটু।।

নখকে ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রায়ুধ ও চক্রকারক এবং স্বল্পনখকে নখী, হনু ও হট্টবিলাসিনী বলে। নখ ও নখী এই উভয় গ্রহদোষ, কফ, বায়ু, রক্তদোষ, জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিষ, অলক্ষ্মী ও মুখের দুর্গন্ধনাশক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণকারক, মধুর-কটু রস এবং কটুবিপাক।

বালকম্

বালং হ্রীবেরবর্হিষ্ঠোদীচ্যং কেশাম্বুনাম চ। বালকং শীতলং রুক্ষং লঘু দীপনপাচনম্। হৃল্লাসারুচিবীসর্প-হৃদ্রোগামাতিসারজিৎ।।

বালা : বাল, হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ ও উদীচ্য এইগুলি এবং কেশবাচক ও অম্বুবাচক শব্দ, বালার নাম। বালা শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক এবং ইহা হৃল্লাস, অরুচি, বীসর্প, হৃদ্রোগ, আমদোষ ও অতিসারনাশক।

বীরণম্

স্যাদ্ বীরণং বীরতরু বীরঞ্চ বহুমূলকম্। বীরণং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্।। মধুরং জ্বরনুদ্ বান্তি-মদজিৎ কফপিত্তহৃৎ। তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্প-কৃচ্ছ্রদাহব্রণাপহম্।।

বেণা : বীরণ, বীরতরু, বীর ও বহুমূলক, এই কয়েকটি বীরণের প্রসিদ্ধ নাম। বেণা পাচক, শীতবীর্য্য, লঘু, স্তম্ভনকারক, মধুর ও তিক্তরস এবং ইহা বমন, জ্বর, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্ত, বিষ, বীসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও ব্রণনাশক।

উশীরম্

বীরণস্য তু মূলং স্যাদুশীরং নলদঞ্চ তৎ। অমৃণালঞ্চ সেব্যঞ্চ সমগন্ধিকমিত্যপি।। উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্। মধুরং জ্বরহৃদ্‌বান্তি-মদনুৎ কফপিত্তহৃৎ। তৃষ্ণাস্রবীসর্প-দাহকৃচ্ছ্রব্রণাপহম্।।

বেণামূল : বেণার মূলকে উশীর বলে। নলদ, অমৃণাল, সেব্য ও সমগন্ধিক এই কয়েকটি উশীরের নামান্তর। বেণার মূল পাচক, শীতবীর্য্য, স্তম্ভনকারক, লঘু, তিক্ত-মধুর রস এবং ইহা জ্বর, বমি, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিষদোষ, বীসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণনাশক।

জটামাংসী

জটামাংসী ভূতজটা জটিলা চ তপস্বিনী। মাংসী তিক্তা কষায়া চ মেধ্যা কান্তিবলপ্রদা।। স্বাদ্বী হিমা ত্রিদোষাস্র-দাহবীসর্পকুষ্ঠনুৎ। লেপনাদ্ রুক্ষতাং হন্তি জ্বরং চর্ম্মোদ্ভবম গদম্।।

জটামাংসী, ভূতজটা, জটিলা, তপস্বিনী ও মাংসী এই কয়েকটি জটামাংসীর পর্য্যায়। জটামাংসী তিক্ত-মধুর-কষায় রস, মেধাজনক, বলবর্দ্ধক, কান্তিকারক, শীতবীর্য্য এবং ইহা ত্রিদোষ, রক্তদুষ্টি, দাহ, বীসর্প, কুষ্ঠরোগ-নিবারক। জটামাংসী গাত্রে লেপন করিলে রুক্ষতা, জ্বর, চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়।

শৈলেয়ম্

শৈলেয়ন্তু শিলাপুষ্পং বৃদ্ধং কালানুসার্য্যকম্। শৈলেয়ং শীতলং হৃদ্যং কফপিত্তহরং লঘু। কণ্ডুকুষ্ঠাশ্মরী-দাহ-বিষহৃদ্ গুদরক্তহৃৎ।।

শৈলেয়, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্য্যক, এই কয়েকটি শিলাপুষ্পের প্রসিদ্ধ নাম। শিলাপুষ্প শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, লঘু এবং ইহা কফ, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, বিষদোষ এবং গুহ্যদেশ হইতে রক্তস্রাব নিবারণ করে।

মুস্তকো নাগরমুস্তকশ্চ

মুস্তকং ন স্ত্রিয়াং মুস্তং ত্রিষু বারিদনামকম্। কুরুবিন্দশ্চ সংখ্যাতোহপরঃ ক্রোড়ঃ কসেরুকঃ। ভদ্রমুস্তঞ্চ গুন্দ্রা চ তথা নাগরমুস্তকঃ।। মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপনপাচনম্। কষায়ং কফপিত্তাস্র-তৃড়্‌জ্বরারুচিজন্তুহৃৎ।। অনূপদেশে যজ্জাতং মুস্তকং তৎ প্রশস্ততে। তত্রাপি মুনিভিঃ প্রোক্তং বরং নাগরমুস্তকম্।।

মুতা ও নাগরমুতা : মুস্তক শব্দ পুংলিঙ্গে ও নপুংসক লিঙ্গে এবং মুস্ত শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

মেঘ-পর্য্যায়ক শব্দসমূহ এবং কুরুবিন্দ মুস্তকের নামান্তর। নাগরমুতাকে ক্রোড়, কসেরুক, ভদ্রমুস্ত, গুন্দ্রা ও নাগরমুস্তক বলে। মুতা কটু-তিক্ত-কষায় রস, শীতবীর্য্য, ধারক, অগ্নির দীপক, পাচক এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমি-বিনাশক। যে-মুস্তক অনূপদেশে জন্মে, তাহাই প্রশস্ত। অনূপদেশসম্ভূত নাগরমুস্তক তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শটী

কর্চ্চূরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শটী। কর্চ্চূরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ।। সুগন্ধিঃ কটুপাকঃ স্যাৎ কুষ্ঠার্শোব্রণকাসনুৎ। উষ্ণো লঘুর্হরেচ্ছ্বাসং গুল্মবাতকফক্রিমীন্। গলগণ্ডং গণ্ডমালামপচীং মুখজাড্যহৃৎ।।

কর্চ্চূর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক ও শটী এই কয়েকটি শটীর পর্য্যায়। শটী অগ্নিদীপক, রুচিকারক, কটুতিক্ত রস, সুগন্ধযুক্ত, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু এবং ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বায়ু, কফ ও ক্রিমিনাশক। ইহা দ্বারা গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও মুখের জড়তা নিবারিত হয়।

মুরা

মুরা গন্ধকুটী দৈত্যা সুরভিস্তালপর্ণিকা। মুরা তিক্তা হিমা স্বাদ্বী লঘ্বীপিত্তানিলাপহা। জ্বরাসৃগ্‌ভূতরক্ষোঘ্নী কুষ্ঠকাসবিনাশিনী।।

মুরামাংসী (একাঙ্গী) : মুরা, গন্ধকুটি, দৈত্যা, সুরভি ও তালপর্ণিকা, এই কয়েকটি মুরামাংসীর নাম। ইহা তিক্ত-মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, রক্ষোঘ্ন এবং পিত্ত, বায়ু, জ্বর, রক্তদোষ, ভূতাবেশ, কুষ্ঠ ও কাসরোগনাশক।

গন্ধপলাশী (সুগন্ধিদ্রব্যমিদং কাশ্মীরে প্রসিদ্ধম্)

শঠী পলাশী ষড়্‌গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা। গান্ধারিকা গন্ধবধূর্বধূঃ পৃথুপলাশিকা।। ভবেদ্ গন্ধপলাশী তু কষায়া গ্রাহিণী লঘুঃ। তিক্তা তীক্ষ্ণা চ কটুকানুষ্ণাস্যমলনাশিনী। শোথকাসব্রণশ্বাস শূলসিধ্মগ্রহাপহা।।

গন্ধপলাশী : গন্ধপলাশী কাশ্মীরদেশজ সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ। শঠী, পলাশী, ষড়্‌গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিকা, গান্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ ও পৃথুপলাশিকা, এই কয়েকটি গন্ধপলাশীর পর্য্যায়। গন্ধপলাশী কষায়-তিক্ত-কটু রস, মলসংগ্রাহক, লঘু, তীক্ষ্ণ, অনুষ্ণ, মুখমলশোধক এবং ইহা শোথ, কাস, ব্রণ, শ্বাস, শূল, সিধ্ম ও গ্রহদোষনাশক।

প্রিয়ঙ্গুগন্ধপ্রিয়ঙ্গুশ্চ

প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী কান্তা লতা চ মহিলাহ্বয়া। গুন্দ্রা গন্ধফলা শ্যামা বিষ্বক্‌সেনাঙ্গনাপ্রিয়া।। প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা তুবরানিলপিত্তহৃৎ। রক্তাতিযোগদৌর্গন্ধ্য-স্বেদদাহজ্বরাপহা।। বান্তিভ্রান্ত্যতিসারঘ্নী বক্ত্রজাড্যবিনাশিনী। গুল্মতৃড়্‌বিষমোহঘ্নী তদ্বদ্ গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা।। তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরু। বিবন্ধাধ্মানবলকৃৎ সংগ্রাহি কফপিত্তজিৎ।।

প্রিয়ঙ্গু ও গন্ধপ্রিয়ঙ্গু : প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী, কান্তা, লতা, গুন্দ্রা, গন্ধফলা, শ্যামা, অঙ্গনাপ্রিয়া ও বিস্বক্‌সেনা এবং মহিলাবাচক শব্দ প্রিয়ঙ্গুর নাম। প্রিয়ঙ্গু শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায় রস এবং বায়ু, পিত্ত, রক্তাধিক্য, দৌর্গন্ধ্য, স্বেদ, দাহ, জ্বর, বমন, ভ্রান্তি, অতিসার, মুখের জড়তা, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষদোষ ও মোহ-নাশক। গন্ধপ্রিয়ঙ্গুও উক্তপ্রকার গুণযুক্ত। প্রিয়ঙ্গুর ফল মধুর-কষায় রস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, গুরু, বলবর্দ্ধক, ধারক, বিবন্ধজনক, আধ্মানকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

রেণুকা

রেণুকা রাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা। ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা।। রেণুকা কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুর্লঘুঃ। পিত্তলা দীপনী মেধ্যা পাচনী গর্ভপাতিনী। বলাসবাতবৈক্লব্য-তৃট্কণ্ডুবিষদাহনুৎ।।

রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধ, পাণ্ডুপুত্রী, কৌন্তী ও হরেণুকা, এই কয়েকটি রেণুকার পর্য্যায়। রেণুকা কটুবিপাক, তিক্ত-কটু রস, অনুষ্ণ, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিপ্রদীপক, মেধাজনক, পাচন, গর্ভস্রাব এবং কফ ও বায়ুর প্রকোপ নিবারক, তৃষ্ণা কণ্ডু বিষ ও দাহনাশক।

গ্রন্থিপর্ণং গ্রন্থিকঞ্চ কাকপুষ্পন্তু গুচ্ছকম্। নীলপুষ্পং সুগন্ধঞ্চ কথিতং তৈলপর্ণকম্।। গ্রন্থিপর্ণং তিক্ততীক্ষ্ণং কটুষ্ণং দীপনং লঘু। কফবাতবিষশ্বাস-কণ্ডুদৌর্গন্ধ্যনাশনম্।।

গেঁটেলা : গ্রন্থিপর্ণ, গ্রন্থিক, কাকপুষ্প, গুচ্ছক, নীলপুষ্প, সুগন্ধ ও তৈলপর্ণক, এই কয়েকটি গেঁটেলার নাম। গ্রন্থিপর্ণ তিক্ত-কটু রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, বিষ, শ্বাস, কণ্ডু ও দুর্গন্ধনাশক।

স্থৌণেয়কম্

স্থৌণেয়কং বর্হির্বর্হং শুকবর্হঞ্চ কুক্কুরম্। শীর্ণং রোমশুকঞ্চাপি শুষ্কপুষ্পং শুকচ্ছদম্।। স্থৌণেয়কং কটু স্বাদু তিক্তং স্নিগ্ধং ত্রিদোষনুৎ। মেধাশুক্রকরং রুচ্যং রক্ষোঘ্নং জ্বরজন্তুজিৎ। হন্তি কুষ্ঠাস্রতৃড়্দাহ-দৌর্গন্ধ্যতিলকালকান্।।

(স্থৌণেয়ক গ্রন্থিপর্ণের অপর জাতি, ইহা কিঞ্চিৎ সুগন্ধযুক্ত)। বর্হির্বর্হ, শুক্রবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণ, রোমশুক, শুকপুষ্প ও শুকচ্ছদ, এই কয়েকটি স্থৌণেয়কের প্রসিদ্ধ নাম। স্থৌণেয়ক কটু-মধুর-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক ও রক্ষোঘ্ন এবং ইহা জ্বর, ক্রিমি, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, দৌর্গন্ধ্য ও তিলকালকনাশক।

তালীশমুক্তং পত্রাঢ্যং ধাত্রীপত্রঞ্চ তৎ স্মৃতম্। তালীশং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্। নিহন্ত্যরুচি-গুল্মান্-বহ্নিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্।।

তালীশপত্র : তালীশ, পত্রাঢ্য ও ধাত্রীপত্র, এইগুলি তালীশপত্রের নামান্তর। তালীশপত্র লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, অরুচি, গুল্ম, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগনাশক।

কক্কোলম্

কক্কোলং কোলকং প্রোক্তং তথা কোষফলং স্মৃতম্। কক্কোলং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং তিক্তং হৃদ্যং রুচিপ্রদম্। আস্যদৌর্গন্ধ্যহৃদ্রোগ-কফবাতাময়ান্ধ্যহৃৎ।।

কাঁকলা : কক্কোল, কোলক ও কোষফল, এই কয়েকটি কাঁকলার প্রসিদ্ধ নাম। কক্কোল লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, রুচিজনক, মুখদুর্গন্ধ-নিবারক এবং ইহা হৃদ্রোগ, কফ, বায়ুরোগ ও অন্ধতা নষ্ট করে।

গন্ধকোকিলা গন্ধমালতী চ

স্নিগ্ধোষ্ণা কফহৃৎ তিক্তা সুগন্ধা গন্ধকোকিলা। গন্ধকোকিলয়া তুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী।।

গন্ধকোকিলা ও গন্ধমালতী : গন্ধকোকিলা স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস, কফঘ্ন ও সুগন্ধি। গন্ধমালতীও গন্ধকোকিলার তুল্য গুণযুক্ত।

লামজ্জকং সুনীলং স্যাদমৃণালং লবং লঘু। ইষ্টকাপথকং সেব্যং নলদঞ্চাবদাহকম্।। লামজ্জকং হিমং তিক্তং লঘু দোষত্রয়াস্রজিৎ। ত্বগাময়স্বেদকৃচ্ছ্র-দাহপিত্তাস্ররোগনুৎ।।

(লামজ্জক উশীরের ন্যায় পীতবর্ণ একপ্রকার তৃণ)। সুনীল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথক, সেব্য, নলদ ও অবদাহক, এই কয়েকটি লামজ্জকের নামান্তর। লামজ্জক শীতবীর্য্য, তিক্তরস, লঘু, ত্রিদোষ-নাশক এবং ইহা রক্তদোষ, চর্ম্মরোগ, ঘর্ম্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

এলবালুকম্

এলবালুকমৈলেয়ং সুগন্ধি হরিবালুকম্। এল্ববালুকমেলালু কপিত্থপত্রমীরিতম্।। এলালু কটুকং পাকে কষায়ং শীতলং লঘু। হন্তি কণ্ডূব্রণচ্ছর্দ্দি-তৃট্‌কাসারুচিহৃদ্রুজঃ। বলাসবিষপিত্তাস্র-কুষ্ঠমূত্রগদক্রিমীন্।।

এলবালুক : (এলবালুক কঙ্কোলসদৃশ ও কুড়ের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট)। এলবালুক, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, এল্ববালুক, এলালু ও কপিত্থপত্র এই কয়েকটি এলবালুকের পর্য্যায়। এলবালুক কটুবিপাক, কষায়রস, শীতবীর্য্য ও লঘু। ইহা কণ্ডূ, ব্রণ, বমি, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, হৃদ্রোগ, কফ, বিষ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, বহুমূত্র ও ক্রিমি নাশ করে।

কুটন্নটং দাসপুরং বালেয়ং পরিপেলবম্। প্লবগোপুরগোনর্দ্দ-কৈবর্ত্তমুস্তকানি চ।। মুস্তাবৎ পেলবপুটং শুক্রাভং স্যাদ্বিতুন্নকম্। বিতুন্নকং হিমং তিক্তং কষায়ং কটু কান্তিদম্। কফপিত্তাস্রবীসর্প কুষ্ঠকণ্ডূ-বিষপ্রণুৎ।। (ইয়ন্তু বিতুন্নকনাম্নো বৃক্ষস্য ত্বক্ মুস্তাকৃতিঃ)।

কৈবর্ত্তমুতা : কুটন্নট, দাসপুর, বালেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ ও কৈবর্ত্তমুস্তক, এই কয়েকটি উহার (কেওটমুতার) প্রসিদ্ধ নাম। বিতুন্নক মুস্তক-সদৃশ কোমলাবরণবিশিষ্ট ও শুক্লবর্ণ। ইহা শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-কটু রস, কান্তিপ্রদ এবং কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, বীসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও বিষপ্রশমক।

স্পৃক্কাসৃগ্ ব্রাহ্মণী দেবী মরুন্মালা লতা লঘুঃ। সমুদ্রান্তা বধূঃ কোটির্বর্ষা লঙ্কাপিকেত্যপি।। স্পৃক্কা স্বাদ্বী হিমা বৃষ্যা তিক্তা নিখিলদোষনুৎ। কুষ্ঠকণ্ডূবিষস্বেদ-দাহাশ্রীজ্বররক্তহৃৎ।।

স্পৃক্কা, অসৃক্, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটি, বর্ষা ও লঙ্কাপিকা, এই কয়েকটি পিড়িংশাকের প্রসিদ্ধ নাম। পিড়িংশাক মধুর-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, ত্রিদোষনাশক এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিষ, ঘর্ম্ম, দাহ, অলক্ষ্মী, জ্বর ও রক্তজ ব্যাধি বিনাশক।

পর্পটী

পর্পটী রঞ্জনী কৃষ্ণা জতুকা জননী জনী। জতুকৃষ্ণাগ্নিসংস্পর্শা জতুকৃচ্চক্রবর্ত্তিনী।। পর্পটী তুবরা তিক্তা শিশিরা বর্ণকৃল্লঘুঃ। বিষব্রণহরী কণ্ডূ-কফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ।।

পর্পটী একপ্রকার সুগন্ধদ্রব্য, ইহা উত্তরপ্রদেশে জন্মে। পর্পটী, রঞ্জনী, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, অগ্নিসংস্পর্শা, জতুকৃৎ ও চক্রবর্ত্তিনী, পর্পটীর এই কয়েকটি নাম প্রসিদ্ধ। পর্পটী কষায়-

তিক্তরস, শীতবীর্য্য, সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা বিষ, ব্রণ, কণ্ডূ, কফ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠবিনাশক।

নলিকা

নলিকা বিদ্রুমলতা কপোতচরণা নটী। ধমন্যঞ্জনকেশী চ নির্ম্মধ্যা সুষিরা নলী।। নলিকা শীতলা লঘ্বী চক্ষুষ্যা কফপিত্তহৃৎ। কৃচ্ছ্রাশ্মবাততৃষ্ণাস্র-কুষ্ঠকণ্ডূজ্বরাপহা।।

(নলিকা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য, উত্তরপ্রদেশে প্রসিদ্ধ। ইহার আকৃতি প্রবালসদৃশ)। নলিকা, বিদ্রুমলতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অঞ্জনকেশী, নির্ম্মধ্যা, সুষিরা ও নলী এই কয়েকটি নলিকার (নালকো) নাম। নলিকা শীতবীর্য্য, লঘু, চক্ষুর হিতকর এবং ইহা কফ, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বায়ু, পিপাসা, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কণ্ডূ ও জ্বরবিনাশক।

প্রপৌণ্ডরীকম্

প্রপৌণ্ডরীকং পৌণ্ডর্য্যং চক্ষুষ্যং পৌণ্ডরীয়কম্। পৌণ্ডর্য্যং মধুরং তিক্তং কষায়ং শুক্রলং হিমম্। চক্ষুষ্যং মধুরং পাকে বর্ণ্যং পিত্তকফপ্রণুৎ।।

প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য্য, চক্ষুষ্য ও পৌণ্ডরীয়ক, এই কয়েকটি পুণ্ডরীয়কের প্রসিদ্ধ নাম। পুণ্ডরীয়ক মধুর-তিক্ত-কষায়রস, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক, মধুরবিপাক, বর্ণপ্রসাদক, পিত্তঘ্ন এবং কফহারক।

ইতি কর্পূরাদিবর্গঃ।

গুডূচ্যাদিবর্গ

গুডূচী মধুপর্ণী স্যাদমৃতাহ্মৃতবল্লরী। ছিন্না ছিন্নরুহা চ্ছিন্নোদ্ভবা বৎসাদনীতি চ।। জীবন্তী তন্ত্রিকা সোমা সোমবল্লী চ কুণ্ডলী। চক্রলক্ষণিকা ধীরা বিশল্যা চ রসায়নী। চন্দ্রহাসা বয়ঃস্থা চ মণ্ডলী দেবনির্ম্মিতা।। গুডূচী কটুকা তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী। সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণা লঘ্বী বল্যাগ্নিদীপনী।। দোষত্রয়ামতৃড়্দাহ-মেহকাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্। কামলাকুষ্ঠবাতাস্র জ্বরক্রিমিবমীন্ হরেৎ।। (প্রমেহশ্বাস-কাসার্শঃ-কৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ)।

গুলঞ্চ : গুডূচী, মধুপর্ণী, অমৃতা, অমৃতবল্লরী, ছিন্না, ছিন্নরুহা, ছিন্নোদ্ভবা, বৎসাদনী, জীবন্তী, তন্ত্রিকা, সোমা, সোমবল্লী, কুণ্ডলী, চক্রলক্ষণিকা, ধীরা, বিশল্যা, রসায়নী, চন্দ্রহাসা, বয়ঃস্থা, মণ্ডলী ও দেবনির্ম্মিতা, এইগুলি গুলঞ্চের পর্য্যায়। গুলঞ্চ কটু-তিক্ত-কষায় রস, মধুরবিপাক, রসায়ন, মলসংগ্রাহক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকর, অগ্নিদীপক এবং ইহা ত্রিদোষ, আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাস, পাণ্ডুরোগ, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি ও বমিনাশক। (প্রমেহ, শ্বাস, অর্শ, কাস, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদ্রোগনাশক। ইহা অধিক পাঠ)।

তাম্বূলম্

তাম্বূলবল্লী তাম্বূলী নাগিনী নাগবল্লরী। তাম্বূলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরম্।। বশ্যং তিক্তং কটু ক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘু। বল্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্য-মলবাতশ্রমাপহম্।।

পাণ : তাম্বূলবল্লী, তাম্বূলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী এই কয়েকটি তাম্বূলের নামান্তর। তাম্বূল বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়-তিক্ত-কটুরস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক এবং ইহা কফ, মুখদুর্গন্ধ, মল, বায়ু ও শ্রান্তিনাশক।

গাম্ভারী ভদ্রপর্ণী চ শ্রীপর্ণী মধুপর্ণিকা। কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কাশ্মর্য্যঃ পীতরোহিণী। কৃষ্ণবৃন্তা মধুরসা মহাকুসুমিকাপি চ।। কাশ্মরী তুবরা তিক্তা বীর্য্যোষ্ণা মধুরা গুরুঃ। দীপনী পাচনী মেধ্যা ভেদিনী ভ্রমশোষজিৎ। দোষতৃষ্ণামশূলার্শো-বিষদাহজ্বরাপহা।। তৎফলং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু কেশ্যং রসায়নম্। বাতপিত্ততৃষারক্ত-ক্ষয়মূত্রবিবন্ধনুৎ।। অন্যচ্চ—স্বাদু পাকে হিমং স্নিগ্ধং তুবরাম্লং বিশুদ্ধিকৃৎ। হন্যাদ্ দাহতৃষাবাত-রক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্।।

গামার : ভদ্রপর্ণী, শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মীরী, কাশ্মরী, হীরা, কাশ্মর্য্য, পীতরোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহাকুসুমিকা এই কয়েকটি গাম্ভারীর নামান্তর। গাম্ভারী কষায়-তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অগ্নির দীপক, পাচক, মেধাজনক, ভেদক এবং ইহা ভ্রান্তি, শোষ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, আমদোষ, শূল, অর্শ, বিষ, দাহ ও জ্বরনাশক। গাম্ভারীফল পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কেশের হিতকর, রসায়ন, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কষায়াম্লরস, শোধনকারক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদুষ্টি, ক্ষয়, মূত্রাবরোধ, দাহ, রক্তপিত্ত ও ক্ষত-বিনাশক।

পাটলিঃ, ঘণ্টাপাটলিশ্চ

পাটলিঃ পাটলামোঘা মধুদূতী ফলেরুহা। কৃষ্ণবৃন্তা কুবেরাক্ষী কালস্থাল্যলিবল্লভা।। তাম্রপুষ্পী চ কথিতাপরা স্যাৎ পটলা সিতা। মুষ্ককো মোক্ষকো ঘণ্টা-পাটলিঃ কাষ্ঠপাটলা।। পাটলা তুবরা তিক্তানুষ্ণা দোষত্রয়াপহা। অরুচিশ্বাসশোথাস্র-চ্ছর্দ্দিহিক্কাতৃষাহরী।। পুষ্পং কষায়ং মধুরং হিমং হৃদ্যং কফাস্রনুৎ। পিত্তাতিসারহৃৎ কণ্ঠ্যং ফলং হিক্কাস্রপিত্তহৃৎ।। (কালাস্থালীত্যত্র কাচস্থালীত্যেকে)।

পারুল ও ঘণ্টাপারুল : পাটলি, পাটলা, অমোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী বা কাচস্থালী, অলিবল্লভা ও তাম্রপুষ্পী, এই কয়েকটি পারুলের নামান্তর। অপর একজাতি পারুল আছে, তাহা শ্বেতবর্ণ। মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি ও কাষ্ঠপাটলা উহার পর্য্যায়। পারুল কষায়-তিক্তরস, অনুষ্ণ, ত্রিদোষঘ্ন এবং ইহা অরুচি, শ্বাস, শোথ, রক্তদুষ্টি, বমি, হিক্কা ও তৃষ্ণানাশক। পারুলের পুষ্প কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী এবং কফ রক্তদোষ পিত্ত ও অতিসারনাশক এবং কণ্ঠশোধক। পারুলের ফল হিক্কা ও রক্তপিত্তনাশক।

অগ্নিমন্থো জয়ঃ স স্যাচ্ছ্রীপর্ণী গণিকারিকা। জয়া জয়ন্তী তর্কারী নাদেয়ী
শ্বয়থুনুদ্ বীর্য্যোষ্ণঃ কফবাতহৃৎ। পাণ্ডুনুৎ কটুকস্তিক্তস্তুবরো মধুরোঽগ্নিদঃ।।

গণিয়ারি : অগ্নিমন্থ, জয়, শ্রীপর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, নাদেয়ী ও বৈজয়ন্তিকা, এই কয়েকটি গণিয়ারির নামান্তর। গণিয়ারি শোথঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্ত-কষায়-মধুররস, অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা কফ বায়ু ও পাণ্ডুরোগনিবারক।

শ্যোনাকঃ

শ্যোনাকঃ শোষণশ্চ স্যান্নটকটুঙ্গটুণ্টুকাঃ। মণ্ডূকপর্ণপত্রোর্ণ-শুকনাসকুটন্নটাঃ। দীর্ঘবৃন্তোঽরলুশ্চাপি

পৃথুশিম্বঃ কটম্ভরঃ।। শ্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুকস্তুবরো হিমঃ। গ্রাহী তিক্তোঽনিলশ্লেষ্ম-পিত্তকাস-প্রণাশনঃ।। টুণ্টুকস্য ফলং বালং রুক্ষং বাতকফাপহম্। হৃদ্যং কষায়মধুরং রোচনং লঘু দীপনম্। গুল্মার্শঃক্রিমিহৃৎ প্রৌঢ়ং গুরু বাতপ্রকোপণম্।।

শোনা : শ্যোনাক, শোষণ, নট, কট্বঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডূকপর্ণ, পত্রোর্ণ, শুকনাস, কুটন্নট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব ও কটম্ভর এই কয়েকটি শ্যোনা-পর্য্যায়ক শব্দ। শ্যোনাক অগ্নিপ্রদীপক, কটুবিপাক, কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, ধারক এবং বায়ু কফ পিত্ত ও কাসনাশক।

শোনার অপক্ক ফল রুক্ষ, বাতঘ্ন, কফহারক, হৃদয়গ্রাহী, কষায়-মধুররস, রুচিকারক, লঘু, অগ্নিপ্রদীপক এবং ইহা গুল্ম, অর্শ ও ক্রিমিনাশক। পরিণত ফল গুরু ও বায়ুর প্রকোপকারক।

শালপর্ণী

শালপর্ণী স্থিরা সৌম্যা ত্রিপর্ণী পীবরী গুহা। বিদারীগন্ধা দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘপত্রাংশুমত্যপি।। শালপর্ণী গরচ্ছর্দ্দি-জ্বরশ্বাসাতিসারজিৎ। শোষদোষত্রয়হরী বৃংহণ্যুক্তা রসায়নী। তিক্তা বিষহরী স্বাদুঃ ক্ষতকাস-ক্রিমিপ্রণুৎ।।

শালপাণী : শালপর্ণী, স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারিগন্ধা, দীর্ঘাঙ্গী, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী, এই কয়েকটি শালপাণীর পর্য্যায়-শব্দ। শালপাণী পুষ্টিকারক, রসায়ন ও তিক্ত-মধুররস। ইহা দূষীবিষ-সেবনজনিত দোষ, বমি, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোষ, ত্রিদোষ, বিষ, ক্ষত, কাস ও ক্রিমিনাশক।

পৃশ্নিপর্ণী পৃথক্‌পর্ণী চিত্রপর্ণ্যঙ্ঘ্রি পর্ণ্যপি। ক্রোষ্টুবিন্না সিংহপুচ্ছী কলসী ধাবনির্গুহা।। পৃশ্নিপর্ণী ত্রিদোষঘ্নী বৃষ্যোষ্ণা মধুরা সরা। হন্তি দাহজ্বরশ্বাস-রক্তাতীসারতৃড়্‌বমীঃ।।

চাকুলে : পৃশ্নিপর্ণী, পৃথকপর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রিপর্ণী, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলসী, ধাবনি ও গুহা এই কয়েকটি চাকুলের প্রসিদ্ধ নাম। চাকুলে ত্রিদোষনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, সারক এবং দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তাতিসার, তৃষ্ণা ও বমিনাশক।

বৃহতী

বার্ত্তাকী ক্ষুদ্রভণ্টাকী মহতী বৃহতী কুলী। হিঙ্গুলী রাষ্ট্রিকা সিংহী মহোটী দুষ্প্রধর্ষিণী।। বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা পাচনী কফবাতহৃৎ। কটুতিক্তাস্যবৈরস্য-মলারোচকনাশিনী। উষ্ণা কুষ্ঠজ্বরশ্বাস-শূলকাসাগ্নি-মান্দ্যজিৎ।।

বার্ত্তাকী, ক্ষুদ্রভণ্টাকী, মহতী, বৃহতী, কুলী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোটী ও দুষ্প্রধর্ষিণী এই কয়েকটি বৃহতীর পর্য্যায়। বৃহতী ধারক, হৃদয়গ্রাহী, পাচক, কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্যনাশক।

কন্টকারী

কণ্টকারী তু দুঃস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা। কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা।। ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে। শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষ্মণা ক্ষেত্রদূতিকা।। গর্ভদা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করী। কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ।। রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাসশ্বাসজ্বর-কফানিলান্। নিহন্তি পীনসং পার্শ্ব-পীড়াক্রিমিহৃদাময়ান্।। তয়োঃ ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ। শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘু।। হন্যাৎ কফমরুৎকণ্ডু-কাসমেদঃক্রিমিজ্বরান্। তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্রা বিশেষাদ্ গর্ভকারিণী।।

কণ্টকারী, দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী, কণ্টকারীর এই কয়েকটি পর্য্যায়। বৃহতী ও কণ্টকারী এই উভয়ই বৃহতী পদবাচ্য। শ্বেত কণ্টকারীকে শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী বলে। কণ্টকারী সারক, তিক্ত-কটুরস, অগ্নিপ্রদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক এবং ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগনিবারক। বৃহতীদ্বয়ের ফল কটু-তিক্তরস, কটুবিপাক, শুক্রস্রাবক, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, অগ্নিকারক ও লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, কাস, মেদ, ক্রিমি ও জ্বরনাশক। শ্বেত কণ্টকারীও উক্তরূপ গুণযুক্ত, বিশেষত ইহা গর্ভপ্রদ।

গোক্ষুর

গোক্ষুরঃ ক্ষুরকোঽপি স্যাৎ ত্রিকণ্টঃ স্বাদুকণ্টকঃ। গোকণ্টকো গোক্ষুরকো বনশৃঙ্গাট ইত্যপি। পলঙ্কষা শ্বদংষ্ট্রা চ তথা স্যাদিক্ষুগন্ধিকা।। গোক্ষুরঃ শীতলঃ স্বাদুর্বলকৃদ্ বস্তিশোধনঃ। মধুরো দীপনো বৃষ্যঃ পুষ্টিদশ্চাশ্মরীহরঃ। প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ-কৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ।।

গোক্ষুর, ক্ষুরক, ত্রিকণ্টক, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, গোক্ষুরক, বনশৃঙ্গাট, পলঙ্কষা, শ্বদংষ্ট্রা ও ইক্ষুগন্ধিকা, এই কয়েকটি গোক্ষুরের পর্য্যায়। গোক্ষুর শীতবীর্য্য, মধুররস, বলকারক, মূত্রাশয়শোধক, অগ্নির দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং ইহা অশ্মরী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্রোগ ও বায়ুনাশক।

জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা। মঙ্গল্যনামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী।। জীবন্তী শীতলা স্বাদুঃ স্নিগ্ধা দোষত্রয়াপহা। রসায়নী বলকরী চক্ষুষ্যা গ্রাহিণী লঘুঃ।।

জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীবনীয়া, মধুস্রাব, মঙ্গল্যা, শাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী এই কয়েকটি জীবন্তীর পর্য্যায়। জীবন্তী শীতবীর্য্য, মধুররস, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, বলকারক, চক্ষুর হিতকারক, ধারক এবং লঘু।

মুদ্গপর্ণী

মুদ্গপর্ণী কাকপর্ণী সূর্য্যপর্ণ্যল্পিকা সহা। কাকমুদ্গা চ সা প্রোক্তা তথা মার্জ্জারগন্ধিকা।। মুদ্গপর্ণী হিমা রুক্ষা তিক্তা স্বাদুশ্চ শুক্রলা। চক্ষুষ্যা ক্ষতশোথঘ্নী গ্রাহিণী জ্বরদাহনুৎ। দোষত্রয়হরী লঘ্বী গ্রহণ্যার্শোঽতিসারজিৎ।।

মুগানী : মুদ্গপর্ণী, কাকপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, অল্পিকা, সহা, কাকমুদ্গা ও মার্জ্জারগন্ধিকা, এই কয়েকটি মুগানীর নাম। মুগানী শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত-মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, ধারক, লঘু এবং ইহা ক্ষত, শোথ, জ্বর, দাহ, ত্রিদোষ, গ্রহণীরোগ, অর্শ ও অতিসারবিনাশক।

মাষপর্ণী

মাষপর্ণী সূর্য্যপর্ণী কাম্বোজী হয়পুচ্ছিকা। পাণ্ডুর্লোমশপর্ণী চ কৃষ্ণবৃন্তা মহাসহা।। মাষপর্ণী হিমা তিক্তা রুক্ষা শুক্রবলাসকৃৎ। মধুরা গ্রাহিণী শোথ-বাতপিত্তজ্বরাস্রজিৎ।।

মাষাণী : মাষপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা ও মহাসহা, এই কয়েকটি মাষাণীর নামান্তর। মাষপর্ণী শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুররস, রুক্ষ, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, ধারক এবং ইহা শোথ, বায়ু, পিত্তজ্বর ও রক্তদোষবিনাশক।

শুক্লরক্তেরণ্ডৌ

শুক্ল এরণ্ড আমণ্ডশ্চিত্রো গন্ধর্ব্বহস্তকঃ। পঞ্চাঙ্গুলো বর্দ্ধমানো দীর্ঘদণ্ডো ব্যড়ম্বকঃ।। বাতারিস্তরুণশ্চাপি রুবুকশ্চ নিগদ্যতে। রক্তোহপরো রুবুকঃ স্যাদুরুবূকো রুবুস্তথা।। ব্যাঘ্রপুচ্ছশ্চ বাতারিশ্চঞ্চু-রুত্তানপত্রকঃ। এরণ্ডযুগ্মং মধুরমুষ্ণং গুরু বিনাশয়েৎ।। শূলশোথকটীবস্তি-শিরঃপীড়োদরজ্বরান্। ব্রধ্নশ্বাসকফানাহ-কাসকুষ্ঠামমারুতান্।। এরণ্ডপত্রং বাতঘ্নং কফক্রিমিবিনাশনম্।। মূত্রকৃচ্ছ্রহরঞ্চাপি পিত্তরক্তপ্রকোপণম্।। বাতার্য্যগ্রদলং গুল্ম-বস্তিশূলহরং পরম্। কফবাতক্রিমীন্ হন্তি বৃদ্ধিং সপ্ত-বিধামপি।। এরণ্ডফলমত্যুষ্ণং গুল্মশূলনিলাপহম্। যকৃৎপ্লীহোদরার্শোঘ্নং কটুকং দীপনং পরম্।। তদ্বন্মজ্জা চ বিড়্ভেদী বাতশ্লেষ্মোদরাপহঃ।।

শ্বেত ভেরেণ্ডা ও লাল ভেরেণ্ডা : শুক্ল এরণ্ডকে (শ্বেত ভেরেণ্ডা) আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, ব্যড়ম্বক, বাতারি, তরুণ ও রুবুক বলে। রক্ত এরণ্ডকে (লাল ভেরেণ্ডা) রুবূক, উরুবূক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক কহে।

শুক্ল ও রক্ত এই উভয়বিধ এরণ্ডই মধুররস, উষ্ণবীর্য্য ও গুরু। ইহারা শূল, শোথ, কটীশূল, বস্তিশূল, শিরঃশূল, জঠর, জ্বর, ব্রধ্ন , কফদুষ্টি, আনাহ, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, আমদোষ ও বায়ুনাশ করিয়া থাকে।

এরণ্ডপত্র : বায়ু, কফ, ক্রিমি ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং রক্তপিত্তপ্রকোপক। এরণ্ডবৃক্ষের অগ্রভাগস্থ কোমলপত্র গুল্ম, বস্তিশূল, কফ, বায়ু, ক্রিমি ও সপ্তবিধ বৃদ্ধিরোগনাশক।

এরণ্ডফল : অত্যন্ত উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, অগ্নির দীপক এবং ইহা গুল্ম, শূল, বায়ু, যকৃৎ, প্লীহা, জঠর ও অর্শরোগনাশক।

এরণ্ডের মজ্জা মলভেদক এবং বায়ু, কফ ও জঠররোগ-নিবারক।

শ্বেতার্কো গণরূপঃ স্যান্মন্দারো বসুকোঽপি চ। শ্বেতপুষ্পঃ সদাপুষ্পঃ স চালর্কঃ প্রতাপসঃ।। রক্তোঽপরোঽর্কনামা স্যাদর্কপর্ণো বিকীরণঃ। রক্তপুষ্পঃ শুক্লফলস্তথাস্ফোতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।। অর্কদ্বয়ং সরং বাতকুষ্ঠকণ্ডুবিষব্রণান্। নিহন্তি প্লীহগুল্মার্শঃ শ্লেষ্মোদরশকৃৎক্রিমীন্।। অলর্ককুসুমং বৃষ্যং লঘু দীপনপাচনম্। অরোচকপ্রসেকার্শঃ কাসশ্বাসনিবারণম্।। রক্তার্কপুষ্পং মধুরং সতিক্তং কুষ্ঠক্রিমিঘ্নং কফনাশনঞ্চ। অর্শোবিষং[1] হন্তি চ রক্তপিত্তং সংগ্রাহি গুল্মে শ্বয়থৌ হিতং তৎ।। ক্ষীরমর্কস্য তিক্তোষ্ণং স্নিগ্ধং সলবণং লঘু। কুষ্ঠগুল্মোদরহরং শ্রেষ্ঠমেতদ্ বিরেচনম্।।

শ্বেত আকন্দ ও লাল আকন্দ : শ্বেত আকন্দকে শ্বেতার্ক, গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প, অলর্ক ও প্রতাপস বলে। রক্ত আকন্দকে অর্কপর্ণ, বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও আস্ফোত কহে। সূর্য্যবাচক সমস্ত শব্দই ইহার পর্য্যায়। শ্বেত ও রক্ত এই উভয়বিধ আকন্দই সারক এবং বায়ু, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শ, কফ, উদর ও পুরীষক্রিমি-বিনাশক। শ্বেত আকন্দের পুষ্প শুক্রজনক, লঘু, অগ্নির দীপক, পাচক এবং ইহা অরুচি, প্রসেক (কফাদি স্রাব), অর্শ, কাস ও শ্বাসনিবারক। রক্ত আকন্দের পুষ্প মধুর-তিক্তরস ও ধারক এবং ইহা কুষ্ঠ, ক্রিমি, কফ, অর্শ, বিষ (পাঠান্তরে ইন্দুরের বিষ) ও রক্তপিত্তনাশক। ইহা গুল্ম ও শোথের পক্ষে হিতকারক। আকন্দের আটা তিক্ত-লবণরস, উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, লঘু এবং ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগনাশক। আকন্দের আটা শ্রেষ্ঠ বিরেচক।

১. আখোর্বিষমিতি পাঠান্তরম্।

সেহুণ্ডঃ

সেহুণ্ড সিংহতুণ্ডঃ স্যাদ্ বজ্রী বজ্রদ্রুমোঽপি চ। সুধা সমন্তদুগ্ধা চ স্নুক্ স্ত্রিয়াং স্যাৎ স্নুহী গুড়া।। সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ। শূলামাষ্ঠীলিকাধ্মান-কফগুল্মোদরানিলান্।। উন্মাদ-মোহকুষ্ঠার্শঃশোথমেদোঽশ্মপাণ্ডুতাঃ।। ব্রণশোথজ্বরপ্লীহ-বিষদূষীবিষং হরেৎ।। উষ্ণবীর্য্যং স্নুহীক্ষীরং স্নিগ্ধঞ্চ কটুকং লঘু। গুল্মিনাং কুষ্ঠিনাঞ্চাপি তথৈবোদররোগিণাম্। হিতমেতদ্ বিরেকার্থে যে চান্যে দীর্ঘরোগিণঃ।।

মনসাসিজ : সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুক্, স্নুহী ও গুড়া, এই কয়েকটি মনসাবৃক্ষের পর্য্যায়। মনসাবৃক্ষ (সিজবৃক্ষ) বিরেচক, তীক্ষ্ণ, অগ্নির দীপক, কটুরস ও গুরু এবং ইহা শূল, আম, অষ্ঠীলিকা, উদরাধ্মান, কফ, গুল্ম, জঠর, বায়ু, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, মেদ, অশ্মরী, পাণ্ডু, ব্রণ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূষীবিষনাশক। মনসাসিজের আটা উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, কটুরস ও লঘু। ইহা গুল্মরোগী, কুষ্ঠরোগী, উদররোগী ও চিররোগীর পক্ষে হিতজনক বিরেচক ঔষধ।

শাতলা (সেহুণ্ডভেদঃ)

শাতলা সপ্তলা সারা বিমলা বিদুলা চ সা। তথা নিগদিতা ভূরি ফেনা চর্ম্মকষেত্যপি।। শাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লঘুঃ। তিক্তা শোথকফানাহ-পিত্তোদাবর্ত্তরক্তজিৎ।।

শাতলা মনসার জাতিবিশেষ। সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিদুলা, ভূরিফেনা, চর্ম্মকষা, এই কয়েকটি শব্দ শাতলার পর্য্যায়। শাতলা তিক্তরস, কটুবিপাক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু এবং ইহা শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত্ত ও রক্তদুষ্টিনাশক।

লাঙ্গলী

কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্প্যপি। বিশ্যালাগ্নিশিখানন্তা বহ্নিবক্ত্রা চ গর্ভনুৎ।। কলিহারী সরা কুষ্ঠ-শোফার্শোব্রণশূলজিৎ। সক্ষারা শ্লেষ্মজিৎ তিক্তা কটুকা তুবরাপি চ। তীক্ষ্ণোষ্ণা ক্রিমিহৃল্লঘ্বী পিত্তলা গর্ভপাতিনী।।

ঈশলাঙ্গলা : কলিহারী, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহ্নিবক্ত্রা ও গর্ভনুৎ এই কয়েকটি ঈশলাঙ্গলার নামান্তর। ঈশলাঙ্গলা সারক, ক্ষারযুক্ত, তিক্ত-কটু-কষায়রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কুষ্ঠ, শোথ, অর্শ, ব্রণ, শূল, কফ, ক্রিমি ও গর্ভনাশক।

শ্বেতরক্তকরবীরৌ

করবীরঃ শ্বেতপুষ্পঃ শতকুম্ভোঽশ্বমারকঃ। দ্বিতীয়ো রক্তপুষ্পশ্চ চণ্ডাতো লগুড়স্তথা।। করবীরদ্বয়ং তিক্তং কষায়ং কটুকঞ্চ তৎ। ব্রণলাঘবকৃন্নেত্র-কোপকুষ্ঠব্রণাপহম্। বীর্য্যোষ্ণং ক্রিমিকণ্ডুঘ্নং ভক্ষিতং বিষবন্মতম্।।

শ্বেতকরবী ও লালকরবী : করবীর, শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ ও অশ্বমারক, এই কয়েকটি শ্বেতকরবীর এবং রক্তপুষ্প, চণ্ডাত ও লগুড়, এই কয়েকটি রক্তকরবীর নামান্তর। শ্বেতকরবী ও রক্তকরবী এই উভয়ই তিক্ত-কটু-কষায়রস, ব্রণের লঘুতা-সম্পাদক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা নেত্রকোপ, কুষ্ঠ, ব্রণ, ক্রিমি ও কণ্ডুবিনাশক। ইহা ভক্ষণ করিলে বিষের ন্যায় শরীরের অহিত সম্পাদন করিয়া থাকে।

ধুস্তূরো ধূর্ত্তধুস্তূরাবুন্মত্তঃ কনকাহ্বয়ঃ। দেবিকা কিতবস্তূরী মহামোহী শিবপ্রিয়ঃ।। মাতুলো মদনশ্চাস্য

ফলে মাতুলপুত্রকঃ। ধুস্তূরো মদবর্ণাগ্নি-বাতকৃজ্জ্বরকুষ্ঠনুৎ।। কষায়ো মধুরস্তিক্তো যূকালিক্ষাবিনাশকঃ। উষ্ণো গুরুর্ব্রণশ্লেষ্ম-কণ্ডুক্রিমিবিষাপহঃ।।

ধুতূরা : ধুস্তুর, ধূর্ত্ত, ধুস্তূর, উন্মত্ত, দেবিকা, কিতব, তূরী, মহামোহী, শিবপ্রিয়, মাতুল ও মদন, এই কয়েকটি এবং কনকবাচক সমস্ত শব্দ ধুতূরার পর্য্যায়। ইহার ফলকে মাতুলপুত্র কহে। ধুতূরা মদকারক, বর্ণপ্রসাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, বায়ুজনক, কষায়-মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু এবং ইহা যূকা ও লিক্ষা নামক ক্রিমি (উকুনাদি কীটবিশেষ), জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ, কণ্ডু, ক্রিমি ও বিষনাশক।

বাসকঃ

বাসকো বাসিকা বাসা ভিষঙ্মাতা চ সিংহিকা। সিংহাস্যো বাজিদন্তা স্যাদাটরূষোঽটরূষকঃ। আটরূষো বৃষো নাম্না সিংহপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ।। বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ। তিক্তস্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়র্ত্তিহৃৎ। শ্বাসকাসজ্বরচ্ছর্দ্দি-মেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ।।

বাসক, বাসিকা, বাসা, ভিষঙ্মাতা, সিংহিকা, সিংহাস্য, বাজিদন্তা, আটরূষ, অটরূষক, বৃষ ও সিংহপর্ণ, এই কয়েকটি বাসকের পর্য্যায়। বাসক বায়ুজনক, স্বরবর্দ্ধক, তিক্ত-কষায়রস, হৃদয়গ্রাহী, লঘু, শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণারোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়-রোগনাশক।

পর্পটঃ

পর্পটো বরতিক্তশ্চ স্মৃতঃ পর্পটকশ্চ সঃ। কথিতঃ পাংশুপর্য্যায়স্তথা কবচনামকঃ।। পর্পটো হন্তি পিত্তাস্র-ভ্রমতৃষ্ণাকফজ্বরান্। সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্ বাতলো লঘুঃ।।

পর্পট, বরতিক্ত, পর্পটক, পাংশুবাচক শব্দসমূহ এবং কবচ-নামক শব্দ ক্ষেতপাপড়ার নামান্তর। ক্ষেতপাপড়া পিত্ত, রক্তদোষ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ, জ্বর ও দাহনাশক, ধারক, শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বায়ুবর্দ্ধক এবং লঘু।

নিম্বঃ

নিম্বঃ স্যাৎ পিচুমর্দ্দশ্চ পিচুমন্দশ্চ তিক্তকঃ। অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গুনির্য্যাস ইত্যপি।। নিম্বঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী কটুপাকোঽগ্নিবাতনুৎ। অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্কাস-জ্বরারুচিক্রিমিপ্রণুৎ। ব্রণপিত্তকফচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠহৃল্লাসমেহনুৎ।। নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্তবিষপ্রণুৎ। বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্ব্বারোচক-কুষ্ঠনুৎ।। নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু ভেদনম্। স্নিগ্ধং লঘুষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃ ক্রিমিমেহনুৎ।।

নিম : পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র ও হিঙ্গুনির্য্যাস, এই কয়েকটি নিম্বের পর্য্যায়। নিম শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, কটুবিপাক, অগ্নি ও বায়ুনাশক, অহৃদ্য এবং ইহা শ্রান্তি, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও প্রমেহনাশক। নিম্বপত্র চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্দ্ধক, কটুবিপাক এবং ইহা ক্রিমি, পিত্ত, বিষ, সর্ব্বপ্রকার অরুচি ও কুষ্ঠনাশক। নিম্বফল তিক্তরস, কটুবিপাক, ভেদক, স্নিগ্ধ, লঘুপাক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শ, ক্রিমি ও প্রমেহনাশক।

মহানিম্বঃ

মহানিম্বঃ স্মৃতো দ্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ। কেশামুষ্টির্নিম্বকশ্চ কার্ম্মুকোঽক্ষীব ইত্যপি।। মহানিম্বো হিমো রুক্ষস্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ। কফপিত্তভ্রমচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ। প্রমেহশ্বাসগুল্মার্শো-মূষিকাবিষনাশনঃ।।

ঘোড়ানিম : দ্রেকা, রম্যক, বিষমুষ্টিক, কেশামুষ্টি, নিম্বক, কার্ম্মুক ও অক্ষীব এই কয়েকটি মহানিম্বের পর্য্যায়। মহানিম্ব শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত-কষায়রস ও ধারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, ভ্রম, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, অর্শ ও ইন্দুরবিষনাশক।

পারিভদ্রঃ

পারিভদ্রো নিম্বতরুর্মন্দারঃ পারিজাতকঃ। পারিভদ্রোঽনিলশ্লেষ্ম-শোথমেদক্রিমিপ্রণুৎ।। পত্রন্তু পিত্তরোগঘ্নং কর্ণব্যাধিবিনাশনম্।

পালিধা : পারিভদ্র, নিম্বতরু, মন্দার ও পারিজাতক এই কয়েকটি পালিধার পর্য্যায়। পারিভদ্র বায়ু, কফ, শোথ, মেদ ও ক্রিমিবিনাশক। পারিভদ্রপত্র পিত্তজ রোগ ও কর্ণরোগবিনাশক।

কাঞ্চনারঃ

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ। কোবিদারশ্চ মরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ। কুণ্ডলী তাম্রপুষ্পশ্চাশ্মন্তকঃ স্বল্পকেশরী।। কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ। ক্রিমিকুষ্ঠগুদভ্রংশ-গণ্ডমালাব্রণাপহঃ।। কোবিদারঽপি তদ্বৎ স্যাৎ তয়োঃ পুষ্পং লঘু স্মৃতম্। রুক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাস্র-প্রদরক্ষয়কাসনুৎ।

লাল কাঞ্চন ও শ্বেতকাঞ্চন : কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুষ্পক এই কয়েকটি লাল কাঞ্চনের নামান্তর। কোবিদার, মরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অশ্মন্তক ও স্বল্পকেশরী এইগুলি শ্বেতকাঞ্চনের নাম। কাঞ্চনার শীতবীর্য্য, ধারক, কষায়রস, কফঘ্ন, পিত্তনাশক এবং ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণনাশক। শ্বেতকাঞ্চনও লাল কাঞ্চনের ন্যায় গুণযুক্ত। ঐ উভয়ের পুষ্প লঘু, রুক্ষ, ধারক এবং পিত্ত, রক্তদোষ, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগনাশক।

শোভাঞ্জনঃ শ্যামঃ শ্বেতো রক্তশ্চ

শোভাঞ্জনঃ শিগ্রুতীক্ষ্ণ-গন্ধকাক্ষীবমোচকাঃ। তদ্বীজং শ্বেতমরিচং মধুশিগ্রুঃ সলোহিতঃ।। শিগ্রুঃ কটুঃ কটুঃ পাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো মধুরো লঘুঃ। দীপনো রোচনো রুক্ষঃ ক্ষারস্তিক্তো বিদাহকৃৎ।। সংগ্রাহী শুক্রলো হৃদ্যঃ পিত্তরক্তপ্রকোপণঃ। চক্ষুষ্যঃ কফবাতঘ্নো বিদ্রধিশ্বয়থুক্রিমীন্। মেদোঽপচীবিষপ্লীহ-গুল্মগণ্ডব্রণান্ হরেৎ।। শ্বেতঃ প্রোক্তগুণো জ্ঞেয়ো বিশেষাদ্ দাহকৃদ্ ভবেৎ। প্লীহানং বিদ্রধিং হন্তি ব্রণঘ্নঃ পিত্তরক্তহৃৎ।। মধুশিগ্রুঃ প্রোক্তগুণো বিশেষাদ্ দীপনঃ সরঃ। শিগ্রুবল্কলপত্রাণাং স্বরসঃ পরমার্ত্তিহৃৎ।। চক্ষুষ্যং শিগ্রুজং বীজং তীক্ষ্ণোষ্ণং বিষনাশনম্। অবৃষ্যং কফবাতঘ্নং তন্নস্যেন শিরোঽর্ত্তিনুৎ।।

সজিনা : শ্যাম শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে সজিনা তিনপ্রকার। শোভাঞ্জন, শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধক, অক্ষীব, মোচক এইগুলি সজিনার পর্য্যায়। সজিনার বীজকে শ্বেতমরিচ বলে ও রক্তসজিনাকে মধুশিগ্রু বলিয়া থাকে। সজিনার গুণ, যথা ইহা কটু-মধুর-তিক্তরস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নির দীপক, রুচিকারক, রুক্ষ, ক্ষারযুক্ত, বিদাহী, ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, রক্তপিত্তপ্রকোপক, চক্ষুর হিতকারক। ইহা কফ, বায়ু, বিদ্রধি, শোথ, ক্রিমি, মেদোদোষ, অপচী, বিষ, প্লীহা, গুল্ম, গলগণ্ড ও ব্রণনাশক। শ্বেত শোভাঞ্জনও উক্তগুণবিশিষ্ট। বিশেষত ইহা দাহজনক, প্লীহা বিদ্রধি ব্রণ পিত্ত ও রক্তদোষনাশক। রক্তশোভাঞ্জনও উক্তগুণযুক্ত, বিশেষত ইহা অগ্নিপ্রদীপক এবং সারক। সজিনার বল্কল ও পত্রের স্বরস বেদনাপ্রশমনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। সজিনার বীজ চক্ষুর পক্ষে হিতকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, বিষঘ্ন, অবৃষ্য এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার নস্য লইলে শিরোরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

শ্বেতপুষ্পা নীলপুষ্পা চ অপরাজিতা

আস্ফোতা গিরিকর্ণী স্যাদ্ বিষ্ণুক্রান্তাপরাজিতা। অপরাজিত কটু মেধ্যে শীতে কণ্ঠ্যে সুদৃষ্টিদে।। কুষ্ঠমূত্রত্রিদোষাম-শোথব্রণবিষাপহে। কষায়ে কটুকে পাকে তিক্তে চ স্মৃতিবুদ্ধিদে।।

শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্পভেদে অপরাজিতা দুইপ্রকার। আস্ফোতা, গিরিকর্ণী ও বিষ্ণুক্রান্তা এই কয়েকটি অপরাজিতার নামান্তর। শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা এই উভয়প্রকার অপরাজিতাই কটুবিপাক, তিক্ত-কষায়-কটুরস, মেধাজনক, শীতবীর্য্য, কণ্ঠশোধক, চক্ষুর প্রসন্নতাকারক, স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিবর্দ্ধক এবং ইহা কুষ্ঠ, মূত্রদোষ, ত্রিদোষ, আমদোষ, শোথ, ব্রণ ও বিষদোষ নাশ করে।

সিন্দুবারঃ

সিন্দুবারঃ শ্বেতপুষ্পঃ সিন্দুকঃ সিন্ধুবারকঃ। নীলপুষ্পী তু নির্গুণ্ডী শেফালী সুবহা চ সা।। সিন্দুকঃ স্মৃতিদস্তিক্তঃ কষায়ঃ কটুকো লঘুঃ। কেশ্যো নেত্রহিতো হন্তি শূলশোথামমারুতান্।। ক্রিমিকুষ্ঠারুচিশ্লেষ্ম-জ্বরান্ নীলাপি তদ্বিধা। সিন্দুবারদলং জন্তু-বাতশ্লেষ্মহরং লঘু।।

নিসিন্দা : শ্বেতনিসিন্দার নাম সিন্দুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুক ও সিন্দুবারক। নীল সিন্দুবারের নাম নীলপুষ্পী, নির্গুণ্ডী, শেফালী ও সুবহা। শ্বেত সিন্দুবার (নিসিন্দা) স্মৃতিপ্রদ, তিক্ত-কষায়-কটুরস, লঘু, কেশের ও চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা শূল, শোথ, আমবাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, অরুচি, কফ ও জ্বরনাশক। নীল সিন্দুবারও শ্বেতসিন্দুবারসদৃশ গুণদায়ক। সিন্দুবারপত্র লঘু এবং ইহা ক্রিমি, বায়ু ও কফনাশক।

কুটজঃ

কুটজঃ কূটজঃ কৌটো বৎসকো গিরিমল্লিকা। কালিঙ্গঃ শক্রশাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি। ইন্দ্রো যবফলঃ প্রোক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুরদ্রুমঃ।। কুটজ কটুকো রুক্ষো দীপনস্তুবরো হিমঃ। অর্শোঽতিসার-পিত্তাস্র-কফতৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ।।

কুড়চি : কুটজ, কূটজ, কৌট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প, ইন্দ্র, যবফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুরদ্রুম এই কয়েকটি কুড়চির সংস্কৃত নাম। কুড়চি কষায়-কটুরস, রুক্ষ, অগ্নির দীপক, শীতবীর্য্য এবং ইহা অর্শ, অতিসার, পিত্তরক্তদোষ, কফ, তৃষ্ণা, আমদোষ ও কুষ্ঠনাশক।

করঞ্জঃ

করঞ্জো নক্তমালশ্চ করজশ্চিরবিল্বকঃ। ঘৃতপূর্ণকরঞ্জোঽন্যঃ প্রকীর্য্যঃ পূতিকোঽপি চ।। স চোক্তঃ পূতিকরঞ্জঃ সোমবল্কশ্চ স স্মৃতঃ। করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো বীর্য্যোষ্ণো যোনিদোষহৃৎ। কুষ্ঠোদাবর্ত্তগুল্মার্শো-ব্রণক্রিমিকফাপহঃ।। তৎপত্রং কফবাতার্শঃ ক্রিমিশোথহরং পরম্। ভেদনং কটুকং পাকে বীর্য্যোষ্ণং পিত্তলং লঘু।। তৎফলং কফবাতঘ্নং মেহার্শঃক্রিমিকুষ্ঠজিৎ। ঘৃতপূর্ণকরঞ্জোঽপি করঞ্জসদৃশো গুণৈঃ।।

করঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ : করঞ্জ, নক্তমাল, করজ ও চিরবিল্বক, এই কয়েকটি করঞ্জের পর্য্যায়। ঘৃতপূর্ণ নামক অপর একপ্রকার করঞ্জ আছে, চলিত ভাষায় তাহাকে নাটাকরঞ্জ কহে। প্রকীর্য্য, পূতিক, পূতিকরঞ্জ ও সোমবল্ক তাহার পর্য্যায়। করঞ্জ কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং যোনিব্যাপৎ, কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শ, ব্রণ, ক্রিমি ও কফনাশক। করঞ্জপত্র কফ, বায়ু, অর্শ, ক্রিমি ও শোথরোগে বিশেষ হিতকর। ইহা ভেদক, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক এবং লঘু। করঞ্জফল কফ, বায়ু, প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি ও কুষ্ঠবিনাশক। ঘৃতপূর্ণ করঞ্জও করঞ্জসদৃশ গুণযুক্ত।

উদকীর্য্যস্তৃতীয়োঽন্যঃ ষড়্গ্রন্থা হস্তিবারুণী। মর্কটী বায়সী চাপি করঞ্জী করভঞ্জিকা।। করঞ্জী স্তম্ভনী তিক্তা তুবরা কটুপাকিনী। বীর্য্যোষ্ণা বমিপিত্তার্শঃ-ক্রিমিকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ।।

ডহরকরঞ্জ : অপর একপ্রকার করঞ্জ আছে, তাহাকে ডহরকরঞ্জ বলে। উদকীর্য্য, ষড়্গ্রন্থা, হস্তিবারুণী, মর্কটী, বায়সী, করঞ্জী ও করভঞ্জিকা উহার পর্য্যায়। ডহরকরঞ্জ স্তম্ভনকারক, তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং বমি, পিত্ত, অর্শ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহবিনাশক।

শ্বেতা গুঞ্জোচ্চটা প্রোক্তা কৃষ্ণলা চাপি সা স্মৃতা। রক্তা সা কাকচিঞ্চী স্যাৎ কাকণন্তী চ রক্তিকা।। কাকাদনী কাকপীলুঃ সা স্মৃতাঙ্গারবল্লরী। গুঞ্জাদ্বয়স্তু কেশ্যং স্যাদ্ বাতপিত্তজ্বরাপহম্।। মুখশোষভ্রমশ্বাস-তৃষ্ণামদবিনাশনম্। নেত্রাময়হরং বৃষ্যং বল্যং কণ্ডূব্রণং হরেৎ। ক্রিমীন্দ্রলুপ্তকুষ্ঠানি রক্তা চ ধবলাপি চ।।

শ্বেতকুঁচ ও রক্তকুঁচ : শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে কুঁচ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে শ্বেতবর্ণ কুঁচকে উচ্চটা ও কৃষ্ণলা এবং রক্তবর্ণ কুঁচকে কাকচিঞ্চী, কাকণন্তী, রক্তিকা, কাকাদনী, কাকপীলু ও অঙ্গারবল্লরী বলে। এই উভয়প্রকার গুঞ্জাই কেশহিত, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং বায়ু, পিত্ত, জ্বর, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মত্ততা, চক্ষুরোগ, কণ্ডূ, ব্রণ, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠরোগনাশক।

কপিকচ্ছুরাত্মগুপ্তা বৃষ্যা প্রোক্তা চ মর্কটী। অজরা কণ্ডুরাঽব্যঙ্গা দুঃস্পর্শা প্রাবৃষায়ণী।। লাঙ্গলী শূকশিম্বী চ সৈব প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ। কপিকচ্ছুর্ভৃশং বৃষ্যা মধুরা বৃংহণী গুরুঃ।। তিক্তা বাতহরী বল্যা কফপিত্তাস্রনাশিনী। তদ্বীজং বাতশমনং স্মৃতং বাজীকরং পরম্।।

আলকুশী : কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা, মর্কটী, অজরা, কণ্ডুরা, অব্যঙ্গা, দুঃস্পর্শা,লাঙ্গলী, প্রাবৃষায়ণী ও শূকশিম্বী, এই কয়েকটি আলকুশীর পর্য্যায়। আলকুশী অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, মধুর-তিক্তরস, মাংসবর্দ্ধক, গুরু, বায়ুনাশক, বলকারক এবং কফ পিত্ত ও রক্তদোষনাশক। আলকুশীর বীজও বায়ুনাশক এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

মাংসরোহিণী

মাংসরোহিণ্যতিরুহা বৃত্তা চর্ম্মকষা কৃশা। প্রহারবল্লী বিকশা বীরবত্যপি কথ্যতে। স্যান্মাংসরোহিণী বৃষ্যা সরা দোষত্রয়াপহা।।

চামারকষা : অতিরুহা, বৃত্তা, চর্ম্মকষা, প্রহারবল্লী, বিকশা ও বীরবতী এই কয়েকটি মাংসরোহিণীর পর্য্যায়। মাংসরোহিণী বৃষ্য, সারক এবং ত্রিদোষঘ্ন।

টঙ্কারী

টঙ্কারী বাতজিৎ তিক্তা শ্লেষ্মঘ্নী দীপনী লঘুঃ। শোথোদরব্যথাহন্ত্রী হিতা কোঠবিসর্পিণাম্।।

টেপারী : টঙ্কারী বাতঘ্ন, তিক্তরসযুক্ত, কফনাশক, অগ্নির দীপক, লঘু, শোথ ও উদর ব্যথানাশক এবং কোঠ ও বিসর্পরোগে হিতকর।

বেতসঃ

বেতসো নম্রকঃ প্রোক্তো বাণীরো বঞ্জুলস্তথা। অভ্রপুষ্পশ্চ বিদুলো রথঃ শীতশ্চ কীর্ত্তিতঃ।। বেতসঃ

শীতলো দাহ-শোথার্শোযোনিরুক্প্রণুৎ। হন্তি বীসর্পকৃচ্ছ্রাস্র-পিত্তাশ্মরীকফানিলান্।।

বেত : বেতস, নম্রক, বাণীর, বঞ্জুল, অভ্রপুষ্প, বিদুল, রথ ও শীত এই কয়েকটি বেতসের পর্য্যায়। বেতস শীতবীর্য্য এবং ইহা দাহ, শোথ, অর্শ, যোনিব্যাপৎ, বিসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, অশ্মরী, কফ ও বায়ুনাশক।

জলবেতসঃ

নিকুঞ্চকঃ পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ। জলজো বেতসঃ শীতঃ কুষ্ঠহৃদ্ বাতকোপনঃ।।

নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ ও নাদেয় এই তিনটি জলবেতসের পর্য্যায়। জলবেতস শীতবীর্য্য, কুষ্ঠরোগঘ্ন এবং বায়ুপ্রকোপক।

ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা। জলবেতসবদ্ বেদ্যো হিজ্জলোহ্য়ং বিষাপহঃ।।

হিজল : ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ হিজলবৃক্ষের এই কয়েকটি পর্য্যায়। হিজল জলবেতসের তুল্য গুণযুক্ত, বিশেষত ইহা বিষঘ্ন।

অঙ্কোটঃ

অঙ্কোটো (ঠো) দীর্ঘকীলঃ স্যাদঙ্কোলশ্চ নিকোচকঃ। অঙ্কোটকঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরো লঘুঃ।। রেচনঃ ক্রিমিশূলাম-শোফগ্রহবিষাপহঃ। বিসর্পকফপিত্তাস্র-মূষিকাহিবিষাপহঃ।। তৎফলং শীতলং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বৃংহণং গুরু। বল্যং বিরেচনং বাত-পিত্তদাহক্ষয়াস্রজিৎ।।

আঁকোড় : অঙ্কোট (অঙ্কোঠ), দীর্ঘকীল, অঙ্কোল ও নিকোচক এইগুলি আঁকোড়ের পর্য্যায়। অঙ্কোট কটু-কষায়রস, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বিরেচক এবং ইহা ক্রিমি, শূল, আমদোষ, শোথ, গ্রহদোষ, বিষ, বিসর্প, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, ইন্দুরবিষ ও সর্পবিষবিনাশক। অঙ্কোটফল শীতবীর্য্য, মধুররস, কফঘ্ন, শরীরের পুষ্টিকারক, গুরু, বলকারক, রেচক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষ-নাশক।

বলা বাট্যালিকা বাট্যা সৈব বাট্যালিকাপি চ। মহাবলা পীতপুষ্পা সহদেবী চ সা স্মৃতা।। ততোহ্ন্যাতি-বলা ঋষ্য-প্রোক্তা কঙ্কতিকা চ সা। গাঙ্গেরুকী নাগবলা সৈষা হ্রস্বগবেধুকা।। বলাচতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিকৃৎ। স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্র-পিত্তাস্রক্ষতনাশনম্।। বলামূলত্বচশ্চূর্ণং পীতং সক্ষীরশর্করম্। মূত্রাতিসারং হরতি দৃষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ।। হরেন্মহাবলা কৃচ্ছ্রং ভবেদ্ বাতানুলোমনী। হন্যাদতিবলা মেহং পয়সা সিতয়া সমম্।।

বলা চারিপ্রকার। যথা বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা। বলাকে বাট্যালিকা, বাট্যা ও বাট্যালিকা; মহাবলাকে পীতপুষ্পা ও সহদেবী; অতিবলাকে ঋষ্যপ্রোক্তা ও কঙ্কতিকা; এবং নাগবলাকে হ্রস্ব-গবেধুকা ও গাঙ্গেরুকী বলে। এই চতুর্ব্বিধ বলা-ই শীতবীর্য্য, মধুররস, বলবর্দ্ধক, কান্তিকারক, স্নিগ্ধ, ধারক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও ক্ষতনাশক। বলামূলের ছালচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে নিশ্চয়ই মূত্রাতিসার বিনষ্ট হয়। মহাবলাচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত এবং বিপথগামী বায়ু স্বপথগামী হয়। অতিবলাচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে প্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণা

পুত্রকাকাররক্তাল্প-বিন্দুভির্লাঞ্ছিতা সদা। লক্ষ্মণা পুত্রজননী বস্তগন্ধাকৃতির্ভবেৎ। কথিতা পুত্রদাবশ্যং লক্ষ্মণা মুনিপুঙ্গবৈঃ।।

লক্ষ্মণা পুত্রকাকার অল্প-অল্প রক্তবিন্দুতে চিহ্নিত এবং বনযমানীর ন্যায় ইহার আকৃতি। ইহা নিশ্চয়ই পুত্রোৎপাদক বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে।

স্বর্ণবল্লী

স্বর্ণবল্লী রক্তফলা কাকায়ুঃ কাকবল্লরী। স্বর্ণবল্লী শিরঃপীড়াং ত্রিদোষান্ হন্তি দুগ্ধদা।।

স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা, কাকায়ু ও কাকবল্লরী এই কয়েকটি স্বর্ণবল্লীর পর্য্যায়। স্বর্ণবল্লী শিরোরোগ ও ত্রিদোষনাশক এবং ইহা স্তন্যবর্দ্ধক।

কার্পাসী

কার্পাসী তুণ্ডিকেরী চ সমুদ্রান্তা চ কথ্যতে। কার্পাসকী লঘুঃ কোষ্ণা মধুরা বাতনাশিনী।। তৎপলাশং সমীরঘ্নং রক্তকৃন্মূত্রবর্দ্ধনম্। তৎ কর্ণপিড়কানাদ-পূযস্রাববিনাশনম্। তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু।।

কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রান্তা, এই কয়েকটি কার্পাসের পর্য্যায়। কার্পাস লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কার্পাসপত্র বায়ুনাশক, রক্ত ও মূত্রবর্দ্ধক, এবং ইহা কর্ণপিড়কা, কর্ণনাদ ও কর্ণপূযস্রাবের শান্তিকারক। কার্পাসবীজ স্তন্যজনক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কফকারক এবং গুরু।

বংশঃ

বংশস্ত্বক্সারঃ কর্ম্মারস্ত্বচিসারস্তৃণধ্বজঃ। শতপর্ব্বা শতফলো বেণুমস্করতেজনাঃ।। বংশঃ সরো হিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ। ছেদনঃ কফপিত্তঘ্ন কুষ্ঠাস্রব্রণশোথজিৎ।। তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে রুক্ষো গুরুঃ সরঃ। কষায়ঃ কফকৃৎ স্বাদুর্ব্বিদাহী বাতপিত্তলঃ।। তদ্যবাস্তু সরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ। বাতপিত্তকরা উষ্ণা বদ্ধমূত্রাঃ কফাপহাঃ।।

বংশ, ত্বক্সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, শতফল, বেণু, মস্কর ও তেজন, এই কয়েকটি বংশের পর্য্যায়। বংশ (বাঁশ) সারক, শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়রস, মূত্রাশয়শোধক, ছেদন এবং কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, রক্তদুষ্টি, ব্রণ ও শোথনাশক। বংশাঙ্কুর মধুর-কটু-কষায়রস, কটুবিপাক, রুক্ষ, গুরু, সারক, বিদাহী এবং কফ, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক। বাঁশের ফল সারক, রুক্ষ, কষাযরস, কটুবিপাক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, মূত্ররোধক ও কফনাশক।

নলঃ

নলঃ পোটগলঃ শূন্য-মধ্যশ্চ ধমনস্তথা। নলস্তু মধুরস্তিক্তঃ কষায়ঃ কফরক্তজিৎ। উষ্ণো হৃদ্বস্তিযোন্যর্ত্তি-দাহপিত্তবিসর্পহৃৎ।।

নল, পোটগল, শূন্যমধ্য ও ধমন, এই কয়েকটি নলের পর্য্যায়। নল মধুর-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, রক্তদোষ, হৃদ্রোগ, বস্তিগত দোষ, যোনিব্যাপৎ, দাহ, পিত্ত ও বীসর্পনাশক।

ভদ্রমুঞ্জ মুঞ্জশ্চ

ভদ্রমুঞ্জঃ শরো বাণস্তেজনশ্চেক্ষুবেষ্টনঃ। মুঞ্জো মুঞ্জাতকো বাণঃ স্থূলদর্ভঃ সুমেখলঃ।। মুঞ্জদ্বয়স্তু মধুরং তুবরং শিশিরং তথা। দাহতৃষ্ণাবিসর্পাস্র-মূত্রকৃচ্ছ্রাক্ষিরোগজিৎ। দোষত্রয়হরং বৃষ্যং মেখলা-সূপযুজ্যতে।।

রামশর ও শর : ভদ্রমুঞ্জকে (রামশর) শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন বলে এবং মুঞ্জকে (শর) মুঞ্জাতক, বাণ, স্থূলদর্ভ ও সুমেখল কহে। এই উভয়প্রকার শরই মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য এবং দাহ, তৃষ্ণা, বীসর্প, আম, মূত্রকৃচ্ছ্র, নেত্ররোগ ও ত্রিদোষনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক। ইহা মেখলার জন্য ব্যবহৃত হয়।

কাশঃ

কাশঃ কাশেক্ষুরুদ্দিষ্টঃ স স্যাদিক্ষুরসস্তথা। ইক্ষবালিকেক্ষুগন্ধা চ তথা পোটগলঃ স্মৃতঃ।। কাশঃ স্যান্মধুর-স্তিক্তঃ স্বাদুপাকো হিমঃ সরঃ। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মদাহাস্র-ক্ষয়পিত্তজরোগজিৎ।।

কেশে : কাশ, কাশেক্ষু, ইক্ষুরস, ইক্ষবালিকা, ইক্ষুগন্ধা ও পোটগল, এই কয়েকটি কেশের পর্য্যায়-শব্দ। কেশে মধুর-তিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, সারক এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিত্তজনিত রোগবিনাশক।

এরকা

এরকা গুন্দ্রমূলা চ শিবির্গুন্দ্রা শরীতি চ। এরকা শিশিরা বৃষ্যা চক্ষুষ্যা বাতকোপিনী। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীদাহ-পিত্তশোণিতনাশিনী।।

হোগলা : এরকা, গুন্দ্রমূলা, শিবি, গুন্দ্রা ও শরী, এই কয়েকটি এরকার পর্য্যায়। এরকা (হোগলা) শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, চক্ষুর হিতকারক, বায়ুর প্রকোপক এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক।

কুশো দর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ। ততোঽন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্যাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈব চ।। দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্ন মধুরং তুবরং হিমম্। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীতৃষ্ণা-বস্তিরুক্প্রদরাস্রজিৎ।।

কুশ : কুশ দুইপ্রকার। তন্মধ্যে একপ্রকারের পর্য্যায় কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞভূষণ। অপর প্রকারের পর্য্যায় দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র। এই উভয়প্রকার কুশই ত্রিদোষনাশক, মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিগত রোগ, প্রদর ও রক্তদোষনাশক।

কত্তৃণম্

কত্তৃণং রৌহিষং দেবজগ্ধং সৌগন্ধিকং তথা। ভূতিকং ধ্যাম পৌরঞ্চ শ্যাকমং ধূমগন্ধিকম্।। রৌহিষং তুবরং তিক্তং কটুপাকং ব্যপোহতি। হৃৎকণ্ঠব্যাধিপিত্তাস্র-শূলকাসকফজ্বরান্।।

রামকর্পূর : কত্তৃণ, রৌহিষ, দেবজগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতিক, ধ্যাম, পৌর, শ্যামক ও ধূমগন্ধিক, এই কয়েকটি কত্তৃণের পর্য্যায়। কত্তৃণ কষায়-তিক্তরস, কটুবিপাক এবং ইহা হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, পিত্ত, রক্তদোষ, শূল, কাস, কফ ও জ্বরনাশক।

ভূস্তৃণম্

গুহ্যবীজস্তু ভূতীকং সুগন্ধং জম্বুকপ্রিয়ম্। ভূস্তৃণস্তু ভবেচ্ছত্রো মালাতৃণকমিত্যপি।। ভূস্তৃণং কটুকং তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রেচনং লঘু। বিদাহি দীপনং রুক্ষমনেত্র্যং মুখশোধনম্। অবৃষ্যং বহুবিট্‌কঞ্চ পিত্তরক্তপ্রদূষণম্।।

গন্ধতৃণ : গুহ্যবীজ, ভূতীক, সুগন্ধ, জম্বুকপ্রিয়, ভূস্তৃণ, ছত্র ও মালাতৃণ, এই কয়েকটি গন্ধতৃণের পর্য্যায়। ভূস্তৃণ কটু-তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, বিরেচক, লঘু, বিদাহী, অগ্নির দীপক, রুক্ষ, নেত্রের

অহিতকর, মুখশোধক, অবৃষ্য, মলবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত ও রক্তের দুষ্টিকারক।

নীলদূর্ব্বা

নীলদূর্ব্বা রুহানন্তা ভার্গবী শতপর্ব্বিকা। শষ্পং সহস্রবীর্য্যা চ শতবল্লী চ কীর্ত্তিতা।। নীলদূর্ব্বা হিমা তিক্তা-মধুরা তুবরা হরেৎ। কফপিত্তাস্রবীসর্প-তৃষ্ণাদাহত্বগাময়ান্।।

নীলদূর্ব্বা, রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, শষ্প, সহস্রবীর্য্যা ও শতবল্লী, এই কয়েকটি নীলদূর্ব্বার পর্য্যায়। নীলদূর্ব্বা শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কষায়রস এবং কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বীসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও চর্ম্মরোগনাশক।

শ্বেতদূর্ব্বা

দূর্ব্বা শুক্লা তু গোলোমী শতবীর্য্যা চ কথ্যতে। শ্বেতদূর্ব্বা কষায়া স্যাৎ স্বাদ্বী ব্রণ্যা চ জীবনী। তিক্তা হিমা বিসর্পাস্র-তৃট্‌পিত্তকফাদাহহৃৎ।।

গোলোমী ও শতবীর্য্যা, এই দুইটি শ্বেতদূর্ব্বার নামান্তর। শ্বেতদূর্ব্বা কষায়-তিক্ত-মধুররস, ব্রণনাশক, ওজোবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য এবং ইহা বিসর্প, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফ ও দাহনাশক।

গণ্ডদূর্ব্বা তু গণ্ডালী মৎস্যাক্ষী শকুলাক্ষকঃ। গণ্ডদূর্ব্বা হিমা লোহ-দ্রাবিণী গ্রাহিণী লঘুঃ।। তিক্তা কষায়া মধুরা বাতকৃৎ কটুপাকিনী। দাহতৃষ্ণাবলাসাস্র-পিত্তকুষ্ঠজ্বরাপহা।।

গণ্ডদূর্ব্বা, মৎস্যাক্ষী ও শকুলাক্ষক, এই কয়েকটি গণ্ডদূর্ব্বার নামান্তর। গণ্ডদূর্ব্বা শীতবীর্য্য, লৌহদ্রাবক, ধারক, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুররস, বায়ুবর্দ্ধক, কটুবিপাক এবং দাহ, তৃষ্ণা, কফ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক।

বারাহীকন্দঃ

বারাহীকন্দ এবান্যৈশ্চর্ম্মকারালুকো মতঃ। অনূপে স ভবেদ্ দেশে বরাহ ইব লোমবান্।। বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্ট্রী সিতা স্মৃতা। ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী।। বারাহবদনা গৃষ্টির্বদরেত্যপি কথ্যতে। বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা।। শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা। গুরুঃ পিত্তাস্রপবন-দাহান্ হন্তি রসায়নী।।

চামার আলু : কোন-কোন পণ্ডিতের মতে বারাহীকন্দই চামার আলু। বারাহীকন্দ অনূপদেশে উৎপন্ন হয়। উহাতে শূকরের ন্যায় লোম থাকে। বিদারী, স্বাদুকন্দা, ক্রোষ্ট্রী, সিতা, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্বিনী, বারাহবদনা, গৃষ্টি ও বদরা, এই কয়েকটি বারাহীকন্দের পর্য্যায়। বারাহীকন্দ মধুর রস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, স্তন্যজনক, শুক্রজনক, শীতবীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, মূত্রকারক, ওজোবর্দ্ধক, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, গুরু, রসায়ন এবং ইহা পিত্ত, রক্তদোষ, বায়ু ও দাহনাশক।

তালমূলী তু বিদ্বদ্ভির্মুষলী পরিকীর্ত্তিতা। মুষলী মধুরা বৃষ্যা বীর্য্যোষ্ণা বৃংহণী গুরুঃ। তিক্তা রসায়নী হন্তি গুদজান্যনিলং তথা।।

তালমূলী : মুষলী তালমূলীর পর্য্যায়। তালমূলী মধুর-তিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক, উষ্ণবীর্য্য, পুষ্টিকারক, গুরু, রসায়ন এবং ইহা অর্শ ও বায়ুনাশক।

শতাবরী মহাশতাবরী চ

শতাবরী বহুসুতা ভীরুরিন্দীবরী বরা। নারায়ণী শতাপদী শতবীর্য্যা চ পীবরী।। মহাশতাবরী চান্যা শতমূল্যূর্দ্ধকণ্টিকা। সহস্রবীর্য্যা হেতুশ্চ ঋষ্যপ্রোক্তা মহোদরী।। শতাবরী গুরুঃ শীতা তিক্তা স্বাদ্বী রসায়নী। মেধাগ্নিপুষ্টিদা স্নিগ্ধা নেত্র্যা গুল্মাতীসারজিৎ। শুক্রস্তন্যকরী বল্যা বাতপিত্তাস্রশোথজিৎ।। মহাশতাবরী মেধ্যা হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী। শীতবীর্য্যা নিহন্ত্যর্শোগ্রহণীনয়নাময়ান্।।

শতমূলী ও মহাশতমূলী : শতাবরী, বহুসুতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরা, নারায়ণী, শতপদী, শতবীর্য্যা ও পীবরী এই কয়েকটি শতমূলীর পর্য্যায়। শতমূলী, ঊর্দ্ধকণ্টিকা, সহস্রবীর্য্যা, হেতু, ঋষ্যপ্রোক্তা ও মহোদরী, এই কয়েকটি মহাশতাবরীর নামান্তর। শতাবরী গুরু, শীতবীর্য্যা, তিক্ত-মধুররস, রসায়ন, মেধা, অগ্নি ও পুষ্টিজনক, স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবর্দ্ধক, স্তন্যজনক ও বলকারক এবং ইহা গুল্ম, অতিসার, বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ ও শোথনাশক। মহাশতাবরী শীতবীর্য্য, মেধাজনক, হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন এবং অর্শ, গ্রহণী ও নেত্ররোগনাশক।

অশ্বগন্ধা

গন্ধান্তা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহ্বয়া। বরাহকর্ণী বরদা বলদা কুষ্ঠগন্ধিনী।। অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্মশ্বিত্রশোথ ক্ষয়াপহা। বল্যা রসায়নী তিক্ত-কষায়োষ্ণাতিশুক্রলা।।

অশ্বগন্ধা, অশ্বাহ্বয়া, বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা ও কুষ্ঠগন্ধিনী, এইগুলি এবং যে-সকল শব্দের আদিতে অশ্ববাচক শব্দ ও অন্তে গন্ধ শব্দ থাকিবে, সেই সমস্ত শব্দ অশ্বগন্ধার পর্য্যায়। অশ্বগন্ধা বায়ু, কফ, শ্বিত্ররোগ, শোথ ও ক্ষয়রোগনাশক, বলকারক, রসায়ন, তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

পাঠা

পাঠাম্বষ্ঠাম্বষ্ঠকী চ প্রাচীনা পাপচেলিকা। একাষ্ঠীলা রসা প্রোক্তা পাঠিকা বরতিক্তিকা।। পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ। হন্তি শূলজ্বরচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠাতীসারহৃদ্রুজঃ। দাহকণ্ডুবিষশ্বাস-ক্রিমিগুল্মগরব্রণান্।।

আকনাদি : পাঠা, অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকী, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, একাষ্ঠীলা, রসা, পাঠিকা ও বরতিক্তিকা, এই কয়েকটি আকনাদির পর্য্যায়। আকনাদি উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, তীক্ষ্ণ, লঘু এবং ইহা বায়ু, কফ, শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতিসার, হৃদ্রোগ, দাহ, কণ্ডু, বিষ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম, গরদোষ ও ব্রণনাশক।

শ্বেতত্রিবৃৎ

শ্বেতা ত্রিবৃৎ ত্রিভণ্ডী স্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপুটাপি চ। সর্ব্বানুভূতিঃ সরলা নিশোত্রা রেচনীতি চ। শ্বেতা ত্রিবৃদ্ রেচনীস্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরহৃৎ। রুক্ষা পিত্তজ্বরশ্লেষ্ম-পিত্তশোথোদরাপহা।।

শ্বেত তেউড়ী : শ্বেতা ত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা ও রেচনী, এই কয়েকটি শ্বেত তেউড়ীর নামান্তর। শ্বেত তেউড়ী বিরেচক, মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ এবং ইহা বায়ু, পিত্তজ্বর, কফ, পিত্ত, শোথ ও উদররোগনাশক।

কৃষ্ণত্রিবৃৎ

ত্রিবৃচ্ছ্যামার্দ্ধচন্দ্রা চ পালিন্দী চ সুষেণিকা। মসূরবিদলা কালা কৈষিকা কালমেষিকা।। শ্যামা ত্রিবৃৎ ততো হীনগুণা তীব্রবিরেচনী। মূর্চ্ছাদাহমদভ্রান্তি-কণ্ঠোৎকর্ষণকারিণী।।

কৃষ্ণ তেউড়ী : শ্যামা ত্রিবৃৎ, অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কালা, কৈষিকা ও

কালমেষিকা, এই কয়েকটি কৃষ্ণ তেউড়ীর পর্য্যায়। কৃষ্ণ তেউড়ী শ্বেত তেউড়ী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ, কিন্তু ইহা তীক্ষ্ণ বিরেচক এবং মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা ও ভ্রান্তিনাশক এবং কণ্ঠের উৎকর্ষকারক।

লঘুদন্তী বৃহদ্দন্তী চ

লঘুদন্তী বিশল্যা চ স্যাদুদুম্বরপর্ণ্যাপি। তথৈরণ্ডফলা শীঘ্রা শ্যেনঘণ্টা ঘুণপ্রিয়া।। বারাহাঙ্গী চ কথিতা নিকুম্ভশ্চ মকূলকঃ। দ্রবন্তী সম্বরী চিত্রা প্রত্যক্‌পর্ণ্যর্কপর্ণ্যপি।। বৃষোপচিত্রা ন্যগ্রোধী প্রত্যক্‌শ্রেণ্যাখুপর্ণ্যপি। দন্তীদ্বয়ং সরং পাকে রসে চ কটু দীপনম্।। গুদাঙ্কুরাশ্মশূলার্শঃ-কণ্ডূকুষ্ঠবিদাহনুৎ। তীক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাস্র-কফশোথোদরক্রিমীন্। ক্ষুদ্রদন্তীফলন্তু স্যান্মধুরং রসপাকয়োঃ। শীতলং সৃষ্টবিণ্মূত্র-গরশোথকফাপহম্।।

দন্তী দুইপ্রকার। তন্মধ্যে যাহার পত্র উড়ুম্বরপত্রসদৃশ, তাহাকে লঘুদন্তী এবং যাহার পত্র এরণ্ডপত্রসদৃশ, তাহাকে বৃহদ্দন্তী বলে। বিশল্যা, উদুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ ও মকূলক, এইগুলি লঘুদন্তীর পর্য্যায়। দ্রবন্তী, সম্বরী, চিত্রা, প্রত্যকপর্ণী, অর্কপর্ণী, বৃষা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধী, প্রত্যকশ্রেণী ও আখুপর্ণী এই কয়েকটি বৃহদ্দন্তীর পর্য্যায়।
দন্তীদ্বয় সারক, কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নির দীপক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা অর্শোবলি, অশ্মরী, শূল, অর্শ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, শোথ, উদর ও ক্রিমিবিনাশক। লঘুদন্তীর ফল মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, মলমূত্রনিঃসারক এবং গরদোষ, শোথ ও কফনাশক।

জয়পালঃ

জয়পালো দন্তীবীজং বিখ্যাতং তিন্তিড়ীফলম্। জয়পালো গুরুঃ স্নিগ্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ।

জয়পাল, দন্তীবীজ ও তিন্তিড়ীফল, এই কয়েকটি জয়পালের পর্য্যায়। জয়পাল গুরু, স্নিগ্ধ, রেচক এবং পিত্ত ও কফনাশক।

ঐন্দ্রীন্দ্রবারুণী চিত্রা গবাক্ষী চ গবাদনী। বারুণী চাপরাপ্যুক্তা সা বিশালা মহাফলা। শ্বেতপুষ্পা মৃগাক্ষী চ মৃগৈর্ব্বারুমৃগাদনী।। গবাদনীদ্বয়ং তিক্তং পাকে কটু সরং লঘু। বীর্য্যোষ্ণং কামলাপিত্ত-কফপ্লীহোদরাপহম্।। শ্বাসকাসাপহং কুষ্ঠগুল্মগ্রন্থিব্রণপ্রণুৎ। প্রমেহমূঢ়গর্ভাম-গণ্ডাময়বিষাপহম্।।

রাখালশসা : ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী, গবাদনী ও বারুণী, এইগুলি রাখালশসার পর্য্যায়। আর-একপ্রকার রাখালশসা আছে, তাহার নাম বিশালা, মহাফলা, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাক্ষী, মৃগৈর্ব্বারু ও মৃগাদনী। ঐ দ্বিবিধ ইন্দ্রবারুণীই তিক্তরস, কটুবিপাক, সারক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ, প্রমেহ, মূঢ়গর্ভ, আমদোষ, গলগণ্ড ও বিষনাশক।

নীলী

নীলী তু নীলিনী তূণী কালা দোলা চ নীলিকা। রঞ্জনী শ্রীফলী তুচ্ছা গ্রামীণা মধুপর্ণিকা।। ক্লীতকা কালকেশী চ নীলপুষ্পা চ সা স্মৃতা। নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা।। উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহ-বাতরক্তকফানিলান্। আমবাতমুদাবর্ত্তং মদঞ্চ বিসমুদ্ধতম্।।

নীল : নীলী, নীলিনী, তূণী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা, এই কয়েকটি নীলের পর্য্যায়। নীলী রেচক, তিক্তরস, কেশের হিতকারক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা মোহ, ভ্রম, উদর, প্লীহা, বাতরক্ত, কফ, বায়ু, আমবাত, উদাবর্ত্ত, মদরোগ ও উদ্ধত বিষনাশক।

শরপুঙ্খঃ

শরপুঙ্খঃ প্লীহশত্রুর্নীলীবৃক্ষাকৃতিশ্চ সঃ। শরপুঙ্খো যকৃৎপ্লীহ-গুল্মব্রণবিষাপহঃ। তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্র-শ্বাসজ্বরহরো লঘুঃ।।

প্লীহশত্রু শরপুঙ্খার নামান্তর। ইহার আকৃতি নীলীবৃক্ষসদৃশ। শরপুঙ্খ তিক্ত-কষায়রস, লঘু এবং ইহা যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, রক্তদোষ, শ্বাস ও জ্বরনাশক।

যবাসো দুরালভা চ

যাসো যবাসো দুঃস্পর্শো ধন্বযাসঃ কুনাশকঃ। দুরালভা দুরালম্ভা সমুদ্রান্তা চ রোদনী। গান্ধারী কচ্ছুরানন্তা কষায়া দুরভিগ্রহা।। যাসঃ স্বাদুঃ সরস্তিক্তস্তুবরঃ শীতলো লঘুঃ। কফমেদোমদভ্রান্তি-পিত্তাসৃক্‌কুষ্ঠকাসজিৎ।। তৃষ্ণাবিসর্পবাতাস্র-বমিজ্বরহরঃ স্মৃতঃ। যবাসস্য গুণৈস্তুল্যা বুধৈরুক্তা দুরালভা।।

যবাস ও দুরালভা : যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, ধন্বযাস, কুনাশক, এইগুলি যাসের এবং দুরালভা, দুরালম্ভা, সমুদ্রান্তা, রোদনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, কষায়া ও দুরভিগ্রাহা, এই কয়েকটি দুরালভার নামান্তর। যাস মধুর-তিক্ত-কষায়রস, সারক, শীতবীর্য্য, লঘু এবং ইহা কফ, মেদ, মত্ততা, ভ্রান্তি, পিত্ত, রক্ত, কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও জ্বরনাশক। দুরালভাও যবাস-তুল্য গুণযুক্ত।

মুণ্ডী মহামুণ্ডী চ

মুণ্ডী ভিক্ষুরপি প্রোক্তা শ্রাবণী চ তপোধনা। শ্রবণাহ্বা মুণ্ডিতিকা তথা শ্রবণশীর্ষকা।। মহাশ্রাবণিকান্যা তু সা স্মৃতা ভূকদম্বিকা। কদম্বপুষ্পিকা চ স্যাদব্যথাতিতপস্বিনী।। মুণ্ডিতিকা কটুঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণা মধুরা লঘুঃ। মেধ্যা গণ্ডাপচীকৃচ্ছ্র-ক্রিমিযোন্যর্ত্তিপাণ্ডুনুৎ।। শ্লীপদারুচ্যপস্মার-প্লীহমেদোগুদার্ত্তিহৃৎ। মহামুণ্ডী চ তত্তুল্যা গুণৈরুক্তা মহর্ষিভিঃ।।

মুণ্ডিরী ও ভূঁইকদম্ব : মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডিতিকা ও শ্রবণশীর্ষকা, এই কয়েকটি মুণ্ডিরীর পর্য্যায়। মহাশ্রাবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্বপুষ্পিকা, অব্যথা ও অতিতপস্বিনী এইগুলি ভূঁইকদম্বের পর্য্যায়। মুণ্ডিতিকা কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, লঘু, মেধাজনক এবং ইহা গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, মেদ ও গুহ্যস্থ ব্যাধিবিনাশক। মহামুণ্ডীও মুণ্ডীর ন্যায়গুণযুক্ত বলিয়া মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

অপামার্গঃ

অপামার্গস্তু শিখরী হ্যধঃশল্যো ময়ূরকঃ। মর্কটী দুর্গ্রহা চাপি কিণিহ্বা খরমঞ্জরী।। অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপনস্তিক্তকঃ কটুঃ। পাচনো রোচনশ্ছর্দ্দি-কফমেদোহনিলাপহঃ। নিহন্তি হৃদ্রুজাধ্মার্শঃ-কণ্ডূশূলোদরাপচীঃ।।

আপাং : অপামার্গ, শিখরী, অধঃশল্য, ময়ূরক, মর্কটী, দুর্গ্রহা, কিণিহী ও খরমঞ্জরী, এই কয়েকটি আপাঙের পর্য্যায়। অপামার্গ সারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নির দীপক, তিক্ত-কটু রস, পাচক, রুচিকারক এবং ইহা বমি, কফ, মেদ, বায়ু, হৃদ্রোগ, আধ্মান, অর্শ, কণ্ডু, শূল, উদর ও অপচীবিনাশক।

রক্তাপামার্গঃ

রক্তোহন্যো বশিরো বৃত্তফলো ধামার্গবোহপি চ। প্রত্যক্‌পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্পলী।। অপামার্গস্তু রক্তো বাতবিষ্টম্ভী কফবৃদ্ধিমঃ। রুক্ষঃ পূর্ব্বগুণৈর্ন্যূনঃ কথিতো গুণবেদিভিঃ।। অপামার্গফলং স্বাদু রসে পাকে চ দুর্জ্জরম্। বিষ্টম্ভি বাতলং রুক্ষং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্।।

লাল আপাং : বশির, বৃত্তফল, ধামার্গব, প্রত্যক্‌পর্ণী, কেশপর্ণী ও কপিপিপ্পলী, এই কয়েকটি রক্ত

অপামার্গের পর্য্যায়। রক্ত অপামার্গ বায়ুর বিষ্টম্ভকারক, কফকর, শীতবীর্য্য ও রুক্ষ। ইহা শ্বেত অপামার্গ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণযুক্ত।

আপাংবীজ মধুররস, মধুরবিপাক, দুষ্পাচ্য, বিষ্টম্ভী, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ এবং ইহা রক্তপিত্তপ্রসাদক।

কোকিলাক্ষঃ

কোকিলাক্ষস্তু কাকেক্ষুরিক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ ক্ষুরঃ। ভিক্ষুঃ কাণ্ডেক্ষুরপ্যুক্ত ইক্ষুগন্ধেক্ষুবালিকা।। ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যঃ স্বাদম্লপিত্তলস্তথা। তিক্তো বাতামশোথাশ্ম-তৃষ্ণারুচ্যনিলাস্রজিৎ।।

কুলেখাড়া : কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা, এই কয়েকটি কোকিলাক্ষের পর্য্যায়। কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া) শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, মধুর-অম্ল-তিক্তরস, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা আমবাত, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, অরুচি ও বাতরক্তনাশক।

অস্থিসংহারঃ

গ্রন্থিমানস্থিসংহারী বজ্রাঙ্গী বাস্থিশৃঙ্খলা। অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোঽস্থিযুক্।। উষ্ণঃ সরঃ ক্রিমিঘ্নশ্চ দুর্নামঘ্নোঽক্ষিরোগজিৎ। রুক্ষঃ স্বাদুর্লঘুর্বৃষ্যঃ পাচনঃ পিত্তলঃ স্মৃতঃ।। কাণ্ডং ত্বগ্‌বিরহিতমস্থি-শৃঙ্খলায়ামাষার্দ্ধং দ্বিদলমকঞ্চুকং তদর্দ্ধম্। সম্পিষ্টং তদনু ততস্তিলস্য তৈলে সম্পক্কং বটকমতীব বাতহারি।।

হাড়ভাঙ্গা : গ্রন্থিমান্, অস্থিসংহারী, বজ্রাঙ্গী, অস্থিশৃঙ্খলা ও অস্থিসংহারক এইগুলি হাড়ভাঙ্গার পর্য্যায়। ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, ভগ্ন অস্থির সংযোজক, উষ্ণবীর্য্য, সারক, ক্রিমিঘ্ন, অর্শনাশক, চক্ষুরোগে উপকারক, রুক্ষ, স্বাদু, লঘু, শুক্রকারক, পাচক ও পিত্তজনক। ইহার ত্বক ফেলিয়া কাণ্ডের চূর্ণ অর্দ্ধ মাষা ও তুষরহিত দাইল সিকি মাষা একত্র পেষণ করিয়া তিলতৈলে পাক করত বটক প্রস্তুত করিবে। এই বটক অতিশয় বাতনাশক।

গন্ধপ্রসারণী

প্রসারণী রাজবলা ভদ্রপর্ণী প্রতাপনী। সরণী সারণী ভদ্রা বলা চাপি কটম্ভরা।। প্রসারণী গুরুর্বৃষ্যা বলসন্ধানকৃৎ সরা। বীর্য্যোষ্ণা বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্তকফপহা।।

গন্ধভাদুলে: প্রসারণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতাপনী, সরণী, সারণী, ভদ্রা, বলা ও কটম্ভরা, এই কয়েকটি গন্ধভাদুলের পর্য্যায়। গন্ধভাদুলে গুরু, শুক্রজনক, বলকারক, ভগ্ন-সংযোজক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতঘ্ন, তিক্তরস এবং ইহা বাতরক্ত ও কফনাশক।

শারিবাদ্বয়ম্

কৃষ্ণশারিবা : কৃষ্ণা তু শারিবা শ্যামা গোপী গোপবধূশ্চ সা।। ইয়ং জম্বুকবৎপত্রা সুগন্ধা কলঘণ্টিকেতি প্রসিদ্ধা।

শুক্লশারিবা : ধবলা শারিবা গোপা গোপকন্যা কৃশোদরী। স্ফোটা শ্যামা গোপবল্লী লতাস্ফোতা চ চন্দনা।। ইয়মপি জম্বুকবৎপত্রা দুগ্ধগর্ভা ব্রততির্ভবতি। শ্যামাপদেন কৃষ্ণা শ্বেতাপি শারিবা কথ্যতে, শাশ্বতেন শারিবামাত্রে সারিবাপদস্য প্রযুক্তত্বাৎ। তদ্‌যথা—শারিবায়াং নিশি শ্যামা শ্যামৌ চ হরিতাসিতাবিতি। শারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু। অগ্নিমান্দ্যরুচিশ্বাস-কাসামবিষনাশনম্।। দোষত্রয়াস্রপ্রদর-জ্বরাতীসারনাশনম্। স্বেদনং মূত্রকৃদ্ বল্যং পরং বৃষ্যং রসায়নম্।। ঔপদংশিকরোগঘ্নং সর্ব্বচর্ম্মবিকারনুৎ। আমবাতং বাতরক্তং সূতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ।।

শ্যামালতা ও অনন্তমূল : শারিবা দুইপ্রকার, কৃষ্ণ ও শ্বেত। এই উভয়বিধ শরিবার সাধারণ নাম

শ্যামা। তন্মধ্যে কৃষ্ণশারিবার পত্র জামপত্রের ন্যায়, ইহা সুগন্ধি এবং কলঘণ্টিকা নামে প্রসিদ্ধ। শ্যামা, গোপী ও গোপবধূ ইহার পর্য্যায়।

শ্বেতশারিবার পত্রও জামপত্রের ন্যায়। এই লতার অভ্যন্তরে দুগ্ধের ন্যায় পদার্থবিশেষ থাকে। ইহার পর্য্যায় গোপা, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোটা, শ্যামা, গোপবল্লী, লতাস্ফোতা ও চন্দনা।

শারিবাদ্বয় স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, ত্রিদোষনাশক, ঘর্ম্মকারক, মূত্রকর, বলবর্দ্ধক, অত্যন্ত বৃষ্য ও রসায়ন। অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমজ রোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতিসার, ঔপদংশিক বিষজাত বিবিধ বিকার, সকলপ্রকার চর্ম্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত ও অবিধি পারদ-সেবনজাত রোগসমস্ত ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়।

কুমারী গৃহকন্যা চ কন্যা ঘৃতকুমারিকা। কুমারী ভেদিনী শীতা তিক্তা নেত্র্যা রসায়নী।। মধুরা বৃংহণী বল্যা বৃষ্যা বাতবিষপ্রণুৎ। গুল্মপ্লীহযকৃদ্‌বৃদ্ধি-কফজ্বরহরী হরেৎ। গ্রন্থ্যগ্নিদগ্ধবিস্ফোট-পিত্তরক্তত্বগাময়ান্।।

কুমারী, গৃহকন্যা, কন্যা ও ঘৃতকুমারিকা, এই কয়েকটি ঘৃতকুমারীর নামান্তর। ঘৃতকুমারী ভেদক, শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুররস, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, পুষ্টিজনক, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, বিষ, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎবৃদ্ধি, কফ, জ্বর, গ্রন্থি, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, রক্তপিত্ত ও চর্ম্মরোগনাশক।

শ্বেত পুনর্নবা

পুনর্নবা শ্বেতমূলা শোথঘ্নী দীর্ঘপত্রিকা। কটুঃ কষায়ানুরস পাণ্ডুহৃদ্ দীপনী পরা। শোফানিলগরশ্লেষ্মহরী ব্রণোদরপ্রণুৎ।।

পুনর্নবা, শ্বেতমূলা, শোথঘ্নী ও দীর্ঘপত্রিকা, এই কয়েকটি শ্বেত পুনর্নবার নামান্তর। শ্বেত পুনর্নবা কটুরস, কষায়ানুরস, পাণ্ডুরোগঘ্ন, অগ্নির অত্যন্ত দীপক এবং ইহা শোথ, বায়ু, গরদোষ, কফ, ব্রণ ও উদররোগনাশক।

রক্তপুনর্নবা

পুনর্নবাপরা রক্তা রক্তপুষ্পা শিলাটিকা। শোথঘ্নী ক্ষুদ্রবর্ষাভূর্বৃষকেতুঃ কঠিল্লকঃ।। পুনর্নবারুণা তিক্তা কটুপাকা হিমা লঘুঃ। বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্ম-পিত্তরক্তবিনাশিনী।।

অপর একপ্রকার পুনর্নবা আছে, তাহা রক্তবর্ণ। রক্তপুষ্পা, শিলাটিকা, শোথঘ্নী, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বৃষকেতু ও কঠিল্লক, এই কয়েকটি রক্তপুনর্নবার পর্য্যায়। রক্তপুনর্নবা তিক্তরস, কটুবিপাক, শীতবীর্য্য, লঘু, বায়ুবর্দ্ধক, ধারক এবং ইহা কফ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টিবিনাশক।

ভৃঙ্গরাজো ভৃঙ্গরজো মার্কবো ভৃঙ্গ এব চ। অঙ্গারকঃ কেশরাজো ভৃঙ্গারঃ কেশরঞ্জনঃ।। ভৃঙ্গারঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতনুৎ। কেশ্যস্ত্বচ্যঃ ক্রিমিশ্বাস-কাসশোথামপাণ্ডুনুৎ। দন্ত্যো রসায়নো বল্যঃ কুষ্ঠনেত্র-শিরোহর্ত্তিনুৎ।।

ভীমরাজ: ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গার ও কেশরঞ্জন, এই কয়েকটি ভীমরাজের পর্য্যায়। ভীমরাজ কটুরস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কেশের ও ত্বকের হিতকারক, রসায়ন, বলকারক, দন্তের দৃঢ়তাসম্পাদক এবং ইহা ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আমদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও বাতশ্লেষ্মার নাশক।

শণপুষ্পী স্মৃতা ঘণ্টা শণপুষ্পসমাকৃতিঃ। শণপুষ্পী কটুস্তিক্তা বামিনী কফপিত্তজিৎ।।

শণপুষ্পীর অপর নাম ঘণ্টা, ইহার আকৃতি শণপুষ্পের ন্যায়। শণপুষ্পী কটু-তিক্তরস, বমনকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

ত্রায়মাণা

বলভদ্রা ত্রায়মাণা ত্রায়ন্তী গিরিজানুজা। ত্রায়ন্তী তুবরা তিক্তা সরা পিত্তকফাপহা। জ্বরহৃদ্রোগগুল্মার্শোভ্রম-শূলবিষপ্রণুৎ।।

বলাডুমুর : বলভদ্রা, ত্রায়মাণা, ত্রায়ন্তী, গিরিজা ও অনুজা, এই কয়েকটি বলাডুমুরের পর্য্যায়। ত্রায়মাণা কষায়-তিক্তরস, সারক এবং ইহা পিত্ত, কফ, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শ, ভ্রম, শূল ও বিষপ্রশমক।

মূর্ব্বা

মূর্ব্বা মধুরসা দেবী মোরটা তেজনী স্রুবা। মধুলিকা মধুশ্রেণী গোকর্ণী পীলুপর্ণ্যপি।। মূর্ব্বা সরা গুরুঃ স্বাদুস্তিক্তা পিত্তাস্রমেহনুৎ। ত্রিদোষতৃষ্ণাহৃদ্রোগ-কণ্ডূকুষ্ঠজ্বরাপহা।।

মূর্ব্বা : মূর্ব্বা, মধুরসা, দেবী, মোরটা, তেজনী, স্রুবা, মধুলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী এই কয়েকটি মূর্ব্বার পর্য্যায়। মূর্ব্বা সারক, গুরু, মধুর-তিক্তরস এবং ইহা পিত্ত, রক্ত, প্রমেহ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, কণ্ডূ, কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক।

কাকমাচী

কাকমাচী ধ্বাঙ্ক্ষমাচী কাকাহ্বা চৈব বায়সী। কাকমাচী ত্রিদোষঘ্নী স্নিগ্ধোষ্ণা স্বরশুক্রদা।। তিক্তা রসায়নী শোথ-কুষ্ঠার্শোজ্বরমেহজিৎ। কটুর্নেত্রহিতা হিক্কা চ্ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশিনী।।

কাকমাচী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, কাকাহ্বা ও বায়সী, এই কয়েকটি কাকমাচীর পর্য্যায়। কাকমাচী ত্রিদোষনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, তিক্ত-কটুরস, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর এবং ইহা শোথ, কুষ্ঠ, অর্শ, জ্বর, প্রমেহ, হিক্কা, বমি ও হৃদ্রোগনাশক।

কাকনাসা

কাকনাসা তু কাকাঙ্গী কাকতুণ্ডফলা চ সা। কাকনাসা কষায়োষ্ণা কটুকা রসপাকয়োঃ। কফঘ্নী বামনী তিক্তা শোথার্শঃশ্বিত্রকুষ্ঠহৃৎ।।

কাকঠুঁটী : কাকনাসা, কাকাঙ্গী ও কাকতুণ্ডফলা, এই কয়েকটি কাকঠুঁটীর পর্য্যায়। কাকনাসা কষায়-তিক্ত-কটু রস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, কফনাশক, বমনকারক এবং ইহা শোথ, অর্শ, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগনাশক।

কাকজঙ্ঘা নদীকান্তা কাকতিক্তা সুলোমশা। পারাবতপদী দাসী কাকা চাপি প্রকীর্ত্তিতা।। কাকজঙ্ঘা হিমা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ। নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্র-ব্রণকণ্ডূবিষক্রিমীন্।।

কেউয়াঠেঙ্গা : কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও কাকা, এই কয়েকটি কাকজঙ্ঘার পর্য্যায়। কাকজঙ্ঘা শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়রস এবং ইহা কফ, পিক্ত, জ্বর, রক্তপিত্ত, ব্রণ, কণ্ডূ, বিষ ও ক্রিমিনাশক।

নাগপুষ্পী

নাগপুষ্পী শ্বেতপুষ্পা নাগিনী রামদূতিকা। নাগিনী রোচনী তিক্তা তীক্ষ্ণোষ্ণা কফপিত্তনুৎ। বিনিহন্তি বিষং শূলং যোনিদোষবমিক্রিমীন্।।

নাগপুষ্পী : নাগপুষ্পী, শ্বেতপুষ্পা, নাগিনী ও রামদূতিকা, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। নাগপুষ্পী রুচিকারক, তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, শূল, যোনিদোষ, বমি ও ক্রিমিনাশক।

মেষশৃঙ্গী বিষাণী স্যান্মেষবল্ল্যজশৃঙ্গিকা। মেষশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা শ্বাসকাসহৃৎ। রুক্ষা পাকে কটুঃ কুষ্ঠব্রণশ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ। মেষশৃঙ্গীফলং তিক্তং কুষ্ঠমেহকফপ্রণুৎ। দীপনং স্রংসনং কাস-ক্রিমিব্রণবিষাপহম্।।

মেড়াশৃঙ্গী : মেষশৃঙ্গী, বিষাণী, মেষবল্লী ও অজশৃঙ্গিকা, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। মেষশৃঙ্গী তিক্তরস, বায়ুবর্দ্ধক, রুক্ষ, কটুবিপাক এবং ইহা শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ ও অক্ষিশূলনাশক। মেষশৃঙ্গীর ফল তিক্তরস, অগ্নির দীপক, স্রংসনগুণযুক্ত এবং ইহা কুষ্ঠ, প্রমেহ, কফ, কাস, ক্রিমি, ব্রণ ও বিষদোষনাশক।

হংসপদী

হংসপাদী হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা। হংসপাদী গুরুঃ শীতা হন্তি রক্তবিষব্রণান্। বিসর্পদাহাতিসার-লূতাভূতাগ্নিরোহিণীঃ।

গোয়ালেলতা : হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা ও ত্রিপাদিকা, ইহারা একার্থবাচক শব্দ। হংসপদী গুরু, শীতবীর্য্য এবং রক্তদোষ, বিষ, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতিসার, লূতাবিষ, ভূতাবেশ ও অগ্নিরোহিণী রোগবিনাশক।

সোমলতা

সোমবল্লী সোমলতা সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া। সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী।।

সোমবল্লী, সোমলতা, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া, এই কয়েকটি সোমলতার নাম। সোমলতা ত্রিদোষনাশক, কটু-তিক্তরস এবং রসায়ন।

আকাশবল্লী

আকাশবল্লী তু বুধৈঃ কথিতামরবল্লরী। খবল্লী গ্রাহিণী তিক্তা পিচ্ছিলাক্ষ্যাময়াপহা। তুবরাগ্নিকরী হৃদ্যাপিত্ত-শ্লেষ্মামনাশিনী।।

আলোকলতা : আকাশবল্লীকে পণ্ডিতগণ অমরবল্লরীও বলিয়া থাকেন। আকাশবল্লী (আলোকলতা) ধারক, তিক্ত-কষায়রস, পিচ্ছিল, অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদ্য, নেত্ররোগঘ্ন এবং পিত্ত কফ ও আমনাশক।

পাতালগরুড়ী

ছিলিহিণ্টো মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ। ছিলিহিণ্টঃ পরং বৃষ্যঃ কফঘ্নঃ পবনাপহঃ।।

পাতালগরুড়ী : ছিলিহিণ্ট, মহামূল ও পাতালগরুড়, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। পাতালগরুড়ী অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

বন্দা

বন্দা বৃক্ষাদনী বৃক্ষ-ভক্ষ্যা বৃক্ষরুহাপি চ। বন্দাকঃ স্যাদ্ধিমস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো রসে। মাঙ্গল্যঃ কফবাতাস্র-রক্ষোব্রণবিষাপহঃ।।

বাঁদরা : বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষভক্ষ্যা ও বৃক্ষরুহা, এই কয়েকটি বন্দার পর্য্যায়। বন্দাক (বাঁদরা) শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়-মধুররস, মঙ্গলকর, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তদোষ, ব্রণ ও বিষদোষনাশক।

বটপত্রী

বটপত্রী তু কথিতা মোহিন্যৈরাবতী বুধৈঃ। বটপত্রী কষায়োষ্ণা যোনিমূত্রগদাপহা।।

বড় পাথরকুচি : বটপত্রীকে পণ্ডিতগণ মোহিনী এবং ঐরাবতী বলিয়া থাকেন। ইহা পাষাণভেদীবিশেষ। বটপত্রী কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং যোনিব্যাপৎ ও মূত্ররোগনাশক।

হিঙ্গুপত্রী তু কবরী পৃথ্বীকা পৃথুকা পৃথুঃ। হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা পাচনী কটুঃ।। হৃদ্‌বস্তিরুগ্‌বিবন্ধার্শঃ-শ্লেষ্মগুল্মানিলাপহা।।

হিঙ্গুপত্রী, কবরী, পৃথ্বীকা, পৃথুকা ও পৃথু, এই কয়েকটি রাঁধুনীর নাম। হিঙ্গুপত্রী (রাঁধুনী) রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক, কটুরস এবং ইহা হৃদ্রোগ, বস্তিগত রোগ, বিবন্ধ, অর্শ, কফ, গুল্ম ও বায়ুনাশক। (ইহার পত্র হিঙ্গুর পত্রসদৃশ)।

বংশপত্রী

বংশপত্রী বেণুপত্রী পিণ্ডা হিঙ্গুঃ শিবাটিকা। হিঙ্গুপত্রী গুণৈস্তুল্যা বংশপত্রী চ কীর্ত্তিতা।।

বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিণ্ডা, হিঙ্গু ও শিবাটিকা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। বংশপত্রী হিঙ্গুপত্রীর তুল্য গুণদায়ক।

মৎস্যাক্ষী

মৎস্যাক্ষী বাহ্লিকা মৎস্যগন্ধা মৎস্যাদনীতি চ। মৎস্যাক্ষী গ্রাহিণী শীতা কুষ্ঠপিত্তকফাস্রজিৎ। লঘুস্তিক্তা কষায়া চ স্বাদ্বী কটুবিপাকিনী।।

মৎস্যাক্ষী, বাহ্লিকা, মৎস্যগন্ধা ও মৎস্যাদনী, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। মৎস্যাক্ষী মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুররস, কটুবিপাক এবং ইহা কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক।

সর্পাক্ষী

সর্পাক্ষী স্যাৎ তু গণ্ডালী তথা নাড়ীকপালকঃ। সর্পাক্ষী কটুকা তিক্তা সোষ্ণা ক্রিমিনিকৃন্তনী। বৃশ্চিকোন্দুরসর্পাণাং বিষঘ্নী ব্রণরোপিণী।।

গন্ধনাকুলী : সর্পাক্ষী, গণ্ডালী ও নাড়ীকপালক, এই কয়েকটি সর্পাক্ষীর পর্য্যায়। সর্পাক্ষী (গন্ধনাকুলী) কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণরোপক, ক্রিমিঘ্ন এবং ইহা বৃশ্চিক, ইন্দুর ও সর্পের বিষনাশক।

শঙ্খপুষ্পী

শঙ্খপুষ্পী তু শঙ্খাহ্বা মাঙ্গল্যকুসুমাপি চ। শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যায়ুষ্যা মানসরোগহৃৎ।। রসায়নী কষায়োষ্ণা স্মৃতিকান্তিবলাগ্নিদা। দোষাপস্মারভূতাশ্রী-কুষ্ঠক্রিমিবিষপ্রণুৎ।।

শঙ্খাহুলী : শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খাহ্বা ও মাঙ্গল্যকুসুমা, এই কয়েকটি শঙ্খাহুলীর পর্য্যায়। শঙ্খপুষ্পী সারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, রসায়ন, কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, স্মৃতিজনক, কান্তিবর্দ্ধক, বলপ্রদায়ক, অগ্নির দীপক এবং ইহা মানসিক ব্যাধি, ত্রিদোষ, অপস্মার, ভূতদোষ, অলক্ষ্মী, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষনাশক।

অর্কপুষ্পী ক্রূরকর্ম্মা পয়স্যা জলকামুকা। অর্কপুষ্পী ক্রিমিশ্লেষ্ম-মেহচিত্তবিকারজিৎ।।

অর্কপুষ্পী, ক্রূরকর্ম্মা, পয়স্যা ও জলকামুকা, এই কয়েকটি অর্কপুষ্পীর পর্য্যায়। অর্কপুষ্পী ক্রিমি, কফ, মেহ ও মনোবিকারনাশক।

লজ্জালুঃ

লজ্জালুঃ স্যাচ্ছমীপত্রা সমঙ্গাঞ্জলিকারিকা। রক্তপাদী নমস্কারী নাম্না খদিরিকেত্যপি।। লজ্জালুঃ শীতলা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ। রক্তপিত্তমতীসারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ।।

লজ্জাবতী লতা : লজ্জালু, শমীপত্রা, সমঙ্গা, অঞ্জলিকারিকা, রক্তপাদী, নমস্কারী ও খদিরিকা, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। লজ্জালু শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার ও যোনিরোগনাশক।

অলম্বুষা

অলম্বুষা খরত্বক্ চ তথা মেদোগলা স্মৃতা। অলম্বুষা লঘুঃ স্বাদুঃ ক্রিমিপিত্তকফাপহা।।

ফুলশোলা : অলম্বুষা, খরত্বক ও মেদোগলা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। অলম্বুষা লঘু, মধুররস এবং ইহা ক্রিমি, কফ ও পিত্তনাশক।

দুগ্ধিকা স্বাদুপর্ণী স্যাৎ ক্ষীরা বিক্ষীরিণী তথা। দুগ্ধিকোষ্ণা গুরুরুক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী।। স্বাদুক্ষীরা কটুস্তিক্তা সৃষ্টমূত্রমলাপহা। স্বাদুর্বিষ্টম্ভিনী বৃষ্যা কফকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ।।

ক্ষীরুই : দুগ্ধিকা, স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরা ও বিক্ষীরিণী, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। দুগ্ধিকা উষ্ণবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, গর্ভজনক, স্বাদুক্ষীর, কটু-তিক্ত-মধুররস, মলমূত্র-সংগ্রাহক, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমিনাশক।

ভূম্যামলকিকা প্রোক্তা শিবা তামলকীতি চ। বহুপত্রা বহুফলা বহুবীর্য্যাহজটাপি চ।। ভূধাত্রী বাতকৃৎ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা। পিপাসাকাসপিত্তাস্র-কফকণ্ডুক্ষতাপহা।।

ভুঁই আমলা : ভূম্যামলকিকা, শিবা, তামলকী, বহুপত্রা, বহুফলা, বহুবীর্য্যা ও অজটা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। ভুঁই আমলা বায়ুবর্দ্ধক, তিক্ত-কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য এবং ইহা পিপাসা, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ডু ও ক্ষতনাশক।

ব্রাহ্মী মণ্ডূকপর্ণী চ

ব্রাহ্মী কপোতবঙ্কা চ সোমবল্লী সরস্বতী। মণ্ডূকপর্ণী মণ্ডূকী ত্বষ্ট্রী দিব্যা মহৌষধী।। ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘুর্মেধ্যা চ শীতলা। কষায়া মধুরা স্বাদু-পাকায়ুষ্যা রসায়নী।। স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহাস্রকাসজিৎ। বিষশোথজ্বরহরী তদ্বন্মণ্ডূকপর্ণিনী।।

ব্রাহ্মী ও থুলকুড়ি : ব্রাহ্মী, কপোতবঙ্কা, সোমবল্লী ও সরস্বতী এই কয়েকটি ব্রাহ্মীর পর্য্যায়। আর মণ্ডূকপর্ণী, মণ্ডূক, ত্বষ্ট্রী, দিব্যা ও মহৌষধী, এই কয়েকটি মণ্ডূকপর্ণীর নামান্তর। ব্রাহ্মী শীতবীর্য্য, সারক, তিক্ত-কষায়-মধুর রস, মেধাজনক, স্পর্শে শীতল, মধুরবিপাক, আয়ুষ্কর, রসায়ন, স্বরবর্দ্ধক,

স্মৃতিপ্রদ এবং কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, কাস, বিষ, শোথ ও জ্বরনাশক। মণ্ডূকপর্ণীও ব্রাহ্মীর ন্যায় গুণকারক।

দ্রোণা চ দ্রোণপুষ্পী চ ফলেপুষ্পা চ কীর্ত্তিতা। দ্রোণপুষ্পী গুরুঃ স্বাদু রুক্ষোষ্ণা বাতপিত্তকৃৎ।। সতীক্ষ্ণলবণা স্বাদু-পাকা কট্বী চ ভেদিনী। কফামকামলাশোথ-তমকশ্বাসজন্তুজিৎ।।

ঘলঘসিয়া : দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী ও ফলেপুষ্পা, এই কয়েকটি ঘলঘসিয়ার পর্য্যায়। দ্রোণপুষ্পী গুরু, লবণ-মধুর-কটুরস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, তীক্ষ্ণ, মধুরবিপাক, ভেদক এবং কফ, আমদোষ, কামলা, শোথ, তমকশ্বাস ও ক্রিমিনাশক।

সুবর্চ্চলা সূর্য্যভক্তা বরদা বদরাপি চ। সূর্য্যাবর্ত্তা রবিপ্রীতাহ্পরা ব্রহ্মসুদুর্লভা।। সুবর্চ্চলা হিমা রুক্ষা স্বাদুপাকা সরা গুরুঃ। অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভকফবাতজিৎ।। অন্যাতিক্তা কষায়োষ্ণা সরা রুক্ষা লঘুঃ কটুঃ। নিহন্তি কফপিত্তাস্র-শ্বাসকাসারুচিজ্বরান্। বিস্ফোটকুষ্ঠমেহাস্র-যোনিরুক্‌ক্রিমিপাণ্ডুতাঃ।।

হুড়হুড়ে : সুবর্চ্চলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা, সূর্য্যাবর্ত্তা ও রবিপ্রীতা, এই কয়েকটি প্রথমপ্রকার হুড়হুড়ের পর্য্যায়। ইহা শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মধুরবিপাক, সারক, গুরু, সক্ষার-কটুরস, বিষ্টম্ভী এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহা পিত্তকর নহে। দ্বিতীয়প্রকার হুড়হুড়ের পর্য্যায় ব্রহ্মসুদুর্লভা। ইহা তিক্ত-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, মেহ, রক্তদোষ, যোনিব্যাপৎ, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগনাশক।

বন্ধ্যাকর্কোটকী

বন্ধ্যাকর্কোটকী দেবী কন্যা যোগেশ্বরীতি চ। নাগারির্নক্রদমনী বিষকণ্টকিনী তথা।। বন্ধ্যাকর্কোটকী লঘ্বী কফনুদ্ ব্রণশোধিনী। সর্পদর্পহরী তীক্ষ্ণা বিসর্পবিষহারিণী।।

তিৎকাঁকরোল : বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী, কন্যা, যোগেশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী ও বিষকণ্টকিনী, এই কয়েকটি তিৎকাঁকরোলের পর্য্যায়। বন্ধ্যাকর্কোটকী লঘু, ব্রণশোধক, তীক্ষ্ণ এবং কফ, সর্পদর্প, বিসর্প ও বিষনাশক।

মার্কণ্ডিকা ভূমিবল্লী মার্কণ্ডী মৃদুরেচনী। মার্কণ্ডিকা কুষ্ঠহরী ঊর্দ্ধাধঃকায়শোধিনী। বিষদুর্গন্ধকাসঘ্নী গুল্মোদরবিনাশিনী।।

কাঁকরোল : মার্কণ্ডিকা, ভূমিবল্লী, মার্কণ্ডী ও মৃদুরেচনী, এই কয়েকটি মার্কণ্ডিকার পর্য্যায়। মার্কণ্ডিকা বমন-বিরেচন ক্রিয়া দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃকায় শোধন করে। ইহা কুষ্ঠ, বিষ, দুর্গন্ধ, কাস, গুল্ম ও উদররোগ-নাশক।

দেবদালী

দেবদালী তু বেণী স্যাৎ কর্কটী চ গরাগরী। দেবতাড়ো বৃত্তকোশস্তথা জীমূত ইত্যপি। পীতাপরা খরস্পর্শা বিষঘ্নী গরনাশিনী।। দেবদালী রসে তিক্তা কফার্শঃশোফপাণ্ডুতাঃ। নাশয়েদ্ বামনী তীক্ষ্ণা ক্ষয়হিক্কাক্রিমি-জ্বরান্।। দেবদালীফলং তিক্তং ক্রিমিশ্লেষ্মবিনাশনম্। স্রংসনং গুল্মশূলঘ্নমর্শোঘ্নং বাতজিৎ পরম্।।

ঘোষা : দেবদালী, বেণী, কর্কটী, গরাগরী, দেবতাড়, বৃত্তকোশ ও জীমূত, এই কয়েকটি দেবদালীর

পর্য্যায়। ইহা ঘোষাভেদ। অপরপ্রকার পীতবর্ণ দেবদালী আছে, তাহার পর্য্যায় খরস্পর্শা, বিষঘ্নী ও গরনাশিনী। দেবদালী তিক্তরস, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং ইহা কফ, অর্শ, শোথ, পাণ্ডু, ক্ষয়, হিক্কা, ক্রিমি ও জ্বরনাশক।

দেবদালী ফল : তিক্তরস, স্রংসনগুণযুক্ত এবং ইহা কফ, ক্রিমি, গুল্ম, শূল, অর্শ ও অত্যন্ত বায়ুনাশক।

জলপিপ্পলী

জলপিপ্পল্যভিহিতা শারদী শকুলাদনী। মৎস্যাদনী মৎস্যগন্ধা লাঙ্গলীত্যপি কীৰ্ত্তিতা।। জলপিপ্পলিকা হৃদ্যা চক্ষুষ্যা শুক্রলা লঘুঃ। সংগ্রাহিণী হিমা রুক্ষা রক্তদাহব্রণাপহা। কটুপাকরসা রুচ্যা কষায়া বহ্নিবৰ্দ্ধিনী।।

কাঁচড়াঘাস : জলপিপ্পলী, শারদী, শকুলাদনী, মৎস্যাদনী, মৎস্যাগন্ধা ও লাঙ্গলী, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। জলপিপ্পলী হৃদয়গ্রাহী, চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবৰ্দ্ধক, লঘু, ধারক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কটু-কষায়রস, কটুবিপাক, রুচিকারক, অগ্নিবৰ্দ্ধক এবং রক্তদোষ, দাহ ও ব্রণনাশক।

গোজিহ্বা

গোজিহ্বা গোজিকা গোভী দাৰ্ব্বিকা খরপর্ণিনী। গোজিহ্বা বাতলা শীতা গ্রাহিণী কফপিত্তনুৎ।। হৃদ্যা প্রমেহ-কাসাস্র-ব্রণজ্বরহরী লঘুঃ। কোমলা তুবরা তিক্তা স্বাদুপাকরসা স্মৃতা।।

গোজিয়াশাক : গোজিহ্বা, গোজিকা, গোভী, দাৰ্ব্বিকা ও খরপর্ণিনী, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ের শব্দ। গোজিহ্বা (গোজিয়াশাক) বায়ুবৰ্দ্ধক, শীতবীর্য্য, ধারক, কফপিত্তনাশক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু, কোমল, তিক্ত-কষায়-মধুররস, মধুরবিপাক এবং মেহ, কাস, রক্তদোষ, ব্রণ ও জ্বরনাশক।

নাগদমনী

বিজ্ঞেয়া নাগদমনী বলামোটা বিষাপহা। নাগপুষ্পী নাগপত্রা মহাযোগেশ্বরীতি চ।। বলামোটা কটুস্তিক্তা লঘুঃ পিত্তকফাপহা। মূত্রকৃচ্ছ্র ব্রণান্ রক্ষো নাশয়েজ্জালগৰ্দ্দভম্।। উদরাষ্মানশমনী কোষ্ঠশোধনকারিণী। সৰ্ব্বগ্রহপ্রশমনী নিঃশেষবিষনাশিনী। জয়ং সৰ্ব্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতিপ্রদা।।

নাগদনা : নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা ও মহাযোগেশ্বরী, এই কয়েকটি নাগদনার পর্য্যায়। নাগদনা কটু-তিক্তরস, লঘু, কফপিত্তনাশক, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, ব্রণ ও জালগৰ্দ্দভ-নিবারক, উদরাষ্মান-প্রশমক, কোষ্ঠবিশোধক, বিষনাশক ও গ্রহদোষনিবারক। নাগদনা সৰ্ব্বত্র জয়কারক এবং ধন ও সুমতিপ্রদ।

বেল্লন্তরঃ

বেল্লন্তরো জগতি বীরতরুঃ প্রসিদ্ধঃ শ্বেতাসিতারুণবিলোহিতনীলপুষ্পঃ। স্যাজ্জাতিতুল্যকুসুমঃ শমিসূক্ষ্মপত্রঃ স্যাৎ কণ্টকী বিজলদেশজ এষ বৃক্ষঃ।। বেল্লন্তরো রসে পাকে তিক্তস্তৃষ্ণাকফাপহঃ। মূত্রঘাতাশ্মজিদ্ গ্রাহী যোনিমূত্রানিলার্ত্তিজিৎ।।

বীরতরু : বেল্লন্তর জগতে বীরতরু নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পুষ্প শ্বেত, কৃষ্ণ, অরুণ, গাঢ় লোহিত বা নীলবর্ণ হয়। আকৃতি জাতিপুষ্পসদৃশ, পত্র শমীপত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম। এই বৃক্ষ কণ্টকাবৃত, ইহা জলবিরহিত স্থানে জন্মে। বেল্লন্তর বৃক্ষ রসে ও পাকে তিক্ত, ইহা মলসংগ্রাহক এবং তৃষ্ণা, কফ, মূত্রাঘাত, অশ্মরী, যোনিরোগ, মূত্ররোগ ও বায়ুরোগনাশক।

ছিক্কনী

ছিক্কনী ক্ষবকৃৎ তীক্ষ্ণা ছিক্কিকা ঘ্রাণদুঃখদা। ছিক্কনী কটুকা রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা বহ্নিপিত্তকৃৎ। বাতরক্তহরী কুষ্ঠ-ক্রিমিবাতকফাপহা।।

হাঁচুটী : ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণদুঃখদা, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। হাঁচুটী কটুরস, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তজনক এবং ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বায়ু ও কফনাশক।

কুকুন্দরঃ

কুকুন্দরঃ পীতপুষ্পঃ কুক্কুরদ্রুর্মৃদুচ্ছদঃ। কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ।। রক্তপিত্তমতীসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ। তন্মূলমার্দ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ।।

কুকুরশোঁকা : কুকুন্দর, পীতপুষ্প, কুক্কুরদ্রু ও মৃদুচ্ছদ, এই কয়েকটি কুকুরশোঁকার পর্য্যায়। কুকুন্দর কটু-তিক্তরস এবং জ্বর, রক্তদোষ ও কফনাশক। ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, অতিসার ও ঘোর দাহ প্রশমিত হয়। কুকুন্দরের কাঁচা মূল মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারিত হইয়া থাকে।

সুদর্শনা

সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাহ্বা মধুপর্ণিকা। সুদর্শনা স্বাদুরুষ্ণা কফশোথাস্রবাতজিৎ।।

পদ্মগুলঞ্চ : সুদর্শনা, সোমবল্লী, চক্রাহ্বা ও মধুপর্ণিকা, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। সুদর্শনা মধুররস, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ, শোথ ও বাতরক্তনাশক।

আখুপর্ণী ত্বাখুকর্ণী পর্ণিকা ভূদরীভবা। আখুপর্ণী কটুস্তিক্তা কষায়া শীতলা লঘুঃ। বিপাকে কটুকা মূত্র-কফাময়ক্রিমিপ্রণুৎ।।

ইন্দুরকাণী : আখুপর্ণী, আখুকর্ণী, পর্ণিকা ও ভূদরীভবা, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। আখুকর্ণী কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতবীর্য্য, লঘু, কটুবিপাক এবং ইহা মূত্র, কফ ও ক্রিমিরোগনাশক।

ময়ূরশিখা

ময়ূরাহ্বশিখা প্রোক্তা সহস্রাহির্মধুচ্ছদা। নীলকণ্ঠশিখা লঘ্বী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ।।

ময়ূরশিখা, সহস্রাহি, মধুচ্ছদা ও নীলকণ্ঠশিখা এই কয়েকটি ময়ূরশিখার নাম। ময়ূরশিখা লঘু, ইহা পিত্ত কফ ও অতিসারনাশক।

ইতি গুড়ুচ্যাদিবর্গঃ।।

পুষ্পবর্গ

বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্। সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্।। পঙ্কেরুহং তামরসং সারসং সরসীরুহম্। বিসপ্রসূনরাজীব-পুষ্করাম্ভোরুহাণি চ।। কমলং শীতলং বর্ণ্যং মধুরং কফপিত্তজিৎ। তৃষ্ণাদাহাস্রবিস্ফোট-বিষবীসর্পনাশনম্।। বিশেষত সিতং পদ্মং পুণ্ডরীকমিতি স্মৃতম্। রক্তং কোকনদং জ্ঞেয়ং নীলমিন্দীবরং স্মৃতম্।। ধবলং কমলং শীতং মধুরং কফপিত্তজিৎ। তস্মাদল্পগুণং কিঞ্চিদন্যদ্ রক্তোৎ-পলাদিকম্।।

পদ্ম : পদ্ম, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিসপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর ও অম্ভোরুহ, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। কমল শীতবীর্য্য, বর্ণপ্রসাদক, মধুররস এবং ইহা কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিষ ও বীসর্পনাশক। শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মকে কোকনদ ও নীলপদ্মকে ইন্দীবর কহে। শ্বেতপদ্ম শীতবীর্য্য, মধুররস এবং ইহা কফপিত্তনাশক। রক্তোৎপল প্রভৃতি ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণযুক্ত।

পদ্মিনী

মূলনালদলোৎফুল্ল-ফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ। পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বিসিন্যাদিশ্চ সা স্মৃতা।। পদ্মিনী শীতলা গুর্ব্বী মধুরা লবণা চ সা। পিত্তাসৃক্‌কফনুদ্ রুক্ষা বাতবিষ্টম্ভকারিণী।।

মূল, নাল, পত্র, পুষ্প ও ফল এই সমস্ত অংশসংযুক্ত পদ্মকে পণ্ডিতগণ পদ্মিনী, বিসিনী, নলিনী ও কমলিনী প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। পদ্মিনী শীতবীর্য্য, গুরু, মধুর-লবণরস, রক্তপিত্তনাশক, কফঘ্ন ও রুক্ষ। ইহা বাতজনক ও বিষ্টম্ভকারক।

পদ্মস্য নবপত্রাদি

সংবর্ত্তিকা নবদলং বীজকোষস্তু কর্ণিকা। কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ প্রোক্তো মকরন্দো রসঃ স্মৃতঃ। পদ্মনালং মৃণালং স্যাৎ তথা বিসমিতি স্মৃতম্।। সংবর্ত্তিকা হিমা তিক্তা কষায়া দাহতৃট্‌প্রণুৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রগুদব্যাধি-রক্তপিত্তবিনাশিনী।। পদ্মস্য কর্ণিকা তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা।। মুখবৈশদ্যকৃল্লঘবী তৃষ্ণাস্রকফপিত্তনুৎ।। কিঞ্জল্কঃ শীতলো বৃষ্যঃ কষায়ো গ্রাহকোঽপি সঃ। কফপিত্ততৃষাদাহ-রক্তার্শোবিষশোথজিৎ।। মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্রজিদ্ গুরু। দুর্জ্জরং স্বাদুপাকঞ্চ স্তন্যানিলকফপ্রদম্। সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং শালুকমপি তদ্‌গুণম্।।

পদ্মের নূতন পত্রকে সংবর্ত্তিকা, বীজকোষকে কর্ণিকা, কেশরকে কিঞ্জল্ক, পুষ্পরসকে মকরন্দ এবং নালকে মৃণাল ও বিস বলা যায়।

সংবর্ত্তিকা শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়রস এবং ইহা দাহ, পিপাসা, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুহ্যস্থ ব্যাধি (গুদভ্রংশ প্রভৃতি) ও রক্তপিত্তনাশক।

পদ্মের কর্ণিকা তিক্ত-কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, মুখবৈশদ্যকারক, লঘু এবং ইহা তৃষ্ণা, রক্তদোষ, কফ ও পিত্তনাশক। কিঞ্জল্ক শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস, ধারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, রক্তার্শ, বিষ ও শোথনাশক। মৃণাল শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, দুষ্পাচ্য, মধুরবিপাক, স্তন্যবর্দ্ধক, বায়ুজনক, কফকারক, মলসংগ্রাহক, মধুররস ও রুক্ষ এবং ইহা পিত্ত, দাহ ও রক্তদুষ্টিনাশক। শালুকও মৃণালতুল্য গুণযুক্ত।

পদ্মচারিণ্যতিচরাব্যথা পদ্মা চ শারদা। পদ্মানুষ্ণা কটুস্তিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মশূলঘ্নী শ্বাসকাসবিষাপহা।।

স্থলপদ্ম : পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও শারদা, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। স্থলপদ্ম অনুষ্ণ, কটু-তিক্ত-কষায়রস এবং ইহা কফ, বায়ু, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাস ও বিষনাশক।

কুমুদম্

শ্বেতং কুবলয়ং প্রোক্তং কুমুদং কৈরবং তথা। কুমুদং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং মধুরং হ্লাদি শীতলম্।।

হেলা : শ্বেতকুমুদকে কুবলয়, কুমুদ ও কৈরব কহে। কুমুদ পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মধুররস, আহ্লাদজনক এবং শীতবীর্য্য।

কুমুদিনী

কুমুদ্বতী কৈরবিকা তথা কুমুদিনীতি চ। সা তু মূলাদিসর্ব্বাঙ্গৈরুক্তা সমুদিতা বুধৈঃ।। পদ্মিন্যা যে গুণাঃ প্রোক্তাঃ কুমুদিন্যাশ্চ তে স্মৃতা।।

সুঁদী : কুমুদ্বতী, কৈরবিকা ও কুমুদিনী এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। মূলাদি সর্ব্বাঙ্গের সহিত একত্র মিলিত কুমুদকে কুমুদিনী বলা যায়। পূর্ব্বে পদ্মিনীর যে-সকল গুণ বর্ণিত হইয়াছে, কুমুদিনীরও সেই সকল গুণ জানিবে।

কহ্লারম্

সৌগন্ধিকন্তু কহ্লারং হল্লকং রক্তসন্ধ্যকম্। কহ্লারং শীতলং গ্রাহি বিষ্টম্ভি গুরু রুক্ষণম্।।

লালসুঁদী : সৌগন্ধিক, কহ্লার, হল্লক ও রক্তসন্ধ্যক, এই কয়েকটি কহ্লারের পর্য্যায়। কহ্লার শীতবীর্য্য, ধারক, বিষ্টম্ভী, গুরু ও রুক্ষ।

বারিপর্ণী শৈবালঞ্চ

বারিপর্ণী কুম্ভিকা স্যাচ্ছৈবালং শৈবলঞ্চ তৎ। বারিপর্ণী হিমা তিক্তা লঘ্বী স্বাদ্বী সরা কটুঃ।। দোষত্রয়হরী রুক্ষা শোণিতজ্বরশোষহৃৎ। শৈবালং তুবরং তিক্তং মধুরং শীতলং লঘু। স্নিগ্ধং দাহতৃষাপিত্ত রক্তজ্বরহরং পরম্।।

পানা ও শেওলা : জলকুম্ভীকে বারিপর্ণী ও কুম্ভিকা বলে এবং শেওলাকে শৈবাল ও শৈবল বলা যায়। জলকুম্ভী (পানা) শীতবীর্য্য, তিক্ত-মধুর-কটুরস, লঘু, সারক, ত্রিদোষনাশক, রুক্ষ এবং ইহা রক্তদুষ্টি, জ্বর ও শোষনাশক। শৈবাল (শেওলা) কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং ইহা দাহ, পিপাসা, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও জ্বরনাশক।

শতপত্রী

শতপত্রী তরুণ্যুক্তা কর্ণিকা চারুকেশরা। মহাকুমারী গন্ধাঢ্যা লাক্ষা কৃষ্ণাতিমঞ্জুলা।। শতপত্রী হিমা হৃদ্যা গ্রাহিণী শুক্রলা লঘুঃ। দোষত্রয়াস্রজিদ্ বর্ণ্যা তিক্তা কট্বী চ পাচনী।।

শ্বেতগোলাপ : শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষা, কৃষ্ণা ও অতিমঞ্জুলা, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ক শব্দ। শ্বেতগোলাপ শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, ধারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, রক্তদোষঘ্ন, বর্ণপ্রসাদক, তিক্ত-কটুরস এবং পাচক।

বাসন্তী

নেপালী কথিতা তজ্জ্ঞৈঃ সপ্তলা নবমালিকা। বাসন্তী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াস্রজিৎ।।

নবমল্লিকা : নেপালী, সপ্তলা, নবমালিকা ও বাসন্তী এইগুলি নবমল্লিকার পর্য্যায়। বাসন্তী শীতবীর্য্য, লঘু, তিক্তরস এবং ইহা ত্রিদোষ ও রক্তদোষনাশক।

বার্ষিকী

শ্রীপদী ষট্পদানন্দা বার্ষিকী মুক্তবন্ধনা। বার্ষিকী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াপহা। কর্ণাক্ষিমুখরোগঘ্নী তত্তৈলং তদ্‌গুণং স্মৃতম্।।

বেলফুল : শ্রীপদী, ষট্পদানন্দা, বার্ষিকী ও মুক্তবন্ধনা, এই কয়েকটি বেলফুলের পর্য্যায়। বেলফুল শীতবীর্য্য, লঘু, তিক্তরস, ত্রিদোষনাশক এবং ইহা কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ ও মুখরোগনাশক। ইহার তৈলেরও উক্তরূপ গুণ জানিবে।

জাতী স্বর্ণজাতী চ

জাতীর্জাতী চ সুমনা মালতী রাজপুত্রিকা। চেতকী হৃদ্যগন্ধা চ সা পীতা স্বর্ণজাতিকা। জাতীযুগং তিক্তমুষ্ণং তুবরং লঘু দোষজিৎ। শিরোহৃক্ষিমুখদন্তার্ত্তি বিষকুষ্ঠানিলাস্রজিৎ। তৎকুটনলং ব্রণং কুষ্ঠং হন্তি নেত্রাময়ং তথা।।

জাতি (চামেলী) : জাতি, জাতী, সুমনা, মালতী, রাজপুত্রিকা, চেতকী ও হৃদ্যগন্ধা, এই কয়েকটি জাতীর নাম। পীতবর্ণ জাতীকে স্বর্ণজাতী বলে। উভয়প্রকার জাতীই তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, ত্রিদোষঘ্ন এবং ইহা শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, বিষ, কুষ্ঠ, বায়ু ও রক্তদোষনাশক। কুটনল (কুঁড়ি) ব্রণ, কুষ্ঠ ও নেত্ররোগনাশক।

যূথিকা গণিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা। যূথীযুগং হিমং তিক্তং কটুপাকরসং লঘু।। মধুরং তুবরং হৃদ্যং পিত্তঘ্নং কফবাতলম্। ব্রণাস্রমুখদন্তাক্ষি-শিরোরোগবিষাপহম্।।

যুঁইফুল : যূথিকা, গণিকা ও অম্বষ্ঠা, এই কয়েকটি যূথীর নামান্তর। পীতবর্ণ যূথীপুষ্পকে হেমপুষ্পিকা বলে। যূথীপুষ্পদ্বয় শীতবীর্য্য , তিক্ত-কটু-মধুর-কষায়রস, কটুবিপাক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুজনক এবং ইহা ব্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও বিষনাশক।

চম্পকঃ

চাম্পেয়শ্চম্পকঃ প্রোক্তো হেমপুষ্পশ্চ স স্মৃতঃ। এতস্য কলিকা গন্ধফলীতি কথিতা বুধৈঃ।। চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ। বিষক্রিমিহরঃ কৃচ্ছ্র-কফবাতাস্রপিত্তজিৎ।।

চাঁপা : চাম্পেয়, চম্পক ও হেমপুষ্প, এই কয়েকটি চাঁপাফুলের নামান্তর। চাঁপার কলিকাকে পণ্ডিতগণ গন্ধফলী বলিয়া থাকেন। চাঁপা কটু-তিক্ত-কষায়-মধুররস ও শীতবীর্য্য। ইহা বিষ, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ, বায়ু ও রক্তপিত্তনাশক।

বকুলো মধুগন্ধশ্চ সিংহকেশরকস্তথা। বকুলস্তুবরোহনুষ্ণঃ কটুপাকরসো গুরুঃ। কফপিত্তবিষশ্বিত্র-ক্রিমিদন্তগদাপহঃ।। মধুরঞ্চ কষায়ঞ্চ স্নিগ্ধং সংগ্রাহি বাকুলম্। স্থিরীকরঞ্চ দন্তানাং বিশদং ফলমুচ্যতে।।

বকুলগাছ : বকুল, মধুগন্ধ ও সিংহকেশর এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। বকুল কটু-কষায়রস, কটুবিপাক, অনুষ্ণ, গুরু এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, শ্বিত্র, ক্রিমি ও দন্তরোগনাশক। ইহার ফল মধুর-কষায়রস, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, বিশদ ও দন্তের স্থিরতাকারক।

বকঃ

শিবমল্লী পাশুপত একাষ্ঠীলা বকো বসুঃ। বকোহনুষ্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ। যোনিশূলতৃষাদাহ-কুষ্ঠশোথাস্রনাশনঃ।।

পদ্মবক : শিবমল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীলা, বক ও বসু, এই কয়েকটি বকপুষ্পের নাম। বকপুষ্প

ঈষদুষ্ণ, কটু-তিক্তরস এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, যোনিশূল, পিপাসা, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ ও রক্তদোষনাশক।

কদম্বঃ

কদপবঃ প্রিয়কো নীপো বৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ। কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ। সরো বিষ্টম্ভকৃদ্ রুক্ষঃ কফস্তন্যানিলপ্রদঃ।।

কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প ও হলিপ্রিয়, এই কয়েকটি কদম্বের পর্য্যায়। কদম্ব মধুর-কষায়-লবণরস, শীতবীর্য্য, গুরু, সারক, বিষ্টম্ভকারক, রুক্ষ এবং ইহা কফ, স্তন্য ও বায়ুজনক।

মল্লিকা

মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীরুশ্চ ভূপদী। মল্লিকোষ্ণা লঘুর্বৃষ্যা তিক্তা চ কটুকা হরেৎ। বাতপিত্তাস্যদৃগ্ব্যাধি-কুষ্ঠারুচিবিষব্রণান্।।

মল্লিকা, মদয়ন্তী, শীতভীরু ও ভূপদী, এই কয়েকটি মল্লিকার পর্য্যায়। মল্লিকাপুষ্প উষ্ণবীর্য্য, লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, তিক্ত-কটুরস এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, অরুচি, বিষ ও ব্রণনাশক।

মাধবী

মাধবী স্যাৎ তু বাসন্তী পুণ্ড্রকো মণ্ডকোঽপি চ। অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎসবঃ।। মাধবী মধুরা শীতা লঘবী দোষত্রয়াপহা। মদগন্ধা কষায়া চ দাহশোষব্রণাপহা।।

মাধবী, বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব, এই কয়েকটি মাধবীর পর্য্যায়। মাধবীপুষ্প কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, ত্রিদোষনাশক, মদগন্ধ এবং দাহ, শোষ ও ব্রণনাশক।

কেতকঃ সুবর্ণকেতকী চ

কেতকঃ সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ। সুবর্ণকেতকী ত্বন্যা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী।। কেতকঃ কটুকঃ স্বাদুর্লঘুস্তিক্তঃ কফাপহঃ। উষ্ণা তিক্তরসা জ্ঞেয়া চক্ষুষ্যা হেমকেতকী।।

কেয়াফুল : কেতক, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক ও ক্রকচচ্ছদ, এই কয়েকটি কেয়াফুলের পর্য্যায়। সুবর্ণকেতকী উহার ভেদমাত্র। লঘুপুষ্পা এবং সুগন্ধিনী সুবর্ণকেতকীর নামান্তর। কেতকী কটু-মধুর-তিক্তরস, লঘু এবং কফনাশক। সুবর্ণকেতকী তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও চক্ষুর পক্ষে হিতকারক।

কর্ণিকারঃ

কর্ণিকারঃ পরিব্যাধঃ পাদপোৎপল ইত্যপি। কর্ণিকারঃ কটুস্তিক্তস্তুবরঃ শোধনো লঘুঃ। রঞ্জনঃ সুখদঃ শোথ-শ্লেষ্মাস্রব্রণকুষ্ঠজিৎ।।

ছোট সোন্দাল : কর্ণিকার, পরিব্যাধ, পাদপোৎপল, এই কয়েকটি ছোট সোন্দালের পর্য্যায়। কর্ণিকার কটু-তিক্ত-কষায়রস, শোধন (বমন-বিরেচনাদি)-কারক, লঘু, রঞ্জক, সুখপ্রদ এবং ইহা শোথ, কফ, রক্তদোষ, ব্রণ ও কুষ্ঠনাশক।

অশোকঃ

অশোকো হেমপুষ্পশ্চ বঞ্জুলস্তাম্রপল্লবঃ। কঙ্কেলিঃ পিণ্ডিপুষ্পশ্চ গন্ধপুষ্পো নটস্তথা।। অশোকঃ শীতল-স্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ। দোষাপচীতৃষাদাহ-ক্রিমিশোষবিষাস্রজিৎ।।

অশোক, হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডিপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট, এই কয়েকটি অশোকের পর্য্যায়। অশোক শীতবীর্য্য, তিক্ত-কষায়রস, ধারক, বর্ণপ্রসাদক এবং ইহা ত্রিদোষ, অপচী, পিপাসা, দাহ, ক্রিমি, শোষ, বিষ ও রক্তদোষনাশক।

অম্লাটনঃ

অম্লাতোঽম্লাটনঃ প্রোক্তস্তথাম্লাতক ইত্যপি। কুরুণ্টকো বর্ণপুষ্পঃ স এবোক্তো মহাসহঃ। অম্লাটনঃ কষায়োষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুশ্চ তিক্তকঃ।।

আয়না (বাণপুষ্প, ঝাঁটিবিশেষ) : অম্লাত, অম্লাটন, অম্লাতক, কুরণ্টক, বর্ণপুষ্প ও মহাসহ, এই কয়েকটি আয়নার পর্য্যায়। অম্লাটন কষায়-মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও স্নিগ্ধ।

সৈরেয়ঃ

সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ সৈরেয়ঃ কটসারিকা। সহাচরঃ সহচরঃ স চ ঝিণ্ট্যপি কথ্যতে।। কুরণ্টকোঽত্র পীতে স্যাদ্ রক্তে কুরুবকঃ স্মৃতঃ। নীলে বাণা দ্বয়োরুক্তা দাসী আর্ত্তগলশ্চ সঃ।। সৈরেয়ঃ কুষ্ঠবাতাস্র-কফকণ্ডুবিষাপহঃ। তিক্তোষ্ণো মধুরোঽনম্লঃ সুস্নিগ্ধঃ কেশরঞ্জনঃ।।

ঝাঁটি : সৈরেয়ক, শ্বেতপুষ্প, সৈরেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর ও ঝিণ্টী এই কয়েকটি ঝিণ্টীর পর্য্যায়। পীতঝিণ্টীকে কুরণ্টক, রক্তঝিণ্টীকে কুরুবক, নীলঝিণ্টীকে বাণা এবং নীল ও পীতঝিণ্টীকে দাসী ও আর্ত্তগল বলে। ঝিণ্টী কুষ্ঠ, বায়ু, রক্তদোষ, কফ, কণ্ডূ ও বিষনাশক, তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, ঈষৎ অম্ল, স্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক।

কুন্দম্

কুন্দস্তু কথিতং মাঘ্যং সদাপুষ্পঞ্চ তৎ স্মৃতম্। কুন্দং শীতং লঘু শ্লেষ্ম-শিরোরুগ্‌বিষপিত্তহৃৎ।।

কুঁদ : কুন্দ, মাঘ্য ও সদাপুষ্প, এই কয়েকটি কুন্দের নাম। কুন্দপুষ্প শীতবীর্য্য, লঘু এবং কফ, শিরোরোগ, বিষ ও পিত্তনাশক।

মুচুকুন্দঃ

মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবৃক্ষশ্চিত্রকঃ প্রতিবিষ্ণুকঃ। মুচুকুন্দঃ শিরঃপীড়া-পিত্তাস্রবিষনাশনঃ।।

মুচুকুন্দ, ক্ষত্রবৃক্ষ, চিত্রক ও প্রতিবিষ্ণুক, এই কয়েকটি মুচুকুন্দের পর্য্যায়। ইহা শিরোরোগ, রক্তপিত্ত বিষনাশক।

বন্ধূকো বন্ধুজীবশ্চরক্তো মাধ্যাহ্নিকোঽপি চ। বন্ধূকঃ কফকৃদ্ গ্রাহী বাতপিত্তহরো লঘুঃ।।

বাঁধুলি : বন্ধুক, বন্ধুজীব, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক, এই কয়েকটি বাঁধুলির পর্য্যায়। বন্ধুক কফকারক, ধারক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক ও লঘু।

ওড্রপুষ্পম্

ওড্রপুষ্পং জপা চাথ ত্রিসন্ধ্যা সারুণা সিতা। জপা সংগ্রাহিণী কেশ্যা ত্রিসন্ধ্যা কফবাতজিৎ।।

জবাফুল : ওড্রপুষ্প, জপা ও ত্রিসন্ধ্যা, এইগুলি জবাফুলের পর্য্যায়। জবা দ্বিবিধ, শ্বেত ও লোহিত। জবাপুষ্প ধারক, কেশের হিতকারক, কফ ও বায়ুনাশক।

অগাস্তিঃ

অথাগস্ত্যো বঙ্গসেনো মুনিপুষ্পো মুনিদ্রুমঃ। অগস্তিঃ পিত্তকফজিচ্চতুর্থকহরো হিমঃ। রুক্ষো বাতকরস্তিক্তঃ প্রতিশ্যায়নিবারণঃ।।

বকফুল : অগস্ত্য, অগস্তি, বঙ্গসেন, মুনিপুষ্প ও মুনিদ্রুম, এই কয়েকটি বকপুষ্পের পর্য্যায়। বকপুষ্প পিত্ত, কফ, চতুর্থক জ্বর ও প্রতিশ্যায়নাশক। ইহা শীতবীর্য্য, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক ও তিক্তরস।

তুলসী শুক্লা কৃষ্ণা চ

তুলসী সুরসা গ্রাম্যা সুলভা বহুমঞ্জরী। অপেতরাক্ষসী গৌরী শূলঘ্নী দেবদুন্দুভিঃ।। তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ। দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাস্র-পার্শ্বরুক্কফবাতজিৎ।। শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা।।

তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, শূলঘ্নী ও দেবদুন্দুভি, এই কয়েকটি তুলসীর পর্য্যায়। তুলসী কটু-তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, উষ্ণবীর্য্য, দাহজনক, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক এবং ইহা কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ুনাশক। শুক্লতুলসী ও কৃষ্ণতুলসী উভয়ই তুল্যগুণবিশিষ্ট।

মরুবকঃ

মারুতোঽসৌ মরুবকো মরুন্মরুরপি স্মৃতঃ। ফণী ফণিজ্ঝকশ্চাপি প্রস্থপুষ্পঃ সমীরণঃ।। মরুদগ্নিপ্রদো হৃদ্যস্তীক্ষ্ণোষ্ণঃ পিত্তলো লঘুঃ। বৃশ্চিকাদিবিষশ্লেষ্ম-বাতকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ। কটুপাকরসো রুচ্যস্তিক্তো রুক্ষঃ সুগন্ধিকঃ।।

মারুত, মরুবক, মরুৎ, মরু, ফণী, ফণিজ্ঝক, প্রস্থপুষ্প ও সমীরণ, এই কয়েকটি মরুবকপুষ্পের নাম। মরুবকপুষ্প অগ্নিবর্দ্ধক, হৃদয়গ্রাহী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, লঘু, কটুবিপাক, কটু-তিক্তরস, রুচিকারক, রুক্ষ ও সুগন্ধি এবং ইহা বৃশ্চিকাদির বিষ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক।

দমনকঃ

উক্তো দমনকো দান্তো মুনিপুত্রস্তপোধনঃ। গন্ধোৎকটো ব্রহ্মজটো বিনীতঃ কুলপত্রকঃ।। দমনস্তুবরস্তিক্তো হৃদ্যো বৃষ্যঃ সুগন্ধিকঃ। গ্রহণীবিষকুষ্ঠাস্র-ক্লেদকণ্ডুত্রিদোষজিৎ।।

দোনা : দমনক, দান্ত, মুনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজট, বিনীত ও কুলপত্রক, এই কয়েকটি দমনকপুষ্পের নাম। দোনা কষায়-তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক ও সুগন্ধি এবং ইহা গ্রহণীরোগ, বিষ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্লেদ, কণ্ডু ও ত্রিদোষনাশক।

তুঙ্গী

বর্ব্বরী তুবরী তুঙ্গী খরপুষ্পাঽজগন্ধিকা। পর্ণাসস্তত্রকৃষ্ণে তু কঠিঞ্জরকুঠেরকৌ।। কালমারঃ করালশ্চ মালুকঃ কৃষ্ণমল্লিকা। তত্র শুক্লেঽর্জ্জকঃ প্রোক্তো বটপত্রস্ততোঽপরঃ।। বর্ব্বরীত্রিতয়ং রুক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ। তীক্ষ্ণং রুচিকরং হৃদ্যং দীপনং লঘুপাকি চ। পিত্তলং কফবাতাস্র-কণ্ডুক্রিমিবিষাপহম্।।

বাবুই তুলসী : বর্ব্বরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা ও পর্ণাস, এই কয়েকটি বর্ব্বরীর নাম। কঠিঞ্জর, কুঠেরক, কালমার, করাল, মালুক ও কৃষ্ণমল্লিকা, এই কয়েকটি কৃষ্ণবর্ব্বরীর পর্য্যায়। অর্জ্জক শুক্লবর্ব্বরীর নাম। অন্যজাতীয় বর্ব্বরীকে বটপত্র কহে। এই ত্রিবিধ বর্ব্বরীই রুক্ষ, শীতবীর্য্য, কটু, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নিদীপক, লঘুপাকী, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তদুষ্টি, কণ্ডু, ক্রিমি ও বিষদোষনাশক।

ইতি পুষ্পবর্গঃ।।

বটাদিবর্গ

বটঃ

বটো রক্তফল শৃঙ্গী ন্যগ্রোধঃ স্কন্ধজো ধ্রুবঃ। ক্ষীরী বৈশ্রবণাবাসো বহুপাদো বনস্পতিঃ।। বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ। বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ।।

বট, রক্তফল, শৃঙ্গী, ন্যগ্রোধ, স্কন্ধজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, বহুপাদ ও বনস্পতি, এই কয়েকটি বটের নাম। বট শীতবীর্য্য, গুরু, ধারক, বর্ণপ্রসাদক, কষায়রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, বিসর্প, দাহ ও যোনিদোষনাশক।

পিপ্পলঃ

বোধিদ্রুঃ পিপ্পলোঽশ্বত্থশ্চলপত্রো গজাশনঃ। পিপ্পলো দুর্জ্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রজিৎ। গুরুস্তুবরকো রুক্ষো বর্ণ্যো যোনিবিশোধনঃ।।

অশ্বত্থ : বোধিদ্রু, পিপ্পল, অশ্বত্থ, চলপত্র ও গজাশন, এই কয়েকটি অশ্বত্থের নাম। অশ্বত্থ দুষ্পাচ্য, শীতবীর্য্য, পিত্তঘ্ন, কফাপহারক, ব্রণ ও রক্তদোষনাশক, গুরু, কষায়রস, রুক্ষ, বর্ণপ্রসাদক এবং যোনিবিশোধক।

পিপ্পলভেদঃ

পারীষোঽন্যঃ পলাশশ্চ কপিচূতঃ কমণ্ডলুঃ। গর্দ্দভাণ্ডঃ কন্দরালঃ কপীতনসুপার্শ্বকঃ।। পারীষো দুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধঃ ক্রিমিশুক্রকফপ্রদঃ। ফলেঽম্লো মধুরো মূলে কষায়ঃ স্বাদুমজ্জকঃ।।

পলাশপিপুল : পারীষ, পলাশ, কপিচূত, কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপীতন ও সুপার্শ্বক, এই কয়েকটি পলাশপিপুলের নাম। পারীষ দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ এবং ইহা ক্রিমি, শুক্র ও কফজনক। ইহার ফল অম্ল-মধুররস, মূল কষায়রস এবং মজ্জা মধুররস।

নন্দীবৃক্ষঃ

নন্দীবৃক্ষোঽশ্বত্থভেদঃ প্ররোহী গজপাদপঃ। স্থালীবৃক্ষঃ ক্ষয়তরুঃ ক্ষীরী চ স্যাদ্ বনস্পতিঃ।। নন্দীবৃক্ষো লঘুঃ স্বাদুস্তিক্তস্তুবর উষ্ণকঃ। কটুপাকরসো গ্রাহী বিষপিত্তকফাস্রজিৎ।।

গয়া অশ্বত্থ : নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, স্থালীবৃক্ষ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী ও বনস্পতি, এই কয়েকটি নন্দীবৃক্ষের নাম। নন্দীবৃক্ষ লঘু, মধুর-তিক্ত-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, ধারক এবং ইহা বিষ, পিত্ত, ক ফ ও রক্তদোষনাশক।

উদুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ। উদুম্বরো হিমো রুক্ষো গুরুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ। মধুরস্তুবরো বর্ণ্যো ব্রণশোধনরোপণঃ।।

যজ্ঞডুমুর : উদুম্বর, জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ ও হেমদুগ্ধক, এই কয়েকটি যজ্ঞডুমুরের সংস্কৃত নাম। যজ্ঞডুমুর শীতবীর্য্য, রুক্ষ, গুরু, পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টিনাশক, মধুর-কষায়রস, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক।

কাকোদুম্বরিকা

কাকোদুম্বরিকা ফল্গুর্মলপূর্জঘনেফলা। মলপূঃ স্তম্ভকৃৎ তিক্তা শীতলা তুবরা জয়েৎ। কফপিত্তব্রণশ্বিত্র-কুষ্ঠপাণ্ড্বর্শঃকামলাঃ।।

কাকডুমুর : কাকোদুম্বরিকা, ফল্গু, মলপূ ও জঘনেফলা, এই কয়েকটি কাকডুমুরের নাম। কাকডুমুর স্তম্ভনকারক, তিক্ত-কষায়রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শ ও কামলানাশক।

প্লক্ষঃ

প্লক্ষো জটী পর্করী চ পর্কটী চ স্ত্রিয়ামপি। প্লক্ষঃ কষায়ঃ শিশিরো ব্রণযোনিগদাপহঃ। দাহপিত্তকফাস্রঘ্নঃ শোথহা রক্তপিত্তহৃৎ।

পাকুড় : প্লক্ষ, জটী, পর্করী ও পর্কটী, এই কয়েকটি পাকুড়ের নাম। পাকুড় কষায়রস, শীতবীর্য্য এবং ইহা ব্রণ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক।

শিরীষঃ

শিরীষো ভণ্ডিলো ভণ্ডী ভণ্ডীরশ্চ কপীতনঃ। শুকপুষ্প শুকতরুর্মৃদুপুষ্পঃ শুকপ্রিয়ঃ।। শিরীষো মধুরোহনুষ্ণ-স্তিক্তশ্চ তুবরো লঘুঃ। দোষশোথবিসর্পঘ্নঃ কাসব্রণবিষাপহঃ।।

শিরীষ, ভণ্ডিল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প ও শুকপ্রিয়, এই কয়েকটি শিরীষবৃক্ষের নাম। শিরীষবৃক্ষ মধুর-কষায়-তিক্তরস, ঈষদুষ্ণ, লঘু এবং ইহা দোষত্রয়, শোথ, বিসর্প, কাস, ব্রণ ও বিষনাশক।

ক্ষীরিবৃক্ষাঃ পঞ্চবল্কলঞ্চ

ন্যগ্রোধোদুম্বরাশ্বত্থ-পারীষপ্লক্ষপাদপাঃ। পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চবল্কলম্।। ক্ষীরিবৃক্ষা হিমা বর্ণ্যা যোনিরোগব্রণাপহাঃ। রুক্ষাঃ কষায়া মেদোঘ্নাঃ বিসর্পাময়নাশনাঃ।। শোথপিত্তকফাস্রঘ্নাঃ স্তন্যা ভগ্নাস্থিযোজকাঃ। ত্বক্‌পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ।। তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্রনুল্লঘু। বিষ্টম্ভাধ্মানজিৎ তিক্তং কষায়ং লঘু লেখনম্।। (কেচিৎ তু পারীষস্থানে শিরীষম্, বেতসমপরে পঠন্তি)।

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পারীষ (পলাশপিপুল) ও পাকুড়, এই পাঁচটিকে ক্ষীরিবৃক্ষ এবং ইহাদের বল্কলকে পঞ্চবল্কল বলা যায়। (পারীষ-স্থলে কেহ শিরীষ, কেহ বা বেতসও বলিয়া থাকেন)। ক্ষীরিবৃক্ষ শীতবীর্য্য, বর্ণপ্রসাদক, রুক্ষ, কষায়রস, স্তন্যজনক, ভগ্নাস্থি-সংযোজক এবং ইহা যোনিরোগ, ব্রণ, মেদোদোষ, বিসর্প, শোথ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক। পঞ্চবল্কল শীতবীর্য্য, ধারক এবং ব্রণ, শোথ ও বিসর্পনাশক। ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র শীতবীর্য্য, ধারক, লঘু, তিক্ত-কষায়রস, লেখন এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তদোষ, বিষ্টম্ভ ও উদরাধ্মাননাশক।

শালঃ

শালস্তু সর্জ্জকার্শ্যাশ্ব-কর্ণিকাঃ শস্যসম্বরঃ। অশ্বকর্ণঃ কষায়ঃ স্যাদ্‌ব্রণস্বেদকফক্রিমীন্। ব্রধ্নবিদ্রধিবাধির্য্য-যোনিকর্ণগদান্ হরেৎ।।

শাল, সর্জ্জ, কার্শ্য, অশ্বকর্ণিকা ও শস্যসম্বর, এই কয়েকটি শালের পর্য্যায়। শালবৃক্ষ কষায়রস এবং ইহা ব্রণ, ঘর্ম্ম, কফ, ক্রিমি, ব্রধ্ন , বিদ্রধি, বাধির্য্য, যোনিরোগ ও কর্ণরোগনাশক।

শালভেদঃ

সর্জ্জকোঽন্যোঽজকর্ণঃ স্যাচ্ছালো মরিচপত্রকঃ। অজকর্ণ কটুস্তিক্তঃ কষায়োষ্ণো ব্যপোহতি। কফপাণ্ডু-শ্রুতিগদান্ মেহকুষ্ঠবিষব্রণান্।

ঝাজিশাল : সর্জ্জক, অজকর্ণ, শাল ও মরিচপত্রক, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। সর্জ্জক কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, বিষ ও ব্রণনাশক।

শাকবৃক্ষঃ

শাকঃ ক্রকচপত্রঃ স্যাৎ স্থিরসারো গৃহদ্রুমঃ। খরপত্রঃ শ্রেষ্ঠকাষ্ঠঃ শরপত্রোঽর্জ্জুনোপমঃ।। শাকবৃক্ষঃ সরঃ স্বাদুর্দাহপিত্তশ্রমাপহঃ। কষায়ঃ কফহৃদ্রুক্ষো বল্যো জ্বরহরো মতঃ।।

সেগুনগাছ : শাক, ক্রকচপত্র, স্থিরসার, গৃহদ্রুম, খরপত্র, শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ, শরপত্র ও অর্জ্জুনোপম, এইগুলি একপর্য্যায়ের শব্দ। সেগুনগাছ মধুর-কষায়রস, সারক, রুক্ষ, বলকর এবং ইহা জ্বর, দাহ, কফ, পিত্ত ও শ্রমনাশক।

শল্লকী

শল্লকী গজভক্ষ্যা চ সুবহা সুরভী রসা। মহেরুণা কুন্দুরুকী সল্লকী চ বহুস্রবা।। শল্লকী তুবরা শীতা পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ। রক্তপিত্তব্রণহরী পুষ্টিকৃৎ সমুদীরিতা।।

শল্লকী, গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভী, রসা, মহেরুণা, কুন্দুরুকী, সল্লকী ও বহুস্রবা, এইগুলি একপর্য্যায়ের শব্দ। শল্লকী কষায়রস, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক এবং ইহা পিত্ত, কফ, অতিসার, রক্তপিত্ত ও ব্রণনাশক।

শিংশপা

শিংশপা পিচ্ছিলা শ্যামা কৃষ্ণসারা চ সাগুরুঃ। কপিলা সৈব মুনিভির্ভস্মগর্ভেতি কীর্ত্তিতা।। শিংশপা কটুকা তিক্তা কষায়া শোষহারিণী। উষ্ণবীর্য্যা হরেন্মেদঃ-কুষ্ঠশ্বিত্রবমিক্রিমীন্। বস্তিরুগ্‌ব্রণদাহাস্র-বলাসান্ গর্ভপাতিনী।।

শিশু : শিংশপা, পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা, অগুরু, কপিলা ও ভস্মগর্ভা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। শিংশপা কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, গর্ভপাতক এবং ইহা শোষ, মেদ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, বমি, ক্রিমি, বস্তিবেদনা, ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও কফনাশক।

ককুভোঽর্জ্জুননামাখ্যো নদীসর্জ্জশ্চ কীর্ত্তিতঃ। ইন্দ্রদ্রুর্বীরবৃক্ষশ্চ বীরশ্চ ধবলঃ স্মৃতঃ।। ককুভঃ শীতলো হৃদ্যঃ ক্ষতক্ষয়াবিষাস্রজিৎ। মেদোমেহব্রণান্ হন্তি তুবরঃ কফপিত্তহৃৎ।।

অর্জ্জুন : ককুভ, নদীসর্জ্জ, ইন্দ্রদ্রু, বীরবৃক্ষ, বীর ও ধবল এবং অর্জ্জুন-পর্য্যায়ক সমস্ত শব্দ ককুভবৃক্ষের নামান্তর। অর্জ্জুন শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, কষায়রস এবং ইহা ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেদোদোষ, প্রমেহ, ব্রণ, কফ ও পিত্তনাশক।

অসনঃ

বীজকঃ পীতসারশ্চ পীতশালক ইত্যপি। বন্ধুকপুষ্পঃ প্রিয়কঃ সর্জ্জকশ্চাসনঃ স্মৃতঃ।। বীজকঃ কুষ্ঠবীসর্প-শ্বিত্রমেহগুদক্রিমীন্। হন্তি শ্লেষ্মাস্রপিত্তঞ্চ ত্বচ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ।।

পিয়াশাল: বীজক, পীতসার, পীতশালক, বন্ধুকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক ও অসন, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ের শব্দ। পিয়াশাল কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্বিত্র, প্রমেহ, গুহ্যক্রিমি, কফ ও রক্তপিত্তনাশক এবং ইহা চর্ম্মের হিতকারক, কেশের উপকারক ও রসায়ন।

খদিরঃ

খদিরো রক্তসারশ্চ গায়ত্রী দন্তধাবনঃ। কণ্টকী বালপত্রশ্চ বহুশল্যশ্চ যজ্ঞিয়ঃ।। খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডুকাসারুচিপ্রণুৎ। তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্নঃ ক্রিমিমেহজ্বরব্রণান্।। শ্বিত্রশোথামপিত্তাস্র-পাণ্ডুকুষ্ঠকফাময়ান্। বহ্নিমান্দ্যমতীসারং প্রদরঞ্চ বিনাশয়েৎ।।

খয়ের : খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য ও যজ্ঞিয় এই কয়েকটি খদিরের পর্য্যায়। খদির শীতবীর্য্য, দন্তের হিতকারক, তিক্ত-কষায়রস এবং ইহা কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদোদোষ, ক্রিমি. প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আমদোষ, পিত্ত, রক্তদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফরোগ, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার ও প্রদরনাশক।

শ্বেতখদিরঃ

খদিরঃ শ্বেতসারোহন্য কদরঃ সোমবল্ককঃ। কদরো বিশদো বর্ণ্যো মুখরোগকফাস্রজিৎ।

পাপড়িখয়ের : খদির, শ্বেতসার, কদর ও সোমবল্কক, এই কয়েকটি পাপড়িখয়েরের নাম। শ্বেতখদির বিশদ, বর্ণপ্রসাদক এবং মুখরোগ, রক্তদোষ ও কফনাশক।

ইরিমেদঃ

ইরিমেদো বিট্খদিরঃ কালস্কন্ধোহরিমেদকঃ। ইরিমেদঃ কষায়োষ্ণো মুখদন্তগদাস্রজিৎ। হন্তি কণ্ডুবিষশ্লেষ্ম-ক্রিমিকুষ্ঠবিষব্রণান্।।

গুয়েবাবলা : ইরিমেদ, বিটখদির, কালস্কন্ধ ও অরিমেদক, এইগুলি গুয়েবাবলার নাম। ইরিমেদ কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডু, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বিষজ ক্ষতনাশক।

রোহিতকঃ

রোহীতকো রোহিতকো রোহী দাড়িমপুষ্পকঃ। রোহীতকঃ প্লীহঘাতী রুচ্যো রক্তপ্রসাদনঃ।।

রোড়া : রোহীতক, রোহিতক, রোহী ও দাড়িমপুষ্প, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। রোহীতক প্লীহনাশক, রুচিকারক এবং রক্তপ্রসাদক।

বব্বুলঃ

বব্বুলঃ কিঙ্কিরালঃ স্যাৎ কিঙ্কিরাতঃ সপীতকঃ। স এব কথিতস্তজ্জ্ঞৈরাভা ষট্পদমোদিনী।। বব্বুলঃ কফনুদ্গ্রাহী কুষ্ঠক্রিমিবিষাপহঃ।। রক্তাতীসারপিত্তাস্র-মেহপ্রদরনাশনঃ। ভগ্নসন্ধায়কঃ পীতঃ শোণিত-স্রুতিবারণঃ।।

বাবলা : বব্বুল, কিঙ্কিরাল, কিঙ্কিরাত, পীতক, আভা ও ষট্পদমোদিনী, এই কয়েকটি বাবলার

পর্য্যায়। বাবলা ধারক। ইহা কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষনাশক। বাবলার আঠা মলসংগ্রাহক, পিত্ত ও বায়ুনাশক, শীতবীর্য্য ও ভগ্নসন্ধায়ক এবং ইহা রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, মেহ, প্রদর ও রক্তস্রাবনিবারক।

অরিষ্টকঃ

অরিষ্টকস্তু মাঙ্গল্যঃ কৃষ্ণবর্ণোঽর্থসাধনঃ। রক্তবীজঃ পীতফেনঃ ফেনিলো গর্ভপাতনঃ। অরিষ্টকস্ত্রিদোষঘ্নো গ্রহজিদ্ গর্ভপাতনঃ।।

রীটা : অরিষ্টক, মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন, রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল ও গর্ভপাতন এইগুলি রীটার সংস্কৃত নাম। অরিষ্টক ত্রিদোষনাশক, গ্রহদোষঘ্ন এবং গর্ভপাতক।

পুত্রজীবো গর্ভকরো যষ্টিপুষ্পোঽর্থসাধকঃ। পুত্রজীবো গুরুর্বৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহৃৎ। সৃষ্টমূত্রমলো রুক্ষো হিমা স্বাদুঃ পটুঃ কটুঃ।।

জিয়াপুতা : পুত্রজীব, গর্ভকর, যষ্টিপুষ্প ও অর্থসাধক, এই কয়েকটি জিয়াপুতার সংস্কৃত নাম। পুত্রজীব গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, গর্ভপ্রদ, কফঘ্ন, বাতনাশক, মলমূত্র-নিঃসারক, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য এবং মধুর-লবণ-কটুরস।

ইঙ্গুদঃ

ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ। ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদি-গ্রহব্রণবিষক্রিমীন্। হন্ত্যষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্নস্তিক্তকঃ কটুপাকবান্।।

ইঙ্গুদী : ইঙ্গুদী, অঙ্গারবৃক্ষ, তিক্তক ও তাপসদ্রুম, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। ইঙ্গুদী কুষ্ঠ, ভূতাদি, গ্রহদোষ, ব্রণ, বিষ, ক্রিমি, শ্বিত্র ও শূলনাশক। ইহা উষ্ণবীর্য্য, তিক্তরস এবং কটুবিপাক।

জিঙ্গিনী

জিঙ্গিনী ঝিঙ্গিনী ঝিঙ্গী সুনির্য্যাসা প্রমোদিনী। জিঙ্গিনী মধুরা সোষ্ণা কষায়া ব্রণশোধিনী।। কটুকা ব্রণহৃদ্রোগ বাতাতীসারহৃৎ পটুঃ। তমালশালবদ্বেদ্যো দাহবিস্ফোটহৃৎ পুনঃ।।

জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্য্যাসা ও প্রমোদিনী, এই কয়েকটি জিঙ্গিনীর নাম। (জিঙ্গিনী শাল্মলীজাতীয় বৃক্ষভেদ।)জিঙ্গিনী মধুর-কষায়-কটু-লবণরস, উষ্ণবীর্য্য ও ব্রণশোধক। ইহা ব্রণ, হৃদ্রোগ, বায়ু ও অতিসারনাশক। ইহা তমাল ও শালের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং দাহ ও বিস্ফোটনাশক।

তূণী

তূণী তুন্নক আপীনস্তূণিকঃ কচ্ছপস্তথা। কুঠেরকঃ কান্তলকো নন্দিবৃক্ষশ্চ নন্দকঃ।। তূণী রক্তঃ কটুঃ পাকে কষায়ো মধুরো লঘুঃ। তিক্তো গ্রাহী হিমো বৃষ্যো ব্রণকুষ্ঠাস্রপিত্তজিৎ।।

তুঁদগাছ : তূণী, তুন্নক, আপীন, তূণিক, কচ্ছপ, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ ও নন্দক, এই কয়েকটি তুঁদগাছের পর্য্যায়। তূণী রক্তবর্ণ, কটুবিপাক, কষায়-মধুর-তিক্তরস, লঘু, ধারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং ব্রণ, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্তনাশক।

ভূর্জ্জপত্রঃ স্মৃতো ভূর্জ্জশ্চর্ম্মী বহুলবল্কলঃ। ভূর্জ্জো ভূতগ্রহশ্লেষ্ম-কর্ণরুক্পিত্তরক্তজিৎ। কষায়ো রাক্ষসঘ্নশ্চ মেদোবিষহরঃ পরঃ।।

ভূর্জ্জপত্র, ভূর্জ্জ, চর্ম্মী ও বহুবল্কল, এই কয়েকটি ভূর্জ্জপত্রের নাম। ভূর্জ্জপত্র কষায়রস, ইহা ভূতগ্রহ, কফ, কর্ণরোগ, রক্তপিত্ত, রাক্ষস, মেদোদোষ ও বিষনাশক।

পলাশো হস্তিকর্ণপলাশশ্চ

পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণো যজ্ঞিয়ো রক্তপুষ্পকঃ। ক্ষারশ্রেষ্ঠো বাতপোথো ব্রহ্মবৃক্ষঃ সমিদ্বরঃ।। পলাশো দীপনো বৃষ্যঃ সরোষ্ণো ব্রণগুল্মজিৎ। কষায়ঃ কটুকস্তিক্তঃ স্নিগ্ধো গুদজরোগজিৎ।। ভগ্নসন্ধানকৃদ্দোষ-গ্রহণ্যর্শঃক্রিমীন্ হরেৎ। তৎপুষ্পং স্বাদু পাকে তু কটু তিক্তং কষায়কম্।। বাতলং কফপিত্তাস্র-কৃচ্ছ্রজিদ্‌গ্রাহি শীতলম্। তৃড়্দাহশমকং বাতরক্ত কুষ্ঠহরং পরম্।। ফলং লঘুষ্ণং মেহার্শঃ-ক্রিমিবাতকফাপহম্। বিপাকে কটুকং রুক্ষং কুষ্ঠ গুল্মোদরপ্রণুৎ।। তদ্‌ভেদে স্যাৎ কিংশুলুকঃ কিঞ্চুলো হস্তিকর্ণকঃ। হস্তিকর্ণঃ পরং বৃষ্যো মেধায়ুর্বলবর্দ্ধনঃ।।

পলাশ ও হস্তিকর্ণপলাশ : পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, যজ্ঞিয়, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। পলাশ অগ্নিদীপক, শুক্রবর্দ্ধক, সারক, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণনাশক, গুল্মঘ্ন, কষায়-কটু-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, গুহ্যজাত রোগনাশক, ভগ্নসন্ধানকারক এবং ইহা বাতাদি দোষ, গ্রহণীরোগ, অর্শ ও ক্রিমিনাশক।

পলাশপুষ্প স্বাদু-তিক্ত-কষায়রস, পাকে কটু, বায়ুবর্দ্ধক, ধারক, শীতবীর্য্য এবং ইহা কফ, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিপাসা, দাহ, বাতরক্ত ও কুষ্ঠনাশক।

পলাশফল লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রুক্ষ এবং ইহা প্রমেহ, অর্শ, ক্রিমি, বায়ু, কফ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগনাশক।

আর-একপ্রকার বৃহৎপত্র পলাশ আছে, তাহাকে হস্তিকর্ণপলাশ বলে। কিংশুলুক, কিঞ্চুল ও হস্তিকর্ণ এই তিনটি হস্তিকর্ণপলাশের পর্য্যায়। ইহা অত্যন্ত বৃষ্য এবং মেধা আয়ু ও বলবর্দ্ধক।

শাল্মলিঃ

শাল্মলিস্তু ভবেন্মোচা পিচ্ছিলা পূরণীতি চ। রক্তপুষ্পা স্থিরায়ুশ্চ কণ্টকাঢ্যা চ তুলিনী।। শাল্মলী শীতলা স্বাদ্বী রসে পাকে রসায়নী। শ্লেষ্মলা পিত্তবাতাস্রহারিণী রক্তপিত্তজিৎ।। শাল্মলীপুষ্পশাকন্তু ঘৃতসৈন্ধব-সাধিতম্। প্রদরং নাশয়ত্যেব দুঃসাধ্যঞ্চ ন সংশয়ঃ।। রসে পাকে চ মধুরং কষায়ং শীতলং গুরু। কফপিত্তাস্রজিদ্ গ্রাহি বাতলঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্।।

শিমুল : শাল্মলি, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরায়ু, কণ্টকাঢ্যা ও তুলিনী, এই কয়েকটি শিমুলের নাম। শিমুল শীতবীর্য্য, মধুররস, মধুরবিপাক, রসায়ন, কফকারক এবং ইহা পিত্ত, বাতরক্ত ও রক্তপিত্তনাশক।

শিমুলফুল ঘৃত ও সৈন্ধব-সহ পাক করিয়া সেবন করিলে দুঃসাধ্য প্রদররোগ নষ্ট হয়। ইহা মধুর-কষায়রস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, গুরুপাক, সংগ্রাহী, বাতজনক এবং কফ, পিত্তদুষ্টি ও রক্তদুষ্টির নাশক।

মোচরসঃ

নির্য্যাসঃ শাল্মলেঃ পিচ্ছা শাল্মলীবেষ্টকোহপি চ। মোচাস্রাবো মোচরসো মোচনির্য্যাস ইত্যপি।। মোচাস্রাবো হিমো গ্রাহী স্নিগ্ধো বৃষ্যঃ কষায়কঃ। প্রবাহিকাতিসারাম-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ।।

মোচরস (শিমুলের আঠা) : শাল্মলির নির্য্যাসকে মোচরস বলে। পিচ্ছা, শাল্মলীবেষ্টক, মোচাস্রাব,

মোচরস ও মোচনির্য্যাস, এই কয়েকটি মোচরসের পর্য্যায়। মোচরস শীতবীর্য্য, ধারক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস এবং ইহা প্রবাহিকা, অতিসার, আমদোষ, কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহনাশক।

কূটশাল্মলিঃ

কুৎসিতঃ শাল্মলিঃ প্রোক্তো রোচনঃ কূটশাল্মলিঃ। কূটশাল্মলিকস্তিক্তঃ কটুকঃ কফবাতনুৎ।। ভেদ্যুষ্ণঃ প্লীহজঠর-যকৃদ্গুল্মবিষাপহঃ। ভূতানাহবিবন্ধাস্র-মেদঃশূলকফাপহঃ।।

রক্তরোহিতক : কুৎসিত শাল্মলিকে রোচন ও কূটশাল্মলি বলে। কূটশাল্মলি তিক্ত-কটুরস, ভেদক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা বাতশ্লেষ্মদোষ, প্লীহা, উদর, যকৃৎ, গুল্ম, বিষ, ভূতগ্রহ, আনাহ, বিবন্ধ, রক্তদোষ, মেদ, শূল ও কফনাশক।

ধবঃ

ধবো ঘটো নন্দিতরুঃ স্থিরো গৌরো ধুরন্ধরঃ। ধবঃ শীতঃ প্রমেহার্শঃ-পাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ। মধুরস্তুবরস্তস্য ফলঞ্চ মধুরং মনাক্।।

ধাওয়া : ধব, ঘট, নন্দিতরু, স্থির, গৌর ও ধুরন্ধর, এই কয়েকটি ধববৃক্ষের পর্য্যায়। ধব শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়রস এবং ইহা প্রমেহ, অর্শ, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফনাশক। ইহার ফল অল্প মধুররস।

ধন্বঙ্গঃ

ধন্বঙ্গস্তু ধনুর্বৃক্ষো গোত্রবৃক্ষঃ সুতেজনঃ। ধন্বঙ্গঃ কফপিত্তাস্র-কাসহৃৎ তুবরো লঘুঃ। বৃংহণো বলকৃদ্রুক্ষঃ সন্ধিকৃদ্ ব্রণরোপণঃ।।

ধামনাগাছ : ধন্বঙ্গ, ধনুর্বৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ ও সুতেজন এই কয়েকটি ধামনার পর্য্যায়। ধন্বঙ্গ কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কাসনাশক, কষায়রস, লঘু, শরীরের উপচয়কারক, বলবর্দ্ধক, রুক্ষ, ভগ্নসন্ধানকারক ও ব্রণরোপক।

করীরঃ

করীরঃ ক্রককরোঽপত্রো গ্রন্থিলো মরুভূরুহঃ। করীরঃ কটুকস্তিক্তঃ স্বেদ্যুষ্ণো ভেদনঃ স্মৃতঃ। দুর্নামকফবাতাম-গরশোথব্রণপ্রণুৎ।।

করীর, ক্রকর, অপত্র, গ্রন্থিল ও মরুভূরুহ এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ক। (ইহা মরুভূমিজাত উষ্ট্রপ্রিয় তীক্ষ্ণকণ্টকান্বিত বৃক্ষবিশেষ)। করীর কটু-তিক্তরস, ঘর্ম্মকারক, উষ্ণবীর্য্য, ভেদন এবং ইহা অর্শ, কফ, বায়ু, আমদোষ, গরদোষ, শোথ ও ব্রণনাশক।

শাখোটঃ

শাখোটঃ পীতফলকো ভূতাবাসঃ খরচ্ছদঃ। শাখোটো রক্তপিত্তার্শোবাতশ্লেষ্মাতিসারজিৎ।।

শেওড়াগাছ : শাখোট, পীতফলক, ভূতাবাস ও খরচ্ছদ, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। শেওড়া রক্তপিত্ত, অর্শ, বায়ু, কফ ও অতিসারনাশক।

বরুণঃ

বরুণো বরণঃ সেতুস্তিক্তশাকোঽগ্নিদীপনঃ। বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছ্রাশ্মমারুতান্। নিহন্তি গুল্মবাতাস্র-ক্রিমীংশ্চোষ্ণোঽগ্নিদীপনঃ। কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রুক্ষকো লঘুঃ।।

বরুণ, বরণ, সেতু, তিক্তশাক ও অগ্নিদীপন, এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। বরুণ পিত্তবর্দ্ধক,

ভেদক, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, কষায়-মধুর-তিক্ত-কটুরস, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বায়ু, গুল্ম, বাতরক্ত ও ক্রিমিনাশক।

কটভী স্বাদুপুষ্পশ্চ মধুরেণুঃ কটম্ভরঃ। কটম্ভী তু প্রমেহার্শোনাড়ীব্রণবিষক্রিমীন্।। হন্ত্যেষ্ণা কফকুষ্ঠঘ্নী কটুরুক্ষা চ কীর্ত্তিতা। তৎফলং তদ্গুণং জ্ঞেয়ং বিশেষাৎ কফশুক্রহৃৎ।।

কাঁটাশিরীষ : কটভী, স্বাদুপুষ্প, মধুরেণু ও কটম্ভর, এই কয়েকটি কাঁটাশিরীষের পর্য্যায়। কটভী প্রমেহ, অর্শ, নাড়ীব্রণ, বিষ, ক্রিমি, কফ ও কুষ্ঠনাশক, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস এবং রুক্ষ। কটভীর ফলও উক্তরূপ গুণযুক্ত, বিশেষত কফ ও শুক্রনাশক।

মোক্ষকঃ

মোক্ষকস্তু মোক্ষকোঽপি স্যাদ্ গোলীঢ়ো গোলিহস্তথা। ক্ষারশ্রেষ্ঠঃ ক্ষারবৃক্ষো দ্বিবিধঃ শ্বেতকৃষ্ণকঃ।। মোক্ষকঃ কটুকস্তিক্তো গ্রাহ্যষ্ণঃ কফবাতহৃৎ। বিষমেদোগুল্মকণ্ডু-বস্তিরুক্ক্রিমিশুক্রনুৎ।।

ঘণ্টাপারুলি : মোক্ষ, মোক্ষক, গোলীঢ়, গোলিহ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ ও ক্ষারবৃক্ষ, এই কয়েকটি ঘণ্টাপারুলির নাম। ইহা শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণভেদে দুইপ্রকার। মোক্ষক কটু-তিক্তরস, ধারক, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কফ, বায়ু, বিষ, মেদ, গুল্ম, কণ্ডূ, বস্তিবেদনা, ক্রিমি ও শুক্রনাশক।

জলশিরীষিকা

শিরীষিকা টিণ্টিণিকা দুর্ব্বলাম্বুশিরীষিকা। ত্রিদোষবিষকুষ্ঠার্শোহরী বারিশিরীষিকা।।

জলশিরীষ : জলশিরীষের পত্র শিরীষপত্রের ন্যায়, ইহা জলে জন্মে। শিরীষিকা, টিণ্টিণিকা, দুর্ব্বলা ও অম্বুশিরীষিকা এইগুলি উহার নামান্তর। অম্বুশিরীষিকা ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ ও অর্শবিনাশক।

শমী

শমী শক্তুফলা তুঙ্গা কেশহন্ত্রী শিবাফলা। মঙ্গল্যা চ তথা লক্ষ্মীঃ শমীরঃ সাল্পিকা স্মৃতা।। শমী তিক্তা কটুঃ শীতা কষায়া রেচনী লঘুঃ। কফকাসভ্রমশ্বাস-কুষ্ঠার্শঃক্রিমিজিৎ স্মৃতা।।

শাঁইগাছ : শমী, শক্তুফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, মঙ্গল্যা ও লক্ষ্মী, এই কয়েকটি শমীর পর্য্যায়। ক্ষুদ্র শমীকে শমীর বলে। শমী তিক্ত-কটু-কষায়রস, শীতবীর্য্য, রেচক, লঘু এবং ইহা কফ, কাস, ভ্রম, শ্বাস, কুষ্ঠ, অর্শ ও ক্রিমিনাশক।

সপ্তপর্ণঃ

সপ্তপর্ণো বিশালত্বক্ শারদো বিষমচ্ছদঃ। সপ্তপর্ণো ব্রণশ্লেষ্ম-বাতকুষ্ঠাস্রজন্তুজিৎ। দীপনঃ শ্বাসগুল্মঘ্নঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ।।

ছাতিম : সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক, শারদ ও বিষমচ্ছদ, এই কয়েকটি ছাতিমের নাম। ছাতিম ব্রণ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্রিমি, শ্বাস ও গুল্মনাশক, অগ্নিপ্রদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কষায়রস এবং সারক।

তিনিশঃ

তিনিশঃ স্যন্দনো নেমী রথদ্রুর্ব্বঞ্জুলস্তথা। তিনিশঃ শ্লেষ্মপিত্তাস্র-মেদঃকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ। তুবরঃ শ্বিত্রদাহঘ্নো ব্রণপাণ্ডুক্রিমিপ্রণুৎ।।

জারুলগাছ : তিনিশ, স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু ও বঞ্জুল, এই কয়েকটি জারুলের পর্য্যায়। তিনিশ কষায়রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, মেদ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও ক্রিমিনাশক।

ভূমীসহো দ্বারদারুর্বরদারুঃ খরচ্ছদঃ। ভূমীসহস্তু শিশিরো রক্তপিত্তপ্রসাদনঃ।।

ভূমীসহ, দ্বারদারু, বরদারু ও খরচ্ছদ, এই কয়েকটি ভূমীসহের নামান্তর। ভূমীসহ শীতবীর্য্য এবং রক্তপিত্তপ্রসাদক।

শেফালিকা

শেফালী কটুতিক্তোষ্ণা রুক্ষা বাতকফাপহা। জ্বরঘ্নী দীপনী বল্যা সন্ধিবাতবিনাশিনী।।

শিউলী : শিউলিপাতা কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, বায়ু ও কফনাশক, জ্বরঘ্ন, অগ্নির দীপ্তিকারক, বলজনক ও সন্ধিবাতবিনাশক।

ইতি বটাদিবর্গঃ।।

আম্রাদিফলবর্গ

আম্রঃ

আম্রশ্চূতো রসালোহসৌ সহকারোহতিসৌরভঃ। কামাঙ্গো মধুদূতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ।। আম্রপুষ্পমতীসার-কফপিত্তপ্রমেহনুৎ। অসৃগ্‌দুষ্টিহরং শীতং রুচিকৃদ্ গ্রাহি বাতলম্।। আম্রং বালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুতপিত্তকৃৎ। তরুণন্তু তদত্যম্লং রুক্ষং দোষত্রয়াস্রকৃৎ।। আম্রমামং ত্বচা হীনমাতপেহতিবিশোষিতম্। অম্লং স্বাদু কষায়ং স্যাদ্ ভেদনং কফবাতজিৎ।। পক্বন্তু মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং বলসুখপ্রদম্। গুরু বাতহরং হৃদ্যং বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্।। কষায়ানুরসং বহ্নি শ্লেষ্মশুক্রবিবর্দ্ধনম্। তদেব বৃক্ষসম্পক্বং গুরু বাতহরং পরম্।। মধুরাম্লরসং কিঞ্চিদ্ ভবেৎ পিত্তপ্রকোপণম্। আম্রং কৃত্রিমপক্বং যৎ তদ্ ভবেৎ পিত্তনাশনম্।। রসস্যাম্লস্য হীনত্বান্মাধুর্য্যাচ্চ বিশেষতঃ। উষিতং তৎ পরং রুচ্যং বল্যং বীর্য্যকরং লঘু।। শীতলং শীঘ্রপাকি স্যাদ্ বাতপিত্তহরং সরম্। তদ্রসো গালিতো বল্যো গুরুবাতহরঃ সরঃ।। অহৃদ্যস্তর্পণোহতীব বৃংহণঃ কফবর্দ্ধনঃ। তস্য খণ্ডং গুরু পরং রোচনং চিরপাকি চ।। মধুরং বৃংহণং বল্যং শীতলং বাতনাশনম্। বৃষ্যং বর্ণকরং স্বাদু দুগ্ধাম্রং গুরু শীতলম্। বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্।। মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চ রক্তাময়ং বদ্ধগুদোদরঞ্চ। আম্রাতিযোগো নয়নাময়ং বা করোতি তস্মদতি তানি নাদ্যাৎ।। এতদম্লাম্রবিষয়ং মধুরাম্রপরং ন তু। মধুরস্য পরং নেত্রহিতত্বাদ্যা গুণা যতঃ।। শুণ্ঠ্যম্ভসোহনুপানং স্যাদাম্রাণামতিভক্ষণে। জীরকং বা প্রযোক্তব্যং সহ সৌবর্চ্চলেন চ।।

আম্র : আম্র, চূত, রসাল, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ, এই কয়েকটি আম্রবৃক্ষের পর্য্যায়। অতি সুগন্ধ আম্রবৃক্ষের নাম সহকার।

আম্রপুষ্প (বোল) অতিসার, কফ, পিত্ত, প্রমেহ ও রক্তদোষনাশক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক, ধারক এবং বায়ুবৰ্দ্ধক।

কচি আম কষায়, অম্লরস, রুচিকারক এবং বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক। তরুণ আম্র অর্থাৎ কাঁচা আম অত্যন্ত অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্তদূষক। কাঁচা আমের ছাল ফেলিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহাকে আম্রপেশী (আমচুর) বলে। আমচুর অম্ল-মধুর-কষায়রস, ভেদক এবং কফ ও বায়ুনাশক। পাকা আম মধুররস, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘ্ন, হৃদ্য, বর্ণপ্রসাদক, শীতবীর্য্য, কষায়ানুরস এবং অগ্নি, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহা পিত্তকর নহে। গাছপাকা আম মধুরাম্লরস, গুরুপাক, অত্যন্ত বায়ুনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর। কৃত্রিম পক্ক আম্র অম্লরসবিহীন ও মধুররস বলিয়া উহা পিত্তনাশক। পর্য্যুষিত আম্র অর্থাৎ পক্কআম্র বাসি হইলে তাহা অতি রুচিকারক, বলপ্রদ, বীর্য্যবর্দ্ধক, লঘু, শীতবীর্য্য, শীঘ্রপাকী, বায়ুপিত্তনাশক ও সারক হইয়া থাকে। পক্ক আম্রের গালিত রস বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, অত্যন্ত পুষ্টিকারক এবং কফবর্দ্ধক। আম্র খণ্ড-খণ্ড করিয়া লইলে তাহা গুরু, অতীব রুচিকারক, চিরপাকী (অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক হয়) মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, বলকর, শীতবীর্য্য, বায়ুনাশক। দুগ্ধ-সংযুক্ত আম্র শুক্রবর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, মধুররস, গুরু, শীতবীর্য্য, বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্দ্ধক। অতিশয় আম্র ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি, বদ্ধগুদোদর ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়, অতএব অত্যন্ত আম্রভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধ অম্লরসযুক্ত আম্র সম্বন্ধে জানিবে, মধুররসযুক্ত আম্র সম্বন্ধে নহে, যেহেতু মধুর আম্রের চক্ষুর হিতকারিতাদি গুণ উক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত আম্র ভক্ষণ করিলে শুণ্ঠীর ক্বাথ পান অথবা সচল লবণের সহিত জীরা সেবন কর্ত্তব্য।

আম্রাবর্ত্তঃ

পক্কস্য সহকারস্য পটে বিস্তারিতো রসঃ। ঘর্ম্মশুষ্কো মুহুর্দ্দত্ত আম্রাবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ।। আম্রাবর্ত্তস্তৃষাচ্ছর্দ্দি-বাতপিত্তহরঃ সরঃ। রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভিঃ পাকাল্লঘুশ্চ স হি কীর্ত্তিতঃ।।

আমট (আমসত্ত্ব): সুপক আম্রের রস ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া কোন কাপড়ে বিস্তারপূর্ব্বক লেপন করিয়া রৌদ্রে রাখিবে, শুষ্ক হইলে পুনরায় ঐরূপে লেপন করিবে, এইপ্রকার পুনঃ-পুনঃ লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে। যখন পুরু হইবে, তখন আমাবর্ত্ত প্রস্তুত হইল জানিয়া কাপড় হইতে পৃথক করিয়া লইবে। আমার্বত্ত (আমসত্ত্ব) তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্ত নাশক, সারক এবং রুচিকারক। ইহা সূর্য্যসন্তাপে পক্ক হওয়ায় লঘু হইয়া থাকে।

আম্রবীজং কষায়ং স্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্। ঈষদম্লঞ্চ মধুরং তথা হৃদয়দাহনুৎ।।

আম্রবীজ ঈষৎ অম্লসংযুক্ত কষায়-মধুররস। ইহা বমি, অতিসার ও হৃদয়ের দাহনাশক।

নবপল্লবম্

আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্তবিনাশনম্।।

নব আম্রপল্লব রুচিকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

আম্রাতকঃ

আম্রাতকঃ পীতনশ্চ মর্কটাম্রঃ কপীতনঃ। আম্রাতমম্লং বাতঘ্নং গুরূষ্ণং রুচিকৃৎ সরম্।। পক্কন্তু তুবরং স্বাদু

রসে পাকে হিমং স্মৃতম্। তর্পণং শ্লেষ্মলং স্নিগ্ধং বৃষ্যং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্। গুরু বল্যং মরুৎপিত্ত ক্ষতদাহ-ক্ষয়াস্রজিৎ।।

আমড়া: আম্রাতক, পীতন, মর্কটাম্র ও কপীতন, এই কয়েকটি আমড়ার সংস্কৃত নাম। অপক্ক আম্রাতক অম্লরস, বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক ও সারক। পক্ক আম্রাতক কষায়-মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, তৃপ্তিকারক, কফবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর,গুরু, বলকারক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক।

রাজাম্রস্টঙ্ক আম্রাতঃ কামাহ্বো রাজপুত্রকঃ। রাজাম্রং তুবরং স্বাদু বিশদং শীতলং গুরু। গ্রাহি রুক্ষং বিবন্ধাধ্ম-বাতকৃৎ কফপিত্তনুৎ।।

রাজাম্র, টঙ্ক, আম্রাত, কামাহ্ব ও রাজপুত্রক, এই কয়েকটি রাজাম্রের নামান্তর। রাজাম্র কষায়-মধুররস, বিশদ (অপিচ্ছিল), শীতবীর্য্য, গুরু, ধারক, রুক্ষ, বিবন্ধ ও আধ্মানজনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

কোশাম্রঃ

কোশাম্র উক্তঃ ক্ষুদ্রাম্রঃ ক্রিমিবৃক্ষঃ সুকোশকঃ। কোশাম্রঃ কুষ্ঠশোথাস্র-পিত্তব্রণকফাপহঃ।। তৎফলং গ্রাহি বাতঘ্নমম্লোষ্ণং গুরু পিত্তলম্। পকন্তু দীপনং রুচ্যং লঘুষ্ণং কফবাতনুৎ।।

কেওড়া: কোশাম্র, ক্ষুদ্রাম্র, ক্রিমিবৃক্ষ ও সুকোশক, এই কয়েকটি কেওড়ার নাম। কোশাম্র কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত, ব্রণ ও কফনাশক। কোশাম্রের অপক্ক ফল ধারক, বায়ুনাশক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য,গুরু ও পিত্তবর্দ্ধক। কোশাম্রের পক্ক ফল অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিজনক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ ও বায়ুনাশক।

পনসঃ

পনসঃ কণ্টকিফলঃ পনশোঽতিবৃহৎফলঃ। পনসং শীতলং পক্কং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্।। তর্পণং বৃংহণং স্বাদু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্। বল্যং শুক্রপ্রদং হন্তি রক্তপিত্তক্ষতব্রণান্।। আমং তদেব বিষ্টম্ভি বাতলং তুবরং গুরু। দাহকৃন্মধুরং বল্যং কফমেদোবিবর্দ্ধনম্।। পনসোদ্ভুতবীজানি বৃষ্যাণি মধুরাণি চ। গুরূণি বদ্ধবিট্‌কানি সৃষ্টমূত্রাণি সংবদেৎ।। মজ্জা পনসজো বৃষ্যো বাতপিত্তকফাপহঃ। বিশেষাৎ পনসো বর্জ্জ্যো গুল্মিভির্মন্দবহ্নিভিঃ।।

কাঁটাল: পনস, কণ্টকিফল, পনশ ও অতিবৃহৎফল এই কয়েকটি কাঁটালের সংস্কৃত নাম। পাকা কাঁটাল শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মধুররস, মাংসবর্দ্ধক, অত্যন্ত কফকর, বলকারক, শুক্রজনক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণনাশক। অপক্ক কাঁটাল (এচোড়) বিষ্টম্ভী, বায়ুবর্দ্ধক, কষায়-মধুররস, গুরু, দাহজনক, বলকারক এবং ইহা কফ ও মেদের বর্দ্ধক। কাঁটালের বীজ শুক্রবর্দ্ধক, মধুররস, গুরু, মলরোধক ও মূত্রনিঃসারক। কাঁটালের মজ্জা শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক। গুল্মরোগাক্রান্ত ও মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কাঁটাল অহিতকর।

লকুচঃ

লকুচঃ ক্ষুদ্রপনসো লিকুচো ডহুরিত্যপি। আমং লকুচমুষ্ণঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভকৃৎ তথা।। মধুরঞ্চ তথাম্লঞ্চ দোষ-ত্রিতয়রক্তকৃৎ। শুক্রাগ্নিনাশনং বাপি নেত্রয়োরহিতং স্মৃতম্।। সুপক্কং তৎ মধুরমম্লঞ্চানিলপিত্তকৃৎ। কফবহ্নি-করং রুচ্যং বৃষ্যং বিষ্টম্ভকঞ্চ তৎ।।

ডেলোমান্দার: লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ ও ডহু, এই কয়েকটি ডেলোমান্দারের নাম। অপক্ক ডেলো উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বিষ্টম্ভীকারক, মধুরাম্লরস, ত্রিদোষজনক, রক্তকারক, শুক্রঘ্ন, অগ্নিনাশক ও চক্ষুর অহিতকর। পাকা ডেলো অম্ল-মধুররস এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি ও বিষ্টম্ভকারক, রুচিকর ও শুক্রজনক।

কদলী বারণা মোচাম্বুসারাংশুমতীফলা। মোচাফলং স্বাদু শীতং বিষ্টম্ভি কফনুদ্ গুরু।। স্নিগ্ধং পিত্তাস্রতৃড়্-দাহ-ক্ষতক্ষয়সমীরজিৎ। পক্কং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃষ্যঞ্চ বৃংহণম্। ক্ষুত্তৃষ্ণানেত্রগদহৃন্মেহঘ্নং রুচিমাংসকৃৎ।। মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি। উক্তা গুণাস্তেষ্বধিকা ভবন্তি। নির্দ্দোষতা স্যাল্লঘুতা চ তেষাম্।।

কদলী, বারণা, মোচা, অম্বুসারা ও অংশুমতীফলা, এই কয়েকটি কদলীর নাম। কাঁচাকলা মধুররস, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, কফঘ্ন, গুরু, স্নিগ্ধ এবং ইহা রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়ুনাশক। পাকাকলা মধুররস, শীতবীর্য্য, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিকারক, মাংসবর্দ্ধক এবং ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চক্ষুরোগ ও প্রমেহ- নাশক।
মাণিক্য, মর্ত্ত্য (মর্ত্তমান), অমৃত ও চম্পকাদি জাতিভেদে কদলী অনেকপ্রকার। সেই সকল কদলীতে উক্ত গুণ- সকল বাহুল্যরূপে অবস্থিতি করে। তাহারা অন্যান্য কদলী অপেক্ষা নির্দ্দোষ ও লঘু।

চির্ভিটম্
চির্ভিটং ধেনুদুগ্ধঞ্চ তথা গোরক্ষকর্কটী। চির্ভিটং মধুরং রুক্ষং গুরু পিত্তকফাপহম্। অনুষ্ণং গ্রাহি বিষ্টম্ভি পক্কন্তূষ্ণঞ্চ পিত্তলম্।।

কাঁকুড় ও ফুটী: চির্ভিট, ধেনুদুগ্ধ, গোরক্ষকর্কটী এই কয়েকটি চির্ভিটের নাম । অপক্ক চির্ভিট (কাঁকুড়) মধুররস, রুক্ষ, গুরু, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, ঈষৎ উষ্ণ, ধারক ও বিষ্টম্ভকারক। পাকা চির্ভিট (ফুটী) উষ্ণবীর্য্য এবং পিত্তবর্দ্ধক।

নারিকেলঃ
নারিকেলো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চশীর্ষকঃ। তুঙ্গঃ স্কন্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ।। নারিকেলফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনম্। বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাতপিত্তাস্রদাহনুৎ।। বিশেষতঃ কোমলনারিকেলং নিহন্তি পিত্তজ্বরপিত্তদোষান্। তদেব জীর্ণং গুরু পিত্তকারি বিদাহি বিষ্টম্ভি মতং ভিষগ্‌ভিঃ।। তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু। পিপাসাপিত্তজিৎ স্বাদু বস্তিশুদ্ধিকরং পরম্।। নারিকেলস্য তালস্য খর্জ্জূরস্য শিরাংসি তু। কষায়স্নিগ্ধমধুর-বৃংহণানি গুরূণি চ।।

নারিকেল: নারিকেল, দৃঢ়ফল, লাঙ্গলী, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, তৃণরাজ ও সদাফল, এই কয়েকটি নারিকেলের পর্য্যায়। নারিকেলফল শীতবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বস্তিশোধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকারক, বলকর এবং ইহা বাত, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহনাশক।
কোমল নারিকেল পিত্তজ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগনাশক। নারিকেল পরিণত হইলে গুরু, পিত্তবর্দ্ধক, বিদাহী ও বিষ্টম্ভী হয়। ডাবের জল শীতল, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নির দীপক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, পিপাসানাশক, পিত্তঘ্ন, মধুররস এবং বস্তিশোধক।
নারিকেল, তাল ও খর্জ্জূরবৃক্ষের মস্তক (মেতী) কষায়-মধুররস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও গুরু।

কালিন্দম্

কালিন্দং কৃষ্ণবীজং স্যাৎ কালিঙ্গঞ্চ সুবর্ত্তুলম্। কালিন্দং গ্রাহি দৃক্‌পিত্ত-শুক্রহৃচ্ছীতলং গুরু।। পক্বন্তু সোষ্ণং সক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ।।

তরমুজ: কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিঙ্গ ও সুবর্ত্তুল, এই কয়েকটি তরমুজের নাম। অপক্ক তরমুজ ধারক, শীতল, গুরু এবং ইহা দৃষ্টি পিত্ত ও শুক্রনাশক। পক্ক তরমুজ ঈষৎ উষ্ণ, কিঞ্চিৎ ক্ষারবিশিষ্ট, পিত্তকারক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

দশাঙ্গুলন্তু খর্ব্বূজং কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ। খর্ব্বূজং মূত্রলং বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু।। স্নিগ্ধং স্বাদুতরং শীতং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্। তেষু যচ্চাম্লমধুরং সক্ষারঞ্চ রসাদ্ ভবেৎ। রক্তপিত্তকরং তৎ তু মূত্রকৃচ্ছ্রকরং পরম্।।

খরমুজ: খর্ব্বূজকে দশাঙ্গুল বলে। খর্ব্বূজ মূত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশোধক, গুরু, স্নিগ্ধ, মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। যে-সকল খর্ব্বূজ সক্ষার অম্ল-মধুররস, তাহারা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রকারক।

ত্রপুষম্

ত্রপুষং কণ্টকীফলং সুধাবাসঃ সুশীতলম্। ত্রপুষং লঘু নীলঞ্চ নবং তৃট্‌ক্লমদাহজিৎ। স্বাদু পিত্তাপহং শীতং রক্তপিত্তহরং পরম্।। তৎ পক্কমম্লমুষ্ণং স্যাৎ পিত্তলং কফবাতনুৎ। তদ্বীজং মূত্রলং শীতং রুক্ষং পিত্তাস্র-কৃচ্ছ্রজিৎ।।

শশা: ত্রপুষ, কণ্টকীফল, সুধাবাস ও সুশীতল, এই কয়েকটি শশার পর্য্যায়। কচি শশা নীলবর্ণ, লঘু, মধুররস, শীতবীর্য্য এবং ইহা পিপাসা, ক্লম, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্তনাশক। পাকা শশা অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক। শশার বীজ মূত্রকারক, শীতবীর্য্য, রুক্ষ এবং পিত্তদোষ, রক্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক।

গুবাকঃ

খপূরঃ পূগী পূগশ্চ গুবাকঃ ক্রমুকোঽস্য তু। ফলং পূগীফলং প্রোক্তমুদ্বেগঞ্চ তদীরিতম্।। পূগং গুরু হিমং রুক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ। মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্।। আর্দ্রং তদ্ গুর্ব্বভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরং স্মৃতম্। স্বিন্নং দোষত্রয়চ্ছেদি দৃঢ়মধ্যং তদুত্তমম্।।

সুপারি: খপূর, পূগী, পূগ, গুবাক ও ক্রমুক, এই কয়েকটি সুপারির পর্য্যায়। ইহার ফলকে পূগীফল ও উদ্বেগ বলা যায়। পূগীফল গুরু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, কষায়রস, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নিপ্রদীপক, রুচিকারক এবং মুখের বিরসতানাশক। অপক্ব সুপারিফল গুরু, অভিষ্যন্দী এবং অগ্নি ও দৃষ্টিনাশক। স্বিন্ন পূগফল ত্রিদোষনাশক। যে-পূগফলের মধ্যভাগ কঠিন, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

আতৃপ্যম্

আতৃপ্যং গণ্ডগাত্রঞ্চ বহুবীজমপি স্মৃতম্। আতৃপ্যং তৃপ্তিজননং বলপুষ্টিকরং পরম্। শীতলং স্বাদু হৃদ্যঞ্চ বাতপিত্তপ্রণাশনম্।। রক্তদুষ্টিপ্রশমনং দাহঘ্নং রক্তবর্দ্ধনম্। শ্লেষ্মলং তর্ষশমনং বান্ত্যুৎক্লেশনিশাতনম্।।

আতা: আতৃপ্য, গণ্ডগাত্র ও বহুবীজ, এই কয়েকটি আতার পর্য্যায়। আতা তৃপ্তিজনক, বল ও পুষ্টিকারক, শীতল, মধুররস, হৃদ্য, রক্তবর্দ্ধক ও শ্লেষ্মজনক। ইহা বাত-পিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও বমনবেগনিবারক।

পারেবতম্

পারেবতন্তু রৈবতমারেবতকঞ্চ কিঞ্চ রৈবতকম্। মধুফলমমৃতফলাখ্যং পারেবতকঞ্চ সপ্তাহুম্।। পারেবতন্তু মধুরং ক্রিমিবাতহারি বৃষ্যং তৃষাজ্বরবিদাহহরঞ্চ হৃদ্যম্। মূর্চ্ছাভ্রমশ্রমবিশোষবিনাশকারি স্নিগ্ধঞ্চ রুচ্যমুদিতং বহুবীর্য্যদায়ি।। মহাপারেবতঞ্চান্যৎ স্বর্ণপারেবতং তথা। সাম্রাণিজং খারিকঞ্চ রক্তরৈবতকঞ্চ তৎ।। বৃহৎ পারবেতং প্রোক্তং দ্বীপজং দ্বীপখর্জ্জুরে। মহাপারেবতং গৌল্যং বলকৃৎপুষ্টিবর্দ্ধনম্। বৃষ্যং মূর্চ্ছাজ্বরঘ্নঞ্চ পূর্ব্বোক্তাদধিকং গুণৈঃ।।

পেয়ারা: পারবেত, রৈবত, আরেবত, রৈবতক, মধুফল, অমৃতফল ও পারেবতক, এই ৭টি পেয়ারার পর্য্যায়- শব্দ। পেয়ারা মধুররস, বলকারক, হৃদয়গ্রাহী, স্নিগ্ধ, রুচিকর ও শুক্রজনক এবং ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, জ্বর, বিদাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষবিনাশক।
আর একপ্রকার পেয়ারা আছে, তাহা অতি বৃহৎ ও গোলাকার। মহাপারেবত, স্বর্ণপারেবত, সাম্রাণিজ, খারিক, রক্তরৈবতক, বৃহৎ পারেবত, দ্বীপজ ও দ্বীপখর্জ্জূর, এইগুলি বড় পেয়ারার পর্য্যায়। ইহা বলকারক, পুষ্টিকর, বৃষ্য, মূর্চ্ছা ও জ্বরনাশক এবং ইহা পূর্ব্বোক্ত পেয়ারা অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট।

পারীশফলম্

পারীশং শীতলং রুচ্যং দীপনং পাচনং সরম্। মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং বিশেষাদর্শসে হিতম্। পারীষক্ষীরযোগেন প্লীহা গুল্মশ্চ নশ্যতি।।

পেঁপে: পেঁপে শীতবীর্য্য, রুচিকর, অগ্নিদীপক, পাচক, সারক, মধুররস ও রক্তপিত্তনাশক। ইহা অর্শরোগে বিশেষ উপকারক। পেঁপের আট-দশ ফোঁটা আঠা, কলা বা অন্য কোন দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

বহুনেত্রম্

বহুনেত্রফলঞ্চাম্লং ক্রিমিঘ্নং মধুরং সরম্। বল্যং বাতহরং রুচ্যং শ্লেষ্মলং তর্পণং গুরু।।

আনারস: আনারসের সংস্কৃত নাম বহুনেত্র। আনারস অম্ল-মধুররস, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকারক, বাতনাশক, রুচিজনক, শ্লেষ্মকারক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক।

তালঃ

তালস্তু লেখ্যপত্রঃ স্যাৎ তৃণরাজো মহোন্নতঃ। পক্বং তালফলং পিত্ত-রক্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্। দুর্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দি শুক্রদম্।। তালমজ্জা তু তরুণঃ কিঞ্চিন্মদকরো লঘুঃ। শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহো মধুরঃ সরঃ।। তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃন্মতম্। অম্লীভূতং তদা তু স্যাৎ পিত্তকৃদ্ বাতদোষহৃৎ।।

তাল: তাল, লেখ্যপত্র, তৃণরাজ ও মহোন্নত, এই কয়েকটি তালের পর্য্যায়। পক্বতাল পিত্ত, রক্ত ও কফবর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য, বহুমূত্রজনক এবং ইহা তন্দ্রাজনক, অভিষ্যন্দী ও শুক্রবর্দ্ধক। তালের কোমল মজ্জা কিঞ্চিৎ মদকারক, লঘু, কফবর্দ্ধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, মধুররস এবং সারক। তালের নূতন রস (তাড়ী) অত্যন্ত মত্ততাজনক। তাহা অম্লীভূত হইলে পিত্তবর্দ্ধক ও বাতদুষ্টিনাশক হইয়া থাকে।

বিল্বঃ

বিল্বঃ শাণ্ডিল্যশৈলূষৌ মালুরশ্রীফলাবপি। বালং বিল্বফলং বিল্ব-কর্কটী বিল্বপেষিকা।। গ্রাহিণী কফবাতাম-শূলঘ্নী বিল্বপেষিকা। বালং বিল্বফলং গ্রাহি দীপনং পাচনং কটু।। কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্।

পক্বং গুরু ত্রিদোষং স্যাদ্ দুর্জ্জরং পূতিমারুতম্ । বিদাহি বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহ্নিমান্দ্যকৃৎ।।

বেল: বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালুর ও শ্রীফল, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। কচি বেলকে বিল্বকর্কটী ও বিল্বপেষিকা বলে। কচি বেল ধারক এবং কফ, বায়ু, আমদোষ ও শূলনাশক। অন্যবচনোক্ত গুণ, যথা কচি বেল ধারক, অগ্নির দীপক, আমের পাচক, কটু-কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং ইহা বায়ু ও কফনাশক। পাকা বেল গুরু, ত্রিদোষজনক, দুষ্পাচ্য, পূতিবায়ুজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, মধুররস ও অগ্নিমান্দ্যকর।

কপিত্থঃ

কপিত্থস্তু দধিত্থঃ স্যাৎ তথা পুষ্পফলঃ স্মৃতঃ। কপিপ্রিয়ো দধিফলস্তথা দন্তশঠোঽপি চ।। কপিত্থমামং সংগ্রাহি কষায়ং লঘু লেখনম্। পক্বং গুরু তৃষাহিক্কা-শমনং বাতপিত্তজিৎ। স্যাদম্লং তুবরং কণ্ঠশোধনং গ্রাহি দুর্জ্জরম্।।

কয়েৎ বেল: কপিত্থ, দধিত্থ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল ও দন্তশঠ, এই কয়েকটি কয়েৎবেলের সংস্কৃত নাম। অপক্ক কয়েৎবেল ধারক, কষায়রস, লঘু ও লেখনগুণযুক্ত। পাকা কয়েৎবেল গুরু, অম্ল-কষায়রস, কণ্ঠশোধক, ধারক, দুষ্পাচ্য এবং পিপাসা, হিক্কা, বায়ু ও পিত্তনাশক।

নারঙ্গঃ

নারঙ্গো নাগরঙ্গঃ স্যাৎ ত্বক্সুগন্ধো মুখপ্রিয়ঃ। নারঙ্গং মধুরাম্লং স্যাদ্ দীপনং বাতনাশনম্। অপরস্ত্বম্লমত্যুষ্ণং দুর্জ্জরং বাতহৃৎ সরম্।।

নারাঙ্গীলেবু: নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বক্সুগন্ধ ও মুখপ্রিয়, এই কয়েকটি নারাঙ্গীলেবুর নাম। নারাঙ্গীলেবু অম্ল-মধুর- রস, অগ্নির দীপক ও বায়ুনাশক। অপর একপ্রকার নারাঙ্গীলেবু আছে, তাহা অত্যন্ত অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বায়ুনাশক ও সারক।

কীটাবাসো মজ্জফলং গ্রাহি বল্যং জ্বরাপহম্। শোণিতস্রুতিহৃৎ হন্তি মুখদন্তগতান্ গদান্।। শ্বেতপ্রদরমর্শাংসি যোনিকন্দং সুদারুণম্। অতিসারং মহাঘোরং গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্।।

মাজুফল: কীটাবাস ও মজ্জফল এই ২টি মাজুফলের নাম। মাজুফল গ্রাহী, বলকারক, জ্বরঘ্ন ও রক্তস্রাবরোধক। ইহা মুখ ও দন্তগত রোগ, শ্বেতপ্রদর, অর্শ, যোনিকন্দ, ঘোর অতিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকা রোগনাশক।

তিন্দুকঃ

তিন্দুকঃ স্ফূর্জ্জকঃ কাল-স্কন্ধশ্চ শিতিসারকঃ। স্যাদামং তিন্দুকং গ্রাহি বাতলং শীতলং লঘু। পক্বং পিত্ত-প্রমেহাস্র-শ্লেষ্মঘ্নং মধুরং গুরু।।

গাব : তিন্দুক, স্ফূর্জ্জক, কালস্কন্ধ ও শিতিসারক, এই কয়েকটি গাবের সংস্কৃত নাম। অপক্ক গাব ধারক, বায়ুবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য ও লঘু। পাকা গাব মধুররস, গুরু এবং ইহা পিত্ত, প্রমেহ, রক্তদোষ ও কফনাশক।

কুপীলুঃ

তিন্দুকো যস্তু কথিতো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ। কুপীলুঃ কুলকঃ কাল-তিন্দুকঃ কালপীলুকঃ। কাকেন্দুর্বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কটতিন্দুকঃ।। কুপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু। পরং ব্যথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাস্রনাশনম্।।

কুঁচিলা: তিন্দুক, জলদ, দীর্ঘপত্রক, কুপীলু, কুলক, কালতিন্দুক, কালপীলুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দু ও মর্কটতিন্দুক এই কয়েকটি কুঁচিলার পর্য্যায়। কুঁচিলা শীতবীর্য্য, তিক্তরস, বায়ুবর্দ্ধক, মদকারক, লঘু, অত্যন্ত বেদনানাশক, ধারক এবং ইহা কফ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টিনাশক।

জম্বুঃ

জম্বূস্তু সুরভিপত্রা নীলফলা শ্যামলা মহাস্কন্ধা। রাজার্হা রাজফলা শুকপ্রিয়া মেঘমোদিনী চ নবাহ্বা।। জম্বুবৃক্ষস্তু তুবরো গ্রাহী মধুরপাচকঃ। মলস্তম্ভকরো রুক্ষো রুচিকৃৎ পিত্তদাহহা।। অম্লঃ কণ্ঠ্যঃ ক্রিমিশ্বাস-শোষাতীসারকাসহা। রক্তদোষং কফং চৈব ব্রণং চৈব বিনাশয়েৎ।। ফলঞ্চ তুবরং চাম্লং মধুরং শীতলং মতম্। রুচ্যং রুক্ষং গ্রাহকঞ্চ লেখনং কণ্ঠদূষকম্।। মলস্তম্ভকরং বাতকারকং কফপিত্তনুৎ। আধ্মানকারকং প্রোক্তং পূর্ব্বৈর্বৈদ্যৈর্মনীষিভিঃ।। তন্মজ্জা মধুরো গ্রাহী বিশেষান্মধুমেহহা। তদঙ্কুরা হিমা রুক্ষা গ্রাহকাধ্মান-কারকাঃ।।

জাম: জম্বূ, সুরভিপত্রা, নীলফলা, শ্যামলা, মহাস্কন্ধা, রাজার্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া ও মেঘমোদিনী এই নয়টি জামের পর্য্যায়।জামছাল: অম্ল-কষায়-মধুররস, সংগ্রাহী, পাচক, মলস্তম্ভক, রুক্ষ, রুচিজনক ও কণ্ঠের হিতকারক এবং ইহা পিত্ত, দাহ, ক্রিমি, শ্বাস, শোষ, অতিসার, কাস, রক্তদোষ, কফদুষ্টি ও ব্রণ বিনাশ করে। জামফল: অম্ল-মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য, রুচিজনক, রুক্ষ, গ্রাহক, লেখন, কণ্ঠদূষক, মলস্তম্ভক, বায়ুজনক, উদরাধ্মানকারক ও কফপিত্তনাশক। ইহার মজ্জা মধুর রস, গ্রাহী, বিশেষত মধুমেহনাশক। জামের অঙ্কুর: শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মলসংগ্রাহক ও উদরাধ্মানকারক।

ক্ষুদ্রজম্বূঃ সূক্ষ্মপত্রা নাদেয়ী জলজম্বুকা। জম্বূঃ সংগ্রাহিণী রুক্ষা কফপিঃ

ছোট জাম: ক্ষুদ্রজম্বূ, সূক্ষ্মপত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা, এই কয়েকটি ক্ষুদ্রজম্বূর পর্য্যায়। ক্ষুদ্রজম্বূ ধারক, রুক্ষ এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহনাশক।

ফলেন্দ্রঃ

ফলেন্দ্রঃ কথিতো নন্দো রাজজম্বূর্মহাফলা। তথা সুরভিপত্রা চ মহাজম্বূরপি স্মৃতা। রাজজম্বূফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্।।

গোলাপজাম: ফলেন্দ্রপ্প, নন্দ, রাজজম্বূ, মহাফলা, সুরভিপত্রা ও মহাজম্বূ, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। রাজজম্বূ (গোলাপজাম) মধুররস, বিষ্টম্ভী, গুরু ও রুচিকারক।

পুংসি স্ত্রিয়াঞ্চ কর্কন্ধুর্বদরী কোলমিত্যপি। ফেনিলং কুবলং ঘোণ্টা সৌবীরং বদরং মহৎ।। অজপ্রিয়া কুহা কোলী বিষমোভয়কণ্টকা। পচ্যমানং সুমধুরং সৌবীরং বদরং মহৎ।। সৌবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরু শুক্রলম্। বৃংহণং পিত্তদাহাস্র-ক্ষয়তৃষ্ণানিবারণম্।। সৌবীরং লঘু সম্পক্কং মধুরং কোলমুচ্যতে। কোলন্তু বদরং গ্রাহি রুচ্যমুষ্ণঞ্চ বাতলম্।। কফপিত্তকরঞ্চাপি গুরু সারকমীরিতম্। কর্কন্ধুঃ ক্ষুদ্রবদরং কথিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ।। অম্লং স্যাৎ ক্ষুদ্রবদরং কষায়ং মধুরং মনাক্। স্নিগ্ধং গুরু চ তিক্তঞ্চ বাতপিত্তাপহং স্মৃতম্। শুষ্কং ভেদ্যগ্নিকৃৎ সর্ব্বং লঘু তৃষ্ণাক্লমাস্রজিৎ।।

কুল: কর্কন্ধু শব্দ, পুং-স্ত্রী উভয়লিঙ্গই হয়। কর্কন্ধু, বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল, ঘোণ্টা, সৌবীর ও বদর এই- গুলি বড় কুলের এবং অজপ্রিয়া, কুহা, কোলী ও বিষমোভয়কণ্টকা, এই কয়েকটি ছোট কুলের পর্য্যায়।

কুল অনেকপ্রকার তাহাদের লক্ষণ ও গুণ বলা যাইতেছে। যে-কুল পচ্যমান অবস্থাতেই মধুররস হয় এবং আয়তনে বৃহৎ, তাহাকে সৌবীর বদর বলে। উহাকে চলিত ভাষায় নারিকুলে কুল বলা যায়। নারিকুলে কুল শীতবীর্য্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিপাসানাশক।

যে-বদরী সৌবীর বদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট অর্থাৎ মধ্যপ্রমাণ এবং যাহা সম্যক্ পাকিলে মধুররস হয়, তাহাকে কোল বলে। কোলাখ্য বদর ধারক, রুচিকারক, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, কফজনক, পিত্তকারক, গুরু ও সারক।

ক্ষুদ্র বদরকে কর্কন্ধু বলা যায়। কর্কন্ধু ঈষৎ মধুর-কষায়-তিক্ত-রসান্বিত অম্লরস, স্নিগ্ধ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

শুষ্কবদরী ভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু এবং ইহা পিপাসা ক্লান্তি ও রক্তদোষনাশক।

পানীয়ামলকম্

প্রাচীনামলকং লোকে পানীয়ামলকং স্মৃতম্। প্রাচীনামলকং দোষত্রয়জিজ্জ্বরঘাতি চ।।

পানী আমলা : প্রাচীনামলককে লোকে পানী আমলা বলে। প্রাচীনামলক ত্রিদোষনাশক ও জ্বরঘ্ন।

লবলী

সুগন্ধমূলা লবলী পাণ্ডুঃ কোমলবল্কলা। লবলীফলমশ্মার্শঃ কফপিত্তহরং গুরু। বিশদং রোচনং রুক্ষং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে।।

নোয়াড় : সুগন্ধমুলা, লবলী, পাণ্ডু ও কোমলবল্কলা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। লবলী ফল অশ্মরী, অর্শ, কফ ও পিত্তনাশক, গুরু, বিশদ, রুচিকারক, রুক্ষ এবং অম্ল-মধুর-কষায়রস।

করমর্দ্দঃ

করমর্দ্দঃ সুষেণঃ স্যাৎ কৃষ্ণপাকফলস্তথা। তস্মাল্লঘুফলা যা তু সা জ্ঞেয়া করমর্দ্দিকা।। করমর্দ্দদ্বয়ন্ত্বামমম্লং গুরু তৃষাহয়ম্। উষ্ণং রুচিকরং প্রোক্তং রক্তপিত্তকফপ্রদম্।। তৎ পক্কং মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তসমীরজিৎ।।

করমচা : করমর্দ্দ, সুষেণ ও কৃষ্ণপাকফল, এই কয়েকটি করমচার সংস্কৃত নাম। অপর একপ্রকার করমর্দ্দ আছে, তাহাকে করমর্দ্দিকা বলে। এই দ্বিবিধ করমর্দ্দই অপক্ক অবস্থায় অম্লরস, গুরুপাক, পিপাসানাশক, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক এবং রক্তপিত্ত ও কফজনক। পক্ক অবস্থায় মধুররস, রুচিকারক, লঘু এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক।

পিয়ালঃ

পিয়ালস্তু খরস্কন্ধশ্চারো বহুলবল্কলঃ। রাজাদনস্তাপসেষ্টঃ সন্নকদ্রুর্ধনুষ্পটঃ।। চারঃ পিত্তকফাস্রঘ্নস্তৎফলং মধুরং গুরু। স্নিগ্ধং সরং মরুৎপিত্ত-দাহজ্বরতৃষাপহম্।। পিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ। হৃদ্যোঽতিদুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী চামবর্দ্ধনঃ।।

পিয়াল, খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু ও ধনুষ্পট, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। পিয়াল পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক। পিয়ালফল মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, দাহ, জ্বর ও পিপাসানাশক। পিয়ালমজ্জা মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, পিত্তঘ্ন, হৃদয়গ্রাহী, অতিশয় দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী এবং আমবর্দ্ধক।

ক্ষীরিকা

রাজাদনঃ ফলাধ্যক্ষো রাজন্যঃ ক্ষীরিকাপি চ। ক্ষীরিকায়াঃ ফলং বৃষ্যং বল্যং স্নিগ্ধং হিমং গুরু। তৃষ্ণামূর্চ্ছা-মদভ্রান্তি-ক্ষয়দোষত্রয়াস্রজিৎ।।

রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ, রাজন্য ও ক্ষীরিকা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। ক্ষীরিকাফল শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য, গুরু এবং ইহা পিপাসা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্তদোষনাশক।

বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষো গ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ। স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি। বিকঙ্কতফলং পক্কং মধুরং সর্ব্বদোষজিৎ।।

বৈঁচী: বিকঙ্কত, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, যজ্ঞবৃক্ষ, কণ্টকী ও ব্যাঘ্রপাৎ, এই কয়েকটি বৈঁচীর সংস্কৃত নাম। পাকা বিকঙ্কতফল মধুররস। ইহা বাতাদি সমস্ত দোষনাশক।

পদ্মবীজন্তু পদ্মাক্ষং গালোড্যং পদ্মকর্কটী। পদ্মবীজং হিমং স্বাদু কষায়ং তিক্তকং গুরু।। বিষ্টম্ভী বৃষ্যং রুক্ষঞ্চ গর্ভসংস্থাপকং পরম্। কফবাতকরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্রদাহনুৎ।।

পদ্মবীজ: পদ্মবীজ, পদ্মাক্ষ, গালোড্য ও পদ্মকর্কটী, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। পদ্মবীজ শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়-তিক্তরস, গুরু, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক, রুক্ষ, উত্তম গর্ভসংস্থাপক, কফজনক, বায়ুবর্দ্ধক, বলকারক, ধারক এবং ইহা পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহনাশক।

মখান্নম্

মখান্নং পদ্মবীজাভং পানীয়ফলমিত্যপি। মখান্নং পদ্মবীজস্য গুণৈস্তুল্যং বিনির্দ্দিশেৎ।।

মাখনা: মখান্ন, পদ্মবীজাভ ও পানীয়ফল এই ৩টি একপর্য্যায়ক শব্দ। মখান্ন পদ্মবীজসদৃশ গুণকারক।

শৃঙ্গাটকম্

শৃঙ্গাটকং জলফলং ত্রিকোণফলমিত্যপি। শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরু বৃষ্যং কষায়কম্। গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্ম-প্রদং পিত্তাস্রদাহনুৎ।।

পানীফল : শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল, এই কয়েকটি পানীয়ফলের সংস্কৃত নাম। পানীফল শীতবীর্য্য, কষায়-মধুর-রস, গুরু, পুষ্টিকারক, ধারক, শুক্রজনক, বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক এবং ইহা পিত্ত রক্তদোষ ও দাহনাশক।

উক্তং কুমুদবীজন্তু বুধৈঃ কৈরবিণীফলম্। ভবেৎ কুমুদ্বতীবীজং স্বাদু রুক্ষং হিমং গুরু।।

পণ্ডিতগণ কুমুদবীজকে কৈরবিণীফল বলিয়া থাকেন। কুমুদবীজ মধুররস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য ও গুরু।

মধূকো গুড়পুষ্পঃ স্যান্মধুপুষ্পো মধুস্রবঃ। বানপ্রস্থো মধুষ্ঠীলো জলজে তু মধূলকঃ।। মধূকপুষ্পং মধুরং শীতলং গুরু বৃংহণম্। বলশুক্রকরং প্রোক্তং বাতপিত্তবিনাশনম্।। ফলং শীতং গুরু স্বাদু শুক্রলং বাতপিত্তনুৎ। অহৃদ্যং হন্তি তৃষ্ণাস্র-দাহশ্বাসক্ষতক্ষয়ান্।।

মৌল: মধূক, গুড়পুষ্প, মধুপুষ্প, মধুস্রব, বানপ্রস্থ ও মধুষ্ঠীল, এই কয়েকটি মৌল বৃক্ষের নাম। জলজ মৌলকে মধূলক মলে। এই উভয়ের পুষ্প মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরু, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক। মৌলফল শীতবীর্য্য, গুরু, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক ও অহৃদ্য এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদোষ, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক।

পরূষকম্

পরূষকন্তু পরুষমল্পাস্থি চ পরাপরম্। পরূষকং কষায়ম্লমামং পিত্তকরং লঘু।। তৎ পক্বং মধুরং পাকে শীতং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্। হৃদ্যন্তু পিত্তদাহাস্র-জ্বরক্ষয়সমীরহৃৎ।।

ফলসা: পরূষক, পরুষ, অল্পাস্থি ও পরাপর এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। অপক্ক পরূষক ফল অম্ল-কষায়-রস, পিত্তবর্দ্ধক এবং লঘু। পক্ক পরূষক ফল মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকারক, হৃদয়গ্রাহী এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, জ্বর, ক্ষয় ও বায়ুনাশক।

তূদঃ

তূদস্তূলশ্চ পূগশ্চ ক্রমুকো ব্রহ্মদারু চ। তূলং পক্বং গুরু স্বাদু হিমং পিত্তানিলাপহম্। তদেবামং গুরু সরমম্লোষ্ণং ং।।

তুঁত: তূদ, তুল, পুগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। পাকা তুঁতফল গুরু, মধুররস, শীতবীর্য্য এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। অপক্ক তুঁতফল গুরু, সারক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য এবং রক্তপিত্তকারক।

দাড়িমঃ

দাড়িমঃ করকো দন্তবীজো লোহিতপুষ্পকঃ। তৎফলং ত্রিবিধং স্বাদু স্বাদ্বম্লং কেবলাম্লকম্।। তৎ তু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং তৃড়্দাহজ্বরনাশনম্। হৃৎকণ্ঠমুখরোগঘ্নং তর্পণং শুক্রলং লঘু।। কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেধাবলাবহম্। স্বাদ্বম্লং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎ পিত্তকরং লঘু। অম্লন্তু পিত্তজনকমম্লং বাতকফাপহম্।।

দাড়িম, করক, দন্তবীজ ও লোহিতপুষ্পক, এই কয়েকটি দাড়িমের নাম। দাড়িমফল রসভেদে তিনপ্রকার। যথা মধুর, অম্লমধুর ও অম্ল। তন্মধ্যে মধুর দাড়িম বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ঠগত রোগ ও মুখরোগনাশক এবং তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ঈষৎ কষায়রস, ধারক, স্নিগ্ধ, মেধা ও বলবর্দ্ধক। অম্লমধুর দাড়িম অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক ও লঘু। অম্ল দাড়িম পিত্তবর্দ্ধক, অম্লরস, কফ ও বায়ুনাশক।

বহুবারঃ

বহুবারস্তু শীতঃ স্যাদুদ্দালো বহুবারকঃ। শেলুঃ শ্লেষ্মাতকশ্চাপি পিচ্ছিলো ভূতবৃক্ষকঃ।। বহুবারো বিষস্ফোট-ব্রণবীসর্পকুষ্ঠনুৎ। মধুরস্তুবরস্তিক্তঃ কেশ্যশ্চ কফপিত্তহৃৎ।। ফলমামন্তু বিষ্টম্ভি রুক্ষং পিত্তকফাস্রজিৎ। তৎ পক্বং মধুরং স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং শীতলং গুরু।।

চালতা: বহুবার, শীত, উদ্দাল, বহুবারক, শেলু, শ্লেষ্মাতক, পিচ্ছিল ও ভূতবৃক্ষক, এই কয়েকটি চালতার নাম। বহুবার বিষ, স্ফোটক, ব্রণ, বীসর্প, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক, মধুর-কষায়-তিক্তরস, ইহা কেশের হিতকারক। অপক্ক বহুবার ফল বিষ্টম্ভী, রুক্ষ এবং পিত্ত কফ ও রক্তদোষনাশক। পাকা বহুবারফল মধুররস, স্নিগ্ধ, কফকারক, শীতবীর্য্য ও গুরু।

পয়ঃপ্রসাদি কতকং কতং কতফলঞ্চ তৎ। কতকস্য ফলং নেত্র্যং জলনির্ম্মলতাকরম্। বাতশ্লেষ্মহরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।।

নির্ম্মলীফল: পয়ঃপ্রসাদী, কতক, কত ও কতফল, এই কয়েকটি নির্ম্মলীফলের নাম। কতকফল চক্ষুর হিতকর, জলের নির্ম্মলতাকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়রস ও গুরু।

দ্রাক্ষা

দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ। মৃদ্বীকা হারহূরা চ গোস্তনী চাপি কীর্ত্তিতা।। দ্রাক্ষা পক্কা সরা শীতা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ। স্বাদুপাকরসা স্বর্য্যা তুবরা সৃষ্টমূত্রবিট্।। কোষ্ঠমারুতকৃদ্ বৃষ্যা কফপুষ্টিরুচিপ্রদা। হন্তি তৃষ্ণাজ্বরশ্বাস-বাতবাতাস্রকামলাঃ। কৃচ্ছ্রাস্রপিত্তসংমোহ-দাহশোষমদাত্যয়ান্।। আমা স্বল্পগুণা গুর্ব্বী সৈবাম্লা রক্তপিত্তকৃৎ।। বৃষ্যা স্যাদ্ গোস্তনী দ্রাক্ষা গুর্ব্বী চ কফপিত্তনুৎ। অবীজান্যা স্বল্পতরা গোস্তনীসদৃশী গুণৈঃ।। দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা লঘ্বী সাম্লা শ্লেষ্মাম্লপিত্তকৃৎ। দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা যাদৃক্ তাদৃশী করমর্দ্দিকা।।

দ্রাক্ষা, কিসমিস, আঙ্গুর : দ্রাক্ষা, স্বাদুফল, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহূরা ও গোস্তনী, এই কয়েকটি দ্রাক্ষার পর্য্যায়। পাকা দ্রাক্ষা সারক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপচয়কারক, গুরু, মধুরবিপাক, কষায়-মধুররস, স্বরপ্রসাদক, মলমূত্রনিঃসারক, কোষ্ঠে বায়ুজনক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, পুষ্টি ও রুচিজনক এবং ইহা পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বায়ু, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মোহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয়রোগনাশক। অপক্ব দ্রাক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্পগুণযুক্ত। ইহা গুরু, অম্লরস ও রক্তপিত্তকারক। গোস্তনী দ্রাক্ষা অর্থাৎ মন্নাকা শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, কফ ও পিত্তনাশক। অল্পবীজ-সংযুক্ত ছোট দ্রাক্ষা অর্থাৎ যাহাকে কিসমিস বলে, উহা মন্নাকার তুল্য গুণবিশিষ্ট। পর্ব্বতজা দাক্ষা লঘু, অম্লরস এবং কফ ও অম্লপিত্তকারক। করমর্দ্দিকা, পর্ব্বতজা দ্রাক্ষার তুল্য গুণকারক।

।চ

ভূমিখর্জ্জূরিকা স্বাদ্বী দুরারোহা মৃদুচ্ছদা। তথা স্কন্ধফলা কাক-কর্কটী স্বাদুমস্তকা।। পিণ্ডখর্জ্জূরিকা ত্বন্যা সা দেশে পশ্চিমে ভবেৎ। খর্জ্জূরী গোস্তানাকারা পরদ্বীপাদিহাগতা। জায়তে পশ্চিমে দেশে সা ছোহারেতি কীর্ত্যতে।। খর্জ্জূরীত্রিতয়ং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ। স্নিগ্ধং রুচিকরং হৃদ্যং ক্ষতক্ষয়হরং গুরু।। তর্পণং রক্তপিত্তঘ্নং পুষ্টিবিষ্টম্ভশুক্রদম্। কোষ্ঠমারুতহৃদ্ তুল্যং বান্তিবাতকফাপহম্।। জ্বরাতিসারক্ষুত্তৃষ্ণা-কাসশ্বাসনিবারকম্। মদমূর্চ্ছামরুৎপিত্ত-মদ্যোদ্ভূতগদান্তকৃৎ।। মহত্তিশ্চ গুণৈরল্পা স্বল্পখর্জ্জূরিকা স্মৃতা।। খর্জ্জূরীতরুতোয়ন্তু মদপিত্তকরং ভবেৎ। বাতশ্লেষ্মহরং রুচ্যং দীপনং বলশুক্রকৃৎ।।

খেজুর, পিণ্ডখেজুর ও সোহারা : ভূমিখর্জ্জূরিকা, স্বাদ্বী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, স্কন্ধফলা, কাককর্কটী ও স্বাদুমস্তকা, এই কয়েকটি ক্ষুদ্র খর্জ্জূরীর নাম। অপর একপ্রকার খর্জ্জুর পশ্চিমপ্রদেশে জন্মে, উহাকে পিণ্ডখর্জ্জূরিকা বলে। আর একপ্রকার খর্জ্জূর দ্রাক্ষার ন্যায় আকৃতিমান্, উহা দ্বীপান্তর হইতে আগত, এখন পশ্চিমপ্রদেশে জন্মে, যাহা হিন্দী ভাষায় সোহারা নামে প্রসিদ্ধ। এই তিনপ্রকার খর্জ্জূর শীতবীর্য্য, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, পুষ্টিকর, বিষ্টম্ভী, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক এবং ইহা কোষ্ঠগত বায়ু, বমি, কফ, জ্বর, অতিসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক মদাত্যয় রোগ- নাশক। ক্ষুদ্রখর্জ্জূরিকা অপেক্ষাকৃত অল্পগুণবিশিষ্ট। খর্জ্জূরের রস মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, রুচিজনক, অগ্নির দীপক, বলকর এবং শুক্রবদ্ধ।

সুনেপালী (পিণ্ডখর্জ্জুরীভেদঃ)

সুনেপালী তু মৃদুলা দলহীনফলা চ সা। সুনেপালী শ্রমভ্রান্তি-দাহমূর্চ্ছাস্রপিত্তকৃৎ।।

সুনেপালী, মৃদুলা ও দলহীনফলা, এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। সুনেপালী (পিণ্ডখর্জ্জুরবিশেষ) শ্রান্তি, ভ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত নাশক।

বাতাদঃ

বাতাদো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা। বাতাদ উষ্ণং সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃদ্ গুরুঃ।। বাতাদমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ। স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃন্নেষ্টো রক্তপিত্তবিকারিণাম্।।

বাদাম: বাতাদ, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল, এই কয়েকটি বাদামের নাম। বাদাম উষ্ণবীর্য্য, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও গুরু। বাদামের মজ্জা মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্ত, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং কফকারক। ইহা রক্তপিত্তরোগীর পক্ষে হিতজনক নহে।

সেবম্

মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিতিকাফলম্। সেবং সমীরপিত্তঘ্নং বৃংহণং কফকৃদ্ গুরু। রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচিশুক্রকৃৎ।।

সেউফল: মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব ও সিবিতিকা ফল এই কয়েকটি সেউফলের পর্য্যায়। সেবফল বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, পুষ্টিকারক, কফজনক, গুরু, মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, রুচিকারক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

অমৃতফলম্

অমৃতফলং লঘু বৃষ্যং সুস্বাদু ত্রীন্ হরেদ্ দোষান্। দেশেষু মুদ্গলানাং বহুলং তল্লভ্যতে লোকৈঃ।। যদ্বদক্সান-কাবিলপ্রভৃতিষু দেশেষু নাশপাতি ইতি প্রসিদ্ধম্)।

নাসপাতি: বদক্সান কাবুল প্রভৃতি দেশে অমৃতফল নাসপাতি নামে প্রসিদ্ধ। অমৃতফল লঘু, শুক্রবর্দ্ধক, সুস্বাদু ও ত্রিদোষনাশক। ইহা মোগলদেশে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

পীলুগুড়ফলঃ স্রংসী তথা শীতলোঽপি চ। পীলু শ্লেষ্মসমীরঘ্নং পিত্তলং ভেদি গুল্মনুৎ। স্বাদু তিক্তঞ্চ যৎ পীলু তন্নাত্যুষ্ণং ত্রিদোষহৃৎ।।

পীলু, গুড়ফল, স্রংসী ও শীতফল, এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। পীলু কফঘ্ন, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, ভেদক ও গুল্মনাশক। মধুর-তিক্ত-রসান্বিত পীলু ত্রিদোষনাশক। তাহা অতি উষ্ণবীর্য্য নহে।

অক্ষোটঃ

পীলুঃ শৈলভাবোঽক্ষোটঃ কর্পরালশ্চ কীর্ত্তিতঃ। অক্ষোটকোঽপি বাতাদ-সদৃশঃ কফপিত্তকৃৎ।।

আখরোট: অক্ষোট ও কর্পরাল এই ২টি পর্ব্বতজাত পীলুর (আখরোটের) নাম। আখরোট বাদামের তুল্য গুণদায়ক, ইহা কফ ও পিত্তকারক।

বীজপূরো মাতুলুঙ্গো রুচকঃ ফলপূরকঃ। বীজপূরফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু।। রক্তপিত্তহরং কণ্ঠ-জিহ্বাহৃদয়শোধনম্। শ্বাসকাসারুচিহরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম্।।

টাবালেবু: বীজপুর, মাতুলুঙ্গ, রুচক ও ফলপূরক, এই কয়েকটি টাবালেবুর নাম। টাবালেবু অম্ল-মধুররস, অগ্নির দীপক, লঘু, রক্তপিত্তনাশক, কণ্ঠ, জিহ্বা ও হৃদয়-শোধনকারক, হৃদয়গ্রাহী এবং ইহা শ্বাস, কাস, অরুচি ও পিপাসানাশক।

বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী। মধুকর্কটিকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ। রক্তপিত্তক্ষয়শ্বাস-কাসহিক্কাভ্রমাপহা।।

বাতাবিলেবু : অন্য একপ্রকার বীজপূর আছে, তাহাকে মধুর ও মধুকর্কটী বলে। মধুকর্কটী (বাতাবি) মধুররস, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, গুরু এবং ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রমনাশক।

জম্বীরদ্বয়ম্

স্যাজ্জম্বীরো দন্তশঠো জম্ভ-জম্ভীর-জম্ভলাঃ। জম্বীরমুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ।। শূলকাসকফোৎক্লেশ-চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণামদোষজিৎ। আস্যবৈরস্যহৃৎপীড়া-বহ্নিমান্দ্যক্রিমীন্ হরেৎ। স্বল্পজম্বীরিকা তদ্বৎ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দি-নিবারণী।।

জম্বীর, দন্তশঠ, জম্ভ, জম্ভীর ও জম্ভল, এই কয়েকটি জম্বীরের নাম। জম্বীর (গোঁড়ালেবু) উষ্ণবীর্য্য, গুরু, অম্লরস এবং বায়ু, কফ, বিবন্ধ, শূল, কাস, কফোৎক্লেশ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখের বিরসতা, হৃৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমিনাশক। ক্ষুদ্র জম্বীরও উক্তপ্রকার গুণদায়ক, ইহা তৃষ্ণা ও বমিনাশক।

নিম্বুঃ

নিম্বূঃ স্ত্রী নিম্বুকং ক্লীবে নিম্বূকমপি কীর্ত্তিতম্। নিম্বূকমম্লং বাতঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু।।

অন্যচ্চ—

নিম্বূকং ক্রিমিসমূহনাশনং তীক্ষ্নমম্লমুদরগ্রহাপহম্। বাতপিত্তকফশূলিনে হিতং কষ্টনষ্টরুচিরোচনং পরম্।।
ত্রিদোষবহ্নিক্ষয়বাতরোগ-নিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাম্। গলগ্রহে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি।।

কাগজি ও পাতিলেবু: নিম্বূ, নিম্বূক ও নিম্বুক, এই ৩টি একার্থবাচক শব্দ। নিম্বূ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং নিম্বূক ও নিম্বুকশব্দ ক্লীবলিঙ্গ জানিবে। নিম্বূক অম্লরস, বায়ুনাশক, অগ্নির দীপক, পাচক ও লঘু। নিম্বূ ক্রিমিনাশক, তীক্ষ্ন, অম্লরস, উদররোগনাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শূলরোগে হিতকর। যাহার একেবারে রুচি নষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার কৃচ্ছ্রসাধ্য অরুচিরোগ জন্মিয়াছে, তাহার পক্ষে উক্ত লেবু হিতজনক। ইহা ত্রিদোষ, অগ্নিমান্দ্য, বাতরোগ, বিষদুষ্টি, গলরোগ, বদ্ধগুদ ও বিসূচিকারোগে প্রযোজ্য।

মিষ্টনিম্বুঃ

মিষ্টনিম্বূফলং স্বাদু গুরু মারুতপিত্তনুৎ। গররোগবিষধ্বংসি কফোৎক্লেশি চ রক্তহৃৎ। শোষারুচিতৃষাচ্ছর্দ্দি-হরং বল্যঞ্চ বৃংহণম্।।

কমলালেবু: মিষ্টনিম্বূফল মধুররস, গুরু, কফোৎক্লেশী এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, গরদোষ, বিষ, রক্তদোষ, শোষ, অরুচি, পিপাসা ও পুষ্টিজনক।

কর্ম্মরঙ্গম্

কর্ম্মরঙ্গঃ শিরালঞ্চ বৃহদম্লো রুজাকরঃ। কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতহৃৎ।।

কামরাঙ্গা: কর্ম্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদম্ল ও রুজাকর, এই কয়েকটি কামরাঙ্গার সংস্কৃত নাম। কামরাঙ্গা শীতবীর্য্য, ধারক, অম্ল-মধুররস এবং কফ ও বায়ুনাশক।

অম্লিকা

অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাপি চ। অম্লা চ চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিন্তিড়ী কাচতিন্তিড়ী।। অম্লিকাম্লা গুরুর্বাত-হরী পিত্তকফাস্রকৃৎ। পক্বা তু দীপনী রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ।।

তেতুঁল: অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা, তিন্তিড়ী ও কাচতিন্তিড়ী, এই কয়েকটি তেতুঁলের সংস্কৃত নাম। কাঁচা তেঁতুল অম্লরস, গুরু, বায়ুনাশক। ইহা রক্ত পিত্ত ও কফজনক। পাকা তেঁতুল অগ্নির দীপক, রুক্ষ, সারক, উষ্ণবীর্য্য। ইহা কফ ও বায়ুনাশক।

ম্লেচ্ছাম্লিকা পারসিক-ফলং তদ্রোচনং সরম্।।

আলুবোখারা: ম্লেচ্ছাম্লিকা ও পারসীকফল, এই ২টি আলুবোখারার নাম। আলুবোখারা রুচিকারক ও অল্প বিরেচক।

অম্লবেতসঃ

স্যাদম্লবেতসশ্চুক্রং শতবেধি সহস্রনুৎ। অম্লবেতসমত্যম্লং ভেদনং লঘু দীপনম্।। হৃদ্রোগশূলগুল্মঘ্নং পিত্তলং লোমহর্ষণম্। রুক্ষং বিণ্মূত্রদোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্তনাশনম্।। হিক্কানাহারুচিশ্বাস-কাসাজীর্ণবমিপ্রণুৎ। কফবাতাময়ধ্বংসি ছাগমাংসদ্রবত্বকৃৎ। চণকাম্লগুণং জ্ঞেয়ং লোহসূচীদ্রবত্বকৃৎ।।

থৈকল: অম্লবেতস, চুক্র, শতবেধী ও সহস্রনুৎ এই কয়েকটি অম্লবেতসের পর্য্যায়। অম্লবেতস অত্যন্ত অম্লরস, ভেদক, লঘু, অগ্নির দীপক, পিত্তবর্দ্ধক, রোমহর্ষজনক এবং রুক্ষ। ইহা হৃদ্রোগ, শূল, গুল্ম, পুরীষদোষ, মূত্রদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, হিক্কা, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফরোগ, ও বায়ুরোগনাশক। ইহা ছাগমাংসের দ্রবত্বসম্পাদক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ছাগমাংস সহজে দ্রবীভূত হয়। অম্লবেতস চণকাম্লসদৃশ গুণকারক। ইহা দ্বারা লৌহসূচীও দ্রবীভূত হয়।

বৃক্ষাম্লং তিন্তিড়ীকঞ্চ চুক্রং স্যাদম্লবৃক্ষকম্। বৃক্ষাম্লমামমম্লোষ্ণং বাতজং কফপিত্তলম্।। পক্বন্তু গুরু সংগ্রাহি কটুকং তুবরং লঘু। অম্লোষ্ণং রোচনং রুক্ষং দীপনং কফবাতকৃৎ। তৃষ্ণার্শোগ্রহণীগুল্ম-শূলহৃদ্রোগজন্তুজিৎ।।

মহাদা : বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ীক, চুক্র ও অম্লবৃক্ষক, এই কয়েকটি মহাদার পর্য্যায়। অপক্ব বৃক্ষাম্ল অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, কফকারক ও পিত্তবর্দ্ধক। পক্ব বৃক্ষাম্ল গুরু, ধারক, কটু-কষায়-অম্লরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকারক, রুক্ষ, অগ্নির দীপক, কফজনক ও বায়ুবর্দ্ধক এবং ইহা পিপাসা, অর্শ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, শূল, হৃদ্রোগ ও ক্রিমিনাশক।

চতুরম্লপঞ্চাম্লয়োর্লক্ষণম

অম্লবেতসবৃক্ষাম্ল বৃহজ্জম্বীরনিম্বুকৈঃ। চতুরম্লং হি পঞ্চাম্লং বীজপুরযুতৈর্ভবেৎ।।

অম্লবেতস, বৃক্ষাম্ল বৃহজ্জম্বীর ও কাগজীলেবু এই চারিটির সংযোগকে চতুরম্ল এবং এই চতুরম্লের সহিত টাবালেবু সংযুক্ত করিলে তাহাকে পঞ্চাম্ল বলে।

ইতি ফলবর্গঃ।

ধাতূপধাতু-রসোপরস-রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষবর্গ

স্বর্ণম্

স্বর্ণং সুবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেম হাটকম্। তপনীয়ঞ্চ গাঙ্গেয়ং কলধৌতঞ্চ কাঞ্চনম্।। চামীকরং শাতকুম্ভং তথা কার্ত্তস্বরঞ্চ তৎ। জাম্বূনদং জাতরূপং মহারজতমিত্যপি।। দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিকষে কুঙ্কুমপ্রভম্। তারশুল্বোজ্ঝিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সৎ।। তচ্ছেতং কঠিনং রুক্ষং বিবর্ণং সমলং দলম্। দাহে চ্ছেদেঽসিতং শ্বেতং কষে ত্যাজ্যং লঘু স্ফুটম্।। সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম্। স্বাদু তিক্তঞ্চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলম্।। পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদম্। হৃদ্যমায়ুষ্করং কান্তি-বাগ্‌বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ। বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদ-ত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ।। বলং সবীর্য্যং হরতে নরাণাং রোগব্রজান্ পোষয়তীহ কায়ে। অসৌখ্যকার্য্যেব সদা সুবর্ণমশুদ্ধমেতন্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ।। অসম্যঞ্জারিতং স্বর্ণং বলং বীর্য্যঞ্চ নাশয়েৎ। করোতি রোগান্ মৃত্যুঞ্চ তদ্ধন্যাদ্ যত্নতস্ততঃ।।

সোনা : স্বর্ণ, সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বূনদ, জাতরূপ ও মহারজত, এই কয়েকটি সুবর্ণের পর্য্যায়। যে-স্বর্ণ পোড়াইলে রক্তবণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ, কষে কুঙ্কুমসদৃশ, যাহা রূপা ও তামাবর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, কোমল ও ভারযুক্ত, সেই স্বর্ণ উৎকৃষ্ট। যে-স্বর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ, মলসংযুক্ত ও স্তরবৎ, যাহা দগ্ধ করিলে ও ছেদন করিলে অসিতবর্ণ, কষে শ্বেতবর্ণ, লঘু ও দলে পুরু থাকিলেও পাত করিবার সময় ফাটিয়া যায়, তাহা ত্যাজ্য। সুবর্ণ শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, গুরু, রসায়ন, মধুর-তিক্ত-কষায়রস, মধুরবিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, পুষ্টিকারক, চক্ষুর হিতকর, মেধাজনক, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিপ্রদ, হৃদয়গ্রাহী, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্যের শুদ্ধি ও স্থিরতাসম্পাদক এবং ইহা স্থাবর-বিষ, জঙ্গম-বিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ, জ্বর ও যক্ষ্মরোগনাশক।

অবিশুদ্ধ অসম্যক্ জারিত স্বর্ণ সেবন করিলে বলবীর্য্য নাশ, বহুরোগের উৎপত্তি, গ্লানি এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। অতএব উহা শোধন ও জারণ করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

রূপ্যন্তু রজতং তারং চন্দ্রকান্তি সিতপ্রভম্। গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহে চ্ছেদে ঘনক্ষমম্। বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবৎ স্বচ্ছং রূপ্যং নবগুণং শুভম্।। কঠিনং কৃত্রিমং রুক্ষং রক্তং পীতদলং লঘু। দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রূপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্। রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং সরম্।। বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ। প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ ধ্রুবম্।। তারং শরীরস্য করোতি তাপং বিধ্বংসনং যচ্ছতি শুক্রনাশম্। বীর্য্যং বলং হন্তি তনোশ্চ পুষ্টিং মহাগদান্ পোষয়তি হ্যশুদ্ধম্।।

রূপা : রূপ্য, রজত, তার, চন্দ্রকান্তি ও সিতপ্রভ, এই কয়েকটি রূপার পর্য্যায়। যে-রৌপ্য গুরু, চিক্কণ ও কোমল, যাহা দগ্ধ বা ছেদন করিলে শুভ্রবর্ণ, যাহা আঘাতসহ অর্থাৎ পাত করিতে ফাটিয়া

না-যায়, যাহা বর্ণাঢ্য (উজ্জ্বল- বর্ণ), চন্দ্রের ন্যায় বিপুল প্রভাসম্পন্ন ও স্বচ্ছ, তাহাই উৎকৃষ্ট। যে-রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্তবর্ণ, পীতদলযুক্ত লঘু এবং যাহা দগ্ধ, ছেদন ও আঘাত করিলে বিকৃতাকৃতি হয়, তাহা অপকৃষ্ট। রূপা শীতবীর্য্য, অম্ল-কষায়-মধুররস, মধুবিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ, লেখনগুণযুক্ত। ইহা বায়ু, পিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ শীঘ্রই বিনষ্ট করে।
অশোধিত রৌপ্য শরীরের ধবংসকারক ও তাপজনক। ইহা শুক্র, বল, বীর্য্য ও শরীরের পুষ্টিবিনাশক এবং মহৎ রোগসমূহের উৎপাদক।

তাম্রম্

তাম্রমৌন্দুবরং শুল্বমুন্দুবরমপি স্মৃতম্। রবিপ্রিয়ং ম্লেচ্ছমুখং সূর্য্যপর্য্যায়নামকম্।। জবাকুসুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমম্। লোহনাগোজ্ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে।। কৃষ্ণং রুক্ষমতিস্তব্ধং শ্বেতঞ্চাপি ঘনাসহম্। লোহনাগযুতঞ্চেতি শুল্বং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্।। তাম্রং কষায়ং মধুরঞ্চ তিক্তমম্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ। পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং তদ্রোপণং স্যাল্লঘু লেখনঞ্চ।। পাণ্ডুদরার্শোজ্বরকুষ্ঠকাস-শ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্। শোথং ক্রিমিং শূলমপাকরোতি প্রাহুঃ পরে বৃংহণমল্পমেতৎ।। একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বশুদ্ধেঽষ্টৌ ভ্রমো বমিঃ। বিরেকঃ স্বেদ উৎক্লেদো মূর্চ্ছা দাহোঽরুচিস্তথা।।

তামা : তাম্র, ঔন্দুবর, শুল্ব, উন্দুবর, রবিপ্রিয় ও ম্লেচ্ছমুখ এবং সূর্য্যপয্যায়ক সমস্ত শব্দ তাম্রের পর্য্যায়। যে-তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, চিক্কণ, কোমল, ঘাতসহ এবং লৌহ ও সীসকবর্জ্জিত, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। যাহা কৃষ্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত স্তব্ধ, লৌহ ও সীসমিশ্রিত এবং আঘাত লাগিলে যাহা ভাঙিয়া যায়, তাহা অপকৃষ্ট। তাম্র কষায়-মধুর-তিক্ত-অম্লরস, কটুবিপাক, সারক, পিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক, শীতবীর্য্য, ব্রণরোপক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত ও অল্প বৃংহণ এবং ইহা পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলপ্রশমক। অশোধিত তাম্র বিষ অপেক্ষাও অত্যন্ত অনিষ্টোৎপাদক, যেহেতু বিষে একটি দোষ, অবিশুদ্ধ তাম্রে ভ্রম, বমি, বিরেচন, স্বেদ, বমনবেগ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি এই আটটি দোষ বিদ্যমান আছে। অতএব উহা যথাবিধি শোধন ও জারণ করিয়া সেবন করিবে।

বঙ্গম্

রঙ্গং বঙ্গং ত্রপু প্রোক্তং তথা পিচ্চটমিত্যপি। ক্ষুরকং মিশ্রকঞ্চাপি দ্বিবিধং বঙ্গমুচ্যতে।। উত্তমং ক্ষুরকং তত্র মিশ্রকস্ত্ববরং মতম্। বঙ্গং লঘু সরং রুক্ষমুষ্ণং মেহকফক্রিমীন্। নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং চক্ষুষ্যং পিত্তলং মনাক্।। সিংহো যথা হস্তিগণং নিহন্তি তথৈব বঙ্গোঽখিলমেহবর্গম্। দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্।।

রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু ও পিচ্চট, এই কয়েকটি বঙ্গের পর্য্যায়। বঙ্গ দুইপ্রকার, যথা ক্ষুরক ও মিশ্রক। তন্মধ্যে মিশ্রক অপেক্ষা ক্ষুরক বঙ্গ উত্তম। বঙ্গ লঘু, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা প্রমেহ, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগনাশক। সিংহ যেরূপ হস্তিসমূহ বিনাশ করে, বঙ্গও তদ্রূপ সমস্ত প্রমেহ নষ্ট করিয়া থাকে। ইহা শরীরের সুখদায়ক, ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা-সম্পাদক ও নিশ্চয়ই মানবের পুষ্টিবিধায়ক।

যসদম্

যসদং রঙ্গসদৃশং রীতিহেতুশ্চ তন্মতম্। যসদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ। চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ।।

দস্তা : দস্তাধাতু বঙ্গসদৃশ, ইহা পিত্তলের উপাদান কারণ। দস্তা কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতসম্পাদক এবং ইহা কফ, পিত্ত, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগনাশক।

সীসম্

সীসং ব্রধ্রঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্। সীসং রঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষান্মেহনাশনম্।। নাগস্তু নাগশত-তুল্যবলং দদাতি ব্যাধিং বিনাশয়তি জীবনমাতনোতি। বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্ততসেবিতঃ সঃ।। পাকেন হীনৌ কিল বঙ্গনাগৌ কুষ্ঠানি গুল্মাংশ্চ তথাতিকষ্টান্। কণ্ডুং প্রমেহানিলসাদ-শোথভগন্দরাদীন্ কুরুতঃ প্রযুক্তৌ। ('নাগনামকম্' নাগঃ ভুজঙ্গ ইত্যাদি)।

সীসক : সীসক, ব্রধ্র, বপ্র ও যোগেষ্ট এবং নাগবাচক সমস্ত শব্দ সীসকের পর্য্যায়। সীসক বঙ্গের তুল্য গুণকারক। এই সীসক জারণপূর্ব্বক সতত সেবন করিলে শতনাগের তুল্য বল এবং রোগসমূহের নাশ, জীবনীশক্তির বৃদ্ধি, অগ্নির দীপ্তি, কাম ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্ত নিবারিত হইতে পারে। অজারিত বঙ্গ ও সীসক সেবন করিলে অতি ক্লেশকর কুষ্ঠ, গুল্ম, কণ্ডূ, প্রমেহ, বায়ুরোগ, অবসন্নতা, শোথ ও ভগন্দরাদি রোগ উৎপন্ন হয়।

লৌহম্

লোহোঽস্ত্রী শস্ত্রকং তীক্ষ্ণং পিণ্ডং কালায়সায়সী। গুরুতা দৃঢ়তোৎক্লেদঃ কশ্মলং দাহকারিতা।। অশ্মদোষঃ সুদুর্গন্ধো দোষাঃ সপ্তায়সস্য তু। লোহং তিক্তং সরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।। রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ। কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃপ্লীহপাণ্ডুতাঃ। মেদোমেহক্রিমীন কুষ্ঠং তৎকিট্টং তদ্বদেব হি।। ষণ্ডত্বকুষ্ঠাময়মৃত্যুদং ভবেদ্ হৃদ্রোগশূলৌ কুরুতেঽশ্মরীঞ্চ। নানারুজানাঞ্চ তথা প্রকোপং করোতি হৃল্লাসমশুদ্ধলোহম্।। কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলঞ্চ আষান্নং রাজিকাং তথা। মদ্যমম্লরসঞ্চাপি ত্যজেল্লোহস্য সেবকঃ।।

লৌহ : লৌহ অস্ত্রীলিঙ্গে অর্থাৎ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়। লোহ, শস্ত্রক, তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও আয়স এই কয়েকটি লৌহের পর্য্যায়। লৌহের সাতটি দোষ, যথা গুরুতা, কঠিনতা, উৎক্লেদকারিতা, মূর্চ্ছাজনকতা, দাহকারিতা, অশ্মদোষ এবং দুর্গন্ধ। লৌহ তিক্ত-মধুর-কষায়রস, সারক, শীতবীর্য্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুর হিতকারক, লেখনগুণযুক্ত, বায়ুবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, পিত্ত, গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডুতা, মেদ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগনাশক। লৌহের মল অর্থাৎ মণ্ডুর লৌহতুল্য গুণদায়ক।

অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডত্ব, কুষ্ঠ, হৃদ্রোগ, শূল, অশ্মরী, হৃল্লাস ও বিবিধ রোগের প্রকোপ হয়। ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

লৌহসেবী ব্যক্তি কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষান্ন, সর্ষপ, মদ্য ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন।

সারলোহম্

ক্ষমাভৃচ্ছিখরাকারাণ্যঙ্গান্যম্লেন লেপিতে। লোহে স্যুর্যত্র সূক্ষ্মাণি তৎ সারমভিধীয়তে।। লোহং সারাহ্বয়ং হন্যাদ্ গ্রহণীমতিসারকম্। অর্দ্ধসর্ব্বাঙ্গজং বাতং শূলঞ্চ পরিণাজম্। ছর্দ্দিঞ্চ পীনসং পিত্তং শ্বাসং কাসং ব্যপোহতি।।

সারলৌহ : অম্ললেপন করিলে যে-লৌহাঙ্গগুলি পর্ব্বতশিখরের ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র হয়, তাহাকে সারলৌহ বলা যায়। সারলৌহ গ্রহণী, অতিসার, অর্দ্ধাঙ্গ ও সর্ব্বাঙ্গগত বাত, পরিণামশূল, বমি, পীনস, পিত্ত, শ্বাস ও কাসনাশক।

কান্তলোহম্

যৎপাত্রে ন প্রসরতি জলে তৈলবিন্দুঃ প্রতপ্তে হিঙ্গুর্গন্ধং ত্যজতি চ নিজং তিক্ততাং নিম্ববল্কঃ। তপ্তং দুগ্ধং ভবতি শিখরাকারকং নৈতি ভূমিং কৃষ্ণাঙ্গঃ স্যাৎ সজলচণকঃ কান্তলোহং তদুক্তম্।। গুল্মোদরার্শঃ-শূলামমামবাতং ভগন্দরম্। কামলাশোথকুষ্ঠানি ক্ষয়ং কান্তময়ো হরেৎ।। প্লীহানমম্লপিত্তঞ্চ যকৃচ্চাপি শিরোরুজম্। সর্ব্বান্ রোগান্ বিজয়তে কান্তলোহং ন সংশয়ঃ। বলং বীর্য্যং বপুঃপুষ্টিং কুরুতেঽগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ।।

কান্তলৌহ : যে-লৌহপাত্রে জল উত্তপ্ত করিয়া সেই জলে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রসৃত না-হয় এবং যাহাতে হিঙ্গু ভাজিলে নিজ গন্ধ ত্যগ করে, নিম্ববল্কল সিদ্ধ করিলে তাহার তিক্ততা থাকে না, দুগ্ধ তপ্ত করিলে ফাঁপিয়া উঠে অথচ পড়িয়া যায় না এবং যাহাতে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে সেই ছোলা কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাকে কান্তলৌহ বলে।

কান্তলৌহ গুল্ম, উদর, অর্শ, শূল, আমদোষ, আমবাত, ভগন্দর, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, অম্লপিত্ত, যকৃৎ, শিরোরোগ প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনাশ করে। ইহা বল, বীর্য্য, পুষ্টি ও অগ্নিকারক।

মণ্ডুরম্

ধ্মায়মানস্য লৌহস্য মলং মণ্ডুরমুচ্যতে। লোহসিংহানিকা কিট্টং সিংহানঞ্চ নিগদ্যতে। যল্লোহং যদ্গুণং প্রোক্তং তৎকিট্টমপি তদ্গুণম্।।

লৌহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে-মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডুর বলে। লোহ সিংহানিকা, কিট্ট ও সিংহান, ইহারা মণ্ডুরের পর্য্যায়। মণ্ডূর লৌহসদৃশ গুণযুক্ত। যে-লৌহের যেরূপ গুণ, তজ্জাত মণ্ডূরেরও তদ্রূপ গুণ জানিবে।

অপধাতবঃ

সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণ-মাক্ষিকং তারমাক্ষিকম্। তুত্থং কাংস্যঞ্চ রীতিশ্চ সিন্দূরঞ্চ শিলাজতু।। উপধাতুষু সর্ব্বেষু তত্তদ্ধাতুগুণা অপি। সন্তি কিন্তেষু তে গৌণাস্তত্তদংশাল্পভাবতঃ।।

উপধাতুও সাতটি। যথা স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুঁতিয়া, কাঁসা, পিত্তল, সিন্দূর, এবং শিলাজতু। যে-যে ধাতুর যে-যে গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের উপধাতুরও সেই-সেই গুণ জানিবে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অল্প, যেহেতু উপধাতুতে মূল ধাতুর অংশ অতি অল্প পরিমাণেই থাকে।

স্বর্ণমাক্ষিকম্

স্বর্ণমাক্ষিকমাখ্যাতং তাপীজং মধুমাক্ষিকম্। তাপ্যং মাক্ষিকধাতুশ্চ মধুধাতুশ্চ স স্মৃতঃ।। কিঞ্চিৎসুবর্ণ-সাহিত্যাৎ স্বর্ণমাক্ষিকমীরিতম্। উপধাতুঃ সুবর্ণস্য কিঞ্চিৎ স্বর্ণগুণান্বিতম্।। তথা চ কাঞ্চনাভাবে দীয়তে স্বর্ণমাক্ষিকম্। কিন্তু তস্যানুকল্পত্বাৎ কিঞ্চিদূনগুণস্ততঃ।। ন কেবলং স্বর্ণগুণা বর্ত্তন্তে স্বর্ণমাক্ষিকে। দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যতঃ।। সুবর্ণমাক্ষিকং স্বাদু তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্। চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহ-বিষোদরান্। অর্শঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ।। মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্। তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চকরোতি তাপীজমশুদ্ধমেতৎ।।

তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিকধাতু ও মধুধাতু, ইহারা স্বর্ণমাক্ষিকের পর্য্যায়। স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণধাতুর উপধাতু। ইহাতে স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ মিশ্রিত আছে বলিয়া ইহাকে স্বর্ণমাক্ষিক বলে। স্বর্ণমাক্ষিকে স্বর্ণের গুণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবস্থিতি করে, এ কারণ স্বর্ণের অভাবে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণ অপেক্ষা অপ্রধান, সুতরাং স্বর্ণ অপেক্ষা অল্পগুণ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু স্বর্ণমাক্ষিকে

যে স্বর্ণের গুণমাত্র অবস্থিতি করে এরূপ নহে, অন্যান্য দ্রব্যের সংশ্লেষ থাকা-প্রযুক্ত অপরাপর গুণও ইহাতে আছে। স্বর্ণমাক্ষিক মধুর-তিক্তরস, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষনাশক। অবিশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক মন্দাগ্নিকারক, অত্যন্ত বলনাশক ও বিষ্টম্ভী। ইহা চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

তারমাক্ষিকম্

তারমাক্ষিকমন্যৎ তু তদ্ভবেদ্ রজতোপমম্। কিঞ্চিদ্রজতসাহিত্যাৎ তারমাক্ষিকমীরিতম্। অনুকল্পতয়া তস্য ততো হীনগুণং স্মৃতম্।। ন কেবলং রূপ্যগুণা বর্ত্তন্তে তারমাক্ষিকে। দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যত।। স্বাদু পাকে রসে কিঞ্চিৎ তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্। চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্‌কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহবিষোদরান্। অর্শঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ।। মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্ সকুষ্ঠান্। তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ করোতি তাপীজমিদঞ্চ তদ্বৎ।।

তারমাক্ষিক রূপার উপধাতু, ইহা রূপার তুল্য গুণযুক্ত। কিঞ্চিৎ রূপা সংশ্লিষ্ট থাকা-প্রযুক্ত ইহাকে তারমাক্ষিক বলে। রূপা অপেক্ষা অপ্রধানতাহেতু গুণেও তাহা অপেক্ষা অপ্রধান। তারমাক্ষিকে যে কেবল রূপার গুণসকল অবস্থিতি করে এরূপ নহে, অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগহেতু ইহাতে অন্যান্য গুণও আছে। তারমাক্ষিক কিঞ্চিৎ তিক্ত-মধুররস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্দ্ধক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষনাশক। অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক যেরূপ মন্দাগ্নিজনক, অতিশয় বলনাশক, বিষ্টম্ভী এবং নেত্ররোগ, কুষ্ঠ, ব্রণরোগ ও গণ্ডমালা উৎপাদন করে, অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিকও তদ্রূপ কার্য্যকারী জানিবে।

তুত্থং বিতুন্নকঞ্চাপি শিখিগ্রীবং ময়ূরকম্। তুত্থং তাম্রোপধাতুর্হি কিঞ্চিত্তাম্রেণ তদ্ভবেৎ।। কিঞ্চিত্তাম্রগুণং তদ্ধি বক্ষ্যমাণগুণঞ্চ তৎ। তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু।। লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ। বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডুঘ্নং খর্পরঞ্চাপি তদ্‌গুণম্।।

তুঁতে : তুত্থ, বিতুন্নক, শিখিগ্রীব ও ময়ূরক, ইহারা তুঁতিয়ার পর্য্যায়। তুঁতিয়া তাম্রের উপধাতু। কিঞ্চিৎ তাম্রাংশ থাকা-প্রযুক্ত ইহার গুণ তাম্রের তুল্য, কিন্তু অপ্রধানতাহেতু ইহাতে তাম্রের গুণসকল অতি অল্প পরিমাণে আছে, এবং বক্ষ্যমান অপরাপর গুণসকলও ইহাতে অবস্থিতি করে। তুঁতিয়া সক্ষার কটু-কষায়রস, বমনকারক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, ভেদক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কফনাশক। খর্পরও তুঁতিয়ার ন্যায় গুণকারক।

কাংস্যম্

তাম্রত্রপুজমাখ্যাতং কাংস্যং ঘোষঞ্চ কংসকম্। উপধাতুর্ভবেৎ কাংস্যং দ্বয়োস্তরণিরঙ্গয়োঃ।। কাংস্যস্য তু গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ। সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যান্যেঽপি গুণাঃ স্মৃতাঃ।। কাংস্যং কষায়ং তিক্তোষ্ণং লেখনং বিশদং সরম্। গুরু নেত্রহিতং রুক্ষঃ কফপিত্তহরং পরম্।।

কাঁসা : তাম্র ও বঙ্গ এই উভয় ধাতুর সংযোগে কাঁসা প্রস্তুত হয়, এ কারণ উহাকে উভয় ধাতুরই উপধাতু বলা যাইতে পারে। কাংস্য, ঘোষ ও কংসক, এই কয়েকটি কাঁসার সংস্কৃত নাম। কাঁসার গুণ, তাহার উপাদান কারণের তুল্য জানিবে, কিন্তু দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগপ্রভাবে ইহাতে অন্যান্য গুণও

অবস্থিতি করে। কাঁসা কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লেখন, বিশদ, সারক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, রুক্ষ এবং ইহা কফ-পিত্তনাশক।

পিত্তলম্

পিত্তলস্ত্বারকূটং স্যাদারো রীতিশ্চ কথ্যতে। রাজরীতিব্রহ্মরীতিঃ কপিলা পিঙ্গলাপি চ।। রীতিরপ্যুপধাতুঃ স্যাৎ তাম্রস্য যসদস্য চ। পিত্তলস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ। সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ।। রীতিকাযুগলং রুক্ষং তিক্তঞ্চ লবণং রসে। শোধনং পাণ্ডুরোগঘ্নং ক্রিমিঘ্নং নাতিলেখনম্।।

পিত্তল ও রাজপিত্তল : পিত্তল, আরকুট, আর ও রীতি, এই কয়েকটি পিত্তলের পর্য্যায়। রাজপিত্তলকে রাজরীতি, কপিলা, ব্রহ্মরীতি ও পিঙ্গলা বলে। পিত্তল তামা ও দস্তা এই উভয় ধাতুর উপধাতু। পিত্তলের গুণ, তাহার উপাদান কারণের তুল্য, কিন্তু সংযোগপ্রভাবে তাহাতে অপরাপর গুণও অবস্থিতি করে। উভয়বিধ পিত্তলই রুক্ষ, তিক্ত-লবণরস, শোধনকারক, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমিনাশক। ইহা অতিশয় লেখনগুণযুক্ত নহে।

সিন্দূরম্

সিন্দূরং রক্তরেণুশ্চ নাগগর্ভঞ্চ সীসজম্। সীসোপধাতুঃ সিন্দূরং গুণৈস্তৎ সীসবন্মতম্। সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ।। সিন্দূরমুষ্ণং বীসর্প কুষ্ঠকণ্ডুবিষাপহম্। ভগ্নসন্ধানজননং ব্রণশোধনরোপণম্।।

সিন্দূর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ, এই কয়েকটি সিন্দূরের পর্য্যায়। ইহা সীসকের উপধাতু, এ কারণ উহার গুণ সীসকের ন্যায় এবং অপর দ্রব্যের সংযোগহেতু ইহাতে অন্যান্য গুণও অবস্থিতি করে। সিন্দূর উষ্ণবীর্য্য, বীসর্পঘ্ন, কুষ্ঠ ও কণ্ডূনাশক, বিষাপহারক, ভগ্নসন্ধানকারক, ব্রণশোধক এবং ব্রণরোপক।

নিদাঘে ঘর্ম্মসন্তপ্তা ধাতুসারং ধরাধরাঃ। নির্য্যাসবৎ প্রমুঞ্চন্তি তচ্ছিলাজতু কীর্ত্তিতম্।। সৌবর্ণং রাজতং তাম্রমায়সং তচ্চতুর্ব্বিধম্। শিলাজত্বদ্রিজতু চ শৈলনির্য্যাস ইত্যপি। গৈরেয়মশ্মজঞ্চাপি গিরিজং শৈলধাতুজম্।। শিলাজং কটুতিক্তোষ্ণং কটুপাকং রসায়নম্। ছেদি যোগবহং হন্তি কফমেদোঽশ্মশর্করাঃ।। মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতার্শাংসি চ পাণ্ডুতাম্। অপস্মারং তথোন্মাদং শোথকুষ্ঠোদরক্রিমীন্।। সৌবর্ণন্তু জবাপুষ্পবর্ণং ভবতি তদ্রসাৎ। মধুরং কটু তিক্তঞ্চ শীতলং কটুপাকি চ।। রাজতং পাণ্ডুরং শীতং কটুকং স্বাদুপাকি চ। তাম্রং ময়ূরকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ জায়তে।। লৌহং জটায়ুপক্ষাভং তৎ তিক্তং লবণং ভবেৎ। বিপাকে কটুকং শীতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠমুদাহৃতম্।।

গ্রীষ্মঋতুতে সূর্য্যকিরণসন্তপ্ত পর্ব্বত হইতে যে-ধাতুর সার বিগলিত হয়, তাহাকে শিলাজতু বলা যায়। শিলাজতু চারিপ্রকার। যথা সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স। শিলাজতু, অদ্রিজতু ও শৈলনির্য্যাস গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ, শৈলধাতুজ ও শিলাজ, এই কয়েকটি শিলাজতুর পর্য্যায়। শিলাজতু কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, রসায়ন, ছেদী, যোগবাহী এবং ইহা কফ, মেদ, অশ্মরী, শকরা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, বায়ু, অর্শ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর ও ক্রিমিনাশক।
সৌবর্ণ-শিলাজতু জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কটু-তিক্ত-মধুররস, শীতবীর্য্য এবং কটুবিপাক। রাজত-শিলাজতু পাণ্ডুবর্ণ, শীতবীর্য্য, কটুরস ও মধুরবিপাক। তাম্র-শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠাভ, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণবীর্য্য। লৌহ-শিলাজতু জটায়ুর পক্ষসদৃশ আভাবিশিষ্ট, তিক্ত-লবণরস, কটুবিপাক এবং শীতবীর্য্য। এই লৌহ-শিলাজতুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

রসঃ

রসায়নার্থিভির্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ। ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরপি স্মৃতঃ।। পারদো রসধাতুশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ। জপলঃ শিববীর্য্যঞ্চ রসঃ সূতঃ শিবাহ্বয়ঃ।। পারদঃ ষড়্রসঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষঘ্নো রসায়নঃ। যোগবাহী মহাবৃষ্যঃ সদা দৃষ্টিবলপ্রদঃ। সর্ব্বাময়হরঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ।।

পারা : রসায়নার্থী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পারদ আস্বাদিত (সেবিত) হয় বলিয়া ইহাকে রস বলে। পারদকে ধাতুও বলা যায়। পারদ, রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য্য, রস ও সূত এবং শিববাচক যাবতীয় শব্দ পারদের পর্য্যায়। পারদ মধুরাদি ছয়-রসবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, যোগবাহী, অত্যন্ত শুক্রকারক, চক্ষুর বলপ্রদ ও সর্ব্বরোগনাশক। বিশেষত ইহা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠনাশক।

পরসাঃ

গন্ধো হিঙ্গুলমভ্রতালকশিলাঃ স্রোতোহঞ্জনং টঙ্কণং রাজাবর্ত্তকচুম্বকৌ স্ফটিকয়া শঙ্খঃ খটী গৈরিকম্। কাসীসং রসকং কপর্দ্দসিকতাবোলাশ্চ কঙ্কুষ্ঠকং সৌরাষ্ট্রী চ মতা অমী উপরসাঃ সূতস্য কিঞ্চিদ্‌গুণৈঃ।।

গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, স্রোতোহঞ্জন, সোহাগা, রাজাবর্ত্ত, চুম্বক, ফট্‌কিরি, শঙ্খ, খড়ি, গেরিমাটী, হীরাকস, খর্পর, কড়ি, বালুকা, বোল, কঙ্কুষ্ঠ ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, এই সকল দ্রব্যে রসের কিঞ্চিৎ গুণ আছে বলিয়া ইহাদিগকে উপরস বলা যায়।

হিঙ্গুলম্

হিঙ্গুলং দরদং ম্লেচ্ছং চিত্রাঙ্গং চূর্ণপারদম্। দরদস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তশ্চর্ম্মারঃ শুকতুণ্ডকঃ। হংসপাদস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্ গুণবানুত্তরোত্তরম্।। চর্ম্মারঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ স পীতঃ শুকতুণ্ডকঃ। জবাকুসুমসঙ্কাশো হংসপাদো মহোত্তমঃ। তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যান্নেত্রাময়ঘ্নং কফপিত্তহারি। হৃল্লাসকুষ্ঠজ্বরকামলাশ্চ প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি।। উর্দ্ধপাতনযুক্ত্যা তু ডমরুযন্ত্রপাচিতম্। হিঙ্গুলং তস্য সূতন্তু শুদ্ধমেব ন শোধয়েৎ।।

হিঙ্গুল : হিঙ্গুল, দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ, এইগুলি হিঙ্গুলের পর্য্যায়। হিঙ্গুল তিনপ্রকার। যথা চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। ইহারা উত্তরোত্তর যথাক্রমে গুণদায়ক, অর্থাৎ চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক গুণদায়ক, শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদ-নামক হিঙ্গুল অধিক গুণদায়ক। চর্ম্মার শ্বেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ এবং হংসপাদ জবাপুষ্পসদৃশ লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য।

শোধিত হিঙ্গুল তিক্ত-কষায়-কটুরস এবং ইহা চক্ষুরোগ, কফ, পিত্ত, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরদোষনাশক।

উর্ধ্বপাতনের নিয়মানুসারে ডমরুযন্ত্রে হিঙ্গুল পাক করিলে তাহা হইতে যে-রস প্রস্তুত হয় তাহা স্বভাবতই বিশুদ্ধ, সুতরাং পুনরায় তাহার শোধন করিবে না।

গন্ধকঃ

গন্ধকো গন্ধিকশ্চাপি গন্ধপাষাণ ইত্যপি। সৌগন্ধিকশ্চ কথিতো বলির্বলবসাপি চ।। চতুর্দ্ধা গন্ধকঃ প্রোক্তো রক্তঃ পীতঃ সিতোঽসিতঃ। রক্তো হেমক্রিয়াসুক্তঃ পীতশ্চৈব রসায়নে।। ব্রণবিলেপনে শ্বেতঃ কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ সুদুর্লভঃ। গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ।। পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডুবিসর্পজন্তুজিৎ। হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহ-কফবাতান্ রসায়নঃ।। অশোধিতো গন্ধক এষ কুষ্ঠং করোতি তাপং বিষমং শরীরে। সৌখ্যঞ্চ রূপঞ্চ বলং তথৌজঃ শুক্রং নিহন্ত্যেব করোতি চাস্রম্।। ('শ্রেষ্ঠঃ' হেমক্রিয়াদিষু সর্ব্বত্র প্রশস্ততরঃ)।

গন্ধক, গন্ধিক, গন্ধপাষাণ, সৌগন্ধিক, বলি ও বলবসা এই কয়েকটি গন্ধকের নাম। গন্ধক বর্ণভেদে

চারিপ্রকার। যথা রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। স্বর্ণসংস্কার বিষয়ে লোহিতবর্ণ, রসায়নক্রিয়াতে পীতবর্ণ এবং ব্রণবিলেপন- কার্য্যে শ্বেতবর্ণ গন্ধক প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক স্বর্ণসংস্কারাদি সমস্ত কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ততর। ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

গন্ধক কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, সারক, পিত্তবর্দ্ধক, কটুবিপাক ও রসায়ন এবং ইহা কণ্ডু, বীসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুনাশক।

অপরিশুদ্ধ গন্ধক কুষ্ঠজনক, দেহের সন্তাপকারক এবং ইহা সৌখ্য, রূপ, বল, ওজোধাতু ও শুক্রের নাশক এবং রক্তদুষ্টিকারক।

অভ্রম্

পিনাকং দর্দ্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্। মুঞ্চত্যগ্নৌ বিনিক্ষিপ্তং পিনাকং দলসঞ্চয়ম্।। অজ্ঞানাদ্ভক্ষণং তস্য মহাকুষ্ঠপ্রদায়কম্। দর্দ্দুরন্ত্বগ্নিনিক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দ্দুরধ্বনিম্।। গোলকান্ বহুশঃ কৃত্বা স স্যান্মৃত্যুপ্রদায়কঃ। নাগস্তু নাগবদ্ বহ্নৌ ফুৎকারং পরিমুঞ্চতি।। তদ্ভক্ষিতমবশ্যন্তু বিদধাতি ভগন্দরম্। বজ্রন্তু বজ্রবৎ তিষ্ঠেৎ তন্নাগ্নৌ বিকৃতিং ব্রজেৎ।। সর্ব্বাভ্রেষু বরং বজ্রং ব্যাধিবার্দ্ধক্যমৃত্যুহৃৎ।। অভ্রমুত্তরশৈলোত্থং বহুসত্ত্বং গুণাধিকম্। দক্ষিণাদ্রিভবং স্বল্পসত্ত্বমল্পগুণপ্রদম্।। অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীতমায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ। হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণমেহকুষ্ঠ-প্লীহোদরগ্রন্থিবিষক্রিমীংশ্চ।। রোগান্ হন্তি দ্রঢ়য়তি বপুর্বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যোষিতাং নিত্যমেব। দীর্ঘায়ুষ্কান্ জনয়তি সুতান্ বিক্রমৈঃ সিংহতুল্যান্ মৃত্যোর্ভীতিং হরতি সততং সেব্যমানং মৃতাভ্রম্।। পীড়াং বিধত্তে বিবিধাং নরাণাং কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ শোথম্। হৃৎপার্শ্বপীড়াঞ্চ করোত্যশুদ্ধমভ্রন্ত্বসিদ্ধং গুরু তাপদং স্যাৎ।।

পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্র এই চারিপ্রকার অভ্র আছে। তন্মধ্যে পিনাক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দলসঞ্চয় হয় অর্থাৎ স্তবকাকারে সমস্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত উহা ভক্ষণ করিলে মহাকুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। দর্দ্দুর-নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তাহা গোল-গোল আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভেকের ন্যায় শব্দ করে। এই জাতীয় অভ্র ভক্ষণ করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটে। নাগাভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে সর্পের ফুৎকারসদৃশ শব্দ হয়, উহা ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই ভগন্দররোগ জন্মে। বজ্রাভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বজ্রের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, কোনপ্রকার বিকৃতিপ্রাপ্ত হয় না। উহা অন্য সকলপ্রকার অভ্র হইতে উৎকৃষ্ট। বজ্রাভ্র ব্যাধি, বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু-নিবারক। উত্তরদেশীয় পর্ব্বতজাত অভ্র অল্পসত্ত্বসম্পন্ন ও অল্পগুণযুক্ত।

অভ্র কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, আয়ুষ্কর, ধাতুবর্দ্ধক এবং ইহা ত্রিদোষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও ক্রিমিনাশক।

জারিত অভ্র নিত্য সেবিত হইলে তাহা রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক, বীর্য্যবর্দ্ধক, দীর্ঘায়ু ও সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী পুত্রজনক, অকাল-মৃত্যুনাশক ও রতিশক্তিবর্দ্ধক।

অশোধিত অভ্র মানবগণের নানাবিধ পীড়াজনক এবং ইহা কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, হৃদ্‌গত ও পার্শ্বগত বেদনা-উৎপাদক। অসিদ্ধ অভ্র গুরু ও শরীরের সন্তাপ-উৎপাদক।

হরিতালম্

হরিতালন্তু তালং স্যাদালং তালকমিত্যপি। হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসংজ্ঞকম্। তয়োরাদ্যং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং ততো হীনগুণং পরম্।। স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং সপত্রঞ্চাভ্রপত্রবৎ। পত্রাখ্যং তালকং বিদ্যাদ্ গুণাঢ্যং তদ্রসায়নম্।। নিষ্পত্রং পিণ্ডসদৃশং স্বল্পসত্ত্বং তথাগুরু। স্ত্রীপুষ্পহারকং স্বল্পগুণং তৎ পিণ্ডতালকম্।।

হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্ বিষম্। কণ্ডুকুষ্ঠাস্যরোগাস্র-কফপিত্তকচব্রণান্।। হরতি চ হরিতালং চারুতাং দেহজাতাং সৃজতি চ বহুতাপানঙ্গসঙ্কোচপীড়াম্। বিতরতি কফবাতৌ কুষ্ঠরোগং বিদধ্যাদ্ ইদম-শিতমশুদ্ধং মারিতঞ্চাপ্যসম্যক্।।

হরিতাল, তাল, আল ও তালক, এই কয়েকটি হরিতালের নাম। হরিতাল দুইপ্রকার, পত্র হরিতাল ও পিণ্ড হরিতাল। তন্মধ্যে আদ্য অর্থাৎ পত্রাখ্য হরিতাল গুণে শ্রেষ্ঠ, পিণ্ড-সংজ্ঞক হরিতাল উহা অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত। পত্রাখ্য হরিতাল সুবর্ণবর্ণ, ভারবহুল, স্নিগ্ধ, অভ্রের ন্যায় স্তরসমন্বিত, শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক ও রসায়ন। পিণ্ডাখ্য হরিতাল স্তরহীন, পিণ্ডসদৃশ, স্বল্পসত্ত্ব ও অল্পগুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক। হরিতাল কটু-কষায়রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত, কেশ ও ব্রণনাশক।

অশোধিত ও অসম্যক্ মারিত হরিতাল শরীরের লাবণ্যনাশক, বাতশ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং ইহা বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ ও কুষ্ঠরোগ-উৎপাদক।

মনঃশিলা

মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্বা নাগজিহ্বিকা। নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিব্যৌষধিঃ স্মৃতা।। মনঃশিলা গুরুর্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ। তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাস-কাসভূতকফাস্রনুৎ।। মনঃশিলা মন্দবলং করোতি জন্তুং ধ্রুবং শোধনমন্তরেণ। মলস্য বন্ধং কিল মূত্ররোধং সশর্করং কৃচ্ছ্রগদঞ্চ কুর্য্যাৎ।।

মনছাল : মনঃশিলা, মনোগুপ্তা, মনোহ্বা, নাগজিহ্বিকা, নৈপালী, কুনটী, গোলা, শিলা ও দিব্যৌষধি, এই কয়েকটি মনঃশিলার নাম। মনঃশিলা গুরু, বর্ণকর, সারক, উষ্ণবীর্য্য, লেখনগুণযুক্ত, কটু-তিক্তরস, স্নিগ্ধ এবং ইহা বিষদোষ, শ্বাস, কাস, ভূতদোষ, কফ, ও রক্তদোষনাশক। অবিশোধিত মনঃশিলা-সেবনে বলহানি হয় এবং নিশ্চয়ই ক্রিমি, মলমূত্ররোধ, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পীতিকা

পীতিকারুণনাগশ্চ সা স্যাদ্ ব্রণনিসূদনী।

মুদ্রাশঙ্খ : পীতিকা ও অরুণনাগ, এই দুইটি মুদ্রাশঙ্খের নাম। ইহা ঈষৎ পীত বা অরুণবর্ণ। মুদ্রাশঙ্খ ক্ষত- নিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সৌবীরম্

অঞ্জনং যামুনঞ্চাপি কপোতাঞ্জনমিত্যপি। তৎ তু স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্বেতমীরিতম্।। বল্মীক-শিখরাকারং ভিন্নমঞ্জনসন্নিভম্। ঘৃষ্টন্তু গৈরিকাকারমেতৎ স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্। স্রোতোঽঞ্জনসমং জ্ঞেয়ং সৌবীরং তৎ তু পাণ্ডুরম্।। স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতং স্বাদু চক্ষুষ্যং কফপিত্তনুৎ। কষায়ং লেখনং স্নিগ্ধং গ্রাহি চ্ছর্দ্দিবিষাপহম্। সিধ্মক্ষয়াস্রহৃচ্ছীতং সেবনীয়ং সদা বুধৈঃ।। স্রোতোঽঞ্জনগুণাঃ সর্ব্বে সৌবীরেঽপি মতা বুধৈঃ। কিন্তু দ্বয়োরঞ্জনয়োঃ শ্রেষ্ঠং স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্।।

নীলসুর্ম্মা ও শ্বেতসুর্ম্মা : অঞ্জন, যামুন ও কপোতাঞ্জন, এই তিনটি স্রোতোঽঞ্জনের অপর নাম। কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনকে স্রোতোঽঞ্জন এবং শ্বেতবর্ণ অঞ্জনকে সৌবীরাঞ্জন কহে। স্রোতোঽঞ্জন বল্মীকের শিখরতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট, ভাঙিলে অভ্যন্তরদেশে অঞ্জনসদৃশ আভা প্রকাশ পায় এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটীর ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয়। সৌবীরাঞ্জন স্রোতোঽঞ্জনের তুল্য, কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ।

স্রোতোহ্ঞ্জন মধুর-কষায়রস, চক্ষুর হিতকারক, কফঘ্ন, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, লেখনগুণযুক্ত, স্নিগ্ধ, ধারক এবং ইহা বমি, বিষ, সিধ্ম, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক। সৌবীরাঞ্জনও স্রোতোহ্ঞ্জনসদৃশ গুণদায়ক, কিন্তু এই দ্বিবিধ অঞ্জনের মধ্যে স্রোতোহ্ঞ্জনই উৎকৃষ্ট।

টঙ্কণ

টঙ্কণোহ্গ্নিকরো রুক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ।। (অয়ম্পরসত্বাৎ পুনরুক্তঃ)।

সোহাগা : সোহাগা অগ্নিবর্দ্ধক, রুক্ষ এবং ইহা কফঘ্ন ও বাতপিত্তজনক।

স্ফটী

স্ফটী চ স্ফটিকা প্রোক্তা শ্বেতা শুভ্রা চ রঙ্গদা। দৃঢ়রঙ্গা রঙ্গদৃঢ়া রঙ্গাঙ্গাপি চ কথ্যতে।। স্ফটিকা তু কষায়োষ্ণা বাতপিত্তকফব্রণান্। নিহন্তি শ্বিত্রবীসর্পান্ যোনিসঙ্কোচকারিণী।।

ফট্‌কিরি : স্ফটী, স্ফটিকা, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢ়রঙ্গা, রঙ্গদৃঢ়া ও রঙ্গাঙ্গা এই কয়েকটি ফট্‌কিরির নাম। ফট্‌কিরি কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, যোনিসঙ্কোচক এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বীসর্পরোগ-নাশক।

রাজাবর্ত্তঃ

রাজাবর্ত্তঃ কটুস্তিক্তঃ শিশিরঃ পিত্তনাশনঃ। রাজাবর্ত্তঃ প্রমেহঘ্নশ্ছর্দ্দিহিক্কানিবারণঃ।।

রাজাবর্ত্ত (স্ফটিকবিশেষ) কটু-তিক্তরস, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক এবং ইহা প্রমেহ, বমি ও হিক্কা নিবারণ করিয়া থাকে।

চুম্বকঃ

চুম্বকঃ কান্তপাষাণো যঃ কান্তো লোহকর্ষকঃ। চুম্বকো লেখনঃ শীতো মেদোবিষগরাপহঃ।।

যে-কান্ত দ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হয়, তাহাকে কান্তপাষাণ ও চুম্বক বলে। চুম্বক লেখন, শীতবীর্য্য এবং ইহা মেদ, বিষ ও গরদোষনাশক।

গৈরিকং সুবর্ণ গৈরিকঞ্চ

গৈরিকং রক্তধাতুশ্চ গৈরেয়ং গিরিজং তথা। সুবর্ণগৈরিকন্ত্বন্যৎ ততো রক্ততরং হি তৎ।। গৈরিকদ্বিতয়ং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং হিমম্। চক্ষুষ্যং দাহপিত্তাস্র-কফহিক্কাবিষাপহম্।।

গেরিমাটী : গৈরিক, রক্তধাতু, গৈরেয় ও গিরিজ, এই কয়েকটি গেরিমাটীর সংস্কৃত নাম। গৈরিক দুইপ্রকার, সামান্য গৈরিক ও সুবর্ণগৈরিক। সামান্য গৈরিক অপেক্ষা সুবর্ণগৈরিক অধিক রক্তবর্ণ। এই উভয়প্রকার গৈরিকই স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক এবং ইহা দাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, হিক্কা ও বিষনাশক।

খটী গৌরখটী চ

খটীকা কঠিনী চাপি লেখনী চ নিগদ্যতে। খটিকা দাহজিচ্ছীতা মধুরা বিষশোথজিৎ।। লেপাদেতদ্গুণা প্রোক্তা ভক্ষিতা মৃত্তিকাসমা। খটী গৌরখটী দ্বে চ গুণৈস্তুল্যে প্রকীর্ত্তিতে।।

খড়ী : খটিকা, কঠিনী ও লেখনী, এই কয়েকটি খড়ীর সংস্কৃত নাম। খটিকা মধুররস ও শীতল, ইহা লেপনে দাহ বিষ ও শোথ নষ্ট করে। ভক্ষণ করিলে মৃত্তিকার ন্যায় গুণদায়ক হয়। খটিকা দুইপ্রকার। সামান্য খটী ও গৌরখটী, ইহারা উভয়েই তুল্যগুণ।

বালুকা

বালুকা সিকতা সূক্ষ্ম-শর্করা শীতলাপি চ। বালুকা লেখনী শীতা ব্রণোরঃক্ষতনাশিনী।।

বালুকা, সিকতা, সূক্ষ্মশর্করা ও শীতলা, এই কয়েকটি বালুকার নাম। বালুকা লেখন, শীতল এবং ব্রণ ও উরঃক্ষতবিনাশক।

খর্পরীতুত্থকং তুত্থাদন্যৎ তদ্রসকং স্মৃতম্। যে গুণাস্তুত্থকে প্রোক্তাস্তে গুণা রসকে স্মৃতাঃ।।

খর্পরীতুত্থক তুঁতিয়ার ভেদমাত্র। রসক ইহার নামান্তর। তুঁতিয়ার যেরূপ গুণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ইহারও তদ্রূপ গুণ জানিবে।

কাশীশম্

কাশীশং ধাতুকাশীশং পাংশুকাশীশমিত্যপি। তদেব কিঞ্চিৎ পীতন্তু পুষ্পকাশীশমুচ্যতে।। কাশীশমম্লমুষ্ণঞ্চ তিক্তঞ্চ তুবরং তথা। বাতশ্লেষ্মহরং কেশ্যং নেত্রকণ্ডুবিষপ্রণুৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীশ্বিত্র-নাশনং পরিকীর্ত্তিতম্।।

হীরাকস : কাশীশ, ধাতুকাশীশ ও পাংশুকাশীশ, এই কয়েকটি হীরাকসের সংস্কৃত নাম। কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ কাশীশকে পুষ্পকাশীশ বলে। হীরাকস অম্ল-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, কেশের হিতকর এবং ইহা বায়ু, কফ, নেত্রকণ্ডু, বিষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগনাশক।

সৌরাষ্ট্রী

সৌরাষ্ট্রী তুবরী কাঙ্ক্ষী মৃতালকসুরাষ্ট্রজে। আঢ়কী চাপি সা খ্যাতা মৃৎস্না চ সুরমৃত্তিকা। স্ফটিকায়া গুণাঃ সর্ব্বে সৌরাষ্ট্র্যা অপি কীর্ত্তিতাঃ।।

সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা : সৌরাষ্ট্রী, তুবরী, কাঙ্ক্ষী, মৃতালক, সুরাষ্ট্রজ, আঢ়কী, মৃৎস্না ও সুরমৃত্তিকা, এই কয়েকটি সৌরাষ্ট্রীর নাম। ফটকিরির যে-গুণ উক্ত হইয়াছে, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকাতেও সেই সকল গুণ অবস্থিতি করে।

কৃষ্ণমৃৎ ক্ষতদাহাস্র-প্রদরশ্লেষ্মপিত্তনুৎ।।

কৃষ্ণমৃত্তিকা ক্ষত, দাহ, রক্তদোষ, প্রদর, কফ ও পিত্তনাশক।

চূর্ণম্

চূর্ণোঽস্ত্রী চূর্ণকং বাত-শ্লেষ্মমেদঃপ্রশান্তিকৃৎ। হন্ত্যম্লপিত্তং শূলঞ্চ গ্রহণীঞ্চ ব্রণং ক্রিমীন্।। চতুষ্কর্ষমিতে চূর্ণে তোয়ে পঞ্চশরাবকে। ক্ষিপ্তে চূর্ণোদকং তৎ স্যাৎ প্রহরদ্বয়সংস্থিতম্।। সদুগ্ধং চূর্ণসলিলং মধুমেহে হিতং মতম্। অম্লপিত্তে চ শূলে চ পথ্যমপ্যৌষধঞ্চ তৎ।।

চুণ : চূর্ণ ও চূর্ণক এই দুইটি চূর্ণের সংস্কৃত নাম। চূর্ণ বাতশ্লেষ্মা, মেদোরোগ, অম্লপিত্ত, শূল, গ্রহণী, ব্রণ ও ক্রিমিরোগ নষ্ট করে। ৮ তোলা পরিমিত চূর্ণ, ১০ সের জলে ২ প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে চূর্ণোদক প্রস্তুত হয়। এই চূর্ণোদক দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মধুমেহরোগে উপকার হয়। ইহা অম্লপিত্ত ও শূলরোগে পথ্য ও ঔষধ।

কর্দ্দমঃ

কর্দ্দমো দাহপিত্তার্ত্তি-শোথঘ্নঃ শীতলঃ সরঃ।

কর্দ্দম : দাহ, পিত্তজ রোগ ও শোথনাশক, শীতবীর্য্য এবং সারক।

বোলম্

বোলং গন্ধরসং প্রাণ-পিণ্ডগোপরসাঃ সমাঃ। বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যং দীপনপাচনম্।। মধুরং কটু তিক্তঞ্চ দাহস্বেদত্রিদোষজিৎ। জ্বরাপস্মারকুষ্ঠঘ্নং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ।।

গন্ধবোল : বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড ও গোপরস, এই কয়েকটি বোলের পর্য্যায়। বোল রক্তনাশক, শীতবীর্য্য, মেধাজনক, অগ্নির দীপক, পাচক, মধুর-কটু-তিক্তরস, গর্ভাশয়-বিশোধক এবং ইহা দাহ, স্বেদ, ত্রিদোষ, জ্বর, অপস্মার ও কুষ্ঠনাশক।

কঙ্কুষ্ঠং কালকুষ্ঠঞ্চ বিরঙ্গং রঙ্গদায়কম্। কঙ্কুষ্ঠং রেচনং তিক্তং কটুষ্ণং বর্ণকারকম্। ক্রিমিশোথোদরাধ্মান-গুল্মানাহকফাপহম্।।

কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ ও রঙ্গদায়ক, এই কয়েকটি কঙ্কুষ্ঠের নাম। কঙ্কুষ্ঠ রেচক, তিক্ত-কটুরস, উষ্ণবীর্য্য, বর্ণপ্রদ এবং ইহা ক্রিমি, শোথ, উদর, আধ্মান. গুল্ম, আনাহ ও কফনাশক।

রত্নানাং নিরুক্তিঃ

ধনার্থিনো জনাঃ সর্ব্বে রমন্তেঽস্মিন্নতীব যৎ। ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ।।

ধনাভিলাষী সমস্ত লোকই রত্নপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত এবং উহাতে অত্যন্ত রত হয়, এ কারণ শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ উহাকে রত্ন বলিয়া থাকেন।

রত্নানাং নিরূপণম্

রত্নং গারুত্মতং পুষ্প-রাগো মাণিক্যমেব চ। ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্য্যমিত্যপি। মৌক্তিকং বিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব।।

রত্ন নয়টি, যথা হীরা, গারুত্মত (পান্না), পুষ্পরাগমণি, মাণিক্য (পদ্মরাগ), গোমেদ, ইন্দ্রনীল (নীলকান্তমণি), বৈদূর্য্য, মুক্তা ও প্রবাল।

হীরকঃ

হীরকঃ পুংসি বজ্রোঽস্ত্রী চন্দ্রো মণিবরশ্চ সঃ। স তু শ্বেতঃ স্মৃতো বিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ। পীতো বৈশ্যোঽসিতঃ শূদ্রশ্চতুর্ব্বর্ণাত্মকশ্চ সঃ।। রসায়নে মতো বিপ্রঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ। ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী জরামৃত্যুহরঃ স্মৃতঃ।। বৈশ্যো ধনপ্রদঃ প্রোক্তস্তথা দেহস্য দার্ঢ্যকৃৎ। শূদ্রো নাশয়তি ব্যাধীন্ বয়ঃস্তম্ভং করোতি চ।। পুংস্ত্রীনপুংসকানীহ লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ। সুবৃত্তাঃ ফলসম্পূর্ণাস্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ। পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ।। রেখাবিন্দুসমাযুক্তাঃ ষড়স্রাস্তে স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ। ত্রিকোণাশ্চ সুদীর্ঘাস্তে বিজ্ঞেয়াশ্চ নপুংসকাঃ।। তেষুস্যুঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা রসবন্ধনকারিণঃ। স্ত্রিয়ঃ কুর্ব্বন্তি কায়স্য কান্তিং স্ত্রীণাং সুখপ্রদাঃ। নপুংসকাস্ত্ববীর্য্যাঃ স্যুরকামাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ।। স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীভ্যঃ প্রদাতব্যাঃ ক্লীবং ক্লীবে প্রযোজয়েৎ। সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বদা দেয়াঃ পুরুষা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ।। অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠঃ পার্শ্বব্যথাং তথা। পাণ্ডুতাং পঙ্গুরত্বঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ।।

হীরক, বজ্র, চন্দ্র ও মণিবর, এই কয়েকটি হীরার নাম। হীরক শব্দ পুংলিঙ্গ, বজ্রশব্দ পুং-ক্লীবলিঙ্গ। হীরক বর্ণভেদে চারিপ্রকার। যথা শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। এই চারিপ্রকার হীরক যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি বলিয়া অভিহিত হয়, অর্থাৎ শুক্লবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণ,

রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হীরক বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্র নামে কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রসায়নকার্য্যে ব্রাহ্মণ (শ্বেতবর্ণ হীরক) প্রশস্ত, ইহা সমস্ত ক্রিয়াতে সিদ্ধিদায়ক। ক্ষত্রিয়জাতি (রক্তবর্ণ) হীরক রোগনাশক এবং জরা ও অকালমৃত্যু-নিবারক। বৈশ্যজাতীয় (পীতবর্ণ) হীরক সম্পত্তিপ্রদায়ক ও শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক এবং শূদ্রজাতীয় (কৃষ্ণবর্ণ) হীরক রোগনাশক ও বয়ঃস্থাপক। স্ত্রী, পুং ও নপুংসকভেদেও হীরকের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। যথা, যে-হীরক সুন্দর গোলাকার, সম্পূর্ণ ফলপ্রদ, জ্যোতির্ম্ময়, বৃহত্তর এবং রেখা বা বিন্দুবিহীন, তাহাকে পুংজাতি, যে-হীরক রেখা বা বিন্দুসমন্বিত ও ষট্‌কোণ, তাহাকে স্ত্রীজাতীয় এবং যে-হীরক তিনটি কোণসমন্বিত ও সুদীর্ঘ, তাহাকে নপুংসকজাতীয় বলে। এই ত্রিবিধ হীরকের মধ্যে রসবন্ধনকারীদিগের পক্ষে পুরুষজাতীয় হীরক উৎকৃষ্ট, স্ত্রীজাতি হীরক স্ত্রীদিগের শরীরের শোভাসম্পাদক ও সুখপ্রদায়ক এবং নপুংসক-জাতীয় হীরক বীর্য্যবিহীন, সত্ত্ববর্জ্জিত, সুতরাং অকর্ম্মণ্য। স্ত্রীলোকদিগকে স্ত্রীজাতীয় হীরক প্রয়োগ করিবে ও ক্লীবলোকদিগকে নপুংসক-জাতীয় হীরক প্রয়োগ করিবে। পুংজাতীয় হীরক সকলেরই ব্যবহারোপযোগী ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

অশোধিত ও অমারিত হীরক কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, পাণ্ডু ও পঙ্গুত্ব-উৎপাদক। অতএব উহা শোধনমারণপূর্ব্বক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

মারিতবজ্রগুণাঃ

আয়ুঃ পুষ্টিং বলঃ বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ। সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ।।

মারিত হীরক সেবন করিলে পরমায়ু, শরীরের পুষ্টি, বল, বীর্য্য, বর্ণ ও সুখ বৃদ্ধিহয় এবং সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

হরিন্মণিঃ

গারুত্মতং মরকতমশ্মগর্ভো হরিন্মণিঃ।।

গারুত্মত, মরকত, অশ্মগর্ভ এবং হরিন্মণি, এই কয়েকটি পান্নার নাম।

মাণিক্যম্

মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্যাচ্ছোণরত্নঞ্চ লোহিতম্।

মাণিক্য, পদ্মরাগ, শোণরত্ন ও লোহিত, এই কয়েকটি মাণিক্যের পর্য্যায়।

পুষ্পরাগঃ

পুষ্পরাগো মঞ্জুমণিঃ স্যাদ্ বাচস্পতিবল্লভঃ।।

পুষ্পরাগ, মঞ্জুমণি ও বাচস্পতিবল্লভ, এই কয়েকটি পুষ্পরাগমণির নাম।

ইন্দ্রনীলং গোমেদশ্চ

নীলং তথেন্দ্রনীলঞ্চ গোমেদঃ পীতরত্নকম্।।

নীল ও ইন্দ্রনীল, এই দুইটি ইন্দ্রনীলমণির এবং গোমেদ ও পীতরত্ন, এই দুইটি গোমেদমণির নাম।

বৈদূর্য্যম্

বৈদূর্য্যং দূরজং রত্নং স্যাৎ কেতুগ্রহবল্লভম্।।

বৈদূর্য্য, দূরজ, রত্ন ও কেতুগ্রহবল্লভ, এইগুলি বৈদূর্য্যমণির পর্য্যায়।

মৌক্তিকম্

মৌক্তিকং শৌক্তিকং মুক্তা তথা মুক্তাফলঞ্চ তৎ। শুক্তিঃ শঙ্খো গজক্রোড়ঃ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ। বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্জ্ঞৈর্মৌক্তিকযোনয়ঃ।। মৌক্তিকং শীতলং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বলপুষ্টিদম্। মুক্তা কষায়া স্বাদ্বী চ বলপুষ্টিপ্রদায়িনী।। বৃষ্যা নেত্রহিতা রাজযক্ষ্মঘ্নী বিষনাশিনী। স্ত্রীণাং কান্তিরতিকরী ধারণাদ্ গ্রহপাপনুৎ।।

মুক্তা : মৌক্তিক, শৌক্তিক, মুক্তা ও মুক্তাফল, এই কয়েকটি মুক্তার পর্য্যায়। শুক্তি, শঙ্খ, গজক্রোড়, সর্প, মৎস্য, ভেক ও বেণু, এই কয়েকটি মুক্তার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। মুক্তা শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, বলকারক ও শরীরের পুষ্টিসম্পাদক। অন্য মতে ইহা কষায়-মধুররস, বল ও পুষ্টিকারক, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, বিষ ও রাজযক্ষ্মানাশক। ইহা স্ত্রীদিগের কান্তি ও রতি বৃদ্ধি করে। মুক্তা অঙ্গে ধারণ করিলে গ্রহদোষ ও পাপের নাশ হয়।

প্রবালঃ

প্রবালোহস্ত্রী ভৌমরত্নং রক্তাকারো লতামণিঃ। বিদ্রুমোহঙ্গারকমণী রক্তাঙ্গাম্ভোধিবল্লভৌ।। প্রবালো মধুরোম্লশ্চ কষায়শ্চ সরো হিমঃ। চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তাদি দোষঘ্নঃ কাসনাশনঃ।। ধৃতোহসৌ যোষিতাং বীর্য্য-কান্তিকৃদ্ রতিবর্দ্ধনঃ। পাপালক্ষ্মীপ্রশমনো গ্রহদোষনিবর্হণঃ।।

পলা : ভৌমরত্ন, রত্নাকার, লতামণি, বিদ্রুম, অঙ্গারকমণি, রক্তাঙ্গ ও অম্ভোধিবল্লভ, এইগুলি প্রবালের পর্য্যায়। প্রবাল মধুর-অম্ল-কষায়রস, সারক, শীতবীর্য্য, চক্ষুর হিতকর, কফপিত্তাদি দোষনাশকও কাসহর। প্রবাল অঙ্গে ধারণ করিলে স্ত্রীলোকদিগের বীর্য্য, কান্তি ও রতিবর্দ্ধন করে। ইহা পাপ অলক্ষ্মী এবং গ্রহদোষনাশক।

রত্নানাং গুণাঃ

রত্নানি ভক্ষিতানি স্যুর্মধুরাণি সরাণি চ। চক্ষুষ্যাণি চ শীতানি বিষঘ্নানি ধৃতানি চ। মঙ্গল্যানি মনোজ্ঞানি গ্রহদোষহরাণি চ।। মাণিক্যং তরণেঃ সুজাতমমলং মুক্তাফলং শীতগোর্মাহেয়স্য তু বিদ্রুমো নিগদিতঃ সৌম্যস্য গারুত্মতম্। দেবেজ্যস্য চ পুষ্পরাগমসুরাচার্য্যস্য বজ্রং শনের্নীলং নির্ম্মলমন্যয়োর্নিগদিতে গোমেদবৈদূর্য্যকে।।

শোধিত সমস্ত রত্নই ভক্ষণে মধুর, সারক, চক্ষুর হিতকারক, শীতবীর্য্য ও বিষনাশক। অঙ্গধৃত রত্ন মঙ্গলজনক, মনোজ্ঞ এবং গ্রহদোষনাশক।

রবিগ্রহের প্রতীকারার্থ মাণিক্য, সোমগ্রহের প্রতীকার-নিমিত্ত সুজাত ও নির্ম্মল মুক্তাফল, মঙ্গলগ্রহের প্রতীকার- নিমিত্ত প্রবাল, বুধগ্রহের সন্তোষার্থ পান্না, বৃহস্পতির সন্তোষার্থ পুষ্পরাগ, শুক্রের সন্তোষার্থ হীরক, শনিগ্রহের সন্তোষার্থ নির্ম্মল ইন্দ্রনীলমণি, রাহুগ্রহের সন্তোষ-নিমিত্ত গোমেদ এবং কেতুগ্রহের সন্তোষ-জন্য বৈদূর্য্যমণি ব্যবহার করিবে।

উপরত্নানাং নিরূপণম্

উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্মা তথৈব চ। মুক্তাশুক্তিস্তথা শঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি।।

কাচ, কর্পূরাশ্ম, মুক্তাশুক্তি ও শঙ্খ প্রভৃতি অনেকপ্রকার উপরত্ন আছে।

গুণা যথৈব রত্নানামুপরত্নেষু তে তথা। কিন্তু কিঞ্চিৎ ততো হীনা বিশেষোহয়মুদাহৃতঃ।।

রত্নের যেরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, উপরত্নেরও গুণ তদ্রূপ জানিবে। কিন্তু বিশেষ এই যে রত্ন অপেক্ষা উপরত্নে ঐ সকল গুণ কিছু ন্যূনভাবে অবস্থিতি করে।

বিষাণি

বিষন্তু গরলং ক্ষেবড়ং তস্য ভেদানুদাহরে। বৎসনাভঃ সহারিদ্রঃ সক্তুকশ্চ প্রদীপনঃ।। সৌরাষ্ট্রিকঃ শৃঙ্গিকশ্চ কালকূটস্তথৈব চ। হালাহলো ব্রহ্মপুত্রো বিষভেদা অমী নব।।

বিষ, গরল ও ক্ষেবড়, এইগুলি বিষের পর্য্যায়। বিষ নয়প্রকার। যথা বৎসনাভ, হারিদ্র, সক্তুক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রিক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হালাহল ও ব্রহ্মপুত্র।

বৎসনাভঃ

সিন্ধুবারসদৃক্‌পত্রো বৎসনাভ্যাকৃতিস্তথা। যৎপার্শ্বে ন তরোর্বৃদ্ধির্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ।।

যে-বিষবৃক্ষের পত্র নিসিন্দাপত্রের তুল্য ও যাহার আকৃতি বাছুরের নাভির ন্যায় হয় এবং যে-বিষবৃক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বৎসনাভ বিষ বলা যায়।

হারিদ্রঃ

হরিদ্রাতুল্যমূলো যো হারিদ্রঃ স উদাহৃতঃ।।

যে-বিষবৃক্ষের মূল হরিদ্রার মূলসদৃশ, তাহার নাম হারিদ্রবিষ।

যদ্‌গ্রন্থিঃ সক্তুকেনৈব পূর্ণমধ্যঃ স সক্তুকঃ।।

যে-বিষবৃক্ষের গ্রন্থিসমূহ সক্তুকতুল্য চূর্ণপদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তাহার নাম সক্তুক।

প্রদীপনঃ

বর্ণতো লোহিতো যঃ স্যাদ্ দীপ্তিমান্ দহনপ্রভঃ। মহাদাহকরঃ পূর্ব্বৈঃ কথিতঃ স প্রদীপনঃ।।

যে-বিষ রক্তবর্ণ, দীপ্তিশীল ও অগ্নির ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং যাহা সেবিত হইলে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রদীপন বিষ বলে।

সৌরাষ্ট্রিকঃ

সুরাষ্ট্রবিষয়ে যঃ স্যাৎ স সৌরাষ্ট্রিক উচ্যতে।।

সৌরাষ্ট্রিক বিষ সুরাষ্ট্রদেশে উৎপন্ন হয়।

শৃঙ্গিকঃ

যস্মিন্ গোশৃঙ্গকে বদ্ধে দুগ্ধং ভবতি লোহিতম্। স শৃঙ্গিক ইতি প্রোক্তো দ্রব্যতত্ত্ববিশারদৈঃ।।

দ্রব্যতত্ত্ববিশারদগণ বলিয়া থাকেন যে বিষ গোশৃঙ্গে বাঁধিলে সেই গাভীর দুগ্ধ রক্তবর্ণ হয়, তাহার নাম শৃঙ্গিক বিষ।

কালকূটঃ

দেবাসুররণে দেবৈর্হতস্য পৃথুমালিনঃ। দৈত্যস্য রুধিরাজ্জাতস্তরুরশ্বত্থসন্নিভঃ।। নির্য্যাসঃ কালকূটোঽস্য মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। স হি ক্ষেত্রে শৃঙ্গবেরে কোকণে মলয়ে ভবেৎ।।

প্রবাদ আছে, দেব-দৈত্যের যুদ্ধে দেবতা-কর্ত্তৃক হত পৃথুমালী দৈত্যের যে-রক্ত পতিত হইয়াছিল, ঐ রক্ত হইতে অশ্বত্থবৃক্ষাকৃতি একটি বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষবৃক্ষের নির্য্যাসকে মুনিগণ কালকূট বলিয়া থাকেন। উহা শৃঙ্গবের, কোকণ ও মলয়দেশে উৎপন্ন হয়।

হালাহলঃ

গোস্তনাভফলো গুচ্ছস্তালপত্রচ্ছদস্তথা। তেজসা যস্য দহ্যন্তে সমীপস্থা দ্রুমাদয়ঃ।। অসৌ হালাহলো জ্ঞেয়ঃ কিষ্কিন্ধ্যায়াং হিমালয়ে। দক্ষিণাব্ধিতটে দেশে কোকণেহ্পি চ জায়তে।।

যে-বিষবৃক্ষের ফল দ্রাক্ষাসদৃশ ও গুচ্ছাকার এবং যাহার পত্র তালপত্রবৎ, যাহার তেজে নিকটস্থ বৃক্ষাদি সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে হালাহল বিষ বলে। ইহা কিষ্কিন্ধ্যা, হিমালয়, দক্ষিণসমুদ্রের তীরভূমি এবং কোকণপ্রদেশে উৎপন্ন হয়।

ব্রহ্মপুত্রঃ

বর্ণতঃ কপিলো যঃ স্যাৎ তথা ভবতি সারতঃ। ব্রহ্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে।। ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডুরস্তেষু ক্ষত্রিয়ো লোহিতপ্রভঃ। বৈশ্যঃ পীতোহ্সিতঃ শূদ্রো বিষ উক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ।। রসায়নে বিষং বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং দেহপুষ্টয়ে। বৈশ্যং কুষ্ঠবিনাশায় শূদ্রং দদ্যাদ্ বধায় হি।। বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ। আগ্নেয়ং বাতকফহৃদ্ যোগবাহি মদাবহম্।। তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্। যোগবাহি ত্রিদোষঘ্নং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্।। যে দুর্গুণা বিষেহ্শুদ্ধে তে স্যুহীনা বিশোধনাৎ। তস্মাদ্ বিষং প্রয়োগেষু শোধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ।।

ব্রহ্মপুত্র-নামক বিষবৃক্ষের বর্ণ এবং সারভাগ কপিলবর্ণ। উহা মলয়পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জাতিভেদে এই বিষ ৪ প্রকার। যাহা পাণ্ডুরবর্ণ তাহা ব্রাহ্মণ, যাহা রক্তবর্ণ তাহা ক্ষত্রিয়, যাহা পীতবর্ণ তাহা বৈশ্য এবং যে-বিষ কৃষ্ণবর্ণ তাহা শূদ্রজাতি। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয় বিষ রসায়নকার্য্যে, ক্ষত্রিয় শরীরপেষণে ও বৈশ্য কুষ্ঠবিনাশনে প্রশস্ত। শূদ্রজাতীয় বিষ প্রাণনাশক।
বিষ প্রাণনাশক, ব্যবায়িগুণযুক্ত (অগ্রে উহার গুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়), বিকাশিগুণান্বিত (ওজোধাতু শোষণান্তর সন্ধিবন্ধনসমূহকে শিথিল করিয়া দেয়), অগ্নিগুণাধিক্যপ্রদ, বাতঘ্ন, কফনাশক, যোগবাহী (যে-দ্রব্যের সহিত মিলিত হয় তাহার গুণ গ্রহণ করে) এবং মত্ততাজনক (তমোগুণাধিক্য-প্রযুক্ত বুদ্ধিবিনাশক।)
ঐ বিষ যদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রযোজিত হয়, তাহা হইলে উহা প্রাণপ্রদ, রসায়ন, যোগবাহী, ত্রিদোষঘ্ন, পুষ্টিকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ বিষের তীব্রতর যে-সকল অনিষ্টজনক দুর্গুণ বর্ণিত হইয়াছে, শোধন করিলে তাহাদের বীর্য্য কমিয়া যায়। অতএব বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

অমৃতম্

নেপালশৃঙ্গী নৈপালী চামৃতং বিষনামকম্। অমৃতং তিক্তকটুকং স্বেদ্যং মূত্রলমেব চ।। আগ্নেয়ং বেদনাঘ্নঞ্চ সাদনং শূলনাশনম্। অভিঘাতরুজং হন্তি বীসর্পং কফজান্ গদান্।। বাতজান্ নিখিলাংশ্চাপি সন্নিপাতোদ্ভবং জ্বরম্। আমবাতং মহাঘোরং হৃদ্রোগমপি দারুণম্।।

মিঠাবিষ: নেপালশৃঙ্গী, নৈপালী, অমৃত ও বিষবাচক সমস্ত শব্দ মিঠাবিষের নামান্তর। মিঠাবিষ তিক্ত-কটুরস, স্বেদজনক, মূত্রকারক, আগ্নেয়, বেদনানাশক, অবসাদক ও শূলনাশক। ইহা দ্বারা অভিঘাতজ বেদনা, বীসর্প, কফজ ও বাতজ রোগসমূহ, সন্নিপাতজ জ্বর, উৎকট আমবাত ও দারুণ হৃদ্রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

উপবিষাণাং নিরূপণম্

অর্কক্ষীরং মুহীক্ষীরং লাঙ্গলী করবীরকঃ। গুঞ্জাহিফেনো ধুস্তূরঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ।।

আকন্দের আটা, মনসাসিজের আটা, ঈষলাঙ্গলা, করবী, কুঁচ, অহিফেন ও ধুস্তূর এই সাতটি উপবিষ।

ইতি ধাতূপধাতু-রসোপরস-রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষবর্গঃ।

ধান্যবর্গ

শালিধান্যস্য লক্ষণম্

কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ।।

যে-সকল হৈমন্তিক ধান্য কণ্ডন অর্থাৎ ছাঁটন ব্যতীতও শ্বেতবর্ণ, তাহাদিগকে শালিধান্য কহে।

তেষাং গুণাঃ

শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ। কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্য্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ। অল্পানিলকফাঃ শীতাঃ পিত্তঘ্না মূত্রলাস্তথা।।

শালিধান্যের গুণ : শালিধান্যসমূহ মধুর-কষায়রস, স্নিগ্ধ, বলকারক, মলের কাঠিন্য ও অল্পতাকারক, লঘুপাকী, রুচিকর, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, বায়ু ও কফের কিঞ্চিৎ বর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক ও মূত্রবর্দ্ধক।

রক্তশালের্গুণাঃ

রক্তশালিবরস্তেষু বল্যো বর্ণ্যস্ত্রিদোষজিৎ। চক্ষুষ্যো মূত্রলঃ স্বর্য্যাঃ শুক্রলস্তৃড়্জ্বরাপহঃ।। বিষব্রণশ্বাসকাস-দাহনুদ্‌বহ্নিপুষ্টিদঃ। তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ শালয়ো মহদাদয়ঃ।।

দাউদখানির গুণ : শালিধান্যের মধ্যে রক্তশালিধান্যই শ্রেষ্ঠ। ইহা বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রকারক, স্বরবর্দ্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিদীপক ও পুষ্টিকারক এবং ইহা পিপাসা, জ্বর, বিষদোষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহনিবারক। মহাশালি প্রভৃতি ধান্য রক্তশালি অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত।

ষষ্টিকানাং লক্ষণং গুণাশ্চ

গর্ভস্থা এব যে পাকং যান্তি তে ষষ্টিকা মতাঃ। ষষ্টিকা মধুরাঃ শীতা লঘবো বদ্ধবর্চ্চসঃ। বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালিভিঃ সদৃশা গুণৈঃ।।

ষষ্টিক ধান্যসমূহের লক্ষণ ও গুণ : গর্ভস্থ অবস্থাতেই যে-ধান্য পক্ব হয়, তাহাকে ষষ্টিকধান্য কহে। ইহা মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, মলরোধক, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং ইহা শালিধান্যের ন্যায় গুণযুক্ত।

ষষ্টিকায়াঃ গুণাঃ

ষষ্টিকা প্রবরা তেষাং লঘ্বী স্নিগ্ধা ত্রিদোষজিৎ। স্বাদ্বী মৃদ্বী গ্রাহিণী চ বলদা জ্বরহারিণী। রক্তশালিগুণৈস্তুল্যা ততঃ স্বল্পগুণাঃ পরে।।

ষাটিধান্যের গুণ : ষষ্টিকধান্যসমূহের মধ্যে ষাটিধান্য শ্রেষ্ঠ। ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, স্বাদু, মৃদুবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, বলপ্রদ, জ্বরনাশক এবং ইহা রক্তশালির ন্যায় গুণযুক্ত। অন্যান্য ষষ্টিকধান্যসকল ইহা অপেক্ষা অল্পগুণ।

শূকধান্যগুণাঃ

যবঃ

যবঃ কষায়ো মধুরঃ শীতলো লেখনো মৃদুঃ। ব্রণেষু তিলবৎ পথ্যো রুক্ষো মেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ।। কটুপাকোঽনভিষ্যন্দী স্বর্য্যো বলকরো গুরুঃ। বহুবাতমলো বর্ণস্থৈর্য্যকারী চ পিচ্ছিলঃ।। কণ্ঠত্বগাময়শ্লেষ্ম-পিত্তমেদঃপ্রণাশনঃ। পীনসশ্বাসকাসোরু-স্তম্ভলোহিততৃট্‌প্রণুৎ।।

যবের গুণ : যব কষায়-মধুররস, শীতল, লেখনগুণযুক্ত, মৃদুবীর্য্য, ব্রণরোগে তিলের ন্যায় হিতকর, রুক্ষ, মেধা ও অগ্নিবর্দ্ধক, কটুবিপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরপ্রসাদক, বলকারক, গুরু, বায়ু ও মলের অতিশয় বর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক, পিচ্ছিল এবং ইহা কণ্ঠরোগ, চর্ম্মরোগ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মেদ, পীনস, শ্বাস, কাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও তৃষ্ণানাশক।

গোধূমস্য গুণাঃ

গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ। কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্ধানকৃৎ সরঃ। জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যো ব্রণ্যো রুচ্যঃ স্থিরত্বকৃৎ।। (কফপ্রদো নবীনো ন তু পুরাণঃ)।

গোধূমের গুণ : গোধূম মধুররস, শীতবীর্য্য, বাতপিত্তনাশক, গুরু, কফজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্নসন্ধানকারক, সারক, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকারক, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণরোগে হিতকর, রুচিজনক এবং ইহা শরীরের স্থিরতাসম্পাদক। (নূতন গোধূমই কফকারক, পুরাতন গোধূম কফকর নহে)।

মুদ্গস্য গুণাঃ

মুদ্গো রুক্ষো লঘুর্গ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ। স্বাদুরল্পানিলা নেত্র্যো জ্বরয়ো বনজস্তথা।। মুদ্গো বহুবিধঃ শ্যামো হরিতঃ পীতকস্তথা। শ্বেতো রক্তশ্চ তেষান্তু পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো লঘুঃ স্মৃতঃ।। সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্তঃ হরিতঃ প্রবরো গুণৈঃ। চরকাদিভিরপ্যুক্ত এষ এব গুণাধিকঃ।।

মুগের গুণ : মুদ্গ রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, কফপিত্তহারক, শীতবীর্য্য, মধুররস, অল্প বায়ুবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বরনিবারক। বনজ মুগও এইরূপ গুণযুক্ত। শ্যাম, হরিত, পীত, শ্বেত ও রক্তবর্ণভেদে নানাপ্রকার মুগ আছে। ইহারা পূর্ব্বানুক্রমে লঘু অর্থাৎ রক্তবর্ণ মুগ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ মুগ লঘু, শ্বেতবর্ণ মুগ অপেক্ষা পীতবর্ণ মুগ লঘু ইত্যাদি। কিন্তু সুশ্রুত বলেন হরিদ্বর্ণ মুগই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চরকাদি মুনিগণেরও সেই মত।

মাষস্য গুণাঃ

মাষো গুরুঃ স্বাদুপাকঃ স্নিগ্ধো রুচ্যোঽনিলাপহঃ। উষ্ণঃ সন্তর্পণো বল্যঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরঃ।। ভিন্নমূত্রমলঃ স্তন্যো মেদঃপিত্তকফপ্রদঃ। গুদকীলার্দ্দিতশ্বাস-পক্তিশূলানি নাশয়েৎ।। কফপিত্তকরা মাষঃ কফপিত্তকরং দধি। কফপিত্তকরা মৎস্যা বৃন্তাকং কফপিত্তকৃৎ।।

মাষকলায়ের গুণ : মাষকলায় গুরু, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিকর, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের অত্যন্ত উপচয়কারক, মলমূত্রনিঃসারক, স্তন্যবর্দ্ধক, মেদোজনক, কফপিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা অর্শোবলি, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণামশূলনাশক। মাষকলায়, দধি, বেগুণ ও মৎস্য এই চারিটি দ্রব্যই কফপিত্তকারক।

রাজমাষস্য গুণাঃ

রাজমাষো গুরুঃ স্বাদুস্তুবরস্তর্পণঃ সরঃ। রুক্ষো বাতকরো রুচ্যঃ স্তন্যভূরিবলপ্রদঃ।। শ্বেতো রক্তস্তথা কৃষ্ণস্ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ। যো মহাংস্তেষু ভবতি স এবোক্তো গুণাধিকঃ।।

বরবটীর গুণ : বরবটী গুরু, মধুর-কষায়রস, তৃপ্তিকারক, সারক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, রুচিপ্রদ, স্তন্যজনক ও অতীব বলকারক। ইহা শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণভেদে ৩ প্রকার হয়। তাহার মধ্যে যেগুলির দানা বড়, সেইগুলিই উৎকৃষ্ট জানিবে।

মসূরগুণাঃ

মসূরো মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ। কফপিত্তাস্রজিদ্রুক্ষো বাতলো জ্বরনাশনঃ।।

মসূরের গুণ : মধুরবিপাক, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য, লঘু, রুক্ষ, বাতকর এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও জ্বরনাশক।

আঢ়কীগুণাঃ

আঢ়কী তুবরা রুক্ষা মধুরা লঘুঃ। গ্রাহিণী বাতজননী বর্ণ্যা পিত্তকফাস্রজিৎ।।

অড়হরের গুণ : কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, বায়ুজনক, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত কফ ও রক্তদুষ্টিনাশক।

চণকগুণাঃ

চণকঃ শীতলো রুক্ষঃ পিত্তরক্তকফাপহঃ। লঘুঃ কষায়ো বিষ্টম্ভী বাতলো জ্বরনাশনঃ।। স চাঙ্গারেণ সংভৃষ্টস্তৈলভৃষ্টশ্চ তদ্‌গুণঃ। আর্দ্রভৃষ্টো বলকরো রোচনশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।। শুষ্কভৃষ্টোঽতিরুক্ষশ্চ বাতকুষ্ঠপ্রকোপনঃ। স্বিন্নং পিত্তকফং হন্যাৎ সূপঃ ক্ষোভকরো মতঃ।। আর্দ্রোঽতিকোমলো রুচ্যঃ পিত্তরক্তহরো হিমঃ। কষায়ো বাতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ।।

ছোলার গুণ : শীতবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু, কষায়রস, বিষ্টম্ভী, বাতজনক এবং ইহা পিত্ত রক্তদোষ কফ ও জ্বরনাশক। অঙ্গারভৃষ্ট এবং তৈলভৃষ্ট ছোলাও উক্তবিধ গুণযুক্ত। ছোলা জলে ভিজাইয়া ভাজিলে বলকারক ও রুচিজনক হয়। শুষ্ক ভর্জ্জিত ছোলা অত্যন্ত রুক্ষ, বাতপ্রকোপক ও কুষ্ঠজনক। সিদ্ধ ছোলা পিত্ত ও কফনাশক। ছোলার সূপ অর্থাৎ ডাল উদরের ক্ষোভকারক। অপক্ক ও কোমলতর ছোলা রুচিকারক, শীতবীর্য্য, কষায়রস, বায়ুবর্দ্ধক, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত, কফ ও পিত্তনাশক।

কলায়গুণাঃ

কলায়ো মধুরঃ স্বাদুঃ পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ।।

মটরের গুণ : মটর মধুররস, মধুরবিপাক, রুক্ষ ও শীতবীর্য্য।

ত্রিপুটো মধুরস্তিক্তস্তুবরো রুক্ষণো ভৃশম্। কফপিত্তহরো রুচ্যো গ্রাহকঃ শীতলস্তথা। কিন্তু খঞ্জত্বপঙ্গুত্ব-কারী বাতাতিকোপনঃ।।

খেসারির গুণ : খেসারি মধুর-তিক্ত-কষায়রস, অতীব রুক্ষ, কফপিত্তনাশক, রুচিকারক, মলসংগ্রাহক ও শীতবীর্য্য এবং ইহা খঞ্জতা ও পঙ্গুতাকারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্দ্ধক।

কুলত্থগুণাঃ

কুলত্থঃ কটুকঃ পাকে কষায়ঃ পিত্তরক্তকৃৎ। লঘুর্ব্বিদাহী বীর্য্যোষ্ণঃ শ্বাসকাসকফানিলান্।। হন্তি হিক্কাশ্মরী-শুক্রদাহানাহান সপীনসান্। স্বেদসংগ্রাহকো মেদোজ্বরক্রিমিহরঃ পরঃ।।

কুলত্থকলায়ের গুণ : কুলত্থকলায় কটুবিপাক, কষায়রস, রক্তপিত্তকারক, লঘু, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, ঘর্ম্মরোধক এবং ইহা শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, হিক্কা, অশ্মরী, শুক্র, দাহ, আনাহ, পীনস, মেদোরোগ, জ্বর ও ক্রিমিনাশক।

তিলগুণাঃ

তিলো রসে কটুস্তিক্তো মধুরস্তুবরো গুরুঃ। বিপাকে কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তনুৎ।। বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্ত্বচ্যঃ স্তন্যো ব্রণে হিতঃ। দন্ত্যোঽল্পমূত্রকৃদ্ গ্রাহী বাতঘ্নোঽগ্নিমতিপ্রদঃ।। কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতমস্তেষু শুক্লো মধ্যমঃ সিতঃ। অন্যে হীনতরাঃ প্রোক্তোস্তজ্জ্ঞৈ রক্তাদয়স্তিলাঃ।।

তিলের গুণ : তিল কটু-তিক্ত-কষায়-মধুররস, গুরু, কটু ও মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফপিত্ত-নাশক, বলকর, কেশ্য, শীতস্পর্শ, চর্ম্মের হিতকর, স্তন্যবর্দ্ধক, ব্রণে হিতকর, দন্তের দৃঢ়তাসম্পাদক, অল্পমূত্রকারী, মলসংগ্রাহক, বাতঘ্ন এবং অগ্নিকর ও বুদ্ধিপ্রদ। কৃষ্ণতিল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা শুক্রকর। শুক্লতিল মধ্যমগুণযুক্ত। রক্তাদিবর্ণ অন্য তিল অপেক্ষাকৃত অল্পগুণযুক্ত।

অতসীগুণাঃ

অতসী মধুরা স্নিগ্ধা গুর্ব্বী চোষ্ণা বলপ্রদা। পাকে কট্বী চ তিক্তা চ কফবাতব্রণাপহা।। পৃষ্ঠশূলঞ্চ শোথঞ্চ পিত্তং শুক্রং দৃশং জয়েৎ। পর্ণমস্যাঃ কাসকফবাতনুদ্ বীজকং তথা।।

মসিনার গুণ : তিক্ত-মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরু, উষ্ণবীর্য্য, বলপ্রদ, কটুবিপাক এবং ইহা কফ, বাত, পৃষ্ঠ-শূল, শোথ, পিত্ত, শুক্র, নেত্ররোগ ও ব্রণরোগনাশক। (ব্রণে মসিনার পুলটিশ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে)। মসিনাপত্র কাস, কফ ও বায়ুনাশক। মসিনাবীজও উক্তপ্রকার গুণযুক্ত।

সর্ষপগুণাঃ

সর্ষপঃ কটুকঃ স্নেহস্তন্তুভশ্চ কদম্বকঃ। গৌরস্তু সর্ষপঃ প্রাজ্ঞৈঃ সিদ্ধা ইতি কথ্যতে।। সর্ষপস্তু রসে পাকে কটুঃ স্নিগ্ধঃ সতিক্তকঃ। তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কফবাতঘ্নো রক্তপিত্তাগ্নিবর্দ্ধনঃ।। রক্ষোহরো জয়েৎ কণ্ডুং কুষ্ঠকোঠক্রিমিগ্রহান। যথা রক্তস্তথা গৌরো কিন্তু গৌরো বরো মতঃ।।

সরিষার গুণ : সর্ষপ, কটুক, স্নেহ, তন্তুভ ও কদম্বক এইগুলি সরিষার নাম। গৌরসর্ষপকে পণ্ডিতগণ সিদ্ধার্থ কহেন। সর্ষপ তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কফবাতবিনাশক, রক্তপিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি ও গ্রহদোষনাশক। রক্ত ও গৌরবর্ণভেদে সর্ষপ দ্বিবিধ। উভয় সর্ষপই প্রায় তুল্যগুণ, তবে রক্তসর্ষপ অপেক্ষা গৌরসর্ষপ শ্রেষ্ঠ।

রাজিকাগুণাঃ

রাজী তু রাজিকা তীক্ষ্ণগন্ধা ক্ষুজ্জনিকাসুরী। ক্ষবঃ ক্ষুতাভিজনকঃ ক্রিমিহৃৎ কৃষ্ণসর্ষপঃ।। রাজিকা কফ-পিত্তঘ্নী তীক্ষ্ণোষ্ণা রক্তপিত্তকৃৎ। কিঞ্চিদ্রুক্ষাগ্নিদা কণ্ডুকুষ্ঠকোঠক্রিমীন্ হরেৎ। অতিতীক্ষ্ণা বিশেষেণ তদ্বৎ কৃষ্ণাপি রাজিকা।।

রাইসর্ষপের গুণ : রাজী, রাজিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্ষুজ্জনিকা ও আসুরী এইগুলি রাইসর্ষপের এবং ক্ষব, ক্ষুতাভিজনক, ক্রিমিহৃৎ ও কৃষ্ণসর্ষপ এইগুলি কৃষ্ণবর্ণ রাইসর্ষপের নাম। রাইসর্ষপ কফপিত্তঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তকারক, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, অগ্নিকারক এবং ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ ও ক্রিমিনিবারক। কৃষ্ণসর্ষপও উক্তবিধ গুণযুক্ত, বিশেষত ইহা অতিতীক্ষ্ণ।

নূতন-পুরাতন-ধান্য-যব-গোধূমাদীনাং গুণাঃ

ধান্যং সর্ব্বং নবং স্বাদু গুরু শ্লেষ্মকরং স্মৃতম্। তৎ তু বর্ষোষিতং পথ্যং যতো লঘুতরং হি তৎ।। বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্যং গৌরবং পরিমুঞ্চতি। ন তু ত্যজতি বীর্য্যং স্বং ক্রমান্ মুঞ্চত্যতঃ পরম্।। এতেষু যবগোধূম তিলমাষা নবা হিতাঃ। পুরাণা বিরসা রুক্ষা ন তথা গুণকারিণঃ।। (পুরাণো বর্ষদ্বয়াদুপরি-স্থিতাঃ। যবাদয়ো নবাঃ স্বস্থান্ প্রতি হিতাঃ। পথ্যাশিনাস্তু পুরাণা হিতাঃ)।

নূতন ও পুরাতন ধান্য, যব ও গোধূম প্রভৃতির গুণ : নূতন ধান্য মধুররস, গুরু ও শ্লেষ্মকর। সংবৎসরোষিত ধান্য লঘু হয় বলিয়া সুপথ্য। সকল ধান্যই একবৎসরের পুরাতন হইলে গুরুত্ব পরিত্যাগ করে, কিন্তু নিজ বীর্য্য পরিত্যাগ করে না। একবৎসরের পর ক্রমশ বীর্য্য ত্যাগ করিতে থাকে।

যব, গোধূম, তিল ও মাষকলায় নূতন হিতকর, পুরানো অর্থাৎ দুই বৎসর অতিক্রম করিলে বিরস ও রুক্ষ হয় এবং পূর্ব্ববৎ গুণ থাকে না। (নূতন যবগোধূমাদি সুস্থদেহী ব্যক্তির এবং পুরাতন যবগোধূমাদি পথ্যভোজীদের পক্ষে প্রশস্ত)।

ক্ষুদ্রধান্যম্

ক্ষুদ্রধান্যং কুধান্যঞ্চ তৃণধান্যমিতি স্মৃতম্। ক্ষুদ্রধান্যমনুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং লঘু লেখনম্।। মধুরং কটুকং পাকে রুক্ষঞ্চ ক্লেদশোষকম্। বাতকৃদ্ বদ্ধবিটকঞ্চ পিত্তরক্তকফা পহম্।।

ক্ষুদ্রধান্য, কুধান্য ও তৃণধান্য,এই তিনটি একার্থবাচক শব্দ। ক্ষুদ্রধান্য ঈষদুষ্ণ, কষায়-মধুর-রস,কটুবিপাক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্দ্ধক, মলরোধক এবং পিত্ত রক্ত ও কফনাশক।

কঙ্গুঃ

স্ত্রিয়াং কঙ্গুপ্রিয়ঙ্গু দ্বে কৃষ্ণা রক্তা সিতা তথা। পীতা চতুর্বিধা কঙ্গুস্তাসাং পীতা বরা স্মৃতা।। কঙ্গুস্তু ভগ্ন-সন্ধানবাতকৃদ্ বৃংহণী গুরুঃ। রুক্ষা শ্লেষ্মহরাতীব বাজিনাং গুণকৃদ্ ভৃশম্।

কাঙনীধান বা কাঙনীদানা : কঙ্গুধান্য ৪ প্রকার। যথা কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত ও পীত। ইহাদের মধ্যে পীতবর্ণ কঙ্গুই শ্রেষ্ঠ। প্রিয়ঙ্গু ও কঙ্গু এই দুইটি ইহার পর্য্যায়।

কাঙনীদানা ভগ্নস্থানের সংযোজক, বাতজনক, বৃংহণ, গুরুপাক, রুক্ষ, অতিশয় শ্লেষ্মনাশক ও অশ্বগণের বিশেষ হিতকর।

শ্যামা

শ্যামাকঃ শোষণো রুক্ষো বাতলঃ কফপিত্তহৃৎ।।

শ্যামাধান : ইহা শোষণ, রুক্ষ, বাতজনক ও কফপিত্তনাশক।

কোদ্রবঃ

কোদ্রবঃ কোরদূষঃ স্যাদুদ্দালো বনকোদ্রবঃ। কোদ্রবো বাতলো গ্রাহী হিমঃ পিত্তকফাপহঃ।। উদ্দালস্তু ভবেদুষ্ণো গ্রাহী বাতকরো ভৃশম্।।

কোদোধান্য : কোদ্রব ও কোরদূষ এই দুইটি কোদোধানের এবং উদ্দাল ও বনকোদ্রব এই দুইটি বনজ কোদোধান্যের নামান্তর। কোদোধান্য বাতজনক, সংগ্রাহী, শীতল ও পিত্তকফনাশক। বনজ কোদ্রব উষ্ণবীর্য্য, গ্রাহী এবং অত্যন্ত বাতজনক।

পবনালঃ

পবনালো হিমঃ স্বাদুর্লোহিতঃ শ্লেষ্মপিত্তজিৎ। অবৃষ্যস্তুবরো রুক্ষঃ ক্লেদকৃৎ কথিতো লঘুঃ।।

দেধান বা জনার : ইহা শীতল ও মধুর-কষায়রস, লোহিতবর্ণ, শ্লেষ্মপিত্তনাশক, অবৃষ্য, রুক্ষ, ক্লেদজনক ও লঘু।

ইতি ধান্যবর্গঃ।।

শাকবর্গ

শাকানাং গুণাঃ

প্রায়ঃ শাকানি সর্ব্বাণি বিষ্টম্ভীনি গুরূণি চ। রুক্ষানি বহুবর্চ্চাংসি সৃষ্টবিণ্মারুতানি চ।। শাকং ভিনত্তি বপুরস্থি নিহন্তি নেত্রং বর্ণং বিনাশয়তি রক্তমথাপি শুক্রম্। প্রজ্ঞাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে পলিতঞ্চ নূনং হন্তি স্মৃতিং গতিমিতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ।। শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগাস্তে হেতবো দেহবিনাশনায়। তস্মাদ্ বুধঃ শাকবিবর্জ্জনন্তু কুর্য্যাৎ তথাম্লেষু স এব দোষঃ।।

শাকের সাধারণ গুণ : প্রায় সমস্ত শাকই বিষ্টম্ভী, গুরু, রুক্ষ, অতিশয় মলজনক এবং মল ও বায়ু-নিঃসারক। শাক শরীর ও অস্থি নাশ করে, নেত্র বর্ণ রক্ত শুক্র প্রজ্ঞা স্মৃতি ও গতি বিনষ্ট করে এবং অকালে বার্দ্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। সমস্ত শাকেই রোগ বাস করে, সুতরাং ইহা শরীরনাশের হেতু, অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি শাক পরিত্যাগ করিবেন। অম্লেও প্রায় এই সকল দোষ বর্ত্তমান থাকে।

বাস্তুকদ্বয়স্য গুণাঃ

বাস্তুকদ্বিতয়ং স্বাদু ক্ষারং পাকে কটূদিতম্। দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘু শুক্রবলপ্রদম্। সরং প্লীহাস্রপিত্তার্শঃ-ক্রিমিদোষত্রয়াপহম্।।

বেতোশাক ২ প্রকার। উভয়প্রকার বেতোশাকই মধুররস, ক্ষারযুক্ত, কটুবিপাক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুচিপ্রদ, লঘু, শুক্র ও বলকারক, সারক এবং ইহা প্লীহা, রক্তপিত্ত, অর্শ, ক্রিমি ও ত্রিদোষনাশক।

পোতকাগুণাঃ

পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তনুৎ। অকণ্ঠ্যা পিচ্ছিলা নিদ্রা-শুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ। বলদা রুচিকৃৎ পথ্যা বৃংহণী তৃপ্তিকারিণী।।

পুঁইশাকের গুণ : পুঁইশাক শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, কণ্ঠের অহিতকর, পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, বলকর, রুচিপ্রদ, সুপথ্য, পুষ্টিকারক ও তৃপ্তিজনক।

তণ্ডুলীয়গুণাঃ

তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ। সৃষ্টমূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বিষহারকঃ।

চাঁপানটের শাকের গুণ : চাঁপানটে লঘু, শীতবীর্য্য, রুক্ষ, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক, রুচিকর, অগ্নিপ্রদীপক এবং ইহা পিত্ত, কফ, রক্তদুষ্টি ও বিষনাশক।

পালক্ষ্যা গুণাঃ

পা লক্ষ্যা বাতলা শীতা শ্লেষ্মলা ভেদিনী গুরুঃ। বিষ্টম্ভিনী মদশ্বাস-পিত্তরক্তবিষাপহা।।

পালংশাকের গুণ : পালংশাক বাতজনক, শীতবীর্য্য, শ্লেষ্মকর, ভেদক, গুরু, বিষ্টম্ভী এবং ইহা শ্বাস, মদরোগ, রক্তপিত্ত ও বিষদোষনাশক।

কালশাকগুণাঃ

নাড়িকং কালশাকঞ্চ শ্রাদ্ধশাকঞ্চ কালকম্। কালশাকং সরং তিক্তং বাতকৃৎ কফশোথহৃৎ। বল্যং রুচিকরং মেধ্যং রক্তপিত্তহরং হিমম্।।

কালশাকের গুণ : নাড়িক, কালশাক, শ্রাদ্ধশাক ও কালক এই কয়টি কালশাকের পর্য্যায়। কালশাক মলাদির প্রবর্ত্তক, তিক্তরস, রুচিকর, বায়ুজনক, কফ ও শোথনাশক, বলকারক, মেধাবৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য।

পট্টশাকগুণাঃ

নাড়ীকো রক্তপিত্তঘ্নো বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ।।

পাটশাক রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতপ্রকোপক।

কলম্বীগুণাঃ

কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরাঃ শুক্রকারিণী।।

কলমীশাকের গুণ : কলমীশাক স্তনদুগ্ধজনক, মধুররস ও শুক্রবর্দ্ধক।

লোণীবৃহল্লোণীগুণাঃ

লোণী রুক্ষা স্মৃতা গুর্ব্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ। অর্শোঘ্নী দীপনী চাম্লা মন্দাগ্নিবিষনাশিনী।। ঘোটিকাম্লা সরা চোষ্ণা বাতকৃৎ কফপিত্তহৃৎ। ত্বগ্‌দোষব্রণগুল্মাঘ্নী শ্বাসকাসপ্রমেহনুৎ শোথলোচনরোগে চ হিতা তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতা।।

ছোট ও বড় নুণেশাকের গুণ : ছোট নুণে রুক্ষ, গুরু, অগ্নিদীপক, অম্লরস, লবণাস্বাদ এবং ইহা অর্শরোগ, বায়ু, শ্লেষ্মা, অগ্নিমান্দ্য ও বিষদোষনাশক। বড় নুণে অম্লরস, সারক, উষ্ণবীর্য্য, বাতবর্দ্ধক এবং ইহা শোথ ও নেত্ররোগে হিতকর। ইহা দ্বারা কফ, পিত্ত, চর্ম্মরোগ, ব্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস ও প্রমেহরোগের শান্তি হয়।

চাঙ্গেরীগুণাঃ

চাঙ্গেরী দাপনী রুচ্যা রুক্ষোষ্ণা কফবাতনুৎ। পিত্তলাম্লা গ্রহণ্যার্শঃ-কুষ্ঠাতিসারনাশিনী।।

আমরুলের গুণ : আমরুল অগ্নিদীপক, রুচিকর, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর, অম্লরস এবং ইহা কফ, বাত, গ্রহণী, অর্শ, কুষ্ঠ ও অতিসারনিবারক।

চুক্রাগুণাঃ

চুক্রা ত্বম্লতরা স্বাদ্বী বাতঘ্নী কফপিত্তকৃৎ। রুচ্যা লঘুতরা পাকে বৃন্তাকেনাতিরোচনী।।

চুকাপালঙের গুণ : চুকাপালং অত্যম্ল, মধুর, বাতঘ্ন, কফ ও পিত্তকারক, রুচিপ্রদ ও লঘুপাক। ইহা বেগুণের সহিত পাক করিলে বিশেষ রুচিজনক হয়।

হিলমোচিকাগুণাঃ

শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা।।

হেলেঞ্চাশাক শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক।

সুনিষণ্ণগুণাঃ

শাকো জলান্বিতে দেশে চতুষ্পত্রীতি চোচ্যতে। সুনিষণ্ণো হিমো গ্রাহী মেদোদোষত্রয়াপহঃ।। অবিদাহী লঘুঃ স্বাদুঃ কষায়ো রুক্ষদীপনঃ। বৃষ্যো রুচ্যো জ্বরশ্বাস-মেহকুষ্ঠভ্রমপ্রণুৎ।।

সুষুণিশাকের গুণ : সুষুণিশাক সজলপ্রদেশে উৎপন্ন হয়। ইহার ৪টি দল, তজ্জন্য ইহাকে চতুষ্পত্রী বলে। সুষুণি শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, অবিদাহী, লঘু, কষায়-মধুররস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, বীর্য্যকারক, রুচিপ্রদ এবং ইহা মেদোরোগ, ত্রিদোষ, জ্বর, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ ও ভ্রমনিবারক।

মূলকপত্রগুণাঃ

পাচনং লঘু রুচ্যোষ্ণং পত্রং মূলকজম্ নবম্। স্নেহসিদ্ধং ত্রিদোষঘ্নমসিদ্ধং কফপিত্তকৃৎ।।

মূলার পত্রের গুণ : মূলার নূতন পত্র পাচক, লঘু, রুচিকর ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা তৈলাদি স্নেহের সহিত সম্যক্‌রূপে পাক করা হইলে ত্রিদোষনাশক, কিন্তু সিদ্ধ না-হইলে কফপিত্তবর্দ্ধক হয়।

যবানীশাকগুণাঃ

যবানীশাকমাগ্নেয়ং রুচ্যং বাতকফপ্রণুৎ। উষ্ণং কটু চ তিক্তঞ্চ পিত্তলং লঘু শূলকৃৎ।।

যোয়ানশাকের গুণ : যোয়ানশাক অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর, বায়ু ও কফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, কটু-তিক্তরস, লঘু, পিত্তবৃদ্ধিকর ও শূলজনক।

পটোলপত্রগুণাঃ

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু। স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ।।

পলতার গুণ : পলতা পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, শুক্রকর, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা জ্বর, কাস ও ক্রিমিরোগনিবারক।

কাসমর্দ্দগুণাঃ

কাসমর্দ্দদলং রুচ্যং বৃষ্যং কাসবিষাস্রনুৎ। মধুরং কফবাতঘ্নং পাচনং কণ্ঠশোধনম্। বিশেষতঃ কাসহরং পিত্তঘ্নং গ্রাহকং লঘু।।

কালকাসিন্দের গুণ : কাসমর্দ্দপত্র রুচিজনক, বৃষ্য, পাচক, মধুররস, কণ্ঠশোধক এবং কাস, বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, কফ ও বায়ুর শান্তিকারক। বিশেষত ইহা কাসহর, পিত্তদুষ্টিনাশক, সংগ্রাহী ও লঘু।

চণকশাকগুণাঃ

রুচ্যং চণকশাকং স্যাদ্ দুর্জ্জরং কফবাতকৃৎ। অম্লং বিষ্টম্ভজনকং পিত্তনুদ্ দন্তশোথহৃৎ।।

ছোলাশাকের গুণ : ছোলাশাক রুচিপ্রদ, দুষ্পাচ্য, কফবাতবর্দ্ধক, অম্লরস, বিষ্টম্ভী এবং ইহা পিত্ত ও দন্তশোথ-নিবারক।

কলায়শাকগুণাঃ

কলায়শাকং ভেদি স্যাল্লঘু তিক্তং ত্রিদোষজিৎ।।

মটরশাকের গুণ : মটরশাক ভেদক, লঘু, তিক্তরস ও ত্রিদোষনাশক।

সর্ষপশাকগুণাঃ

কটুকং সার্ষপং শাকং বহুমূত্রমলং গুরু। অম্লপাকং বিদাহি স্যাদুষ্ণং রুক্ষং ত্রিদোষকৃৎ। সক্ষারং লবণং তীক্ষ্ণং স্বাদু শাকেষু নিন্দিতম্।।

সর্ষপশাক ঈষৎ ক্ষারযুক্ত লবণ-কটু-মধুররস, মলমূত্রবর্দ্ধক, গুরু, অম্লবিপাক, বিদাহী, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও তীক্ষ্ণবীর্য্য। ইহা সমস্ত শাক হইতে নিকৃষ্ট।

ভদ্রবল্লীগুণাঃ

ভদ্রবল্লী শীতভীরুর্ভূমিমণ্ডোঽষ্টপাদিকা। ব্রণং ভগ্নাময়ং নাড়ীব্রণমেষা বিনাশয়েৎ।।

হাপরমালীর গুণ : ভদ্রবল্লী, শীতভীরু, ভূমিমণ্ড ও অষ্টপাদিকা এইগুলি হাপরমালীর পর্য্যায়। হাপরমালী ভগ্ন, ক্ষত ও নাড়ীব্রণে প্রযুক্ত হয়।

হস্তিশুণ্ডীগুণাঃ

হস্তিনী হস্তিশুণ্ডী চ শুণ্ডী ধূসরপত্রিকা। শুণ্ডী কট্বী তথোষ্ণা চ সন্নিপাতজ্বরান্তকৃৎ।।

হাতিশুঁড়ার গুণ : হস্তিনী, হস্তিশুণ্ডী, শুণ্ডী ও ধূসরপত্রিকা, এইগুলি হাতিশুঁড়ার পর্য্যায়। হাতিশুঁড়া কটু, উষ্ণ ও সন্নিপাতজ্বরনাশক।

মুক্তবর্চ্চাস্তথা রুদ্রা বাস্তিকৃচ্চ বিরেচনী। কাসশ্বাসগরঘ্নী চ জ্বরহৃৎ কফবাতনুৎ।। এতস্যাঃ স্বরসঃ পীতঃ কফোৎসারী চ বামনঃ। পায়ুলেপান্মলোৎসারী কল্কো বালেষু যুজ্যতে।।

মুক্তবর্ষী, মুক্তবরী বা বিড়ালহাঁচির গুণ : মুক্তবর্চ্চা ও রুদ্রা এই দুইটি মুক্তবর্ষীর পর্য্যায়। মুক্তবর্ষী বমনকারক, বিরেচক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর ও গরবিষরোগে প্রযুক্ত হয়। ইহার রস পান করিলে কফ নির্গত ও বমন হইয়া থাকে। মুক্তবর্ষী বাটিয়া গুহ্যদেশে লেপন করিলে বিরেচন হয়। শিশুদের পক্ষে ইহা বিশেষ হিতকর।

অগস্তিপুষ্পস্য গুণাঃ

অগস্তিকুসুমং শীতং চতুর্থকনিবারণম্। নক্তান্ধ্যনাশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ। পীনসশ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বাতঘ্নং মুনিভির্মতম্।।

বকপুষ্পের গুণ : বকপুষ্প শীতবীর্য্য, চতুর্থক জ্বরনাশক, রাত্র্যান্ধ্য (রাতকানা)-নিবারক, তিক্ত-কষায়রস, কটুবিপাক এবং ইহা পীনস, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বাতপ্রশমক।

কদলীপুষ্পগুণাঃ

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু। বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয়প্রণুৎ।।

মোচার গুণ : মোচা স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়রস, গুরু, শীতবীর্য্য এবং বায়ু পিত্ত রক্তপিত্ত ও ক্ষয়বিনাশক।

শোভাঞ্জনপুষ্পগুণাঃ

শিগ্রোঃ পুষ্পন্তু কটুকং তীক্ষ্ণোষ্ণং স্নায়ুশোথকৃৎ। ক্রিমিহৃৎ কফবাতঘ্নং বিদ্রধিপ্লীহগুল্মজিৎ। মধুশিগ্রোস্ত্বক্ষি-হিতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্।।

সজিনাপুষ্পের গুণ : সজিনাপুষ্প কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, স্নায়ুশোথকারক এবং ইহা ক্রিমি, কফ,

বায়ু, বিদ্রধি, প্লীহা ও গুল্মনিবারক। রক্তসজিনাপুষ্প চক্ষুর হিতকর এবং রক্তপিত্তেরও প্রসাদক।

কুষ্মাণ্ডগুণাঃ

কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ। বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্‌।। বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু। বস্তিশুদ্ধিকরং চেতোরোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ।।

কুমড়ার গুণ : কুমড়া পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক। কচি কুমড়া পিত্তনাশক ও শীতবীর্য্য। মধ্যম (মাঝারি) কুমড়া কফকারক। পক্ক কুমড়া নাতিশীতল, সক্ষার-মধুর রস, অগ্নিদীপক, লঘু, বস্তিশোধক এবং চিত্তবিকৃতি ও সর্ব্বদোষপ্রশমক।

অলাবুগুণাঃ

মিষ্টং তুম্বীফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু। বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্‌।।

লাউয়ের গুণ : লাউ মধুররস, হৃদ্য, গুরু, শুক্রকারক, রুচিপ্রদ, ধাতু ও পুষ্টিবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত-শ্লেষ্মনাশক।

ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী স্যাৎ সা তুম্বী চ মহাফলা। কটুতুম্বী হিমাহৃদ্যা পিত্তকাসবিষাপহা। তিক্তা কটুবিপাকা চ বাতপিত্তজ্বরান্তকৃৎ।।

তিতলাউয়ের গুণ : ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী, তুম্বী ও মহাফলা এই কয়েকটি তিতলাউয়ের সংস্কৃত নাম। তিতলাউ শীতবীর্য্য, অরুচিকারক, তিক্তরস, কটুবিপাক এবং ইহা পিত্ত, কাস, বিষ, বায়ু ও পিত্তজ্বর-বিনাশক।

কর্কটীগুণাঃ

কর্কটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ। রুচ্যা পিত্তহরা সামা পকা তৃষ্ণাগ্নিপিত্তকৃৎ।।

বড় কাঁকুড়ের গুণ : অপক্ক বড় কাঁকুড় শীতল, রুক্ষ, মল-সংগ্রাহক, মধুররস, গুরু, রুচিপ্রদ ও পিত্ত-নাশক। পাকা কাঁকুড় তৃষ্ণা, পিত্ত ও অগ্নিকারক।

চিচিণ্ডগুণাঃ

চিচিণ্ডো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যো রুচিপ্রদঃ। শোষিণেঽতিহিতঃ কিঞ্চিদ্‌ গুণৈর্ন্যূনঃ পটোলতঃ।।

চিচিঙ্গে ফল বাতপিত্তনাশক, বলকারক, পথ্য ও রুচিপ্রদ। ইহা শোষরোগীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। চিচিঙ্গে পটোল অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত।

কারবেল্লগুণাঃ

কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্‌। জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্‌ হরেৎ। তদ্‌গুণাঃ কারবেল্লী স্যাদ্‌ বিশেষাদ্দীপনী লঘুঃ।।

করোলা ও উচ্ছের গুণ : করোলা শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু, তিক্তরস এবং ইহা জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিনাশক। ইহা বাতকারক নহে। উচ্ছের গুণ করোলার ন্যায়, বিশেষত ইহা অগ্নি-দীপক ও লঘু।

মহাকোশাতকী

মহাকোশাতকী প্রোক্তা হস্তিঘোষা মহাফলা। ধামার্গবো ঘোষকশ্চ হস্তিপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ। মহাকোশাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা।।

ধুঁধুলের গুণ : মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ, এই কয়েকটি মহাকোশাতকীর নাম। মহাকোশাতকী স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

ধামার্গবগুণাঃ

রাজকোষাতকী শীতা মধুরা কফবাতলা। পিত্তঘ্নী দাপনী শ্বাস-জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ।।

ঘোষাফলের (ঝিঙার) গুণ : ঝিঙা শীতল, মধুররস, কফবাতকারক, পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শ্বাস, জ্বর, কাস ও ক্রিমিনিবারক।

পটোলগুণাঃ

পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্। স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্র-জ্বরদোষত্রয়ক্রিমীন্।। পটোলস্য ভবেন্মূলং বিরেচনকরং সুখাৎ। নালং শ্লেষ্মহরং পত্রং পিত্তহারি ফলং পুনঃ। দোষত্রয়হরং প্রোক্তং তদ্বৎ তিক্তা পটোলিকা।।

পটোলের গুণ : পটোল পাচক, হৃদ্য, শুক্রকারক, লঘু, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং ইহা কাস, রক্তদোষ, জ্বর, ক্রিমি ও ত্রিদোষনাশক। ইহার মূল উৎকৃষ্ট বিরেচক, নাল (ডাঁটা) কফঘ্ন এবং পত্র পিত্তনাশক ও ফল (পটোল) ত্রিদোষঘ্ন। তিক্তপটোলিকাও উক্তবিধ গুণযুক্ত।

বিম্বীফলগুণাঃ

বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ। স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধ্মানকারকম্।।

কুন্দুরুকীর গুণ : বিম্বীফল মধুররস, শীতবীর্য্য, গুরু, রক্তপিত্তপ্রশমক, বায়ুনাশক, স্তম্ভনকারক, লেখন, রুচিপ্রদ এবং বিবন্ধ ও আধ্মানকারক।

শিম্বীগুণাঃ

শিম্বিঃ শিম্বী পুস্তশিম্বী তথা পুস্তকশিম্বিকা। শিম্বীদ্বয়ঞ্চ মধুরং রসে পাকে হিমং গুরুঃ। বল্যং দাহকরং প্রোক্তং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজিৎ।।

শিমের গুণ : শিম ২ প্রকার। একপ্রকারকে শিম্বি বা শিম্বী, অপরপ্রকারকে পুস্তশিম্বী বা পুস্তকশিম্বিকা বলে। এই দ্বিবিধ শিমই আস্বাদে ও পাকে মধুররস। শিম শীতবীর্য্য, গুরু, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক।

বৃশ্চিকালীগুণাঃ

বৃশ্চিকালী বৃশ্চিপত্রী বিষঘ্নী নাগদন্তিকা। সর্পদংষ্ট্রামরা কালী চোষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা।। কট্বী তিক্তা বৃশ্চিকালী হৃদ্‌বক্ত্রপরিশোধিনী। বলকৃদ্রক্তপিত্তঘ্নী কাসশ্বাসপ্রণাশিনী। বিষঘ্নী রোচনী বহ্নিমান্দ্যনুজ্জ্বরনাশিনী।।

বিছুটীর গুণ : বৃশ্চিকালী, বৃশ্চিপত্রী, বিষঘ্নী, নাগদন্তিকা, সর্পদংষ্ট্রা, অমরা, কালী ও উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা, এই সকল বিছুটীর নাম। বিছুটী কটু-তিক্তরস, হৃদয়শোধক, মুখপরিষ্কারক, বলকারক, বিষঘ্ন ও রুচিপ্রদ। বিছুটী রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বরনিবারক।

শোভাঞ্জনফলগুণাঃ

শোভাঞ্জনফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ। শূলকুষ্ঠক্ষয়শ্বাস-গুল্মহৃদ্ দীপনং পরম্।।

সজিনাডাঁটার গুণ : ইহা মধুর-কষায়রস, অতীব অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্মবিনাশক।

বৃন্তাকগুণাঃ

বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্। জ্বরবাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রলং লঘু।। তদ্ বালং কফপিত্তঘ্নং বৃদ্ধং পিত্তকরং গুরু। বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদঙ্গারপরিপাচিতম্। কফমেদোঽনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘু দীপনম্। তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণান্বিতম্।। অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কক্কুটাণ্ডসমং ভবেৎ। তদর্শঃসু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ।।

বেগুণের গুণ : বেগুণ মধুররস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক, অপিত্তকর, অগ্নিদীপক, শুক্রজনক, লঘু এবং ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মবিনাশক। কচি বেগুণ কফ ও পিত্তনাশক। পাকা বেগুণ পিত্তকারক ও গুরু। অঙ্গারদগ্ধ বেগুণ কিঞ্চিৎ পিত্তকর, অত্যন্ত লঘু, অগ্নিদীপক এবং ইহা কফ, মেদ, বায়ু ও আমদোষের শান্তিকারক। দগ্ধ বেগুণ (বেগুণপোড়া) লবণ ও তৈলমিশ্রিত হইলে গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় আর-একপ্রকার শ্বেত বেগুণ আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত বেগুণ হইতে হীনগুণযুক্ত, কিন্তু অর্শরোগে বিশেষ হিতকারক।

ডিণ্ডিশ-শাকগুণাঃ

ডিণ্ডিশো রুচিকৃদ্ ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ। সুশীতো বাতলো রুক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ।।

ঢেঁড়সের গুণ : ঢেঁড়স রুচিকর, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, শীতবীর্য্য, বাতবর্দ্ধক, রুক্ষ, মূত্রজনক ও অশ্মরীপ্রশমক।

কর্কোটকীগুণাঃ

কর্কোটী মলহৃৎ কুষ্ঠ-হৃল্লাসরুচিনাশিনী। শ্বাসকাসজ্বরান্ হন্তি কটুপাকা চ দীপনী।।

কাঁকরোলের গুণ : কাঁকরোল মল, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক এবং ইহা কটুবিপাক ও অগ্নিদীপক।

বিদারীকন্দগুণাঃ

বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা। শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা। গুরুঃ পিত্তাস্রপবন-দাহান্ হন্তি রসায়নী।।

ভুঁই কুমড়া : ভূমিকুষ্মাণ্ড মধুররস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য্য, স্বরবর্দ্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, স্তন্য, শুক্র ও বলের বর্দ্ধক, বর্ণপ্রসাদক, জীবনীশক্তিবর্দ্ধক ও রসায়ন। ইহা পিত্তদোষ, রক্তদুষ্টি, বায়ুবিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে।

শূরণগুণাঃ

শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ। বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ।। বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ। সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।। দদ্রূণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ। সন্ধানযোগসম্প্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ।।

ওলের গুণ : ওল অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কষায়-কটুরস, কণ্ডূকারক, বিষ্টম্ভী, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, লঘু এবং ইহা কফ, অর্শ, প্লীহা ও গুল্মবিনাশক। বিশেষত অর্শরোগে সুপথ্য। সর্ব্বপ্রকার কন্দশাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগে ইহা হিতকর নহে। সন্ধানযোগপ্রাপ্ত শূরণ অধিক গুণদায়ক।

আলুকগুণাঃ

আলুকং শীতলং সর্ব্বং বিষ্টম্ভি মধুরং গুরু। সৃষ্টমূত্রমলং রুক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ। কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং স্তন্যবিবর্দ্ধনম্।।

আলুর সাধারণ গুণ : আলু শীতবীর্য্য, মধুররস, গুরু, মলমূত্র-নিঃসারক, রুক্ষ, দুষ্পাচ্য, রক্তপিত্তনাশক, কফানিলবর্দ্ধক, বলকারক, শুক্রজনক ও স্তন্যবর্দ্ধক।

আলুকীগুণাঃ

আলুকী বলকৃৎ স্নিগ্ধা গুর্ব্বী হৃৎকফনাশিনী। বিষ্টম্ভকারিণী তৈলে ললিতাতিরুচিপ্রদা।।

লাল আলুর গুণ : লাল আলু বলকারক, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, হৃদয়গত কফনাশক ও বিষ্টম্ভী। ইহা তৈলে ভাজিলে অত্যন্ত রুচিকর হয়।

মূলকগুণাঃ

লঘু মূলং কটূষ্ণং স্যাদ্ রুচ্যং লঘু চ পাচনম্। দোষত্রয়হরং স্বর্য্যং জ্বরশ্বাসবিনাশনম্। নাসিকাকণ্ঠরোগঘ্নং নয়নাময়নাশনম্।। মহৎ তদেব রুক্ষোষ্ণং গুরু দোষত্রয়প্রদম্। স্নেহসিদ্ধং তদেব স্যাদ্ দোষত্রয়বিনাশনম্।।

মূলার গুণ : মূলা ছোট ও বড় ২ প্রকার। তন্মধ্যে ছোটজাতীয় মূলা কটু, উষ্ণবীর্য্য, রুচিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষনাশক, স্বরপ্রসাদক এবং ইহা জ্বর, শ্বাস, নাসিকারোগ, কণ্ঠরোগ ও নেত্ররোগবিনাশক। বড়জাতীয় মূলা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, গুরু ও ত্রিদোষবর্দ্ধক। ইহা তৈলাদিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষনাশক হয়।

গৃঞ্জনগুণাঃ

গৃঞ্জনং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু। সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শো-গ্রহণীকফবাতজিৎ।।

গাজরের গুণ : গাজর মধুর-তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, অর্শ, গ্রহণীরোগ, কফ ও বায়ুনাশক।

কদলীকন্দগুণাঃ

শীতলঃ কদলীকন্দো বল্যঃ কেশ্যোঽম্লপিত্তজিৎ। বহ্নিকৃদ্ দাহহারী চ মধুরো রুচিকারকঃ।।

কদলীকন্দের গুণ : শীতবীর্য্য, বলকর, কেশ্য, অম্লপিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, দাহনাশক, মধুররস ও রুচিকারক।

কদলীদণ্ডগুণাঃ

যোনিদোষহরো দণ্ডঃ কাদল্যোঽসৃগ্দরং জয়েৎ। রক্তপিত্তহরঃ শীতঃ সুরুচ্যোঽগ্নিপ্রবর্দ্ধনঃ।।

থোড়ের গুণ : থোড় শীতবীর্য্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা যোনিদোষ, অসৃগ্দর ও রক্ত-পিত্তনাশক।

মাণকন্দগুণাঃ

মাণকং শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ।

মাণকচুর গুণ : মাণকচু শোথহারক, শীতবীর্য্য, লঘু এবং ইহা পিত্ত ও রক্তনাশক।

কসেরুগুণাঃ

কসেরুকদ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু। পিত্তশোণিতদাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্। গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মারুচি-স্তন্যকরং স্মৃতম্।।

কেশুরের গুণ : কেশুর ২ প্রকার। দ্বিবিধ কেশুরই শীতবীর্য্য, মধুর-কষায়রস, গুরু, মলসংগ্রাহক, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ু ও শ্লেষ্মজনক, অরুচিকারক, স্তন্যবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত, রক্ত, দাহ ও নেত্ররোগনাশক।

সংস্বেদজশাকানি

উক্তং সংস্বেদজং শাকং ভূমিচ্ছন্নং শিলীন্ধ্রকম্। ক্ষিতিগোময়কাষ্ঠেষু বৃক্ষাদিষু তদুদ্ভবেৎ।। সর্ব্বে সংস্বেদজাঃ শীতা দোষলাঃ পিচ্ছিলাশ্চ তে। গুরবশ্ছর্দ্দ্যতীসার-জ্বরশ্লেষ্মাময়প্রদাঃ।। শ্বেতাঃ শুচিস্থলীকাষ্ঠ-বংশ-গোবৃক্ষসম্ভবাঃ। নাতিদোষকরাস্তে স্যুঃ শেষাস্তেভ্যো বিগর্হিতাঃ।।

ভূঁইছাতা : ভূমিতে, গোময়ে, কাষ্ঠে ও বৃক্ষাদিতে স্বেদজশাক উৎপন্ন হয়। ভূমিচ্ছন্ন ও শিলীন্ধ্রক উহার পর্য্যায়। সকলপ্রকার স্বেদজশাকই শীতবীর্য্য, ত্রিদোষজনক, পিচ্ছিল, গুরু এবং ইহা বমি, অতিসার, জ্বর ও কফরোগজনক। যে-সকল ছত্রক শুচিপ্রদেশে, কাষ্ঠে, বংশে, গোময়ে ও বৃক্ষে সমুদ্ভূত হয় এবং যাহা শ্বেতবর্ণ, তাহা অতিশয় দোষকারক নহে, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত ছত্রকই দোষকর।

ইতি শাকবর্গঃ।

মাংস-মৎস্যবর্গ

মাংসস্য নামানি গুণাশ্চ

মাংসন্তু পিশিতং ক্রব্যমামিষং পললং পলম্। মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ। প্রীণনং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ।।

মাংসের সাধারণ নাম ও গুণ : মাংস, পিশিত, ক্রব্য, আমিষ, পলল ও পল এইগুলি মাংসের নামান্তর। সমস্ত মাংসই বায়ুনাশক, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, তৃপ্তিকারক, গুরুপাক, হৃদ্য, মধুররস ও মধুরবিপাক।

মাংসভেদঃ

মাংসবর্গো দ্বিধা প্রোক্তো জাঙ্গলানূপভেদতঃ।।

মাংসবর্গ ২ প্রকারে বিভক্ত, যথা জাঙ্গল মাংস ও আনূপ মাংস।

জাঙ্গলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ

মাংসবর্গোঽত্র জঙ্ঘালা বিলস্থাশ্চ গুহাশয়াঃ। তথা পর্ণমৃগা জ্ঞেয়া বিষ্কিরাঃ প্রতুদা অপি। প্রসহা অথ চ গ্রাম্যা অষ্টৌ জাঙ্গলজাতয়ঃ।। জাঙ্গলা মধুরা রুক্ষাস্তুবরা লঘবস্তথা। বল্যাস্তে বৃংহণা বৃষ্যা দীপনা দোষহারিণঃ।। মূকতাং মিন্মিনত্বঞ্চ গদ্গদত্বার্দ্দিতে তথা। ব্যাধির্য্যমরুচিচ্ছর্দ্দি-প্রমেহমুখজান্ গদান্। শ্লীপদং গলগণ্ডঞ্চ নাশয়ত্যনিলাময়ান্।।

জাঙ্গল মাংসের লক্ষণ ও গুণ : জাঙ্গলজাতি ৮ প্রকার, যথা জঙ্ঘাল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য। জাঙ্গল মাংস কষায়-মধুররস, রুক্ষ, লঘু, বলকর, বৃংহণ, বৃষ্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনাশক। ইহা মূকতা, মিন্মিনত্ব, গদ্গদত্ব, অর্দ্দিত, বধিরতা, অরুচি, বমি, প্রমেহ, মুখগত রোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতব্যাধিতে প্রশস্ত।

আনূপস্য লক্ষণং গুণাশ্চ

কূলেচরাঃ প্লবাশ্চাপি কোশস্থাঃ পাদিনস্তথা। মৎস্যা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধানূপজাতয়ঃ।। আনূপা মধুরাঃ স্নিগ্ধা গুরবো বহ্নিসাদনাঃ। শ্লেষ্মলাঃ পিচ্ছিলাশ্চাপি মাংসপুষ্টিপ্রদা ভৃশম্। তথাভিষ্যন্দিনস্তে হি প্রায়ঃ পথ্যাতমাঃ স্মৃতাঃ।।

আনূপ মাংসের লক্ষণ ও গুণ : কূলেচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য, এই ৫ প্রকার আনূপ মাংস। আনূপ মাংস মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, পিচ্ছিল, মাংসবর্দ্ধক, পুষ্টিজনক, অভিষ্যন্দী ও সুপথ্য।

বর্ত্তকমাংসগুণাঃ

বর্ত্তকোহগ্নিকরঃ শীতো জ্বরদোষত্রয়াপহঃ। সুরুচ্যঃ শুক্রদো বল্যো বর্ত্তকাল্পগুণাঃ ততঃ।।

বটের মাংসের গুণ : বর্ত্তক অগ্নিকারক, শীতবীর্য্য, রুচিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর এবং ইহা জ্বর ও ত্রিদোষনাশক। স্ত্রীবর্ত্তক উহা অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত।

লাবমাংসগুণাঃ

লাবা বিষ্কিরবর্গেষু তে চতুর্দ্ধা মতা বুধৈঃ। পাংশুলো গৌরকো বাপি পৌণ্ড্রকো দর্ম্মরস্তথা।। লাবা বহ্নিকরাঃ স্নিগ্ধা গরঘ্না গ্রাহিকা হিতাঃ।। পাংশুলঃ শ্লেষ্মলস্তেষু বীর্য্যোষ্ণোহনিলনাশনঃ। গৌরো লঘুতরো রুক্ষো বহ্নিকারী ত্রিদোষজিৎ।। পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্বাতকফাপহঃ। দর্ম্মরো রক্তপিত্তঘ্নো হৃদাময়হরো হিমঃ।।

লাবমাংসের গুণ : বিষ্কিরবর্গের মধ্যে লাবপক্ষী ৪ প্রকার, যথা পাংশুল, গৌরক, পৌণ্ড্রক ও দর্ম্মর। লাবমাংস অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, বিষঘ্ন, সংগ্রাহী ও সুপথ্য। পাংশুল লাবের মাংস শ্লেষ্মকর, উষ্ণবীর্য্য ও বায়ুনাশক। গৌরলাবের মাংস অতিশয় লঘু, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও ত্রিদোষনাশক। পৌণ্ড্রক লাবমাংস পিত্তকারক, কিঞ্চিৎ লঘু ও বাতশ্লেষ্মনাশক। দর্ম্মর লাবমাংস শীতবীর্য্য, রক্তপিত্ত ও হৃদ্রোগের নাশক।

কৃষ্ণগৌরতিত্তিরিগুণাঃ

তিত্তিরিঃ কৃষ্ণবর্ণঃ স্যাচ্চিত্রোহন্যো গৌরতিত্তিরিঃ। তিত্তিরির্বলদো গ্রাহী হিক্কাদোষত্রয়াপহঃ। শ্বাসকাস-জ্বরহরস্তস্মাদ্ গৌরোহধিকো গুণৈঃ।।

তিত্তিরিপক্ষী ২ প্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি ও চিত্রবিচিত্র বর্ণের তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি কহে। তিত্তিরি বলপ্রদ, মলসংগ্রাহক এবং ইহা হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বরনিবারক। গৌরতিত্তিরি ইহা অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত।

হারীতঃ

হারীতো রক্তকণ্ঠঃ স্যাদ্ধরিতোহপি স কথ্যতে। হারীতো রুক্ষ উষ্ণশ্চ রক্তপিত্তকফাপহঃ। স্বেদস্বরকরঃ প্রোক্ত ঈষদ্ বাতকরশ্চ সঃ।।

হরিয়াল, হত্তেল ঘুঘু : হারীত, রক্তকণ্ঠ ও হরিত, এইগুলি হারীতপক্ষীর নাম। হারীতমাংস রুক্ষ,

উষ্ণ, রক্তপিত্তশান্তিকর, কফঘ্ন, ঘর্ম্মকারক, স্বরবিশুদ্ধিকারক ও অল্প বায়ুজনক।

চটকগুণাঃ

কুলিঙ্গঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুঃ শুক্রকফপ্রদঃ। সন্নিপাতহরো বেশ্মচটকশ্চাতিশুক্রলঃ।।

চড়াইপক্ষীর গুণ : চড়াই শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, মধুররস, শুক্রজনক, কফকারক ও সন্নিপাতপ্রশমক। গৃহচটক অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক।

কুক্কুট-বন্যকুক্কুটগুণাঃ

কুক্কুটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধো বীর্য্যোষ্ণোঽনিলহৃদ্ গুরুঃ। চক্ষুষ্যঃ শুক্রকফকৃদ্ বল্যো রুক্ষঃ কষায়কঃ।। আরণ্য-কুক্কুটঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ। বাতপিত্তক্ষয়বমি-বিষমজ্বরনাশনঃ।।

মোরগ, মুরগী ও বন্যমুরগীর গুণ : মুরগী পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, বলকর, রুক্ষ ও কষায়রস। বনজাত কুক্কুট স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক, গুরু এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, ক্ষয়, বমি ও বিষমজ্বরনিবারক।

পারাবতগুণাঃ

পারাবতো গুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিত্তনিলাপহঃ। সংগ্রাহী শীতলস্তজ্জ্ঞৈঃ কথিতো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ।।

পায়রার গুণ : পায়রা গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য্য ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

পক্ষ্যণ্ডস্য গুণাঃ

নাতিস্নিগ্ধানি বৃষ্যাণি স্বাদুপাকরসানি চ। বাতঘ্নান্যতিশুক্রাণি গুরূণ্যণ্ডানি পক্ষিণাম্।।

পক্ষিডিম্বের গুণ : পক্ষিডিম্ব অনতিস্নিগ্ধ, বৃষ্য, মধুররস, মধুরবিপাক, বাতঘ্ন, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ও গুরু।

ছাগমাংসগুণাঃ

ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ। নাতিশীতমদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্। পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্।। অজায়া অপ্রসূতায়া মাংসং পীনসনাশনম্। শুষ্ককাসেঽরুচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চ দীপনম্।। অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্। হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুখদং বলদং ভৃশম্।। মাংসং নিষ্কাসিতাণ্ডস্য ছাগস্য কফকৃদ্ গুরু। স্রোতঃশুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্তনুৎ।। বৃদ্ধস্য বাতলং রুক্ষং তথা ব্যাধিমৃতস্য চ। ঊর্দ্ধজত্রুবিকারঘ্নং ছাগমুণ্ডং রুচিপ্রদম্।।

ছাগমাংসের গুণ : ছাগমাংস লঘু, স্নিগ্ধ, মধুরবিপাক, ত্রিদোষনাশক, অনতিশীতল, অদাহকর, মধুর রস, পীনসনাশক, অত্যন্ত বলকর, রুচিপ্রদ, পুষ্টিবর্দ্ধক ও বীর্য্যকারক। অপ্রসূতা ছাগীর মাংস পীনসনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শুষ্ককাস, অরুচি ও শোষরোগে হিতকর। কচি ছাগমাংস অত্যন্ত লঘু, হৃদ্য, জ্বরহারক, শ্রেষ্ঠ, সুখপ্রদ ও অত্যন্ত বলদায়ক। খাসী-ছাগের মাংস কফজনক, গুরু, স্রোতশুদ্ধিকারক, বলপ্রদ, মাংসবর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক। বৃদ্ধ ও ব্যাধিমৃত ছাগের মাংস বাতজনক ও রুক্ষ। ছাগমুণ্ড ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগনাশক ও রুচিপ্রদ।

মেষমাংসগুণাঃ

মেষস্য মাংসং পুষ্টৌ স্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মকরং গুরু। তস্যৈবাণ্ডবিহীনস্য মাংসং কিঞ্চিল্লঘু স্মৃতম্।।

মেষমাংসের গুণ : মেষমাংস পুষ্টিকারক, পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরু। খাসী মেষের মাংস কিঞ্চিৎ লঘু।

এড়কগুণাঃ

এড়কস্য পলং জ্ঞেয়ং মেষামিষসমং গুণৈঃ। মেদঃ পুচ্ছোদ্ভবং মাংসং হৃদ্যং বৃষ্যং শ্রমাপহম্। পিত্তশ্লেষ্মকরং কিঞ্চিদ্ বাতব্যাধিবিনাশনম্।।

দুম্বা মাংসের গুণ : দুম্বা মাংস মেষমাংস-সদৃশ গুণবিশিষ্ট। ইহার পুচ্ছোদ্ভব মেদ ও মাংস হৃদ্য, শুক্রজনক, শ্রমনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তশ্লেষ্মবর্দ্ধক ও বাতব্যাধিনাশক।

হরিণমাংসগুণাঃ

হরিণঃ শীতলো বদ্ধ-বিণ্মূত্রো দীপনো লঘুঃ। রসে পাকে চ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা।।

হরিণমাংসের গুণ : হরিণমাংস শীতবীর্য্য, মলমূত্ররোধক, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুররস, মধুরবিপাক, সুগন্ধি ও সন্নিপাতনাশক। (হরিণ—তাম্রবর্ণ)।

কুরঙ্গমাংসগুণাঃ

কুরঙ্গো বৃংহণো বল্যঃ শীতলঃ পিত্তহৃদ্ গুরুঃ। মধুরো বাতহৃদ্ গ্রাহী কিঞ্চিৎকফকরঃ স্মৃতঃ।।

কুরঙ্গমাংস বৃংহণ, বলকারক, শীতবীর্য্য, পিত্তনাশক, গুরুপাক, মধুররস, বাতনাশক, সংগ্রাহী ও কিঞ্চিৎ কফকারক। (ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও বৃহৎকায় হরিণকে কুরঙ্গ বলে)।

ন্যঙ্কুমাংসগুণাঃ

ন্যঙ্কুঃ স্বাদুর্লঘুর্বল্যো বৃষ্যো দোষত্রয়াপহঃ।।

ন্যঙ্কু মৃগমাংস মধুররস, লঘু, বলকারক, বৃষ্য ও ত্রিদোষনাশক। (অনেক শৃঙ্গযুক্ত হরিণকে ন্যঙ্কু বলে)।

শশমাংসগুণাঃ

শশঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী রুক্ষঃ স্বাদুঃ সদা হিতঃ। বহ্নিকৃৎ কফপিত্তঘ্নো বাতসাধারণঃ স্মৃতঃ। জ্বরাতিসার-শোষাস্র-শ্বাসাময়হরশ্চ সঃ।।

খরগোশমাংসের গুণ : খরগোশের মাংস শীতবীর্য্য, লঘু, সংগ্রাহক, রুক্ষ, মধুররস, সর্ব্বদা হিতকারক, অগ্নিকারক, কফ, পিত্ত, সর্ব্ববিধ বায়ুবিকৃতি, জ্বর, অতিসার, শোষ, রক্তদুষ্টি ও শ্বাসরোগনাশক।

কচ্ছপমাংসগুণাঃ

কচ্ছপো বলদো বাতপিত্তনুৎ পুংস্ত্বকারক্।

কচ্ছপমাংস বলবর্দ্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং পুংস্ত্বকারক।

সদ্যোহতস্য মাংসস্য গুণাঃ

সদ্যোহতস্য মাংসং স্যাদ্ ব্যাধিঘাতি যথামৃতম্। বয়স্যং বৃংহণং সাত্ম্যমন্যথা তদ্ বিবর্জ্জয়েৎ।।

টাটকা মাংসের গুণ : সদ্যোহত জীবের মাংস অমৃতের ন্যায় ব্যাধিনাশক। ইহা বয়ঃস্থাপক, পুষ্টিকারক এবং সাত্ম্য। পর্য্যুষিত (বাসি) মাংস ত্যাজ্য।

মাংসানাং স্থানভেদে গুণভেদঃ

বিহঙ্গেষু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পাদজাতিষু। পরার্দ্ধং লঘু পুংসাং স্যাৎ স্ত্রীণাং পূর্ব্বার্দ্ধমাদিশেৎ।। দেহমধ্যং গুরু প্রায়ং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং স্মৃতম্। পক্ষক্ষেপাদ্ বিহঙ্গানাং তদেব লঘু কথ্যতে।। গুরূণ্যণ্ডানি সর্ব্বেষাং গুর্ব্বী গ্রীবা চ পক্ষিণাম্। উরঃস্কন্ধোদরং কুক্ষী পাদৌ পাণী কটী তথা। পৃষ্ঠত্বগ্‌যকৃদন্ত্রাণি গুরূণীহ যথোত্তরম্।।

লঘু বাতকরং মাংসং খগানাং ধান্যচারিণাম্। মৎস্যাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং গুরু কীর্ত্তিতম্।। ফলাশিনাং শ্লেষ্মকরং লঘু রুক্ষমুদীরিতম্। বৃংহণং গুরু বাতঘ্নং তেষামেব পলাশিনাম্।। তুল্যজাতিষল্পদেহা মহাদেহেষু পূজিতাঃ। অল্পদেহেষু শস্যন্তে তথৈব স্থূলদেহিনঃ।।

পক্ষীগণের মধ্যে পুরুষজাতির এবং চতুষ্পদ প্রাণীদিগের মধ্যে স্ত্রীজাতির মাংস শ্রেষ্ঠ। পুরুষজাতীয়ের দেহের নিম্নার্দ্ধ ও স্ত্রীজাতির দেহের ঊর্ধ্বাংশ লঘু এবং প্রায় সমস্ত প্রাণীরই দেহের মধ্যভাগ গুরুপাক হয়। কিন্তু পক্ষীজাতির দেহের মধ্যাংশ সর্ব্বদা পদক্ষেপহেতু লঘু হইয়া থাকে। পক্ষীগণের অণ্ড ও গ্রীবা গুরু। প্রাণীদিগের বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, উদর, কুক্ষি, পদ, হস্ত, কটী, পৃষ্ঠত্বক, যকৃৎ ও অন্ত্র এইগুলি উত্তরোত্তর গুরু। ধান্যভোজী পক্ষীদিগের মাংস লঘুপাক ও বাতজনক। মৎস্যাশী পক্ষীর মাংস পিত্তজনক, বাতঘ্ন ও গুরুপাক। ফলভোজী পক্ষীর মাংস শ্লেষ্মকর, লঘুপাক ও রুক্ষ। মাংসাশী পক্ষীর মাংস বৃংহণ, গুরু ও বায়ুনাশক। বৃহৎকায় প্রাণীদিগের মধ্যে তজ্জাতীয় ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর মাংস হিতকর ও অল্পদেহ প্রাণীদিগের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত স্থূলকায়, তাহার মাংস প্রশস্ত।

মৎস্যসামান্যগুণাঃ

মৎস্যাস্তু বৃংহণাঃ সর্ব্বে গুরবঃ শুক্রবর্দ্ধনাঃ। বল্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরাঃ কফপিত্তকরাঃ স্মৃতাঃ।। ব্যায়ামাধ্বরতানাঞ্চ বাতার্ত্তানাঞ্চ পূজিতাঃ। মৎস্যাশিনো ন বাধন্তে রোগা বাতসমুদ্ভবাঃ।।

মৎস্যের সাধারণ গুণ : সকল মৎস্যই সাধারণত পুষ্টিকারক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও কফপিত্তজনক। ব্যায়ামশীল, পথশ্রান্ত ও বাতার্ত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে মৎস্য হিতকর। মৎস্যাশী মানব বাতজরোগে আক্রান্ত হন না।

বৃহন্মৎস্যগুণাঃ

মহাপ্রমাণা গুরবঃ শুক্রলা বদ্ধবর্চ্চসঃ।।

বড় মৎস্য গুরু, শুক্রজনক ও মলরোধক।

ক্ষুদ্রমৎস্যগুণাঃ

ক্ষুদ্রমৎস্যাস্তু লঘবো গ্রাহিণো গ্রহণীহিতাঃ।।

ক্ষুদ্র মৎস্য লঘু, মলসংগ্রাহক ও গ্রহণীরোগে হিতকর।

রোহিতমৎস্যগুণাঃ

রোহিতঃ সর্ব্বমৎস্যানাং বরো বৃষ্যোঽর্দ্দিতার্ত্তিজিৎ। কষায়ানুরসঃ স্বাদুর্বাতঘ্নো নাতিপিত্তকৃৎ। ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ হন্যাদ্ রোহিতমুণ্ডকম্।।

রুইমাছের গুণ : সর্ব্বপ্রকার মৎস্যের মধ্যে রোহিতমৎস্য শ্রেষ্ঠ। ইহা বৃষ্য, অর্দ্দিতরোগনাশক, ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুররস, বাতঘ্ন ও অনতিপিত্তকারক। রোহিতমুণ্ড ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগ-নিবারক।

কাতলমৎস্যগুণাঃ

কাতলো গুরুপাকী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণস্ত্রিদোষনুৎ।।

কাতলামাছের গুণ : কাতলামাছ গুরুপাক, মধুররস ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা ত্রিদোষনাশক।

মৃদ্‌গিলমৎস্যগুণাঃ

মৃদ্‌গিলস্তু গুণৈর্জ্ঞেয়ঃ প্রায়ো রোহিতমৎস্যবৎ।।

মিরগাল মাছের গুণ : মিরগাল মাছও প্রায় রুইমাছের তুল্য গুণকারক।

পাঠীনগুণাঃ

পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বল্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ। দূষয়েদ্ রুধিরং পিত্তং কুষ্ঠরোগং করোতি চ।।

বোয়ালমাছের গুণ : বোয়ালমাছ শ্লেষ্মকর ও বলকারক। ইহা দ্বারা পিত্ত ও রক্ত দূষিত এবং কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। বোয়ালমাছ নিদ্রাশীল ও মাংসভোজী।

শৃঙ্গীমৎস্যগুণাঃ

শৃঙ্গী তু বাতশমনী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মপ্রকোপণা। রসে তিক্তা কষায়া চ লঘবী রুচ্যা স্মৃতা বুধৈঃ।।

শিঙ্গিমাছের গুণ : শিঙ্গিমাছ বাতশান্তিকারক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মপ্রকোপক, তিক্ত-কষায়রস, লঘু ও

ঃ।

ইল্লিশমৎস্যগুণাঃ

ইল্লিশো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বহ্নিবর্দ্ধনঃ। পিত্তহৃৎ কফকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্বৃষ্যোঽনিলাপহঃ।।

ইলিশমৎস্যের গুণ : ইলিশ মধুররস, স্নিগ্ধ, মুখরোচক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনাশক, কফকারক, কিঞ্চিৎ লঘু, বলকর ও বায়ুনাশক।

ভাকুটমৎস্যগুণাঃ

ভাকুটো মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ। আমবাতকরো হৃদ্যো বাতপিত্তহরো মতঃ।।

ভেটকীমাছের গুণ : ভেটকীমাছ মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, শ্লেষ্মকর, গুরু, আমবাতজনক, রুচিকারক এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক।

সিলিন্দমৎস্যগুণাঃ

সিলিন্দঃ শ্লেষ্মলো বল্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ। বাতপিত্তহরো হৃদ্য আমবাতকরশ্চ সঃ।।

সিলনমৎস্যের গুণ : সিলনমৎস্য শ্লেষ্মকর, বলবর্দ্ধক, মধুরবিপাক, গুরু, বাতপিত্তনাশক, হৃদ্য ও আমবাতকারক।

শষ্কুলীমৎস্যগুণাঃ

শষ্কুলী গ্রাহিণী হৃদ্যা মধুরা তুবরা স্মৃতা।।

শালমাছের গুণ : শালমাছ মলসংগ্রাহক, হৃদ্য ও কষায়-মধুররস।

গর্গরমৎস্যগুণাঃ

গর্গরঃ পিত্তলঃ কিঞ্চিদ্ বাতজিৎ কফকোপনঃ।।

গাগরমাছ কিঞ্চিৎ পিত্তজনক, বাতনাশক ও কফপ্রকোপক।

কবিকামৎস্যগুণাঃ

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী। কিঞ্চিৎপিত্তকরী বাতনাশিনী বহ্নিবর্দ্ধিনী।।

কইমাছের গুণ : কইমাছ মধুররস, স্নিগ্ধ, কফপ্রশমক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক।

বর্ম্মিমৎস্যগুণাঃ

বর্ম্মিমৎস্যো গুরুর্বৃষ্যঃ কষায়ো রক্তপিত্তহা।।

বাইনমাছের গুণ : বাইনমাছ গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, কষায়রস ও রক্তপিত্তনাশক।

আড়িমৎস্যগুণাঃ

আড়িমৎস্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতশ্লেষ্মপ্রকোপনঃ।।

আড়মাছের গুণ : গুরু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

মদ্গুরমৎস্যগুণাঃ

মদ্গুরো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ সংগ্রাহী শুক্রলো গুরুঃ।।

মাগুরমাছের গুণ : মাগুরমাছ মধুররস, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, শুক্রকারক ও গুরু।

ত্রিকন্টকমৎস্যগুণাঃ

ত্রিকণ্টঃ পিত্তহা রুক্ষো দীপনঃ কফজিল্লঘুঃ।।

টেঙরামাছের গুণ : টেঙরামাছ পিত্তনাশক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, কফনাশক ও লঘু।

প্রোষ্ঠীমৎস্যগুণাঃ

প্রোষ্ঠী তিক্তা কটুঃ স্বাদুঃ শুক্রলা কফবাতজিৎ। স্নিগ্ধাস্যকণ্ঠরোগঘ্নী রোচনী চ লঘুঃ স্মৃতা।।

পুঁটীমাছের গুণ : পুঁটীমাছ তিক্ত-কটু-মধুররস, শুক্রজনক, কফবাতনাশক, স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগনাশক, মুখরোচক ও লঘু।

বৃহচ্ছফরীমৎস্যগুণাঃ

স্নিগ্ধাস্যকণ্ঠরোগঘ্নী শ্রেষ্ঠা প্রোষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা।।

বড়পুঁটী স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগনাশক।

ভল্লকীমৎস্যগুণাঃ

ভল্লকী মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ।।

ভেলেমাছের গুণ : ভেলেমাছ মধুররস, শীতবীর্য্য, শুক্রজনক, শ্লেষ্মবর্দ্ধক ও গুরু।

চিত্রফলমৎস্যগুণাঃ

চিত্রফলো গুরুঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধো বৃষ্যো বলপ্রদঃ।।

চিতলমাছের গুণ : চিতলমাছ গুরু, মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলপ্রদ।

কুলিশমৎস্যগুণাঃ

কুলিশো মধুরো হৃদ্যঃ কষায়ো দীপনো মতঃ। বল্যঃ স্নিগ্ধো লঘুর্গ্রাহী হিতো বাতে চ রোচকঃ।।

বেলেমাছের গুণ : বেলেমাছ কষায়-মধুররস, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, বলবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, লঘু, মলসংগ্রাহক এবং ইহা বায়ুরোগে হিতকর ও রুচিজনক।

বায়ুষমৎস্যগুণাঃ

বায়ুষো মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো ধাতুবর্দ্ধকঃ।।

কালবোসমাছের গুণ : কালবোসমাছ মধুররস, শুক্রজনক, পুষ্টিকারক ও ধাতুবর্দ্ধক।

শকুলমৎস্যগুণাঃ

শকুলো মধুরো গ্রাহী রুক্ষঃ পিত্তাস্রজিদ্ গুরুঃ।।

শোলমাছের গুণ : শোলমাছ মধুররস, মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, রক্তপিত্তনাশক ও গুরু।

চিঙ্গড়মৎস্যগুণাঃ

চিঙ্গড়স্তু গুরুর্গ্রাহী মধুরো বলবর্দ্ধনঃ। মেদঃপিত্তাস্রজিদ্ বৃষ্যো রোচনঃ কফবাতলঃ।।

চিঙড়িমাছের গুণ : চিঙড়িমাছ গুরু, মলসংগ্রাহক, মধুররস, বলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, রুচিকর, কফ-বাতবর্দ্ধক এবং ইহা মেদ পিত্ত ও রক্তদোষনাশক।

শকলীমৎস্যগুণাঃ

শকলী রোহিতাকারা ভূমৌ প্রায়শ্চরত্যসৌ। গুর্ব্বী পাকে চ মধুরা ভেদিনী দোষকোপনী।।

পিপলেশোল মৎস্যের গুণ : পিপলেশোল রোহিতমৎস্যের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে। এই মৎস্য গুরুপাক, মধুরবিপাক, ভেদক ও দোষপ্রকোপক।

চন্দ্রকমৎস্যগুণাঃ

চন্দ্রকস্ত্বনভিষ্যন্দী মধুরো বলবর্দ্ধনঃ।।

চাঁদামাছের গুণ : চাঁদামাছ অনভিষ্যন্দী, মধুররস ও বলবর্দ্ধক।

চম্পকুন্দমৎস্যগুণাঃ

চম্পকুন্দো গুরুর্বৃষ্যো মধুরো বাতপিত্তজিৎ। শুক্রলো বলকৃৎ প্রোক্তঃ স্নেহনঃ শ্লেষ্মকোপনঃ।।

চাপিলা (খয়রা) মাছের গুণ : খয়রামাছ গুরু, বৃষ্য, মধুররস, বাতপিত্তনাশক, শুক্রজনক, বলকারক, স্নেহন ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

দণ্ডিকমৎস্যগুণাঃ

দণ্ডিকঃ কফজিৎ তিক্তো বাতপিত্তহরো লঘুঃ।।

ডানকুনিমাছের গুণ : ডানকুনিমাছ তিক্তরস, লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু ও পিত্তনাশক।

মলঙ্গীমৎস্যগুণাঃ

মলঙ্গী মধুরা হৃদ্যা বাতঘ্নী শ্লেষ্মলা গুরুঃ।।

মৌরলামাছের গুণ : মৌরলা মধুররস, হৃদ্য, বাতনাশক, শ্লেষ্মকারক ও গুরু।

ফলিমৎস্যগুণাঃ

ফলিঃ স্বাদুর্গুরুঃ স্নিগ্ধো বলকৃচ্ছুক্রবর্দ্ধনঃ।।

ফলুইমাছের গুণ : ফলুইমাছ মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

খলিশমৎস্যগুণাঃ

খলিশঃ কথিতো বল্যো বাতপিত্তকফাপহঃ। রুক্ষো লঘুঃ শূলহরঃ কিঞ্চিদামবিনাশনঃ।।

খলিশমাছের গুণ : খলিশমাছ বলকারক, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, শূল ও কিঞ্চিৎ আম-বিনাশক।

গড়কমৎস্যগুণাঃ

গড়কো মধুরো রুক্ষঃ কষায়ঃ শীতলো লঘুঃ।।

গড়ুই (ল্যাটা) মাছের গুণ : ল্যাটামাছ কষায়-মধুররস, রুক্ষ, শীতবীর্য্য ও লঘু।

পর্ব্বতমৎস্যগুণাঃ

পর্ব্বতো বাতহা স্নিগ্ধঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ।।

পাবদামাছের গুণ : পাবদামাছ বাতনাশক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলবর্দ্ধক।

বাচমৎস্যগুণাঃ

বাচঃ স্বাদুর্গুরুঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মলো বাতপিত্তজিৎ।।

বাচামাছের গুণ : বাচামাছ মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর ও বাতপিত্তনাশক।

গবাটীমৎস্যগুণাঃ

গবাট্যজীর্ণজননী গুর্ব্বী শ্লেষ্মপ্রকোপনী।।

পাঁকালমাছের গুণ : পাঁকালমাছ অজীর্ণকারক, গুরু ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

মৎস্যাণ্ডগুণাঃ

মৎস্যগর্ভো ভৃশং বৃষ্যং স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো লঘুঃ। কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ।।

মাছের ডিমের গুণ : মৎস্যডিম্ব অত্যন্ত শুক্রকর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘু, বলবর্দ্ধক, গ্লানিকারক, মেহনাশক এবং কফ ও মেদোবর্দ্ধক।

শুষ্কমৎস্যগুণাঃ

শুষ্কমৎস্যা নবা বল্যা দুর্জ্জরা বিড়্বিবন্ধিনঃ।।

শুকটীমাছের গুণ : নূতন শুকটীমাছ বলকারক, দুষ্পাচ্য ও মলবদ্ধতাকারক।

দগ্ধমৎস্যগুণাঃ

দগ্ধমৎস্যো গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকৃদ্ বলবর্দ্ধনঃ।।

পোড়ামাছের গুণ : পোড়ামাছ পুষ্টিকারক ও বলবর্দ্ধক। ইহা গুণে শ্রেষ্ঠ।

কূপাদিজমৎস্যগুণাঃ

কৌপমৎস্যাঃ শুক্রমূত্র-কুষ্ঠশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনাঃ। সরোজা মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বাতবিনাশনাঃ।। নাদেয়া বৃংহণা মৎস্যা গুরবোঽনিলনাশনাঃ।। রক্তপিত্তকরা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণাঃ স্বল্পবর্চসঃ।। চৌঞ্জ্যাঃ পিত্তকরাঃ স্নিগ্ধা মধুরা লঘবো হিমাঃ। তাড়াগা গুরবো বৃষ্যাঃ শীতলা বলমূত্রদাঃ। তাড়াগবন্নির্ঝরজা বলায়ুর্মতিদৃক্করাঃ।।

কূপাদিজ মৎস্যের গুণ : কূপজাত মৎস্য শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকারক, কুষ্ঠ ও শ্লেষ্মজনক। সরোবরজাত মৎস্য মধুররস, স্নিগ্ধ, বলকর ও বায়ুনাশক। নদীজাত মৎস্য বৃংহণ, গুরু, বায়ুনাশক, রক্তপিত্তকারক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য ও অল্প পুরীষজনক। চৌঞ্জ্যজাত মৎস্য পিত্তজনক, স্নিগ্ধ, মধুররস, লঘু ও শীতবীর্য্য। তড়াগজাত মৎস্য গুরুপাক, বৃষ্য, শীতল, বলজনক ও মূত্রকারক। নির্ঝরজাত মৎস্য তড়াগজ মৎস্যের ন্যায় গুণকারক, অধিকন্তু ইহা বল আয়ু বুদ্ধি ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

ইতি মাংসমৎস্যবর্গঃ।

বারিবর্গ

পানীয়গুণাঃ

পানীয়ং ভ্রমনাশনং ক্লমহরং মূর্চ্ছাপিপাসাপহং তন্দ্রাচ্ছর্দ্দিবিবন্ধহৃদ্ বলকরং নিদ্রাহরং তর্পণম্। হৃদ্যং গুপ্তরসং হ্যজীর্ণশমকং নিত্যং হিতং শীতলং লঘবচ্ছং রসকারণন্তু গদিতং পীযূষবজ্জীবিনাম্।।

জলের গুণ : জল ভ্রম, ক্লান্তি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, তন্দ্রা, বমি, বিবন্ধ ও নিদ্রানাশক, বলকর, তৃপ্তিকারক, হৃদ্য, অব্যক্তরস, অজীর্ণপ্রশমক, সর্ব্বদা হিতকর, শীতল, লঘু ও স্বচ্ছ। ইহা মধুরাদি ছয় রসের কারণ। প্রাণীদিগের পক্ষে জল অমৃতস্বরূপ।

করকাজলস্য গুণাঃ

দিব্যাবাযবগ্নিসংযোগাৎ সংহতাঃ খাৎ পতন্তি যাঃ। পাষাণখণ্ডবচ্চাপস্তাঃ কারক্যোহমৃতোপমাঃ।। করকাজং জলং রুক্ষং বিশদং গুরু চ স্থিরম্। দারুণং শীতলং সান্দ্রং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ। কৃত্রিমা তু দৃষৎ প্রোক্তা করকাসদৃশী গুণৈঃ।।

করকাজল ও বরফের গুণ : দিব্যবায়ু ও তেজ-সংযোগে যে-জল পাষাণখণ্ডবৎ সংহত হইয়া আকাশ হইতে পতিত হয়, তাহাকে করকা বা শিলাবৃষ্টি বলা যায়। শিলাজল অমৃতের ন্যায় গুণকারক। ইহা রুক্ষ, বিশদ, গুরুপাক, স্থিরগুণ, অতিশয় শীতল, কঠিন, পিত্তনাশক ও কফবায়ুবর্দ্ধক। কৃত্রিম শিলা অর্থাৎ বরফও প্রায় এইরূপ গুণবিশিষ্ট।

বৃষ্টিজলস্য গুণাঃ

বার্ষিকং তদহর্বৃষ্টং ভূমিস্থমহিতং জলম্। ত্রিরাত্রমুষিতং তৎ তু প্রসন্নমৃতোপমম্।।

বর্ষাকালে সদ্যোবৃষ্ট ভূমিপতিত জল অহিতজনক। কিন্তু উহা ৩ রাত্রি পরে নির্ম্মল ও অমৃততুল্য হইয়া থাকে।

জলস্য পানবিধিঃ

অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেহন্নং নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ। তস্মান্নরো বহ্নিবিবর্দ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি।।

জলপানবিধি : অত্যধিক জলপান করিলে অথবা একেবারেই জলপান না-করিলে অন্ন পরিপাক হয় না। অতএব আহারকালে বারংবার অল্প-অল্প করিয়া জলপান করিবে। ইহাতে অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।

শীতলজলপানস্য বিষয়াঃ

মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে। শ্রমে ভ্রমে বিদগ্ধেহন্নে তমকে বমথৌ তথা। উর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমম্ভঃ প্রশস্যতে।।

শীতল জলপানের বিষয় : মূর্চ্ছারোগ, পিত্তপ্রকোপ, তাপাদিহেতুক উষ্ণতা, দাহ, বিষদোষ, রক্তদোষ,

মদাত্যয়, শ্রম, ভ্রম, ভুক্তদ্রব্যের বিদগ্ধতা, তমকশ্বাস, বমি ও ঊর্ধ্বগ রক্তপিত্তে শীতল জল পান প্রশস্ত।

শীতলজলপাননিষেধঃ

পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে। আধ্মানে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃশুদ্ধৌ নবজ্বরে।। অরুচিগ্রহণীগুল্ম-শ্বাসকাসেষু বিদ্রধৌ। হিক্কায়াং স্নেহপানে চ শীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ।।

শীতল জলপান নিষেধ : পার্শ্বশূল, প্রতিশ্যায়, বাতরোগ, গলগ্রহ, উদরাধ্মান, স্তিমিতকোষ্ঠ, সদ্যোবমন-বিরেচনাদি শোধনক্রিয়ার পর, নবজ্বর, অরুচি, গ্রহণী, গুল্ম, শ্বাস, কাস, বিদ্রধি ও হিক্কা প্রভৃতি রোগে এবং ঘৃতাদি স্নেহপানের পর শীতল জল পান করিবে না।

অল্পজলপানস্য বিষয়াঃ

অরোচকে প্রতিশ্যায়ে মন্দেহগ্নৌ শ্বয়থৌ ক্ষয়ে। মুখপ্রসেকে জঠরে কুষ্ঠে নেত্রাময়ে জ্বরে। ব্রণে চ মধুমেহে চ পিবেৎ পানীয়মল্পকম্।।

অল্প জলপানের বিষয় : অরোচক, প্রতিশ্যায়, মন্দাগ্নি, শোথ, ক্ষয়, মুখস্রাব, উদররোগ, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ, জ্বর, ব্রণরোগ ও মধুমেহ রোগে অল্প পরিমাণে জল পান করিবে।

জলপানস্যাবশ্যকতা

তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী। তস্মাদ্ দেয়ং তৃষার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্।। তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি। ততঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্ বারি বারয়েৎ।।

জলপানের আবশ্যকতা : অতি দুঃসহ প্রবল পিপাসা সদ্যঃপ্রাণঘাতিনী, অতএব তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রাণধারণার্থ পানীয় প্রদান করিবে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি পানীয় জল না-পাইলে মোহপ্রাপ্ত হয় ও মোহহেতু প্রাণত্যাগ করে। এই জন্য সকল অবস্থাতেই তৃষিতকে জল দিবে, কখনও তাহা নিবারণ করিবে না।

প্রশস্তং জলম্

অগন্ধমব্যক্তরসং সুশীতং তর্ষনাশনম্। অচ্ছং লঘু চ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে।।

প্রশস্ত জলের লক্ষণ : যে-জলে কোনপ্রকার গন্ধ নাই এবং মধুরাম্লাদি কোন রস ব্যক্ত নাই, যাহা অতিশয় শীতল, তৃষ্ণানাশক, স্বচ্ছ, লঘু ও হৃদয়গ্রাহী, সেই জল গুণকারক।

নিন্দিতজলম্

পিচ্ছিলং ক্রিমিলং ক্লিন্নং পর্ণ-শৈবালকর্দ্দমৈঃ। বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধং ন হিতং জলম্।। কলুষং ছন্নমম্ভোজ-পর্ণনীলিতৃণাদিভিঃ। দুর্দ্দেশজমসংসৃষ্টং সৌরচান্দ্রমরীচিভিঃ।। অনার্ত্তবং বার্ষিকন্ত প্রথমং তচ্চ ভূমিগম্। ব্যাপন্নং পরিহর্ত্তব্যং সর্ব্বদোষপ্রকোপনম্।। তৎ কুর্য্যাৎ স্নানপানাভ্যাং তৃষ্ণাধ্মানোদরজ্বরান্। কাসাগ্নিমান্দ্যাভিষ্যন্দ-কণ্ডুগণ্ডাদিকং তথা।।

নিন্দিত জলের লক্ষণ : যে-জল পিচ্ছিল, ক্রিমিবিশিষ্ট, পত্র শৈবাল ও কর্দ্দমাদি দ্বারা ক্লিন্ন, বিবর্ণ, বিরস, ঘন ও দুর্গন্ধযুক্ত; যাহা জলজ পত্র নীলিকা ও তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কলুষিত; যাহা কুদেশজাত, সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ দ্বারা অসংসৃষ্ট; যাহা অসময়ে অর্থাৎ পৌষমাসাদি কালে বৃষ্ট; যাহা সদ্য ভূমিপতিত বার্ষিক (বৃষ্টির জল) ও ব্যাপন্ন, তাহা পরিত্যাগ করিবে। কারণ এই জল ত্রিদোষের প্রকোপক। ঐ প্রকার জল স্নান ও পানার্থ ব্যবহার করিলে তৃষ্ণা, উদরাধ্মান, উদর, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, অভিষ্যন্দ-নামক নেত্ররোগ, কণ্ডু ও গলগণ্ড প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

দুষ্টজলস্য নির্দ্দোষীকরণোপায়ঃ

নিন্দিতঞ্চাপি পানীয়ং কথিতং সূর্য্যতাপিতম্। সুবর্ণং রজতং লৌহং পাষাণং সিকতাং মৃদম্।। ভৃশং সন্তাপ্য নির্বাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথা। কর্পূরজাতিপুন্নাগ পাটলাদিসুবাসিতম্।। শুচিসান্দ্র পটস্রাবৈঃ ক্ষুদ্রজন্তু-বিবর্জ্জিতম্। স্বচ্ছং কনকমুক্তাদ্যৈঃ শুদ্ধং স্যাদ্ দোষবর্জ্জিতম্।। পর্ণমূলবিসগ্রন্থি-মুক্তাকনকশৈবলৈঃ। গোমেদেন চ বস্ত্রেণ কুর্য্যাদম্বুপ্রসাদনম্।।

দুষ্ট জলের নির্দ্দোষীকরণ : দুষ্ট জল অগ্নিতে সিদ্ধ বা রৌদ্রে তপ্ত করিবে। কিংবা স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ প্রস্তর বালুকা অথবা মৃত্তিকা অত্যন্ত তপ্ত করিয়া উক্ত জলে নিমজ্জিত করিবে। এইরূপ ৭ বার করিবে। পরে কর্পূর, জাতিপুষ্প, পুন্নাগ ও পাটলাদি পুষ্প দ্বারা সুবাসিত করিয়া পরিষ্কৃত ঘন বস্ত্রে ছাঁকিবে। ইহা দ্বারা ক্ষুদ্র ক্রিমিসকল বহির্গত হইয়া যাইবে। অনন্তর কনকমুক্তাদি জলপ্রসাদক দ্রব্য দ্বারা স্বচ্ছ ও দোষবর্জ্জিত করিয়া লইবে। জলপ্রসাদক দ্রব্য, যথা পর্ণমূল, মৃণালগ্রন্থি, মুক্তা, স্বর্ণ, শৈবাল, গোমেদ (মণিবিশেষ) ও পরিষ্কৃত বস্ত্র।

কালবিশেষে বিহিত জলবিশেষঃ

পৌষে বারি সরোজাতং মাঘে তৎ তু তড়াগজম্। ফাল্গুনে কূপসম্ভূতং চৈত্রে চৌঞ্জ্যং হিতং মতম্।। বৈশাখে নৈর্ঝরং নীরং জ্যৈষ্ঠে শস্তং তথোদ্ভিদম্। আষাঢ়ে শস্যতে কৌপং শ্রাবণে দিব্যমেব চ।। ভাদ্রে কৌপং পয়ঃ শস্তমাশ্বিনে চৌঞ্জমেব চ। কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষে চ জলমাত্রং প্রশস্যতে।।

কালবিশেষে বিহিত জলবিশেষ : পৌষমাসে সরোবেরের জল, মাঘে তড়াগের জল, ফাল্গুনে কূপের জল, চৈত্রে চৌঞ্জের জল, বৈশাখে নির্ঝরের জল, জ্যৈষ্ঠে উদ্ভিদের জল, আষাঢ়ে কূপের জল, শ্রাবণে মেঘের জল এবং কার্ত্তিকে ও অগ্রহায়ণ মাসে সকল জলই প্রশস্ত।

পীতস্য জলস্য পাককালঃ

আমং জলং জীর্য্যতি যামমাত্রং তদর্দ্ধমাত্রং শৃতশীতলঞ্চ। তদর্দ্ধমাত্রন্তু শৃতং কদুষ্ণং পয়ঃপ্রপাকে ত্রয় এব কালাঃ।।

পীতজলের পাককাল : কাঁচা জল একপ্রহরে পরিপাক হয়। গরম জল শীতল করিয়া পান করিলে অর্দ্ধ প্রহরে এবং তাহা ঈষদুষ্ণ অবস্থায় পান করিলে সিকিপ্রহরে পরিপাক হয়। জল পরিপাকের এই তিনটি কাল নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইতি বারিবর্গ।

গোদুগ্ধস্য গুণাঃ

গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ। শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্।। দোষধাতুমলস্রোতঃ-কিঞ্চিৎক্লেদকরং গুরু। জরাসমস্তরোগাণাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা।।

গব্যদুগ্ধের গুণ : গব্যদুগ্ধ মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্তন্যকারক ও স্নিগ্ধ। ইহা দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতসমূহের কিঞ্চিৎ ক্লিন্নতাকারক, গুরু এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, জরা ও সমস্ত রোগের শান্তিকারক।

মাহিষং মধুরং গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু। নিদ্রাকরমভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্।।

মাহিষদুগ্ধের গুণ : মাহিষদুগ্ধ গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকারক, অভিষ্যন্দী, ক্ষুধাবর্দ্ধক ও শীতবীর্য্য।

ছাগং কষায়ং মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু। রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহম্।। অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদিসেবনাৎ। স্তোকাম্বুপানাদ্ ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং পয়ঃ।।

ছাগীদুগ্ধের গুণ : ছাগদুগ্ধ কষায়-মধুররস, শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, কাস ও জ্বরনাশক। ছাগের অল্পকায়ত্বহেতু এবং তাহারা কটু-তিক্ত প্রভৃতি দ্রব্যভোজন, অল্প জলপান ও ব্যায়াম করে বলিয়া তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

আবিকং লবণং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণঞ্চাশ্মরীপ্রণুৎ। অহৃদ্যং তর্পণং কেশ্যং শুক্রপিত্তকফপ্রদম্। গুরু কাসেঽনিলোদ্ভূতে কেবলে চানিলে বরম্।।

ভেড়ীর দুগ্ধের গুণ : ভেড়ীর দুগ্ধ লবণ-মধুররস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, অশ্মরীহারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, কেশের হিতকারক, গুরু ও শুক্রবর্দ্ধক, পিত্ত ও কফকারক এবং ইহা বাতজ কাস ও কেবল বাতে হিতকর।

ঘোটকীদুগ্ধগুণাঃ

রুক্ষোষ্ণং বড়বাক্ষীরং বল্যং শোষানিলাপহম্। অম্লং পটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমেকশফং তথা।।

ঘোটকীদুগ্ধের গুণ : ঘোটকীদুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণ, বলকারক, শোষরোগ-শান্তিকারক, বায়ুনাশক, অম্ল-লবণাস্বাদ, লঘু ও স্বাদু। অখণ্ডিতক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণীর দুগ্ধও এইরূপ।

গর্দ্দভীদুগ্ধগুণাঃ

শ্বাসবাতহরং সাম্লং লবণং রুচিদীপ্তিকৃৎ। কফকাসহরং বালরোগঘ্নং গর্দ্দভীপয়ঃ।।

গর্দ্দভীদুগ্ধের গুণ : গর্দ্দভীদুগ্ধ অম্ল-লবণরস, রুচিজনক ও অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা শ্বাস, বায়ু, কফ, কাস ও বাল্যাবস্থার রোগ নাশ করিয়া থাকে।

ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা। ক্রিমিকুষ্ঠকফানাহ-শোথোদরহরং সরম্।।

উষ্ট্রীদুগ্ধের গুণ : উষ্ট্রীদুগ্ধ লঘু, স্বাদু, লবণাস্বাদ, দীপন ও সারক। ইহা পান করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও উদররোগ নিবারিত হয়।

নারীদুগ্ধগুণাঃ

নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ। চক্ষুঃশূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চ্যোতনয়োর্বরম্।।

নারীদুগ্ধের গুণ : নারীদুগ্ধ লঘু, শীতল, দীপন এবং ইহা বায়ু পিত্ত চক্ষুর শূল ও অভিঘাতনাশক। ইহা নস্য ও আশ্চ্যোতনক্রিয়ার শ্রেষ্ঠোপযোগী।

ধারোষ্ণাদিদুগ্ধগুণাঃ

ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘু শীতং সুধাসমম্। দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারাশিশিরং ত্যজেৎ।। ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষম্। শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ।। আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরু শ্লেষ্মামবর্দ্ধনম্। জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যন্তু গব্যমাহিষবর্জ্জিতম্।। নারীক্ষীরন্ত্বামমেব হিতং ন তু শৃতং হিমম্। শৃতোষ্ণং কফবাতঘ্নং শৃতহীতন্তু পিত্তনুৎ। অর্দ্ধোদকং ক্ষীরশিষ্টমামাল্লঘুতরং পয়ঃ।। জলেন রহিতং দুগ্ধমতিপক্কং যথা যথা। তথা তথা গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যং বলবিবর্দ্ধনম্।।

ধারোষ্ণাদি দুগ্ধের গুণ : ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতল, অমৃততুল্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনাশক। (গাভীদোহনকালে দুগ্ধ স্বভাবত গরম থাকে, তাহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ কহে)। ধারোষ্ণ গব্যদুগ্ধই প্রশস্ত, কিন্তু ঐ দুগ্ধ শীতল হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। মাহিষদুগ্ধ দোহনের পর শীতল হইলে গুণকারী হয়। মেষীদুগ্ধ শৃতোষ্ণ অবস্থায় (জ্বাল দেওয়ার পর শীতল না-হওয়া পর্য্যন্ত) এবং ছাগীদুগ্ধ জ্বাল দেওয়ার পর শীতল হইলে গুণকারক হয়। গব্য ও মাহিষদুগ্ধ ভিন্ন সমস্ত কাঁচা দুগ্ধ অভিষ্যন্দী, গুরু, শ্লেষ্মা ও আমবর্দ্ধক এবং অপথ্য। নারীদুগ্ধ কাঁচাই হিতকর, ইহা সিদ্ধ অহিতকর। জ্বাল-দেওয়া দুগ্ধ গরম অবস্থায় পান করিলে কফ ও বায়ু এবং শীতল করিয়া পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়। অর্দ্ধেক দুগ্ধ ও অর্দ্ধেক জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইলে তাহা কাঁচা দুগ্ধ অপেক্ষা অত্যন্ত লঘু হয়। জলহীন দুগ্ধ যত অধিক পাক করা যায়, ততই তাহা গুরু স্নিগ্ধ বীর্য্যকারক ও বলবর্দ্ধক হয়।

সন্তানিকাগুণাঃ

সন্তানিকা গুরু শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্রবাতনুৎ। তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধো বলাসবলশুক্রদা।।

দুগ্ধের সরের গুণ : দুগ্ধের সর গুরু, শীতবীর্য্য, রতিশক্তিবর্দ্ধক, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ এবং ইহা কফ, বল ও শুক্রজনক।

খণ্ডাদিযুক্তদুগ্ধগুণাঃ

খণ্ডেন সহিতং দুগ্ধং কফকৃৎ পবনাপহম্। সিতাসিতোপলাযুক্তং শুক্রলং ত্রিমলাপহম্। সগুড়ং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মকরং পরম্।।

খণ্ডাদিমিশ্রিত দুগ্ধের গুণ : খণ্ডযুক্ত দুগ্ধ কফকারক ও বায়ুনাশক। চিনি ও মিছরি-সংযুক্ত দুগ্ধ শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক। গুড়-মিশ্রিত দুগ্ধ মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

দুগ্ধসেবনস্য সময়বিশেষে গুণাঃ

বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিদীপনকরং পূর্ব্বাহ্নকালে পয়ো মধ্যাহ্নে তু বলাবহং কফহরং পিত্তাপহং দীপনম্। বালে বৃদ্ধিকরং ক্ষয়েঽক্ষয়করং বৃদ্ধেষু রেতোবহং রাত্রৌ পথ্যমনেকদোষশমনং চক্ষুর্হিতং সংস্মৃতম্।। বদন্তি পেয়ং নিশি কেবলং পয়ো ভোজ্যং ন তেনেহ সহৌদনাদিকম্। ভবেদজীর্ণং ন শয়ীত সর্ব্বথা ক্ষীরস্য পীতস্য ন শেষমুৎসৃজেৎ।। বিদাহীন্যন্নপানানি দিবা ভুঙ্‌ক্তে হি যো নরঃ। তদ্বিদাহ প্রশান্ত্যর্থং রাত্রৌ ক্ষীরং সদা পিবেৎ।। দীপ্তানলে কৃশে পুংসি বালে বৃদ্ধে পয়ঃপ্রিয়ে। মতং হিততমং দুগ্ধং সদ্যঃশুক্রকরং যতঃ।।

সময়বিশেষে দুগ্ধপানের গুণ : পূর্ব্বাহ্ণে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি, অগ্নির দীপ্তি ও শুক্রের বৃদ্ধি

হয়। মধ্যাহ্নে সেবিত দুগ্ধ বলকারক, কফহারক, পিত্তনাশক ও অগ্নিদীপক। বাল্যাবস্থায় দুগ্ধপান করিলে শরীরের পুষ্টি, ক্ষয়রোগে দুগ্ধ পান করিলে ক্ষয়ের নিবারণ, বৃদ্ধাবস্থায় দুগ্ধ পান করিলে শুক্রের বর্দ্ধন এবং রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের হিতসাধন, নানা দোষের নাশ ও চক্ষুর জ্যোতির্বৃদ্ধি হয়। রাত্রিকালে অন্নাদির সহিত দুগ্ধ পান না-করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিবে। অজীর্ণ আশঙ্কায় কিছুক্ষণ শয়ন করিবে না। দুগ্ধ পান করিয়া পাত্রে অবশেষ রাখা উচিত নহে। যে-ব্যক্তি দিবসে বিদাহী অন্নপান ভোজন করে, তজ্জনিত বিদাহশান্তির নিমিত্ত তাহার রাত্রিকালে কেবল দুগ্ধ পান করা উচিত। কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, দুগ্ধপ্রিয় ও দীপ্তানল ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ বিশেষ হিতকারক, যেহেতু দুগ্ধসেবনে সদ্য শুক্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মথিতস্য দুগ্ধস্য গুণাঃ

ক্ষীরং গব্যমথাজং বা কোষ্ণং দণ্ডাহতং পিবেৎ। লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাতপিত্তকফাপহম্।।

মথিত দুগ্ধের গুণ : মথিত ঈষদুষ্ণ গব্য কিংবা ছাগদুগ্ধ লঘু, বৃষ্য এবং জ্বর, বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক।

নিন্দিতং দুগ্ধম্

বিবর্ণং বিরসঞ্চাম্লং দুর্গন্ধং গ্রথিতং পয়ঃ। বর্জ্জয়েদম্ললবণযুক্তং কুষ্ঠাদিকৃদ্ যতঃ।।

যে-দুগ্ধ বিবর্ণ, বিরস, অম্লরসান্বিত, দুর্গন্ধযুক্ত ও গ্রথিত (ছ্যাকড়া-ছ্যাকড়া) এবং যাহা অম্ল বা লবণসংযুক্ত, তাহা পরিত্যাগ করিবে, কারণ এতাদৃশ দুগ্ধসেবনে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মে।

পীযূষকিলাটক্ষীরশাকতক্রপিণ্ডমোরটানাং লক্ষণানি গুণাশ্চ

ক্ষীরং তৎকালসূতায়া ঘনং পীযূষমুচ্যতে। নষ্টদুগ্ধস্য পক্বস্য পিণ্ডঃ প্রোক্তঃ কিলাটকঃ।। অপক্বমেব যন্নষ্টং ক্ষীরশাকং হি তৎ পয়ঃ।। দধ্না তক্রেণ বা নষ্টং দুগ্ধং বদ্ধং সুবাসসা। দ্রবভাগেন হীনং যৎ তক্রপিণ্ডঃ স উচ্যতে।। নষ্টদুগ্ধভবং নীরং মোরটং জেজ্জড়োহ্ব্রবীৎ। পীযূষঞ্চ কিলাটশ্চ ক্ষীরশাকং তথৈব চ। তক্রপিণ্ড ইমে বৃষ্যা বৃংহণা বলবর্দ্ধনাঃ।। গুরবঃ শ্লেষ্মলা হৃদ্যা বাতপিত্তবিনাশনাঃ। দীপ্তাগ্নিনাং বিদ্রধৌ চাভিপূজিতাঃ।। মুখশোষতৃষাদাহ-রক্তপিত্তজ্বরপ্রণুৎ। লঘুর্বলকরো রুচ্যো মোরটঃ স্যাৎ সিতাযুতঃ।।

সদ্যপ্রসূতা গাভীর ঘন দুগ্ধকে পীযূষ কহে। নষ্টদুগ্ধকে পাক করিয়া পিণ্ডাকার করিলে তাহাকে কিলাট বলে। অপক্বাবস্থাতেই যে-দুগ্ধ নষ্ট হয়, তাহাকে ক্ষীরশাক বলে। দধি বা তক্রের সংযোগে যে-দুগ্ধ নষ্ট হয়, তাহা পরিষ্কৃত বস্ত্রে বাঁধিয়া দ্রবাংশহীন করিলে তাহাকে তক্রপিণ্ড (ছানা) কহা যায়। নষ্টদুগ্ধ-সম্ভূত জলকে জেজ্জড় মোরট বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। পীযূষ কিলাট ক্ষীরশাক ও তক্রপিণ্ড ইহারা বৃষ্য, বৃংহণ, বলবর্দ্ধক, গুরু, শ্লেষ্মকর, হৃদ্য ও বাতপিত্তনাশক। যাহাদের অগ্নি প্রদীপ্ত, যাহাদের নিদ্রা হয় না, তাহাদের পক্ষে এবং বিদ্রধিরোগে ঐ সকল দ্রব্য অতিপূজিত। মোরট (ছানার জল) মুখশোষ তৃষ্ণা দাহ রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক। চিনি-সংযুক্ত করিয়া খাইলে ইহা লঘু, বলকর ও রোচক হইয়া থাকে।

ইতি দুগ্ধবর্গ।

দধিবর্গ

দধিগুণাঃ

দধ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়ানুরসং গুরু। পাকেঽম্লং গ্রাহি পিত্তাস্র-শোথমেদঃকফপ্রদম্।। মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রতি-শ্যায়েশীতকে বিষমজ্বরে। অতীসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলশুক্রকৃৎ।।

দধির গুণ : দধি উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, কষায়ানুরস, গুরু, অম্লবিপাক, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, শোথ, মেদ ও কফবর্দ্ধক। দধি মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতকজ্বর, বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি ও কার্শ্যরোগে প্রশস্ত। ইহা বল ও শুক্রবর্দ্ধক।

গোদধিগুণাঃ

গব্যং দধি বিশেষেণ স্বাদু বল্যং রুচিপ্রদম্। পবিত্রং দীপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎ পবনাপহম্। উক্তং দধ্নামশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্।।

গব্য দধির গুণ : গব্যদধি অতি মধুররস, বলকারক, রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক ও বায়ুনাশক। সকলপ্রকার দধির মধ্যে গব্যদধিই শ্রেষ্ঠ।

মাহিষদধিগুণাঃ

মাহিষং দধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ। স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বৃষ্যং গুর্ব্বস্রদূষকম্।।

মাহিষদধির গুণ : মাহিষদধি অতিশয় স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকারক, বাতপিত্তনাশক, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দী, শুক্রকারক, গুরু ও রক্তদূষক।

ছাগদধিগুণাঃ

আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্। শস্যতে শ্বাসকাসার্শঃ-ক্ষয়কার্শ্যেষু দীপনম্।।

ছাগদধির গুণ : ছাগদধি অত্যন্ত সংগ্রাহী, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শ্বাস, কাস, অর্শ, ক্ষয় ও কার্শ্যরোগে প্রশস্ত।

শর্করাদিসহিতদধিগুণাঃ

সশর্করং দধি শ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহজিৎ। সগুড়ং বাতনুদ্ বৃষ্যং বৃংহণং তর্পণং গুরু।।

চিনি ও গুড়-সংযুক্ত দধির গুণ : চিনিমিশ্রিত দধি শ্রেষ্ঠ এবং তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক। গুড়যুক্ত দধি বাতনাশক, শুক্রজনক, পুষ্টিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকারক ও গুরুপাক।

রাত্রৌ দধিভোজননিষেধঃ

ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত ন চাপ্যঘৃতশর্করম্। নামুদ্গসূপং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণং নামলকৈর্বিনা।। শস্যতে দধি নো রাত্রৌ শস্তঞ্চাম্বুঘৃতান্বিতম্। রক্তপিত্তকফোত্থেষু বিকারেষু তু নৈব তৎ।।

রাত্রিতে দধিভোজন নিষেধ : রাত্রিতে দধিভোজন করিবে না। অন্য সময়েও ঘৃত, চিনি, মুদ্গযূষ, মধু বা আমলকীর রস ইহাদের কোন একটির সহিত মিশ্রিত না-করিয়া দধি খাইবে না। অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য সংযুক্ত করিয়া দধিপান করিবে। অগ্ন্যাদি দ্বারা উষ্ণ করিয়া দধিপান করিবে না। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে, রাত্রিতে দধি প্রশস্ত নহে, কিন্তু ঘৃত ও জল-সংযুক্ত করিয়া পান করিলে দোষ হয় না। রক্তপিত্ত ও কফোত্থ রোগে দধি সেব্য নহে।

সরস্য মস্তুনশ্চ লক্ষণং গুণাশ্চ

দধ্নস্তূপরি যো ভাগো ঘনঃ স্নেহসমন্বিতঃ। স লোকে সর ইত্যুক্তো দধ্নো মণ্ডস্তু মস্ত্বিতি।। সরঃ স্বাদুর্গুরুর্বৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ। সোঽম্লো বস্তিপ্রশমনঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ।। মস্তু ক্লমহরং বল্যং লঘু ভক্তাভিলাষকৃৎ। স্রোতোবিশোধনং হ্লাদি কফতৃষ্ণানিলাপহম্। অবৃষ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনত্তি মলসঞ্চয়ম্।।

দধির সর ও মাতের গুণ : দধির উপরিস্থ স্নেহসমন্বিত ঘনীভূত পদার্থকে দধির সর বলা যায় এবং দধির মণ্ডকে মস্তু বা মাত বলে। দধির সর মধুররস, গুরুপাক ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহা বায়ু ও অগ্নিনাশক। ঐ সর অম্লরসান্বিত হইলে বস্তিশোধক এবং পিত্ত ও কফের বর্দ্ধক হইয়া থাকে। দধির মাত ক্লান্তিনাশক, বলকারক, লঘু, অন্নাভিলাষজনক, স্রোতসমূহের শোধনকারক, আহ্লাদজনক, কফঘ্ন, পিপাসানাশক, বাতাপহারক, অবৃষ্য ও প্রীতিজনক। ইহা শীঘ্রই সঞ্চিত মল বিরেচিত করিয়া থাকে।

ইতি দধিবর্গ।

তক্রবর্গ

তক্রম্

ঘোলন্তু মথিতং তক্রমুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপি চ। সসরং নির্জ্জলং ঘোলং মথিতন্ত্বসরোদকম্।। তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদশ্বিৎ ত্বর্দ্ধবারিকম্। ছচ্ছিকা সারহীনা স্যাৎ স্বচ্ছা প্রচুরবারিকা।। ঘোলন্তু শর্করাযুক্তং গুণৈর্জ্ঞেয়ং রসালবৎ। বাতপিত্তহরং ঘোলং মথিতং কফপিত্তনুৎ।। তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং লঘু। বীর্য্যোষ্ণং দীপনং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম। গ্রহণ্যাদিমতাং পথ্যং ভবেৎ সংগ্রাহি লাঘবাৎ।। কিঞ্চ স্বাদুর্বিপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্। কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্ রৌক্ষ্যচ্চাপি কফাপহম্।। ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ। যথা সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ।। উদশ্বিৎ কফকৃদ্ বল্যং শ্রমঘ্নং পরমং মতম্। ছচ্ছিকা শীতলা লঘ্বী পিত্তশ্রমতৃষাহরী। বাতনুৎ কফকৃৎ সা তু দীপনী লবণান্বিতা।।

ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা, এই পাঁচটি তক্রের ভেদ। তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে। সরবিহীন নির্জ্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে মথিত বলে। চতুর্থাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে তক্র ও অর্দ্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহু পরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে-স্বচ্ছ পদার্থ থাকে, তাহাকে ছচ্ছিকা বলা যায়। চিনি-সংযুক্ত ঘোল রসালের ন্যায় গুণকারী।

ঘোল বায়ু ও পিত্তনাশক। মথিত কফ ও পিত্তনাশক। তক্র ধারক, কষায়-অম্ল-মধুররস, মধুরবিপাক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক ও বায়ুনাশক। ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত

ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর। পরন্তু তক্র লঘু বলিয়া ধারক, বিপাকে মধুর হয় বলিয়া তাহা পিত্তপ্রকোপক নহে। কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, অবিকাশিত্ব এবং রুক্ষতাহেতু তক্র কফ নষ্ট করিয়া থাকে। তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না এবং তক্র সেবন করিলে কোন রোগে আক্রান্ত হইতে হয় না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন অমৃতপান দেবগণের সুখাবহ, তদ্রূপ তক্রপান মানবগণের সুখপ্রদ হয়।

উদশ্বিৎ কফবর্দ্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক। ছচ্ছিকা শীতবীর্য্য, লঘু, কফকারক এবং পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ুনাশক। উহা লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপ্তিকারক হইয়া থাকে।

উদ্ধৃতঘৃতস্তোকোদ্ধৃতঘৃতানুদ্ধৃতঘৃতানাং তক্রানাং গুণাঃ

সমুদ্ধৃতঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ। স্তোকো তঘৃতং তস্মাদ্ গুরু বৃষ্যং কফাবহম্। অনুদ্ধৃতঘৃতং সান্দ্রং গুরু পুষ্টিকফপ্রদম্।।

যে-তক্রের ঘৃত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু। যে-তক্রের ঘৃত অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা উহা অপেক্ষা গুরু, বৃষ্য এবং কফজনক। যে-তক্র হইতে একেবারে ঘৃত উদ্ধৃত করা হয় না, তাহা ঘন গুরু পুষ্টিকারক এবং কফজনক হইয়া থাকে।

দোষবিশেষে ব্যাধিবিশেষে চ তক্রবিশেষাঃ

বাতেঽম্লং শস্যতে তক্রং শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুতম্। পিত্তে স্বাদু সিতাযুক্তং সব্যোষমধিকে কফে।। হিঙ্গুজীরযুতং ঘোলং সৈন্ধবেন চ সংযুতম্। ভবেদতীব বাতঘ্নমর্শোঽতিসারহৃৎ পরম্।। রুচিদং পুষ্টিদং বল্যং বস্তিশূল-বিনাশনম্। মূত্রকৃচ্ছ্রে তু সগুড়ং পাণ্ডুরোগে সচিত্রকম্।।

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুণ্ঠী ও সৈন্ধব-সমন্বিত অম্লরসযুক্ত তক্র প্রশস্ত। পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনি-সংযুক্ত মধুররসান্বিত ঘোল ব্যবহার্য্য। কফ-উপশমের নিমিত্ত ত্রিকটু-সংযুক্ত ঘোল প্রযোজ্য। হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধব-সংযুক্ত ঘোল অত্যন্ত বায়ুনাশক, রুচিজনক, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ, বস্তিগত শূলনাশক। ইহা অর্শ ও অতিসার বিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে গুড়ের সহিত এবং পাণ্ডুরোগে চিতামূলের সহিত ঘোল প্রযোজ্য।

অপক্কতক্রগুণাঃ

তক্রমামং কফং কোষ্ঠে হন্তি কণ্ঠে করোতি চ। পীনসশ্বাসকাসাদৌ পক্কমেব প্রযুজ্যতে।।

অপক্ক তক্র কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত কফের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পক্ক তক্র পীনস, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

তক্রসেবননিমিত্তানি

শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ তথা বাতাময়েষু চ। অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপমম্।। তৎ তু হন্তি গরচ্ছর্দ্দি প্রসেকবিষমজ্বরান্। পাণ্ডুমেদোগ্রহণ্যর্শো মূত্রগ্রহভগন্দরান্।। মেহং গুল্মমতীসারং শূল-প্লীহোদরারুচীঃ। শ্বিত্রকোষ্ঠগতব্যাধীন্ কুষ্ঠশোথতৃষাক্রিমীন্।।

শীতকাল, মন্দাগ্নি, বায়ুরোগ ও অরুচিরোগে এবং স্রোতসকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকার করে। ইহা গরদোষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদ, গ্রহণী, অর্শ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, প্রমেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদর, অরুচি, শ্বিত্র, কোষ্ঠগত রোগ, কুষ্ঠ, শোথ, পিপাসা ও ক্রিমি বিনষ্ট করিয়া থাকে।

তক্রস্যাবিষয়াঃ

নৈব তক্রং ক্ষতে দদ্যান্নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে। ন মূর্চ্ছাভ্রমদাহেষু ন রোগে রক্তপিত্তজে।।

ক্ষতরোগে, গ্রীষ্মকালে, দুর্ব্বল ব্যক্তিকে, মূর্চ্ছারোগে, ভ্রমরোগে, দাহরোগে এবং রক্তপিত্তে তক্রপ্রয়োগ করিবে না।

গব্যাদীনাং তক্রাণাং বিশিষ্টা গুণাঃ

যান্যুক্তানি দধীন্যষ্টৌ তদ্গুণং তক্রমাদিশেৎ।।

গব্য দধি প্রভৃতি ৮ প্রকার দধির যেরূপ গুণ কথিত হইয়াছে, তত্তজ্জাত তক্রেরও সেই-সেই গুণ জানিবে।

ইতি তক্রবর্গ।

নবনীতবর্গ

নবনীতস্য নামানি গুণাশ্চ

মৃক্ষণং সরজং হৈয়ঙ্গবীনং নবনীতকম্। নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ।। সংগ্রাহি বাতপিত্তাসৃক্-ক্ষয়ার্শোঽর্দ্দিতকাসহৃৎ। তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ।।

মৃক্ষণ, সরজ, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ের শব্দ। মাখন ইহার প্রচলিত নাম। গব্য নবনীত হিতজনক, শুক্রকারক, বর্ণপ্রসাদক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, ধারক এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শ, অর্দ্দিত, বায়ু ও কাসনাশক। নবনীত বালক ও বৃদ্ধ সকলেরই উপকারী, বিশেষত ইহা শিশুর পক্ষে অমৃততুল্য।

মাহিষনবনীতগুণাঃ

নবনীতং মহিষ্যাস্তু বাতশ্লেষ্মকরং গুরু। দাহপিত্তশ্রমহরং মেদঃশুক্রবিবর্দ্ধনম্।।

মাহিষ নবনীত বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক, গুরু, মেদোবর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং ইহা দাহ, পিত্ত ও শ্রমনাশক।

পয়সো নবনীতস্য গুণাঃ

দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ। বৃষ্যং বল্যমতিস্নিগ্ধং মধুরং গ্রাহি শীতলম্।।

দুগ্ধোদ্ভূত নবনীত চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয় স্নিগ্ধ, মধুররস, ধারক ও শীতবীর্য্য।

নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদু গ্রাহি হিমং লঘু। মেধ্যং কিঞ্চিৎ কষায়াম্লমীষত্তক্রাংশসংক্রমাৎ।।

সদ্য-উদ্ধৃত নবনীত মধুররস, ধারক, শীতবীর্য্য, লঘু ও মেধাজনক। অল্প তক্রাংশ সংযুক্ত থাকায় এই নবনীত কিঞ্চিৎ কষায়াম্লরস হইয়া থাকে।

চিরন্তননবনীতগুণাঃ

সক্ষারকটুকাম্লত্বাচ্ছর্দ্দ্যর্শঃকুষ্ঠকারকম্। শ্লেষ্মলং গুরু মেদস্যং নবনীতং চিরন্তনম্।।

বহুকালোৎপন্ন নবনীত গুরু, কফকারক ও মেদোবর্দ্ধক এবং ইহা ক্ষার-সংযুক্ত কটু-অম্লরস বলিয়া বমি, অর্শ ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

ইতি নবনীতবর্গঃ।

ঘৃতবর্গ

ঘৃতস্য নামানি গুণাশ্চ

ঘৃতমাজ্যং হবিঃ সর্পিঃ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ। ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্।। শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী-পাপপিত্তানিলাপহম্। অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবুদ্ধিকৃৎ।। স্বরস্মৃতিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং বলকৃদ্ গুরু। উদাবর্ত্তজ্বরোন্মাদ-শূলানাহব্রণান্ হরেৎ। স্নিগ্ধং কফকরং রক্ষঃক্ষয়বীসর্পরক্তনুৎ।।

ঘৃত, আজ্য, হবি ও সর্পি এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। ঘৃত রসায়ন, মধুররস, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, শীতবীর্য্য, অল্প অভিষ্যন্দী, কান্তিজনক, ওজোধাতুবর্দ্ধক, তেজস্কর, লাবণ্যবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বরবর্দ্ধক, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, বলজনক, গুরু, স্নিগ্ধ, কফকর, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা বিষ, অলক্ষ্মী, পাপ, পিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, ক্ষয়, বীসর্প ও রক্তদোষনাশক।

গব্যঘৃতস্য গুণাঃ

গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ। স্বাদুপাকরসং শীতং বাতপিত্তকফাপহম্।। মেধালাবণ্যকান্ত্যোজ-স্তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্। অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু।। বল্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্। সুগন্ধং রোচনং চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্।।

গব্যঘৃত চক্ষুর অত্যন্ত হিতকারক, শুক্রজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, কফাপহারক, মেধাজনক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজোধাতুবর্দ্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর, অলক্ষ্মী (দৌর্ভাগ্য)-বিনাশক, পাপহারক, রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুষ্কর, মঙ্গলজনক, রসায়ন, সুগন্ধ, রুচিকারক ও মনোজ্ঞ। ইহা সমস্ত ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মাহিষঘৃতগুণাঃ

মাহিষন্তু ঘৃতং স্বাদু পিত্তরক্তানিলাপহম্। শীতলং শ্লেষ্মলং বৃষ্যং গুরু স্বাদু বিপচ্যতে।।

মাহিষঘৃত মধুররস, রক্তপিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, শীতবীর্য্য, কফকারক, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু এবং বিপাকে মধুর।

ছাগঘৃতগুণাঃ

আজমাজ্যং করোত্যগ্নিং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্। কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি হিতং পাকে ভবেৎ কটু।।

ছাগঘৃত অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, বলবর্দ্ধক, কটুবিপাক এবং ইহা কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মারোগে হিতকর।

ঔষ্ট্রঘৃতগুণাঃ

ঔষ্ট্রং কটু ঘৃতং পাকে শোষক্রিমিবিষাপহম্। দীপনং কফবাতঘ্নং কুষ্ঠগুল্মোদরাপহম্।।

উষ্ট্রীঘৃত কটুবিপাক, অগ্নিদীপ্তিকারক এবং ইহা শোষ, ক্রিমি, বিষদোষ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগনাশক।

পাকে লঘ্বাবিকং সর্পিঃ সর্ব্বরোগবিনাশনম্। বৃদ্ধিং করোতি চাস্থীনামশ্মরীশর্করাপহম্। চক্ষুষ্যমগ্নিধুক্ষণং বাতদোষনিবারণম্।।

মেষীঘৃত লঘুপাক, সর্ব্বরোগঘ্ন, অস্থিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, জঠরাগ্নির উত্তেজক এবং ইহা অশ্মরী, শর্করা ও বাতদোষনাশক।

নারীঘৃতগুণাঃ

কফেঽনিলে যোনিদোষে পিত্তে রক্তে চ তদ্ধিতম্। চক্ষুষ্যমগ্র্যং স্ত্রীণাং বা সর্পিঃ স্যাদমৃতোপমম্।।

নারীদুগ্ধজাত ঘৃত চক্ষুর শ্রেষ্ঠ হিতকর এবং ইহা কফ, বায়ু, যোনিব্যাপৎ, রক্তদুষ্টি ও পিত্তে হিতকারক। ইহা অমৃততুল্য গুণকারী।

বৃদ্ধিং করোতি দেহাগ্নের্লঘু পাকে বিষাপহম্। তর্পণং নেত্ররোগঘ্নং দাহনুদ্ বড়বাঘৃতম্।।

ঘোটকীদুগ্ধজাত ঘৃত : দেহ ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক, লঘুপাক, তৃপ্তিকর এবং বিষদোষ, নেত্ররোগ ও দাহরোগনাশক। (গর্দ্দভ প্রভৃতি একশফ জন্তুর ঘৃতও উক্তবিধ গুণযুক্ত)।

দুগ্ধঘৃতস্য গুণাঃ

ঘৃতং দুগ্ধভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগহৃৎ। নিহন্তি পিত্তদাহাস্র-মদমূর্চ্ছাভ্রমানিলান্।।

দুগ্ধমন্থনোদ্ভূত ঘৃত ধারক, শীতবীর্য্য এবং ইহা নেত্ররোগ, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, মদরোগ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও বায়ুনাশক।

হ্যস্তনদধিজঘৃতগুণাঃ

হবির্হ্যস্তনদুগ্ধোত্থং তৎ স্যাদ্ধৈয়ঙ্গবীনকম্। হৈয়ঙ্গবীনং চক্ষুষ্যং দীপনং রুচিকৃৎ পরম্। বলকৃদ্ বৃংহণং বৃষ্যং বিশেষাজ্জ্বরনাশনম্।।

গতদিবসীয় দুগ্ধোদ্ভব ঘৃতকে হৈয়ঙ্গবীন বলা যায়। হৈয়ঙ্গবীন চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, অত্যন্ত রুচিকর, বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ও শুক্রবর্দ্ধক। ইহা জ্বরে অত্যন্ত উপকার করে।

পুরাণঘৃতস্য গুণাঃ

বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তৎ ত্রিদোষনুৎ। মূর্চ্ছাকুষ্ঠবিষোন্মাদাপস্মারতিমিরাপহম্।। যথা যথাখিলং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ। তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম্।।

সংবৎসরোষিত ঘৃতকে পুরাতন ঘৃত বলা যায়। পুরাতন ঘৃত ত্রিদোষনাশক এবং ইহা মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ,

বিষ, উন্মাদ, অপস্মার ও তিমিররোগ নষ্ট করিয়া থাকে। উপরি উক্ত সমস্ত ঘৃতই যত অধিক পুরাতন হইবে, ততই তাহাদের গুণের আধিক্য হইবে।

নূতনস্য ঘৃতস্য বিষয়াঃ

যোজয়েন্নবমেবাজ্যং ভোজনে তর্পণে শ্রমে। বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলানেত্ররোগয়োঃ।।

ভোজন, তর্পণ, শ্রম, বলক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও নেত্ররোগে নূতন ঘৃত ব্যবহার করিবে।

ঘৃতপ্রয়োগাস্যাবিষয়াঃ

রাজযক্ষ্মণি বালে চ বৃদ্ধে শ্লেষ্মকৃতে গদে। রোগে সামে বিসূচ্যাঞ্চ বিবন্ধে চ মদাত্যয়ে। জ্বরে চ দহনে মন্দে ন সর্পির্বহু মন্যতে।।

রাজযক্ষ্মা, কফজ রোগ, আমজন্য রোগ, বিসূচিকা, বিবন্ধ, মদাত্যয়, জ্বর ও মন্দাগ্নি, এই সকল রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত উপকারী নহে।

ইতি ঘৃতবর্গ।

মূত্রবর্গ

গোমূত্রগুণাঃ

গোমূত্রং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণ-ক্ষারং তিক্তং কষায়কম্। লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তকৃৎ কফবাতহৃৎ।। শূল-গুল্মোদরানাহ-কণ্ডবক্ষিমুখরোগজিৎ। কিলাসগদবাতাম্-বস্তিরুক্‌কুষ্ঠনাশনম্। কাসশ্বাসাপহং শোথ-কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ।। কণ্ডুকিলাসগদশূলমুখাক্ষিরোগান্ গুল্মাতিসারমরুদাময়মূত্ররোধান্। কাসং সকুষ্ঠজঠরক্রিমিপাণ্ডুরোগান্ গোমূত্রমেকমপি পীতমপাকরোতি।। সর্ব্বেষ্বপি চ মূত্রেষু গোমূত্রং গুণতোঽধিকম্। অতোঽবিশেষাৎ কথনে মূত্রং গোমূত্রমুচ্যতে।। প্লীহোদরশ্বাসকাস-শোথবর্চ্চোগ্রহাপহম্। শূলগুল্মরুজানাহ-কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ। কষায়ং তিক্ততীক্ষ্ণঞ্চ পূরণাৎ কর্ণশূলনুৎ।।

গোমূত্র সক্ষার, কটু-তিক্ত-কষায়রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, মেধাজনক, পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডূ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কিলাসরোগ, আমবাত, বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক।

গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে যে গোমূত্র পান করিলে কণ্ডূ, কিলাস, শূল, মুখরোগ, নেত্ররোগ, গুল্ম, অতিসার, বাতরোগ, মূত্রাঘাত, কাস, কুষ্ঠ, উদর, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

সকল মূত্র হইতে গোমূত্র শ্রেষ্ঠ, অতএব যে-স্থলে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট না-করিয়া কেবল 'মূত্র' বলিয়া কথিত হইবে, সে স্থলে গোমূত্র প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যে গোমূত্র কষায়-তিক্তরস, তীক্ষ্ণ এবং ইহা প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, মলবদ্ধতা, শূল, গুল্মরোগ, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক। গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি মূত্রবর্গ।

তৈলবর্গ

তৈলস্য স্বরূপনিরূপণম্

তিলাদিস্নিগ্ধবস্তুনাং স্নেহস্তৈলমুদাহৃতম্। তৎ তু বাতহরং সর্ব্বং বিশেষাৎ তিলসম্ভবম্।।

তিল প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্যের স্নেহকে তৈল বলা যায়। সকলপ্রকার তৈলই বায়ুনাশক, কিন্তু সাধারণ তিলোদ্ভব তৈল বায়ুনাশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তিলতৈলগুণাঃ

তিলতৈলং গুরু স্থৈর্য্য-বলবর্ণকরং সরম্। বৃষ্যং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ।। সূক্ষ্মং কষায়ানুরসং তিক্তং বাতকফাপহম্। বীর্য্যোষ্ণং হিমং স্পর্শে বৃংহণং রক্তপিত্তকৃৎ।। লেখনং বদ্ধবিণ্মূত্রং গর্ভাশয়-বিশোধনম্। দীপনং বুদ্ধিদং মেধ্যং ব্যবায়ি ব্রণমেহনুৎ।। শ্রোত্রযোনিশিরঃশূলনাশনং লঘুতাকরম্। ত্বচ্যং কেশ্যঞ্চ চক্ষুষ্যমভ্যঙ্গে ভোজনেঽন্যথা।। ছিন্নভিন্নচ্যুতোৎপিষ্ট-মথিতে ক্ষতপিচ্চিতে। ভগ্নস্ফুটিতবিদ্ধাগ্নি-দগ্ধবিশ্লিষ্টদারিতে।। তথাভিহতনির্ভুগ্ন-মৃগব্যাঘ্রাদিবিক্ষতে। বস্তৌ পানেঽন্নসংস্কারে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে। সেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে।। (ননু বৃংহণলেখনয়োঃ কথং সামানাধিকরণ্যমিত্যাহ) রুক্ষাদি-দুষ্টপবনঃ স্রোতঃ সঙ্কোচয়েদ্ যদা। রসোঽসম্যগ্ বহন কার্শ্যং কুর্য্যাদ্রক্তাদ্যবর্দ্ধয়ন্।। তেষু প্রবেষ্টুং সরত্ব-সৌক্ষ্ম্যস্নিগ্ধত্বমার্দ্দবৈঃ। তৈলং ক্ষমং রসং নেতুং কৃশানাং তেন বৃংহণম্।। ব্যবায়িসূক্ষ্মতীক্ষ্ণোষ্ণ-সরত্বৈর্মেদসঃ ক্ষয়ম্। শনৈঃ প্রকুরুতে তৈলং তেন লেখনমীরিতম্।। দ্রুতং পুরীষং বধ্নাতি স্খলিতং তৎ প্রবর্ত্তয়েৎ। গ্রাহকং সারকঞ্চাপি তেন তৈলমুদীরিতম্।। ঘৃতমদাৎ পরং পক্বং হীনবীর্য্যং প্রজায়তে। তৈলং পক্বমপক্বং বা চিরস্থায়ি গুণাধিকম্।।

তিলতৈল গুরু, শরীরে স্থিরতা-সম্পাদক, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, সরগুণান্বিত, শুক্রজনক, বিকাশি-গুণযুক্ত, বিশদগুণান্বিত, ঈষৎ কষায়-সংযুক্ত মধুর-তিক্তরস, মধুরবিপাক, সূক্ষ্মমার্গানুসারী, বাতঘ্ন, কফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শশীতল, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্তজনক, লেখনগুণযুক্ত, মলমূত্ররোধক, গর্ভাশয়ের শোধক, অগ্নিদীপ্তিকর, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজনক, ব্যবায়ী, ব্রণঘ্ন, মেহনাশক, কর্ণশূল, যোনিশূল ও শিরঃশূলাপহারক এবং শরীরের লঘুতা-সম্পাদক। তিলতৈলাভ্যঙ্গে চর্ম্মের, কেশের ও চক্ষুর হিতসাধন হয়, কিন্তু ভোজন দ্বারা অহিত হইয়া থাকে। উহা ছিন্ন, ভিন্ন, সন্ধিচ্যুত, উৎপিষ্ট, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, বিদারিত, অভিহত ও নির্ভুগ্ন এবং মৃগ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি কর্ত্তৃক বিক্ষত ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপকারী। বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অন্নসংস্কারে, নস্যে, কর্ণপূরণে, অক্ষিপূরণে, পরিষেকে, অভ্যঙ্গে ও অবগাহনে তিলতৈল প্রশস্ত।

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে এক বস্তুতে কীরূপে বৃংহণ ও লেখন এই বিরোধী গুণ থাকিতে পারে? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে যৎকালে রুক্ষদ্রব্যাদি সেবন দ্বারা শরীরস্থ বায়ু দূষিত হইয়া স্রোতসমূহকে সঙ্কোচিত করে, তখন সম্যক্প্রকারে রস প্রবাহিত হইতে পারে না, সুতরাং রক্তাদি বৃদ্ধি হওয়ার

প্রতিবন্ধকতা-প্রযুক্ত শরীরে কৃশতা হইয়া থাকে। সরত্ব, সূক্ষ্মত্ব, স্নিগ্ধত্ব ও মৃদুত্বগুণ থাকা-প্রযুক্ত তিলতৈল স্রোতোমার্গে প্রবেশ করিয়া রসবহন করিতে সমর্থ হয়, এ কারণে কৃশব্যক্তির পক্ষে তৈল পুষ্টিকারক হইয়া থাকে। ব্যবায়ী, সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও সরগুণ দ্বারা তৈল ক্রমে-ক্রমে মেদোধাতুর ক্ষয় করিয়া থাকে, এ কারণে তৈলকে লেখনগুণসম্পন্ন বলা যায়। তৈলব্যবহার দ্বারা পুরীষ শীঘ্র রুদ্ধ হয়, এ কারণে উহাকে গ্রাহী এবং স্খলিতমল বিরেচিত হয়, এ কারণে উহাকে সারক বলা যাইতে পারে। পক্বঘৃত এক বৎসরের অধিক হইলে হীনবীর্য্য হয়, কিন্তু তৈল পক্বই হউক বা অপক্বই হউক, যত অধিক দিন স্থায়ী হইবে, ততই তাহার গুণাধিক্য হইবে।

সার্ষপতৈলগুণাঃ

দীপনং সার্ষপং তৈলং কটুপাকং রসং লঘু। লেখনং স্পর্শবীর্য্যোষ্ণং তীক্ষ্ণং পিত্তাস্রদূষকম্।। কফ-মেদোঽনিলার্শোঘ্নং শিরঃকর্ণাময়াপহম্। কণ্ডুকুষ্ঠক্রিমিশ্বিত্র-কোঠদুষ্টব্রণপ্রণুৎ। তদ্‌বদ্ রাজিকয়োস্তৈলং বিশেষান্মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ।।

সর্ষপতৈল অগ্নিদীপ্তিকারক, কটুরস, লঘু, কৃশতাকারক, উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ ও রক্তপিত্তপ্রকোপক। ইহা কফ, মেদ, বায়ু, অর্শ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র, কোঠ ও দুষ্টব্রণনাশক। কৃষ্ণ ও আরক্ত রাইসর্ষপ-সম্ভূত তৈল উক্তরূপ গুণসম্পন্ন, কিন্তু তাহা মূত্রকৃচ্ছ্রকারক।

তুবরীতৈলগুণাঃ

তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরীতৈলং লঘু গ্রাহি কফাস্রজিৎ। বহ্নিকৃদ্ বিষহৃৎ কণ্ডু-কুষ্ঠকোঠক্রিমিপ্রণুৎ। মেদোদোষা-পহঞ্চাপি ব্রণশোথহরং পরম্।।

রাইসরিষার তৈল : তুবরীতৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, ধারক, অগ্নিবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, রক্তদোষ, বিষদোষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি, মেদোদোষ, ব্রণ ও শোথনাশক।

অতসীতৈলগুণাঃ

অতসীতৈলমাগ্নেয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কফপিত্তকৃৎ। কটুপাকমচক্ষুষ্যং বল্যং বাতহরং গুরু।। মলকৃদ্রসতঃ স্বাদু গ্রাহি ত্বগ্‌দোষহৃদ্ ঘনম্। বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণস্য পূরণে। অনুপানবিধৌ চাপি প্রযোজ্যং বাত-শান্তয়ে।।

মসিনাতৈল : মসিনার তৈল অগ্নিগুণবহুল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, কটুবিপাক, চক্ষুর অহিতকারক, বলজনক, বায়ুনাশক, গুরু, মলবর্দ্ধক, মধুররস, ধারক, ত্বগ্‌দোষনাশক ও ঘন। বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অভ্যঙ্গে, নস্যে, কর্ণপূরণে, অনুপানে ও বায়ুশান্তির নিমিত্ত ইহা প্রযোজ্য।

কুসুম্ভতৈলগুণাঃ

কুসুম্ভতৈলমম্লং স্যাদুষ্ণং গুরু বিদাহি চ। চক্ষুর্ভ্যামহিতং বল্যং রক্তপিত্তকফপ্রদম্।।

কুসুমবীজের তৈল : কুসুম্ভতৈল অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, গুরু, বিদাহী, চক্ষুর অহিতজনক, বলকারক এবং রক্তপিত্ত ও কফপ্রদায়ক।

খসবীজতৈলগুণাঃ

তৈলন্তু খসবীজানাং বৃল্যং বৃষ্যং গুরু স্মৃতম্। বাতহৃৎ কফহৃচ্ছীতং স্বাদুপাকরসঞ্চ তৎ।।

পোস্তদানার তৈল : পোস্তের তৈল বলজনক, পুষ্টিকারক, গুরু, বায়ুনাশক, কফঘ্ন, শীতবীর্য্য, মধুররস এবং মধুরবিপাক।

এরণ্ডতৈলগুণাঃ

এরণ্ডতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং দীপনং পিচ্ছিলং গুরু। বৃষ্যং ত্বচ্যং বয়ঃস্থাপি মেধাকান্তিবলপ্রদম্।। কষায়ানুরসং সূক্ষ্মং যোনিশুক্রবিশোধনম্। বিস্রং স্বাদু রসে পাকে সতিক্তং কটুকং সাম্।। বিষমজ্বরহৃদ্রোগ-পৃষ্ঠ-গুহ্যাদিশূলনুৎ। হন্তি বাতোদরানাহ-গুল্মাষ্ঠীলাকটীগ্রহান্।। বাতশোণিতবিড়্বন্ধ-ব্রধ্ন শোথামবিদ্রধীন্। আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ। এক এব নিহন্তায়ম্‌ণ্ডেরণ্ডস্নেহকেশরী।।

ভেরেণ্ডার তৈল : তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, পিচ্ছিল, গুরু, শুক্রকারক, চর্ম্মের হিতসম্পাদক, বয়ঃস্থাপক, মেধাজনক, কান্তি ও বলপ্রদ, ঈষৎ কষায়-সংযুক্ত মধুর-তিক্ত-কটুরস, সূক্ষ্ম, যোনি ও শুক্রশোধক, আমগন্ধি, মধুরবিপাক, সারক এবং ইহা বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠ ও গুহ্যাদিগত শূল, বাতোদর, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটীগ্রহ, বাতরক্ত, মলবদ্ধতা, ব্রধ্ন , শোথ ও অপক্ক বিদ্রধিনাশক। এই এরণ্ডতৈলরূপ কেশরীই শরীর-বনচারী-আমবাতরূপ গজেন্দ্রের একমাত্র নিয়ন্তা।

রালতৈলগুণাঃ

তৈলং সর্জ্জরসোদ্ভূতং বিস্ফোটব্রণনাশনম্। কুষ্ঠপামাক্রিমিহরং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্।।

ধূনার তৈল : ইহা বিস্ফোট, ব্রণ, কুষ্ঠ, খোসপাঁচড়া, ক্রিমি ও বাতশ্লেষ্ম-জন্য রোগ বিনাশ করে।

শীতাংশু তৈলম্

কর্পূরতৈলং দ্বৈপেয়ং সৌগন্ধিকমথৈলকম্। শীতাংশুতৈলং পর্ণোত্থং শ্যাবতৈলমপি স্মৃতম্।। শীতাংশু-তৈলমাক্ষেপ-শমনং বায়ুনাশনম্। স্বেদনং শূলহৃচ্চোগ্রং জ্বরঘ্নং কফনুৎ পরম্।। আমবাতে তথাধ্মানে জ্বরে চ শিরসো গদে। দন্তরোগে চ ভগ্নে চ দ্বৈপেয়ং পরিযুজ্যতে।।

কাজিপুট তৈল : কর্পূরতৈল, দ্বৈপেয়, সৌগন্ধিক, ঐলক, শীতাংশুতৈল, পর্ণোত্থ ও শ্যাবতৈল, এইগুলি কাজিপুট তৈলের সংস্কৃত নাম। কাজিপুট তৈল আক্ষেপনাশক, বায়ুশান্তিকর, স্বেদজনক, শূলপ্রশমক, উগ্রবীর্য্য, জ্বরঘ্ন ও কফনাশক। ইহা আমবাত, উদরাধ্মান, জ্বর, শিরঃপীড়া, দন্তরোগ ও ভগ্নরোগে প্রযোজ্য।

সর্ব্বতৈলগুণাঃ

তৈলং স্বযোনিগুণকৃদ্ বাগ্‌ভটেনাখিলং মতম্। অতঃ শেষস্য তৈলস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিবৎ।।

বাগ্‌ভট বলেন যে-যে দ্রব্য হইতে যে-যে তৈল উৎপন্ন হয়, সেই-সেই তৈল তত্তদ্ দ্রব্যের গুণানুকারী হইয়া থাকে, অতএব যে-সকল তৈলের গুণ উল্লিখিত হইল না, তাহাদের গুণ উপাদান-কারণের তুল্য বুঝিতে হইবে।

ইতি তৈলবর্গ।

সন্ধানবর্গ

মদ্যম্

মদ্যং বহুবিধং প্রোক্তং তন্নাম মদিরা সুরা । বারুণীরা মহানন্দা তত্ত্বকারণমাণিকাঃ।। অমৃতা মাধবী মত্তা মদনী মোদিনী মধু। হলিপ্রিয়া দেবসৃষ্টা কামিনী কপিশীত্যপি।।

মদ্য : মদিরা, সুরা, বারুণী, ইরা, মহানন্দা, তত্ত্ব, কারণ, মাণিক, অমৃতা, মাধবী, মত্তা, মদনী, মোদিনী, মধু, হলিপ্রিয়া, দেবসৃষ্টা, কামিনী ও কপিশী প্রভৃতি শব্দ মদ্যের পর্য্যায়। মদ্য অনেকপ্রকার, তন্মধ্যে নিম্নে কতকগুলির বিবরণ লিখিত হইতেছে।

ধাতকী গুড়মুখ্যা যা গৌড়ী সা মদিরোচ্যতে। তীক্ষ্ণোষ্ণা মধুরা গৌড়ী বাতঘ্নী বলপিত্তকৃৎ। কান্তিতৃপ্তিকরী পথ্যা বহ্নিকামপ্রদীপনী।।

ধাইফুল ও গুড় প্রভৃতি দ্বারা সন্ধানক্রিয়োক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুতীকৃত মদিরাকে গৌড়ী বলে। গৌড়ী মদিরা তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস, বায়ুনাশক, পিত্তকর, বলপ্রদ, কান্তিবর্দ্ধক, তৃপ্তিকর, পথ্য, বহ্নিবর্দ্ধক ও কামোদ্দীপক।

মধ্বাদিবিহিতা যা তু মাধ্বী সা মদিরোচ্যতে। নাত্যুষ্ণা মধুরা মাধ্বী পিত্তানিলনিসূদনী। কামলাপাণ্ডুগুল্মার্শঃ-প্রমেহপ্লীহঘাতিনী।।

মধু প্রভৃতি দ্বারা সন্ধিত মদিরাকে মাধ্বী বলা যায়। মাধ্বী অনতি-উষ্ণ মধুররস এবং বায়ু, পিত্ত, কামলা, পাণ্ডু, গুল্ম, অর্শ, প্রমেহ ও প্লীহরোগনাশক।

পৈষ্টী

কৃতা বহুবিধৈর্ধান্যৈঃ পৈষ্টীতি মদিরোচ্যতে। কট্বম্লা বাতকফকৃৎ তীক্ষ্ণা গৌড়ীসমা চ সা।।

বহুবিধ ধান্য দ্বারা কৃত মদিরাকে পৈষ্টী বলে। ইহা কটু ও অম্লাস্বাদ, বাতশ্লেষ্মনাশক, তীক্ষ্ণবীর্য্য ও গৌড়ীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

কাদম্বরীতি কথিতা নানাদ্রব্যকদম্বজা। কাদম্বরী সুমধুরা শ্রমপিত্তপ্রণাশিনী।।

নানা দ্রব্য-কৃত মদিরার নাম কাদম্বরী। ইহা সুমধুর, শ্রান্তিহর ও পিত্তঘ্ন।

মাধূকী

মধূকপুষ্পজাতা যা মাধূকী সা নিগদ্যতে। মাধূকী মাদিনী বল্যা পুষ্টিকৃৎ কামবর্দ্ধনী।।

মউলফুল হইতে প্রস্তুত সুরাকে মাধূকী বলে। ইহা মাদক, বলকর, পুষ্টিকারক ও কামবর্দ্ধক।

মৈরেয়ী

মালূরমূলং বদরী শর্করা চ তথৈব চ। এষামেকত্র সন্ধানান্মৈরেয়ী মদিরা মতা। মৈরেয়ী বাতহৃদ্ বল্যা জ্বরঘ্নী বহ্নিদীপনী।।

বিল্বমূল, কুল ও চিনি ইহাদের সন্ধানক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মৈরেয়ী বলে। মৈরেয়ী সুরা বায়ুনাশক, বলকর, জ্বরঘ্ন ও অগ্নিপ্রদীপক।

মার্দ্বীকম্

মৃদ্বীকাভিঃ কৃতং মদ্যং মার্দ্বীকমিতি চোচ্যতে। মার্দ্বীকমবিদাহিত্বান্মধুরান্বয়তস্তথা। রক্তপিত্তেঽপি সততং বুধৈর্ন প্রতিষিধ্যতে।। মধুরং তদ্ধি রুক্ষঞ্চ কষায়ানুরসং লঘু। লঘুপাকি সরং শোষ-বিষমজ্বরনাশনম্।।

মৃদ্বীকা (দ্রাক্ষা)-কৃত যে-মদ্য, তাহাকে মার্দ্বীক বলে। মার্দ্বীক মধুররস, রুক্ষ, কষায়ানুরস, লঘু, লঘুপাকী,

সারক, শোষ ও বিষমজ্বরনাশক। ইহা অবিদাহী ও মধুররসান্বিত বলিয়া পণ্ডিতেরা রক্তপিত্তরোগেও প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

সর্ব্বাসাং সুরাণাং সামান্যগুণাঃ

রোচনং দীপনং হৃদ্যং স্বরবর্ণপ্রসাদনম্। প্রীণনং বৃংহণং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম।। স্বাপনং নষ্টনিদ্রাণাং মূকানাং বাগ্‌বিবোধনম্। বোধনঞ্চাতিনিদ্রাণাং বিবদ্ধানাং বিবন্ধনুৎ।। বধবন্ধপরিক্লেশ-দুঃখানাঞ্চাবমোহনম্। পরং বাজীকরং মদ্যং প্রীতিসংযোগবর্দ্ধনম্।। বহুদুঃখক্ষতস্যাস্য শোকেনোপহতস্য চ। বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্।।

মদ্যের সাধারণ গুণ : মদ্য রোচক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, স্বরপরিষ্কারক, বর্ণপ্রসাদক, প্রীতিজনক, বৃংহণ, বলকর, ভয়-শোক-শ্রান্তিনিবারক, নষ্টনিদ্র ব্যক্তিগণের নিদ্রাপ্রদায়ক, বাক্‌শক্তিবিহীন ব্যক্তিদিগের বাক্যপ্রবর্ত্তক, অতিনিদ্রাশীল ব্যক্তিগণের নিদ্রানিবারক, মলাদিরোধপীড়িত ব্যক্তিদিগের বিবন্ধনাশক, বধ বন্ধ ও ক্লেশোৎপাদক কার্য্যহেতুক দুঃখের বিস্মারক, অতিশয় বাজীকর ও প্রীতিবর্দ্ধক। বহু দুঃখ ক্ষত ও শোকোপহত-চিত্ত ব্যক্তির যথাবিধি নিষেবিত মদ্যই তত্তদ্ দুঃখের বিস্মারক ও কিয়ৎকাল বিশ্রামপ্রদ।

পীয়মানস্য মদ্যস্য বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়ো মদাঃ। প্রথমো মধ্যমোহন্ত্যশ্চ লক্ষণৈস্তান্ নিশাময়।। প্রহর্ষণঃ প্রীতিকরঃ পানান্নগুণদর্শকঃ। বাদ্যগীতপ্রহাসানাং কথানাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ।। ন চ বুদ্ধিস্মৃতিহরো বিষয়েষু ন শক্তিহৃৎ। সুখনিদ্রাপ্রবোধশ্চ প্রথমঃ স সুখো মদঃ।। কিমুক্তেনাত্র বহুনা যৎ সুখং প্রথমে মদে। তস্যোপমা জগত্যত্র ক্বচিদেব ন দৃশ্যতে।। মুহুঃ স্মৃতির্মুহুর্মোহো ব্যক্তো সজ্জতি বা মুহুঃ। যুক্তাযুক্তপ্রলাপশ্চ প্রচলায়নমেব চ।। স্থানপানান্নসাংকথ্যে যোজনা সবিপর্য্যয়া। লিঙ্গান্যেতানি জানীয়াদাবিষ্টে মধ্যমে মদে।। তৃতীয়ন্তু মদং প্রাপ্য ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ। মদমোহাবৃতমনা জীবন্নপি মৃতোপমঃ।। রমণীয়ান্ স বিষয়ান্ ন বেত্তি ন সুহৃজ্জনম্। যদর্থং পীয়তে মদ্যং রতিং তাঞ্চ ন বিন্দতি।। কার্য্যাকার্য্যং সুখং দুঃখং লোকে যচ্চ হিতাহিতম্। যদবস্থো ন জানাতি কোহ্বস্থাং তাং ব্রজেদ্ বুধঃ।। মদ্যোপহতবিজ্ঞানো বিমুক্তঃ সাত্ত্বিকৈর্গুণৈঃ। স দূষ্য সর্ব্বভূতানাং নিন্দ্যশ্চাগ্রাহ্য এব চ।।

পীয়মান মদ্যকৃত মদাবস্থা তিন প্রকার দৃষ্ট হয়। অল্প উত্তেজনাবস্থাকে প্রথম মদ, তাহা অপেক্ষা অধিক মত্ততাবস্থাকে মধ্যম বা দ্বিতীয় মদ ও সংজ্ঞাহানি অবস্থাকে অন্ত্য বা তৃতীয় মদ বলা যায়। পীয়মান মদ্যের এই তিন প্রকার মদের (মত্ততাজননী শক্তির) বিষয় ক্রমশ বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম মদ হর্ষোৎপাদক, প্রীতিজনক, পানভোজনের সম্যক্ ক্রিয়াসাধক, বাদ্যগীতহাস্য ও বিবিধ কথার প্রবর্ত্তক। ইহা দ্বারা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না এবং কার্য্যসম্পাদনাদিতেও শক্তির লোপ হয় না। ইহাতে সুখনিদ্রা ও সুখপ্রবোধ হয়। ফলত প্রথম মদ অতিশয় সুখপ্রদ। অধিক কী, প্রথম মদে যেরূপ সুখ সঞ্জাত হয়, জগতে তাহার তুলনা নাই।

দ্বিতীয় মদে মুহুর্ম্মুহু স্মৃতি ও মুহুর্ম্মুহু মোহ উপস্থিত হয়। কখনও-কখনও ঐ স্মৃতি অর্থাৎ চৈতন্যাবস্থা সম্যক্ ব্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার লীন হইয়া যায়। যুক্ত ও অযুক্ত প্রলাপ, স্খলিতভাবে চলিয়া বেড়ানো এবং অবস্থান, পানভোজন ও পরস্পর সম্ভাষণ বিষয়ে সবিপর্য্যয় যোজনা এই সকল অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় মদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভগ্নকাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্রিয় এবং মোহাবৃতচিত্ত হইয়া জীবিত থাকিয়াও মৃতসদৃশ হইয়া পড়ে। সে ব্যক্তি রমণীয় বিষয়সমস্ত বা বন্ধুজন কিছুই জানিতে পারে না এবং যে-উদ্দেশ্যে

মদ্যপান করা যায়, সেই রতিও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে-অবস্থায় কার্য্যাকার্য্য, সুখ-দুঃখ ও হিতাহিত জ্ঞানের নাশ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন! মদ্যপানহেতু হতজ্ঞান ও সত্ত্বগুণবিমুক্ত ব্যক্তি সকলের নিকট দূষ্য, নিন্দনীয় ও অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

মুখকর্ণাক্ষিরোগেষু বেদনায়াং স্তনাময়ে। বৃদ্ধৌ ব্রণে তথা ভগ্নে বহির্মদ্যং প্রযুজ্যতে।।

মুখরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, বেদনা, স্তনরোগ, বৃদ্ধিরোগ, ব্রণরোগ ও ভগ্নস্থানে মদ্যের বাহ্য প্রয়োগ করা যায়।

সীধুঃ

ইক্ষোঃ পক্বৈ রসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পক্বরসশ্চ সঃ। আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ।। সীধুঃ পক্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ। বাতপিত্তকরো হৃদ্যঃ স্নেহনো রোচনো হরেৎ।। বিবন্ধাধ্মানশোফার্শঃ-প্রমেহান্ শ্লৈষ্মিকাময়ান্। তস্মাদল্পগুণঃ শীতরসঃ পুষ্টিবলপ্রদঃ।।

সির্কা : পক্ব ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে পক্বরস-সীধু ও অপক্ব ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে শীতরস-সীধু বলা যায়। এই দুইয়ের মধ্যে পক্বরস সীধুই শ্রেষ্ঠ। উহা স্বরপরিষ্কারক, অগ্নিকর, বলবর্দ্ধক, শরীরের বর্ণজনক, বাতপিত্তকর, হৃদ্য, সুস্নিগ্ধকারক ও রোচক এবং ইহা বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, অর্শ, প্রমেহ ও শ্লৈষ্মিক ব্যাধিসমূহে উপকারক। পক্বরস-সীধু অপেক্ষা শীতরস-সীধু অল্পগুণবিশিষ্ট। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

গুড়শুক্তম্

গুড়াম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা। সন্ধিতঞ্চাম্লতাং যাতং গুড়শুক্তং প্রচক্ষতে।।

গুড়মিশ্রিত জল, তিলতৈল, নানাবিধ কন্দ, শাক ও ফল এই সমুদায় দ্রব্য সন্ধিত হইয়া অম্লতাপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে গুড়শুক্ত কহা যায়।

আসবারিষ্টয়োর্লক্ষণম্

যদপক্বৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ। অরিষ্টঃ ক্বাথসাধ্যং স্যাৎ তয়োর্মানং পলোন্মিতম্।। আপ্লাব্য সুরয়া সম্যগ্ দ্রব্যাণি বিবিধানি চ। সপ্তাহান্তে পরিস্রাব্য রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ।। এষোঽরিষ্টাভিধানেন ভিষগ্‌ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। অরিষ্টস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজদ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ।।

আসব ও অরিষ্ট-লক্ষণ : অপক্ব ঔষধ ও জল দ্বারা সিদ্ধ মদ্যকে আসব কহে এবং ক্বাথসিদ্ধ মদ্যের নাম অরিষ্ট। সুরাতে সমস্ত দ্রব্য আলোড়িত করিয়া সপ্তাহান্তে তাহা ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইতে হয়। সেই দ্রবাংশকে অরিষ্ট কহে। যে-যে দ্রব্য সুরাতে মিশ্রিত করা যায়, তাহাদের গুণ অরিষ্টে পাওয়া যায়।

কাঞ্জিকস্য সাধনং গুণাশ্চ

তুলামিতং ষষ্টিকতণ্ডুলঞ্চ প্রগৃহ্য চাম্লং বিধিবদ্ বিধায়। দ্রোণেঽম্ভসি ক্ষিপ্তমথ ত্রিযামান্তং সপ্ত রক্ষেৎ পিহিতং প্রযত্নাৎ।। ততস্তু কল্কং সকলং নিরস্যেৎ তৎ কাঞ্জিকং কথ্যত আরনালম্। তদ্ ভেদি তীক্ষ্ণং লঘু পাচনঞ্চ দাহজ্বরং কফবাতনাশি।। কাঞ্জিকং রোচনং রুচ্যং পাচনংবহ্নিদীপনম্। শূলাজীর্ণবিবন্ধঘ্নং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্। ন ভবেৎ কাঞ্জিকং যত্র তত্র জালি প্রদীয়তে।।

কাঁজি : সাড়ে ১২ সের ষষ্টিকতণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া ৬৪ সের জলে ভিজাইয়া একটি আচ্ছাদিত পাত্রে ৭ দিন রাখিবে। পরে অন্নসকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া সুরক্ষিতভাবে রাখিবে। ইহার নাম কাঞ্জিক।

কাঞ্জিকের অপর নাম আরনাল। ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু, পাচক, দাহজ্বরনাশক, কফঘ্ন ও বায়ুশান্তিকারক। কাঁজি মুখরোচক, রুচিজনক, পাচক, অগ্নিপ্রদীপক, শূলঘ্ন, অজীর্ণনাশক, বিবন্ধাপহারক এবং অত্যন্ত কোষ্ঠশোধক। কাঁজি যে-স্থানে অপ্রাপ্ত হইবে, সে স্থলে তৎপরিবর্ত্তে জালি প্রদান করিবে।

ধান্যাম্লম্

প্রস্থং ষষ্টিকধান্যস্য নীরপ্রস্থদ্বয়ে ক্ষিপেৎ। আধারভাণ্ডং সংরুধ্য ভূমের্গর্ভে নিধাপয়েৎ।। পক্ষাদথ সমুদ্ধৃত্য বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ। ততো জাতরসং যোজ্যং ধান্যাম্লং সর্ব্বকর্ম্মসু।। ধান্যাম্লং শালিচূর্ণাচ্চ কোদ্রবাদিকৃতং ভবেৎ।। ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাৎ প্রীণনং লঘু দীপনম্। অরুচৌ বাতরোগেষু হিতমাস্থাপনে চ তৎ।।

ধান্যাম্ল : সতুষ আশুধান্য ২ সের কুট্টিত করিয়া একটি পাত্রে ৮ সের জলে ভিজাইয়া সেই পাত্রটি আবৃত করত ভূগর্ভে পুঁতিয়া রাখিবে। পক্ষান্তে পাত্র উদ্ধৃত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম ধান্যাম্ল। শালি ও কোদ্রবাদি ধান্য হইতেও ধান্যাম্ল প্রস্তুত হয়।

ধান্যাম্ল ধান্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া তৃপ্তিপ্রদ, লঘু ও অগ্নিদীপক। ইহা অরুচি ও বাতরোগে এবং আস্থাপনে প্রযোজ্য।

শ্যামপর্ণীগুণাঃ

শ্লেষ্মারি গিরিভিচ্ছ্যাম-পর্ণ্যতন্দ্রী স্ত্রিয়ামুভে। শ্লেষ্মারিপত্রং কফহৃৎ স্বেদনং বলবর্দ্ধনম্।। প্রতিশ্যায়হরং প্রোক্তং জ্বরঘ্নং কামদীপনম্। কাসসংহরণং বহ্নিদীপনং জাড্যনাশনম্। ফাণ্টোঽস্য সিতয়া যুক্তঃ সেব্যো নৈরুজ্যমিচ্ছতা।।

চা : শ্লেষ্মারি, গিরিভিৎ, শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী এইগুলি চায়ের সংস্কৃত নাম। ইহার পত্র কফঘ্ন, স্বেদজনক, বলবর্দ্ধক, প্রতিশ্যায়নিবারক, জ্বরঘ্ন, কামোদ্দীপক, কাসনিবারক, অগ্নিদীপক ও শরীরের জড়তানাশক। ইহার ফাণ্ট চিনির সহিত সেবনে শরীর নীরোগ হইয়া থাকে।

ইতি সন্ধানবর্গ।

মধুবর্গ

মধু

মধুমাক্ষিকমাধবীক-ক্ষৌদ্রসারঘ্যমীরিতম্। মক্ষিকাবরটীভৃঙ্গ-বান্তপুষ্পরসোদ্ভবম্।। মধু শীতং লঘু স্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্। চক্ষুষ্যং দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধনরোপণম্।। সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং স্রোতোবিশোধনম্।। কষায়ানুরসং হ্লাদি প্রসাদজনকং পরম্।। বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরেৎ। কুষ্ঠার্শঃকাসপিত্তাস্র-কফমেহক্লমক্রিমীন্।। মেদস্তৃষ্ণাবমিশ্বাস-হিক্কাতিসারবিড়্‌গ্রহান্। দাহক্ষতক্ষয়াংস্তৎ তু যোগবাহ্যল্পবাতলম্।।

মধু, মাক্ষিক, মাধ্বীক, ক্ষৌদ্র, সারঘ্য, মক্ষিকাবান্ত, বরটীবান্ত, ভৃঙ্গবান্ত ও পুষ্পরসোদ্ভব, এই কয়েকটি মধুর নামান্তর। মধু শীতবীর্য্য, লঘু, ঈষৎ কষায়-সংযুক্ত মধুররস, রুক্ষ, ধারক, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিদীপক, স্বরবর্দ্ধক, ব্রণশোধক, ব্রণরোপক, শরীরের কোমলতাসম্পাদক, সূক্ষ্ম-

স্রোতোগামী, স্রোতসমূহের বিশোধক, কষায়ানুরস, আহ্লাদজনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারক, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, শুক্রবর্দ্ধক, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, যোগবাহী ও কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক এবং ইহা কুষ্ঠ, অর্শ, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, ক্রিমি, মেদ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগনাশক।

মধুভেদাঃ

মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং পৌত্তিকং ছাত্রমিত্যপি। আর্ঘ্যমৌদ্দালকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ।।

জাতিভেদে মধু ৮ প্রকার। যথা মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল।

মাক্ষিকম্

মক্ষিকাঃ পিঙ্গবর্ণাস্তু মহত্যো মধুমক্ষিকাঃ। তাভিঃ কৃতং তৈলবর্ণং মাক্ষিকং পরিকীর্ত্তিতম্।। মাক্ষিকং মধুষু শ্রেষ্ঠং নেত্রাময়হরং লঘু। কামলার্শক্ষতশ্বাস-কাসক্ষয়বিনাশনম্।।

পিঙ্গলবর্ণ বৃহৎ মক্ষিকাকে মধুমক্ষিকা বলে। তৎকৃত তৈলবর্ণ মধুকে মাক্ষিক বলা যায়। মাক্ষিকমধু সকল মধু হইতে শ্রেষ্ঠ। ইহা লঘু এবং নেত্ররোগ, কামলা, অর্শ, ক্ষত, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগবিনাশক।

ভ্রামরম্

কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মৈঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষট্পদেভ্যোহলিভিশ্চিতম্। নির্ম্মলং স্ফটিকাভং যৎ তন্মধু ভ্রামরং স্মৃতম্।। ভ্রামরং রক্তপিত্তঘ্নং মূত্রজাড্যকরং গুরু। স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বিশেষাৎ পিচ্ছিলং হিমম্।।

প্রসিদ্ধ ষট্পদ-ভ্রমর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মাকার ভ্রমরগণ কর্ত্তৃক সঞ্চিত স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল মধুকে ভ্রামরমধু বলে। ভ্রামরমধু রক্তপিত্তনাশক, মূত্ররোধক, গুরু, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দি, অত্যন্ত পিচ্ছিল ও শীতবীর্য্য।

ক্ষৌদ্রম্

মক্ষিকাঃ কপিলাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎকৃতং মধু। মুনিভিঃ ক্ষৌদ্রমিত্যুক্তং তদ্বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ। গুণৈর্মাক্ষিকবৎ ক্ষৌদ্রং বিশেষান্মেহনাশনম্।।

কপিলবর্ণ সূক্ষ্ম মক্ষিকাকে ক্ষুদ্রা বলে। তৎকৃত মধুই ক্ষৌদ্র বলিয়া মুনিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। ইহা কপিলবর্ণ। ক্ষৌদ্র মধু মাক্ষিকমধুর ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষত ইহা প্রমেহনাশক।

পৌত্তিকম্

কৃষ্ণা যা মশকোপমা লঘুতরাঃ প্রায়ো মহাপীড়িকাবৃদ্ধানাং তরুকোটরান্তরগতাঃ পুষ্পাসবং কুর্ব্বতে। তাস্তজ্‌জ্ঞৈরিহ পুত্তিকা নিগদিতাস্তাভিঃ কৃতং সর্পিষা তুল্যং তদ্ বনেচরজনৈঃ সংকীর্ত্তিতং পৌত্তিকম্।। পৌত্তিকং মধু রুক্ষোষ্ণং পিত্তদাহাস্রবাতকৃৎ। বিদাহি মেহকৃচ্ছ্রঘ্নং গ্রন্থ্যাদিক্ষতশোষি চ।।

মশকের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক একপ্রকার মধুমক্ষিকা বৃহৎ বৃক্ষের কোটর-অভ্যন্তরে মধু সঞ্চিত করে, পণ্ডিতগণ উহাকে পুত্তিকা বলিয়া থাকেন। তৎকর্ত্তৃক উৎপন্ন ঘৃতের ন্যায় মধুকে বনেচরগণ পৌত্তিক মধু বলিয়া থাকে। পৌত্তিক মধু রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তবর্দ্ধক, রক্তদূষক, দাহজনক, বাতবর্দ্ধক, বিদাহি, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক এবং গ্রন্থি প্রভৃতি ক্ষতশোষক।

বরটাঃ কপিলাঃ পীতাঃ প্রায়ো হিমবতো বনে। কুর্ব্বন্তি চ্ছত্রকাকারং তজ্জং ছাত্রং মধু স্মৃতম্।। ছাত্রং

কপিলপীতং স্যাৎ পিচ্ছিলং শীতলং গুরু। স্বাদুপাকং ক্রিমিশ্বিত্র-রক্তপিত্তপ্রমেহজিৎ। ভ্রমতৃণ্মোহবিষহৃৎ-তর্পণঞ্চ গুণাধিকম্।।

কপিল ও পীতবর্ণ বরটা-নামক একপ্রকার মক্ষিকা আছে, তাহারা প্রায়ই হিমালয়প্রদেশের বনে ছত্রাকার মৌচাক প্রস্তুত করে। ঐ চাক হইতে উৎপন্ন মধুকে ছাত্রমধু বলা যায়। ছাত্রমধু কপিল-পীতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতবীর্য্য, গুরু, মধুরবিপাক এবং ইহা ক্রিমি, শ্বিত্র, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, ভ্রম, পিপাসা, মোহ ও বিষদোষনাশক। ছাত্রমধু তৃপ্তিকর ও অধিক গুণবিশিষ্ট।

অর্ঘ্যম্

মধুকবৃক্ষনির্য্যাসং জরৎকার্ব্বাশ্রমোদ্ভবম্। স্রবত্যার্ঘ্যং তদাখ্যাতং শ্বেতকং মালবে পুনঃ।। তীক্ষ্ণতুণ্ডাস্তু যাঃ পীতা মক্ষিকাঃ ষট্পদোপমাঃ। আর্ঘ্যাস্তাস্তৎকৃতং যৎ তদার্ঘ্যমিত্যপরে জগুঃ।। আর্ঘ্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং পরম্। কষায়ং কটুকং পাকে তিক্তঞ্চ বলপুষ্টিকৃৎ।।

জরৎকারু মুনির আশ্রমজাত মধূকবৃক্ষের নির্য্যাসকে আর্ঘ্য বলা যায়, মালবদেশে উহাকে শ্বেতক বলিয়া থাকে। কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন যে তীক্ষ্ণতণ্ডুবিশিষ্ট পীতবর্ণ ষট্পদসদৃশ একপ্রকার মক্ষিকা আছে, তাহাকে আর্ঘ্য কহে, তৎকৃত মধুই আর্ঘ্য নামে অভিহিত। আর্ঘ্যমধু চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর, কফ ও পিত্তবিনাশক, কষায়-তিক্তরস, কটুবিপাক এবং বল ও পুষ্টিবর্দ্ধক।

ঔদ্দালকম্

প্রায়ো বল্মীকমধ্যস্থাঃ কপিলাঃ স্বল্পকীটকাঃ। কুর্ব্বন্তি কপিলং স্বল্পং তৎ স্যাদ্দৌলকং মধু।। ঔদ্দালকং রুচিকরং স্বর্য্যং কুষ্ঠবিষাপহম্। কষায়মুষ্ণমম্লঞ্চ কটুপাকঞ্চ পিত্তকৃৎ।।

কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রকায় একপ্রকার মক্ষিকা আছে, উহারা প্রায়ই বল্মীক (উই-এর ঢিপি)-মধ্যে বাস করে। এই মক্ষিকা দ্বারা কপিলবর্ণ অল্পপরিমিত যে-মধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ঔদ্দালক বলা যায়। এই মধু রুচিকারক, স্বরবর্দ্ধক, কুষ্ঠ ও বিষদোষনাশক, অম্ল-কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, কটুবিপাক এবং পিত্তবর্দ্ধক।

দালম্

সংস্রুত্য পতিতং পুষ্পাদ্ যৎ তু পত্রোপরিস্থিতম্। মধুরাম্লকষায়ঞ্চ তদ্দালং মধু কীর্ত্তিতম্।। দালং মধু লঘু প্রোক্তং দীপনীয়ং কফাপহম্। কষায়ানুরসং রুক্ষং রুচ্যং ছর্দ্দিপ্রমেহজিৎ। অধিকং মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহণং গুরুভারিকম্।।

যে-মধু পুষ্প হইতে ক্ষরিত হইয়া পত্রোপরি সঞ্চিত হইতে থাকে, তাহাকে দালমধু বলা যায়। দালমধু অম্ল-মধুর-কষায়রস, কিন্তু তাহার কষায়রস অল্প ও মধুররস অধিক। ইহা লঘুপাক, অগ্নির দীপ্তিকারক, কফঘ্ন, রুক্ষ, রুচিকর, বমি ও প্রমেহনাশক, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক এবং গুরুভার অর্থাৎ ওজনে ভারী।

পদ্মমধু

অরবিন্দাহৃতঃ শীতো মকরন্দোঽতিবৃংহণঃ। ত্রিদোষশমনঃ সর্ব্বনেত্রাময়নিসূদনঃ।।

পদ্মমধু শীতবীর্য্য, অতিশয় বৃংহণ, ত্রিদোষনাশক ও ইহা সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

নবপুরাণমধুগুণাঃ

নবং মধু ভবেৎ পুষ্টৈ নাতিশ্লেষ্মহরং সরম্। পুরাণং গ্রাহকং রুক্ষং মেদোঘ্নমতিলেখনম্।। মধুনঃ শর্করায়াশ্চ গুড়স্যাপি বিশেষতঃ। একসংবৎসরেঽতীতে পুরাণত্বং স্মৃতং বুধৈঃ।।

নূতন ও পুরাতন মধুর গুণ : নূতন মধু পুষ্টিকারক ও সারক। ইহা তাদৃশ কফনাশক নহে। পুরাতন মধু ধারক, রুক্ষ, মেদোনাশক ও অত্যন্ত কৃশতাকারক। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে মধু, চিনি, বিশেষত গুড় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইলেই পুরাণত্বপ্রাপ্ত হয়।

মধুনঃ শীতলস্য গুণাধিক্যমুষ্ণতায়া নিষেধঃ

বিষপুষ্পাদপি রসং সবিষা ভ্রমরাদয়ঃ। গৃহীত্বা মধু কুর্ব্বন্তি তচ্ছীতং গুণবন্মধু।। বিষাশ্বয়াৎ তদুষ্ণন্তু দ্রব্যেণোষ্ণেন বা সহ। উষ্ণার্ত্তস্যোষ্ণকালে চ স্মৃতং বিষসমং মধু।।

সবিষ ভ্রমরগণ বিষাক্ত পুষ্প হইতেও রস আহরণ করিয়া মধু প্রস্তুত করে, অতএব মধু শীতলই গুণকারক। বিষসম্বন্ধ থাকায় উষ্ণ মধু অথবা উষ্ণ দ্রব্যের সহিত মধুসেবন করিবে না। উষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে মধুসেবন বা উষ্ণকালে মধুসেবন নিষিদ্ধ, কারণ উহা বিষের ন্যায় অপকার করে।

মধূচ্ছিষ্টম্

ময়নস্তু মধূচ্ছিষ্টং মধুশেষঞ্চ সিক্থকম্। মধ্বাধারো মদনকং মধুষিতমপি স্মৃতম্।। মদনং মৃদু সুস্নিগ্ধং ভূতঘ্নং ব্রণরোপণম্। ভগ্নসন্ধানকৃদ্বাত-কুষ্ঠবীসর্পরক্তজিৎ।।

মোম : ময়ন, মধূচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্থ, মধ্বাধার, মদনক ও মধুষিত, এই কয়েকটি মোমের সংস্কৃত নাম। মোম কোমল, স্নিগ্ধ, ভূতাপসারক, ব্রণরোপক, ভগ্নসন্ধানকারক এবং ইহা বায়ু, কুষ্ঠ, বীসর্প ও রক্তদোষনাশক।

ইতি মধুবর্গ।

ইক্ষুবর্গ

ইক্ষুঃ

ইক্ষুর্দীর্ঘচ্ছদঃ প্রোক্তস্তথা ভূমিরসোঽপি চ। গুড়মূলোঽসিপত্রশ্চ তথা মধুতৃণঃ স্মৃতঃ।। ইক্ষবো রক্তপিত্তঘ্না বল্যা বৃষ্যাঃ কফপ্রদাঃ। স্বাদুপাকরসাঃ স্নিগ্ধা গুরবো মূত্রলা হিমাঃ।।

ইক্ষু, দীর্ঘচ্ছদ, ভূমিরস, গুড়মূল, অসিপত্র ও মধুতৃণ এই কয়েকটি শব্দ ইক্ষুর পর্য্যায়। ইক্ষু রক্ত-পিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, কফকারক, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রবর্দ্ধক এবং শীতবীর্য্য।

বালযুববৃদ্ধেক্ষুগুণাঃ

বাল ইক্ষুঃ কফং কুর্য্যান্মেদোমেহকরশ্চ সঃ। যুবা তু বাতহৃৎ স্বাদুরীষত্তীক্ষ্ণশ্চ পিত্তনুৎ। রক্তপিত্তহরো বৃদ্ধঃ ক্ষতহৃদ্বলবীর্য্যকৃৎ।।

কচি ইক্ষু কফকারক, মেদোবর্দ্ধক ও প্রমেহজনক। মধ্যম ইক্ষু বায়ুনাশক, মধুররস, ঈষৎ তীক্ষ্ণ ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধ ইক্ষু বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক এবং ক্ষত ও রক্তপিত্তনাশক।

দন্তপীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ

দন্তনিষ্পীড়িতস্যেক্ষো রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ। শর্করাসমবীর্য্যঃ স্যাদবিদাহী কফপ্রদঃ।।

দন্তচর্ব্বিত ইক্ষুরস রক্তপিত্তনাশক, চিনির ন্যায় বীর্য্যবান, অবিদাহী এবং কফবর্দ্ধক।

যন্ত্রপীড়িতেক্ষুরসস্য গুণাঃ

মূলাগ্রজন্তুগ্রন্থ্যাদি-পীড়নাম্মলসঙ্করাৎ। কিঞ্চিৎকালবিধৃত্যা চ বিকৃতিং যাতি যান্ত্রিকঃ। তস্মাদ্ বিদাহী বিষ্টম্ভী গুরুঃ স্যাদ যান্ত্রিকো রসঃ।।

যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস মূল, অগ্রভাগ, জন্তু ও গ্রন্থি প্রভৃতির সহিত ইক্ষুনিষ্পীড়িতহওয়ায় ও তাহাতে মলাদি-সংযুক্ত থাকায় এবং কিছুকাল পাত্রে থাকা-প্রযুক্ত বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, এ কারণে যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস বিদাহী, বিষ্টম্ভী এবং গুরু হয়।

পর্য্যুষিতেক্ষুরসস্য গুণাঃ

রসঃ পর্য্যুষিতো নেষ্টো হ্যম্লো বাতাপহো গুরুঃ। কফপিত্তকরঃ শোষী ভেদনশ্চাতিমূত্রলঃ।।

বাসি ইক্ষুরস অহিতকারী, অম্লরস, বায়ুনাশক, গুরু, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক, শোষজনক, ভেদক এবং অত্যন্ত মূত্রবর্দ্ধক।

পক্বস্যেক্ষুরসস্য গুণাঃ

পক্বো রসো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ সুতীক্ষ্ণঃ কফবাতনুৎ। গুল্মানাহপ্রশমনঃ কিঞ্চিৎপিত্তকরঃ স্মৃতঃ।।

অগ্নিপক্ব ইক্ষুরস গুরু, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্দ্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, গুল্ম ও আনাহনাশক।

ইক্ষুরসবিকারাণাং গুণাঃ

ইক্ষোর্বিকারাস্তৃড়্দাহ-মূর্চ্ছাপিত্তাস্রনাশনাঃ। গুরবো মধুরা বল্যাঃ স্নিগ্ধাঃ বাতহরাঃ সরাঃ। বৃষ্যা মোহহরাঃ শীতা বৃংহণা বিষহারিণঃ।।

ইক্ষুবিকার গুরুপাক, মধুররস, বলকারক, স্নিগ্ধ, সারক, শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্য্য, পুষ্টিকারক এবং ইহা পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত, বায়ু, মোহ ও বিষদোষনাশক।

ফাণিতম্

ইক্ষো রসস্তু যঃ পক্বঃ কিঞ্চিদ্গাঢ়ো বহুদ্রবঃ। স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়াঃ।। ফাণিতং গুর্ব্বভিষ্যন্দি বৃংহণং কফশুক্রকৃৎ। বাতপিত্তশ্রমান্ হন্তি মূত্রবস্তিবিশোধনম্।।

মাৎগুড় : কিঞ্চিৎ গাঢ় ও বহুদ্রববিশিষ্ট পক্ক ইক্ষুরসকে ফাণিত কহে। ফাণিত গুরু, অভিষ্যন্দি, পুষ্টিকারক, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, শ্রমাপহারক এবং মূত্র ও বস্তিশোধনকারক।

মৎস্যণ্ডী

ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্বো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ। মন্দং যৎ স্যন্দতে তস্মাৎ তন্মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে।। মৎস্যণ্ডী ভেদিনী বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা। মধুরা বৃংহণী বৃষ্যা রক্তদোষাপহা স্মৃতা।

সারগুড় : ঈষৎ দ্রবভাবাপন্ন গাঢ়তর পক্ব ইক্ষুরসকে মৎস্যণ্ডী (সারগুড়) বলে। ইহা ভেদক, বলকারক, লঘু, মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু ও রক্তদোষনাশক।

গুড়স্য লক্ষণং গুণাশ্চ

ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো জায়তে লোষ্ট্রবদ্‌দৃঢ়ঃ। স গুড়ো গৌড়দেশে তু মৎস্যেণ্ড্যেব গুড়ো মতঃ।। গুড়ো বৃষ্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ। নাতিপিত্তহরো মেদঃ-কফক্রিমিবলপ্রদঃ।।

গুড় : ইক্ষুরস অগ্নিসংযোগে পরিপাক হইয়া লোষ্ট্র (মৃৎখণ্ড)-সদৃশ কঠিনাকারে পরিণত হইলে তাহাকে গুড় বলে। গৌড়দেশে মৎস্যণ্ডীকেও গুড় বলিয়া থাকে। গুড় শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও মূত্রশোধক। ইহা অতিশয় পিত্তনাশক নহে এবং গুড় মেদ, কফ, ক্রিমি ও বলপ্রদায়ক।

পুরাণগুড়স্য গুণাঃ

গুড়ো জীর্ণো লঘুঃ পথ্যোঽনভিষ্যন্দ্যগ্নিপুষ্টিকৃৎ। পিত্তঘ্নো মধুরো বৃষ্যো বাতঘ্নোঽসৃক্‌প্রসাদনঃ।।

পুরাতন গুড় লঘু, হিতকর, অগ্নিবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, বায়ুনাশক এবং রক্তের প্রসন্নতাকারক।

নবিকগুড়স্য গুণাঃ

গুড়ো নবঃ কফশ্বাস-কাসক্রিমিকরোঽগ্নিকৃৎ। শ্লেষ্মাণমাশু বিনিহন্তি সদার্দ্রকেণ পিত্তং নিহন্তি চ তদেব হরীতকীভিঃ। শুণ্ঠ্যা সমং হরতি বাতমশেষমিত্থং দোষত্রয়ক্ষয়করায় নমো গুড়ায়।।

নূতন গুড় কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি এবং অগ্নিবর্দ্ধক। আর্দ্রকের সহিত গুড় সেবন করিলে কফ নষ্ট হয়, হরীতকীর সহিত সেবন করিলে পিত্ত বিনষ্ট হয় এবং শুণ্ঠীর সহিত সেবিত হইলে বহুবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অতএব গুড় ত্রিদোষনাশক।

খণ্ডগুণাঃ

খণ্ডস্তু মধুরং বৃষ্যং চক্ষুষ্যং বৃংহণং হিমম্। বাতপিত্তহরং স্নিগ্ধং বল্যং বান্তিহরং পরম্।।

খাঁড়গুড় মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকারক, শরীরের উপচায়ক, শীতবীর্য্য, বায়ু ও পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং বমননাশক।

শর্করাগুণাঃ

খণ্ডস্তু সিকতারূপং সুশ্বেতং শর্করা সিতা। সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ। মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী।।

অতি শ্বেতবর্ণ বালুকাকার খণ্ডকে শর্করা অথবা সিতা বলে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে চিনি বলা যায়। চিনি অতিশয় মধুররস, রুচিকারক, শীতবীর্য্য, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বরনাশক।

পুষ্পসিতাসিতোপলয়োর্গুণাঃ

ভবেৎ পুষ্পসিতা শীতা রক্তপিত্তহরী লঘুঃ। সিতোপলা সরা লঘবী বাতপিত্তহরী হিমা।।

ফুলচিনি ও মিছরি : পুষ্পসিতা (ফুলচিনি) শীতবীর্য্য, রক্তপিত্তনাশক এবং লঘু। সিতোপলা (মিছরি) সারক, লঘু, শীতবীর্য্য এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক।

ইতি ইক্ষুবর্গ।

কৃতান্নবর্গ

ভক্তম্

সুধৌতাংস্তণ্ডুলান্ স্ফীতাংস্তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ। তদ্ভক্তং প্রস্রুতম্বোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতম্।। ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু। অধৌতমস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং কফপ্রদম্।।

অন্ন : তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া স্ফীত হইলে তাহা পাঁচগুণ জলে পাক করিবে। সুসিদ্ধ হইলে ফেন গালিয়া ফেলিলে তাহাকে অন্ন বলা যায়। ঈষদুষ্ণ অন্ন বিশদ ও অধিক গুণবান্। অন্ন অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রুচিকর ও লঘু। অধৌত তণ্ডুলের মণ্ডযুক্ত অন্ন শীতবীর্য্য, গুরু, অরুচিকারক ও কফপ্রদ।

দালী

দালী তু সলিলে সিদ্ধা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ। সংযুক্তা সূপনাম্নী স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্‌গুণাঃ অথ।। সূপো বিষ্টম্ভকো রুক্ষঃ শীতস্তু স বিশেষতঃ। নিস্তুষো ভৃষ্টসংসিদ্ধো লাঘবং সুতরাং ব্রজেৎ।।

দাইল : দাইল জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ আর্দ্রক হিঙ্গু প্রভৃতির সহিত পাক করিলে তাহাকে সূপ (দাইল) কহে। দাইল বিষ্টম্ভী ও রুক্ষ এবং ইহা অতিশয় শীতবীর্য্য। তুষরহিত দাইল ভাজিয়া সিদ্ধ করিলে অধিক লঘু হয়।

কৃশরাগুণাঃ

তণ্ডুলা দালিসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ। সংযুক্তাঃ সলিলে সিদ্ধাঃ কৃশরা কথিতা বুধৈঃ।। কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদা। দুর্জ্জরা বুদ্ধিবিষ্টম্ভ-মলমূত্রকরী স্মৃতা।।

খিচুড়ি : চাউল ও দাইল একত্র লবণ, হিঙ্গু, আর্দ্রক প্রভৃতির সহিত পাক করিলে খিচুড়ি প্রস্তুত হয়। ইহা শুক্রজনক, বলকর, গুরু, পিত্ত ও কফবর্দ্ধক, দুষ্পাচ্য এবং বুদ্ধি, বিষ্টম্ভ, মল ও মূত্রকারক।

ক্ষীরিকা

শুদ্ধেহর্দ্ধপক্কেদুগ্ধে তু ঘৃতাক্তাংস্তণ্ডুলান্ পচেৎ। তে সিদ্ধা ক্ষীরিকা খ্যাতা সসিতাজ্যযুতোত্তমা।। ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা প্রোক্তা বৃংহণী বলবর্দ্ধিনী। বিষ্টম্ভিনী হরেৎ পিত্ত-রক্তপিত্তাগ্নিমারুতান্।।

পায়স : নির্জ্জল দুগ্ধ অর্দ্ধপক্ক করিয়া তাহার সহিত ঘৃতম্রক্ষিত তণ্ডুল পাক করিবে। ঐ তণ্ডুল উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে তাহাতে চিনি এবং ঘৃত সংযুক্ত করিলে পায়স প্রস্তুত হয়। পায়স দুষ্পাচ্য, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী এবং ইহা পিত্ত, রক্তপিত্ত, জঠরাগ্নি ও বায়ুবিনাশক।

নারিকেলক্ষীরী

নারিকেলং তনুকৃত্য ছিন্নং পয়সি গোঃ ক্ষিপেৎ। সিতাগব্যাজ্যসংযুক্তে তৎ পচেন্মৃদুনাগ্নিনা।। নারিকেলোদ্ভবা ক্ষীরী স্নিগ্ধা শীতাতিপুষ্টিদা। গুর্ব্বী সুমধুরা বৃষ্যা রক্তপিত্তানিলাপহা।।

অমৃতকেলি : নারিকেল কুরিয়া লইয়া তাহা গোদুগ্ধ, চিনি ও গব্যঘৃত-সহ একত্র মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে যে-খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে নারিকেলক্ষীরী বলে। নারিকেলক্ষীরী স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক এবং ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

লোপত্রী

গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ। প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্মৃতাঃ।। বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দ্দয়েৎ। হস্তচালনয়া তস্যা লোপত্রীং সম্যক্ প্রসারয়েৎ।। অধোমুখঘটস্যৈতদ্ বিস্তৃতং প্রক্ষিপেদ্বহিঃ। মৃদুনা বহ্নিনা সাধ্যাঃ সিদ্ধা মণ্ডক উচ্যতে। দুগ্ধেন সাজ্যখণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েন্নরঃ। অথবা সিদ্ধমাংসেন সতক্রবটকেন বা।। মণ্ডকো বৃংহণো বৃষ্যো বল্যো রুচিকরো ভৃশম্। পাকেঽপি মধুরো গ্রাহী লঘুর্দোষত্রয়াপহঃ।।

শ্বেতগোধূম ধৌত ও কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া লইবে। তৎপরে তাহা ছাঁটিয়া যন্ত্রে পেষণপূর্ব্বক চালিয়া লইলে যে-সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে সমিতা (ময়দা, সুজি) বলে। ময়দা জল দ্বারা কোমল করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে এবং তাহার লোপত্রী (লেচি বা লোই) প্রস্তুত করিয়া হস্ত চালনা দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রসারিত করিবে। তৎপরে সেই দ্রব্য একটি অধোমুখ ঘটের উপরে বিস্তারিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে যে-সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে মণ্ডক (লোপত্রী) বলে। এই মণ্ডক দুগ্ধ ঘৃত ও গুড়াদি ইক্ষুবিকারের সহিত অথবা সুসিদ্ধ মাংস ও তক্রবটকের সহিত ভক্ষণ করিবে। মণ্ডক পুষ্টিকারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অত্যন্ত রুচিজনক, মধুরবিপাক, মলরোধক, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

পোলিকা

কুর্য্যাৎ সমিতয়াতীব তন্বী পর্পটিকা ততঃ। স্বেদয়েত্তপ্তকে তাম্ভ পোলিকাং জগদুর্বুধাঃ। তাং খাদেল্লপ্সিকাযুক্তাং তস্যা মণ্ডকবদ্‌গুণাঃ।।

পাতলা রুটির গুণ : ময়দার সহিত পাতলা পপটী প্রস্তুত করিয়া বেলিয়া তপ্তকে (তাওয়ায়) সেঁকিয়া লইলে তাহাকে রুটি কহে। ইহা মোহনভোগের সহিত ভক্ষণ করিবে। এই রুটির গুণ মণ্ডকের ন্যায়।

সমিতাং সর্পিষা ভৃষ্টাং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ। তস্মিন্ ঘনীকৃতে ন্যসেল্লবঙ্গং মরিচাদিকম্।। সিদ্ধৈষা লপ্সিকা খ্যাতা গুণানস্যা বদাম্যহম্। লপ্সিকা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহা। স্নিগ্ধা শ্লেষ্মকরী গুর্ব্বী রোচনী তর্পণী পরম্।

মোহনভোগের গুণ : ময়দা ও সুজি ঘৃতে ভাজিয়া তাহাতে দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচ প্রভৃতি মশলা প্রক্ষেপ দিলে মোহনভোগ প্রস্তুত হয়। ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, বলকর, বাতপিত্তবিনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, গুরু, রুচিজনক ও তৃপ্তিকারক।

রোটী

শুষ্কগোধূমচূর্ণেন কিঞ্চিৎপুষ্টাঞ্চ পোলিকাম্। তপ্তকে স্বেদয়েৎ কৃত্বা ভূর্য্যঙ্গারেঽপি তাং পচেৎ।। সিদ্ধৈবা রোটিকা প্রোক্তা গুণানস্যাঃ প্রচক্ষ্মহে। রোটিকা বলকৃদ্রুচ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধনী। বাতঘ্নী কফকৃদ্‌গুর্ব্বী দীপ্তাগ্নীনাং প্রপূজিতা।।

শুষ্ক গোধূম চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ পুরু পোলিকা প্রস্তুত করত তপ্তকে (তাওয়ায়) সেঁকিয়া

অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপে সিদ্ধ দ্রব্যকে রোটী বলা যায়। রোটিকা বলকারক, রুচিজনক, শরীরের উপচয়কারক, ধাতুবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং গুরু। ইহা প্রবলাগ্নি মানবগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অঙ্গারকর্কটী

শুষ্কগোধূমচূর্ণন্তু সাম্বু গাঢ়ং বিমর্দ্দয়েৎ। বিধায় বটকাকারং নির্ধূমেহগ্নৌ শনৈঃ পচেৎ।। অঙ্গারকর্কটী হ্যেষা বৃংহণী শুক্রলা লঘুঃ। দীপনী কফকৃদ্বল্যা পীনসশ্বাসকাসজিৎ।।

শুষ্ক গোধূমচূর্ণ অল্প জলের সহিত গাঢ়ভাবে মর্দ্দন এবং তাহা বটকাকৃতি করিয়া নির্ধূম অগ্নিতে অল্পে-অল্পে সিদ্ধ করিবে। এইরূপে যে-সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে অঙ্গারকর্কটী বলে। ইহা শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, অগ্নির দীপক, কফকারক, বলবর্দ্ধক এবং পীনস, শ্বাস ও কাস-রোগবিনাশক।

বেষ্টনিকা

মাষপিষ্টিকয়া পূর্ণগর্ভা গোধূমচূর্ণতঃ। রচিতা রোটিকা সৈব প্রোক্তা বেষ্টনিকা বুধৈঃ।। ভবেদ্ বেষ্টনিকা বল্যা বৃষ্যা রুচ্যানিলাপহা। উষ্ণা সন্তর্পণী গুর্ব্বী বৃংহণী শুক্রলা পরম্।। ভিন্নমূত্রমলা স্তন্য-মেদঃপিত্তকফাপ্রদা। গুদকীলার্দ্দিতশ্বাস-পক্তিশূলানি নাশয়েৎ।।

দালপুরী : ময়দার মধ্যে মাষকলায়ের দাইল বাটা দিয়া যে-রোটিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ বেষ্টনিকা (দালপুরী) বলিয়া থাকেন। বেষ্টনিকা বলকারক, ধাতুপোষক, রুচিজনক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, তৃপ্তিজনক, গুরু, শরীরের উপচয়কারক, অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, মলভেদক, মূত্রপ্রবর্ত্তক, স্তনদুগ্ধজনক, মেদোবর্দ্ধক, পিত্তকারক, কফপ্রদ এবং অর্শ, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণামশূল-বিনাশক।

পর্পটী

ধূমসীরচিতা হিঙ্গু-হরিদ্রালবণৈর্যুতাঃ। জীরকস্বর্জ্জিকাভ্যাঞ্চ তনুকৃত্য চ বেল্লিতাঃ।। পর্পটাস্তে সদাঙ্গার-ভৃষ্টাঃ পরমরোচকাঃ। দীপনাঃ পাচনাঃ রুক্ষা গুরবঃ কিঞ্চিদীরিতাঃ।। মোদ্গাশ্চ তদ্‌গুণাঃ প্রোক্তা বিশেষাল্লঘবো হিতাঃ। চণকস্য গুণৈর্যুক্তাঃ পর্পটাশ্চণকোদ্ভবাঃ। স্নেহভৃষ্টাস্তু তে সর্ব্বে ভবেয়ুর্মধ্যমা গুণৈঃ।।

পাঁপড় : ধূমসীর (মাষকলাইচূর্ণের) সহিত হিঙ্গু, হরিদ্রা, জীরা ও স্বর্জ্জিকা মিলিত করত অতিশয় পাতলা করিয়া রোটি বেলিয়া উহাকে অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিলে যে-সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে পর্পটী বা পাঁপড় বলা যায়। পাঁপড় অতিশয় মুখরোচক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ গুরু। মুগের দাইল দ্বারা যে-পাঁপড় প্রস্তুত করা যায়, তাহাও ধূমসীকৃত পাঁপড়ের ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষ এই যে মুদগকৃত পাঁপড় উহা অপেক্ষা লঘু ও হিতজনক। ছোলার দ্বারা যে-পাঁপড় প্রস্তুত হয়, তাহা ছোলার গুণযুক্ত। উপরিউক্ত সর্ব্বপ্রকার পাঁপড়ই ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা ভাজিয়া লইলে মধ্যগুণযুক্ত হইয়া থাকে।

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুঞ্জ্যাল্লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ। তয়া পিষ্টিকয়া পূর্ণা সমিতাকৃতপোলিকা।। ততস্তৈলেন পক্বা সা পূরিকা কথিতা বুধৈঃ। রুচ্যা স্বাদ্বী গুরুঃ স্নিগ্ধা বল্যা পিত্তাস্রদূষিকা।। চক্ষুস্তেজোহরী চোষ্ণা পাকে বাতবিনাশিনী। তথৈব ঘৃতপক্বাপি চক্ষুষ্যা রক্তপিত্তহৃৎ।।

কচুরী : মাষকলায় বাটিয়া তাহার সহিত লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিলিত করিবে, তৎপরে উহা ময়দার মধ্যে পুরিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৈল দ্বারা পাক করিবে, তাহাকেই পণ্ডিতগণ পূরিকা বা কচুরী বলিয়া থাকেন। কচুরী মুখরোচক, মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তের দূষক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক এবং চক্ষুর তেজোহারক। উহা তৈল দ্বারা না-ভাজিয়া ঘৃতপক্ক করিলে চক্ষুর হিতকারক এবং রক্তপিত্তনাশক হইয়া থাকে।

মাষবটকাঃ

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুক্তাং লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ। কৃত্বা বিদধ্যাদ্ বটকাংস্তাংস্তৈলেষু পচেচ্ছনৈঃ।। বিশুষ্কা বটকা বল্যা বৃংহণা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ। বাতাময়হরা রুচ্যা বিশেষাদর্দ্দিতাপহাঃ। বিবন্ধভেদিনঃ শ্লেষ্মকারিণোহত্যগ্নি-পূজিতাঃ।।

বড়া : মাষকলাইয়ের দাইল ভিজাইয়া উহাকে পেষণ করত লবণ আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া বড়া প্রস্তুত করিবে, অনন্তর তৈল দ্বারা মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া শুষ্ক হইলে নামাইবে। ইহাকে বটক বা বড়া বলা হয়। বড়া বলকারক, শরীরের উপচায়ক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বায়ুরোগনাশক, রুচিকারক, বিশেষত ইহা অর্দ্দিত বায়ুনাশক, বিবন্ধভেদক, কফকারক এবং তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

মাষবটী

মাষাণাং পিষ্টিকা হিঙ্গু-লবণার্দ্রকসংস্কৃতা। তয়া বিরচিতা বস্ত্রে বটিকাঃ সাধুশোষিতাঃ।। ভর্জ্জিতাস্তপ্ততৈলৈস্তা অথবাম্বুপ্রয়োগতঃ। বটকস্য গুণৈর্যুক্তা জ্ঞাতব্য রুচিদা ভৃশম্।।

বড়ী : তুষরহিত মাষকলাইয়ের দাইল পেষিত এবং তাহা হিঙ্গু লবণ ও আদার সহিত মিশ্রিত করিয়া একখানা বস্ত্রে তাহার বড়ী বিন্যাস করিবে, পরে সেইসকল বড়ী উত্তমরূপে শুষ্ক বরিয়া তপ্ত তৈলে ভাজিয়া লইবে অথবা জলের সহিত সিদ্ধ করিবে। এই মাষবটিকা বটকতুল্য গুণযুক্ত এবং অত্যন্ত রুচিকারক।

কুষ্মাণ্ডকবটী

কুষ্মাণ্ডকবটী জ্ঞেয়া পূর্ব্বোক্তবটিকাগুণা। বিশেষাৎ পিত্তরক্তঘ্নী লঘ্বী চ কথিতা বুধৈঃ।।

কুমড়াবটী : কুমড়াবটী পূর্ব্বোক্ত মাষবড়ীর ন্যায় গুণযুক্ত। বিশেষ এই, উহা রক্তপিত্তনাশক ও লঘু।

মুদ্গবটী

মুদ্গনাং বটিকা তদ্বদ্রচিতা সাধিতা হিতা। পথ্যা রুচ্যা তথা লঘ্বী মুদ্গসূপগুণা স্মৃতা।।

মুগের বড়ী পূর্ব্বোক্ত মাষবড়ী প্রস্তুতের ও পাকের বিধানানুসারে প্রস্তুত ও পাক করিবে। ইহা হিতকর, রুচিজনক, লঘু এবং মুগের দালের ন্যায় গুণদায়ক হয়।

শুদ্ধমাংসগুণাঃ

পাকপাত্রে ঘৃতং দদ্যাৎ তৈলঞ্চ তদভাবতঃ। তত্র হিঙ্গুহরিদ্রাঞ্চ ভর্জ্জয়েৎ তদনন্তরম্।। ছাগাদেরস্থিরহিতং মাংসং তৎ খণ্ডিতং ধ্রুবম্। ধৌতং নির্গালিতং তস্মিন্ ঘৃতে তদ্ ভর্জ্জয়েচ্ছনৈঃ।। সিদ্ধযোগ্যং জলং দত্ত্বা লবণন্তু পচেৎ ততঃ। সিদ্ধে জলেন সম্পিষ্য বেশবারং পরিক্ষিপেৎ।। অনেন বিধিনা সিদ্ধং শুদ্ধমাংসমিতি স্মৃতম্। শুদ্ধমাংসং পরং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যঞ্চ বৃংহণম্। ত্রিদোষশমকং শ্রেষ্ঠং দীপনং ধাতুবর্দ্ধনম্।।

একটি পাকপাত্রে ঘৃত কিংবা ঘৃতের অভাবে তৈল দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিবে। পরে ছাগাদির

অস্থিবিহীন মাংস খণ্ড-খণ্ড করিয়া ধৌত করিবে। অনন্তর উহা নিংড়াইয়া ঐ ঘৃতে বা তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া লইবে। তৎপরে ঐ মাংস সিদ্ধ হইতে পারে, এরূপ জল ও যথাযোগ্য লবণ দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে বেশবার (বাটনা) জলের সহিত গুলিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ প্রস্তুত মাংসকে শুদ্ধমাংস বলা যায়। শুদ্ধ মাংস অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক, ত্রিদোষপ্রশমক, অগ্নিপ্রদীপক এবং ধাতুপোষক।

তলিতমাংসম্

শুদ্ধমাংসবিধানেন মাংসং সম্যক্‌প্রসাধিতম্। পুনস্তদাজ্যে সংভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।। তলিতং বলমেধাগ্নি-মাংসৌজঃশুক্রবৃদ্ধিকৃৎ। তর্পণং লঘু সুস্নিগ্ধং রোচনং দৃঢ়তাকরম্।।

শুদ্ধমাংস যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে পণ্ডিতগণ তাহাকেই তলিতমাংস বলিয়া থাকেন। তলিতমাংস বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্রবৃদ্ধিকারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তাসম্পাদক।

শূল্যমাংসম্

কাসখণ্ডাদিমাংসানি গ্রথিতানি শলাকয়া। ঘৃতং সলবণং দত্ত্বা নির্ধূমে দহনে পচেৎ।। তৎ তু শূল্যমিদং প্রোক্তং পাককর্ম্মবিচক্ষণৈঃ।। শূল্যং পলং সুধাতুল্যং রুচ্যং বহ্নিকরং লঘু। কফবাতহরং বল্যং কিঞ্চিৎ-পিত্তকরং হি তৎ।।

ছাগলাদির যকৃৎ প্রভৃতি কোমল মাংসে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা শলাকায় গ্রথিত করত ধূমরহিত অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাকে পাকবিদ্ ব্যক্তিগণ শূল্যমাংস বলিয়া থাকেন। শূল্যমাংস অমৃততুল্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, বলকারক, কফঘ্ন, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তজনক।

মাংসশৃঙ্গাটকম্

শুদ্ধমাংসং তনূকৃত্য কর্ত্তিতং স্বেদিতং জলে। লবঙ্গহিঙ্গুলবণ-মরিচার্দ্রকসংযুতম্।। এলাজীরকধান্যাক-নিম্বুরসসমন্বিতম্। ঘৃতে সুগন্ধে তদ্ ভৃষ্টং পূরণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ।। শৃঙ্গাটকং সমিতয়া কৃতং পূরণপূরিতম্। পুনঃ সর্পিষি সংভৃষ্টং মাংসশৃঙ্গাটকং বদেৎ।। মাংসশৃঙ্গাটকং রুচ্যং বৃংহণং বলকৃদ্‌গুরু। বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কফঘ্নং বীর্য্যবর্দ্ধনম্।।

শুদ্ধমাংসকে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড-খণ্ড করিয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং লবঙ্গ, হিঙ্গু, লবণ, মরিচ, আদা, এলাচ, জীরা, ধনিয়া ও লেবুর রস তাহাতে মিলিত করিয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পণ্ডিতগণ ইহাকে পূরণ বলেন। এই পূরণ অন্তর্নিহিত করত ময়দার শৃঙ্গাটক (শিঙ্গাড়া) প্রস্তুত করিয়া তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, তাহাকেই মাংসশৃঙ্গাটক বলে। মাংসশৃঙ্গাটক রুচিপ্রদ, শরীরের উপচয়কারক, বলজনক, গুরুপাক, বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্রজনক, কফাপহারক এবং বীর্য্যবর্দ্ধক।

মাংসরসঃ

সিদ্ধমাংসরসো রুচ্যঃ শ্রমশ্বাসক্ষয়াপহঃ। প্রীণনো বাতপিত্তঘ্নঃ ক্ষীণানামল্পরেতসাম্।। বিশ্লিষ্টভগ্নসন্ধীনাং শুদ্ধানাং শুদ্ধিকাঙ্ক্ষিণাম্। স্মৃত্যোজোবলহীনানাং জ্বরক্ষীণক্ষতোরসাম্।। শস্যতে স্বরহীনানাং দৃষ্ট্যায়ুঃ-শ্রবণার্থিনাম্।

মাংসরস রুচিকারক, প্রীতিজনক এবং শ্রান্তি শ্বাস ক্ষয় বায়ু ও পিত্তনাশক। উহা ক্ষীণ অথবা অল্পশুক্রবিশিষ্ট, বিশ্লিষ্ট বা ভগ্নসন্ধি অথবা বমনবিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ বা শোধনেচ্ছুদিগের পক্ষে

প্রশস্ত। যাহাদিগের স্মরণশক্তি, ওজোধাতু ও বল হীন হইয়াছে; যাহারা জ্বররোগে ক্ষীণ, উরঃক্ষত রোগাক্রান্ত, হীনস্বর এবং যাহারা দর্শন ও শ্রবণশক্তির প্রাখর্য্য ও দীর্ঘায়ু পাইতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে মাংসরস হিতকারক।

প্রকারাঃ কথিতাঃ সন্তি বহবো মাংসসম্ভবাঃ। গ্রন্থবিস্তারভীতেস্তে ময়া নাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ।।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ মাংসপাক করিবার বহুবিধ প্রকারভেদ বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থবিস্তার-ভয়ে এ স্থলে সেই সকল প্রকারভেদ কথিত হইল না।

মণ্ডঃ

সমিতা মর্দ্দয়েদাজ্যৈর্জলেনাপি চ সন্নয়েৎ। তস্যাস্তু বটিকাং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্।। এলালবঙ্গ কর্পূর-মরীচাদ্যৈরলঙ্কৃতে। মজ্জয়িত্বা সিতাপাকে ততস্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ। অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধৌ মণ্ড ইত্যভিধীয়তে।। মণ্ডস্তু বৃংহণো বৃষ্যো বল্যঃ সুমধুরো গুরুঃ। পিত্তানিলহরো রুচ্যো দীপ্তাগ্নিনাং সুপূজিতঃ। সমিতাশর্করাসর্পির্নির্ম্মিতা অপরেঽপি যে। প্রকারা অমুনা তুল্যাস্তেঽপি চেৎ তদ্‌গুণাঃ স্মৃতাঃ।।

গজা : প্রথমত ঘৃত দ্বারা ময়দাকে মাখিয়া পশ্চাৎ অল্প জল দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক উহার বটক প্রস্তুত করিবে। পরে সেই সকল বটক ঘৃত দ্বারা পাক করিবে। তদনন্তর তাহা এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া কিছুক্ষণ পরে উদ্ধৃত করিবে। এইপ্রকারে সাধিত দ্রব্যকে মণ্ড (গজা) বলা যায়। মণ্ড শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, সুমিষ্ট, গুরু, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক ও রুচিজনক। ইহা প্রবলাগ্নি মানবগণের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ময়দা, চিনি ও ঘৃত দ্বারা এইরূপে অন্যান্য যে-সকল খাদ্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল খাদ্যও মণ্ডের ন্যায় গুণদায়ক জানিবে।

কর্পূরনালিকা

ঘৃতাচ্যয়া সমিতয়া কৃত্বালম্বং পুটং ততঃ। লবঙ্গোষণকর্পূর যুতয়া সিতয়ান্বিতম্।। পচেদাজ্যেন সিদ্ধৈষা জ্ঞেয়া কর্পূরনালিকা। মণ্ডেন সদৃশী জ্ঞেয়া গুণৈঃ কর্পূরনালিকা।।

ঘৃতবহুল ময়দার ঠোঙা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে লবঙ্গ মরিচ কর্পূর ও চিনি পুরিয়া (মুখবন্ধ করত) ঘৃতে পাক করিবে, ইহাকে কর্পূরনালী বলা যায়। কর্পূরনালী মণ্ডসদৃশ গুণকারক।

ফেনকা

সমিতয়া ঘৃতাঢ্যায়া বর্ত্তিং দীর্ঘাং সমাচরেৎ। তান্তু সন্নিহিতাং দীর্ঘাং পীঠস্যোপরি ধারয়েৎ।। বেল্লয়েদ্ বেল্লনেনৈতা যথৈকা পর্পটী ভবেৎ। ততশ্ছুরিকয়া তান্তু সংলগ্নামেব কর্ত্তয়েৎ।। ততস্তু বেল্লয়েদ্ ভূয়ঃ শট্টকেন চ লেপয়েৎ। শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শট্টকং বদেৎ।। ততঃ সংবৃত্য তল্লোপ্ত্রীং বিদধীত পৃথক্ পৃথক্। পুনস্তাং বেল্লয়েল্লোপ্ত্রীং যথা স্যান্মণ্ডলাকৃতিঃ।। ততস্তাং সুপচেদাজ্যেং ভবেয়ুশ্চ পুটাঃ পুটাঃ। সুগন্ধয়া শর্করয়া তদুদ্ধূলনমাচরেৎ।। সিদ্ধৈষা ফেনিকা নাম্নি মণ্ডকেন সমা গুণৈঃ। ততঃ কিঞ্চিল্লঘুরিয়ং বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ।।

খাজা : ঘৃতবহুল ময়দা দ্বারা দীর্ঘাকৃতি বাতি প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ বাতি একখানি পিঁড়ির উপর স্থাপন করিয়া বেলন দ্বারা বেলিয়া একখানি রোটী প্রস্তুত করত তাহাকে ছুরি দ্বারা সংলগ্নভাবে কর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় বেলিতে হইবে, তৎপরে শট্টক দ্বারা (শালিতণ্ডুলচূর্ণ, ঘৃত ও জল একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে শট্টক বলে) ঐ রোটী লেপন করিয়া সংবৃত করত খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া পুনরায়

পৃথক্-পৃথক্ভাবে মণ্ডলাকার করিয়া বেলিয়া লইবে। পরে ঐ রোটী ঘৃতে পাক করিলে ফাটা-ফাটা গর্ত্তের ন্যায় হইবে, উহাকে সুগন্ধযুক্ত চিনির রসে নিমগ্ন করত উদ্ধৃত করিয়া রাখিবে। এইরূপে যে-সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে ফেনিকা বা খাজা বলে। ইহার গুণ মণ্ডকের তুল্য। বিশেষ এই যে মণ্ডক অপেক্ষা খাজা কিঞ্চিৎ লঘুগুণযুক্ত।

সমিতয়া ঘৃতাক্তায়া লোপ্ত্রীং কৃত্বা চ বেল্লয়েৎ। আজ্যে তাং ভর্জ্জয়েৎ সিদ্ধা শষ্কুলী ফেনিকাগুণা।।

লুচী : ঘৃতাক্ত ময়দার লোপত্রী (লেচি) প্রস্তুত করত বেলিয়া উহাকে ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইবে। এইরূপে সাধিত দ্রব্যকে শষ্কুলী (লুচী) বলা যায়। শষ্কুলী খাজার ন্যায় গুণকারক।

মুদ্গমোদকঃ

মুদ্গানাং ধূমসীং সম্যক গোলয়েন্নির্ম্মলাম্বুনা। কটাহস্য ঘৃতোস্যোর্দ্ধং ঝর্ঝরং স্থাপয়েৎ ততঃ।। ধূমসীন্তু দ্রবীভূতাং প্রক্ষিপেজ্ঝর্ঝরোপরি। পতন্তি বিন্দবস্তস্মাৎ তান্ সুপক্কান্ সমুদ্ধরেৎ।। সিতাপাকেন সংযোজ্য কুর্য্যাদ্ধস্তেন মোদকান্। লঘুর্গ্রাহী ত্রিদোষঘ্নঃ স্বাদুঃ শীতো রুচিপ্রদঃ। চক্ষুষ্যো জ্বরহৃদ্বল্যস্তর্পণো মুদ্গামোদকঃ।।

মতিচুর : মুদ্গকৃত ধূমসী (মুগ জলে ভিজাইয়া উহার তুষ নিষ্কাষিত করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যন্ত্রে পেষণ করিলে তাহাকে মুদ্গকৃত ধূমসী বলে) নির্ম্মল জল দ্বারা দ্রব করিয়া গুলিবে, পরে কড়াতে ঘৃত চড়াইয়া তাহার উপরিভাগে একখানা ঝাঝরি ধারণ করিবে। তদনন্তর (ঘৃত সম্যক্ উষ্ণ হইলে) ঐ দ্রবীভূত ধূমসী ঝাঝরিতে ফেলিবে, তাহা হইতে যে-বিন্দু বিন্দু অংশ কড়াতে পতিত হইবে, তাহা উত্তমরূপে ভাজা হইলে তুলিয়া লইবে। তৎপরে ঐ ভর্জ্জিত পদার্থ চিনির রসে ফেলিয়া হস্ত দ্বারা তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাকে মুদ্গমোদক বা মতিচুর বলে। মতিচুর লঘু, ধারক, ত্রিদোষনাশক, মধুররস, শীতবীর্য্য, রুচিজনক, চক্ষুর হিতকর, জ্বরঘ্ন, বলজনক এবং তৃপ্তিকর।

বেশন-মোদকঃ

এবমেব প্রকারেণ কার্য্যা বেশনমোদকাঃ। তে বল্যা লঘবঃ শীতাঃ কিঞ্চিদ্বাতকরাস্তথা। বিষ্টম্ভিনো জ্বরঘ্নাশ্চ পিত্তরক্তকফপহাঃ।।

বেশনের মিঠাই : মুদ্গমোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালী যেরূপ লিখিত হইয়াছে, বেশন দ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালীও সেইরূপ। বেশন-মোদক বলকারক, লঘু, শীতল, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী এবং জ্বর, রক্তপিত্ত ও কফনাশক।

কুণ্ডলিনী

নূতনং ঘটমানীয় তস্যান্তঃ কুশলো জনঃ। প্রস্থার্দ্ধপরিমাণেন দধ্নাম্লেন প্রলেপয়েৎ।। দ্বিপ্রস্থাং সমিতাং তত্র দধ্যম্লং প্রস্থসম্মিতম্। ঘৃতমর্দ্ধশরাবঞ্চ গোলয়িত্বা ঘটে ক্ষিপেৎ।। আতপে স্থাপয়েৎ তাবদ্ যাবদ্ যাতি তদম্লতাম্। ততস্তৎ প্রক্ষিপেৎ পাত্রে সচ্ছিদ্রে ভাজনে তু তৎ।। পরিভ্রাম্য পরিভ্রাম্য তৎ সন্তপ্তে ঘৃতে ক্ষিপেৎ। পুনঃপুনস্তদাবৃত্ত্যা বিদধ্যান্মণ্ডলাকৃতিম্।। তাং সুপক্কাং ঘৃতান্নীত্বা সিতাপাকে তনুদ্রবে। কর্পূরাদিসুগন্ধে চ স্থাপয়িত্বোদ্ধরেৎ ততঃ।। এষা কুণ্ডলিনী নাম্নী পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা। ধাতুবৃদ্ধিকরী বৃষ্যা রুচ্যো চেন্দ্রিয়তর্পণী।।

জিলিপী : পাকনিপুণ ব্যক্তি একটি নূতন হাঁড়ি আনাইয়া তাহার মধ্যদেশ অর্দ্ধপ্রস্থ পরিমিত অম্ল দধি দ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে দুই প্রস্থ ময়দা, একপ্রস্থ অম্লদধি ও অর্দ্ধসের ঘৃত একত্র চটকাইয়া ঐ হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে স্থাপন করিবে। রৌদ্রসন্তাপে উহা অম্লত্বপ্রাপ্ত হইলে একটি

পাত্রে ঘৃত চাপাইবে, ঘৃত সম্যক্‌রূপে তপ্ত হইলে একটি ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে করিয়া ঐ অম্লপদার্থ ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া মণ্ডলাকৃতি করত ঐ তপ্ত ঘৃতে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিবে। তাহা সুপক্ক হইলে উত্তোলন করিয়া কর্পূরাদি সুগন্ধীকৃত চিনির তরল রসে নিমগ্ন করিয়া উদ্ধৃত করিবে। তাহাকেই কুণ্ডলিনী বা জিলিপী বলা যায়। জিলিপী পুষ্টিকারক, কান্তিজনক, বলপ্রদ, ধাতুবর্দ্ধক, বৃষ্য, রুচিকারক এবং রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসম্পাদক।

জালিঃ

আমমাম্রফলং পিষ্টং রাজিকালবণান্বিতম্। ভৃষ্টহিঙ্গুযুতং পূতং ধোলিতং জালিরুচ্যতে।। জালির্হরতি জিহ্বায়াঃ কুণ্ঠত্বং কণ্ঠশোধিনী। মন্দং মন্দন্তু পীতা সা রোচনী বহ্নিবোধিনী।।

আচার : অপক্ক আম্রফল পেষণ করত উহাতে সরিষা লবণ ও ভাজা হিঙ্গু মিলিত করিয়া পবিত্ররূপে চটকাইয়া লইলে তাহাকে জালি বলা যায়। জালি জিহ্বার কুণ্ঠত্বনাশক ও কণ্ঠশোধক। ইহা অল্প-অল্প করিয়া সেবন করিলে রুচিজনক এবং অগ্নিদীপক হইয়া থাকে।

যবশক্তবঃ

যবজাঃ শক্তবঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ। কফপিত্তহরা রুক্ষা লেখনাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।। তে পীতা বলদা বৃষ্যা বৃংহণা ভেদনাস্তথা। তর্পণা মধুরা রুচ্যাঃ পরিণামে বলাবহাঃ।। কফপিত্তশ্রমক্ষুত্তৃড়-ব্রণনেত্রাময়াপহাঃ। প্রশস্তা ঘর্ম্মদাহাধ্ব-ব্যায়ামর্ত্তশরীরিণাম্।।

যবের ছাতু : শীতবীর্য্য, অগ্নির দীপক, লঘু, সারক, কফ ও পিত্তনাশক, রুক্ষ ও লেখনগুণযুক্ত। উহা তরল দ্রব্যের সহিত মিলিত করিয়া পান করিলে বলদায়ক, শুক্রবর্দ্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভেদক, তৃপ্তিকারক, মধুররস, রুচিকর ও উত্তরোত্তর বলবর্দ্ধনশীল হয় এবং কফ, পিত্ত, শ্রান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, ব্রণ ও নেত্ররোগবিনাশক হইয়া থাকে। রৌদ্র, দাহ, পথপর্য্যটন ও ব্যায়াম-পরিপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে যবের ছাতু বিশেষ উপকারী।

চণকযবশক্তবঃ

নিস্তুষৈশ্চণকৈর্ভৃষ্টৈস্তুল্যাংশৈশ্চ যবৈঃ কৃতাঃ। শক্তবঃ শর্করাসর্পির্যুক্তা গ্রীষ্মেঽতিপূজিতাঃ।।

তুষরহিত ভাজা ছোলা ও ভাজা যব তুল্যাংশে লইয়া যে-ছাতু প্রস্তুত করা যায়, তাহা চিনি ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া গ্রীষ্মকালে ভক্ষণ করিলে অতিশয় উপকার হয়।

ধানা

যবাস্তু নিস্তুষা ভৃষ্টাঃ স্মৃতা ধানা ইতি স্ত্রিয়াম্। ধানাঃ স্যুদুর্জ্জরা রুক্ষাস্তৃট্‌প্রদা গুরবশ্চ তাঃ। তথা মেহকফচ্ছর্দ্দি-নাশিন্যঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।।

তুষবিরহিত ভাজা যবকে ধানা বলে। ধানা দুষ্পাচ্য, রুক্ষ, পিপাসাজনক, গুরু এবং প্রমেহ, কফ ও বমিনাশক।

লাজাঃ

যেষাং স্যুস্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষাণি চ। ভৃষ্টানি স্ফুটিতান্যাহুর্লাজানিতি মনীষিণঃ।। লাজাঃ স্যুর্মধুরাঃ শীতা লঘবো দীপনাশ্চ তে। স্বল্পমূত্রমলা রুক্ষা বল্যাঃ পিত্তকফচ্ছিদঃ। ছর্দ্দ্যতীসারদাহাস্র-মেহমেদস্তৃষাপহাঃ।।

খই : যে-সকল ধান্য হইতে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়। সেই সকল সতুষ ধান্য ভর্জ্জন করিলে ফুটিয়া যে-

ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ লাজ বলিয়া থাকেন, ইহাকে খইও বলা যায়। খই মধুররস, শীতবীর্য্য, লঘু, অগ্নিসন্দীপক, মলমূত্রের অল্পতাকারক, রুক্ষ, বলকারক এবং ইহা পিত্ত, কফ, বমি, অতিসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক।

কুল্মাষঃ

অর্দ্ধস্বিন্নাস্তু গোধূমা অন্যেঽপি চণকাদয়ঃ। কুল্মাষা ইতি কথ্যন্তে সূদশাস্ত্রেষু পণ্ডিতৈঃ। কুল্মাষা গুরবো রুক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চ্চসঃ।।

ঘুঘনিদানা : গোধূম অথবা ছোলা প্রভৃতি দ্রব্য অর্দ্ধসিদ্ধ করিলে যে-সামগ্রী প্রস্তুত হয়, সূদশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ তাহাকে কুল্মাষ বলিয়া থাকেন। ইহাকে ঘুঘনিদানাও বলা যায়। ঘুঘনিদানা গুরু, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক এবং মলভেদক।

তিলপিষ্টম্

পললন্তু সমাখ্যাতং সৈন্ধবং তিলপিষ্টকম্। পললং মলকৃদ্ বৃষ্যং বাতঘ্নং কফপিত্তকৃৎ। বৃংহণঞ্চ গুরু স্নিগ্ধং মূত্রাধিক্যনিবর্ত্তকম্।।

তিলকুটা : তিলকল্ক এবং গুড়াদি ইক্ষুবিকার মিশ্রিত করত যে-সকল ভক্ষ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে পলল বা তিলকুটা বলে। পলল মলবর্দ্ধক, শুক্রজনক, শরীরের উপচয়কারক, গুরু, স্নিগ্ধ, পিত্ত-শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং বায়ু ও মূত্রাধিক্যনাশক।

তণ্ডুলঃ

তণ্ডুলো মেহজন্তুঘ্নঃ স নবস্তুতিদুর্জ্জরঃ।।

চাউল মেহঘ্ন ও ক্রিমিনাশক, কিন্তু নূতন চাউল অতিশয় দুষ্পাচ্য।

ইতি কৃতান্নবর্গ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে দ্রব্যগুণপ্রকরণম্।।

পরিভাষা প্রকরণম্

অব্যক্তানুক্তলেশোক্ত-সন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ। পরিভাষাঃ প্রকথ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ।।

অন্ধকার স্থানে দীপ যেমন সকল বস্তুর প্রকাশক হয়, তদ্রূপ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে-সকল বিধি অব্যক্ত, অনুক্ত বা ঈষদ্ব্যক্ত অথবা সন্দেহযুক্ত, পরিভাষা তাহাদের প্রকাশক হইয়া থাকে।

মানসূত্রম্

ন মানেন বিনা যুক্তির্দ্রব্যাণাং জায়তে ক্বচিৎ। অতঃ প্রয়োগকার্য্যার্থং মানমত্রোচ্যতে ময়া।। তৎ তু মতভেদান্নানাবিধং ভবতি।।

মানপরিজ্ঞান ভিন্ন কখনই ভেষজ দ্রব্যের যোগক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব প্রয়োগকার্য্যার্থ পারিভাষিক পরিমাণ লিখিত হইতেছে।

এতদ্বিষয়ে ভিন্ন-ভিন্ন মত আছে, তন্মধ্যে যাহা সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহাই এ স্থলে লেখা যাইতেছে।

মানপরিভাষা

ষট্‌সর্ষপৈর্যবস্ত্বেকো গুঞ্জৈকা তু যবৈস্ত্রিভিঃ। মাষস্তু পঞ্চভিঃ ষড়্‌ভিস্তথা সপ্তভিরষ্টভিঃ। দশভির্দ্বাদশভিশ্চ রক্তিভিঃ ষড়্‌বিধো মতঃ।। চরকস্য তু মাষস্তু দশগুঞ্জাভিরেব চ। চরকস্য তু চার্দ্ধেন সুশ্রুতস্য তু মাষকঃ।। মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাদ্ধরণং তন্নিগদ্যতে। টঙ্কঃ স এব কথিতস্তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে। ক্ষুদ্রকো বটকশ্চৈব দ্রঙ্ক্ষণঃ স নিগদ্যতে।। কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ স প্রোক্তঃ পাণিমাণিকঃ। অক্ষঃ পিচুঃ পাণিতলং কিঞ্চিৎ পাণিশ্চ তিন্দুকম্।। বিড়ালপদকঞ্চৈব তথা ষোড়শিকা মতা। করমধ্যো হংসপদং সুবর্ণং কবড়গ্রহঃ।। উড়ুম্বরশ্চ পর্য্যায়ৈঃ কর্ষ এব নিগদ্যতে।। স্যাৎ কর্ষাভ্যামর্দ্ধপলং শুক্তিরষ্টমিকা তথা। শুক্তিভ্যাঞ্চ পলং জ্ঞেয়ং পলমেবাত্র কীর্ত্ত্যতে।। পলাভ্যাং প্রসৃতির্জ্ঞেয়া প্রসৃতঞ্চ নিগদ্যতে। প্রসৃতি-

ভ্যামঞ্জলিঃ স্যাৎ কুড়বোঽর্দ্ধশরাবকঃ।। অষ্টমানঞ্চ স জ্ঞেয়ঃ কুড়বাভ্যাঞ্চ মানিকা।। শরাবোঽষ্টপলং তদ্বজ্জ্ঞেয়মত্র বিচক্ষণৈঃ।। শরাবাভ্যাং ভবেৎ প্রস্থশ্চতুঃপ্রস্থৈস্তথাঢ়কম্। ভাজনং কংসপাত্রে চ চতুঃষষ্টি-পলঞ্চ তৎ।। চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কলসো লম্বণোঽর্ম্মণঃ। উন্মানশ্চ ঘটো রাশির্দ্রোণপর্য্যায়সংজ্ঞিতঃ।। দ্রোণাভ্যাং সূর্পকুম্ভৌ চ চতুঃষষ্টিশরাবকঃ। সূর্পাভ্যাঞ্চ ভবেদ্ দ্রোণী বাহো গোণী চ সা স্মৃতা।। গোণী-চতুষ্টয়ং খারী কথিতা সূক্ষ্মবুদ্ধিভিঃ। চতুঃসহস্রপলিকা ষণ্ণবত্যধিকা চ সা।। পলানাং দ্বিসহস্রঞ্চ ভার একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। তুলা পলশতং জ্ঞেয়ং সর্ব্বত্রৈব বিনিশ্চয়ঃ।। মাষটঙ্কাক্ষবিল্বানি কুড়বং প্রস্থ আঢ়কঃ। রাশির্দ্রোণী খারী চেতি যথোত্তরচতুর্গুণাঃ।। গুঞ্জাদিমানমারভ্য যাবৎ স্যাৎ কুড়বস্থিতিঃ। দ্রবার্দ্রশুষ্কদ্রব্যাণাং তাবন্মানং সমং সমম্।। প্রস্থাদিমানমারভ্য দ্বিগুণং তদ্দ্রবার্দ্রয়োঃ। মানং তথা তুলায়াস্তু দ্বিগুণং ন ক্বচিৎ স্মৃতম্।।

অন্যচ্চ—

কুড়বে মাণিকায়াঞ্চ তুলামানে তথৈব চ। পলোল্লেখাগতে মানে ন দ্বৈগুণ্যমিহেষ্যতে।।

অপরঞ্চ—

কুড়বেঽপি ক্বচিদ্দ্বিত্বং যথা দন্তীঘৃতে স্মৃতম্। অনিত্যা পরিভাষেয়ং যথাদর্শনমুচ্যতে।। অষ্টৌ পলানি কুড়বো নারিকেলে চ শস্যতে। শুষ্কদ্রব্যস্য যা মাত্রা আর্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা। শুষ্কস্য গুরুতীক্ষ্ণত্বাৎ তস্মাদর্দ্ধং প্রযোজয়েৎ।।

অস্যাপবাদঃ

বাসানিম্বপটোলকেতকিবলাকুষ্মাণ্ডকেন্দীবরী বর্ষাভূকুটজাশ্বগন্ধসহিতাস্তাঃ পূতিগন্ধামৃতাঃ। মাংসং নাগবলা সহাচরপুরা হিঙ্গ্বার্দ্রকে নিত্যশো গ্রাহ্যাস্তৎক্ষণমেব ন দ্বিগুণিতা যে চেক্ষুজাতা ঘনাঃ।।

৬ সর্ষপে ১ যব, ৩ যবে ১ গুঞ্জা (রতি), ৫ রতিতে ১ মাষা হয়, কিন্তু কোন মতে ৫, কোন মতে ৬, কোন মতে ৭, কোন মতে ৮, কোন মতে ১০ ও কোন মতে ১২ রতিতেও মাষা পরিগণিত হইয়া থাকে। চরকের মতে ১০ রতিতে, সুশ্রুতের মতে ৫ রতিতে মাষা; কিন্তু এক্ষণে ১২ রতি অর্থাৎ ২ আনায় মাষা ধরা যায়। ৪ মাষায় ১ শাণ; শাণকে ধরণ ও টঙ্ক কহে। ২ শাণে ১ কোল (তোলা), কোলের অপর নাম ক্ষুদ্রক, বটক ও দ্রঙ্ক্ষণ। ২ কোলে ১ কর্ষ, কর্ষের নামান্তর পাণিমানিক, অক্ষ, পিচু, পাণিতল, কিঞ্চিৎ, পাণি, তিন্দুক, বিড়ালপদক, যোড়শিকা, করমধ্য, হংসপদ, সুবর্ণ, কবড়গ্রহ ও উডুম্বর। ২ কর্ষে অর্দ্ধপল, অর্দ্ধপলকে শুক্তি ও অষ্টমিকা কহে। ২ শুক্তিতে ১ পল, পলের পর্য্যায় মুষ্টী, আম্র, চতুর্থিকা, প্রকুঞ্চ, ষোড়শী ও বিল্ব। ২ পলে ১ প্রসৃতি বা প্রসৃত। ২ প্রসৃতিতে ১ অঞ্জলি, অঞ্জলির পর্য্যায় কুড়ব, অর্দ্ধশরাব ও অষ্টমান। ২ কুড়বে ১ মাণিকা, অর্থাৎ ১ শরাব বা অষ্টপল। ২ শরাবে ১ প্রস্থ। ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক, ইহার অন্য নাম ভাজন, কংস, পাত্র অর্থাৎ চতুঃষষ্টিপল। ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ, দ্রোণের পর্য্যায় যথা কলস, লম্বণ, অর্ম্মণ, উন্মান, ঘট ও রাশি। ২ দ্রোণে ১ সূর্প বা কুম্ভ, অর্থাৎ চতুঃষষ্টি শরাব। ২ সূর্পে ১ দ্রোণী বা বাহ বা গোণী। ৪ গোণীতে ১ খারী ৪০৯৬ পল। ২০০০ পলে ১ ভার। ১০০ পলে ১ তুলা। মাষ, টঙ্ক, অক্ষ, বিল্ব, কুড়ব, প্রস্থ, আঢ়ক, রাশি, দ্রোণী ও খারী, ইহারা যথাক্রমে চারি-চারি গুণ অধিক অর্থাৎ ৪ মাষায় ১ টঙ্ক, ৪ টঙ্কে ১ অক্ষ ইত্যাদি। গুঞ্জা হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত দ্রব কী আর্দ্র (কাঁচা) কী শুষ্ক, সকল দ্রব্যেরই পরিমাণ সমান সমান। কিন্তু প্রস্থ হইতে দ্রব ও আর্দ্র বস্তু দ্বিগুণ পরিমাণ গৃহীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ কোন দ্রব বা কাঁচা বস্তু ১ প্রস্থ লইতে বলিলে ১ প্রস্থ (২ সের) না-লইয়া ২ প্রস্থ (৪ সের) লইতে হইবে; কিন্তু তুলা মানের দ্বিগুণ কখনও গৃহীত হয় না।

শাস্ত্রান্তরোক্তি, যথা কুড়ব, মাণিকা, তুলা ও পলের উল্লেখ থাকিলে দ্বিগুণ গ্রহণ করিবে না। কিন্তু কুড়ব পরিমাণেরও কখনও দ্বিগুণ গ্রহণ করা যায়। যেমন দন্তীঘৃতে দ্বিগুণ লওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং পরিভাষা অনিত্যা। শাস্ত্রদর্শনানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। নারিকেলে গ্রহণে কুড়ব স্থলে ৮ পল লইতে হইবে।

শুষ্কদ্রব্য গুরু ও তীক্ষ্ণ বলিয়া আর্দ্র দ্রব্যের অর্দ্ধেক লওয়া কর্ত্তব্য।

ইহার অপবাদ। বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্নবা, কুড়চি, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুলঞ্চ, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, ঝাঁটী, গুগগুলু, হিঙ্গু, আদা ও ইক্ষুজাত গুড়াদি, ইহারা আমাবস্থাতেই গ্রহণীয়, অথচ ইহাদের দ্বৈগুণ্য লওয়া যায় না।

দ্রব্যাণামুপযুক্তানুপযুক্তত্বম্

শুষ্কং নবীনং যদ্দ্রব্যং যোজ্যং সকলকর্ম্মসু। আর্দ্রন্তু দ্বিগুণং দদ্যাদেষ সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ।। দ্রব্যাণ্যভিনবান্যেব প্রশস্তানি ক্রিয়াবিধৌ। ঋতে গুড়ঘৃতক্ষৌদ্র-ধান্যকৃষ্ণাবিড়ঙ্গতঃ।।

ঔষধার্থ নূতন দ্রব্য শুষ্ক করিয়া গ্রহণ করিবে, আর্দ্র হইলে দ্বিগুণ লইতে হইবে। গুড়, ঘৃত, মধু, ধনে, পিপুল ও বিড়ঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই সকল কার্য্যে নূতনই প্রশস্ত।

স্নেহঃ সিদ্ধো গুড়াদিশ্চ গুণহীনোঽব্দতো ভবেৎ। স্নেহাদ্যাঃ পূর্ণবীর্য্যা স্যুরা চতুর্মাসতঃ পরম্।। অব্দাদূর্দ্ধং ঘৃতং পক্বং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ। তৈলে বিপর্য্যয়ং বিদ্যাৎ পক্বেঽপক্বে বিশেষতঃ।। (তৈলমত্র তিলভবং ন সর্ষপাদিস্নেহসামান্যপরম্)।

অন্যচ্চ—

গুণহীনং ভবেদ্ বর্ষাদূর্দ্ধং তদ্রূপমৌষধম্। মাষদ্বয়াৎ তথা চূর্ণং হীনবীর্য্যত্বমাপ্নুয়াৎ।। হীনত্বং গুড়িকালেহৌ লভেতে বৎসরাৎ পরম্। হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যাশ্চতুর্মাসাধিকাস্তথা।। ঔষধ্যো লঘুপাকাঃ স্যুনির্বীর্য্যা বৎসরাৎ পরম্। পুরাণাঃ স্যুর্গুণৈর্যুক্তা আসবা ধাতবো রসাঃ।। (হীনাঃ স্যুর্ঘৃততৈলাদ্যা ইতি তৈলমত্র কটুতৈলং তন্নিষ্পাদিতদশমূলতৈলাদি চ জ্ঞেয়ং নান্যৎ; অব্দাদূর্দ্ধং ঘৃতং পক্বমিতি বচনাৎ)।

পক্ব স্নেহপদার্থ ও পক্ব গুড়াদি এক বৎসরের পর গুণহীন হয়। স্নেহাদি পদার্থ (ঘৃত তৈল বসা ও মজ্জা) ১৬ মাস পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য থাকে। পক্ব ঘৃত এক বৎসরের পর হীনবীর্য্য হয়। কিন্তু পক্ব বা অপক্ব তৈলে ইহার বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয় অর্থাৎ এক বৎসরের পর ইহা বিশেষ গুণকর হইয়া থাকে। তৈল শব্দে এখানে তিলতৈল বুঝিতে হইবে। স্নেহাদিসদৃশ সমস্ত ঔষধই এক বৎসরে নির্ব্বীর্য্য হইয়া যায়। চূর্ণ ঔষধসকল দুই মাস এবং গুড়িকা লেহ ও লঘুপাক ঔষধিসকল এক বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ণবীর্য্য থাকে। পক্ব সার্ষপতৈল ও তন্নিষ্পাদিত দশমূলাদি তৈল এক বৎসরের পর আর বীর্য্যবিশিষ্ট থাকে না। আসব, ধাতুদ্রব্য ও পারদ পুরাতন হইলেই ভাল হয়।

ব্যাধেরযুক্তং যদ্দ্রব্যং গণোক্তমপি তৎ ত্যজেৎ। অনুক্তমপি যুক্তং যদ্ যোজয়েৎ তত্র তদ্বুধঃ।।

কোন গণের মধ্যে যে-সকল দ্রব্যের উল্লেখ থাকে, তাহার মধ্যে যদি কোন দ্রব্য ব্যাধির পক্ষে অযুক্ত হয়, তাহা হইলে বুদ্ধিমান চিকিৎসক তাহা ত্যাগ করিবেন এবং গণোক্ত না-হইলেও যদি কোন দ্রব্য ব্যাধির পক্ষে উপযুক্ত হয়, তাহা গ্রহণ করিবেন।

ঔষধদ্রব্যাঙ্গগ্রহণম্

সারঃ স্যাৎ খদিরাদীনাং নিম্বাদীনাঞ্চ বল্কলম্।। ফলন্তু দাড়িমাদীনাং পটোলাদেশ্ছদস্তথা।।

যে-স্থলে ঔষধদ্রব্যাদি গ্রহণের বিশেষ উল্লেখ না-থাকিবে, তথায় খদিরাদির সার, নিম্বাদির ছাল, দাড়িমাদির ফল ও পটোলাদির পত্র গ্রহণ করিবে।

শার্ঙ্গধরস্ত্বাহ

ন্যগ্রোধাদেস্ত্বচো গ্রাহ্যাঃ সারঃ স্যাদ্বীজকাদিতঃ। তালীশাদেশ্চ পত্রাণি ফলং স্যাৎ ত্রিফলাদিতঃ।।

শার্ঙ্গধরও বলিয়াছেন, বটাদি বৃক্ষের ত্বক, বীজকাদির (সাল ও আসন প্রভৃতি বৃক্ষের) সার, তালিশাদির পত্র ও ত্রিফলাদির ফল গ্রহণীয়।

অন্যচ্চ—

মহান্তি যানি মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি যানি চ। তেষান্তু বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ।। নির্দ্দেশঃ শ্রূয়তে তন্ত্রে দ্রব্যাণাং যত্র যাদৃশঃ। তাদৃশঃ সংবিধাতব্যঃ শাস্ত্রাভাবে প্রসিদ্ধিতঃ।।

যে-সকল মূল বৃহৎ ও যাহাদের অভ্যন্তরে কাষ্ঠ আছে, সেই সকল মূলের কাষ্ঠভাগ ত্যাগ করিয়া ত্বকই গ্রহণ করিবে, কিন্তু ক্ষুদ্র মূল হইলে সকল অংশই লইবে। শাস্ত্রে অনুক্ত স্থলেই দ্রব্যাদি গ্রহণের ঐরূপ নিয়ম জানিবে, কিন্তু শাস্ত্রে যে-যে দ্রব্যের যে-যে অঙ্গ গ্রহণ করিবার বিশেষ নির্দ্দেশ থাকিবে, সেই-সেই অঙ্গই অবশ্য লইতে হইবে; যেমন অমৃতাদি পাচনে নিম্বপত্র লইবার উল্লেখ আছে, তথায় নিমের ছাল না-লইয়া নিমের পত্রই গ্রহণীয়।

ফলেষু পরিপক্কং যদ্ গুণবৎ তদুদাহৃতম্। বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণাধিকম্।। ফলেষু সরসং যৎ স্যাদ্ গুণবৎ তদুদাহৃতম্। দ্রাক্ষাবিল্বশিবাদীনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্।। ফলতুল্যগুণং সর্ব্বং মজ্জানমপি নির্দ্দেশেৎ। ফলং হিমাগ্নিদুর্ব্বাত-ব্যালকীটাদিদূষিতম্।। অকালজং কুভূমিজং পাকাতীতং ন ভক্ষয়েৎ।। (পাকাতীতং পাকমতিক্রম্য স্থিতম্)।

বিল্ব ভিন্ন সমুদায় ফলই পাকিলে গুণদায়ক হয়, কিন্তু বিল্বফল অপক্কই বিশিষ্ট গুণকারক। সকল ফলের মধ্যে সরস ফলই গুণদায়ক, কিন্তু দ্রাক্ষা, বিল্ব ও শিবাদির অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী প্রভৃতির শুষ্ক ফলই গুণকর হইয়া থাকে।
যে-যে ফলের যে-যে গুণ উক্ত হইল, সেই-সেই ফলের মজ্জারও সেই-সেই গুণ জানিবে।
যে-সকল হিম, অগ্নি, দূষিত বায়ু, হিংস্রক জন্তু ও কীটাদি-কর্ত্তৃক দূষিত, অথবা অকালজাত কিংবা কুভূমিতে জাত বা অতিশয় পক্কতাপ্রযুক্ত ক্লিন্ন, তাহা ভক্ষণ করিবে না।

গোপালতাপসব্যাধ-মালাকারবনেচরান্। পৃষ্ট্বা নামানি জানীয়াদ্ ভেষজানাঞ্চ শাস্ত্রতঃ।।

শাস্ত্রে যে-সকল ভেষজের উল্লেখ আছে, তাহাদের নাম রাখাল, তপস্বী, ব্যাধ, মালাকার ও বনেচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিচয় করিয়া লইবে।

শরদ্যখিলকর্ম্মার্থং গ্রাহ্যং সরসমৌষধম্। বিরেকবমনার্থঞ্চ বসন্তান্তে সমাহরেৎ।।

শরৎকালে সমস্ত কার্য্যের নিমিত্ত সরস ঔষধসকল উদ্ধৃত করিবে। বমন ও বিরেচনার্থ ঔষধসকল বসন্তের অবসানে আহরণীয়।

ঋতুভেদে দ্রব্যাঙ্গগ্রহণম্

মূলানি শিশিরে গ্রীষ্মে পত্রং বর্ষাবসন্তয়োঃ। ত্বক্কন্দৌ শরদি ক্ষীরং যথর্ত্তুকুসুমং ফলম্। হেমন্তে সারমোষধ্যা গৃহ্ণীয়াৎ কুশলো ভিষক্।।

শীত ও গ্রীষ্মকালে মূল, বর্ষা ও বসন্ত ঋতুতে পত্র, শরৎকালে ত্বক, কন্দ ও ক্ষীর (আটা), হেমন্তে

সার এবং যে-যে ঋতুতে যে-যে ফল ও পুষ্প জন্মে, সেই-সেই ঋতুতে সেই-সেই ফল ও পুষ্প গ্রহণ করিবে।

সামান্যোক্তৌ দ্রব্যগ্রহণম্

পাত্রোক্তৌ চাপি মৃৎপাত্রমুৎপলে নীলমুৎপলম্। শকৃদ্রসে গোময়াম্বু চন্দনে রক্তচন্দনম্।। সিদ্ধার্থঃ সর্ষপে গ্রাহ্যো লবণে সৈন্ধবং মতম্। মূত্রে গোমূত্রমাদেয়ং বিশেষো যত্র নেরিতঃ।। পয়ঃসর্পিঃ প্রয়োগেষু গব্যমেব প্রশস্যতে। স্ত্রিয়শ্চতুষ্পদে গ্রাহ্যাঃ পুমাংসো বিহগেষু চ।। জাঙ্গলানাং বয়ঃস্থানাং চর্ম্মলোম-নখাদিকম্। হিত্বা গ্রাহ্যং পূতমাংসং সাস্থিকং খণ্ডশঃ কৃতম্।। পক্তব্যমাজমাংসঞ্চ বিধিনা ঘৃততৈলয়োঃ। হিত্বা স্ত্রীং পুরুষঞ্চাপি ক্লীবং তত্রাপি দাপয়েৎ।। শৃগালবর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ। ময়ূরী জম্বুকী চ্ছাগী বীর্য্যহীনাঃ স্বভাবতঃ।। কাশিরাজমতেনৈব চ্ছাগমেব নপুংসকম্। অভাবাদপ্রতীক্ষাদ্বা বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশতঃ। বন্ধ্যা চ্ছাগী বিপক্তব্যা নতু শাস্ত্রমতং চরেৎ।। স্ত্রীণাং মূত্রং গবাং তীক্ষ্ণং নতু পুংসাং বিধীয়তে।। পিত্তাত্মিকা স্ত্রিয়ো যস্মাৎ সৌম্যাস্তু পুরুষা মতাঃ।। ক্ষীরমূত্রপুরীষাণি জীর্ণাহারে তু সংহরেৎ।।

যে-স্থলে বিশেষ উল্লেখ না-থাকিবে, তথায় পাত্র শব্দে মৃৎপাত্র, উৎপল শব্দে নীলোৎপল, পুরীষরসে গোময়রস, চন্দনে রক্তচন্দন, সর্ষপে শ্বেতসর্ষপ, লবণে সৈন্ধব লবণ এবং মূত্র বলিলে গোমূত্র বুঝিতে হইবে। দুগ্ধ ও ঘৃতপ্রয়োগে গব্যই প্রশস্ত। চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে স্ত্রীজাতি, পক্ষীর মধ্যে পুংজাতি গ্রাহ্য। ঘৃত ও তৈলপাকে বয়ঃপ্রাপ্ত জাঙ্গল পশুদিগের চর্ম্ম রোম ও নখাদি ত্যাগ করিয়া খণ্ডখণ্ডীকৃত মাংসসকল অস্থির সহিত গ্রহণ করিবে। সকল চতুষ্পদ পশুরই স্ত্রীজাতি গ্রাহ্য, কিন্তু ছাগলের নপুংসক গ্রহণীয় এবং শৃগাল ও ময়ূরের মাংস পাক করিতে হইলে পুংজাতির মাংস লওয়া কর্ত্তব্য, কারণ ময়ূরী শৃগালী ও ছাগী ইহারা স্বভাবত বীর্য্যহীনা। নপুংসক ছাগল না-পাইলে এবং অপেক্ষা করিবারও সময় না-থাকিলে, বৃদ্ধ বৈদ্যেরা বন্ধ্যা ছাগী গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। গোমূত্র লইতে হইলে গাভীরই লইবে, কারণ স্ত্রীজাতি পিত্তাত্মিকা ও তাহাদের মূত্র তীক্ষ্ণ, পুংজাতি সৌম্য, অতএব গাভীর মূত্রই প্রশস্ত। যাহাদের দুগ্ধ মূত্র ও পুরীষ লইতে হইবে, তাহাদের আহার জীর্ণ হইবার পরে ঐ সকল দ্রব্য লইবে, অজীর্ণসত্ত্বে লওয়া কর্ত্তব্য নহে।

অনুক্তৌ দ্রব্যগ্রহণম্

কালেঽনুক্তে প্রভাতং স্যাদঙ্গেঽনুক্তে জটা ভবেৎ। ভাগেঽনুক্তে তু সাম্যং স্যাৎ পাত্রেঽনুক্তে তু মৃন্ময়ম্। দ্রবেঽনুক্তে জলং বিদ্যাৎ সর্ব্বত্রৈবং বিনিশ্চয়ঃ।।

কালের বিশেষ উল্লেখ না-থাকিলে প্রভাত, উদ্ভিদের কোন অঙ্গ লইতে হইবে বলা না-থাকিলে মূল, দ্রব্যসমূহের ভাগ অনুক্ত হইলে সকলের সমান-সমান ভাগ, পাত্রবিশেষের অনুক্তিতে মৃণ্ময়-পাত্র এবং দ্রবপদার্থের উল্লেখ না-থাকিলে জল বুঝিতে হইবে। সর্ব্বত্র এই নিয়ম জানিবে।

অভাবে দ্রব্যগ্রহণম্

কদাচিদ্ দ্রব্যমেকং বা যোগে যত্র ন লভ্যতে। তত্তদ্গুণযুতং দ্রব্যং পরিবর্ত্তেন গৃহ্যতে।। মধু যত্র ন বিদ্যেত তত্র জীর্ণগুড়ো মতঃ।। পুরাতনগুড়াভাবে রৌদ্রে যামচতুষ্টয়ম্। সংশুষ্কং নূতনং গ্রাহ্যং পুরাতন-গুড়েষিণা।। ক্ষীরাভাবে ভবেন্মৌদ্গো রসো মাসূর এব বা।। সিতাভাবে তু খণ্ডঃ স্যাচ্ছাল্যভাবে চ ষষ্টিক। অসম্ভবে তু দ্রাক্ষায়া গাম্ভারীফলমিষ্যতে।। ন ভবেদ্ দাড়িমো যত্র বৃক্ষাম্লং তত্র দাপয়েৎ। সৌরাষ্ট্রমৃদভাবে চ গ্রাহ্যা পঙ্কস্য পর্পটী।। নতং তগরমূলং স্যাদভাবে সিহলীজটা। প্রয়োগে যত্র লৌহঃ

স্যাদভাবে তন্মলং বিদুঃ।। সর্ষপঃ শুক্লবর্ণো যঃ স হি সিদ্ধার্থ উচ্যতে। তত্র সিদ্ধার্থকাভাবে সামান্যসর্ষপো মতঃ।। চবিকা গজপিপ্পল্যৌ পিপ্পলীমূলবৎ স্মৃতে। অভাবে পৃশ্নিপর্ণ্যাশ্চ সিংহপুচ্ছী বিধীয়তে।। নিত্যং মুঞ্জাতকাভাবে তালমস্তকমিষ্যতে। কুঙ্কুমস্যাপ্যভাবেঽপি নিশা গ্রাহ্যা ভিষগ্‌বরৈঃ।। মুক্তাভাবে শুক্তিচূর্ণং বজ্রাভাবে বরাটিকা। (বজ্রে বৈক্রান্তমিষ্যতে)। কর্কটশৃঙ্গিকাভাবে মাষাম্বু চেষ্যতে বুধৈঃ। ধান্যকাভাবতো দদ্যাচ্ছতপুষ্পাং ভিষগ্‌বরঃ।। বারাহীকন্দকাভাবো চর্ম্মকারালুকো মতঃ। মূর্ব্বাভাবে ত্বচো গ্রাহ্যা জিঙ্গিন্যা ব্রুবতে সদা।।

ঔষধ প্রস্তুতকরণে যদি কোন দ্রব্যের অভাব হয়, তাহা হইলে তদ্‌গুণবিশিষ্ট অপর কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবে। যথা মধুর অভাবে পুরাতন গুড়, পুরাতন গুড়ের অভাবে নূতন গুড় ৪ প্রহর রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিবে। দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মুদ্গ বা মসূর যূষ, চিনির অভাবে খাঁড়, শালিধান্যের অভাবে ষষ্টিকধান্য, দ্রাক্ষার অভাবে গাম্ভারীফল, দাড়িমের পরিবর্ত্তে বৃক্ষাম্ল (মহাদা), সৌরাষ্ট্র-মৃত্তিকার অভাবে পঙ্কপর্পটী, তগরপাদুকার অভাবে শিউলীছোপ, লৌহের অভাবে মণ্ডুর, শ্বেতসর্ষপের অভাবে সামান্য সরিষা, চই ও গজপিপ্পলীর অভাবে পিপুলমূল, চাকুলের অভাবে শালপাণি, মুঞ্জাতক-স্থলে তালমাতি, কুঙ্কুমের অভাবে হরিদ্রা, মুক্তার অভাবে ঝিনুকচূর্ণ, হীরকের অভাবে বৈক্রান্ত (চুণি কিংবা কড়ি), কাঁকড়াশৃঙ্গীর অভাবে মাষাম্বু, ধনের অভাবে শুলফা, বারাহীকন্দের অভাবে চামার আলু ও মূর্ব্বার অভাবে জিঙ্গিনীর ত্বক গ্রহণীয়।

সুবর্ণমথবা রৌপ্যং যোগে যত্র ন লভ্যতে। তত্র লৌহেন কর্ম্মাণি ভিষক্ কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।। অভাবাৎ পৌষ্করে মূলে কুষ্ঠং সর্ব্বত্র গৃহ্যতে। সামুদ্রং সৈন্ধবাভাবে বিড়ং বা গৃহ্যতে বুধৈঃ।। পুষ্পাভাবে ফলঞ্চামং বিড়্‌ভেদে বিল্বতঃ ফলম্।। ভল্লাতকাসহত্বে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে।। রাস্নাভাবে চ বন্দাকো জীরাভাবে চ ধান্যকম্। কর্পূরস্যাপ্যভাবেঽপি সুগন্ধং মুস্তমিষ্যতে।। রসাঞ্জনস্য চাপ্রাপ্তৌ দার্ব্বীক্বাথং প্রযোজয়েৎ। মেদাভাবেঽশ্বগন্ধা স্যান্মহামেদে চ শারিবা।। জীবকর্ষভকাভাবে গুড়ূচী চ বিদারিকা। ঋদ্ধ্যভাবে বলা গ্রাহ্যা বৃদ্ধ্যভাবে মহাবলা।। কাকোলীযুগলাভাবে নিক্ষিপেৎ শতাবরীম্। রোহিতকত্বচোঽভাবে পিচুমর্দ্দস্য গৃহ্যতে।। দেয়া মৃগমদাভাবে পূতিকা তদ্‌গুণা বুধৈঃ। কপোতং সর্ব্বমাংসানাং তুল্যং গুণকরং স্মৃতম্।। মাংসক্বাথাপরিপ্রাপ্তৌ যূষো মৌদ্গঃ প্রদীয়তে। ধেন্বাঃ প্ররূঢ়বৎসায়াঃ ক্ষীরং কৃৎস্নপয়োগুণম্।। যত্র যদ্‌দ্রব্যমপ্রাপ্তং ভেষজে পরপূর্ব্বতঃ। গ্রাহ্যং তদ্‌গুণসাম্যাৎ তু ন তত্র ক্বাপি দূষণম্।।

এইরূপ সুবর্ণ অথবা রৌপ্যের অভাব হইলে লৌহ, পুষ্করমূলের অভাবে কুড়, সৈন্ধবলবণের পরিবর্ত্তে সামুদ্র বা বিটলবণ, পুষ্পাভাবে কচি ফল, উদরাময়ে বিল্বফল, ভেলা অসহ্য হইলে রক্ত-চন্দন, রাস্নার অভাবে বাঁদরা (পরগাছা), জীরার অভাবে ধনে, কর্পূরের অভাবে সুগন্ধি মুতা, রসাঞ্জনের পরিবর্ত্তে দারুহরিদ্রার ক্বাথ, মেদের অভাবে অশ্বগন্ধা, মহামেদের অভাবে অনন্তমূল, জীবকের অভাবে গুলঞ্চ, ঋষভকের পরিবর্ত্তে ভূমিকুষ্মাণ্ড, ঋদ্ধি-স্থলে বেড়েলা, বৃদ্ধি-স্থলে গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে শতমূলী, রোহিতকছালের পরিবর্ত্তে নিমছাল, মৃগনাভির পরিবর্ত্তে খটাশী, সকল মাংসের স্থলে কপোতমাংস (যেহেতু কপোতমাংস সমস্ত মাংসের গুণপ্রদ), মাংসযূষের অভাবে মুগের যূষ এবং সকল দুগ্ধের পরিবর্ত্তে প্ররূঢ়-বৎসা গাভীর দুগ্ধ প্রদান করা যাইতে পারে। কোন ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে যে-সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহার মধ্যে কোনটির অভাব হইলে তদ্‌গুণবিশিষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন দ্রব্য প্রয়োগ করিলে কিছুমাত্র দোষ হয় না।

অন্যচ্চ—

লবণে সৈন্ধবং প্রোক্তং চন্দনে রক্তচন্দনম্। চূর্ণলেহাসবস্নেহাঃ সাধ্যা ধবলচন্দনৈঃ।। কষায়লেপয়োঃ প্রায়ো যুজ্যতে রক্তচন্দনম্। পয়ঃসর্পিঃপ্রয়োগেষু গব্যমেব হি গৃহ্যতে। শকৃদ্রসে গোময়কং মূত্রে গোমূত্রমিষ্যতে।।

এইরূপ লবণ বলিলে সৈন্ধবলবণ এবং চন্দন বলিলে রক্তচন্দন বুঝিতে হইবে। কিন্তু চূর্ণ, লেহ, আসব ও স্নেহে শ্বেতচন্দন এবং কষায় ও প্রলেপে রক্তচন্দন প্রযোজ্য। দুগ্ধ, ঘৃত, পুরীষরস ও মূত্র উক্ত হইলে তত্তদ্ দ্রব্য গব্য বুঝিতে হইবে।

পঞ্চকষায়াঃ

স্বরসশ্চ তথা কল্কঃ ক্বাথশ্চ হিমফাণ্টকৌ। জ্ঞেয়াঃ কষায়াঃ পঞ্চৈতে লঘবঃ স্যুর্যথোত্তরম্।।

কষায় পাঁচপ্রকার। যথা স্বরস, কল্ক, ক্বাথ, হিম ও ফাণ্ট। ইহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি অপেক্ষা পর-পরটি যথাক্রমে লঘুতর।

স্বরসঃ

সদ্যঃক্ষুণ্ণার্দ্রদ্রব্যস্য বস্ত্রযন্ত্রাদিপীড়নাৎ। যো রসস্তন্নির্য্যাতি স্বরসঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।।

আর্দ্র দ্রব্য সদ্য কুট্টিত করিয়া বস্ত্র কিংবা যন্ত্রাদি দ্বারা নিষ্পীড়ন করিলে তাহা হইতে যে-রস নির্গত হয়, তাহাকে স্বরস কহে।

অন্যচ্চ—

আদায় শুষ্কং দ্রব্যং বা স্বরসানামসম্ভবে। জলেঽষ্টগুণিতে সাধ্যং পাদশিষ্টঞ্চ গৃহ্যতে।।

অথবা যদি কাঁচা দ্রব্যের স্বরস পাওয়া না-যায়, তাহা হইলে শুষ্ক দ্রব্য ৮ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশিষ্ট গ্রহণ করিবে। ইহা স্বরসের তুল্য।

অপরঞ্চ—

কুড়বং চূর্ণিতং দ্রব্যং ক্ষিপ্তঞ্চ দ্বিগুণে জলে। অহোরাত্রং স্থিতং তস্মাদ্ ভবেদ্ বা রস উত্তমঃ।।

কিংবা অর্দ্ধসের পরিমিত চূর্ণ দ্বিগুণ জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া এক অহোরাত্র রাখিলে যে-রস নিঃসৃত হয়, তাহাও উত্তম স্বরসসদৃশ গুণকর।

স্বরসভেদাৎ পুটপাকবিধিঃ

পুটপক্কস্য কল্কস্য স্বরসো গৃহ্যতে যতঃ। অতস্তু পুটপাকানাং যুক্তিরত্রোচ্যতে ময়া।। দ্রব্যমাপোথিতং জম্বু-বটপত্রাদিসম্পুটে। বেষ্টয়িত্বা ততো বদ্ধা দৃঢ়ং রজ্জ্বাদিনা তথা। মৃল্লেপং দ্ব্যঙ্গুলং কুর্য্যাদথবাঙ্গুলি-মাত্রকম্। দহেৎ পুটান্তরা ত্বগ্নৌ যাবল্লেপস্য রক্ততা।।

পুটপক্ক কল্কের স্বরস গৃহীত হয় বলিয়া পুটপাকের নিয়ম বলা যাইতেছে। ঔষধদ্রব্য কুট্টিত করিয়া জাম বা বটপত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত ও রজ্জু দিয়া দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা এক বা দুই অঙ্গুলি পুরু লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে এবং অগ্নিতে পোড়াইবে। পরে অগ্নির তাপে মৃত্তিকালেপ লোহিতবর্ণ হইলেই পুটপাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে।

কল্কঃ

দ্রব্যমার্দ্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা জলমিশ্রিতম্। তদেব সূরিভিঃ পূর্ব্বৈঃ কল্ক ইত্যভিধীয়তে।। আবাপস্ত্বথ

প্রক্ষেপস্তস্য পর্য্যায় উচ্যতে। কল্কে মধু ঘৃতং তৈলং দেয়ং দ্বিগুণমাত্রয়া। সিতাং গুড়ং সমং দদ্যাদ্ দ্রবা দেয়াশ্চতুর্গুণাঃ।।

কাঁচা অথবা সজল শুষ্ক দ্রব্য শিলায় পেষণ করিয়া লইলে তাহাকে কল্ক কহে। আবাপ ও প্রক্ষেপ এই দুইটি কল্কের পর্য্যায়। কল্কে ঘৃত, মধু ও তৈল দিতে হইলে দ্বিগুণ, চিনি ও গুড় দিতে হইলে কল্কের সমান এবং দ্রবপদার্থ দিতে হইলে চারিগুণ দিতে হয়।

ক্কাথবিধিঃ

পানীয়ং ষোড়শগুণং ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে ক্ষিপেৎ। মৃৎপাত্রে ক্কাথয়েদ্ গ্রাহ্যমষ্টমাংশাবশেষিতম্।। কর্ষাদৌ তু পলং যাবদ্ দদ্যাৎ ষোড়শিকং জলম্। ততস্তু কুড়বং যাবৎ তোয়মষ্টগুণং ক্ষিপেৎ।। চতুর্গুণমতশ্চোর্দ্ধং যাবৎ প্রস্থাদিকং জলম্।। তজ্জলং পায়য়েদ্ধীমান্ কোষ্ণং মৃদ্বগ্নিসাধিতম্। শৃতং ক্কাথঃ কষায়শ্চ নির্য্যূহঃ স নিগদ্যতে।।

কুট্টিত ১ পল দ্রব্য ১৬ গুণ জল-সহ সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। দ্রব্যের পরিমাণ কর্ষ হইতে পল পর্য্যন্ত হইলে জলের পরিমাণ ১৬ গুণ, পল হইতে কুড়ব পর্য্যন্ত ৮ গুণ এবং কুড়বের পর প্রস্থ পর্য্যন্ত ৪ গুণ জল দিয়া মৃদু অগ্নিসন্তাপে সিদ্ধ করিবার বিধি। শৃত, কষায় ও নির্য্যূহ এই তিনটি শব্দ ক্কাথের পর্য্যায়।

পানে ক্কাথ্যাদি দ্রব্যব্যবস্থা

দশরক্তিকমানেন গৃহীত্বা তোলকদ্বয়ম্। দত্ত্বাম্ভঃ ষোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।।

পানীয় পাচনের নিয়ম : ১০ রতিতে যে-মাষা, তাহারই ৮ মাষায় তোলা ধরিয়া সেইরূপ ২ তোলা ঔষধদ্রব্য ১৬ গুণ অর্থাৎ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ অর্থাৎ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে। (কিন্তু ইদানীন্তন চিকিৎসকগণ ১ তোলা ও ১ টাকার ওজন সমান করিবার নিমিত্ত ১২ রতিতে মাষা ধরিয়া থাকেন)।

ক্কাথে ক্ষিপেৎ সিতামংশৈশ্চতুর্থাষ্টমষোড়শৈঃ। বাতপিত্তকফাতঙ্কে বিপরীতং মদু স্মৃতম্।। জীরকং গুগ্‌গুলুং ক্ষারং লবণঞ্চ শিলাজতু। হিঙ্গু ত্রিকটুকঞ্চৈব ক্কাথে শাণোন্মিতং ক্ষিপেৎ।। ক্ষীরং ঘৃতং গুড়ং তৈলং মূত্রঞ্চান্যদ্ দ্রবং তথা। কল্কং চূর্ণাদিকং ক্কাথে নিক্ষিপেৎ কর্ষসম্মিতম্।। তত্রোপবিশ্য বিশ্রান্তঃ প্রসন্নবদনেক্ষণঃ। ঔষধং হেমরজত-মৃদ্ভাজনোপরিস্থিতম্।। পিবেৎ প্রসন্নহৃদয়ঃ পীত্বা পাত্রমধোমুখম্। বিধায়াচম্য সলিলং তাম্বূলাদ্যুপযোজয়েৎ।।

ক্কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিতে হইলে বাতজনিত রোগে ৪ অংশের ১ অংশ, পিত্তজনিত রোগে ৮ অংশের ১ অংশ ও কফজনিত রোগে ১৬ অংশের ১ অংশ চিনি ব্যবহার করিবে। কিন্তু মধু প্রয়োগ সম্বন্ধে ইহার বিপরীত, অর্থাৎ বাতজনিত রোগে ১৬ অংশের ১ অংশ, পিত্তজনিত রোগে ৮ অংশের ১ অংশ এবং কফজনিত রোগে ৪ অংশের ১ অংশ মধু প্রয়োগ করিবে। জীরা, গুগগুলু, যবক্ষার, লবণ, শিলাজতু, হিঙ্গু ও ত্রিকটু(শুঁঠ, পিপুল, মরিচ) এই কয়েকটি ক্কাথে প্রয়োগ করিতে হইলে ১ শাণ (।।০ তোলা) মাত্রায় প্রয়োগ করিবে।

দুগ্ধ, ঘৃত, গুড়, তৈল, মূত্র অথবা কোনপ্রকার দ্রবপদার্থ কিংবা কল্ক ও চূর্ণ প্রভৃতি ক্কাথে প্রক্ষেপ দিতে হইলে ১ কর্ষ (২ তোলা) পরিমাণে দিবে।

প্রশস্তভাবে উপবেশনপূর্ব্বক নেত্র ও বদনের বিকৃতি না-করিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে সুবর্ণ, রৌপ্য বা

মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে ঔষধ সেবন করিবে। তদনন্তর ঔষধের পাত্রটিকে অধোমুখে রাখিয়া জল দ্বারা মুখ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক তাম্বূলাদি মুখশোধক দ্রব্য চর্ব্বণ করিবে।

হিমবিধিঃ

ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং সম্যক্ ষড়্‌ভির্নীরপলৈঃ প্লুতম্। নিশোষিতং হিমঃ স স্যাৎ তথা শীতকষায়কঃ। তস্য মানং মতং পানে পলদ্বয়মিতং বুধৈঃ।।

কুট্টিত ১ পল দ্রব্য ৬ পল জলে সমস্ত রাত্রি ভিজাইয়া রাখিলে তাহাকে হিম বা শীতকষায় কহে। শীতকষায় ২ পল পর্য্যন্ত পান করা যাইতে পারে।

প্রসঙ্গান্মন্থবিধিঃ

জলে চতুষ্পলে শীতে ক্ষুণ্ণং দ্রব্যপলং ক্ষিপেৎ। মৃৎপাত্রে মন্থয়েৎ সম্যক্ তস্মাচ্চ দ্বিপলং পিবেৎ।।

মৃত্তিকাপাত্রে ১ পল কুট্টিত দ্রব্য ৪ পল শীতল জলে ভিজাইয়া উত্তমরূপে মন্থন করিয়া লইলে মন্থ প্রস্তুত হয়। ইহাও শীতকষায়তুল্য। মাত্রা ২ পল।

অবান্তরভেদাৎ তণ্ডুলোদকম্

তণ্ডুলং কণশঃ কৃত্বা পলং গ্রাহ্যং হি তণ্ডুলাৎ। চতুর্গুণং জলং দেয়ং তণ্ডুলোদককর্ম্মণি। শীতকষায়মানেন তণ্ডুলোদককল্পনা।।

১ পল পরিমিত আতপতণ্ডুল চূর্ণ করিয়া ৪ পল জলে ভিজাইয়া রাখিলে তণ্ডুলোদক প্রস্তুত হয়। ইহার মাত্রা শীতকষায়ের ন্যায়।

ফাণ্টঃ

ক্ষুণ্ণে দ্রব্যপলে সম্যগ্ জলমুষ্ণং বিনিক্ষিপেৎ। মৃৎপাত্রে কুড়বোন্মানং ততস্তু স্রাবয়েৎ পটাৎ। সোঽয়ং পূতো দ্রবঃ ফাণ্টো ভিষগ্‌ভিরভিধীয়তে।।

কুট্টিত ১ পল দ্রব্য মৃৎপাত্রে অর্দ্ধ সের উষ্ণ জলে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া ছাঁকিয়া লইলে ফাণ্ট প্রস্তুত হয়।

প্রসঙ্গাদুষ্ণোদকম্

অষ্টমেনাংশশেষেণ চতুর্থেনার্দ্ধকেন বা। অথবা ক্বথনেনৈব সিদ্ধমুষ্ণোদকং ভবেৎ।। শ্লেষ্মামবাতমেদোঘ্নং বস্তিশোধনদীপনম্। কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি পীতমুষ্ণোদকং নিশি।।

অগ্নিসন্তাপে জল সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ, চতুর্থাংশ কিংবা অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে অথবা কেবল কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিলে তাহাকে উষ্ণোদক বলা যায়। ইহা শ্লেষ্মা, আমবাত ও মেদোরোগনাশক এবং বস্তিশোধক ও অগ্নিদীপক। রাত্রিকালে ইহা পান করিলে শ্বাস, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

ক্বাথাদেরবান্তরভেদাল্লেহাদিকমাহ

ক্বাথাদের্যৎ পুনঃপাকাদ্ ঘনত্বং সা রসক্রিয়া। সোঽবলেহশ্চ লেহশ্চ প্রাশ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।। সিতা চতুর্গুণা কার্য্যা চূর্ণাচ্চ দ্বিগুণো গুড়ঃ। দ্রব্যং চতুর্গুণং দদ্যাদিতি সর্ব্বত্র নিশ্চয়ঃ।। সুপক্কে তন্তুমত্ত্বং স্যাদবলেহেঽপ্সু মজ্জনম্। স্থিরত্বং পীড়িতে মুদ্রা গন্ধবর্ণরসোদ্ভবঃ।।

ক্বাথাদিকে পুনঃপাক করিলে যে-ঘন পদার্থ জন্মে, তাহাকে রসক্রিয়া, অবলেহ, লেহ ও প্রাশ বলে।

চিনি দিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি, গুড়-সংযোগে প্রস্তুত করিতে হইলে চূর্ণের দ্বিগুণ গুড় ও দ্রবপদার্থের সহিত প্রস্তুত করিতে হইলে সর্ব্বত্র চূর্ণের সহিত চতুর্গুণ দ্রবপদার্থ দিয়া পাক করিবে। অবলেহ সুপক্ক হইলে তন্তুবিশিষ্ট হয়, জলে নিক্ষেপ করিলে মগ্ন হইয়া স্থির হইয়া থাকে (গলিয়া যায় না), চাপিলে মুদ্রাবৎ চিহ্ন এবং উপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হয়।

চূর্ণবিধিঃ

অত্যন্তশুষ্কং যদ্ দ্রব্যং সুপিষ্টং বস্ত্রগালিতম্। তৎ স্যাচ্চূর্ণং রজঃ ক্ষোদস্তস্য পর্য্যায় উচ্যতে।।

অত্যন্ত শুষ্কদ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইলে চূর্ণ প্রস্তুত হয়। রজঃ ও ক্ষোদ, চূর্ণের পর্য্যায়।

চূর্ণস্য পাকনিষেধঃ

প্রায়ো ন পাকশ্চূর্ণানাং ভূরিচূর্ণস্য তেন হি। আসন্নপাকে প্রক্ষেপঃ স্বল্পস্য পাকমাগতে।। (আসন্নপাকে উপস্থিতপাকে নতু পাকমাপন্নে, তথা অতিপ্রচুরচূর্ণানাং প্রবেশো ন স্যাদিত্যর্থঃ। স্বল্পস্য চূর্ণস্য পাকান্তে কদুষ্ণদশায়াং প্রক্ষেপ ইতি)।

চূর্ণ ঔষধের পাক করা উচিত নহে, কারণ পাক দ্বারা চূর্ণ ঔষধ নির্বীর্য্য হয়। কিন্তু চূর্ণ যদি অধিক হয়, তাহা হইলে মোদকাদি দ্রব্যের আসন্নপাকে অর্থাৎ পাকসমাপ্তির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রক্ষেপ দিবে, কারণ তাহা না-হইলে চূর্ণসকল ঔষধের সহিত সম্যক্ প্রকারে মিশ্রিত হইবে না। চূর্ণপদার্থ যদি অল্প হয়, তবে পাক সমাপ্ত হইলে ঈষদুষ্ণ মোদকাদির সহিত মিশ্রিত করিবে।

বটকাবিধিঃ

বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নাম বটকা বটী। মোদকো গুড়িকা পিণ্ডী গুড়ো বর্ত্তিস্তথোচ্যতে।। লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করা তথা। গুগ্‌গুলুর্বা ক্ষিপেৎ তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী।। (তত্র বহ্নিসিদ্ধে গুড়াদৌ) কুর্য্যাদবহ্নিসিদ্ধেন ক্বচিদ্ গুগ্‌গুলুনা বটীম্। দ্রবেণ মধুনা বাপি গুটিকাং কারয়েদ্ বুধঃ।। সিতা চতুর্গুণা দেয়া বটীষু দ্বিগুণা গুড়ঃ। চূর্ণে চূর্ণসমঃ কার্য্যো গুগ্‌গুলুমধু তৎসমম্। দ্রবন্তু দ্বিগুণং দেয়ং মোদকেষু ভিষগ্বরৈঃ।।

এক্ষণে বটকার বিষয় বলা যাইতেছে। তাহার পর্য্যায় বটকা, বটী, মোদক, গুড়িকা, পিণ্ডী, গুড় ও বর্ত্তি। মোদকপাকের নিয়ম প্রায় অবলেহের ন্যায়। প্রথমত গুড়, শর্করা অথবা গুগগুলু অগ্নিতে পাক করিয়া আসন্ন পাকে চূর্ণ ঔষধ সমস্ত প্রক্ষেপ দিয়া তদ্দ্বারা বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। কখনও-কখনও গুগগুলু অগ্নিতে পাক না-করিয়া কেবল কোন দ্রবপদার্থ ও মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা করা যায়। মোদকে চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি ও দ্বিগুণ গুড় দিতে হয়। গুগগুলু ও মধু চূর্ণের সমান এবং দ্রবপদার্থ চূর্ণের দ্বিগুণ।

অণুবটিকাবিধিঃ

ধাত্বাদীনামুদ্ভিদাং বা চূর্ণমুক্তদ্রবৈঃ প্লুতম্। অনুক্তে তোয়যোগেন বিমর্দ্দ্য বিদধীত চ।। যবসর্ষপগুঞ্জাদি-প্রমাণা বটিকা ভিষক্। অনির্দ্দিষ্টবটী সিদ্ধৌ প্রায়ো গুঞ্জাত্মিকা মতা। তৎসেবনং যথাদোষমনুপানেন চেষ্যতে।।

ধাতু উপধাতু ও উদ্ভিদের চূর্ণ শাস্ত্রোক্ত দ্রবপদার্থ দ্বারা অথবা অনুক্ত-স্থলে কেবল জল দ্বারা বিশেষরূপে মর্দ্দন করিয়া যব, সর্ষপ ও গুঞ্জাপরিমিত বটী করিবে। কিন্তু যে-স্থলে বটীর নির্দ্দিষ্ট

পরিমাণ না-থাকিবে, তথায় প্রায় গুঞ্জা (রতি)-পরিমিত বুঝিতে হইবে। ইহা দোষ বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য অনুপানের সহিত প্রয়োগ করিবে। এই বটিকাকে অণুবটিকা বা বটী কহে।

ভাবনাবিধিঃ

দ্রবেণ যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ। ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্বরৈঃ।। ভাব্যদ্রব্যসমং ক্বাথ্যং ক্বাথ্যাদষ্টগুণং জলম্। অষ্টাংশশেষিতঃ ক্বাথো ভাব্যানাং তেন ভাবনা।। দিবা দিবাতপে শুষ্কং রাত্রৌ রাত্রৌ নিবাসয়েৎ। শ্লক্ষ্ণং চূর্ণীকৃতং দ্রব্যং সপ্তাহং ভাবনাবিধিঃ।।

যে-পরিমিত দ্রব্যে চূর্ণসকল সিক্ত হয়, চূর্ণের ভাবনাক্রিয়ায় দ্রব্যের তাহাই পরিমাণ জানিবে। ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিতে হইলে ক্বাথ্যদ্রব্য ভাব্যদ্রব্যের (যাকে ভাবনা দিতে হইবে) সমান পরিমাণে লইয়া ৮ গুণ জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং অষ্টমাংশ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিবে। চূর্ণ দ্রব্য জল বা ক্বাথাদি দ্রবপদার্থে ভিজাইয়া প্রতিদিন রৌদ্রে শুষ্ক এবং প্রতি রাত্রিতে শিশিরসিক্ত করাকে ভাবনা কহে। বিশেষ বিধি না-থাকিলে ৭ দিন ঐরূপ ভাবনা দেওয়া বিধি।

মাত্রাবিধিঃ

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ। ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রয়োজয়েৎ।। উত্তমস্য পলং মাত্রা ত্রিভিশ্চাক্ষৈশ্চ মধ্যমে। জঘন্যস্য পলার্দ্ধেন স্নেহক্বাথ্যৌষধেষু চ।। (পলমত্র সৌশ্রুতমিতি গুরবঃ। সৌশ্রুতপলং চরকস্যার্দ্ধপলম্। ত্রিভিরক্ষৈরিতি চরকস্য ত্রিভিস্তোলৈঃ। পলার্দ্ধেনেতি চরকে কর্ষেণৈকেন, যুগপ্রভাবাজ্জঘন্যা এব সর্ব্বে, অতএব জঘন্যা মাত্রা সর্ব্বেষাং দাতব্যা)।

মাত্রার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই; বাতাদি দোষ, অগ্নি, বল, বয়ঃক্রম, ব্যাধি, দ্রব্য ও কোষ্ঠ বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত মাত্রা প্রয়োগ করিবে। তবে স্নেহপদার্থ, ক্বাথ্যপদার্থ, স্বরস, গুড়িকা ও কাঞ্জিকাদি ঔষধে সাধারণত যে-মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা লিখিত হইতেছে। প্রবলাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে মাত্রা ১ পল, মধ্যমাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে ৩ অক্ষ এবং অধমাগ্নিবল ব্যক্তির পক্ষে অর্দ্ধ পল নির্দ্দিষ্ট। কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্যগণ এই স্থলে সৌশ্রুত মান ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সুশ্রুতের ১ পল চরকের অর্দ্ধ পল, অতএব এ স্থলে সুশ্রুতের ১ পল ৪ তোলা, ৩ অক্ষ ৩ তোলা, অর্দ্ধ পল ২ তোলা। কারণ সুশ্রুতের ৫ রতিতে মাষা এবং চরকের ১০ রতিতে মাষা; অতএব সুশ্রুতের পরিমাণ অপেক্ষা চরকের পরিমাণ দ্বিগুণ। কলিযুগে সকলেরই অগ্নি ও বল অতি অল্প, তজ্জন্য সকলেরই পক্ষে জঘন্য অর্থাৎ অল্প মাত্রা প্রযোজ্য।

গুঞ্জামাত্রং রসং দেবি হেম জীর্ণঞ্চ ভক্ষয়েৎ। তারং ত্রিগুঞ্জকং প্রোক্তং রবিজীর্ণং দ্বিগুঞ্জকম্।। লৌহাভ্র-নাগবঙ্গানাং খর্পরস্য শিলাজতোঃ। ষড়্গুঞ্জাপ্রমিতা মাত্রা মলোপরসমাষিকম্।। কাংস্যপিত্তলয়োর্মানং ভক্ষয়েৎ তাম্রজীর্ণবৎ। যবমাত্রং বিষং দেবি গুঞ্জামাত্রন্তু কুষ্ঠিনে।। বজ্রং যবদ্বয়মিতং তালকং যবসপ্তকম্। ততো বুদ্ধা ভিষগ্ দদ্যাৎ প্রায়ো মাত্রেতি কীর্ত্তিতা।।

এ স্থলে শোধিত এবং জারিত ধাত্বাদির মাত্রাও সংক্ষেপে কথিত হইতেছে। শোধিত পারদ ও জারিত স্বর্ণের মাত্রা ১ রতি, রৌপ্যের মাত্রা ৩ রতি, তাম্রের মাত্রা ২ রতি এবং লৌহ, অভ্র, সীসক, বঙ্গ, খর্পর ও শিলাজতুর মাত্রা ৬ রতি। মলধাতু ও উপরসের মাত্রা ১ মাষা। কাঁসা ও পিতলের মাত্রা ২ রতি। বিষের মাত্রা ১ যব, কিন্তু কুষ্ঠরোগীকে ১ রতি পরিমিত দেওয়া যাইতে পারে। হীরক ২ যব মাত্রায় এবং হরিতাল ৭ যব মাত্রায় ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে ইহাদের মাত্রা কথিত হইলেও বিবেচক ভিষক বল, বয়স ও অগ্ন্যাদি লক্ষ করিয়া মাত্রা স্থির করিবেন।

ভৈষজ্যসেবনকালবিধিঃ

অভক্তং পূর্ব্বভক্তঞ্চ মধ্যভক্তং সভক্তকম্। ভক্তোপরিষ্টাৎ সামুদ্গং[1] ভক্তয়োরান্তরেঽপি চ।। গ্রাসে গ্রাসান্তরে চৈব মুহুর্মুহুরিতি স্মৃতঃ। কালা দশৈতে ধীমদ্ভিরৌষধস্য সমাসতঃ।। বলিনো মহতো ব্যাধের-ভুক্তে ভেষজং হিতম্।। সর্ব্বব্যাধিহরং পথ্যং পূর্ব্বভক্তং মহৌষধম্। মধ্যকায়গতান্ রোগান্ মধ্যভক্তং নিহন্তি চ।। সভক্তং সুকুমারাণাং বালানামৌষধদ্বিযাম্। ভক্তোপরিষ্টাচ্ছস্তঞ্চ উর্দ্ধজত্রুবিকারিণাম্।। সামুদ্গাং বর্চ্চসাং বন্ধে দীপ্তাগ্নিবলিনাং হিতম্।। ভক্তয়োরন্তরে জ্ঞেয়ং ভোজনদ্বয়মধ্যতঃ। তচ্চ নিত্যং প্রযুঞ্জীত মধ্যদেহবিকারিণাম্।। গ্রাসে গ্রাসে কৃশাগ্নীনাং বাহ্যাসক্তধিয়ামপি।। গ্রাসান্তরে হিতং বিদ্যাৎ কুষ্ঠমেহবিকারিণাম্। মুহুর্মুহুঃ শ্বাসকাস-তৃষার্ত্তচ্ছর্দ্দিরোগিণাম্।।

অভক্ত, পূর্ব্বভক্ত, মধ্যভক্ত, সভক্তক, ভক্তানন্তর, সামুদ্গ[2], ভোজনমধ্যবর্ত্তী, প্রতিগ্রাস, গ্রাসান্তর ও মুহুর্মুহু এই দশপ্রকার ঔষধসেবনের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রোগী বলবান এবং ব্যাধি প্রবল হইলে অভক্ত অর্থাৎ অনাহারে ঔষধসেবন হিতকারী। পূর্ব্বভক্ত অর্থাৎ আহারের পূর্ব্বে সেবিত ঔষধ সর্ব্বব্যাধিনাশক ও হিতজনক। মধ্যভক্ত (ভোজনের মধ্যকালে সেবিত) ঔষধ মধ্যদেহগত রোগনাশক, সভক্ত (অন্নের সহিত সেবিত) ঔষধ সুকুমার প্রকৃতি, ঔষধদ্বেষী ও বালকদিগের পক্ষে হিতকর। ভক্তানন্তর অর্থাৎ ভোজনের পর সেবিত ঔষধ উর্ধ্বজত্রুরোগে প্রশস্ত। কোষ্ঠগত বিবন্ধ রোগে এবং দীপ্তাগ্নি ও বলবান রোগীর পক্ষে সামুদ্গ ঔষধ হিতকর। মধ্যদেহ-সম্বন্ধীয় রোগে ভোজনদ্বয়ের মধ্যে ঔষধসেবন উপকারী। কুষ্ঠ ও মেহরোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে গ্রাসান্তরে সেবিত ঔষধ প্রশস্ত। শ্বাস, কাস, তৃষ্ণা ও বমিরোগে বারংবার ঔষধসেবন আবশ্যক।

অন্যচ্চ—

জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যগ্রহণে নৃণাম্। কিঞ্চিৎ সূর্য্যোদয়ে জাতে তথা দিবসভোজনে। সায়ন্তনে ভোজনে চ মুহুশ্চাপি তথা নিশি।।

শাস্ত্রান্তরে ঔষধসেবনের কাল পাঁচপ্রকার উক্ত হইয়াছে। যথা সূর্য্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পরে, দিবা-ভোজনকালে, সায়ংভোজনকালে, মুহুর্মুহু ও রাত্রিকালে।

প্রথমঃ কালঃ

প্রায়ঃ পিত্তকফোদ্রেকে বিরেকবমনার্থয়োঃ। লেখনার্থে চ ভৈষজ্যং প্রভাতেঽনন্নমাহরেৎ।।

পিত্ত ও শ্লেষ্মার প্রকোপ এবং বিরেচন বমন ও লেখনার্থে প্রাতঃকালে আহার না-করিয়া ঔষধ সেবন করিতে হয়।

দ্বিতীয়ঃ কালঃ

ভৈষজ্যং বিগুণেঽপানে ভোজনাগ্রে প্রশস্যতে। অরুচৌ চিত্রভোজ্যৈশ্চ মিশ্রং রুচিরমাহরেৎ।। সমানবাতে বিগুণে মন্দেঽগ্নাবতিদীপনম্। দদ্যাদ্ ভোজনমধ্যে চ ভৈষজ্যং কুশলো ভিষক্।। ব্যানকোপে তু ভৈষজ্যং ভোজনান্তে সমাহরেৎ। হিক্কাক্ষেপককম্পেষু পূর্ব্বমন্তে চ ভোজনাৎ।।

অপান বায়ু দূষিত হইলে ভোজনের অগ্রে ঔষধসেবন প্রশস্ত। অরুচিতে নানাপ্রকার খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া রুচিজনক ঔষধ সেবনীয়। সমান বায়ু দূষিত এবং অগ্নিমান্দ্য হইলে অগ্নিদীপক ঔষধ ভোজনক্রিয়ার মধ্যে সেবন করিবে। ব্যান বায়ু প্রকুপিত হইলে ভোজনের শেষে এবং হিক্কা, আক্ষেপক ও কম্পে ভোজনের প্রথমে ও পরে ঔষধ সেবন করিতে হয়।

---

১. সামুদ্গং ভেষজং বিদ্যাদন্নস্যাদ্যাবসানয়োঃ।। ২. ভোজনের আদি ও অন্তে সেবিত ঔষধকে সামুদ্গ কহে।

তৃতীয়ঃ কালঃ

উদানে কুপিতে বাতে স্বরভঙ্গাদিকারিণি। গ্রাসগ্রাসান্তরে দেয়ং ভৈষজ্যং সান্ধ্যভোজনে।। প্রাণে প্রদুষ্টে সান্ধ্যস্য ভুক্তস্যান্তে প্রদীয়তে। ঔষধং প্রায়শো ধীরৈঃ কালোঽয়ং স্যাৎ তৃতীয়কঃ।।

স্বরভঙ্গাদিকারক উদান বায়ু কুপিত হইলে সায়ংভোজনের প্রতি গ্রাসান্তরে ঔষধ সেবনীয়। প্রাণবায়ু প্রকুপিত হইলে সান্ধ্যভোজনের পর ঔষধ সেব্য।

চতুর্থঃ কালঃ

মুহুর্ম্মুহুশ্চ তৃট্ছর্দ্দি-হিক্কাশ্বাসগরেষু চ। সান্নঞ্চ ভেষজং দদ্যাদিতি কালশ্চতুর্থকঃ।।

তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, শ্বাসরোগ ও বিষদোষে মুহুর্ম্মুহু অন্নের সহিত ঔষধ প্রযোজ্য।

পঞ্চমঃ কালঃ

ঊর্দ্ধজত্রুবিকারেষু লেখনে বৃংহণে তথা। পাচনে শমনে দেয়মনন্নং ভেষজং নিশি।।

ঊর্ধ্বজত্রুগত রোগে এবং লেখন, বৃংহণ, পাচন ও শমনার্থে রাত্রিতে ঔষধ প্রযোজ্য ও লঙ্ঘন ব্যবস্থেয়।

ক্ষীরাদিপাকঃ

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্। ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকে ত্বয়ং বিধিঃ।। ক্ষীরমস্ত্বার-নালানাং পাকো নাস্তি বিনাম্ভসা। সম্যক্ পাকং ন গচ্ছতি তস্মাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্।। (এতৎ তু বচনং কেবলক্ষীরাদিপক্বপাচনাদৌ ক্ষীরপঞ্চমূল্যাদৌ নান্যত্র; ঘৃততৈলাদিপাকে অত্র দ্রবান্তরমস্ত্যেব। তৈলাদি-পাকে যত্র চতুর্গুণং ক্ষীরমেবাস্তি ন তত্র দ্রবান্তরমস্তি তত্র কণ্ঠোক্তত্বাৎ পরিভাষা ন প্রবর্ত্ততে, যথা— অব্যক্তানুক্তলেশোক্তসন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকা ইত্যভিপ্রেত্য ব্যাখ্যেয়মিতি গুরবঃ)।

যে-দ্রব্যের সহিত ক্ষীর পাক করিতে হইবে তাহার ৮ গুণ দুগ্ধ ও দুগ্ধের চতুর্গুণ জল একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। জল ব্যতিরেকে দুগ্ধ, দধিমস্তু ও কাঁজির পাক হয় না, তজ্জন্য ৪ গুণ জল দিয়া পাক করা বিধি। ঘৃত-তৈলাদিতে যে-দুগ্ধ পাক করিতে হয়, সে স্থলে এ নিয়ম নহে, কেবল ক্ষীরাদিসিদ্ধ পাচন অর্থাৎ ক্ষীরপঞ্চমূল্যাদি পাচনের পক্ষে এই নিয়ম জানিবে।

ঘৃততৈলাদিযোগে চ যদ্দ্রব্যং পুনরুচ্যতে। জ্ঞাতব্যং তদিহাচার্য্যৈর্ভাগতো দ্বিগুণেন হি।।

ঘৃত তৈল অথবা অপর যোগাদিতে যদি কোন দ্রব্য ২ বার উক্ত হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্যের ২ ভাগ লইতে হইবে।

মাংসরসসাধনম্

দ্রব্যতো দ্বিগুণং মাংসং সর্ব্বতো দিগুণং পয়ঃ। পাদস্থং সংস্কৃতং হ্যেষ ষড়ঙ্গো যূষ উচ্যতে।। পলানি দ্বাদশ প্রস্থে ঘনেঽথ তনুকে তু ষট্। মাংসস্য বটকং কুর্য্যাৎ পলমচ্ছতরে রসে।।

ঔষধ দ্রব্যের সহিত মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে দ্রব্যের দ্বিগুণ মাংস ও সকলের দ্বিগুণ জল দিয়া একত্র পাক করত চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে মাংসরস প্রস্তুত হয়। মাংসরস ঘন করিতে হইলে ১ প্রস্থ জলে ১২ পল মাংস, তরল করিতে হইলে ৬ পল মাংস (৪ সের জলে) পাক করিয়া উত্তমরূপে চটকাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। আর অতিতরল মাংসরস প্রস্তুত করিতে হইলে ১ পল সিদ্ধ মাংস পেষণ করিয়া বটক করিবে, পরে সেই বটকসকল ঘৃতাদিতে ভাজিয়া পূর্ব্ববৎ জলে পাক করিয়া স্বচ্ছতর রস প্রস্তুত করিবে।

স্নেহপাকস্য সাধারণো বিধিঃ

আদৌ সঞ্চারয়েৎ ক্বাথং দুগ্ধং কল্কং ততঃ পরম্। ততোঽন্যৎ সুরভিদ্রব্যমেষ স্নেহবিধির্মতঃ।।

স্নেহপাক করিতে হইলে প্রথমে ক্বাথ, তৎপরে দুগ্ধ ও তারপর কল্ক-সহ তৈলাদি পাক করিবে। শেষে ছাঁকিয়া গন্ধদ্রব্য-সহ পাক করিবে।

তৈলমূর্চ্ছাবিধিঃ

তত্রাদৌ তিলতৈলমূর্চ্ছা

কৃত্বা তৈলং কটাহে দৃঢ়তরবিমলে মন্দমন্দানলৈস্তৎ পক্বং নিষ্ফেনভাবং গতমিহ তু যদা শৈত্যযুক্তং তদৈব। মঞ্জিষ্ঠারাত্রিলোধ্রৈর্জলধরনলিকৈঃ সামলৈঃ সাক্ষপথ্যৈঃ সূচীপুষ্পাঙ্ঘ্রি নীরৈরুপহৃতিমথিতৈ-র্গন্ধযোগং জহাতি।। তৈলস্যেন্দুকলাংশিকস্তু বিকসাভাগোঽপি মূর্চ্ছাবিধৌ যে চান্যে ত্রিফলাপয়োদরজনী-হ্রীবেরলোধ্রান্বিতাঃ। সূচীপুষ্পবটাবরোহনলিকাস্তস্যাশ্চ পাদাংশিকাদুর্গন্ধং বিনিহত্য তৈলমরুণং সদ্‌গন্ধমা-কুর্ব্বতে।।

দৃঢ়তর লৌহকটাহে মন্দ-মন্দ অগ্নি দ্বারা তৈল পাক করিবে। যখন ঐ তৈল নিষ্ফেন হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে, অল্প শীতল হইলে পেষিত হরিদ্রা জলে গুলিয়া ক্রমশ তৈলে দিবে। পরে পেষিত জল মঞ্জিষ্ঠা ক্রমে-ক্রমে তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে লোধ, মুতা, নালুকা, আমলা, বহেড়া, হরীতকী, কেয়ার মূল, বটের ঝুরি ও বালা এই সকল দ্রব্য জল-সহ শিলাপিষ্ট করিয়া তৈলে দিবে। পুনরায় ঐ তৈলে তাহার চতুর্গুণ জল দিয়া পাক করিবে এবং কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ৭ দিন তদবস্থায় রাখিবে। এই হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যসমূহকে মূর্চ্ছাদ্রব্য কহে। উক্ত দ্রব্যের পরিমাণ এই, তৈলের ষোড়শাংশ, মঞ্জিষ্ঠা এবং অপরাপর দ্রব্য মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ, অর্থাৎ যদি তৈল ১৬ সের হয়, তাহা হইলে মঞ্জিষ্ঠা ১ সের ও অন্যান্য দ্রব্য ১ পোয়া করিয়া হওয়া আবশ্যক। মূর্চ্ছাক্রিয়া দ্বারা দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া তৈল সুগন্ধ ও অরুণবর্ণ হয়। তৈলের সহিত ক্বাথাদি পাক করিবার সময় মূর্চ্ছাদ্রব্যসমস্ত ছাঁকিয়া ফেলিবে।

কটুতৈলমূর্চ্ছা

বয়ঃস্থারজনীমুস্ত-বিল্বদাড়িমকেশরৈঃ। কৃষ্ণজীরকহ্রীবের-নলিকৈঃ সবিভীতকৈঃ।। এতৈঃ সমাংশৈঃ প্রস্থে চ কর্ষমাত্রং প্রযোজয়েৎ। অরুণাদ্দ্বিপলং তত্র তোয়ঞ্চাঢ়কসম্মিতম্। কটুতৈলং পচেৎ তেন হ্যামদোষহরং পরম্।।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে কটুতৈলও মূর্চ্ছিত করিবে অর্থাৎ তৈল নিষ্ফেন হইলে প্রথমে হরিদ্রা, তদনন্তর মঞ্জিষ্ঠা দিয়া, পরে আমলা, মুতা, বেলছাল, দাড়িমছাল, নাগকেশর, কৃষ্ণজীরা, বালা, নালুক ও বহেড়া এই সকল মূর্চ্ছনদ্রব্য পূর্ব্ববৎ দিবে। ৪ সের তৈলে মঞ্জিষ্ঠা ১ পোয়া ও অন্যান্য প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া ১৬ সের জলে পাক করিবে।

এরণ্ডতৈলমূর্চ্ছা

বিকসা মুস্তকং ধান্যং ত্রিফলা বৈজয়ন্তিকা। হ্রীবেরবনখর্জ্জূর-বটশুঙ্গানিশাযুগম্।। নলিকা ভেষজং দেয়ং কেতকী চ সমং সমম্। প্রস্থে দেয়ং শুক্তিমিতং মূর্চ্ছনে দধিকাঞ্জিকম্।।

এরণ্ডতৈলের মূর্চ্ছাদ্রব্য যথা মঞ্জিষ্ঠা, মুতা, ধনে, ত্রিফলা, জয়ন্তীপত্র, বালা, বনখর্জ্জুর, বটের ঝুরি, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, নালিকা, কেয়ার ঝুরি, দধি ও কাঁজি প্রত্যেক ৪ তোলা, তৈল ৪ সের। মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছা করিবে।

ঘৃতমূর্চ্ছা

পথ্যাধাত্রীবিভীতৈর্জ্জলধররজনীমাতুলুঙ্গদ্রবৈশ্চ দ্রব্যৈরেতৈঃ সমস্তৈঃ পলকপরিমিতৈর্ম্মন্দমন্দানলেন। আজ্যপ্রস্থং বিফেনং পরিচপলগতং মূর্চ্ছয়েদ্বৈদ্যরাজস্তস্মাদামোপদোষং হরতি চ সকলং বীর্য্যবৎ সৌখ্যদায়ি।।

পূর্ব্ববৎ দৃঢ়কটাহে মন্দ-মন্দ অগ্নিতে ঘৃত পাক করিলে ঘৃত যখন নিষ্ফেন হইবে, তখন প্রথমে হরিদ্রা, তৎপরে ছোলঙ্গলেবুর রস, তদনন্তর হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও মুতা এই সকল দ্রব্য পূর্ব্ববৎ ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। ৪ সের ঘৃতের মূর্চ্ছন করিতে হইলে মূর্চ্ছাদ্রব্যসকলের প্রত্যেকের পরিমাণ ১ পল, পাকার্থ জল ১৬ সের।

স্নেহসাধনে ক্বাথ্যজলাদেঃ পরিমাণম্

নিক্ষিপ্য ক্বাথয়েৎ তোয়ং ক্বাথ্যদ্রব্যাচ্চতুর্গুণম্। পাদশিষ্টং গৃহীত্বা তু স্নেহং তেনৈব সাধয়েৎ।। চতুর্গুণং মৃদুদ্রব্যে কঠিনেহষ্টগুণং জলম্। মৃদ্বাদিক্বাথ্যসংঘাতে দদ্যাদষ্টগুণং পয়ঃ। অত্যন্তকঠিনে দ্রব্যে নীরং ষোড়শিকং মতম্।।

অনুক্ত-স্থলে স্নেহপাকার্থ ক্বাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম, যথা ক্বাথ্যদ্রব্য কোমল হইলে ৪ গুণ জলে, কঠিন অথবা নাতিমৃদু-নাতিকঠিন হইলে ৮ গুণ জলে এবং অত্যন্ত কঠিন হইলে ১৬ গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথে স্নেহপাক করিবে। ক্বাথ স্নেহের চতুর্গুণ হয়, এইরূপ হিসাব করিয়া ক্বাথ্য দ্রব্য লইবে।

কর্ষাদিতঃ পলং যাবৎ ক্ষিপেৎ ষোড়শিকং জলম্। তদূর্দ্ধং কুড়বং যাবদ্ ভবেদষ্টগুণং পয়ঃ।। প্রস্থাদিতঃ ক্ষিপেন্নীরং খারীং যাবচ্চতুর্গুণম্। তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা।।

অপরে বলেন কর্ষ হইতে পল-পরিমিত ক্বাথ্য দ্রব্য ১৬ গুণ জলে, তদূর্ধ্ব কুড়ব পর্য্যন্ত ৮ গুণ জল এবং প্রস্থ হইতে খারী পর্য্যন্ত ৪ গুণ জল দিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। আর অনুক্ত-স্থলে তুলাপরিমিত অর্থাৎ ১২।।০ সের ক্বাথ্যে দ্রোণ-পরিমিত অর্থাৎ ৬৪ সের জল দিবে। এইরূপ যে-স্থলে কেবল ৬৪ সের জলের উল্লেখ থাকিবে, তথায় ১২।।০ সের ক্বাথ্য দ্রব্য দিতে হইবে, ইহা বুঝিবে।

অনির্দ্দিষ্টপ্রমাণানাং স্নেহানাং প্রস্থ ইষ্যতে। জলস্নেহৌষধানাঞ্চ প্রমাণং যত্র নেরিতম্।। তত্র স্যাদৌষধাৎ স্নেহঃ স্নেহাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্। স্নেহসিদ্ধৌ দ্রবেহনুক্তে সর্ব্বত্রাম্ভশ্চতুর্গুণম্। গন্ধদ্রব্যাণি চেচ্ছন্তি কল্কস্যার্দ্ধাংশিকানি চ।।

কী পরিমাণে স্নেহ পাক করিতে হইবে, তাহার বিশেষ উল্লেখ না-থাকিলে, ৪ সের পরিমাণে স্নেহ পাক করা বিহিত এবং জল, স্নেহ ও কল্কদ্রব্যের পরিমাণ উল্লেখ না-থাকিলে কল্ক দ্রব্যের চতুর্গুণ স্নেহ ও স্নেহের চতুর্গুণ জল লওয়া আবশ্যক। আর কোন্ দ্রবপদার্থ দ্বারা স্নেহপাক করিতে হইবে তাহা লিখিত না-থাকিলে বুঝিতে হইবে যে সর্ব্বত্রই ৪ গুণ জল দ্বারা স্নেহপাক করিতে হইবে। স্নেহপাকে কল্কের অর্দ্ধেক গন্ধদ্রব্য প্রদান করিতে হয়।

স্নেহপাকবিধৌ যত্র ক্ষীরমেকন্তু কথ্যতে। তোয়াদীনামনির্দ্দেশে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্। দ্রবান্তরেণ যোগে তু ক্ষীরং স্নেহসমং বিদুঃ।।

স্নেহপাক বিষয়ে যদি জলাদি অন্য দ্রবপদার্থের উল্লেখ না-থাকিয়া কেবল একমাত্র দুগ্ধের উল্লেখ থাকে অর্থাৎ যদি কেবল দুগ্ধ দিয়াই স্নেহপাক করিতে হয়, তাহা হইলে স্নেহের ৪ গুণ দুগ্ধ দিতে হইবে। আর যদি জলাদি অন্য দ্রবপদার্থের উল্লেখ থাকে, তবে স্নেহের সমান দুগ্ধ দেওয়া কর্ত্তব্য।

অন্যচ্চ—

স্বরসক্ষীরমাঙ্গল্যৈঃ পাকো যত্রেরিতঃ ক্বচিৎ। জলং চতুর্গুণং তত্র বীর্য্যাধানার্থমাবপেৎ।। ন মুঞ্চতি রসং দ্রব্যং ক্ষীরাদিভিরুপস্কৃতম্। সম্যক্ পাকো ন জায়েত তস্মাৎ তোয়ং চতুর্গুণম্।।

কেহ বলেন, যে-স্থলে স্বরস দুগ্ধ বা দধি দিয়া স্নেহপাক করিতে বলা থাকে, তথায় জলের উল্লেখ না-থাকিলেও স্নেহের বীর্য্যাধানার্থ উক্ত দুগ্ধাদির সহিত চতুর্গুণ জল দিয়া স্নেহপাক করা কর্ত্তব্য। কারণ কেবল দুগ্ধাদি দ্বারা স্নেহপাক করিলে, তাহাদের গাঢ়তা-প্রযুক্ত কল্কদ্রব্যের রস ভালরূপ নিঃসৃত হয় না, সুতরাং স্নেহের পাক সম্যক্প্রকারে নিষ্পন্ন হয় না। অতএব অনুক্ত-স্থলেও ৪ গুণ জল দেওয়া অতি আবশ্যক।

পঞ্চ প্রভৃতি যত্র স্যুর্দ্রবাণি স্নেহসংবিধৌ। তত্র স্নেহসমান্যাহুরর্ব্বাক্ চ স্যাচ্চতুর্গুণম্।।

স্নেহপাক বিষয়ে যেখানে চারের অধিক দ্রবপদার্থের উল্লেখ থাকিবে, তথায় প্রত্যেক দ্রবপদার্থ স্নেহের সমান, আর এক হইতে চার পর্য্যন্ত প্রত্যেক দ্রবপদার্থ স্নেহের ৪ গুণ দিতে হইবে।

অম্বুক্বাথরসৈর্যত্র পৃথক্ স্নেহস্য সাধনম্। কল্কস্যাংশং তত্র দদ্যাচ্চতুর্থং ষষ্ঠমষ্টমম্।।

কেবল জল দ্বারা স্নেহের পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থাংশ ও ক্বাথ দ্বারা স্নেহের পাক করিতে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের ষষ্ঠাংশ এবং স্বরস দ্বারা স্নেহের পাক করিলে হইলে কল্কের পরিমাণ স্নেহের অষ্টমাংশ লইবে।

দুগ্ধে দধ্নি রসে তক্রে কল্কো দেয়োঽষ্টমাংশিকঃ। কল্কাচ্চ সম্যক্ পাকার্থং তোয়মত্র চতুর্গুণম্।। (কল্কাৎ কল্কদ্রব্যাচ্চতুর্গুণং তোয়ং পেষণার্থম্)।

দুগ্ধ, দধি, স্বরস ও তক্র দ্বারা স্নেহপাক করিতে হইলে কল্কদ্রব্য স্নেহের অষ্টমাংশ এবং কল্কদ্রব্য পেষণার্থ কল্কের চতুর্গুণ জল দিতে হইবে।

ক্বাথেন কেবলেনৈব পাকো যত্রোদিতঃ ক্বচিৎ। ক্বাথ্যদ্রব্যস্য কল্কোঽপি তত্র স্নেহে প্রযুজ্যতে। কল্কহীনস্তু যঃ স্নেহঃ স সাধ্যঃ কেবলে দ্রবে।। (কেবলে দ্রবে ক্বাথেতরস্মিন্ স্বরসাদিরূপে)।

কেবল ক্বাথ দ্বারা যেখানে স্নেহপাকের বিধি থাকে, তথায় বুঝিতে হইবে যে ঐ ক্বাথ্যেরই কল্ক দ্বারা স্নেহপাক করিতে হইবে। কল্ক-ব্যতিরেকেও স্নেহপাক করা যায়, তথায় কেবল দ্রব দ্বারা অর্থাৎ স্বরসাদি দ্বারা পাক করিতে হইবে।

পুষ্পকল্কস্তু যঃ স্নেহস্তত্র তোয়ং চতুর্গুণম্। স্নেহাৎ স্নেহাষ্টমাংশশ্চ পুষ্পকল্কং প্রযুজ্যতে।।

স্নেহপাকে পুষ্প যদি কল্কদ্রব্য হয়, তাহা হইলেও স্নেহের চতুর্গুণ জল দিবে এবং পুষ্পকল্ক স্নেহের অষ্টমাংশ লইবে।

আদৌ কল্কঃ প্রদাতব্যো গন্ধদ্রব্যং তত পরম্। তৈলমুত্তার্য্য দাতব্যং শিহ্লকং কুঙ্কুমং নখম্। গন্ধচন্দন-কর্পূরমেলাবীজং লবঙ্গকম্।।

অগ্রে কল্কপাক, তদনন্তর গন্ধদ্রব্য দ্বারা পাক করিয়া তৈল নামাইবে। পরে শিলারস, কুঙ্কুম, নখী, শ্বেতচন্দন, কর্পূর, এলাইচ ও লবঙ্গ এই গন্ধদ্রব্যগুলি তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে।

স্নেহপাকস্য কালনিয়মঃ

মূর্চ্ছা স্যাৎ সপ্তভিঃ সিদ্ধা রাত্রিভির্বুধসম্মতা। ব্রীহিপ্রাণ্যঙ্গয়োঃ পাকঃ সদ্যঃ সিধ্যতি নান্যথা।। স্যাৎ পাকঃ পয়সো দ্বাভ্যাং স্বরসাদেস্তু তিসৃভিঃ। দধিকাঞ্জিকতক্রাণাং সিদ্ধো ভবতি পঞ্চভিঃ।। মূত্রাদীনামেক-

রাত্রাৎ ততঃ কল্কস্য সপ্তভিঃ। গন্ধানাং পঞ্চভির্জ্ঞেয়ঃ স্নেহপাকে ক্রমোঽপ্যয়ম্।।

তৈলাদি মূর্চ্ছাক্রিয়া ৭ দিনে সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ মূর্চ্ছাদ্রব্যসমস্ত পাকানন্তর ৭ রাত্রির পর ছাঁকিয়া ফেলিবে। অনন্তর ব্রীহি প্রভৃতির ক্বাথ-সহ ও তৎপরে মাংসাদির ক্বাথের সহিত স্নেহপাক কর্ত্তব্য। ইহাদের সহিত এক-এক দিবসের মধ্যেই পাক সম্পন্ন করা উচিত। পরে দুগ্ধ-সহ ২ দিন, স্বরস ও ক্বাথের সহিত ৩ দিন, দধি কাঁজি ও তক্রের সহিত ৫ দিন এবং মূত্রাদির সহিত ১ দিন পাক করা নিয়ম। তৎপরে কল্কপাক, ইহা ৭ দিনে সম্পন্ন করিতে হয় অর্থাৎ কল্কপাকের ৭ দিন পরে উহা ছাঁকিয়া ফেলিতে হয়। সর্ব্বপশ্চাৎ গন্ধপাক, গন্ধদ্রব্যের সহিত পাক ৫ দিনে সম্পন্ন হয়।

স্নেহপাকপরিজ্ঞানম্

বর্ত্তিবৎ স্নেহকল্কঃ স্যাদ্ যদাঙ্গুল্যা বিবর্ত্তিতঃ। শব্দহীনোঽগ্নিনিক্ষিপ্তঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেৎ তদা।। যদা ফেনোদ্গমস্তৈলে ফেনশান্তিশ্চ সর্পিষি। বর্ণগন্ধরসোৎপত্তিঃ স্নেহঃ সিদ্ধো ভবেৎ তদা।। স্নেহপাকস্ত্রিধা প্রোক্তো মৃদুর্মধ্যঃ খরস্তথা। ঈষৎস্বরসকল্কস্তু স্নেহপাকো মৃদুর্ভবেৎ।। মধ্যপাকস্য সিদ্ধিশ্চ কল্কে নীরসকোমলে। ঈষৎকঠিনকল্কশ্চ স্নেহপাকো ভবেৎ খরঃ।। তদূর্দ্ধং দগ্ধপাকঃ স্যাদ্দাহকৃন্নিষ্প্রয়োজনঃ। আমপক্বশ্চ নির্ব্বীর্য্যো বহ্নিমান্দ্যকরো গুরুঃ।।

কল্কপদার্থ অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইলে যখন বাতির ন্যায় হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে শব্দহীন হয়, তখন স্নেহপাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। যখন তৈলে ফেনোদ্গম এবং ঘৃতে ফেন নিবৃত্ত হয় এবং যথোপযুক্ত গন্ধ, বর্ণ ও রসের উৎপত্তি হয়, তখন জানিবে স্নেহপাক নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্নেহপাক তিনপ্রকার, মৃদু মধ্য ও খর। কল্কদ্রব্য ঈষৎ স্বরস থাকিলে মৃদু, নীরস অথচ কোমল থাকিলে মধ্য ও ঈষৎ কঠিন থাকিলে খরপাক জানিবে। তাহার অতিরিক্ত পাককে দগ্ধপাক কহে, দগ্ধপাক দাহকর ও নিষ্প্রয়োজন। আমপক্ক স্নেহ নির্বীর্য্য, অগ্নিমান্দ্যকর ও গুরু।

নস্যার্থং স্যান্মৃদুঃ পাকো মধ্যমঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। অভ্যঙ্গার্থঃ খরঃ প্রোক্তো যুঞ্জ্যাদেবং যথোচিতম্।।

নস্যার্থ মৃদুপাক, অভ্যঙ্গার্থ খরপাক এবং মধ্যপাক সকল কর্ম্মেরই উপযোগী।

ঘৃততৈলগুড়াদীংশ্চ সাধয়েন্নৈকবাসরে। প্রকুর্ব্বন্ত্যুষিতাস্ত্বেতে বিশেষাদ্ গুণসঞ্চয়ম্।।

ঘৃত, তৈল ও গুড়াদির পাক এক দিবসে সমাপন করিবে না। ঘৃতাদি উষিত অর্থাৎ অধিক দিন সিদ্ধ হইলে বিশেষ গুণকর হইয়া থাকে।

ধাতূনাং সংখ্যা নিরুক্তিশ্চ

স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ বঙ্গং যশদমেব চ। সীসঃ লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ।। বলীপলিতখালিত্য-কার্শ্যাবল্যজ্বরাময়ান্। নিবার্য্য দেহং দধতি নৃণাং তদ্ধাতবো মতাঃ।।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, দস্তা, সীসক ও লৌহ এই ৭টি ধাতু পার্ব্বত্যপ্রদেশস্থ আকর হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা বলী, পলিত, খালিত্য, কৃশতা, দুর্ব্বলতা ও জ্বর প্রভৃতি পীড়া নিবারণ করিয়া দেহ ধারণ বা রক্ষণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ধাতু কহে। (সকল ধাতুই জারণ করিবার পূর্ব্বে শোধন করিয়া লওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথমত স্বর্ণের শোধনবিধি কথিত হইতেছে। স্বর্ণশোধনের নিয়মানুসারে রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু এবং মাক্ষিক প্রভৃতি উপধাতুসকলও শোধন করিয়া লইবে)।

সুবর্ণস্য শোধনবিধিঃ

পত্তলীকৃতপত্রাণি হেম্নো বহ্নৌ প্রতাপয়েৎ। নিষিঞ্চেৎ তপ্ততপ্তানি তৈলে তক্রে চ কাঞ্জিকে।। গোমূত্রে

চ কুলত্থানাং কষায়ে চ ত্রিধা ত্রিধা। এবং হেম্নঃ পরেষাঞ্চ ধাতূনাং শোধনং ভবেৎ।।

স্বর্ণশোধনের নিয়ম যথা, স্বর্ণের অতি পাতলা পাত প্রস্তুত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে এবং তপ্ত-তপ্তই উহা যথাক্রমে তৈলে, তক্রে, কাঁজিতে, গোমূত্রে ও কুলত্থকলায়ের ক্বাথে নিষিক্ত করিবে। অর্থাৎ এক-একবার পোড়াইবে, আর এক-একবার তৈলাদিতে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ তিনবার করিলেই সুবর্ণ শোধিত হইয়া থাকে।

সুবর্ণস্য মারণবিধিঃ

শুদ্ধসূতসমং স্বর্ণং খল্লে কৃত্বা তু গোলকম্। ঊর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা সর্ব্বতুল্যং নিরুধ্য চ।। ত্রিংশদ্‌বনো-পলৈর্দেয়ং পুটান্যেবং চতুর্দ্দশ। নিরুত্থং জায়তে ভস্ম গন্ধো দেয়ঃ পুনঃপুনঃ।।

শোধিত স্বর্ণপত্র কাঁচি দ্বারা উত্তমরূপে সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম করিয়া কাটিবে। পরে ঐ স্বর্ণের সমান শোধিত পারদ দিয়া একত্র মাড়িয়া একটি গোলক করিবে। একখানি কটোরিয়ায় ঐ গোলক স্থাপন করিয়া গোলকের নীচে ও উপরে তৎপরিমিত গন্ধকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে এবং আর-একখানি কটোরিয়া তাহার উপর চাপা দিয়া উভয় মুখ মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া ৩০খানি বনঘুঁটের অগ্নিতে পুটপাক দিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় পারদ-সহ মর্দ্দিত ও গন্ধক দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া পুটপাক দিবে। ১৪ বার এইরূপ ক্রিয়া করিলে স্বর্ণ নিরুত্থ ভস্ম হইবে।

সুবর্ণভস্মানুপানম্

মৎস্যপিত্তস্য যোগেন স্বর্ণং তৎকালদাহজিৎ। ভৃঙ্গযোগাচ্চ তদ্‌বৃষ্যং দুগ্ধযোগাদ্ বলপ্রদম্।। পুনর্নবাযুতং নেত্র্যং ঘৃতযোগে রসায়নম্। স্মৃত্যাদিকৃদ্ বচাযোগাদ্ কান্তিকৃৎ কুঙ্কুমেন চ।। পয়সা রাজযক্ষ্মঘ্নং নির্বিষ্যা চ বিষং হরেৎ। শুণ্ঠীলবঙ্গমরিচৈস্ত্রিদোযোন্মাদনাশকৃৎ।।

স্বর্ণভস্ম মৎস্যপিত্ত-সহ সেবিত হইলে তৎকাল দাহনাশক, ভীমরাজ রসের সহিত সেবিত হইলে বীর্য্যকর, দুগ্ধযোগে বলপ্রদ ও রাজযক্ষ্মনাশক, পুনর্নবারসযোগে দৃষ্টিবর্দ্ধক, ঘৃতযোগে রসায়ন, বচযোগে বুদ্ধি স্মৃতি ও মেধাকর, কুঙ্কুমযোগে কান্তিকারক, নির্ব্বিষীযোগে (মুস্তকসদৃশ তৃণবিশেষ) বিষহারক এবং শুঁঠ, লবঙ্গ ও মরিচের সহিত সেবিত হইলে ত্রিদোষ ও উন্মাদনাশক হয়।

রৌপ্যস্য মারণবিধিঃ

বিধায় পিষ্টিং সূতেন রজতস্যাথ মেলয়েৎ। তালং গন্ধং সমং পশ্চান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ। দ্বিত্রিপুটৈর্ভবেদ্ ভস্ম যোজ্যমেবং রসাদিষু।।

রৌপ্যের অতি পাতলা পাত পারদের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। পরে রৌপ্যের সমপরিমিত হরিতাল ও গন্ধক একত্র লেবুর রসে মাড়িয়া উহা দ্বারা উক্ত রৌপ্যপিণ্ড স্বর্ণমারণের বিধি অনুসারে পুটপাক দিবে। এইরূপ দুই-তিন পুটেই রৌপ্য ভস্ম হইয়া যাইবে।

রৌপ্যভস্মানুপানম্

সিতয়া হন্তি দাহাদ্যং বাতপিত্তং ফলত্রিকাৎ। ত্রিসুগন্ধ্যা প্রমেহাদি রজতং হন্ত্যসংশয়ম্।।

রজতভস্ম চিনি-সহ সেবিত হইলে দাহাদিনাশক, ত্রিফলাযোগে বাতপিত্তহর, ত্রিসুগন্ধিযোগে (এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র) প্রমেহাদি রোগনিবারক হয়।

তাম্রম্

ন বিষং বিষমিত্যাহুস্তাম্রঞ্চ বিষমুচ্যতে। একো দোষো বিষে ত্বষ্টৌ দোষাস্তাম্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ।। ভ্রমো

মূর্চ্ছা বিদাহশ্চ উৎক্লেদঃ শোষবান্তয়ঃ। অরুচিশ্চিত্তসন্তাপ এতে দোষা বিষোপমাঃ।।

বিষকেই কেবল বিষ বলে না, অশুদ্ধ তাম্রও একটি ভয়ঙ্কর বিষ। কারণ বিষে কেবল একটি দোষ আছে, অশুদ্ধ তাম্রে ভ্রম মূর্চ্ছা দাহ শোষ বমনবেগ অরুচি ও চিত্তসন্তাপ এই ৮টি বিষোপম দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তাম্রস্য মারণবিধিঃ

জম্বীররসসংপিষ্ট-রসগন্ধকলেপিতম্। তাম্রপত্রং শরাবস্থং ত্রিপুটৈর্ম্রিয়তে ধ্রুবম্। সূতাভাবে ভিষগ্‌যুক্ত্যা বাত্র হিঙ্গুলমর্পয়েৎ।।

কজ্জলীকৃত পারদ ও গন্ধক গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দিত করিয়া তাম্রপাত্রে লেপ দিয়া শরার মধ্যে তিনবার পুটপাক দিবে, তাহাতে তাম্র জারিত হইবে। রসগন্ধকের অভাবে চিকিৎসক যুক্তি অনুসারে অর্থাৎ লেবুর রসের সহিত হিঙ্গুল মাড়িয়া তাম্রপাত্রে লেপ দিয়া পুটপাক করিবে। তাহাতেও তাম্র জারিত হইবে।

মারিততাম্রস্যামৃতীকরণম্

অথ সংমারিতং তাম্রমম্লেনৈকেন মারয়েৎ। তদ্ গোলং শূরণস্যান্তা রুদ্ধা সর্ব্বত্র লেপয়েৎ।। শুষ্ক গজপুটে পাচ্যং সর্ব্বরোগহরং ভবেৎ। বান্তিং ভ্রান্তিং বিরেকঞ্চ ন করোতি কদাচন।।

জারিত তাম্রের অমৃতীকরণ করা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা হইলে কখনও বমি, ভ্রম ও বিরেক হইবে না এবং উহা সর্ব্বরোগহর হইবে। অমৃতীকরণের নিয়ম এই, উক্ত প্রকারে জারিত তাম্র কোন একটি অম্লরস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে এবং সেই গোলক একটি ওলের গর্ভে নিহিত করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে।

বঙ্গস্য মারণবিধিঃ

বঙ্গং খর্পরকে কৃত্বা চুল্ল্যাং সংস্থাপয়েৎ সুধীঃ। দ্রবীভূতে পুনস্তস্মিংশ্চূর্ণান্যেতানি দাপয়েৎ।। প্রথমং রজনীচূর্ণং দ্বিতীয়ে চ যমানিকাম্। তৃতীয়ে জীরকঞ্চৈব ততশ্চিঞ্চাত্বগুদ্ভবম্[১]।। অশ্বত্থবল্কলোত্থঞ্চ চূর্ণং তত্র বিনিক্ষিপেৎ। এবং বিধানতো বঙ্গং ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ।।

খোলায় বা লৌহকটাহে প্রয়োজনমতো বঙ্গ দিয়া অগ্নির উত্তাপে দ্রবীভূত করিবে। পরে বঙ্গের সমপরিমিত হরিদ্রাচূর্ণ, যমানীচূর্ণ, জীরাচূর্ণ, তেঁতুলছালভস্ম ও অশ্বত্থছালভস্ম ক্রমশ তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং ক্রমাগত হাতা দ্বারা নাড়িবে। এইরূপে বঙ্গ ভস্ম হইলে ধৌত করিয়া তাহাকে অঙ্গারশূন্য করিবে।

বঙ্গভস্মানুপানম্

কর্পূরসার্দ্ধং মুখগন্ধনাশং। জাতীফলৈঃ পুষ্টিকরং নরাণাম্।। তুলসীপত্রসংযুক্তং প্রমেহং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্। ঘৃতেন পাণ্ডুরোগঞ্চ টঙ্কণৈর্গুল্মনাশকম্।। হরিদ্রয়া রক্তপিত্তং মধুনা বলবৃদ্ধিকৃৎ। খণ্ডয়া সহ পিত্তঘ্নং নাগবল্ল্যা চ বন্ধনম্।। পিপ্পল্যা চাগ্নিমান্দ্যঘ্নং নিশয়া চোর্দ্ধশ্বাসহৃৎ। চম্পকস্বরসেনৈব দুর্গন্ধং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।। নিম্বুকস্বরসেনাঢ্যং দেহে দহনশান্তয়ে। কস্তূরীসহ বঙ্গস্য ভক্ষণাদ্ বীর্য্যস্তম্ভনম্।। খদিরক্কাথ-যোগেন চর্ম্মরোগবিনাশকৃৎ। পূগীফলেন সার্দ্ধং তচ্চাজীর্ণং নাশয়েৎ ক্ষণাৎ।। লশুনৈর্বাতভূপীড়াং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ। সমুদ্রফলসংযোগান্নির্গুণ্ড্যা সহ ভক্ষণাৎ। কুষ্ঠং নাশয়তে ক্ষিপ্রং সিংহনাদে মৃগা ইব। আঘাটজটিলাযোগাৎ ষণ্ডত্বং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্।।

১. চিঞ্চাত্বগুদ্ভবমিতি চিঞ্চায়াস্ত্বগ্‌ভস্ম, এবমশ্বত্থবল্কলোত্থবং ক্ষারং প্রদেয়মিতি রসেন্দ্রটীকা।

বঙ্গভস্ম কর্পূরের সহিত সেবিত হইলে মুখদৌর্গন্ধ্য, তুলসীপত্রের সহিত প্রমেহ, ঘৃতের সহিত পাণ্ডুরোগ, সোহাগার খইয়ের সহিত গুল্ম, হরিদ্রার সহিত রক্তপিত্ত ও ঊর্দ্ধশ্বাস, খাঁড়ের সহিত পিত্তদুষ্টি, পানের সহিত মলমূত্রবিবন্ধ, পিপুলের সহিত অগ্নিমান্দ্য, চম্পকরসের সহিত দুর্গন্ধ, লেবুর রসের সহিত দেহতাপ, খদিরকাষ্ঠের ক্বাথের সহিত চর্ম্মরোগ, সুপারির সহিত অজীর্ণ, রশুনের সহিত বাতব্যাধি, সমুদ্রফল ও নিসিন্দার সহিত কুষ্ঠরোগ এবং অপামার্গের সহিত সেবিত হইলে ক্লৈব্য নাশ করে। ইহা জায়ফলের সহিত সেবিত হইলে পুষ্টিকর, মধুর সহিত বলবর্দ্ধক এবং কস্তুরী-সহ সেবিত হইলে বীর্য্যস্তম্ভকর হয়।

মহাসেতুঃ

একঃ সূতো দ্বিধা বঙ্গং সর্ব্বাদ্দ্বিগুণগন্ধকঃ। কূপীপক্কো মহাসেতুর্বঙ্গস্থানেহথবা বিধুঃ।।

১ ভাগ পারদ, ২ ভাগ বঙ্গ ও ৬ ভাগ গন্ধক একত্র মর্দ্দন করিয়া স্বর্ণবঙ্গ প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে পাক করিলে মহাসেতু প্রস্তুত হয়। বঙ্গের অভাবে কর্পূর দেওয়া যাইতে পারে। (ইহা মেহরোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ)।

যশদস্য স্বরূপম্

যশদং গিরিজং তস্য দোষাঃ শোধনমারণে। বঙ্গস্যেব হি বোদ্ধব্যা গুণাংস্তু গণয়াম্যথ।। যশদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ। চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডু শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ।।

দস্তা ধাতু পর্ব্বতজ। ইহার দোষ এবং শোধন-মারণ বঙ্গের ন্যায়। জারিত দস্তা কষায়-তিক্তরস, শীতল, কফপিত্তনাশক, চক্ষুর বিশেষ উপকারক এবং ইহা মেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগনাশক।

যশদস্যানুপানম্

পুরাণগোঘৃতে নেত্র্যং তাম্বূলেন প্রমেহজিৎ। অগ্নিমন্থেনাগ্নিকরং ত্রিসুগন্ধৈস্ত্রিদোষজিৎ।।

দস্তা পুরাতন গব্য ঘৃতের সহিত সেবিত হইলে নেত্রের হিতকর, তাম্বূলের সহিত সেবিত হইলে মেহনাশক, গণিয়ারির সহিত সেবিত হইলে অগ্নিকর, ত্রিসুগন্ধ অর্থাৎ এলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্রের সহিত সেবিত হইলে ত্রিদোষহর হয়।

সীসকস্য শোধনবিধিঃ

তস্য সাহজিকা দোষা বঙ্গস্যেব নিদর্শিতাঃ। শোধনঞ্চাপি তস্যেব ভিষগ্‌ভির্গদিতং পুরা।।

সীসকের স্বাভাবিক দোষ এবং শোধনবিধি বঙ্গের ন্যায়।

সীসকস্য মারণবিধিঃ

সীসকং সযবক্ষারং লৌহপাত্রে বিপাচিতম্। ক্ষারং পুনঃপুনর্দেয়ং যাবদ্ ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ।। রক্তবর্ণং ভবেদ্ যাবৎ তাবন্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।।

লৌহপাত্রে সীসক ও যবক্ষার একত্র পাক করিবে। সীসক যে-পর্য্যন্ত ভস্ম না-হয়, সে পর্য্যান্ত পুনঃপুনঃ যবক্ষার দিবে এবং যতক্ষণ রক্তবর্ণ না-হয়, ততক্ষণ মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে ভস্মসকল জল দ্বারা ধৌত করিয়া পুনরায় মৃদু অগ্নিতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা সীসকভস্ম পীতবর্ণ হইবে।

অস্যৈবাপরোবিধিঃ

নাগং খর্পরকে নিধায় কুনটীচূর্ণং দদীত দ্রুতে। নিম্বুনীরসুগন্ধকেন পুটিতং ভস্মীভবেৎ সত্বরম্।।

কোন পাত্রে সীসক রাখিয়া তাহাকে অগ্নিসন্তাপে গলাইবে। দ্রবীভূত হইলে উহাতে মনঃশিলাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া অনবরত নাড়িবে এবং ধূলিবৎ হইলে নামাইবে। পরে শীতল অবস্থায় উহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লেবুর রসে উত্তমরূপে মাড়িয়া পুটপাক করিবে। তাহাতে সীসক কৃষ্ণবর্ণ ভস্মরূপে পরিণত হইবে।

লৌহস্য নিষেকবিধিঃ

যথোদিতেন বিধিনা লৌহপত্রং বিশোধ্য চ। নিষিঞ্চেল্লৌহদোষাণাং বিনাশায় ভিষগ্বরঃ।। ক্ষীরারনাল-গোমূত্র ত্রিফলাক্কাথবারিণি। লৌহমুষ্ণং মনাক্‌তপ্তং ত্রেধা ত্রেধা বিধানতঃ।। নিষেকে ত্রিফলা লৌহাৎ কর্ত্তব্যাষ্টগুণা সদা। চতুর্গুণং ফলাৎ তোয়মর্দ্ধভাগাবশেষিতম্। ক্ষীরাদিত্রয়মানন্তু লৌহাদ্ দ্বিগুণমিষ্যতে।।

যথোক্তপ্রকারে লৌহপাত্রে বিশোধিত করিয়া তাহার নিষেকক্রিয়া কর্ত্তব্য। শোধিত লৌহ বারংবার ঈষৎ উষ্ণ করিয়া যথাক্রমে দুগ্ধ, কাঞ্জিক, গোমূত্র ও ত্রিফলার ক্কাথে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করিবে। নিষেককার্য্যে ত্রিফলার ক্কাথ প্রস্তুত করিবার নিয়ম এইরূপ, লৌহের অষ্টগুণ ত্রিফলা এবং ত্রিফলার চতুর্গুণ জল একত্র সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইবে। দুগ্ধ, কাঁজি ও গোমূত্র লৌহের দ্বিগুণ পরিমাণে নিষেকার্থ গ্রহণ করিবে।

লৌহস্য মারণবিধিঃ

বিশোধিতময়শ্চূর্ণং গোমূত্রেণ বিমর্দ্দয়েৎ। শতশস্তৎ পুটেদ্ বহ্নৌ মৃতমেবং ভবেদ্ ধ্রুবম্।।

বিশোধিত লৌহচূর্ণ গোমূত্র-সহ মর্দ্দন করিয়া ১০০বার গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে লৌহ ব্যবহারোপযোগী ভস্ম হইবে।

লৌহস্য পুটবিধিঃ

শতাদিস্তু সহস্রান্তঃ পুটো দেয়ো রসায়নে। দশাদিশতপর্য্যন্তো গদে পুটবিধির্মতঃ।। বাজীকর্ম্মণি বিজ্ঞেয়ঃ পঞ্চপঞ্চশতাধিকঃ। পুটাদ্দোষবিনাশঃ স্যাৎ পুটাদেব গুণোদয়ঃ।। ম্রিয়তে চ পুটাল্লৌহং পুটাংস্তস্মাৎ সমাচরেৎ। যথা যথা প্রদীয়ন্তে পুটাঃ সুবহবো যদি। তথা তথা বিবর্দ্ধন্তে গুণাঃ শতসহস্রশঃ।।

রসায়নের জন্য একশত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত লৌহের পুটপাক দিবে। রোগনিবারণের জন্য দশ হইতে একশত পর্য্যন্ত এবং বাজীকরণার্থ সহস্রাধিক পুট প্রশস্ত। (কিন্তু কোন মতে বাজীকরণের জন্য দশ হইতে পাঁচশত পুট দিবারও বিধি আছে)। পুটপাকেই লৌহের দোষবিনাশ, পুটপাকেই গুণের উদয় এবং পুটপাকেই জারণ হইয়া থাকে, অতএব অধিক সংখ্যক পুটপাক দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। যত অধিক পরিমাণে পুটপাক দিবে, লৌহের শক্তিরও তত পরিমাণে অর্থাৎ শত-সহস্র গুণ বৃদ্ধি হইবে।

লৌহভস্মানুপানম্

শূলে হিঙ্গুঘৃতান্বিতো মধুযুতো কৃষ্ণা পুরাণজ্বরে বাতে সাজ্যরসোনকঃ শ্বসনকে ক্ষৌদ্রান্বিতং ত্র্যষণম্। শীতে ব্যাললতাদলং সমরিচং মেহে বরা সোপলা দোষাণাং ত্রিতয়েঽনুপানমুদিতং সক্ষৌদ্রমার্দ্রোদকম্।। ঘৃতেন বাতিকে দেয়ং মধুনা পিত্তকে জ্বরে। শ্লেষ্মপিত্তে চার্দ্রকেণ নির্গুণ্ড্যা শীতবাতকে।। শুণ্ঠী বাতে সিতা পিত্তে কফে কৃষ্ণা ত্রিজাতকম্। সন্ধিরোগে বরা মেহে প্রোক্তং লোহানুপানকম্।।

শূলরোগে লৌহভস্মের অনুপান হিং, ঘৃত ও মধু। পুরানো জ্বরে পিপ্পলী, বাতরোগে ঘৃত ও রসুন, শ্বাসরোগে মধু ও ত্র্যূষণ (শুঁঠ পিপুল মরিচ), শীতে ব্যালপত্র (বিছুটী) ও মরিচ, মেহে ত্রিফলা ও চিনি, সন্নিপাতে মধু ও আদার রস, বাতজ্বরে ঘৃত, পিত্তজ্বরে মধু, শ্লেষ্মপিত্তজ্বরে আদার রস, শীতবাতরোগে নিসিন্দা, বাতে শুণ্ঠী, পিত্তে চিনি, কফে পিপুল, সন্ধিরোগে ত্রিজাতক (মিলিত এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনি), মেহরোগে ত্রিফলা।

মণ্ডূরম্

ধ্মায়মানস্য লোহস্য মলং মণ্ডূরমুচ্যতে। শতোর্দ্ধমুত্তমং কিট্টং মধ্যঞ্চাশীতিবর্ষকম্। অধমং ষষ্টিবর্ষীয়মতো হীনং বিষোপমম্।। ভস্ত্রাগ্নৌ তপ্তমণ্ডূরং সপ্তধা গোজলে ক্ষিপেৎ। চূর্ণীকৃত্য প্রযোক্তব্যং পুটাদ্ বহুগুণং ভবেৎ।।

লৌহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে-মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর কহে। শতাধিক বর্ষের মণ্ডূর শ্রেষ্ঠ, অশীতিবর্ষীয় মণ্ডূর মধ্যম, ষষ্টিবর্ষীয় মণ্ডূর নিকৃষ্ট এবং ইহা অপেক্ষা অল্পদিনের মণ্ডূর বিষোপম। ভস্ত্রা (হাপর আগুন-করা জাঁতা) দ্বারা প্রদীপ্ত অগ্নিতে মণ্ডূর পোড়াইয়া ক্রমান্বয়ে সাতবার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। পরে সেই মণ্ডূর চূর্ণ করিয়া পুটপাক করিবে।

অন্যচ্চ—

গোমূত্রে ত্রিফলা ক্বাথ্যা তৎক্বাথে সেচয়েচ্ছনৈঃ। লৌহকিট্টং সুতপ্তন্তু যাবজ্জীর্য্যতি তৎ স্বয়ম্।। তজ্জীর্ণং গ্রাহয়েৎ পেষ্যং মণ্ডূরঞ্চ প্রযোজয়েৎ। যল্লৌহং যদ্‌গুণং প্রোক্তং তৎকিট্টমপি তদ্‌গুণম্।। স্বর্ণাদ্যভাবে লৌহং স্যান্মণ্ডূরং তদভাবতঃ। যে গুণা মারিতে লৌহে তে গুণা মুণ্ডকিট্টকে। তস্মাৎ সর্ব্বত্র মণ্ডূরং রোগশান্ত্যৈ প্রযোজয়েৎ।।

গোমূত্রে ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথে সুতপ্ত মণ্ডূর পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিবে। এই ক্রিয়া দ্বারা মণ্ডূর জীর্ণ হইলে তাহা পেষণ করিয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করিবে। যে-লৌহের যে-গুণ, তাহার মলেরও সেই গুণ জানিবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অভাবে লৌহ এবং লৌহের অভাবে মণ্ডূর প্রয়োগ করিবে। জারিত লৌহের যে-গুণ, জারিত মণ্ডূরেরও সেই গুণ; অতএব রোগশান্তির জন্য সর্ব্বত্র লৌহস্থানে মণ্ডূর প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

স্বর্ণাদিলৌহান্তানাং ধাতূনাং সাধারণো মারণোপায়ঃ

শিলাগন্ধার্কদুগ্ধাক্তাঃ স্বর্ণাদ্যাঃ সর্ব্বধাতবঃ। ম্রিয়ন্তে দ্বাদশপুটৈঃ সত্যং গুরুবচো যথা।।

স্বর্ণ হইতে লৌহ পর্য্যন্ত সমুদায় ধাতুর মারণের সাধারণ উপায় এই, মনঃশিলা গন্ধক ও আকন্দের আঠার সহিত উত্তমরূপে মাড়িয়া গজপুটে দ্বাদশবার পাক করিবে।

জারিতধাতূনাং বর্ণানি

স্বর্ণং চম্পকবর্ণাভং কৃষ্ণত্বং তারতাম্রয়োঃ। কাংস্যং ধূসরবর্ণং স্যান্নাগঃ পারাবতপ্রভঃ।। বঙ্গং শুভ্রত্ব-মায়াতি তীক্ষ্ণং জম্বুফলোপমম্। অভ্রকং চেষ্টিকাভং স্যাদ্ধাতূনাং বর্ণনির্ণয়ঃ।।

জারিত ধাতুবর্ণ : জারিত স্বর্ণ চম্পকপুষ্পসদৃশ, রৌপ্য ও তাম্র কৃষ্ণবর্ণ, কাংস্য ধূসরবর্ণ, সীসক পারাবতবর্ণতুল্য, বঙ্গ শুভ্রবর্ণ, লৌহ জম্বুফলসদৃশ অর্থাৎ স্নিগ্ধকৃষ্ণ এবং অভ্র ইষ্টকবর্ণসদৃশ হয়।

উপধাতূনাং শোধনমারণপ্রকারঃ

স্বর্ণমাক্ষিকস্য শোধনবিধিঃ

মাক্ষিকস্য ত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং সৈন্ধবস্য চ। মাতুলুঙ্গদ্রবৈর্ব্বাথ জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পচেৎ।। চালয়েল্লোহজে পাত্রে যাবৎ পাত্রং সুলোহিতম্। ভবেৎ ততস্তু সংশুদ্ধিং স্বর্ণমাক্ষিকমৃচ্ছতি।।

৩ ভাগ স্বর্ণমাক্ষিক ও ১ ভাগ সৈন্ধব লবণ, টাবা অথবা গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া লৌহপাত্রে পাক করিবে। পাককালে ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। লৌহপাত্র যখন লোহিতবর্ণ হইবে, তখন জানিবে স্বর্ণমাক্ষিক বিশুদ্ধ হইয়াছে।

স্বর্ণমাক্ষিকমারণবিধিঃ

কুলথস্য কষায়েণ ঘৃষ্ট্বা তৈলেন বা পুটেৎ। তক্রেণ বাজমূত্রেণ ম্রিয়তে স্বর্ণমাক্ষিকম্।।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক, কুলথকলায়ের ক্বাথে বা তিলতৈলে অথবা তক্রে কিংবা ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া পুটপাক করিলে জারিত হইবে।

স্বর্ণমাক্ষিকভস্মানুপানম্

অনুপানং বরা ব্যোষং বেল্লং সাজ্যং হি মাক্ষিকম্।

ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, ঘৃত ও মধু এই সকল স্বর্ণমাক্ষিকের অনুপান।

তারমাক্ষিকস্য শোধনবিধিঃ

কর্কোটমেষশৃঙ্গ্যুত্থৈর্দ্রবৈর্জম্বীরজৈর্দিনম্। ভাবয়েদাতপে তীব্রে বিমলা শুধ্যতি ধ্রুবম্।।

কাঁকরোল, মেড়াশৃঙ্গী ও গোঁড়ালেবুর রসে ভিজাইয়া এক-একদিন প্রখর রৌদ্রে ভাবনা দিলে রৌপ্যমাক্ষিক বিশোধিত হয়।

অস্য মারণবিধিঃ

স্বর্ণমাক্ষিকবদ্ বৈদ্যো মারয়েৎ তারমাক্ষিকম্।।

স্বর্ণমাক্ষিকের ন্যায় তারমাক্ষিকের মারণক্রিয়া জানিবে।

বিমলশুদ্ধিঃ

জম্বীরস্য রসে স্বিন্নো মেষশৃঙ্গীরসৈস্তথা। রম্ভাতোয়ে বিপাচ্যো বা ঘস্রং বিমলশুদ্ধয়ে।।

লেবুর রসে বা মেষশৃঙ্গীরসে কিংবা কদলীমূলরসে দোলাযন্ত্রে একদিন পাক করিলে বিমলের বিশুদ্ধি হয়।

বিমলভস্মানুপানম্

বিসব্যোষবরাজ্যেন বিমলঃ সেবিতো যদি। ভগন্দরাদিকা রোগা নৃণাং গচ্ছন্তি দুস্তরাঃ।।

পদ্মকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও ঘৃতের সহিত বিমল সেবিত হইলে ভগন্দরাদি দুশ্চিকিৎস্য রোগ-সকল নাশ করে।

তুত্থস্য শোধনবিধিঃ

জম্বীরজরসৈঃ পিষ্টং তুত্থং লঘুপুটে পচেৎ। ত্রিদিনং মস্তুনা ভাব্যং ততো যোগেষু যোজয়েৎ।।

গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন ও লঘুপুটে পাক করিয়া ৩ দিন দধির মাতে ভাবনা দিলে তুঁতে বিশোধিত হয়।

কাংসস্য রীতেশ্চ শোধনমারণবিধিঃ

কাংস্যপিত্তলয়োঃ শুদ্ধির্মৃতিশ্চ তাম্রবদ্ ভবেদ্।।

কাঁসা ও পিত্তলের শোধন ও মারণপ্রণালী তাম্রের ন্যায় জানিবে।

সিন্দূরস্য শোধনবিধিঃ

দুগ্ধাম্লযোগতস্তস্য বিশুদ্ধির্গদিতা বুধৈঃ।।

পণ্ডিতেরা বলেন যে দুগ্ধ ও অম্লরসে ভাবনা দিলে সিন্দূরের বিশুদ্ধি হইয়া থাকে।

শিলাজতু শোধনবিধিঃ

শিলাজতু সমানীয় সূক্ষ্মং খণ্ডং বিধায় চ। নিক্ষিপ্যাত্যুষ্ণপানীয়ে যামৈকং স্থাপয়েৎ সুধীঃ।। মর্দ্দয়িত্বা ততো নীরং গৃহ্লীয়াদ্ বস্ত্রগালিতম্। স্থাপয়িত্বা চ মৃৎপাত্রে ধারয়েদাতপে বুধঃ।। উপরিস্থং ঘনং যৎ স্যাৎ তৎ ক্ষিপেদন্যপাত্রকে। এবং পুনঃপুনর্নীতং দ্বিমাসাভ্যাং শিলাজতু।। ভবেৎ কার্য্যক্ষমং বহ্নৌ ক্ষিপ্তং লিঙ্গোপমং ভবেৎ।। নির্ধূমঞ্চ ততঃ শুদ্ধং সর্ব্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ।।

শিলাজতু অতি সূক্ষ্ম খণ্ড-খণ্ড করিয়া এক প্রহরকাল অত্যুষ্ণ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা উত্তমরূপে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া কোন মৃৎপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক রৌদ্রে রাখিবে এবং সেই জলের উপর যে-পদার্থ ভাসমান হইবে, তাহা অন্য পাত্রে রাখিবে। এইরূপে পুনঃপুনঃ গৃহীত শিলাজতু অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে লিঙ্গবৎ উচ্ছ্বসিত হয় এবং উহা হইতে ধূম নির্গত হয় না। এইরূপ শিলাজতু সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য।

শিলাজতুনোঽনুপানম্

এলাপিপ্পলিসংযুক্তং মাষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ। মূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্ররোধং হন্তি মেহং তথা ক্ষয়ম্।।

এলাইচ ও পিপ্পলী-সংযুক্ত ১ মাষা-পরিমিত শিলাজতু সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্ররোধ, মেহ ও ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

সত্ত্ববিনির্গমবিধিঃ

লাক্ষামীনাপয়শ্ছাগং টঙ্গণং মৃগশৃঙ্গকম্। পিণ্যাকং সর্ষপাঃ শিগ্রুগুঞ্জোর্ণা গুড়সৈন্ধবম্।। যবতিক্তা ঘৃতং ক্ষৌদ্রং যথালাভং বিচূর্ণয়েৎ। এভির্বিমিশ্রিতাঃ সর্ব্বে ধাতবো গাঢ়বহ্নিনা। মূষাধ্মাতাঃ প্রজায়ন্তে মুক্তসত্ত্ব ন সংশয়ঃ।।

লাক্ষা, গণ্ডদূর্ব্বা, ছাগদুগ্ধ, সোহাগা, হরিণশৃঙ্গ, তিলকল্ক, সর্ষপ, সজিনাবীজ, কুঁচ, ঊর্ণা, গুড়, সৈন্ধবলবণ, যবতিক্তা, ঘৃত ও মধু ইহাদের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায়, তৎসমুদায় একত্র চূর্ণ ও মর্দ্দন করিয়া কোন ধাতুর সহিত মিশ্রিত ও মূষামধ্যগত করিয়া তীব্র অগ্নিতে সন্তপ্ত করিলে ধাতু হইতে খাদ সমস্ত পৃথগ্ভূত হইয়া যায়।

রসপ্রকরণম্

রসলক্ষণম্

অন্তঃ সুনীলো বহিরুজ্জ্বলো যো মধ্যাহ্নসূর্য্যপ্রতিম-প্রকাশঃ। শস্তোঽথ ধূম্রঃ পরিপাণ্ডুরশ্চ চিত্রো ন যোজ্যো রসকর্ম্মসিদ্ধৌ।।

যে-পারদের অন্তর্ভাগ নীলাভ এবং বহির্ভাগ মধ্যাহ্ন সূর্য্যসম উজ্জ্বল, ঔষধকার্য্যে তাহাই প্রশস্ত। যাহা ধূম্র বা পাণ্ডুর অথবা বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট, তাহা পরিত্যাজ্য।

পারদস্য নিসর্গা দোষাঃ

নাগো বঙ্গো মলো বহ্নিশ্চাঞ্চল্যঞ্চ বিষং গিরিঃ। অসহ্যাগ্নির্মহাদোষা নিসর্গাঃ পারদে স্থিতাঃ।। ব্রণং কুষ্ঠং তথা মূর্চ্ছা দাহং বীর্য্যস্য নাশনম্। মরণং জড়তাং স্ফোটং কুর্ব্বন্ত্যেতে ক্রমাৎ নৃণাম্।। তস্মাদ্রসস্য সংশুদ্ধিং বিদধ্যাদ্ ভিষজাং বরঃ। শুদ্ধোঽয়মমৃতং সাক্ষাদ্দোষযুক্তো রসো বিষম্।।

নাগ, বঙ্গ, মল, বহ্নি, চাঞ্চল্য, বিষ, গিরি ও অসহ্যাগ্নি এই ৮টি পারদের স্বাভাবিক দোষ। এই অষ্টবিধ দোষ যথাক্রমে ব্রণ, কুষ্ঠ, মূর্চ্ছা, দাহ, বীর্য্যনাশ, মরণ, জড়তা ও স্ফোটক এই সকল রোগ উৎপাদন করে অর্থাৎ নাগদোষে ব্রণ, বঙ্গদোষে কুষ্ঠ ইত্যাদি ক্রমে ৮টি দোষে ৮টি রোগ জন্মিয়া থাকে। অতএব পারদ শোধিত না-করিয়া কদাচ ঔষধার্থ ব্যবহার করিবে না। শোধিত পারদ সাক্ষাৎ অমৃতস্বরূপ ও দোষযুক্ত পারদ বিষবৎ অনিষ্টকারী জানিবে।

সপ্ত কঞ্চুকাঃ

পর্পটী পাটলী ভেদী দ্রাবী মলকরী তথা। অন্ধকারী তথা ধ্বাংক্ষী বিজ্ঞেয়া সপ্ত কঞ্চুকাঃ।।

পর্পটী, পাটলী, ভেদী, দ্রাবী, মলকরী, অন্ধকারী ও ধ্বাংক্ষী এই ৭টি পারদের কঞ্চুক দোষ।

পারদস্য শোধনবিধিঃ

সোর্ণৈর্নিশেষ্টকাধূম-জম্বীরাম্বুভিরাদিনম্। মর্দ্দিতঃ কাঞ্জিকৈর্ধৌতো নাগদোষং রসস্ত্যজেৎ।। বিশালাঙ্কোঠ-চূর্ণেন বঙ্গদোষং বিমুঞ্চতি। রাজবৃক্ষো মলং হন্তি চিত্রকো বহ্নিদূষণম্।। চাঞ্চল্যং কৃষ্ণধুস্তুরস্ত্রিফলা বিষনাশিনী। কটুত্রয়ং গিরিং হন্তি অসহ্যাগ্নিং ত্রিকণ্টকঃ।। প্রতিদোষং কলাংশেন তত্তচ্চূর্ণং সকন্যকম্। উদ্ধত্যোষ্ণারনালেন মৃৎপাত্রে ক্ষালয়েৎ সুধীঃ। এবং সংশোধিতঃ সূতঃ সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতঃ।।

পারদের ৮ প্রকার দোষের প্রত্যেক দোষনিবারণার্থ যে-যে পদার্থ উল্লিখিত হইতেছে, তাহাদের সহিত প্রত্যেকবার ঘৃতকুমারীর রস মিশ্রিত করিতে হইবে। প্রত্যেকবারের পদার্থ-পরিমাণ যেন ঘৃতকুমারীর সহিত পারদের ষোড়শাংশ হয়। যদিও পারদের এক-এক দোষ দূরীকরণার্থ নির্দ্দিষ্ট পদার্থ দ্বারা এক-এক দিন মর্দ্দন করিবার বিধান আছে, তথাপি বৃদ্ধ বৈদ্যগণ প্রত্যেকবারে সাত-সাত দিন করিয়া মর্দ্দন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রত্যেকবার মর্দ্দন করিয়া উষ্ণ কাঞ্জিক দ্বারা ধৌত করিয়া লইবে। এক্ষণে যে-দোষ পরিহারার্থ যে-দ্রব্যের দ্বারা মর্দ্দন করিতে হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে। মেষলোম, হরিদ্রাচূর্ণ, ইষ্টকচূর্ণ, ঝুল ও গোঁড়ালেবুর রস দ্বারা মর্দ্দনে নাগদোষ, রাখালশশা ও ধলা আঁকড়ার মূলের ছালচূর্ণ দ্বারা মর্দ্দনে বঙ্গদোষ, সোঁদালফলের মজ্জা দ্বারা মর্দ্দনে মলদোষ, চিতামূলের চূর্ণ দ্বারা মর্দ্দনে বহ্নিদোষ, কৃষ্ণধুস্তুর দ্বারা মর্দ্দনে চাঞ্চল্যদোষ, ত্রিফলাক্বাথ দ্বারা মর্দ্দনে বিষদোষ, ত্রিকটু দ্বারা মর্দ্দনে গিরিদোষ ও ত্রিকণ্টক (কণ্টকারী বৃহতী গোক্ষুর) দ্বারা মর্দ্দনে অসহ্যাগ্নিদোষ নিবারিত হইয়া থাকে। ইহাতে পারদের অষ্টদোষ ও সপ্ত-কঞ্চুক দূরীকৃত হয়।

মুখ্যদোষহরঃ শোধনবিধিঃ

মলশিখিবিষনামানো রসস্য নৈসর্গিকা দোষাঃ। গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলাগ্নিং চিত্রকো বিষং হন্তি। তস্মাদেভির্মিশ্রৈর্বারান্ সংমূর্চ্ছয়েৎ সপ্ত।।

পারদের যে ৮ প্রকার দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মলদোষ অগ্নিদোষ ও বিষদোষ এই ৩টি প্রধান অর্থাৎ বিশেষ অনিষ্টকারী। অতএব অন্তত এই তিন দোষের শান্তি করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ঘৃতকুমারীর দ্বারা মলদোষ, ত্রিফলা দ্বারা অগ্নিদোষ ও চিতা দ্বারা বিষদোষ নষ্ট হয়। অতএব উক্ত দোষত্রয় নিবারণের জন্য ঘৃতকুমারী, ত্রিফলাচূর্ণ ও চিতামূলচূর্ণ প্রত্যেক দ্রব্য দ্বারা ৭ বার করিয়া পারদ মর্দ্দন করিবে।

সর্ব্বদোষহরঃ সঙ্ক্ষিপ্তশোধনবিধিঃ

কুমারিকাচিত্রকরক্তসর্ষপৈঃ কৃতৈঃ কষায়ৈর্বৃহতীবিমিশ্রিতৈঃ। ফলত্রিকেণাপি বিমর্দ্দিতো রসো দিনত্রয়ং সর্ব্বমলৈর্বিমুচ্যতে।।

ঘৃতকুমারী, চিতা, রক্তসর্ষপ, বৃহতী ও ত্রিফলা ইহাদের ক্বাথে পারদ ৩ দিন মর্দ্দিত হইলে সর্ব্বদোষ বিমুক্ত হয়।

রসস্যাষ্টকর্ম্মাণি

স্বেদনং মর্দ্দনঞ্চৈব মূর্চ্ছনোত্থাপনং তথা। পাতনং বোধনঞ্চৈব নিয়ামনমতঃ পরম্। দীপনঞ্চেতি সংস্কারা সূতস্যাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।।

স্বেদন, মর্দ্দন, মূর্চ্ছন, উত্থাপন, ঊর্ধ্বাদিপাতন, বোধন, নিয়ামন ও দীপন, এই ৮ প্রকার পারদের সংস্কার। শোধনানন্তর পারদের এই অষ্টবিধ সংস্কার করা কর্ত্তব্য।

স্বেদনম্

রসং চতুর্গুণে বস্ত্রে বদ্ধা দোলাকৃতং পচেৎ। দিনং ব্যোষবরাবহ্নি-কন্যাকল্কে সকাঞ্জিকে। দোষশেষাপনুত্ত্যর্থমিদং স্বেদনমুচ্যতে।।

একখানি ন্যাকড়া চারিভাঁজ করিয়া তদ্দ্বারা পারদকে বাঁধিবে এবং একটি হাঁড়ি কাঞ্জিকপূর্ণ করিয়া তাহাতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, চিতা ও ঘৃতকুমারীর কল্ক স্থাপন করিবে। পরে ঐ হাঁড়ির মুখে একটি কাষ্ঠিকা রাখিয়া তাহাতে উক্ত পারদ পোট্টলী বাঁধিয়া হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। ইহাতে পারদের শোধনানন্তর যে-দোষ থাকে, তাহা নিবারিত হয়।

মর্দ্দনম্

গৃহধূমেষ্টকাজাজী-দগ্ধোর্ণাগুড়সৈন্ধবৈঃ। সকাঞ্জিকৈঃ ষোড়শাংশৈর্ম্মর্দ্দনং ত্রিদিনং শুভম্।।

ঝুল, ইষ্টকচূর্ণ, কৃষ্ণজীরা, মেষরোমভস্ম, গুড়, সৈন্ধব ও কাঞ্জিক এই সকল দ্রব্য মিলিত পারদের ষোড়শাংশ লইয়া তদ্দ্বারা উক্ত পারদ মর্দ্দন করিবে।

মূর্চ্ছনম্

অব্যভিচরিত-ব্যাধি-ঘাতকত্বং মূর্চ্ছনা। ত্র্যূষণত্রিফলাবন্ধ্যা-কন্দৈঃ ক্ষুদ্রাদ্বয়ান্বিতৈঃ। চিত্রকোর্ণানিশাক্ষার-কন্যার্ককনকদ্রবৈঃ।। সূতং কৃতেন যূষেণ বারান্ সপ্তাভিমর্দ্দয়েৎ। ইত্থং সংমূর্চ্ছিতঃ সূতস্ত্যজেৎ সপ্তাপি কঞ্চুকান্।।

যে-ক্রিয়া দ্বারা পারদের নিশ্চয় ব্যাধিঘাতিনী শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহার নাম মূর্চ্ছনা। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বন্ধ্যাকর্কোটকীমূল, কণ্টকারী ও বৃহতী ইহাদের ক্বাথ, মেষলোম এবং চিতা, হরিদ্রা, যবক্ষার, ঘৃতকুমারী, আকন্দপত্র ও ধুতূরা ইহাদের দ্বারা ৭ বার মর্দ্দন করিলে পারদের কঞ্চুকদোষ বিদূরিত হয়।

উত্থাপনম্

মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রাবৈশ্চূর্ণিতৈরাত্রিপাদিকৈঃ। পাতয়েৎ পাতনাযন্ত্রে ইত্থমুত্থাপনং মতম্।।

পারদের চতুর্থাংশ হরিদ্রাচূর্ণ ও ঘৃতকুমারীরস এই উভয় দ্রব্য দ্বারা পারদকে মর্দ্দন করিয়া পাতনাযন্ত্রে নিহিত করিবে। ইহাকে পারদের উত্থাপন কহে।

বিবিধপাতনম্

উর্দ্ধপাতনম্

ভাগাস্ত্রয়ো রসস্যার্ক-ভাগমেকং বিমর্দ্দয়েৎ। জম্বীরদ্রবযোগেন যাবদায়াতি পিণ্ডতাম্। তৎ পিণ্ডং তল-ভাণ্ডস্থমূর্দ্ধভাণ্ডে জলং ক্ষিপেৎ। কৃত্বালবালং কেনাপি ততঃ সূতং সমুদ্ধরেৎ। উর্দ্ধপাতনমিত্যুক্তং ভিষগ ভিঃ সূতশোধনে।।

৩ ভাগ পারদ ও ১ ভাগ তাম্র একত্র গোঁড়া লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া পিণ্ডাকার করিবে। ঐ পিণ্ড একটি হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিয়া আর একটি হাঁড়ি ঊর্ধ্বমুখে তাহার উপর চাপা দিবে এবং উভয়ের সন্ধিস্থল মৃত্তিকা দ্বারা এরূপভাবে লিপ্ত করিবে, যেন তাহার অভ্যন্তর হইতে ধূম বহির্গত না হয়। অনন্তর উহা চুল্লীর উপর স্থাপন করিয়া নিম্নভাণ্ডে অগ্নিসন্তাপ ও ঊর্ধ্বভাণ্ডে জল দিবে। জল উষ্ণ হইলে তাহা ফেলিয়া দিয়া শীতল জল প্রদান করিবে। এইরূপ জল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। এই প্রক্রিয়া দ্বারা নিম্নভাণ্ডস্থ পারদ ঊর্ধ্বভাণ্ডের তলদেশে-সংলগ্ন হইবে। ইহাকে ঊর্ধ্বপাতন কহে।

অধঃপাতন

ত্রিফলাশিগ্রুশিখিভির্লবণাসুরিসংযুতৈঃ। নষ্টং পিষ্টং রসং কৃত্বা লেপয়েদূর্দ্ধভাজনম্।। গতো দীপ্তৈরধঃ-পাতমুপলৈস্তস্য কারয়েৎ। যন্ত্রে ভূধরসংজ্ঞে তু ততঃ সূতো বিশুধ্যতি।।

ত্রিফলা, সজিনাবীজ, চিতা, সৈন্ধব ও রাইসর্ষপ ইহাদের সহিত পারদ মর্দ্দন করিবে। মর্দ্দন করিতে করিতে যখন উহা পঙ্কবৎ হইবে, তখন তদ্দ্বারা ভূধরযন্ত্রের ঊর্ধ্বস্থ স্থালী লিপ্ত করিবে। ঐ যন্ত্র ভূগর্ভে নিখাত করিয়া উপরিভাগ প্রদীপ্ত অঙ্গার দ্বারা আকীর্ণ করিবে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা ঊর্ধ্বভাণ্ড-সংলগ্ন পারদ নিম্নপাত্রস্থ জলে পতিত হইবে। ইহার নাম অধঃপাতন।

তির্য্যক্পাতনম্

ঘটে রসং বিনিক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকম্। তির্য্যঙ্ মুখং দ্বয়োঃ কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ।। রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ সূতো জলং বিশেৎ। তির্য্যক্পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ।।

একটি ঘটে শোধিত পারদ ও অপর ঘটে জল রাখিয়া তির্য্যগ্ভাবে স্থাপনপূর্ব্বক উভয় ঘটের মিলিত মুখদ্বয়ে মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিবে। পরে যে-ঘটে পারদ আছে, তাহার নিম্নে জ্বাল দিবে। ইহাতে ঐ পারদ অপর ঘটস্থ জলে পতিত হইবে। ইহাকে তির্য্যক্পাতন কহে।

বোধনম্

কদর্থনেনৈব নপুংসকত্বমেবং ভবেদস্য রসস্য পশ্চাদ্। বীর্য্যপ্রকর্ষায় চ ভূর্জ্জপত্রে স্বেদো জলে সৈন্ধব-চূর্ণগর্ভে।।

ঊর্ধ্বাদিপাতনের দ্বারা পারদ ষণ্ডভাবাপন্ন হয়। পরে বীর্য্যাধিকার জন্য পারদকে ভূর্জ্জপত্রে বদ্ধ করিয়া সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিয়া লইবে। ইহাতে পারদের ষণ্ডভাব দূরীভূত হইয়া

বীর্য্যবত্তা জন্মে। ইহাকে পারদের বোধন কহে।

নিয়ামনম্

সর্পাক্ষীচিঞ্চিকাবন্ধ্যা ভৃঙ্গাব্জকনকাম্বুভিঃ। ত্রিদিনং মর্দ্দিতঃ সূতো নিয়মাৎ স্থিরতাং ব্রজেৎ।।

গন্ধনাকুলী (রাস্নাভেদ), তেঁতুলছাল, তিৎকাঁকরোল, ভীমরাজ, পদ্ম ও কনকধুতূরা, ইহাদের ক্বাথে নিয়মপূর্ব্বক ৩ দিন মর্দ্দন করিলে পারদ স্থিরতাপ্রাপ্ত হয়। ইহাকেই নিয়ামন কহে।

দীপনম্

কাসীসং পঞ্চলবণং রাজিকা মরিচানি চ। ভূশিগ্রুবীজমেকত্র টঙ্গণেন সমন্বিতম্।। আলোড্য কাঞ্জিকে দোলাযন্ত্রে পাকাদ্দিনৈস্ত্রিভিঃ। দীপনং জায়তে সম্যক্ সূতরাজস্য জারণে।। অথবা চিত্রকদ্রাবৈঃ কাঞ্জিকে ত্রিদিনং পচেৎ।।

হীরাকস, পঞ্চলবণ, রাইসর্ষপ, মরিচ, সজিনাবীজ ও টঙ্গণ ইহাদিগকে মর্দ্দিত ও কাঁজিতে আলোড়িত করিয়াা নিয়মানুসারে ৩ দিন পারদকে দোলাযন্ত্রে পাক করিবে। অথবা চিতার ক্বাথ ও কাঁজি একত্র করিয়া তৎসহ দোলাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। ইহাকে দীপন কহা যায়।

অনুবাসনম্

দীপিতং রসরাজন্তু জম্বীররসসংযুতম্। দিনৈকং ধারয়েদ্ ঘর্ম্মে মৃৎপাত্রে বা শিলোদ্ভবে।।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দীপিত পারদকে গোঁড়ালেবুর রসের সহিত সংযুক্ত করিয়া মৃত্তিকা কিংবা প্রস্তর-পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ১ দিন রৌদ্রে রাখিলে তাহাকেই পারদের অনুবাসন কহে।

বিড়কথনম্

বিড়মত্র প্রবক্ষ্যামি সাধয়েদ্ ভিষজাং বরঃ। শঙ্খচূর্ণং রবিক্ষীরৈশ্চাতপে ভাবয়েদ্দিনম্।। তদ্বজ্জম্বীর-জৈর্দ্রাবৈর্দিনৈকং ধূমসারকম্। সুবর্চ্চলমজামূত্রৈঃ ক্বাথ্যং যামচতুষ্টয়ম্।। কণ্টকারী চ সংক্বাথ্যা দিনৈকং নরমূত্রকৈঃ। সর্জ্জিক্ষারতিন্তিড়ীকং কাসীসঞ্চ শিলাজতু।। জম্বীরোত্থদ্রবৈর্ভাব্যং পৃথক্ যামচতুষ্টয়ম্। জৈপালবীজং ত্বগ্‌হীনং মূলকানাং দ্রবৈর্দ্দিনম্।। সৈন্ধবং টঙ্গণং গুঞ্জা শিগ্রুমূলদ্রবৈর্দ্দিনম্। এতৎ সর্ব্বং সমাংশন্তু মর্দ্দ্যং জম্বীরজৈর্দ্রবৈঃ।। তদ্গোলং রক্ষয়েদ্ যত্নাদ্ বিড়োহয়ং বাড়বানলঃ। অনেন মর্দ্দয়েৎ সূতং গ্রসতে তপ্তখল্লকে। স্বর্ণাভ্রাদীনি লোহানি যথেষ্টানি চ মারয়েৎ।।

বিড় প্রস্তুত করিবার প্রণালী কথিত হইতেছে। শঙ্খচূর্ণ আকন্দ আঠায় ও ঝুল গোঁড়ালেবুর রসে ১ দিন রৌদ্রে ভাবনা দিবে। সৌবর্চ্চললবণ ছাগমূত্রে ৪ প্রহর ও কণ্টকারী নরমূত্রে ১ দিন সিদ্ধ করিয়া ক্বাথ প্রস্তুত করিবে। সাচিক্ষার, তেঁতুলছাল, হীরাকস ও শিলাজতু ইহাদিগকে গোঁড়ালেবুর রসে ৪ প্রহরকাল পৃথক-পৃথক ভাবনা দিবে। জয়পালবীজের শাঁস মূলার রসে এবং সৈন্ধব লবণ, সোহাগাার খই ও গুঞ্জা সজিনামূলের ছালের রসে ১ দিন ভাবনা দিবে, পরে এই সমস্ত দ্রব্য সমাংশ লইয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া গোলাকার করিবে। এই গোলক যত্নপূর্ব্বক রক্ষণীয়। তপ্তখল্লে ইহার সহিত পারদ মর্দ্দন করিলে সেই মর্দ্দিত পারদ যথেষ্ট স্বর্ণ, লৌহ ও অভ্রাদি ধাতুসকলকে গ্রাস করিয়া জারিত করে।

হিঙ্গুলাদ্রসাকর্ষণবিধিঃ

নিম্বপত্ররসৈঃ পেষ্যং হিঙ্গুলং যামমাত্রকম্। জম্বীরাণাং দ্রবৈর্বাথ পাত্যং পাতনযন্ত্রকে।। তং সূতং যোজয়েৎ

পশ্চাৎ সপ্তকঞ্চুকবর্জ্জিতম্।। (নিম্বপত্ররসৈরথবা জম্বীররসৈঃ হিঙ্গুলং যামমাত্রং মর্দ্দয়িত্বা তদ্ হণ্ডিকা-মধ্যে নিধায় তদুপরি উত্তানং শরাবং দত্ত্বা লেপয়িত্বা চ তত্র শরাবে ত্রিংশদ্বারং জলং দেয়ম্। উষ্ণং হেয়ম্। এবম্প্রকারেণ সূতঃ শরাবপৃষ্ঠে লগ্নঃ দূষণগণবিনির্ম্মুক্তশ্চ ভবেৎ, স নির্ম্মলঃ সূতঃ সর্ব্বকার্য্যেষু যোজ্যাঃ)।

হিঙ্গুলকে নিম্বপত্ররসে অথবা গোঁড়ালেবুর রসে ১ প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া একটি হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিবে এবং সেই হাঁড়ির মুখে একখানি শরাব উত্তানভাবে চাপা দিয়া উভয়ের সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। অনন্তর শরার উপর কিঞ্চিৎ জল দিয়া হাঁড়ির নিম্নে জ্বাল দিবে, শরার জল উষ্ণ হইলেই তাহা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জল দিবে। এইরূপে ৩০ বার জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। ইহাতে হিঙ্গুলস্থ পারদ উর্দ্ধে উঠিয়া শরার পৃষ্ঠে সংলগ্ন হইবে। সেই পারদ নাগাদি অষ্টদোষ ও সপ্তকঞ্চুক বর্জ্জিত হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বকর্ম্মে প্রযোজ্য।

ষড়্গুণবলিজারণবিধিঃ

সূতপ্রমাণং সিকতাখ্যযন্ত্রে দত্ত্বা বলিং মৃদ্ঘটিতেহল্পভাণ্ডে। তৈলাবশেষেহত্র রসং নিদধ্যান্মগ্নার্দ্ধকায়ং প্রবিলোক্য ভূয়ঃ।। আষড়্গুণং গন্ধকমল্পমল্পং ক্ষিপেদসৌ জীর্ণবলির্বলী স্যাৎ। রসেষু সর্ব্বেষু নিযোজিতোহ্য়ম-সংশয়ং হন্তি গদং জবেন।।

বালুকাযন্ত্র-মধ্যে একটি মৃন্ময়পাত্রে পারদের সমপরিমিত গন্ধক রাখিয়া পাক করিবে। গন্ধক গলিয়া তৈলের ন্যায় হইলে উহাতে পারদ নিক্ষেপ করিবে। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় তাহাতে গন্ধকচূর্ণ দিবে। এবং ঐ গন্ধক গলিয়া গেলে আর কিঞ্চিৎ গন্ধক দিবে। এইরূপে পারদের ৬ গুণ গন্ধক প্রদত্ত হইলে পর বালুকাযন্ত্র নামাইয়া ভাণ্ডটি তুলিয়া লইবে এবং তাহাতে একটি ছিদ্র করিয়া পারদ নিষ্কাশিত করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়ার নাম ষড়্গুণবলিজারণ, এইরূপ বিশোধিত পারদ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বরোগঘ্ন। এই ষড়্গুণবলিজারণ পারদের বিশেষ মূর্চ্ছা জানিবে।

রসস্য মারণবিধিঃ

পৃথক্ সমং সমং কৃত্বা পারদং গন্ধকন্তথা। নরসারং ধূমসারং স্ফটিকং যামমাত্রকম্।। নিম্বুরসেন সংমর্দ্দ্য কাচকূপ্যাং নিবেশয়েৎ। মুখে পাষাণখটিকাং দত্ত্বা মুদ্রাং প্রলেপয়েৎ।। সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈঃ পৃথক্ সংশোষ্য বেষ্টয়েৎ। সচ্ছিদ্রায়াং মৃদঃ স্থাল্যাং কূপিকাং তাং নিবেশয়েৎ।। পূরয়েৎ সিকতাপূরৈরাগলং মতিমান্ ভিষক্। নিবেশ্য চুল্ল্যাং দহনং মন্দং মধ্যং খরং ক্রমাৎ।। প্রজ্বাল্য দ্বাদশং যামং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। ক্ষোদয়িত্বা তু মুক্তাভমূর্দ্ধলগ্নং বলিং ত্যজেৎ।। অধঃস্থং রসসিন্দূরং সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।। ইতি রসসিন্দূরম্।

সমান-সমান পরিমাণে পারদ, গন্ধক, নিশাদল, ঝুল ও ফটকিরি এই সকল দ্রব্য লেবুর রসে ১ প্রহর মাড়িয়া কাচকূপী অর্থাৎ বোতল-মধ্যে রাখিবে। পরে বোতলের মুখে এক খণ্ড খড়ি দিয়া মৃত্তিকালিপ্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা সেই বোতলটি প্রলিপ্ত করিবে। প্রলেপ শুষ্ক হইলে ক্রমশ ৭ বার ঐ প্রকার লিপ্ত ও শুষ্ক করিবে। অনন্তর একটি ছিদ্রবিশিষ্ট হাঁড়ির মধ্যভাগে ঠিক ঐ ছিদ্রের উপরেই ঐ বোতলের গলদেশ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। তৎপরে সেই হাঁড়ি চুল্লীর উপর বসাইয়া তাহাকে ১২ প্রহর ক্রমশ মন্দ, মধ্য ও খর অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। এইরূপে পাকক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া শীতল হইলে বোতল ভাঙ্গিয়া উর্দ্ধলগ্ন মুক্তাভ গন্ধক ত্যাগ করিয়া অধঃস্থ রসসিন্দূর গ্রহণ করিবে। এই রসসিন্দূর সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

অন্যঃ প্রকারঃ

নাগবল্লীরসৈর্ঘৃষ্টঃ কর্কোটীকন্দগর্ভিতঃ। মৃন্মূষাসংপুটে পক্বঃ সূতো যাত্যেব ভস্মতাম্।।

পানের রসে পারদ মর্দ্দিত করিয়া কাঁকরোলমুলের গর্ভে স্থাপনপূর্ব্বক এক মৃন্ময় মুষায় পুটপাক করিলেই ভস্মরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

কর্পূররসস্য বিধিঃ

শুদ্ধসূতসমং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং গৈরিকং সুধীঃ। ইষ্টিকা খটিকা তদ্বৎ স্ফটিকা সিন্ধুজন্ম চ।। বল্মীকং ক্ষারলবণং ভাণ্ডরঞ্জকমৃত্তিকা। সর্ব্বাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বাসসা চাপি শোধয়েৎ।। এভিশ্চূর্ণৈর্মৃতং সূতং যাবদ্ যামচতুষ্টয়ম্। তচ্চূর্ণসহিতং সূতং স্থালীমধ্যে পরিক্ষিপেৎ।। তস্যাঃ স্থাল্যা মুখে স্থালীমপরাং ধারয়েৎ সমাম্। সবস্ত্রকুট্টিতমৃদা মুদ্রয়েদনয়োর্মুখম্।। সংশোষ্য মুদ্রয়েদ্ ভূয়ো ভূয়ঃ সংশোষ্য মুদ্রয়েৎ। সম্যগ্ বিশোষ্য মুদ্রাং তাং স্থালীং চুল্ল্যাং বিধারয়েৎ।। অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্। অঙ্গারোপরি তদ্ যন্ত্রং রক্ষেদ্ যত্নাদহর্নিশম্।। শনৈরুদ্‌ঘাটয়েদ্ যন্ত্রমূর্দ্ধস্থালীগতং রসম্। কর্পূরবৎ সুবিমলং গৃহ্নীয়াদ্ গুণবত্তরম্।। তদ্ দেবকুসুমচন্দনকস্তুরীকুঙ্কুমৈর্যুক্তম্। খাদন্ হরতি ফিরঙ্গং ব্যাধিং সোপদ্রবং সপদি।। বিন্দতি বহ্নের্দীপ্তিং পুষ্টিং বীর্য্যং বলং বিপুলম্। রময়তি রমণীশতকং রসকর্পূরস্য সেবকঃ সততম্।।

কর্পূররস প্রস্তুত করিতে হইলে অগ্রে পারদের সংক্ষিপ্ত শোধন করা কর্ত্তব্য। পারদের সমপরিমাণে গেরিমাটী, ইষ্টক, খড়ি, ফটকিরি, সৈন্ধবলবণ, উয়ীমৃত্তিকা, ক্ষারীলবণ, ভাণ্ডরঞ্জক মৃত্তিকা অর্থাৎ লালমাটী, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। এবং এই সকল চূর্ণ দ্বারা পারদকে ৪ প্রহরকাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। অনন্তর সেই চূর্ণ-সংবলিত পারদ একটি স্থালীর মধ্যে রাখিয়া সেই স্থালীর মুখে আর-একটি স্থালী উপুড় করিয়া চাপা দিবে। উভয় মুখের মিলনস্থল কুট্টিত বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিয়া শুকাইয়া লইবে, এইরূপে ২/৩ বার লিপ্ত ও শুষ্ক করিয়া উহাকে চুল্লীর উপর স্থাপন করিবে এবং ৪ দিন নিরন্তর অগ্নিসন্তাপ দিয়া পঞ্চমদিনে অহোরাত্র অঙ্গারোপরি স্থাপন করিয়া রাখিবে। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে উর্ধ্ব স্থালীগত কর্পূরবৎ শুভ্র রস গ্রহণ করিবে। ইহার গুণ অতি উৎকৃষ্ট। ইহা লবঙ্গ, চন্দন, কস্তুরী ও কুঙ্কুমের সহিত সেবন করিলে সোপদ্রব ফিরঙ্গব্যাধি (গরমি রোগ) সত্বর প্রশমিত হয় এবং ইহা দ্বারা অগ্নির দীপ্তি, দেহের পুষ্টি, বল, বীর্য্য ও রতিশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সিন্দূররসঃ

শুদ্ধসূতস্য গৃহ্নীয়াদ্ ভিষগ্ ভাগচতুষ্টয়ম্। শুদ্ধগন্ধস্য ভাগৈকং তাবৎ কৃত্রিমগন্ধকম্।। অথবা পারদস্যার্দ্ধং শুদ্ধগন্ধকমেব হি। তয়োঃ কজ্জলিকাং কুর্য্যাদ্দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।। মৃত্তিকাং বাসসা সার্দ্ধং কুট্টয়েদতি-যত্নতঃ। তয়া বারত্রয়ং সম্যক্ কাচকুপীং প্রলেপয়েৎ।। মৃত্তিকাং শোষয়িত্বা তু কূপ্যাং কজ্জলিকাং ক্ষিপেৎ। তাং কূপীং বালুকাযন্ত্রে স্থাপয়িত্বা রসং পচেৎ।। অগ্নিং নিরন্তরং দদ্যাদ্ যাবদ্দিনচতুষ্টয়ম্। গৃহ্নীয়াদূর্দ্ধ-সংলগ্নং সিন্দূরসদৃশং রসম্।।

শোধিত পারদ ৪ ভাগ, শুদ্ধ গন্ধক ১ ভাগ ও কৃত্রিম গন্ধক ১ ভাগ অথবা পারদের অর্দ্ধ ভাগ শুদ্ধ গন্ধক, ১ দিন মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে। এবং কুট্টিত বস্ত্রখণ্ড মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা দ্বারা একটি কাচকূপী লিপ্ত করিবে। লেপ শুষ্ক হইলে পুনরায় উহা দ্বারা লিপ্ত করিবে, এইরূপে ৩ বার লেপ দিয়া শুষ্ক করিবে। পরে উহার মধ্যে ঐ কজ্জলী রাখিয়া পূর্ব্ববৎ বালুকাযন্ত্রে স্থাপন

পূর্ব্বক নিরন্তর ৪ দিন অগ্নিসন্তাপ দিবে, এইরূপে পাক সমাপ্ত হইলে কূপীর ঊর্ধ্বসংলগ্ন সিন্দূরসদৃশ রস গ্রহণীয়।

পীতভস্মনো বিধিঃ

মর্দ্দয়েদ্ রসগন্ধৌ চ হস্তিশুণ্ডীদ্রবৈর্দৃঢ়ম্। ভূধাত্রিকারসৈর্বাপি পর্য্যন্তং দিনসপ্ততঃ।। বিঘৃষ্য বালুকাযন্ত্রে মূষায়াং সন্নিবেশয়েৎ। দিনমেকং দহেদগ্নৌ মন্দং মন্দং নিশাবধি।। এবং নিষ্পদ্যতে পীত শীতঃ সূতস্তু গৃহ্যতে। পর্ণখণ্ডেন তদ্গুঞ্জাং ভক্ষয়েৎ শ্রূয়তাং মম।। ক্ষুদ্বোধং কুরুতে পূর্ব্বমুদরাণি বিনাশয়েৎ। জ্বরাণাং নাশনঃ শ্রেষ্ঠস্তদ্বৎ শ্রীসুখকারকঃ।। হৃদয়োৎসাহজনকঃ সুরূপতনয়প্রদঃ। বলপ্রদঃ সদা দেহে জরানাশনতৎপরঃ।। অঙ্গভঙ্গাদিকং দোষং সর্ব্বং নাশয়তি ক্ষণাৎ। এতস্মান্নাপরঃ সূতো রসাৎ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরাৎ।

পারদ ও গন্ধক সমভাগে লইয়া হাতিশুঁড়ার অথবা ভুঁই আমলার রসে ৭ দিন পর্য্যন্ত মর্দ্দন করিয়া একটি মূষায় স্থাপনপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে ১ দিন মন্দ-মন্দ অগ্নিসন্তাপে পাক করিবে। তাহাতে পারদ ভস্মীভূত ও পীতবর্ণ হইবে। ইহা পানের সহিত গুঞ্জাপরিমাণে সেব্য। এই পীতভস্ম ক্ষুধাকারক, উদর ও জ্বররোগের মহৌষধ, শ্রী ও সুখদায়ক, সুরূপ সন্তানপ্রদ, হৃদয়োৎসাহজনক, বলপ্রদ, জরানাশক এবং অঙ্গভঙ্গ্যাদিরোগের আশু নিবারক। ইহা অতি শ্রেষ্ঠ ঔষধ, ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রসও কহে।

কৃষ্ণরসঃ

লৌহপাত্রেহথবা তাম্রে পলৈকং শুদ্ধগন্ধকম্। মৃদ্বগ্নিনা দ্রুতে তস্মিন্ শুদ্ধসূতপলত্রয়ম্।। ক্ষিপ্ত্বাথ চালয়েৎ কিঞ্চিল্লৌহদর্ব্ব্যা পুনঃপুনঃ।। গোময়ে কদলীপত্রং তস্যোপরি চ ঢালয়েৎ। ইত্যেবং গন্ধবন্ধস্তু সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।।

লৌহ অথবা তাম্রনির্ম্মিত পাত্রে ১ পল শুদ্ধ গন্ধক রাখিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। গন্ধক দ্রবীভূত হইলে, তাহাতে ৩ পল শোধিত পারদ নিক্ষেপ করিয়া লোহার হাতা দ্বারা পুনঃপুনঃ নাড়িবে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে গোময়ের উপর স্থাপিত একখানি কদলীপত্রে উহা ঢালিয়া অপর একটি কদলীপত্র-বেষ্টিত গোময়পোট্টলী দ্বারা চাপিয়া ধরিবে, এইরূপে কৃষ্ণরস প্রস্তুত হইবে। ইহা সর্ব্বরোগে প্রযোজ্য।

শ্বেতং পীতং তথা রক্তং কৃষ্ণঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্। লক্ষণং ভস্মসূতানাং শ্রেষ্ঠং স্যাদুত্তরোত্তরম্।।

শ্বেতভস্ম (রসকর্পূর), পীতভস্ম, রক্তভস্ম (রসসিন্দূর) ও কৃষ্ণভস্ম এই চতুর্ব্বিধ পারদভস্ম যথাক্রমে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ।

রসতালকস্য বিধিঃ

রসো গন্ধস্তালকঞ্চ রক্তশঙ্খী সমাংশতঃ। সংমর্দ্দ্য সিকতাযন্ত্রে পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্।। পীতাভং জায়তে পাকাদ্ রসতালকসংজ্ঞিতম্। জ্বরঘ্নং দীপনং বহ্নের্বীর্য্যস্তম্ভনমুত্তমম্।। হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি বিবিধং বাতশোণিতম্। বল্যমায়ুষ্করং মেধ্যং পরমেতদ্রসায়নম্।।

শোধিত পারদ, গন্ধক, হরিতাল ও লালদারমুজ এই ৪ প্রকার দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। পরে উহা একটি কাচকূপীর ভিতর পুরিয়া (রসসিন্দূর পাকের ন্যায়) বালুকাযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। এই প্রক্রিয়ায় পীতবর্ণ রসতালক নামক ঔষধ প্রস্তুত

হইবে। ইহা পাককালে অতি অল্প অংশ বোতলের গলদেশে লগ্ন হয় এবং অবশিষ্ট সমস্তই বোতলের নিম্নে পড়িয়া থাকে। রসতালক জ্বরঘ্ন, অগ্নিসন্দীপক, বীর্য্যস্তম্ভক, কুষ্ঠ ও বাতরক্তনাশক, বলকারক, আয়ুষ্কর, মেধাজনক ও রসায়ন। ইহা ১ যব মাত্রায় ব্যবহার্য্য।

কজ্জলীকরণবিধিঃ

শুদ্ধং রসং গন্ধকঞ্চ সমং সংমর্দ্দয়েদ্দিনম্। নিশ্চন্দ্রং কজ্জলীভূতং ততো যোগেষু যোজয়েৎ।। পৃথগ্ যোগেষু যত্রোক্তৌ সমৌ পারদগান্ধকৌ। তত্র ভাগদ্বয়ং যোজ্যং কজ্জলস্যেতি নিশ্চয়ঃ।। যাবান্ স্যাদধিকঃ সূতাৎ তাবন্তং গন্ধকং পুনঃ। ক্ষিপেদ্ যোগে বিধানজ্ঞো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।। যত্র সূতোঽধিকো যোগে গন্ধাপাষাণতো ভবেৎ। তত্র তন্মানতঃ কুর্য্যাদাদাবেব হি কজ্জলম্।।

শোধিত পারদ ও শোধিত গন্ধক সমান পরিমাণে লইয়া উহাকে ১ দিন উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে, পারদকণা অদৃশ্য হইয়া উহা কজ্জলসদৃশ হইলে ঔষধকার্য্যে প্রযোজ্য হইবে। কোন ঔষধে যখন সমপরিমাণে পারদ ও গন্ধক লইবার ব্যবস্থা থাকিবে, তখন বুঝিতে হইবে যে ২ ভাগ কজ্জলী গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে-ঔষধে পারদ অপেক্ষা গন্ধকের ভাগ অধিক উক্ত থাকিবে, তথায় পূর্ব্ববৎ কজ্জলী লইয়া অতিরিক্ত গন্ধকাংশ যোগ করিলেই চলিবে।

মনে কর, কোন ঔষধে ১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক লইবার বিধান আছে, তথায় ২ ভাগ কজ্জলী ও ১ ভাগ গন্ধক লইলেই চলিবে। কিন্তু যেখানে গন্ধক অপেক্ষা পারদের ভাগ বেশী থাকিবে, সেখানে অগ্রে সেই পরিমিত পারদ ও গন্ধক লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য।

গন্ধকস্য শোধনবিধিঃ

লৌহপাত্রে বিনিক্ষিপ্য ঘৃতমগ্নৌ প্রতাপয়েৎ। তপ্তে ঘৃতে তৎসমানং ক্ষিপেদ্ গন্ধকজং রজঃ।। বিদ্রুতং গন্ধকং দৃষ্ট্বা দুগ্ধমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ। এবং গন্ধকশুদ্ধিঃ সর্ব্বকার্য্যেষু যোজয়েৎ।।

একখানি লৌহনির্ম্মিত হাতায় কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে গন্ধকচূর্ণ নিক্ষেপ করিবে, গন্ধক দ্রবীভূত হইলে উহা দুগ্ধে ঢালিবে এই প্রক্রিয়া দ্বারা গন্ধক বিশুদ্ধ হয়, এইরূপ বিশুদ্ধ গন্ধকই সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য।

গন্ধকস্য তৈলম্

অর্কক্ষীরৈঃ মুহীক্ষীরৈর্বস্ত্রং লেপ্যন্তু সপ্তধা। গন্ধকং নবনীতেন পিষ্টা বস্ত্রং প্রলেপয়েৎ।। তদ্বর্ত্তির্জ্বলিতা দণ্ডে ধৃতা ধার্য্যা ত্বধোমুখী। তৈলং পতত্যধঃপাত্রে গ্রাহং যোগেষু যোজয়েৎ।।

অন্যচ্চ—

আবর্ত্তমান পয়সি দত্ত্বা গন্ধকজং রজঃ। তজ্জাতদধিজং সর্পির্গন্ধৈতৈলং বদন্তি হি। গন্ধতৈলং গলৎকুষ্ঠং হন্তি লেপাচ্চ ভক্ষণাৎ।।

গন্ধক হইতে তৈল প্রস্তুত করিবার নিয়ম: আকন্দ অথবা সিজের আঠায় এক খণ্ড বস্ত্র ৭ বার সিক্ত করিবে এবং নবনীতের সহিত গন্ধক পেষণ করিয়া সেই গন্ধক দ্বারা উক্ত বস্ত্রখণ্ড লিপ্ত করিবে। পরে গন্ধকলিপ্ত বস্ত্র কোন কাষ্ঠের দণ্ডে জড়াইয়া একটি বাতি প্রস্তুত করিবে। ঐ বাতি অগ্নিতে জ্বালাইয়া কোন ভাণ্ডের উপর অধোমুখে ধরিবে। তাহা হইলে উহা হইতে বিন্দু-বিন্দু তৈল ভাণ্ড-মধ্যে পতিত হইবে। ইহারই নাম গন্ধকতৈল। অন্যপ্রকার : দুগ্ধ আবর্ত্তন করিবার সময় উহাতে গন্ধকচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে এবং সেই দুগ্ধজাত দধি মন্থন করিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিবে। সেই ঘৃতকেও গন্ধকতৈল বলিয়া থাকে। গন্ধকতৈল লেপন বা পান করিলে গলৎকুষ্ঠও নিবারিত হয়।

গন্ধকানুপানম্

মোচাফলেন ত্বগ্‌দোষং চিত্রকেণ মহাবলম্। আটরূষকষায়েণ ক্ষয়কাসান্ জয়েদ্ ভৃশম্।। মন্দানলত্বং জয়তি ত্রিফলাকাথসংযুত। ঊর্দ্ধগান্ সকলান্ রোগান্ হন্তি শীঘ্রং সুগন্ধকঃ।।

শুদ্ধ গন্ধক সেবনের অনুপান। বিশুদ্ধ গন্ধক কদলীর সহিত সেবিত হইলে চর্ম্মরোগ, চিতার সহিত সেবিত হইলে বলহীনতা, বাসকক্বাথের সহিত সেবনে সুদারুণ ক্ষয় ও কাস, ত্রিফলাক্বাথের সহিত সেবিত হইলে অগ্নিমান্দ্য ও উর্ধ্বদেহগত যাবতীয় রোগ নিবারিত হয়।

হিঙ্গুলশোধনবিধিঃ

অম্লবর্গদ্রবৈঃ পিষ্টা দরদো মাহিষেণ চ। দুগ্ধেন সপ্তধা পিষ্টঃ শুষ্কীভূতো বিশুধ্যতি।।

অন্যচ্চ—

মেষীদুগ্ধেন দরদমম্লবর্গৈর্বিভাবিতম্। সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিতম্।।

অম্লবর্গ ও মাহিষদুগ্ধ দ্বারা অথবা অম্লবর্গ ও মেষীদুগ্ধ দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিলে হিঙ্গুল বিশুদ্ধ হয়।

অভ্রশোধনবিধিঃ

কৃষ্ণাভ্রকং ধমেদ্ বহ্নৌ ততঃ ক্ষীরে বিনিক্ষিপেৎ। ভিন্নপত্রস্তু তৎ কৃত্বা তণ্ডুলীয়াম্লয়োর্দ্রবৈঃ। ভাবয়েদষ্ট-যামং তদ্ এবমভ্রং বিশুধ্যতি।।

কৃষ্ণাভ্র অগ্নিতে পোড়াইয়া দুগ্ধে নিক্ষেপ করিবে। পরে তাহার স্তরগুলি পৃথক-পৃথক করিয়া নটেশাকের ও কোনপ্রকার অম্লদ্রব্যের রসে ৮ প্রহর ভাবনা দিলে অভ্র বিশুদ্ধ হয়।

ধান্যাভ্রকস্য বিধিঃ

পাদাংশশালিসংযুক্তমভ্রং বদ্ধাথ কম্বলে। ত্রিরাত্রং স্থাপয়েন্নীরে তৎ ক্লিন্নং মর্দ্দয়েৎ করৈঃ।। কম্বলাদ্গালিতং সূক্ষ্মং বালুকাসদৃশঞ্চ যৎ। তদ্‌ধান্যাভ্রমিতি প্রোক্তমভ্রমারণসিদ্ধয়ে।।

যে-পরিমিত শোধিত অভ্র, তাহার চতুর্থাংশ শালিধান্য লইয়া উভয়কে একত্র কম্বলে বদ্ধ করিয়া ৩ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিবে। পরে তাহা হস্ত দ্বারা মর্দ্দন করিলে কম্বল হইতে অতি সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম বালুকাসদৃশ যে-অভ্রকণা নির্গত হইবে, তাহারই নাম ধান্যাভ্র, তাহাই মারণযোগ্য।

অভ্রমারণবিধিঃ

গবাং মূত্রেণ ধান্যাভ্রং মর্দ্দয়িত্বা পুনঃপুনঃ। শরাবসংপুটে রুদ্ধা পুটেদ্ যত্নাৎ সহস্রশঃ।।

ধান্যাভ্র গোমূত্রে মর্দ্দিত ও শরাবপুটে রুদ্ধ করিয়া পুনঃপুনঃ পুটপাক করিলে ভস্ম হইবে। সহস্রপুটিত অভ্র বিশেষ গুণকারক এবং ইহাই ঔষধার্থে ব্যবহার্য্য।

অভ্রকস্যামৃতীকরণম্

ত্রিফলায়াঃ কষায়স্য পলান্যাদায় ষোড়শ। গোঘৃতস্য পলান্যষ্টৌ মৃতাভ্রস্য পলান্ দশ।। একীকৃত্য লৌহপাত্রে পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা। তদেব জীর্ণমাদায় সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।।

ত্রিফলার ক্বাথ ১৬ পল, গব্যঘৃত ৮ পল, জারিত অভ্র ১০ পল, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নি দ্বারা পাক করিবে। পাক সমাপ্ত হইলে সেই অমৃতীকৃত অভ্র চূর্ণ করিয়া সর্ব্বরোগে ব্যবহার করিবে।

অভ্রভস্মানুপানানি

অভ্রকন্তু নিশাযুক্তং পিপ্পলীমধুনা সহ। বিংশতিঞ্চ প্রমেহাণাং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।। অভ্রকং হেমসংযুক্তং

ক্ষয়রোগবিনাশনম্। রৌপ্যহেমাভ্রকশ্চৈব ধাতুবৃদ্ধিকরং পরম্।। অভ্রকঞ্চ হরীতক্যা গুড়েন সহ যোজিতম্। এলাশর্করয়া যুক্তং রক্তপিত্তবিনাশনম্।। ত্রিকটু ত্রিফলাশ্চৈব চাতুর্জ্জাতং সশর্করম্। মধুনা লেহয়েৎ প্রাতঃ ক্ষয়ার্শঃপাণ্ডুনাশনম্।। গুড়ুচীসত্ত্বখণ্ডাভ্যাং মিশ্রিতং মেহনাশনম্। এলাগোক্ষুরভূধাত্রী-সিতাগব্যেন মিশ্রিতম্।। প্রাতঃসংসেবনান্নিত্যং মেহকৃচ্ছ্রবিনাশনম্। পিপ্পলীমধুসংযুক্তং ভ্রমজীর্ণজ্বরাপহম্।। মধু-ত্রিফলয়া যুক্তং দৃষ্টিপুষ্টিকরং মতম্। মূর্ব্বাসত্ত্বযুতং ব্যোম ব্রণানাঞ্চ বিনাশনম।। ভল্লাতকযুতং ব্যোম ত্বর্শোদোষনিবারণম্।। নাগরং পৌষ্করং ভার্গী গগনং মধুনা সহ। অশ্বগন্ধাযুতং খাদেদ্বাতব্যাধিনিবারণম্।। চাতুর্জ্জাতং সিতা চাভ্রং পিত্তরোগনিবারণম্। কট্‌ফলং পিপ্পলী ক্ষৌদ্রং শ্লেষ্মরোগনিবারণম্।। সর্ব্বক্ষার-যুতঞ্চাভ্রমগ্নিবৃদ্ধিকরং পরম্। মূত্রাঘাতমূত্রকৃচ্ছ্রমশ্মরীমপি নাশয়েৎ।। গোক্ষীরক্ষীরকন্দাভ্যাং বলবৃদ্ধিকরং পরম্। বিজয়ারসসংযুক্তং শুক্রস্তম্ভকরং পরম্। লবঙ্গমধুসংযুক্তং ধাতুবৃদ্ধিকরং পরম্।। গোক্ষীরশর্করা-যুক্তং পিত্তরোগবিনাশনম্। অভ্রকং বিধিসংযুক্তং পথ্যযোগেন যোজিতম্।। বেল্লব্যোষসমন্বিতং ঘৃতযুতং বল্লোন্মিতং সেবিতং দিব্যাভ্রং ক্ষয়পাণ্ডুসংগ্রহণিকাশূলঞ্চ কুষ্ঠাময়ম্। সর্ব্বশ্বাসগদং প্রমেহমরুচিং কাসা-ময়ং দুর্দ্ধরং মন্দাগ্নিং জঠরব্যথাং পরিহরেচ্ছেষাময়ান্ নিশ্চিতম্।। বলীপলিতনাশঃ স্যাজ্জীবেচ্চ শরদাং শতম্। নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জরামৃত্যুবিনাশনম্।।

হরিদ্রাচূর্ণ পিপুল ও মধু-সহ অভ্রভস্ম সেবন করিলে বিংশতিপ্রকার প্রমেহ এবং স্বর্ণভস্ম-সহ সেবিত হইলে ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়। ইহা রৌপ্যভস্ম ও স্বর্ণভস্ম-সহ সেবিত হইলে ধাতুপোষক হইয়া থাকে। হরীতকীচূর্ণ ও গুড়-সহ কিংবা এলাইচচূর্ণ ও চিনি-সহ সেবন করিলে রক্তপিত্ত এবং ত্রিকটু ত্রিফলা চাতুর্জ্জাত চিনি ও মধু-সহ সেবন করিলে ক্ষয়, অর্শ ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট করে। মেহরোগে গুলঞ্চের সার ও চিনি-সহ, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে প্রাতঃকালে এলাচ গোক্ষুর ভুঁই-আমলা চিনি ও গব্যদুগ্ধ-সহ, ভ্রম ও জীর্ণজ্বরে পিপুলচূর্ণ ও মধু-সহ, দৃষ্টিহীনতারোগে ত্রিফলার ক্বাথ ও মধু-সহ, ব্রণরোগে মূর্ব্বাক্বাথ-সহ, অর্শরোগে ভেলার মুটি-সহ, বাতব্যাধিতে শুঁঠ পুষ্করমূল বামুনহাটী ও অশ্বগন্ধার ক্বাথ ও মধু-সহ, পিত্তদুষ্টিতে চাতুর্জ্জাত ও চিনি-সহ, শ্লেষ্মজ রোগে কায়ফল পিপুল ও মধু-সহ এবং মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও অগ্নিমান্দ্যরোগে সমস্ত ক্ষারের সহিত অভ্রভস্ম প্রয়োগ করিবে। ইহা ভূমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ ও গব্যদুগ্ধ-সহ সেবন করিলে বলবর্দ্ধক, সিদ্ধির রস বা ক্বাথ-সহ সেবনে শুক্রস্তম্ভক, লবঙ্গ ও মধু-সহ সেবনে ধাতুবর্দ্ধক এবং গব্যদুগ্ধ ও চিনি-সহ সেবনে পিত্তরোগনাশক হয়। ইহা যথোপযুক্ত পথ্যসহ নিয়মিতরূপে সেবন করিলে বিবিধ রোগ নষ্ট করে। বিড়ঙ্গচূর্ণ, ত্রিকটুচূর্ণ ও ঘৃতসহ ২ রতি মাত্রায় অভ্রভস্ম সেবন করিলে ক্ষয়াদি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বলী, পলিত, জরা ও মৃত্যু নষ্ট হইয়া থাকে।

তালকস্য শোধনবিধিঃ

শুদ্ধং স্যাৎ তালকং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডসলিলে ততঃ। চূর্ণোদকে ততস্তৈলে ভস্মীভূতো ন দোষবৃৎ।।

হরিতাল দোলাযন্ত্রে প্রথমত কুষ্মাণ্ডের জলে, তদনন্তর চূণের জলে, তৎপরে তৈলে ক্রমশ ১ প্রহর কাল পাক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। এইরূপে শোধিত হরিতালচূর্ণ দোষকর নহে।

অন্যচ্চ—

তালকং বংশপত্রাখ্যং চূর্ণোদকবিভাবিতম্। সপ্তভির্বাসরৈঃ শুদ্ধং ততঃ কর্ম্মণি যুজ্যতে।।

বংশপত্রাখ্য হরিতাল চূণের জলে ৭ দিন ভাবিত করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হইবে। এই প্রকারে শোধিত হরিতাল সকল কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়।

তালকস্য মারণবিধিঃ

সদলং তালকং শুদ্ধং পৌনর্নবরসেন তু। খল্লে বিমর্দ্দয়েদেকং দিনং পশ্চাদ্বিশোষয়েৎ।। ততঃ পুনর্নবা-ক্ষারৈঃ স্থাল্যা অর্দ্ধং প্রপূরয়েৎ। তত্র তদ্গোলকং ধৃত্বা পুনস্তেনৈব পূরয়েৎ।। আকণ্ঠং পিঠরং তস্য পিধানং ধারয়েন্মুখে।। স্থালীং চুল্ল্যাং সমারোপ্য ক্রমাদ্ বহ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ।। দিনান্যন্তরশূন্যানি পঞ্চ বহ্নিং প্রদাপয়েৎ। এবং তন্ম্রিয়তে তালং মাত্রা তস্যৈব রক্তিকা। অনুপানান্যনেকানি যথাযোগ্যং প্রযোজয়েৎ।।

শোধিত বংশপত্রাখ্য হরিতাল পুনর্নবারসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক ও গোলাকৃতি করিয়া লইবে এবং একটি স্থালীর অর্দ্ধভাগ পুনর্নবাক্ষার দ্বারা পূর্ণ করত তাহাতে ঐ হরিতালপিণ্ড স্থাপন করিয়া তাহার উপর পুনর্ব্বার ক্ষাররাশি নিক্ষেপ করিয়া স্থালীর কণ্ঠ পর্য্যন্ত পূর্ণ করিবে। পরে স্থালীর মুখে একখানি শরাব স্থাপনপূর্ব্বক লেপ দিয়া রুদ্ধ করিবে এবং ঐ স্থালী চুল্লিকার উপর স্থাপন করিয়া নিরন্তর ৫ দিন তাহাতে অগ্নিসন্তাপ দিবে। অগ্নি যেমন ক্রমশ তীব্রতর হয়, এই প্রক্রিয়া দ্বারা হরিতাল জারিত হইবে। ইহার মাত্রা ১ রতি। ব্যাধি ও অবস্থানুসারে নানাবিধ অনুপানের সহিত সেব্য।

রসমাণিক্যম্

তালকং বংশপত্রাখ্যং কুষ্মাণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ। সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্না চাম্লেন বা পুনঃ।। শোষয়িত্বা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েৎ তণ্ডুলাকৃতি। ততঃ শরাবকে পাত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্।। বদরীপল্লবোত্থেন কল্কেন লেপয়েদ্ভিষক্। অরুণাভমধঃপাত্রং তাবজ্জ্বালা প্রদীয়তে।। স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মাণিক্যাভং ভবেদ্ধ্রুবম্। তদ্রক্তিদ্বিতয়ং খাদেদ্ ঘৃতভ্রামরমর্দ্দিতম্।। সংপূজ্য দেবদেবেশং কুষ্ঠরোগাদ্বিমুচ্যতে। স্ফুটিতং গলিতং যচ্চ বাতরক্তং ভগন্দরম্।। নাড়ীব্রণং ব্রণং কুষ্ঠমুপদংশং বিচর্চ্চিকাম্। নাসাস্যসম্ভবান্ রোগান্ ক্ষতান্ হন্তি সুদারুণান্। পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা।।

বংশপত্রাখ্য শোধিত হরিতাল কুমড়ার জলে ৭ বার কিংবা ৩ বার ভাবনা দিবে এবং দধি বা কোন অম্লরসেও পুনর্ব্বার ৭ বার কিংবা ৩ বার ভাবনা দিতে হইবে। পরে তাহা শুষ্ক করিয়া তণ্ডুলাকৃতি করিবে, তদনন্তর ঐ হরিতাল একখানি শরাবে স্থাপিত ও অপর একখানি শরার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া উভয় শরাবের সন্ধিস্থান কুলপত্রের কল্ক দ্বারা রুদ্ধ করিবে। তৎপরে ঐ শরাব-পুট বালুকাযন্ত্রে স্থাপন করিয়া যে-পর্য্যন্ত পাত্রের নিম্নভাগ অরুণবর্ণ না-হয়, সে পর্য্যন্ত উহাতে অগ্নিসন্তাপ দিবে। শীতল হইলে দেখিবে, উহা মাণিক্যাভ হইয়াছে। ইহার নাম রসমাণিক্য। দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত এই রসমাণিক্য ২ রতি মাত্রায় সেবিত হইলে দলিত গলিত কুষ্ঠ, বাতরক্ত, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, দুষ্টব্রণ, উপদংশ, বিচর্চ্চিকা, মুখরোগ, নাসারোগ, দারুণক্ষত, পুণ্ডরীক, চর্ম্মাখ্যরোগ, বিস্ফোটক ও মণ্ডল প্রভৃতি বিনষ্ট হয়।

হরিতালভস্মানুপানম্

সর্ব্বরক্তবিকারেষু দেয়মাদ্রহরিদ্রয়া। সুহালাহলজীরাভ্যামপস্মারহরং পরম্।। সমুদ্রফলযোগেন দকোদর-বিনাশনম্। দেবদালীরসৈর্যুক্তং ভগন্দরহরং পরম্।। ফিরঙ্গদোষজং রোগং জাতং হন্তি সুদুস্তরম্। বীসর্প-মণ্ডলং কণ্ডুং পামাবিস্ফোটকং তথা। বাতরক্তকৃতান্ রোগানন্যানপি বিনাশয়েৎ।।

হরিতালভস্ম আম-আদার সহিত সেবিত হইলে সর্ব্বপ্রকার রক্তবিকার, মদ্য ও জীরার সহিত সেবিত হইলে অপস্মার, সমুদ্রফলযোগে জলোদর এবং ঘোষালতাযোগে ভগন্দর, ফিরঙ্গরোগ

(গরমি), বীসর্প, মণ্ডল, কণ্ডূ (চুলকনা), পামা (খোসপাঁচড়া), বিস্ফোটক ও বাতরক্তকৃত বিবিধ রোগ নাশ করিয়া থাকে।

হরিতালাচ্ছেতবীর্য্যাকর্ষণবিধিঃ

তির্য্যক্পাতনযন্ত্রেণ তালে ভস্মীকৃতে ততঃ। লভ্যতে শ্বেতবীর্য্যং যৎ তন্মাত্রা সর্ষপোম্মিতা। তদজীর্ণং জ্বরং হন্তি কান্তিপুষ্টিবলপ্রদম্।।

তির্য্যকপাতন যন্ত্রে হরিতাল ভস্ম করিলে তাহা হইতে একপ্রকার শ্বেতবীর্য্য পাওয়া যায়, চলিত ভাষায় ইহাকে সেঁকো বলে। ইহার মাত্রা ১ সর্ষপ। ইহা ব্যবহার করিলে জ্বর ও অজীর্ণ বিনষ্ট এবং কান্তি, পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মনঃশিলা শোধনবিধিঃ

চূর্ণতোয়ৈর্মনোগুপ্তা সপ্তকৃত্বো বিভাবিতা। শুদ্ধিমায়াতি নিতরাং ততঃ কর্ম্মণি যুজ্যতে।।

মনঃশিলা চূর্ণ করিয়া জলে ৭ বার ভাবনা দিলে শুদ্ধ হইয়া কার্য্যোপযোগী হয়।

অঞ্জন শোধনবিধিঃ

নীলাঞ্জনং চূর্ণয়িত্বা জম্বীরদ্রবভাবিতম্। দিনৈকমাতপে শুষ্কং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ।।

সুর্ম্মাকে চূর্ণ করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে ভাবিত করিয়া ১ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বিশুদ্ধ হয়।

অন্যচ্চ—

ত্রিফলাবারিণা শোধ্যং তদ্দ্বয়ং শুদ্ধিমৃচ্ছতি। ভৃঙ্গরাজরসৈবাপি স্রোতঃসৌবীরকং শুচি।।

ত্রিফলার ক্বাথে অথবা ভীমরাজের রসে ভাবনা দিলে স্রোতোঽঞ্জন ও সৌবীরাঞ্জন বিশুদ্ধ হয়।

টঙ্কণশুদ্ধিঃ

গোময়েনাবৃতষ্টঙ্কঃ শুদ্ধিমায়াত্যসংশয়ম্। অথবা বহ্নিযোগেন স্ফুটিতঃ শুদ্ধতাং ব্রজেৎ। টঙ্কণোঽগ্নিকরো রুক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ।।

সোহাগা গোময়ে আবৃত করিয়া রাখিলে অথবা অগ্নিতে পোড়াইয়া খই করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। শেষোক্ত নিয়মই প্রচলিত। ইহা অগ্নিকর, রুক্ষ, কফনাশক এবং বায়ু ও পিত্তজনক।

রাজাবর্ত্ত শোধনমারণবিধিঃ

গোবিন্দো মাতুলুঙ্গাম্ল-শৃঙ্গবেররসেন চ। বিশুধ্যতে ম্রিয়তে চ পুটিতো নাত্র সংশয়ঃ।।

টাবালেবু ও আদার রসে গোবিন্দমণি অর্থাৎ রাজাবর্ত্ত ভিজাইয়া রাখিলে বিশুদ্ধ হয় এবং বিশোধিত রাজাবর্ত্ত পুটপাকে জারিত হইয়া থাকে।

সর্ব্বোপরসানাং সাধারণ শোধনবিধিঃ

সূর্য্যাবর্ত্তো বজ্রকন্দঃ কদলী দেবদালিকা। শিগ্রুঃ কোশাতকী বন্ধ্যা কাকমাচী চ বালকম্।। এষামেকরসেনৈব ত্রিক্ষারৈর্লবণৈঃ সহ। ভাবয়েদম্লবর্গেশ্চ দিনমেকং প্রযত্নতঃ।। ততঃ পচেচ্চ তদ্দ্রাবৈর্দোলযন্ত্রে দিনং সুধীঃ। এবং শুধ্যন্তি তে সর্ব্বে প্রোক্তো উপরসা হি যে।।

সমুদয় উপরস শোধনের সাধারণ বিধি লিখিত হইতেছে। হুড়হুড়ে, শকরকন্দ আলু, কদলীমূল, ঘোষালতা, সজিনা, ঝিঙ্গা, তিক্ত কাঁকরোল, কাকমাচী ও বালা ইহাদের মধ্যে একটির রস এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগার খই, পঞ্চলবণ ও অম্লবর্গ এই সমুদায় দ্বারা একদিন ভাবনা দিয়া ঐ

সকল দ্রব্যের সহিত একদিন দোলাযন্ত্রে পাক করিলে সকল উপরস বিশুদ্ধ হয়।

চুম্বক শোধন মারণবিধিঃ

অগস্ত্যপত্রতোয়েন ভাবয়েল্লোহকর্ষকম্। দোলাযন্ত্রে পচেদ্ যুক্ত্যা ত্রিফলাসলিলে ততঃ।। গোমূত্রেণ ততঃ পিষ্ট্বা বরাক্বাথেন বা ভিষক্। পুটেৎ তং সপ্তধা তেন মৃতিরস্য প্রজায়তে।। এবং শুদ্ধো মৃতো বল্যো পুষ্টিকৃদ্ বীর্য্যবর্দ্ধনঃ। জ্বরঘ্নো রক্তজননো রক্তপিত্তং ক্ষয়ং তথা।। প্রমেহান্ বিংশতি হন্তি কাসান্ শ্বাসান্ সুদারুণান্। শুক্রদোষং রজোদোষং ক্লৈব্যং হৃদয়বেপনম্।।

চুম্বককে অগ্রে বকপত্রের রসে ভাবনা দিয়া পরে ত্রিফলার ক্বাথে দোলাযন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক পাক করিবে। তদনন্তর গোমূত্র বা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত মিলিত করিয়া ৭ বার পুটপাক করিবে। ইহাতে চুম্বক মৃত হইবে। এইরূপে শোধিত ও মৃত চুম্বক বল ও পুষ্টিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, জ্বরঘ্ন, রক্তজনক এবং ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, বিংশতিপ্রকার মেহ, সুদারুণ কাস ও শ্বাস, শুক্রদোষ, রজোদোষ, ক্লৈব্য ও হৃৎকম্প নিবারক।

স্ফটিকশোধনবিধিঃ

স্ফটিকা নির্ম্মলা শ্বেতা শ্রেষ্ঠা স্যাচ্ছোধনং ক্বচিৎ। ন দৃষ্টং শাস্ত্রতো লোকা বহ্ন্যাবুৎফুল্লয়ন্তি হি।।

নির্ম্মল ও শ্বেতবর্ণ ফটকিরি শ্রেষ্ঠ, ইহার শোধনবিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু লোকে ইহাকে অগ্নিতে স্ফুটিত করিয়া ব্যবহার করে।

শঙ্খশোধনবিধিঃ

অম্লৈঃ সকাঞ্জিকৈঃ শঙ্খো দোলাস্বিন্নঃ সুশুধ্যতি।।

অম্লবর্গ ও কাঁজি দিয়া দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিয়া লইলে শঙ্খ বিশুদ্ধ হয়।

মৌক্তিকশুক্তের্জলশুক্তেশ্চ শোধনবিধিঃ

শোধনং শঙ্খবৎ তস্যা মৃতিঃ প্রোক্তা কপর্দ্দবৎ।।

মৌক্তিক-শুক্তি ও জল-শুক্তির শোধন শঙ্খের ন্যায় এবং মারণ কপর্দ্দকের ন্যায় জানিবে।

সমুদ্রফেনশুদ্ধিঃ

সমুদ্রফেনঃ সংপিষ্টো নিম্বুতোয়েন শুধ্যতি।।

সমুদ্রফেন কাগজিলেবুর রসের সহিত পেষণ করিয়া লইলে বিশোধিত হয়।

খটিকা

খটিকা দ্বিবিধা জ্ঞেয়া শ্বেতা চ মলিনা তথা। মৃদুপাষাণসদৃশী খটী শুভ্রাধিকা মতা।।

খড়ি দুইপ্রকার; একপ্রকার শ্বেত ও অপর প্রকার মলিন। শ্বেত খড়ি মৃদুপাষাণসদৃশী ও উৎকৃষ্টা।

গৈরিক শোধনবিধিঃ

গৈরিকন্তু গবাং দুগ্ধৈর্ঘর্ষিত শুদ্ধিমৃচ্ছতি। অথবা কিঞ্চিদাজ্যেন ভৃষ্টং শুদ্ধং প্রজায়তে।।

গব্যদুগ্ধে ঘর্ষণ করিলে অথবা গব্য ঘৃতে ভাজিয়া লইলে গৈরিক বিশোধিত হয়।

কাসীস শোধনবিধিঃ

সকৃদ্ভৃঙ্গাম্বুণা সিদ্ধং কাসীসং নির্ম্মলং ভবেৎ।।

ভৃঙ্গরাজরসে একবার সিদ্ধ করিলে হিরাকস বিশোধিত হয়।

খর্পর শোধনবিধিঃ

দোলাযন্ত্রেঽপি গোমূত্রে সপ্তাহং খর্পরং পচেৎ। তস্য শুদ্ধির্ভবেদেবং শুদ্ধং যোগেষু যোজয়েৎ।।

দোলাযন্ত্রে গোমূত্র-সহ ৭ দিন পাক করিলে খর্পর বিশুদ্ধ হয়। এইরূপ বিশোধিত খর্পরই মারণযোগ্য। (খর্পর তুঁতের প্রকারভেদ)।

খর্পরমারণবিধিঃ

খর্পরং লৌহপাত্রস্থং চুল্ল্যাং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ।। গলিতে সৈন্ধবং চূর্ণং দত্ত্বা বিমর্দ্দয়েৎ। ভূয়ঃ পলাশদণ্ডেন যাবদ্ভস্মীভবেৎ তু তৎ।।

লৌহপাত্রে করিয়া চুল্লীর উপরে অগ্নিজ্বালে খর্পর পাক করিবে। গলিয়া গেলে ক্রমে-ক্রমে তাহাতে সৈন্ধবচূর্ণ প্রদান করিবে এবং ভস্মীভূত না-হওয়া পর্য্যন্ত পলাশদণ্ড দ্বারা উহা আলোড়িত করিবে। ইহাতে খর্পর ভস্ম হইবে। (বৃদ্ধ বৈদ্যগণ ইহাতে ভুঁইকদম্বের রস দিতে বলেন)।

খর্পরস্যানুপানম্

পুরাণগোঘৃতে নেত্র্যং তাম্বূলেন প্রমেহজিৎ। অগ্নিমন্থেনাগ্নিকরং ত্রিসুগন্ধৈস্ত্রিদোষজিৎ।।

খর্পর পুরাতন গব্য ঘৃতের সহিত সেবিত হইলে চক্ষুর হিতকর, তাম্বূলের সহিত প্রমেহনাশক, গণিয়ারির সহিত অগ্নিকর ও ত্রিসুগন্ধির (এলাইচ তেজপত্র ও দারুচিনি) সহিত সেবিত হইলে ত্রিদোষনাশক হয়।

কপর্দ্দক শোধনবিধিঃ

বরাটী কাঞ্জিকে স্বিন্না যামাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।।

কাঁজিতে ১ প্রহর সিদ্ধ করিলে কপর্দ্দক (কড়ি) বিশোধিত হয়।

কপর্দ্দক মারণবিধিঃ

অঙ্গারাগ্নৌ স্থিতা ধ্মাতা সম্যক্ প্রোৎফুল্লিতা যদা। স্বাঙ্গশীতা মৃতা সাতু পিষ্ট্বা সম্যক্ প্রযোজয়েৎ।।

অঙ্গারাগ্নিতে কপর্দ্দক দগ্ধ করিলে যখন তাহা পুড়িয়া খইয়ের মত হইবে, তখন জানিবে উহা জারিত হইয়াছে। ঐ জারিত কপর্দ্দক শীতল হইলে সম্যক্প্রকারে পেষণ করিয়া ঔষধার্থ প্রয়োগ করিবে।

কঙ্কুষ্ঠ শোধনবিধিঃ

কঙ্কুষ্ঠং কাঞ্জিকে স্বিন্নং যামাচ্ছুদ্ধিমবাপ্নয়াৎ।।

কাঁজিতে ১ প্রহর সিদ্ধ করিলে কঙ্কুষ্ঠ বিশোধিত হয়।

সৌরাষ্ট্রী শোধনবিধিঃ

ঘর্ষিতা গব্যদুগ্ধেন সৌরাষ্ট্রী শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।।

গব্যদুগ্ধে পেষণ করিয়া লইলে সৌরাষ্ট্রী মৃত্তিকা শোধিত হয়।

সর্ব্বরত্নানাং শোধনবিধিঃ

শুদ্ধত্যম্লেন মাণিক্যং জয়ন্ত্যা মৌক্তিকং তথা। বিদ্রুমং ক্ষীরবর্গেণ তার্ক্ষ্যং গোদুগ্ধতঃ শুচি।। পুষ্পরাগং

সৈন্ধবে চ কুলত্থক্কাথসংযুতে। তণ্ডুলীয়জলে বজ্রং নীলং নীলীরসেন চ।। রোচনাম্ভিশ্চ গোমেদং বৈদূর্য্যং ত্রিফলাজলৈঃ। এতান্যেতেষু সংস্বিন্নান্যাশু শুধ্যন্তি দোলয়া।।

অম্লরসে মাণিক্য (পদ্মরাগ), জয়ন্তীর রসে মৌক্তিক, ক্ষীরবর্গে প্রবাল, গোদুগ্ধে গারুত্মত, সৈন্ধবযুক্ত কুলত্থক্কাথে পুষ্পরাগ, নটেশাকের রসে হীরক, নীলের রসে নীলকান্তমণি, গোরোচনার জলে গোমেদ, ত্রিফলার ক্কাথে বৈদূর্য্যমণি, দোলাযন্ত্রে স্বিন্ন করিয়া লইলে এই সকল রত্ন আশু বিশোধিত হয়।

রত্নমারণবিধিঃ

কুলত্থদ্রবসংপিষ্টৈঃ শিলাতালকগন্ধকৈঃ। বজ্রং বিন্যান্যরত্নানি ম্রিয়ন্তেহষ্টপুটৈঃ খলু।।

মনঃশিলা, হরিতাল ও গন্ধক ইহাদিগকে কুলত্থক্কাথে পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা হীরক ভিন্ন অন্যান্য রত্নকে ৮ বার পুটপাক দিলে নিশ্চয়ই জারিত হয়।

হীরকস্য বিশেষশোধনবিধিঃ

কুলত্থকোদ্রবক্কাথে দোলাযন্ত্রে বিপাচয়েৎ। ব্যাঘ্রীকন্দগতং বজ্রং ত্রিদিনং তদ্‌বিশুধ্যতি।।

হীরককে কণ্টকারীমূলের অন্তর্নিহিত করিয়া কুলত্থ কলাই ও কোদোধান্যের ক্কাথে দোলাযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিলে উহা বিশোধিত হয়।

হীরকমারণবিধিঃ

হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তে ক্কাথে কৌলত্থজে ক্ষিপেৎ। তপ্তুতপ্তং পুনর্বজ্রং ভবেদ্ ভস্ম ত্রিসপ্তধা।।

হিঙ্গু ও সৈন্ধব-সংযুক্ত কুলত্থকলায়ের ক্কাথ একটি পাত্রে রাখিবে। হীরক অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত থাকিতে-থাকিতে উক্ত ক্কাথে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ ২১ বার করিলেই হীরক জারিত হইবে।

শেষরত্নানাং সাধারণ শোধনমারণবিধিঃ

স্বেদয়েদ্দোলিকাযন্ত্রে জয়ন্ত্যাঃ স্বরসেন চ। মণিমুক্তাপ্রবালানি যামৈকং শোধনং ভবেৎ।। কুমার্য্যা তণ্ডুলীয়েন স্তন্যেন চ নিষেচয়েৎ। প্রত্যেকং সপ্তবেলঞ্চ তপ্ততপ্তানি কৃৎস্নশঃ।। মৌক্তিকানি প্রবালানি তথা রত্নান্যশেষতঃ। ক্ষণাদ্ বিবিধবর্ণানি ম্রিয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ।।

হীরক ভিন্ন অন্যান্য রত্নে শোধন ও মারণের সাধারণ নিয়ম এই : দোলাযন্ত্রে জয়ন্তীপত্রের রসে ১ প্রহর পাক করিয়া লইলে মণিমুক্তা-প্রবলাদি রত্নসকল বিশোধিত হয়। এইরূপে শোধনানন্তর তাহাদিগকে অগ্নিতে পোড়াইয়া তপ্ত-তপ্ত ঘৃতকুমারীর রসে, নটেশাকের রসে ও স্তনদুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার করিয়া নিষিক্ত করিলে জারিত হয়।

উপরত্নানি

বৈক্রান্তং পেরোজাখ্যঞ্চ কাচঃ স্ফটিকমেব চ। নীলপীতাদিমণয়োহপ্যান্যে বিষহরা হি যে।। বহ্ন্যাদিস্তম্ভকা যে চ তে সর্ব্বেহপি পরীক্ষকৈঃ। উপরত্নেষু গণিতা মণয়ো লোকবিশ্রুতাঃ।।

বৈক্রান্ত, পেরোজ, কাচ, স্ফটিক ও নীল-পীতাদি বর্ণের কোন-কোন মণি এবং যাহারা বিষহর, যাহারা অগ্ন্যাদির স্তম্ভকারক, সেই সকল লোকবিখ্যাত মণিকে রত্নপরীক্ষকেরা উপরত্ন-মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন।

উপরত্নানাং সাধারণ শোধন মারণবিধিঃ

রত্নবচ্চোপরত্নানি শোধয়েন্মারয়েৎ তথা।।

উপরত্নের সাধারণ শোধন ও মারণ রত্নের ন্যায় জানিবে।

বৈক্রান্তস্য বিশেষশোধনং মারণঞ্চ

বৈক্রান্তং বজ্রবচ্ছোধ্যং মারণঞ্চৈব তস্য তৎ। হয়মূত্রেণ তৎ সেচ্যং তপ্তং তপ্তং ত্রিসপ্তধা।। ততশ্চোত্তর-বারুণ্যাঃ পঞ্চাঙ্গপিণ্ডকে ক্ষিপেৎ। রুদ্ধা মূষাপুটে পাচ্যমুদ্ধৃত্য পিণ্ডকৈঃ পুনঃ।। লিপ্ত্বা রুদ্ধা পুটে পাচ্যং সপ্তধা ভস্মতাং ব্রজেৎ। ভস্মীভূতঞ্চ বৈক্রান্তং বজ্রস্থানে নিযোজয়েৎ।। (বৈক্রান্তশোধনমারণাদিকমাহ-বৈক্রান্তমিতি। বৈক্রান্তং দগ্ধহীরকং, তদ্‌বজ্রবচ্ছোধনীয়ং মারণীয়ঞ্চ। মতান্তরে তু একবিংশতিবারং ধ্মাতং তদ্ হয়মূত্রেণ সেচয়েৎ, ততঃ উত্তরবারুণ্যা মূলপত্রফলপুষ্পবল্কলরূপং পঞ্চাঙ্গং নিষ্পিষ্য গোলকং কৃত্বা তন্মধ্যে তৎ সংশুদ্ধং বৈক্রান্তং নিধায় মূষাপুটে পচেৎ। এবং বারং বারং কুর্য্যাৎ, যাবদ্ ভস্মতাং যাতি)।

বৈক্রান্তের (দগ্ধ হীরকের) শোধন ও মারণ হীরকের ন্যায় জানিবে। মতান্তরে বৈক্রান্তকে ২১ বার পোড়াইবে এবং প্রত্যেকবার অশ্বমূত্রে নিষিক্ত করিবে। অনন্তর রাখালশশার মূল পত্র পুষ্প ফল ও বল্কল এই পঞ্চাঙ্গকে পেষণ করিয়া পিণ্ডাকার করিবে এবং পিণ্ডমধ্যে ঐ শোধিত বৈক্রান্ত নিহিত করিয়া মূষাপুটে ৭ বার পাক করিবে। অথবা যে-পর্য্যন্ত না ভস্মীভূত হয়, সে পর্য্যন্ত বার-বার এই প্রণালীতে পাক করিবে। বৈক্রান্তভস্ম হীরকের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

বিষশোধনবিধিঃ

কৃত্বা চণকসংস্থানং গোমূত্রৈর্ভাবয়েৎ ত্র্যহম্। অথবা ত্রৈফলে ক্বাথে বিষং শুধ্যতি পাচিতম্।। দোলায়াং ত্রিফলাক্বাথে চ্ছাগীক্ষীরে চ পাচিতম্। গোমূত্রপূর্ণপাত্রে চ দোলাযন্ত্রে বিষং পচেৎ।। দশতোলকমানেন চাদৌ বৈদ্যো দিবানিশম্। বিষভাগাংশ্চণকবৎ স্থূলান্ কৃত্বা তু ভাজনে।। তত্র গোমূত্রকং দত্ত্বা প্রত্যহং নিত্যনূতনম্। শোষয়েৎ ত্রিদিনাদূর্দ্ধং ধৃত্বা তীব্রাতপে ততঃ। প্রয়োগেষু প্রযুঞ্জীত ভাগমানেন তদ্বিধম্।।

বিষকে চণকের ন্যায় খণ্ড-খণ্ড করিয়া গোমূত্রে বা ত্রিফলার ক্বাথে ৩ দিন ভাবনা দিলে বিশোধিত হয়। কিংবা ১০ তোলক পরিমিত বিষ ত্রিফলার ক্বাথে বা ছাগীদুগ্ধে বা গোমূত্রে দোলাযন্ত্রে ১ দিন পাক করিলেও বিশোধিত হয়। বা বিষকে চণকের ন্যায় খণ্ড-খণ্ড করিয়া মৃৎপাত্রে ৩ দিন গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, কিন্তু প্রতিদিন নূতন-নূতন গোমূত্র দিতে হইবে। ৩ দিনের পর উহা উদ্ধৃত করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে শুষ্ক করিয়া লইবে, এইরূপে শোধিত বিষ উপযুক্ত পরিমাণে প্রযোজ্য।

তেষাং মারণবিধিঃ

সমটঙ্কণসংপিষ্টং মৃতমিত্যুচ্যতে বিষম্।।

সমপরিমিত সোহাগার সহিত পিষ্ট উক্ত বিষকে জারিত বিষ বলে।

প্রসঙ্গাৎ কৃষ্ণসর্পবিষ শোধনম্

বিষেষু জঙ্গমাখ্যেষু গ্রাহ্যং নাগোদ্ভবং বিষম্। ইতি চৈব মহাশ্রেষ্ঠং ত্রিদোষক্ষপণং ক্রমাৎ।। দীপনং কুরুতে সদ্যো বাড়বাগ্নিসমোপমম্। সন্নিপাতপ্রতীকার-প্রভাবপ্রভুরুচ্যতে।। নাগোদ্ভবং যথাপ্রাপ্তং বিষং গোমূত্রসংযুতম্। আতপে ত্রিদিনং শুষ্কং নিহিতং বীর্য্যধৃগ্ ভবেৎ।।

জঙ্গম বিষের মধ্যে কৃষ্ণসর্পোদ্ভব বিষই গ্রাহ্য। এই বিষ ত্রিদোষনাশক, অগ্নির দীপ্তিকর ও সন্নিপাতবিনাশক। কৃষ্ণসর্পবিষ গোমূত্রে সংযুক্ত করত ৩ দিন রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশুদ্ধ ও বীর্য্যকর হয়।

মতান্তরম্—

যূনো বলবতো গ্রাহ্যং কৃষ্ণসর্পাদ্ বিষং নবম্। ততঃ সার্ষপতৈলেন সংপ্লুতং পরিশোষয়েৎ।। পর্ণতোয়ৈর্মুনিতরোস্তুলসীপত্রজৈ রসৈঃ। ক্বাথেনাপি চ কুষ্ঠস্য ভাবয়েৎ তৎ ত্রিধা ত্রিধা।। তদেব সর্ব্বথা যোজ্যং নাবিশুদ্ধং কদাচন। বিষমপ্যমৃতঞ্চৈবং মৃতসঞ্জীবনং পরম্।।

যুবা ও বলবান কৃষ্ণসর্ষপের নূতন বিষ গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ যাহার বিষ একবার গৃহীত (ভাঙ্গা) হইয়াছে, পুনর্ব্বার তাহার বিষ লইবে না। সর্পবিষকে প্রথমত সার্ষপতৈলে আপ্লুত করত শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে পানের রসে, বকবৃক্ষের ছালের বা পত্রের রসে, তুলসীপত্রের রসে ও কুড়ের ক্বাথে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিলে উহা বিশুদ্ধ হইবে। এইরূপে বিশোধিত বিষই সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অবিশুদ্ধ বিষ কদাচ ব্যবহার্য্য নহে। বিষত্ব থাকিলেও শোধিত বিষ অমৃতস্বরূপ এবং সন্নিপাতাদি জ্বরে মৃতকল্প ব্যক্তিও ইহা দ্বারা জীবিত হইয়া থাকে।

উপবিষাণাং শোধনবিধিঃ

পঞ্চগব্যেষু শুদ্ধানি দেয়ান্যুপবিষাণি চ।।

উপবিষসকল পঞ্চগব্য দ্বারা শোধন করিয়া প্রয়োগ করিবে।

জৈপালাদীনাং কতিপয়ানাং বিশেষশোধনম্

জৈপালং নিস্তুষং কৃত্বা দুগ্ধে দোলাযুতে পচেৎ। অন্তর্জিহ্বাং পরিত্যজ্য যুঞ্জ্যাচ্চ রসকর্ম্মণি।।

তুষরহিত জয়পাল দ্বিধাবিভক্ত করিয়া তদন্তর্গত জিহ্বাসদৃশ পাতলা পত্র বাহির করিয়া ফেলিবে এবং দোলাযন্ত্রে গোদুগ্ধ-সহ পাক করিয়া লইবে। ইহাতে জয়পাল বিশোধিত হয়।

লাঙ্গলী শুদ্ধিঃ

লাঙ্গলী শুদ্ধিমায়াতি দিনং গোমূত্রভাবিতা।।

একদিন গোমূত্রে ভাবনা দিলে লাঙ্গলী বিশোধিত হয়।

ধুস্তুরী শোধনবিধিঃ

ধুস্তূরবীজং গোমূত্রে চতুর্যামোষিতং পুনঃ। খণ্ডিতং নিস্তুষং কৃত্বা যোগেষু বিনিযোজয়েৎ।।

ধুতুরার বীজকে নিস্তুষ ও খণ্ডিত করিয়া ৪ প্রহর গোমূত্রে ভিজাইয়া রাখিলে বিশোধিত হয়।

অহিফেন শোধনবিধিঃ

অহিফেনং শৃঙ্গবের রসৈর্ভাব্যং ত্রিসপ্তধা। শুদ্ধং যুক্তেষু যোগেষু যোজয়েৎ তদ্বিধানতঃ।।

আদার রসে ২১ বার ভাবনা দিলে অহিফেন শোধিত হয়, এইরূপে শোধিত অহিফেন যথাবিধি প্রয়োগ করিবে।

মাতুলানী শোধনবিধিঃ

বব্বলত্বক্কষায়েণ ভঙ্গাং সংস্বেদ্য শোধয়েৎ। গোদুগ্ধৈর্ভাবনাং দত্ত্বা শুষ্কাং সর্ব্বত্র যোজয়েৎ।।

বাবলার ছালের ক্বাথে মাতুলানী (সিদ্ধিকে) স্বিন্ন ও শুষ্ক করিবে। তদনন্তর গোদুগ্ধে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই উহা বিশোধিত হয়। বিশোধিত বিজয়া ঔষধার্থ প্রযোজ্য।

বিষমুষ্টি শোধনবিধিঃ

কিঞ্চিদাজ্যেন সংভৃষ্টো বিষমুষ্টির্বিশুধ্যতি।।

কিঞ্চিৎ ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইলে কুচিলা বিশোধিত হয়।

দারুমুষাদীনাং শোধনবিধিঃ

দারুমুষারক্তশঙ্খ্যাদীনাং শোধনং হরিতালস্যেব জ্ঞেয়ম্।।

দারমুজ ও লাল দারমুজ প্রভৃতির শোধন হরিতালের ন্যায় জানিবে।

গোদন্ত শোধনবিধিঃ

গোদন্তং ডমরৌ যন্ত্রে গোময়োপরি সংস্থিতে। নাগবল্লীদলে ক্ষিপ্ত্বা পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্।। অনেন বিধিনা চূর্ণং গৃহীত্বা পরিশোধিতম্। মন্দেহগ্নাবতিসারে চ জ্বরে জীর্ণে বলক্ষয়ে।। কুষ্ঠেষু কফরোগেষু পীনসেহপি চ বৃদ্ধিষু। যথাবিধ্যনুপানেন মাত্রয়া চ প্রযোজয়েৎ।।

ডমরুযন্ত্রে কিছু গোময় ও ঐ গোময়োপরি একটি পান রাখিয়া তদুপরি গোদন্ত স্থাপনপূর্ব্বক ৪ প্রহর পাক করিবে। এই প্রকারে বিশোধিত গোদন্তচূর্ণ উপযুক্ত অনুপানের সহিত সেবিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, জীর্ণজ্বর, দৌর্ব্বল্য, কুষ্ঠ, কফরোগ, পীনস ও বৃদ্ধিরোগ নিবারিত হয়।

ভল্লাতকস্য শোধনবিধিঃ

ভল্লাতকানি পক্বানি সমানীয় ক্ষিপেজ্জলে। মজ্জন্তি যানি তত্রৈব শুদ্ধ্যর্থং তানি যোজয়েৎ। ইষ্টকাচূর্ণ-নিকরৈর্ঘর্ষণান্নির্বিষং ভবেৎ।।

পক্ক ভল্লাতকের ফলসকল জলে নিক্ষেপ করিলে যেগুলি ডুবিয়া যাইবে, সেইগুলিই শোধনযোগ্য। ইষ্টকচূর্ণ দ্বারা তাহাদিগকে ঘর্ষণ করিলে তাহারা নির্ব্বিষ হইয়া বিশুদ্ধ হইবে।

অন্যেষাং বীজানাং সাধারণ শোধনবিধিঃ

বীজমাদৌ সমাদায় রৌদ্রযন্ত্রে বিশোষয়েৎ। ঈষৎসৈন্ধবযুক্তেন দ্রবেণ যত্নতঃ সুধীঃ। অপামার্গস্য বা তোয়ৈর্বার্দ্ধক্যবীজশোধনম্।।

মতান্তরম্—

বৃদ্ধদারকবীজন্তু পক্বং দোলাকৃতং পচেৎ। দুগ্ধপূর্ণেষু পাত্রেষু ততঃ শুধ্যতি নিশ্চিতম্।। অপামার্গকষায়েণ নিম্বুবীজং বিশোধয়েৎ। শিগ্রুকার্পাসবীজানি চাপামার্গস্য বীজকম্।। ঘর্ম্মেণ শোধনং তেষাং ন দদ্যাৎ সৈন্ধবং ততঃ। তিক্তা কোষাতকী দন্তী পটোলী চেন্দ্রবারুণী।। কটুতুম্বী দেবদালী কাকতুণ্ডী চ শুধ্যতি। ধাত্রীফলরসেনৈব মহাকাসস্য শোধনম্।। করঞ্জযুগ্মযোর্বীজং ভৃঙ্গরাজেন শোধয়েৎ। গুঞ্জাদিসর্ব্ববীজানাং নরমূত্রৈঃ পটুং বিনা।।

বিদ্ধড়কের বীজ ঈষৎ সৈন্ধবযুক্ত জলে অথবা অপামার্গের ক্বাথে সিক্ত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশোধিত হয়। অথবা দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া বিদ্ধড়কবীজ শোধিত করিবে। লেবুর বীজ, সজিনাবীজ, কার্পাসবীজ ও অপামার্গবীজ অপামার্গের ক্বাথে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইলে বিশুদ্ধ হয়। কিন্তু ইহাতে লবণ দিতে হইবে না। কটকী, শ্বেত ঘোষাবীজ, দন্তীবীজ, ঝিঙ্গাবীজ, রাখালশসার বীজ, তিৎলাউবীজ, ঘোষাবীজ, কাকঠুঁটীবীজ ও মাকালফল, ইহারা আমলকীর রসে এবং ডহরকরঞ্জবীজ ও নাটাকরঞ্জবীজ ভীমরাজের রসে শোধিত হইয়া থাকে। আর গুঞ্জাদি সর্ব্বপ্রকার বীজকে কেবল নরমূত্র দ্বারা শোধন করিতে হয়, লবণ দিতে হয় না।

গুগ্‌গুলু শোধনবিধিঃ

ক্বাথে হি দশমূলস্য চোঞ্চে প্রক্ষিপ্য গুগ্‌গুলুম্। আলোড্য বস্ত্রপূতং তং চণ্ডাতপবিশোধিতম্। ঘৃতাক্তং

পিণ্ডিতং কুর্য্যাচ্ছুদ্ধিমায়াতি গুগ্গুলুঃ।।

অন্যচ্চ—

অমৃতায়াঃ কষায়েণ শোধয়িত্বাথ গুগ্গুলুম্। গৃহ্ণীয়াদাতপে শুষ্কং তথাবকরবর্জ্জিতম্।।

অন্যচ্চ—

দুগ্ধে বা ত্রিফলাক্বাথে দোলাযন্ত্রবিপাচিতঃ। বাসসা গালিতো গ্রাহ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু গুগ্গুলুঃ।।

গুগগুলুর কেশ ও মলাদি বিক্ষেপপূর্ব্বক উহাকে উষ্ণ দশমূলের ক্বাথে নিক্ষিপ্ত ও আলোড়িত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে শুকাইয়া ঘৃতাক্ত করিয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। ইহাতে গুগগুলু বিশোধিত হয়। অথবা গুলঞ্চক্বাথে নিষিক্ত করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া লইলেও উহা শুদ্ধ হয়। কিংবা গুগগুলুকে গোদুগ্ধে বা ত্রিফলাক্বাথে দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেও শোধিত হইয়া থাকে।

নখীশোধনবিধিঃ

চণ্ডীগোময়তোয়েন যদি বা তিন্তিড়ীজলেঃ। নখং সংক্বাথয়েদেভিরলাভে মৃন্ময়েন তু।। পুনরুদ্ধৃত্য প্রক্ষাল্য ভর্জ্জয়িত্বা নিষেচয়েৎ। গুড়পথ্যাম্বুনা হ্যেষং শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।। (চণ্ডী মহিষী উক্তং হি—মহিষী সোচ্যতে চণ্ডী সৌরভী চ নিগদ্যতে ইতি। অস্যা গোময়ং মলমিত্যর্থঃ। কিন্তু গোময়েনাপ্যুৎস্বেদ উক্তঃ, যথাহ—গোবিট্কাঞ্জিক চিঞ্চিকাম্বুসুস্বিন্নেতি। তিন্তিড়ীজলৈরিতি তিন্তিড়ীফলসলিলৈরিত্যর্থঃ। অলাভে মৃন্ময়েনেতি কৃষ্ণমৃত্তিকামিশ্রিতজললেনেত্যর্থঃ)।

মহিষের পুরীষ-নিঃসৃত রসে বা কাঁচা তেঁতুলের রসে অথবা কৃষ্ণমৃত্তিকাজলে কিংবা গোময়রসে নখী সিদ্ধ করণান্তর ভাজিয়া গুড় ও হরীতকীর জলে ভিজাইয়া লইলেই বিশুদ্ধ হয়।

হিঙ্গুশোধনবিধিঃ

অঙ্গারস্থে লৌহপাত্রে সঘৃতে রামঠং ক্ষিপেৎ। চালয়েৎ কিঞ্চিদারক্তবর্ণং যোগেষু যোজয়েৎ।।

প্রদীপ্ত অঙ্গারের উপর লৌহপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত দিয়া হিঙ্গু ভাজিয়া লইবে। নাড়িতে-নাড়িতে যখন ঈষৎ রক্তবর্ণ হইবে, তখনই নামাইতে হইবে। এইরূপে শোধিত হিঙ্গু ঔষধার্থ প্রযোজ্য।

নরসারশোধনবিধিঃ

নরসারো ভবেচ্ছুদ্ধশ্চূর্ণতোয়ে বিপাচিতঃ। দোলাযন্ত্রেণ যত্নেন ভিষগ্ভির্যোগসিদ্ধয়ে।।

চূণের জলে দোলাযন্ত্রে নিশাদলকে পাক করিয়া লইলে উহা বিশোধিত হয়।

অন্যচ্চ—

নরসারং বিনিক্ষিপ্য তোয়েহত্যুষ্ণে বিমর্দ্দ্য চ। পৃথুনা বাসসা চাথ স্রাবয়েদখিলং জলম্।। শীতীভূতে জলে তস্মিন্ গৃহ্ণীয়াৎ তমধোগতম্। এবং বিশোধিতং সর্ব্বকার্য্যেষু পরিযোজয়েৎ।।

নিশাদল অত্যুষ্ণ জলে মর্দ্দন করিয়া মোটা কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া ঐ জল কোন পাত্রে রাখিবে। জল শীতল হইলে দেখিবে, উহার তলায় নিশাদল দানারূপে সংযত হইয়া সঞ্চিত হইয়াছে। এইরূপে বিশোধিত নিশাদলই সর্ব্বকার্য্যে প্রযোজ্য।

রসাঞ্জনশোধনবিধিঃ

তোয়েহত্যুষ্ণে পরিক্ষিপ্য দ্রবীকুর্য্যাদ্ রসাঞ্জনম্। বাসসা স্রাবয়িত্বাথ শোষয়েদ্ ভানুরশ্মিনা।। এবং

বিশোধিতং সর্ব্বকার্য্যেষু পরিযোজয়েৎ। বিশুদ্ধং নাশয়েদ্ ব্যাধীন্ নাবিশুদ্ধং কদাচন।।

অত্যুষ্ণ জলে রসাঞ্জন দ্রব করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ইহাতে রসাঞ্জন বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ রসাঞ্জনই ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য।

যবক্ষারঃ

যবশূকভবে ক্ষারে ক্ষিপ্তবা প্রস্থোন্মিতে জলম্। দ্রোণমানমথান্তস্তৎ সক্ষারং পৃথুবাসসা।। ত্রিঃসপ্তকৃত্বো বিস্রাব্য পচেৎ তীব্রেণ বহ্নিনা। নিঃশেষে সলিলে তস্মিন্ যবক্ষারোহ্বশিষ্যতে।।

যবের শূক (শূয়া) দগ্ধ করিয়া তাহার ২ সের পরিমিত ভস্ম লইয়া ৬৪ সের জলে গুলিবে এবং একখানি মোটা কাপড় দ্বারা ঐ জল ২১ বার ছাঁকিয়া লইয়া কোন পাত্রে তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে পাকপাত্রে যবক্ষার অবশিষ্ট থাকিবে।

মতান্তরম্

গঙ্গাতীরমৃদং বিলোড্য সলিলে সংস্রাব্য বস্ত্রেণ চ। তোয়েহ্স্মিংস্তৃণরাশিভস্মনিখিলং নিক্ষিপ্য তৎ তাপয়েৎ।। ভূয়োহ্স্মিন্ পরিগালিতে চ বিধিনা গাঢ়ীকৃতে বহ্নিনা। যাবক্ষারকণাঃ পরস্পরযুতা জায়ন্তে ইত্যদ্ভুতম্।। অন্যস্যা অপি মৃত্তিকাঃ সলবণা ভূমের্বিগৃহ্যাম্বুনা সংলোড্যাম্ভিদভস্মভিঃ পরিপচেদ্ বিস্রাব্য যত্নাৎ ততঃ। এতেনাপি চ লভ্যতে সুবিমলঃ প্রাগ্বদ্ যবক্ষারকস্তং সংশোধ্য বিধানতো বিমলধীর্যোগেষু দদ্যাদ্ ভিষক্।।

গঙ্গাতীরের কিংবা অন্য স্থানের লবণাক্ত মৃত্তিকা জলে গুলিয়া তাহার সহিত তৃণ অথবা অন্য কোন উদ্ভিদভস্ম মিশাইয়া একত্র পাক করিবে। কিয়ৎক্ষণ পাকের পর তাহা ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার তীব্র অগ্নিতে পাক করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা জল নিঃশেষ হইলে যবক্ষারের কণাসকল নিম্নে সঞ্চিত হইবে। কেহ-কেহ ইহাকে সোরা বলিয়া থাকেন।

অস্য শোধনবিধিঃ

অত্যুষ্ণসলিলে ক্ষারং দ্রবীকুর্য্যাদ্ বিমর্দ্দ্য তম্। শীতীভূতে জলে তস্মিন্ গৃহ্ণীয়াৎ তমধোগতম্।। এবং সংশোধিতঃ ক্ষারঃ শীতলো জ্বরবেগহৃৎ। ঔপসর্গিকমেহে চ শ্বাসকৃচ্ছ্রে সুদারুণে।। মসূরিকায়াং রোমান্তি-জ্বরে শোথে স্রুতেহ্সৃজি। আমবাতে চ পিত্তাস্রে কৃচ্ছ্রাদিষ্বপি শস্যতে।।

অত্যুষ্ণ জল-সহ উক্ত যবক্ষার মর্দ্দন করিয়া তাহাকে দ্রবীভূত করিবে। শীতল হইলে তাহার নিম্নসঞ্চিত যবক্ষার গ্রহণ করিবে। যবক্ষার শীতবীর্য্য ও জ্বরবেগনাশক। ইহা ঔপসর্গিক মেহ, শ্বাসকৃচ্ছ্র, মসূরিকা, রোমান্তীজ্বর (হামজ্বর), শোথ, রক্তস্রাব, আমবাত, রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ নিবারণ করিয়া থাকে।

পুটপাকবিধিঃ

মহাপুটম্

গম্ভীরে বিস্তৃতে কুণ্ডে দ্বিহস্তে চতুরস্রকে। বনোপলসহস্রেণ পূরিতে পুটমৌষধম্।। কোষ্ঠে রুদ্ধং প্রযত্নেন গোবিষ্ঠোপরি ধারয়েৎ। বনোপলসহস্রার্দ্ধং কোষ্ঠিকোপরি নিক্ষিপেৎ।। বহ্নিং বিনিক্ষিপেৎ তত্র মহা-পুটমিতি স্মৃতম্।।

সম্প্রতি ধাত্বাদির মারণোপযোগী পুটবিধি কথিত হইতেছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই ২ হস্ত পরিমিত একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত কাটিয়া তন্মধ্যে ১০০০টি বিলঘুঁটে রাখিয়া সেই ঘুঁটের উপর

পুটনৌষধগর্ভ মূষা স্থাপন করিয়া তদুপরি আর ৫০০টি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া অগ্নিপ্রদান করিবে। গর্ত্তস্থ সমুদয় ঘুঁটে যখন পুড়িয়া ভস্মীভূত হইবে, তখন উহা হইতে মূষা বাহির করিয়া লইবে। এইরূপ পুটকেই মহাপুট কহে।

গজপুটম্

সপাদহস্তমানেন কুণ্ডে নিম্নে তথায়তে। বনোপলসহস্রেণ পূর্ণে মধ্যে বিধারয়েৎ।। পুটনদ্রব্যসংযুক্তাং কোষ্ঠিকাং মুদ্রিতাং মুখে। অধোহৰ্দ্ধানি করণ্ডানি অৰ্দ্ধান্যুপরি নিক্ষিপেৎ।। এতদ্ গজপুটং প্রোক্তং খ্যাতং সর্ব্বপুটোত্তমম্। সাধারণনরাঙ্গুল্যা ত্রিংশদঙ্গুলকো গজঃ।।

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা সকল দিকেই ৩০ অঙ্গুলি পরিমিত (২৪ অঙ্গুলে ১ হাত হয়। সপাদহস্ত অর্থাৎ ৩০ অঙ্গুলি পরিমিত) একটি চতুষ্কোণ গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে ৫০০টি বিলঘুঁটে রাখিয়া সেই ঘুঁটের উপর পূর্ব্ববৎ পুটনৌষধবিশিষ্ট মূষা স্থাপন করিয়া তদুপরি আরও ৫০০টি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া অগ্নিপ্রদান করিবে। যখন সমুদায় ঘুঁটে পুড়িয়া ছাই হইবে, তখন তাহা হইতে ঔষধ বাহির করিয়া লইবে। এইরূপ পুটের নাম গজপুট। এ স্থলে গজের পরিমাণ প্রমাণ ব্যক্তির ৩০ অঙ্গুলের পরিমাণের সমান।

অন্যচ্চ—

গজপ্রমাণগম্ভীরং শুষিরং ক্রমশস্ততম্। বিতস্তিদ্বিতয়মুখং ত্রিবিতস্তিতলং তথা।। এবং বিধায় যত্নেন বিশিরস্ককরীরবৎ। তস্য পাদত্রয়ং সম্যক্ পূরয়িত্বা বনোপলৈঃ।। ভৈষজ্য-কোষ্ঠিকাং তত্র স্থাপয়িত্বা ততঃ পুনঃ। বনোপলৈঃ সংবৃণুয়াদেতদ্ গজপুটং স্মৃতম্।। (অত্র পাদোনহস্তদ্বয়প্রমাণো গজঃ)।।

আর একপ্রকার গজপুট লিখিত হইতেছে। ১ গজ পরিমিত গভীর এমন একটি গর্ত্ত করিবে, যেন তাহার মুখভাগের ব্যাস ২ বিতস্তি এবং ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া তলভাগের ব্যাস ৩ বিতস্তি হয়। অর্থাৎ একটি বাঁশের কোঁড়ের মস্তকটি কাটিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, এই গর্ত্তের আকৃতিও সেইরূপ হইবে। গর্ত্তের ৩ ভাগ বিলঘুঁটে দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঔষধগর্ভ মূষা স্থাপন করিবে। পরে তাহার উপরিভাগে পুনর্ব্বার কতকগুলি বিলঘুঁটে চাপা দিয়া গর্ত্তের অবশিষ্ট সিকিভাগ পূর্ণ করিবে। এ স্থলে পৌনে দুই হস্তে ১ গজ ধৃত হইয়া থাকে। এইরূপ গজপুটই এতদ্দেশে প্রচলিত।

বরাহপুটম্

অরত্নিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বরাহমুচ্যতে।।

যে-গর্ত্তের সকল দিকেরই পরিমাণ ১ অরত্নি মাত্র (মুটম হাত), সেই গর্ত্তে যে-পুট দেওয়া যায়, তাহাকে বরাহপুট কহে।

কৌক্কুটপুটম্

ষোড়শাঙ্গুলকে খাতে কস্যচিৎ কৌক্কুটং পুটম্।।

যে-গর্ত্তের সকলদিকের পরিমাণই ১৬ অঙ্গুলি, তাহাতে যে-পুট দেওয়া যায়, তাহাকে কৌক্কুটপুট বলা যায়।

কপোতপুটম্

যৎ পুটং দীয়তে খাতে হ্যষ্টসংখ্যৈর্বনোপলৈঃ। কপোতপুটমেতৎ তু কথিতং পুটপণ্ডিতৈঃ।। (এতদেব লঘুপুটনাম্না খ্যাতম্)।

গর্ত্তে ৮ খানি বিলঘুঁটে দ্বারা যে-পুট প্রদান করা যায়, পণ্ডিতেরা তাহাকে কপোতপুট কহেন। ইহাই লঘুপুট নামে খ্যাত।

গোবরপুটম্

বৃহদ্‌ভাণ্ডস্থিতৈর্যন্ত্রে গোবরৈর্দীয়তে পুটম্। তদ্ গোবরপুটং প্রোক্তং ভিষগ্‌ভিঃ সূতভস্মকৃৎ।। গোষ্ঠান্ত-র্গোখুরক্ষুণ্ণং শুষ্কচূর্ণিতগোময়ম্। গোবরং তৎ সমাখ্যাতং বরিষ্ঠং রসসাধনে।।

একটি বৃহৎ হাঁড়ির মধ্যে ঔষধযন্ত্র স্থাপন করিয়া গোবর দ্বারা পুটপ্রদান করিবে। ইহাকেই গোবরপুট কহে। এই পুটে পারদ ভস্ম করা যায়। গোষ্ঠমধ্যস্থ যে-সকল গোময় গরুর খুরে কুট্টিত হয়, তাহা শুষ্ক ও চূর্ণিত করিলেই তাহাকে গোবর কহা যায়। রস-সাধন বিষয়ে এই গোবরই বিশেষ উপযোগী হইয়া থাকে।

ভাণ্ডপুটম্

বৃহদ্‌ভাণ্ডে তুষৈঃ পূর্ণে মূষাং বিধারয়েৎ। ক্ষিপ্তবাগ্নিং মুদ্রয়েদ্ ভাণ্ডং তদ্ ভাণ্ডপুটমুচ্যতে।।

তুষপূর্ণ একটি বৃহৎ হাঁড়িতে মূষা স্থাপন ও অগ্নিপ্রদান করিয়া হাঁড়িটি মুদ্রিত করিবে। ইহাকেই ভাণ্ডপুট কহে।

ইতি পুটবিধিঃ।

যন্ত্রবিধি

কবচীযন্ত্রম্

নাতিহ্রস্বাং কাচকূপীং ন চাতিমহতীং দৃঢ়াম্। বাসসা কর্দ্দমাক্তেন পরিবৃত্য সমন্ততঃ।। সংলিপ্য মৃদুমৃৎস্নাভিঃ শোষয়েদ্ ভানুরশ্মিনা। নিধায় ভেষজং তত্র মুখমাচ্ছাদয়েৎ ততঃ।। কঠিন্যা দৃঢ়য়া বাপি পচেদ্ যন্ত্রে বিধানতঃ। কবচীযন্ত্রমেতদ্ধি মতম্।।

নিতান্ত ছোটও না-হয়, অত্যন্ত বড়ও না-হয়, এইরূপ একটি মাঝারি শক্ত বোতলের সর্ব্বাবয়ব কর্দ্দমাক্ত নেকড়া দ্বারা বেষ্টিত এবং কোমল মৃত্তিকা দ্বারা পরিলিপ্ত করিয়া সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিবে। পরে ইহার অভ্যন্তরে ঔষধদ্রব্য নিহিত করিয়া বালুকাদি যন্ত্রে যথাবিধানে পাক করিবে। আবশ্যক হইলে বোতলের মুখ খড়ী দ্বারা রুদ্ধ করিবে। ইহার নাম কবচীযন্ত্র। ইহা দ্বারা পারদাদির পাকক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়।

বালুকাযন্ত্রম্

ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে মধ্যে নিহিতকূপিকে। কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পূরিতে।। ভেষজং কূপিকা সংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে। বালুকাযন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্রং তত্র বুধৈঃ স্মৃতম্।।

১ বিতস্তি গভীর এমন একটি হাঁড়ির মধ্যে ঔষধগর্ভ কূপিকা স্থাপন করিয়া সেই হাঁড়িতে বালুকা নিক্ষেপ করিবে। যখন বালুকা দ্বারা কূপিকার গলা পর্য্যন্ত পূর্ণ হইবে, তখন ঐ হাঁড়ি চুল্লীর উপর বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিয়া ঔষধ পাক করিবে। ইহারই নাম বালুকাযন্ত্র।

বালুকা যন্ত্র
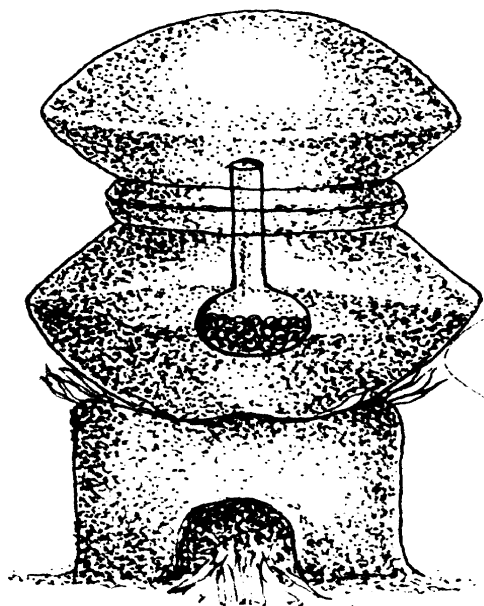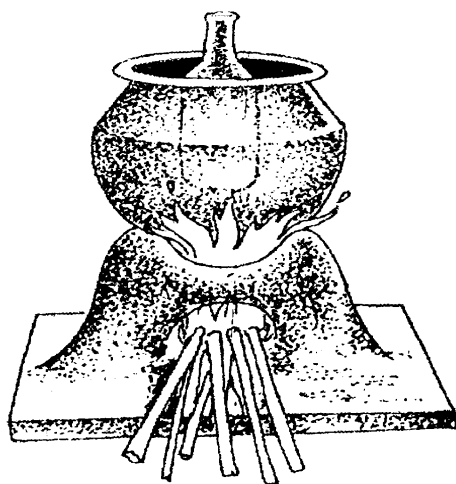
বালুকা যন্ত্র

বালুকাযন্ত্রম্

একটি প্রশস্তমুখ কলসীর ন্যায় পাত্রে বালি পূরণ করিয়া ঔষধগর্ভ কাঁচকূপীকা ৩/৪ অংশ বসাইতে হইবে (একটি লম্বা গলার কাঁচকূপী কয়েক পাক কর্দমলিপ্ত কাপড় দিয়া মুড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইয়া উহার মধ্যে ঔষধ পূরিতকরিলে তাহাকে ঔষধগর্ভ কূপীকা বলে)। বালুকাপূর্ণ পাত্রটির উপর আর-একটি হাঁড়িজাতীয় পাত্র স্থাপন করিয়া সন্ধিস্থল কর্দমলিপ্ত করিয়া নিশ্ছিদ্র করিতে হইবে। বালুকাপূর্ণ পাত্রটি সেই পর্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হইবে যতক্ষণ-না একটি খড়ের টুকরা বালিপূর্ণ কলসীর মাথায় স্পর্শ করিলে জ্বলিয়া উঠে।

লবণযন্ত্রম্

অন্তঃকৃতরসালেপাৎ তাম্রপাত্রমুখস্য চ। লিপ্ত্বা মৃল্লবণেনৈব সন্ধিং ভাণ্ডতলস্য চ।। তদ্ভাণ্ডং পটুনাপূর্য্য ক্ষারৈর্ব্বা পূর্ব্ববৎ পচেৎ। এবং লবণযন্ত্রং স্যাদ্ রসকর্ম্মণি শস্যতে।।

একটি তাম্রনির্ম্মিত হাঁড়ির অভ্যন্তরভাগ পারদ দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে। ঐ হাঁড়ির মুখে অন্য একটি হাঁড়ি স্থাপন করিয়া উভয়ের সন্ধিস্থলে মৃত্তিকা ও লবণ দ্বারা লেপ দিবে। পরে উপরিস্থ হাঁড়ি লবণ বা ক্ষার দ্বারা পূরণ করিয়া জ্বাল দিবে। ইহার নাম লবণযন্ত্র।

লবণ যন্ত্র

বালুকাযন্ত্রের ন্যায়, শুধুমাত্র বালুকার বদলে লবণ ব্যবহৃত হয়।

নালিকা যন্ত্র

এই যন্ত্র বালুকাযন্ত্রের ন্যায়, শুধু কাঁচকূপীর বদলে লৌহনির্ম্মিত কূপী ব্যবহৃত হয়।

দোলাযন্ত্রম্

দ্রবদ্রব্যেণ ভাণ্ডস্য পূরয়িত্বার্দ্ধমাত্রকম্। সূত্রেণ লম্বয়েৎ কাষ্ঠে বদ্ধা ভেষজপোট্টলীম্। স্বেদয়েচ্চান্তরগতাং দোলাযন্ত্রমিদং স্মৃতম্।।

দ্রবদ্রব্য দ্বারা একটি হাঁড়ির অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিয়া হাঁড়ির মুখে একটি কাষ্ঠিকা রাখিবে। পরে সেই কাষ্ঠিকায় বদ্ধ একগাছি সূত্রে পাচ্য ঔষধ পোট্টলী বাঁধিয়া হাঁড়ির মধ্যে ঝুলাইয়া রাখিবে। তদনন্তর ঐ হাঁড়ির চুল্লীর উপরে বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। এইরূপ যন্ত্রকে দোলাযন্ত্র কহে।

বিদ্যাধরযন্ত্রম্

অধঃস্থাল্যং রসং ক্ষিপ্ত্বা নিদধ্যাৎ তন্মুখোপরি। স্থালীমূর্দ্ধমুখীং সম্যঙ্ নিরুধ্য মৃদুমৃৎস্নয়া।। উর্দ্ধস্থাল্যং জলং ক্ষিপ্ত্বা চুল্ল্যামারোপ্য যত্নতঃ। অধস্তাজ্জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ প্রহরপঞ্চকম্।। স্বাঙ্গশীতং ততো যত্নাদ্-গৃহ্ণীয়াদ্রসমুত্তমম্। বিদ্যাধরাভিধং যন্ত্রমেতং তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতম্।।

একটি হাঁড়ির উপর পারদ রাখিয়া ঐ হাঁড়ির উপর অপর একটি হাঁড়ি উর্ধ্বমুখ করিয়া বসাইয়া উভয়ের সন্ধিস্থলে কোমল মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিয়া উহা চুল্লীর উপর বসাইবে। উপরের হাঁড়িতে জল থাকিবে। নিম্নে ক্রমাগত ৫ প্রহর জ্বাল দিবে। উপরের হাঁড়ির জল গরম হইলেই ফেলিয়া দিয়া পুনর্ব্বার শীতল জল দিবে। এইরূপ বারংবার জল পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। পরে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যখন সমুদায় শীতল হইবে, তখন উপরের হাঁড়ির তল-সংলগ্ন পারদ অতি যত্ন-পূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। এই যন্ত্রই বিদ্যাধরযন্ত্র নামে অভিহিত। (গ্রন্থান্তরে ইহা পাতালযন্ত্র নামে অভিহিত।)

দোলা যন্ত্র
বিদ্যাধর যন্ত্র
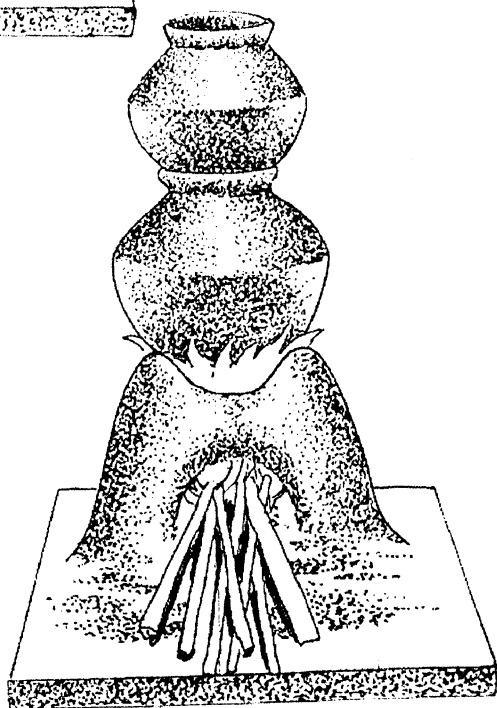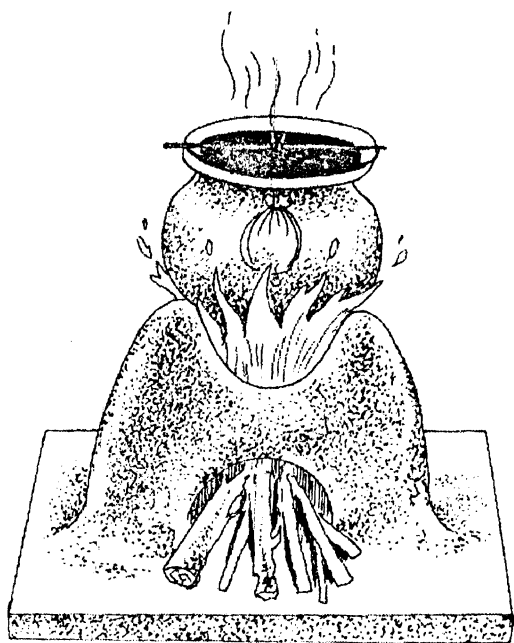
স্বেদনযন্ত্রম্

সাম্বুস্থালীমুখে বদ্ধে বস্ত্রে স্বেদ্যং নিধায় চ। পিধায় পচ্যতে যন্ত্রং তদ্‌যন্ত্রং স্বেদনং স্মৃতম্।।

একটি জলপূর্ণ স্থালীর মুখ বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়া সেই বস্ত্রের উপর স্বেদ্যদ্রব্য রাখিয়া এবং শরা ঢাকা দিয়া অগ্নিতে পাক করিতে হয়। এইরূপ যন্ত্রকে স্বেদনযন্ত্র বলে।

ডমরুযন্ত্রম্

যন্ত্রং ডমরুসংজ্ঞং স্যাৎ তৎস্থাল্যোর্মুদ্রিতে মুখে।।

ডমরুযন্ত্রও বিদ্যাধরযন্ত্রের ন্যায়, তবে ইহাতে উপরিস্থ হাঁড়ি অধোমুখ হইয়া থাকে অর্থাৎ দুইটি হাঁড়ির মুখই পরস্পর মিলিত হইয়া থাকে।

বকযন্ত্রম্

ভাণ্ডে চার্দ্ধপ্রমাণেন দ্রব্যং স্থাপ্যং প্রযত্নতঃ। তন্মুখে দ্বিনলীযন্ত্রং সংস্থাপ্য চ নিরোধয়েৎ।। পশ্চান্মন্দাগ্নিং প্রজ্বাল্য জলং দত্ত্বোর্দ্ধযন্ত্রকে। তৎ তপ্তং নলিকাদ্বারা নিঃসার্য্য চ পুনঃপুনঃ।। নীচস্থনলিকাবক্ত্রে ভাণ্ডং স্থাপ্যং দ্বিতীয়কম্। তস্মিন্নর্কশ্চ সংধার্য্যো গৃহ্ণীয়াৎ তং বিশেষতঃ।। বকযন্ত্রমিদং খ্যাতং তেজোযন্ত্রাভিধঞ্চ তৎ।।

একটি হাঁড়ির অর্দ্ধভাগ ভেষজদ্রব্য দ্বরা পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে অপর একটি দ্বিনলবিশিষ্ট পাত্র স্থাপিত এবং উহাদের সংযোগস্থল কোমল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। ঐ পাত্রের যে-নলটি দ্বারা বাষ্প পরিচালিত হইবে, সেই নলটি নিম্নে ও যেটি দ্বারা জল নিঃসারিত হইবে, সেইটি উপরে সংযোজিত করিবে এবং তাহাদের প্রান্তদ্বয় এক-একটি পাত্রমধ্যে নিহিত করিয়া রাখিবে। তৎপরে উপরিস্থ পাত্রে জল রাখিয়া নিম্নস্থ হাঁড়িতে মৃদু-মৃদু জ্বাল দিবে। অগ্নিসন্তাপে জল উষ্ণ হইলেই তাহাতে শীতল জল ঢালিয়া উষ্ণ জল নল দ্বারা পুনঃপুনঃ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। এইরূপ ক্রিয়া দ্বারা ভেষজদ্রব্যের বাষ্পসকল উত্থিত এবং তাহা শৈত্যসংযোগে অর্ক অর্থাৎ আরকরূপে পরিণত হইয়া নল দ্বারা আসিয়া আধারভাণ্ডে সঞ্চিত হইবে। ইহাকেই বকযন্ত্র বা তেজোযন্ত্র বলা যায়।

নাড়িকাযন্ত্রম্

বিনিধায় ঘটে দ্রব্যং কনীয়াংসমধোমুখম্। ঘটমন্যং মুখে তস্য স্থাপয়িত্বোভয়োর্মুখম্।। মৃদুমৃত্তিঃ সমালিপ্য নাড়িকাং বিনিবেশয়েৎ। যন্ত্রাং কুণ্ডলিতাং ভিত্ত্বা জলদ্রোণীং মহত্তমাম্।। আধারভাণ্ডপর্য্যন্তং ততশ্চুল্ল্যাং বিধারয়েৎ। অধস্তাজ্জ্বালয়েৎ বহ্নিং যাবদ্ বাষ্পো বিশেষধঃ।। গৃহ্ণীয়াদাধারগতং নির্ম্মলং রসমুত্তমম্। নাড়িকাযন্ত্রমেতদ্ধি মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।।

একটি কলসে ভেষজদ্রব্য রাখিয়া অন্য একটি ক্ষুদ্র কলস তাহার মুখে উপুড় করিয়া চাপা দিবে এবং কলসদ্বয়ের পরস্পর-সংলগ্ন মুখদ্বয় কোমল মৃত্তিকা দ্বারা উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। ঐ যন্ত্র হইতে একটি কুণ্ডলীকৃত নল শীতল জলপূর্ণ একটি বৃহৎ দ্রোণী ভেদ করিয়া গিয়া আধারভাণ্ডে উপস্থিত হইবে। তৎপরে চুল্লীর উপর যন্ত্র বসাইয়া নিম্নে জ্বাল দিবে। ইহাতে কলসস্থ ভেষজদ্রব্যের বাষ্প নল পরিবেষ্টন করিয়া এবং জলদ্রোণীর নিকট শৈত্যসংযোগে ঘনীভূত হইয়া আধারভাণ্ডে সঞ্চিত হইবে। ঐ পরিস্রুত রস গ্রহণীয়। এই যন্ত্র দ্বারা মৌরি গোলাপ প্রভৃতির আরক চোয়ানো হইয়া থাকে। ইহার নাম নাড়িকাযন্ত্র।
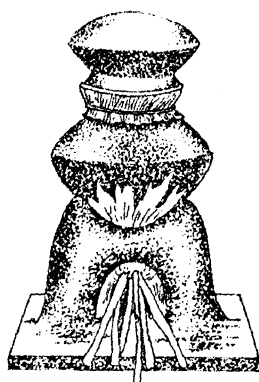
স্বেদন যন্ত্র
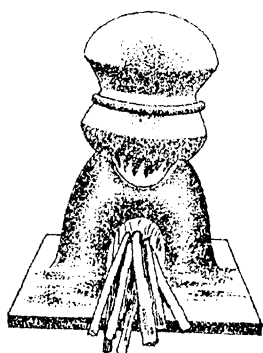
ডমরু যন্ত্র
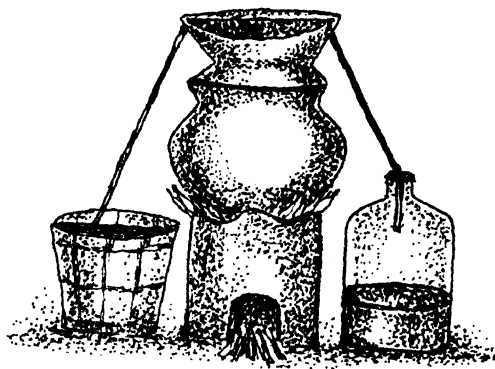
বক যন্ত্র

পাতালযন্ত্রম্

হস্তপ্রমাণং নিম্নঞ্চ গর্ত্তং কৃত্বা প্রযত্নতঃ। তস্মিন্ ভাণ্ডঞ্চ সংস্থাপ্য তথান্যৎ পাত্রমাহরেৎ।। তস্মিন্নৌষধবর্গঞ্চ দত্ত্বান্যঞ্চ শরাবকম্। মুখে সংস্থাপ্য চ্ছিদ্রাণি কৃত্বা চৈব শরাবকে।। শরাবসহিতং পাত্রং গর্ভস্থে ভাজনে ন্যসেৎ। সন্ধিলেপং ততঃ কৃত্বা গর্ত্তনাপূর্য্য মৃৎস্নয়া ।। পশ্চাদগ্নিঞ্চ প্রজ্বাল্য স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ। পশ্চাৎ তৎপাত্রমধ্যস্থং পাত্রং যুক্ত্যা সমাহরেৎ।। তদন্তঃস্থঞ্চ তৎ তৈলং গৃহ্ণীয়াদ্বিধিপূর্ব্বকম্। পাতলাখ্যামিদং যন্ত্রং ভাষিতং শম্ভুনা স্বয়ম্।।

এক হস্ত গভীর একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে একটি ভাণ্ড স্থাপন করিবে এবং অপর একটি হাঁড়ি ঔষধদ্রব্যে পূর্ণ করিয়া তাহার মুখে একখানি সচ্ছিদ্র শরাব চাপা দিবে। পরে এই হাঁড়িটি গর্ত্তস্থিত ভাণ্ডের উপর উপুড় করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক উভয়ের মুখ মধ্যস্থিত শরাবের সহিত মিলাইয়া তাহাদের সন্ধিস্থলে লেপ দিবে। তাহার পর মৃত্তিকা দ্বারা গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া উপরিস্থ হাঁড়ির উপর অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। পরে অগ্নিনির্ব্বাণ হইয়া হাঁড়ি শীতল হইলে গর্ত্তস্থ ভাণ্ড উত্তোলন করিয়া তাহার মধ্যস্থিত ঔষধ গ্রহণ করিবে। ইহাকে পাতালযন্ত্র কহে।

বারুণীযন্ত্রম্

ঊর্দ্ধে তোয়সমাযুক্তং জলদ্রোণীবিবর্জ্জিতম্। তোয়সংবেষ্টিতাধারমৃজুনাড়ীসমন্বিতম্। যন্ত্রং তদ্বারুণী-সংজ্ঞং সুরাসাধনকর্ম্মণি।।

অন্যচ্চ—

বীজদ্রব্যং ঘটে দত্ত্বা সংছাদ্যানেন তন্মুখম্। মৃদা মুখং বিলিপ্যাথ নাড়ীং বংশাদিসম্ভবাম্।। যন্ত্রাদাধারগাং কৃত্বা স্রাবয়েদ্ বিধিনা রসম। বারুণীযন্ত্রমেতদ্ধি সুরাসংসাধনে সুখম।।

উল্লিখিত নাড়িকাযন্ত্র ঊর্ধ্বে জল-সংযুক্ত ও সরল নলবিশিষ্ট হইলে তাহাকে বারুণীযন্ত্র কহে। বারুণীযন্ত্রে নাড়িকাযন্ত্রের ন্যায় দ্রোণী থাকে না। এই যন্ত্রের আধারভাণ্ড জলপাত্রের উপর সন্নিবিষ্ট থাকে। এই যন্ত্র দ্বারা সুরা প্রস্তুত করা যায়।

অন্যপ্রকার বারুণীযন্ত্র : একটি কলসে ভেষজদ্রব্য রাখিয়া অন্য একটি ক্ষুদ্র কলস তাহার মুখের উপর উপুড় করিয়া চাপা দিয়া উভয়ের মুখসন্ধি মৃত্তিকা দ্বারা প্রলিপ্ত করিবে এবং বাঁশ প্রভৃতি কোন দ্রব্যের নলের একমুখ ঐ কলসে ও অন্য মুখ আধারভাণ্ডে সংযোজিত করিয়া ঐ আধারভাণ্ড কোন জলপাত্রে স্থাপন করিবে। এইরূপ যন্ত্র দ্বারা সহজে সুরা চোয়ানো যায়।

ভূধরযন্ত্রম্

যন্ত্রং ডমরুবদ্বাথ তুল্যং বিদ্যাধরেণ বা। ভূগর্ত্তে তৎ সমাধায় চোর্দ্ধমাকীর্য্য বহ্নিনা।। অধঃস্থাল্যং জলং ক্ষিপ্তবা সূতকং তত্র পাততেৎ। এতদ্ ভূধরযন্ত্রং স্যাৎ সূতসংস্কারকর্ম্মণি।।

ভূধরযন্ত্র, ডমরু বা বিদ্যাধরযন্ত্রের ন্যায়। ইহার নিম্ন স্থালীতে জল থাকে। এই যন্ত্র ভূগর্ত্তে নিহিত করিয়া ঊর্ধ্বে অগ্নি প্রদান করিতে হয়। ইহা দ্বারা পারদের অধঃপাতন ক্রিয়া নিষ্পাদিত হয়।

তির্য্যক্পাতনযন্ত্রম্

ঘটে রসং বিনিক্ষিপ্য সজলং ঘটমন্যকম্। তির্য্যঙ্মুখং দ্বয়োঃ কৃত্বা তন্মুখং রোধয়েৎ সুধীঃ।। রসাধো জ্বালয়েদগ্নিং যাবৎ সূতং জলং বিশেৎ। তির্য্যক্পাতনমিত্যুক্তং সিদ্ধৈর্নাগার্জ্জুনাদিভিঃ।।

দুইটি ঘট তির্য্যগ্ভাবে রাখিয়া উভয়ের মুখ একত্রিত করিয়া উত্তমরূপে প্রলিপ্ত করিবে। ঘটদ্বয়ের একটিতে পারদ ও অপরটিতে জল থাকে। পারদাধার-ঘটের নিম্নে জ্বাল দিতে হয়। অগ্নিসন্তাপে
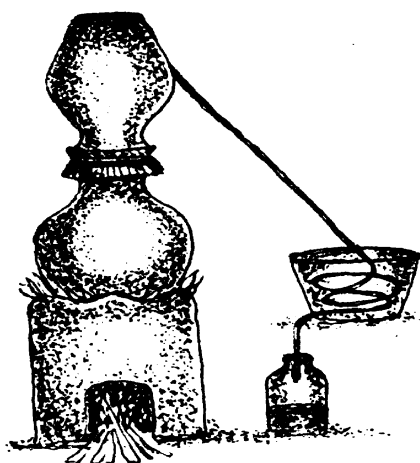
নাড়িকা যন্ত্র
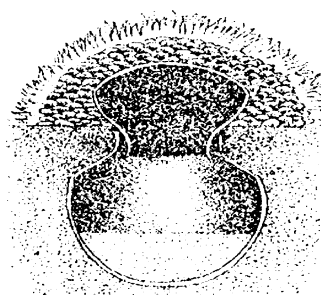
পাতাল যন্ত্র
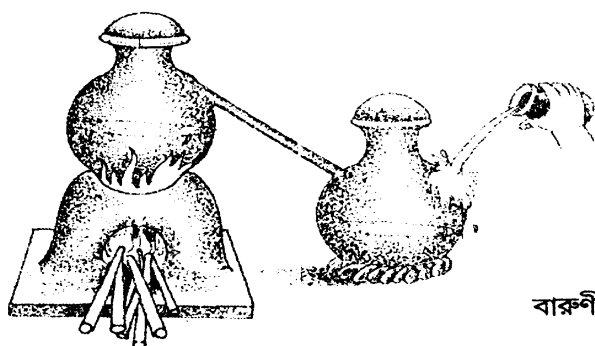
বারুণী যন্ত্র

পারদ দ্বিতীয় ঘটে গিয়া সঞ্চিত হয়। এই ক্রিয়াকে তির্য্যক্পাতন কহে এবং এই যন্ত্রকে তির্য্যক্পাতন যন্ত্র কহা যায়।

পাতনযন্ত্র

দুটি কলসীজাতীয় পাত্রের মুখ এমনভাবে সংযুক্ত করিবে যাহাতে পরস্পর যথাযথভাবে সংলগ্ন থাকে। উভয় পাত্রের সন্ধিস্থল চূণ, মণ্ডুর (লোহার মরিচা), মিছরির টুকরা ইত্যাদি মাহিষদুগ্ধের সহিত মণ্ড করিয়া নিশ্ছিদ্রভাবে লেপিয়া দিতে হইবে। (দীপিকা যন্ত্রম, রসহৃদয়)।

ইষ্টকাযন্ত্রম্

মধ্যে গর্ত্তসমাযুক্তামিষ্টকাং কারয়েৎ ভিষক্। গর্ত্তে চৈব সমাদায় তস্যাং সূতাদিকং ন্যসেৎ।। দত্ত্বোপরি শরাবঞ্চ সন্ধিং মৃল্লবণৈর্লিপেৎ। তদূর্দ্ধে সিকতাং কিঞ্চিদ্ দত্ত্বা দেয়ং পুটং লঘু।। ইষ্টকাযন্ত্রমেতদ্ধি জারয়েদ্ গন্ধকাদিকম্।।

একখানি ইষ্টকের মধ্যাংশে গর্ত্ত করিয়া তাহাতে পারদাদি নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ ইষ্টকখানি ভূগর্ত্তে স্থাপন করিয়া সেই ইষ্টকের গর্ত্তে একখানি শরা চাপা দিবে। শরা ও ইষ্টকের সংযোগস্থানে লবণযুক্ত মৃত্তিকার লেপ দিবে। পরে শরার উপরে কিঞ্চিৎ বালুকা দিয়া লঘু পুট দিবে। ইহার নাম ইষ্টকাযন্ত্র। এই যন্ত্রে গন্ধকাদি জারিত হইয়া থাকে।

কোষ্ঠিকযন্ত্রম্

ষোড়শঙ্গুলবিস্তীর্ণং হস্তমাত্রায়তং সমম্। ধাতুসত্ত্বনিপাতার্থং কোষ্ঠিকং পরিকীর্ত্তিতম্।। বংশখাদিরমাধূক-বদরীদারুসম্ভবৈঃ। পরিপূর্ণং দৃঢ়াঙ্গারৈরধোবাতেন কোষ্ঠকে। মাত্রয়া জ্বালমার্গেণ জ্বালয়েচ্চ হুতাশনম্।।

কোষ্ঠিকযন্ত্র ১৬ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ ও ১ হস্ত আয়তনবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই যন্ত্র-সাহায্যে ধাতুসকলের মলাদি দূরীকৃত করা যায়। বংশ, খদির, মৌল বা কুলকাষ্ঠের অঙ্গার দ্বারা এই যন্ত্রের উপরিভাগ পূর্ণ করিয়া ভস্ত্রাদি দ্বারা অধোভাগে বায়ু সঞ্চালনে উপরিস্থিত অঙ্গার উদ্দীপ্ত করা যায়।

কচ্ছপযন্ত্রম্

জলপূর্ণপাত্রমধ্যে দত্ত্বা খর্পরন্তু বিস্তীর্ণম। তদুপরি রসবিড্ভিঃ স্থাপ্যঃ সূতো মৃদঃ কুণ্ড্যাম্।। লঘুলোহ-কোটরিকয়া কৃতপটুমৃৎসন্ধিলেপমাস্থায়। দেয়া তদুপরি সিকতা চৈকাঙ্গুলিপরিমাণাপি। তৎ খর্পরং পূর্য্যাঙ্গারকবনোপলেনোপচিতম্।।

কোন জলপূর্ণ পাত্রে একটি বিস্তীর্ণ খর্পর বা পাত্র ভাসাইয়া তাহার উপর একটি মূষা স্থাপন করিয়া তাহাতে পারদাদি রাখিবে। পরে সেই মূষাটি একটি লৌহনির্ম্মিত পাত্র দ্বারা আবরিত করিবে। সন্ধিস্থানে লবণমৃত্তিকার লেপ দিয়া সেই পাত্রকে বালুকা দ্বারা এক অঙ্গুলি পরিমাণে আচ্ছাদিত করিবে। তাহার পর যে-পাত্রটি ভাসানো হইয়াছে, তাহার অবশিষ্ট ভাগ বিলঘুঁটে ও অঙ্গারে আবৃত করিবে। এই যন্ত্রকে কচ্ছপযন্ত্র বলে।

তপ্তখল্লযন্ত্রম্

লৌহো নবাঙ্গুলঃ খল্লো নিম্নত্বে চ ষড়ঙ্গুলঃ। মর্দ্দকোহষ্টাঙ্গুলশ্চৈব তপ্তখল্লাভিধোহপ্যয়ম্।। কৃত্বা খল্লাকৃতিং চুল্লীমঙ্গারৈঃ পরিপূরিতাম্। তস্যাং নিবেশিতং খল্লং পার্শ্বে ভস্ত্রিকয়া ধমেৎ।।

অন্যচ্চ—

অজাশকৃৎতুষাগ্নিঞ্চ ভূগর্ত্তে ত্রিতয়ং ক্ষিপেৎ। তস্যোপরি স্থিতং খল্লং তপ্তখল্লমিতি স্মৃতম্।।
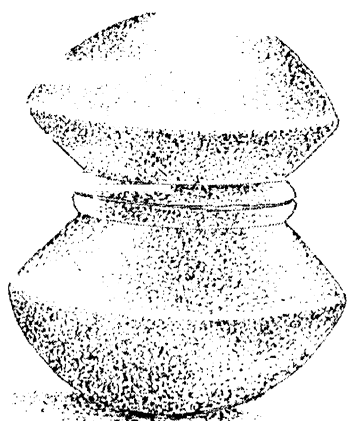
ভূধর যন্ত্র
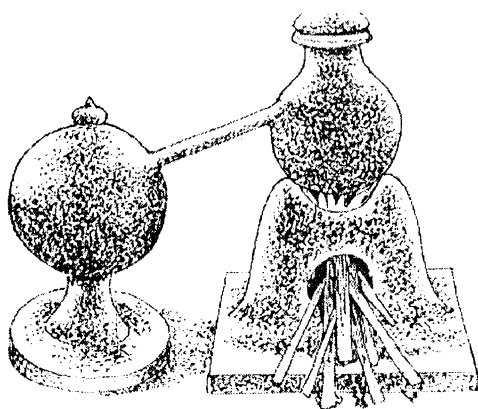
তির্য্যক্‌পাতন যন্ত্র
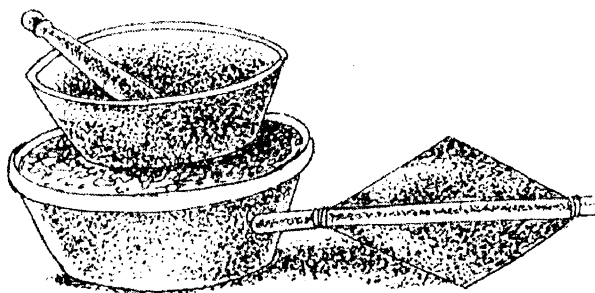
তপ্তখল্ল যন্ত্র
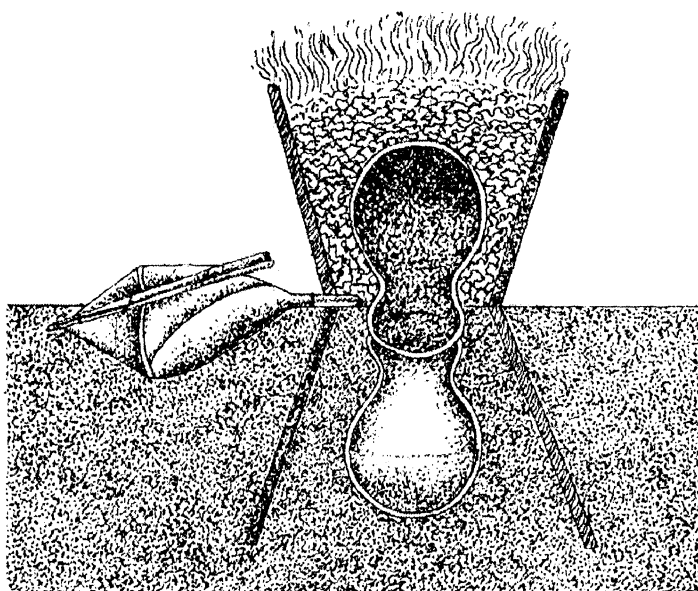
কোষ্ঠিক যন্ত্র

তপ্তখল্ল লৌহনির্ম্মিত, ৯ অঙ্গুল দীর্ঘ ও ৬ অঙ্গুল গভীর হইবে। ইহার ঘর্ষণীর (নোড়ার) পরিমাণ ৮ অঙ্গুল। খল্লাকৃতি একটি চুল্লী প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অঙ্গারাগ্নি রাখিবে, পরে তদুপরি খল্ল স্থাপন করিয়া ভস্ত্রিকা (জাঁতা) দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত করিবে। ইহার নাম তপ্তখল্ল।

মূষানিরূপণম্

অন্ধমূষা তু কর্ত্তব্যা গোস্তনাকারসন্নিভা। সৈব ছিদ্রান্বিতা মধ্যে গম্ভীরা সারণোচিতা।। দ্বৌ ভাগৌ তুষদগ্ধস্য একা বল্মীকমৃত্তিকা। লৌহকিট্টস্যাভাগৈকং শ্বেতপাষাণভাগিকম্।। নরকেশসমং কিঞ্চিচ্ছাগী-ক্ষীরেণ পেষয়েৎ। যামদ্বয়ং দৃঢ়ং মর্দ্দ্যং তেন মূষাং সুসম্পুটাম্।। শোষয়িত্বা রসং ক্ষিপ্ত্বা তৎকল্কৈঃ সংনিরোধয়েৎ। বজ্রমূষা সমাখ্যাতা সম্যক্ পারদসাধিতা।।

অন্ধমূষাযন্ত্র গোস্তনাকৃতি করিতে হয়। এই মূষাই মধ্যে সচ্ছিদ্র হইলে গম্ভীরা সারণাযন্ত্রের কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। (সারণা পারদশোধনের যন্ত্রবিশেষ)। অর্দ্ধদগ্ধ তুষ ২ ভাগ, উইমৃত্তিকা ১ ভাগ, মণ্ডুর ১ ভাগ ও শ্বেতপ্রস্তরচূর্ণ ১ ভাগ, এই সকল উপাদানের সহিত কিছু মনুষ্যকেশ মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধে ২ প্রহরকাল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মূষা নির্ম্মাণ করিবে। অনন্তর উহা শুকাইয়া লইবে। মূষার মধ্যে পারদ রাখিয়া তাহার উপর অপর একটি মূষা (মুচী) চাপা দিয়া উভয়ের সংযোগস্থল ঐ মূষা-নির্ম্মাণের পূর্ব্বোক্ত উপাদানদ্রব্য দ্বারাই সংরুদ্ধ করিবে। এই অন্ধমূষাই বজ্রমূষা নামে খ্যাত।

ধূপ যন্ত্র

ধূপযন্ত্র

নীচের হাঁড়ির মুখদেশে লোহার জালিকা স্থাপন করা থাকে। সোনা বা রূপার পাত যাহাতে ধূপ লাগানো হইবে, তাহা জালিকার উপরে রাখা হয়। হাঁড়ির নীচে রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ থাকে। দ্বিতীয় পাত্র (হাঁড়ি) প্রথম পাত্রটির মুখে এমনভাবে উপুড় করিয়া বসানো হয়, যাহাতে প্রথম পাত্রের মুখটি ভালভাবে আচ্ছাদিত হয়। তৎপরে সন্ধিস্থলটি উত্তমরূপে কর্দমলিপ্ত করিয়া নিশ্ছিদ্র করা হয়, নীচের হাঁড়িতে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হয়।

মূষা প্রস্তুতের উপকরণ : ধূসর রঙের ঘন ভারি মাটি, চিনি অথবা উইঢিবির মাটি, অথবা ধানের তুষের ছাইমেশানো মাটি, শণের আঁশ, কাঠকয়লার গুঁড়া ও ঘোড়ার বিষ্ঠা একটি লোহার কড়াইতে উত্তমরূপে মিশাইয়া তাহার সহিত মণ্ডুর (লৌহের মরিচা) মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রিত মাটির মণ্ড মূষা তৈয়ারীর পক্ষে উপযুক্ত।

ইতি যন্ত্রবিধি।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে পরিভাষা প্রকরণম্।

রোগীপরীক্ষা প্রকরণম্

সাধারণপরীক্ষাবিধিঃ

দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈস্তং পরীক্ষেত রোগিণম্। আয়ুরাদি দৃশা স্পর্শাচ্ছীতাদি প্রশ্নতঃ পরম্।। (তত্র দর্শনং নেত্রজিহ্বামূত্রাদীনাং কর্ত্তব্যম্)।

দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন, এই তিনপ্রকারে রোগীকে পরীক্ষা করিবে। দর্শন দ্বারা রোগীর আয়ু ও রোগের সাধ্যাসাধ্যত্বাদি, স্পর্শন দ্বারা শীতোষ্ণ-মৃদু-কাঠিন্যাদি ও নাড়ীপরীক্ষণ এবং প্রশ্ন দ্বারা উদরের লাঘব বা গৌরব, তৃষ্ণা বা অতৃষ্ণা, ক্ষুধা বা অক্ষুধা ও বলাবলাদির পরীক্ষা করিবে। নেত্র, জিহ্বা ও মূত্রাদির দর্শন কর্ত্তব্য।

তত্রাদৌ নাড়ীপরীক্ষামাহ

নাড়ীপর্য্যায়াঃ

স্নায়ুর্নাড়ী রসা হিংস্রা ধমনী ধামনী ধরা। তন্তুকী জীবনজ্ঞানা শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ।

স্নায়ু, নাড়ী, রসা, হিংস্রা, ধমনী, ধামনী, ধরা, তন্তুকী ও জীবনজ্ঞানা এই শব্দগুলি নাড়ীর নামান্তর জানিবে।

পরীক্ষাপ্রকারঃ

নাড়ীমঙ্গুষ্ঠমূলাধঃ স্পৃশেদ্দক্ষিণগে করে। জ্ঞানার্থং রোগিণো বৈদ্যো নিজদক্ষিণপাণিনা।।

চিকিৎসক রোগজ্ঞানার্থ নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা, পুরুষরোগীর দক্ষিণ করের বৃদ্ধাঙ্গুলিস্থ মূলের ঠিক নিম্নভাগে নাড়ী স্পর্শ করিবে।

স্ত্রীণাং ভিষগ্‌বামহস্তে বামে পাদে চ যত্নতঃ। শাস্ত্রেণ সম্প্রদায়েন তথা স্বানুভবেন চ। পরীক্ষেদ্রত্নবচ্চাসাব-ভ্যাসাদেব জায়তে।।

স্ত্রীলোকের বাম হস্তে ও বামপদে নাড়ী পরীক্ষণীয়া। পরীক্ষাকালে শাস্ত্রোপদেশ ও রোগী কীরূপ সম্প্রদায়ের লোক, ইহা বিবেচনা করিয়া স্বকীয় অনুমান দ্বারা অতি যত্নপূর্ব্বক রোগনিশ্চয় করিবে। পুনঃপুনঃ দর্শন দ্বারা যেমন রত্ন পরীক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, নাড়ীপরীক্ষাও তদ্রূপ অভ্যাসায়ত্ত জানিবে।

নংপুংসকস্য তু স্ত্রীপুংসয়োরন্যতরাকারপ্রকটতামপেক্ষ্য পরীক্ষা কার্য্যা। স্ত্রীনপুংসকশ্চেদ্ বামে, পুং-নপুংসকশ্চেদ্ দক্ষিণে ইত্যর্থঃ।

নপুংসকদিগের আকার-ভেদানুসারে নাড়ীপরীক্ষা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ নপুংসক স্ত্রীর আকৃতিবিশিষ্ট হইলে বাম হস্তে, পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট হইলে দক্ষিণ হস্তে পরীক্ষা করিবে।

অঙ্গুষ্ঠস্য তু মূলে যা ধমনী জীবসাক্ষিণী। তস্যা গতিবশাদ্বিস্যাৎ সুখং দুঃখঞ্চ দেহিনাম্।।

অঙ্গুষ্ঠমূলে যে-জীবসাক্ষিণী ধমনী আছে, তাহারই গতিবিশেষ দ্বারা মানবের স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য জানিবে।

প্রাতঃকৃতসমাচারঃ কৃতাচারপরিগ্রহম্। সুখাসীনঃ সুখাসীনং পরীক্ষার্থমুপাচরেৎ।। সদ্যঃস্নাতস্য সুপ্তস্য ক্ষুত্তৃষ্ণাতপশালিনঃ। ব্যায়ামশ্রান্তদেহস্য সম্যঙ্‌নাড়ী ন বুধ্যতে।। তৈলাভ্যঙ্গে রতেরন্তে ভোজনান্তে তথৈব চ। উদ্বেগাদিষু নাড়ী চ ন সম্যগ্‌ববুধ্যতে।।

প্রাতঃকালে নাড়ীপরীক্ষার্থ চিকিৎসক ও রোগী উভয়েই প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইবেন। প্রাতঃকালই নাড়ীপরীক্ষার প্রশস্ত কাল। (এই কালে নাড়ী স্নিগ্ধভাবাপন্ন থাকে। মধ্যাহ্নকালে নাড়ী উষ্ণতান্বিতা হয়, সুতরাং জ্বরবেগ-সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। আর সায়াহ্নে নাড়ী ধাবমানা হয়, তজ্জন্য নাড়ীর প্রকৃত অবস্থা বুঝা যায় না)। সদ্যোস্নাত, সুপ্ত, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত, আতপক্লান্ত ও ব্যায়াম দ্বারা শ্রান্তদেহ ব্যক্তির নাড়ীও সম্যক্‌রূপে জানা যায় না। তৈলাভ্যঙ্গকালে, রতিক্রিয়ার পর, ভোজনান্তে ও উদ্বেগাদির সময়ে নাড়ীর প্রকৃত গতির বিপর্য্যয় ঘটে, সুতরাং এই সকল সময়ে নাড়ী পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

সব্যেন সাচিধৃতকূর্পরভাগভাজাপীড্যাথ দক্ষিণকরাঙ্গুলিকাত্রয়েণ। অঙ্গুষ্ঠমূলমধি পশ্চিমভাগমধ্যে নাড়ী প্রভঞ্জনগতিঃ সততং পরীক্ষ্যা।।

নাড়ীপরীক্ষাকালে পরীক্ষক স্বীয় বাম কর দ্বারা রোগীর কূর্পরভাগের অর্থাৎ কনুয়ের মধ্যস্থিত নাড়ীটি আপীড়ন করিয়া, রোগীর পরীক্ষণীয় হস্তটি বক্ররূপে ধারণপূর্ব্বক নিজ দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা এবং অনামিকা এই অঙ্গুলিত্রয় দ্বারা, রোগীর অঙ্গুষ্ঠমূলের অধোভাগে (যে-স্থলে ক্ষুদ্র গ্রন্থি আছে, তাহার প্রান্তভাগ হইতে ২ অঙ্গুলি-পরিমিতস্থলে) নাড়ী পরীক্ষা করিবে। (রোগ হইবে কি না ইহা জানিবার নিমিত্ত সুস্থ অবস্থাতেও নাড়ীপরীক্ষা করা বিধেয়। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাড়ী পরীক্ষা করাই সাধারণ নিয়ম, তবে নিজের নাড়ী নিজে পরীক্ষা করিতে হইলে বামহস্ত দ্বারা, স্ত্রীলোক পরীক্ষক হইলে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পরীক্ষা করিতে পারা যায়। যৎকালে নাড়ী পরীক্ষা করা যায়, সেই সময়েও যেন নাড়ীর আপীড়ন না-থাকে, এতদ্বিষয়ে মনোযোগ করা কর্ত্তব্য)।

বারত্রয়ং পরীক্ষেত ধৃত্বা ধৃত্বা বিমুঞ্চয়েৎ। বিমৃশ্য বহুধা বুদ্ধ্যা রোগব্যক্তিং বিনির্দ্দিশেৎ।।

একবার দেখিলে নাড়ীপরীক্ষা ভালরূপ হয় না। তজ্জন্য অতি বিবেচনাপূর্ব্বক এক-একবার নাড়ীপরীক্ষা করিবে ও ছাড়িয়া দিবে। এইরূপ ৩ বার করিয়া রোগের তত্ত্ব নিরূপণ করিবে।

অঙ্গুলীত্রিতয়ৈঃ স্পৃষ্ট্বা ক্রমাদ্দোষত্রয়োদ্ভবাম্। মন্দাং মধ্যগতিং তীক্ষ্ণাং ত্রিভির্দ্দোষৈস্তু লক্ষয়েৎ।।

ক্রমান্বয়ে তর্জ্জনী মধ্যমা ও অনামিকা দোষজ্ঞাপক এই ৩টি অঙ্গুলি দ্বারা নাড়ী স্পর্শ করিয়া, দোষভেদানুসারে তাহার মন্দ, মধ্য ও তীক্ষ্ণ গতি লক্ষ করিবে। অর্থাৎ নাড়ীর মন্দ গতি দ্বারা কফপ্রকোপ, মধ্যগতি দ্বারা বাতপ্রকোপ এবং তীক্ষ্ণগতি দ্বারা পিত্তপ্রকোপ বিবেচনা করিবে।

পিত্তে ব্যক্তা মধ্যমায়াং তৃতীয়াঙ্গুলিগা কফে। বাতেঽধিকে ভবেন্নাড়ী প্রব্যক্তা তর্জ্জনীতলে।।

পিত্তকোপে নাড়ীর গতি মধ্যমাঙ্গুলিতে, কফকোপে অনামিকায় এবং বাতকোপে তর্জ্জনীতলে প্রব্যক্ত হইয়া থাকে।

স্বস্থস্য নাড়ীগতিলক্ষণম্

ভূলতাগমনপ্রায়া স্বস্থা স্বাস্থ্যময়ী শিরা। প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নেঽপ্যুষ্ণতান্বিতা। সায়াহ্নে ধাবমানা চ রাত্রৌ বেগবিবর্জ্জিতা।।

ভূলতার (কেঁচোর) গতির ন্যায় সুস্থ নাড়ীর গতি। স্বভাবত নাড়ী প্রাতঃকালে স্নিগ্ধ, মধ্যাহ্নে উষ্ণ, সায়াহ্নে ধাবমান ও রাত্রিতে বেগবিবর্জ্জিত থাকে।

নাড়ীস্পন্দন সংখ্যা

ষষ্ট্যা স্পন্দাস্তু মাত্রাভিঃ ষট্‌পঞ্চাশদ্ ভবন্তি হি। শিশোঃ সদ্যঃপ্রসূতস্য পঞ্চাশৎ তদনন্তরম্।। চত্বারিংশৎ ততঃ স্পন্দাঃ ষট্‌ত্রিংশদ্ যৌবনে ততঃ। প্রৌঢ়স্যৈকোনত্রিংশৎ স্যুর্বার্দ্ধক্যেঽষ্টৌ চ বিংশতিঃ।। পুংসোঽতি-স্থবিরস্য স্যুরেকত্রিংশদতঃ পরম্। যোষিতাং পুরুষাণাঞ্চ স্পন্দাস্তুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।। প্রৌঢ়ানাং রমণীনান্তু দ্ব্যধিকাঃ সম্মতা বুধৈঃ। দশগুর্ব্বক্ষরোচ্চার-কালঃ প্রাণঃ ষড়াত্মকৈঃ।। তৈঃ পলং স্যাৎ তু তৎষষ্ট্যা দণ্ড ইত্যভিধীয়তে।।

এক্ষণে নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা লিখিত হইতেছে। ৬০টি গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাবৎ পরিমিত কালে অর্থাৎ ১ পলে সদ্যোপ্রসূত বালকের নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা ৫৬ বার। তৎপরে বয়োবৃদ্ধি অনুসারে উহার হ্রাস হইতে থাকে। ক্রমে ৫০ ও ৪০ বার হইয়া যৌবনকালে ৩৬ বার হয়। প্রৌঢ়াবস্থায় ২৯ ও বার্দ্ধক্যে ২৮ বার মাত্র স্পন্দন হইয়া থাকে। পরে অতিবৃদ্ধ অবস্থায় পুনর্ব্বার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তখন স্পন্দনসংখ্যা ৩১ বার। বয়সভেদে যে-সকল স্পন্দনসংখ্যা লিখিত হইল, তাহা স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতিরই বিষয়ে জানিবে। উভয় জাতির স্পন্দনসংখ্যা সমান, কেবল প্রৌঢ়াবস্থায় স্ত্রীজাতির নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা পুরুষদিগের অপেক্ষা ২ বার অধিক, অর্থাৎ প্রৌঢ় পুরুষদিগের স্পন্দনসংখ্যা প্রতি পলে ২৯ বার ও প্রৌঢ় স্ত্রীদিগের ৩১ বার জানিবে। একটি গুরুবর্ণ উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহাকে ১ মাত্রা বা নিমেষ বলা যায়। ১০ মাত্রায় ১ প্রাণ, ৬ প্রাণে ১ পল ও ৬০ পলে ১ দণ্ড হয়। অতএব ১ মাত্রা কাল ১ পলের ৬০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ ১ বিপল।

দোষজনাড়ীগতি লক্ষণম্

বাতং পিত্তং কফং দ্বন্দ্বং সন্নিপাতং তথৈব চ। সাধ্যাসাধ্যবিবেকঞ্চ সর্ব্বং নাড়ী প্রকাশয়েৎ।।

বাতজ, পিত্তজ, শ্লেষ্মজ, দ্বন্দ্বজ, সান্নিপাতিক এবং সাধ্যাসাধ্য প্রভৃতি যাবতীয় রোগভেদ, নাড়ীগতি

দ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বাতাদ্বক্রগতির্নাড়ী পিত্তাদুৎপ্লুত্য গামিনী। কফান্মন্দগতির্জ্ঞেয়া সন্নিপাতাদতিদ্রুতম্।।

অন্যচ্চ—

বাতাদ্বক্রগতা নাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী। স্থিরা শ্লেষ্মবতী জ্ঞেয়া মিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ।।

বাতকোপে নাড়ীর বক্রগতি, পিত্তকোপে লাফাইয়া-লাফাইয়া যাওয়ার ন্যায় চঞ্চলগতি, শ্লেষ্মকোপে মন্দগতি এবং দ্বিদোষ বা ত্রিদোষপ্রকোপে তত্তদ্দোষানুসারে মিশ্রগতি হয়। সন্নিপাতেও দ্রুতগতি হইয়া থাকে।

সর্পজলৌকাদিগতিং বদন্তি বিবুধাঃ প্রভঞ্জনেন নাড়ীম্। পিত্তে চ কাকলাবকভেকাদিগতিং বিদুঃ সুধিয়ঃ।।
রাজহংসময়ূরাণাং পারাবতকপোতয়োঃ। কুক্কুটাদের্গতিং ধত্তে ধমনী কফসঙ্গিনী।।

বায়ু দ্বারা নাড়ীর গতি সর্প ও জোঁকাদির গতির ন্যায় বক্র, পিত্ত দ্বারা কাক লাব ও ভেক প্রভৃতির ন্যায় লম্ফমানা এবং শ্লেষ্ম দ্বারা রাজহংস ময়ূর পারাবত কপোত ও কুক্কুটাদির ন্যায় দোলায়মানা ও মৃদুমন্দ হইয়া থাকে।

মুহুঃ সর্পগতির্নাড়ী মুহুর্ভেকগতিস্তথা। তর্জ্জনীমধ্যমামধ্যে বাতাপিত্তেঽধিকে স্ফুটা। বক্রমুৎপ্লুত্য চলতি ধমনী বাতপিত্ততঃ।।

বাতপিত্তাধিক্যে নাড়ী মুহুর্ম্মুহু সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে ও মুহুর্ম্মহু ভেকের ন্যায় উলম্ফনগতিতে তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিস্থলে স্ফুটতরভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

সর্পহংসগতিং তদ্বদ্বাত-শ্লেষ্মবতীং বদেৎ। অনামিকায়াং তর্জ্জন্যাং ব্যক্তা বাতকফে ভবেৎ। বহেদ্বক্রঞ্চ মন্দঞ্চ বাতশ্লেষ্মাধিকত্বতঃ।।

বাতশ্লেষ্মাধিক্য নাড়ী কখনও সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে, কখনও হংসের ন্যায় মন্দগতিতে অনামিকা ও তর্জ্জনীতলে প্রব্যক্ত হইয়া থাকে।

মণ্ডূকাদিগতিং নাড়ীং ময়ূরাদিগতিং তথা। পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভূতাং প্রবদন্তি মহাধিয়ঃ।। মধ্যমানামিকামধ্যে স্ফুটা পিত্তকফেঽধিকে। উৎপ্লুত্য মন্দং চলতি নাড়ী পিত্তকফেঽধিকে।।

পিত্তশ্লেষ্মাধিক্যে নাড়ী কখনও মণ্ডূকাদির ন্যায় উল্লম্ফনগতিতে, কখনও ময়ূরাদির ন্যায় মন্দ-মন্দ গতিতে মধ্যমা ও অনামিকায় প্রব্যক্তভাবে প্রকাশিত হয়।

কাষ্ঠকুট্টো যথা কাষ্ঠং কুট্টতে চাতিবেগতঃ। স্থিতা স্থিতা তথা নাড়ী সন্নিপাতে ভবেদ্ধ্রুবম্। অঙ্গুলি-ত্রিতয়েঽপি স্যাৎ প্রব্যক্তা সন্নিপাততঃ।।

কাঠঠোকরা পক্ষী যেমন থাকিয়া-থাকিয়া অতিদ্রুতবেগে কাষ্ঠ কুট্টন করে, তদ্রূপ সান্নিপাতিক নাড়ী থাকিয়া-থাকিয়া তিন অঙ্গুলিতেই দ্রুতবেগে আঘাত করিতে থাকে।

কদাচিন্মন্দগা নাড়ী কদাচিচ্ছীঘ্রগা ভবেৎ। ত্রিদোষপ্রভবে রোগে বিজ্ঞেয়া চ ভিষগ্বরৈঃ।।

সান্নিপাতিক রোগে নাড়ী কখনও মন্দ-মন্দ, কখনও শীঘ্র-শীঘ্র গমন করে।

যদা যং ধাতুমাপ্নোতি তদা নাড়ী তথাগতিঃ। তথা হি সুখসাধ্যত্বং নাড়ীজ্ঞানেন বুধ্যতে।।

নাড়ী যখন যে-ধাতু প্রাপ্ত হয়, তখন যদি সেই ধাতুর প্রকৃতি অনুসারে গমন করে তাহা হইলে ব্যাধি সুখসাধ্য জানিবে।

স্পন্দতে চৈকমানেন ত্রিংশদ্বারং যদা ধরা। স্বস্থানেন তদা নূনং রোগী জীবতি নান্যথা।।

নাড়ী যদি স্বস্থানে থাকিয়া একপ্রকার গতিতে ৩০ বার স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই রোগী রক্ষা পাইবে।

ভুক্তস্য বান্তস্য চ মেদুরস্য নিদ্রারতস্যাতি তথা রিরংসোঃ। কফাকুলস্যাতিসুখে রতস্য স্থৌল্যং দধানা শিথিলং প্রযাতি।।

মেদস্বী ব্যক্তির এবং আহারান্তে, বমনান্তে, নিদ্রান্তে, রমণান্তে ও সুখভোগান্তে নাড়ী স্থূল হইয়া শিথিলভাবে গমন করে। বহুকফবিশিষ্ট ব্যক্তির নাড়ীও ঐরূপ জানিবে।

জ্বরপূর্ব্বরূপে

অঙ্গগ্রহণে নাড়ীনাং জায়ন্তে মন্থরাঃ প্লবাঃ। প্লবঃ প্রবলতাং যাতি জ্বরদাহাভিভূতয়ে।।

জ্বরোৎপত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ অঙ্গে বেদনা উপস্থিত হইলে নাড়ী ভেকাদির ন্যায় লাফাইয়া মন্থরভাবে ২/৩ বার গমন করে। দাহজ্বর উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে নাড়ীর ঐ প্রকার গতি ধারাবাহিক হইতে থাকে।

জ্বরবেগে চ ধমনী সোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ।।

জ্বর প্রকাশ হইলে নাড়ী উষ্ণা ও বেগবতী হয়।

বাতজ্বরে

সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরা মন্দা নাড়ী সহজবাতজা। স্থূলা চ কঠিনা শীঘ্রা স্পন্দতে তীব্রমারুতে।।

বায়ুর সঞ্চয়কালে বাতজ্বর হইলে নাড়ী সৌম্যা (অকঠিন), সূক্ষ্মা, স্থিরা (অর্থাৎ বিলম্বে-বিলম্বে ইহার স্পন্দন উপলব্ধ হয়), মন্দা অর্থাৎ স্পন্দন উপলব্ধ হইলেও অস্পন্দগতি হইয়া থাকে। বায়ুর প্রকোপকালে বাতিকজ্বর হইলে নাড়ী স্থূল, কঠিন ও শীঘ্রগতি হয়।

বক্রা চ চপলা শীত-স্পর্শা বাতজ্বরে ভবেৎ।।

বাতজ্বরে ধমনী শীতল এবং সর্প জলৌকাদির ন্যায় বক্র অথচ চপলগতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তজ্বরে

ভৃতা চ সরলা দীর্ঘা শীঘ্রা পিত্তজ্বরে ভবেৎ। শীঘ্রমাহননং নাড্যাঃ কাঠিন্যাচ্চ চলা তথা।।

পিত্তের সঞ্চয়কালে পিত্তজ্বর হইলে নাড়ী পরিপূর্ণা, সরলা (গ্রন্থিশূন্যা অর্থাৎ জাড্যাদিরহিতা), দীর্ঘা ও শীঘ্রগামিনী হয়। পিত্তের প্রকোপকালে পৈত্তিকজ্বর হইলে নাড়ী কঠিনা হইয়া এরূপ দ্রুতবেগে গমন করে, বোধ হয় যেন উহা ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে স্পন্দন করিতেছে।

নাড়ী তন্তুসমা মন্দা শীতলা শ্লেষ্মকোপতঃ।।

কফের প্রকোপকালে শ্লৈষ্মিক জ্বর হইলে নাড়ী তন্তুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম, মরালাদির ন্যায় মন্থরগতি ও উষ্ণোদক সিক্ত রজ্জুর ন্যায় শীতল হইয়া থাকে, অর্থাৎ জ্বরসম্বন্ধহেতু নিতান্ত শীতল হয় না।

মন্দা চ সুস্থিরা শীতা পিচ্ছিলা শ্লেষ্মলে ভবেৎ।।

কফজ জ্বরে নাড়ী শীতল ও পিচ্ছিল হয় এবং স্থিরভাবে মন্দ-মন্দ গমন করে।

তপিত্তজ্বরে

চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাতপিত্তজা।।

বাতপিত্ত জ্বরে নাড়ী চঞ্চল (অর্থাৎ বানরের ন্যায় সদা অস্থিরগতি), তরল (অর্থাৎ কদাচিৎ দোলায়মানগতি) এবং স্থূল ও কঠিন হইয়া থাকে।

অন্যচ্চ—

বক্রা চ ঈষচ্চপলা কঠিনা বাতপিত্তজা।।

অপর লক্ষণ : বাতপৈত্তিক নাড়ী বক্র, ঈষচ্চপল ও কঠিন হইয়া থাকে।

বাতশ্লেষ্মজ্বরে

ঈষচ্চ দৃশ্যতে তৃষ্ণা মন্দা স্যাৎ শ্লেষ্মবাতজা। নিরন্তরং খরং রুক্ষং মন্দশ্লেষ্মাতিবাতলা। রুক্ষবাতভবে তস্য নাড়ী স্যাৎ পিণ্ডসন্নিভা।।

বাতশ্লেষ্ম জ্বরে নাড়ী ঈষদুষ্ণ ও মন্দগতি হয়, কিন্তু যদি শ্লেষ্মার ভাগ অল্প এবং বায়ুর ভাগ অধিক হয়, তাহা হইলে নিরন্তর খরবেগ ও রুক্ষ হইয়া থাকে। আর রুক্ষ বাতে নাড়ী পিণ্ডাকৃতি অর্থাৎ বর্ত্তুলাকৃতিপ্রায় হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে

সূক্ষ্মা শীতা স্থিরা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবা।।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে নাড়ী সূক্ষ্ম, শীতল ও মন্দবেগ হয়।

প্রসঙ্গাদাহ

মধ্যে করে বহেন্নাড়ী যদি সন্তাপিতা ধ্রুবম্। তদা নূনং মনুষ্যস্য রুধিরাপূরিতা মলাঃ।।

নাড়ী যদি সন্তাপিত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলি স্থলে বহন করে, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে যে রুধিরকোপে বাতাদি দোষ পূর্ণ হইয়াছে।

মৃত্যুনাড়ীপরীক্ষা

মন্দং মন্দং শিথিলশিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলং বা স্থিত্বা স্থিত্ব বহতি ধমনীং যাতি নাশঞ্চ সূক্ষ্মা। নিত্যং স্থানাৎ স্থলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেদ্ যা ভাবৈরেবংবিধব বিধৈঃ সন্নিপাতাদসাধ্যা।।

যে-সান্নিপাতিক নাড়ী কখনও মন্দ-মন্দভাবে, কখনও শিথিল-শিথিলভাবে, কখনও ত্রস্তব্যক্তির ন্যায় ব্যাকুলভাবে, কখনও থাকিয়া-থাকিয়া, কখনও অদৃশ্যভাবে, কখনও বা অতি সূক্ষ্মভাবে গমন করে এবং যাহা স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে কখনও চ্যুত হইয়া পুনর্ব্বার তৎস্থান স্পর্শ করে, তাহা মৃত্যুনাড়ী জানিবে।

পূর্ব্বং পিত্তগতিং প্রভঞ্জনগতিং শ্লেষ্মাণমাবিভ্রতীং সন্তানভ্রমণং মহুর্বিদধতীং চক্রাদিরূঢ়ামিব। তীব্রত্বং দধতীং কদাচিদপি বা সূক্ষ্মত্বমাতন্বতীং নো সাধ্যাং ধমনীং বদন্তি মুনয়ো নাড়ীগতিজ্ঞানিনঃ।।

নাড়ী যদি প্রথমে পিত্তগতি, পরে বায়ুগতি, তৎপরে শ্লেষ্মগতি ধারণ করে এবং চক্রাদিস্থিত বস্তুর ন্যায় মুহুর্ম্মুহু ভ্রাম্যমাণা হয় এবং কখনও তীব্রভাবে ও কখনও সূক্ষ্মভাবে গমন করে, তাহা হইলে সেই নাড়ী প্রাণঘাতিনী জানিবে।

মহাদাহেঽপি শীতত্বং শীতত্বে তাপিতা শিরা। নানাবিধগতির্যস্য তস্য মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ।।

যাহার শরীরে অত্যন্ত দাহ, কিন্তু নাড়ী শীতল এবং যাহার দেহ শীতল, অথচ নাড়ী উষ্ণ কিংবা যাহার নাড়ীর গতি নানাপ্রকার, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়।

ভারপ্রবাহমূর্চ্ছাভয়শোকপ্রমুখকারণান্নাড়ী। সংমূর্চ্ছিতাপি গাঢ়ং পুনরপি সা জীবিতং ধত্তে।। পতিতঃ সন্ধিতো ভেদী নষ্টশুক্রশ্চ যঃ পুমান্। শাম্যতি বিস্ময়স্তস্য ন কিঞ্চিন্মৃত্যুকারণম্।।

ক্রমাগত ভারবহন ও মূর্চ্ছা, ভয়, শোক ইত্যাদি আগন্তু কারণে নাড়ী অতি নিঃস্পন্দ হইলেও মৃত্যুর সম্ভাবনা নাই। ঐ নাড়ী পুনর্ব্বার উদিত হইয়া চেতনা আনয়ন করে। আর উচ্চ স্থান হইতে পতন, ভগ্নাস্থির সন্ধান (হাড় বসান), মলভেদ ও অতিমৈথুন দ্বারা শুক্রক্ষয়, এই সকল কারণে নাড়ী স্পন্দহীন হইলেও তাহাতে মৃত্যুর আশঙ্কা করিবে না।

স্বস্থানহীনে শোকে চ হিমাক্রান্তে চ নির্গদাঃ। ভবন্তি নিশ্চলা নাড্যো ন কিঞ্চিৎ তত্র দূষণম্।।

উচ্চস্থানাদি হইতে পতিত, শোক বা হিম দ্বারা অভিভূত হইলে নীরোগ নাড়ীও স্পন্দহীন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে মৃত্যুর আশঙ্কা নাই।

ক্ষণাদ্ গচ্ছতি বেগেন শান্ততাং লভতে ক্ষণাৎ। সপ্তাহান্মরণং তস্য যদ্যঙ্গং শোথবর্জ্জিতম্।।

যাহার নাড়ী দ্রুতবেগে গমন করিতে-করিতে তৎক্ষণাৎ আবার শান্তবেগ হয়, তাহার জীবন এক সপ্তাহকাল জানিবে। কিন্তু তাহার অঙ্গে শোথ থাকিলে এ নিয়ম খাটিবে না।

হিমবদ্‌বিশদা নাড়ী জ্বরদাহেন তাপিনাম্। ত্রিদোষস্পর্শং ভজতাং তদা মৃত্যুদিনত্রয়াৎ।।

সান্নিপাতিক জ্বরদাহে সন্তপ্ত ব্যক্তিদিগের নাড়ী যদি তুষারের ন্যায় শীতল ও নির্ম্মল হয়, তাহা হইলে ৩ দিনের পর তাহাদের মৃত্যু জানিবে।

নিরীক্ষ্যা দক্ষিণে পাদে তথা চৈষা বিশেষতঃ। মুখে নাড়ী বহেন্নিত্যং ততো দিনচতুষ্টয়ম্।।

পুরুষের দক্ষিণ পদে ও দক্ষিণ করে সুতরাং স্ত্রীর বাম পদে ও বাম করে যে-নাড়ী পরীক্ষণীয়া, তাহা যদি উভয়স্থানেই মুখে অর্থাৎ তর্জ্জনীনিবেশস্থলে বহন করে, তবে রোগী ৪ দিন মাত্র জীবিত থাকিবে।

জহাতি যস্য স্বস্থানং যবার্দ্ধমপি নাড়িকা। ন স জীবিতমাপ্নোতি ত্রিদিনাভ্যন্তরে মৃতিম্।।

যাহার নাড়ী যবার্দ্ধমাত্র স্বস্থান ত্যাগ করে, সে রোগী রক্ষা পায় না। ৩ দিনের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

গতিঃ ভ্রমরকস্যেব বহেদেকদিনেন তু।।

যাহার নাড়ীর গতি ভ্রমরের ন্যায়, অর্থাৎ ভ্রমর যেমন উড়িবার সময় ক্ষণকাল এক স্থানে স্থির থাকিয়া গুন-গুন করিয়া চলিয়া যায়, পরক্ষণেই আবার সেই স্থানে আসিয়া গুন-গুন করিতে থাকে, তদ্বৎ যাহার নাড়ী পুনঃপুনঃ ঐভাবে যাতায়াত করে, তাহার জীবন ১ দিন মাত্র।

কন্দে ন স্পন্দতে নিত্যং পুনর্লগতি চাঙ্গুলৌ। মধ্যে দ্বাদশযামানাং মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতম্।।

যাহার নাড়ী তর্জ্জনীনিবেশস্থলে সর্ব্বদা স্পন্দিত হয় না, একবার মাত্র অঙ্গুলিতে লাগে, তাহার মৃত্যু দ্বাদশ প্রহরের মধ্যে জানিবে।

স্থিত্বা নাড়ী মুখে যস্য বিদ্যুদ্দ্যোত ইবেক্ষ্যতে। দিনৈকং জীবিতং তস্য দ্বিতীয়ে ম্রিয়তে ধ্রুবম্।।

যাহার নাড়ীমূলস্থানে মধ্যে-মধ্যে এক-একবার বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় নিরীক্ষিত হয়, তাহার জীবন ১ দিন মাত্র জানিবে, দ্বিতীয় দিনে অবশ্যই তাহার মৃত্যু হয়।

স্বস্থানবিচ্যুতা নাড়ী যদা বহতি বা ন বা। জ্বালা চ হৃদয়ে তীব্রা তদা জ্বালাবধিস্থিতিঃ।।

যাহার নাড়ী স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকিয়া-থাকিয়া এক-একবার স্পন্দিত হয় বা না-হয় এবং হৃদয়ে তীব্র জ্বালা থাকে, তাহার জীবনের স্থিতি সেই জ্বালাবধি জানিবে, অর্থাৎ তাহার জ্বালা নিবৃত্তি ও মৃত্যু একসময়েই হইয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে দ্ব্যঙ্গুলে যদি নাড়িকা। প্রহরার্দ্ধাদ্ বহির্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ।।

যদি নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল অর্থাৎ তর্জ্জনীনিবেশস্থল ত্যাগ করিয়া মধ্যমা ও অনামিকা এই অঙ্গুলিদ্বয়ে উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে অর্দ্ধ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু জানিবে।

সার্দ্ধদ্বয়াঙ্গুলাদ্ বাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়িকা। প্রহরৈকাদ্ বহির্মৃত্যুং জানীয়াচ্চ বিচক্ষণঃ।।

যদি নাড়ী অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে ২।।০ অঙ্গুলি অন্তরে, অর্থাৎ কেবল অনামিকার শেষার্দ্ধভাগে স্পন্দিত হয়, তবে ১ প্রহরের পর রোগীর মৃত্যু জানিবে।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী চঞ্চলা যদি গচ্ছতি। ত্রিভিস্তু দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।।

যদি নাড়ী সমস্ত তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির প্রথম অংশমাত্র ব্যাপিয়া চঞ্চলভাবে স্পন্দিত হয় এবং মধ্যমার অবশিষ্ট পাদত্রয়ে ও অনামিকার সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ অনুপলব্ধ থাকে, তবে ৩ দিবসের মধ্যে রোগীর মৃত্যু নিশ্চয়।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী কোষ্ণা বেগবতী ভবেৎ। চতুর্ভির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ।।

নাড়ী যদি ঈষদুষ্ণ ও বেগবতী হইয়া পূর্ব্ববৎ সমস্ত, তর্জ্জনী ও মধ্যমার এক-চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া স্পন্দিত হয়, তাহা হইলে ৪ দিবসের মধ্যে রোগীর মৃত্যু জানিবে।

পাদাঙ্গুলগতা নাড়ী মন্দমন্দা যদা ভবেৎ। পঞ্চভির্দিবসৈস্তস্য মৃত্যুর্ভবতি নান্যথা।।

যাহার নাড়ী পূর্ব্ববৎসম তর্জ্জনী ও মধ্যমার এক-চতুর্থাংশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া মন্দ-মন্দভাবে স্পন্দিত হয়, তাহার মৃত্যু নিশ্চয়ই ৫ দিবসের মধ্যে হইবে জানিবে।

স্বস্থানচ্যবনং যাবদ্ ধমন্যা নোপজায়তে। তৎস্থচিহ্নস্য সত্ত্বেঽপি নাসাধ্যত্বমিতি স্থিতিঃ।।

নাড়ী যে-পর্য্যন্ত স্বস্থান অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠমূল ত্যাগ না-করে, কিংবা যে-পর্য্যন্ত স্বস্থানে থাকার চিহ্নমাত্রও উপলব্ধ হয়, সে পর্য্যন্ত অসাধ্য মনে না-করিয়া চিকিৎসা করিবে।

ভূতজ্বরে সেক ইবাতিবেগা ধাবন্তি নাড্যো হি যথাব্ধিগামাঃ।।

ভূতজ্বরে নাড়ীর গতি সমুদ্রগামিনী স্রোতস্বতীর ন্যায় বেগবতী হইয়া থাকে। অপিচ সন্তাপ থাকায় উষ্ণ জলসিক্ত রজ্জুর ন্যায় নাড়ী উষ্ণস্পর্শ হয়।

ঐকাহিকেন ক্বচন প্রদূরে ক্ষণান্তগামা বিষমজ্বরেণ। দ্বিতীয়কে বাথ তৃতীয়তূর্য্যে গচ্ছন্তি তপ্তা ভ্রমিবৎ ক্রমেণ।।

ঐকাহিক বিষমজ্বরে নাড়ী কখনও অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গমন করে, আবার ক্ষণকাল পরেই স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়ক, তৃতীয়ক কিংবা চতুর্থক জ্বরে নাড়ী সন্তপ্ত হইয়া

ক্রমে ভ্রমির ন্যায় গমন করে। এইরূপ অসাধ্য লক্ষণের ভাব দৃষ্ট হইলেও অসাধ্য মনে করিবে না, কারণ এই অবস্থায় নাড়ী উষ্ণ থাকে, অসাধ্য হইলে উষ্ণ থাকে না।

ক্রোধজে সঙ্গলগ্নাঙ্গা সমাঙ্গা কামজে জ্বরে। উষ্ণা বেগধরা নাড়ী জ্বরকোপে প্রজায়তে।।

ক্রোধজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীতে সংলগ্ন হইয়া গমন করিয়া থাকে। কামজ জ্বরে নাড়ী যেন অন্য নাড়ীর সহিত একীভূত হইয়া ধাবিত হয়। জ্বরপ্রকোপবশত উহা উষ্ণ বেগবতী হইয়া থাকে।

উদ্বেগক্রোধকালেষু ভয়চিন্তাশ্রমেষু চ। ভাবে ক্ষীণগতির্নাড়ী জ্ঞাতব্যা বৈদ্যসত্তমৈঃ।।

উদ্বেগ, ক্রোধ, ভয়, চিন্তা, শ্রম ও অভিলাষাদি অবস্থাবিশেষে নাড়ীর গতি ক্ষীণ হইয়া থাকে।

জ্বরে চ রমণে নাড়ী ক্ষীণাঙ্গা মন্দগামিনী। জ্বরে কামার্ত্তিরূপেণ ভবন্তি বিকলাঃ শিরাঃ।।

জ্বরের অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গ করিলে নাড়ী ক্ষীণ ও মন্দগতি এবং কামাতুর হইলে বিকলা হয়, অর্থাৎ ইষ্টবস্তু প্রাপ্ত না-হইলে লোকে যেমন ইতস্তত চঞ্চলভাবে গমন করে, জ্বরে কামাতুর হইলে নাড়ীও তেমনই চঞ্চলভাবে ধাবিত হইয়া থাকে।

ব্যায়ামে ভ্রূণে চৈব চিন্তায়াং ধনশোকতঃ। নানাপ্রকারগমনা শিরা গচ্ছতি বিজ্বরে।।

শ্রমজনক কার্য্যে, ভ্রমণে, অধ্যয়নাদি চিন্তায় ও ধননাশ-জন্য শোকে, বিজ্বর অবস্থাতেও নাড়ীর গতি নানাপ্রকার হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গাদাহ

পুষ্টিস্তৈলগুড়াহারে মাংসে চ লগুড়াকৃতি। ক্ষীরে চ স্তিমিতা বেগা মধুরে ভেকবদ্গতিঃ।। রম্ভাগুড়বটাহারে রুক্ষশুষ্কাদিভোজনে। বাতপিত্তার্ত্তিরূপেণ নাড়ী বহতি নিষ্ক্রমম্।। মধুরে বর্হিগমনা তিক্তে স্যাদ্ ভূলতাগতিঃ। অম্লে কোষ্ণাপ্লবগতিঃ কটুকে ভৃঙ্গসন্নিভা।। কষায়ে কঠিনা ম্লানা লবণে সরলা দ্রুতা। এবং দ্বিত্রিচতুর্যোগে নানাধর্ম্মবতী ধরা।। অম্লৈশ্চ মধুরাম্লৈশ্চ নাড়ী শীতা বিশেষতঃ। চিপিটৈর্ভৃষ্টদ্রব্যৈশ্চ স্থিরা মন্দতরা ভবেৎ।। কুষ্মাণ্ডমূলকৈশ্চৈব মন্দমন্দা চ নাড়িকা। মাংসাৎ স্থিরবহা নাড়ী দুগ্ধে শীতা বলীয়সী।। গুড়ৈঃ ক্ষীরৈশ্চ পিষ্টৈশ্চ স্থিরা মন্দবহা ভবেৎ। দ্রবেহ্তিকঠিনা নাড়ী কোমলা কঠিনাশনে।। দ্রবদ্রব্যস্য কাঠিন্যে কোমলা কঠিনাপি চ। ক্ষুদ্রে পৃথগ্ গ্রন্থিলেব পুষ্টে পুষ্টৈব জায়তে।।

তৈলাদি স্নেহপদার্থ ও গুড় খাইলে নাড়ী স্থূল হয়। মাংসাহারে নাড়ী লগুড়ের ন্যায় কঠিন ও উঁচু হইয়া স্পন্দন করে। দুগ্ধাহারে মন্দগতি, শর্করাদি মধুর দ্রব্যভোজনে ভেকবৎ প্লবগতি হয়। রম্ভা গুড় ও বড়া এবং রুক্ষ (নিঃস্নেহ) ও চিপিটকাদি শুষ্ক দ্রব্য ভোজনে নাড়ী বাতপৈত্তিক রোগের ন্যায় কখন সর্পগতি, কখনও বা ভেকগতি হইয়া থাকে। মিষ্টরসে নাড়ী ময়ূরের ন্যায়, তিক্তরসে কেঁচোর ন্যায়, অম্লরসে ঈষদুষ্ণ হইয়া ভেকের ন্যায় এবং কটুরসে ফিঙ্গার ন্যায় গমন করিয়া থাকে। কষায়রসে নাড়ী কঠিন ও ম্লান (জড়বৎ), লবণরসে সরল ও দ্রুতগতি হয়। এইরূপ দুই তিন বা চারিপ্রকার দ্রব্য যুগপৎ সেবন করিলে নাড়ী নানাবিধ গতিবিশিষ্ট হয়। অম্ল ও মধুরাম্ল দ্রব্য ভোজন করিলে নাড়ী অত্যন্ত শীতল, চিপিটক ও ভৃষ্ট (ভাজা) দ্রব্য খাইলে স্থিরা ও মন্দগতি হয়। কুষ্মাণ্ড ও মূলাভোজনে নাড়ী মন্দগতি হইয়া থাকে। দুগ্ধপানে শীতল, বলবতী এবং গুড় ক্ষীর পিষ্টকাহারে নাড়ী স্থির ও মন্দগতি হইয়া থাকে। মাংসভোজনে নাড়ী স্থিরগতি, দ্রবদ্রব্যে নাড়ী অতি কঠিন ও কঠিন দ্রব্যে কোমল হয়। দ্রবদ্রব্যের কাঠিন্য থাকিলে নাড়ী কোমলও হয়, কঠিনও হয়। ক্ষুদ্র দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নাড়ী পৃথক ও গ্রন্থিযুক্ত হয়। পুষ্টিকর দ্রব্যে নাড়ী পুষ্ট হইয়া থাকে।

অজীর্ণে তু ভবেন্নাড়ী কঠিনা পরিতো জড়া। প্রসন্না তু দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতা চ প্রবর্ত্ততে।। পক্কাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বহেৎ তু যা। লঘ্বী ভবতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বেগবতী মতা।।

অপক্ক ও পক্ক উভয়বিধ অজীর্ণ রোগেই নাড়ী কঠিন হয় এবং উভয় পার্শ্বে মন্দ-মন্দ গমন করে। সুজীর্ণ হইলে নাড়ী কোমল জড়তাশূন্য ও দ্রুতগামিনী হয়, পক্কাজীর্ণে নাড়ী পুষ্টিহীন হয় এবং মন্দ-মন্দ গমন করে। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী লঘু ও বেগবতী হইয়া থাকে।

অগ্নিমান্দ্যধাতুক্ষয়জ্ঞানম্

মন্দাগ্নেঃ ক্ষীণধাতোশ্চ নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ। মন্দেঽগ্নৌ শীততাং যাতি নাড়ী হংসাকৃতিস্তথা।।

অগ্নিমান্দ্য ও ধাতুক্ষয় হইলে ধমনী অতিশয় মন্দগামিনী হয়। অগ্নিমান্দ্যে নাড়ী শীতল ও হংসের ন্যায় গতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

প্রসঙ্গাদাহ

লঘী বহতি দীপ্তাগ্নেস্তথা বলবতী মতা।।

দীপ্তাগ্নি ব্যক্তির নাড়ী বলবতী এবং লঘু, অর্থাৎ পুষ্টও নহে, ক্ষীণও নহে।

পাদেন হংসগমনা করে মণ্ডূকসংপ্লবা। তস্যাগ্নের্মন্দতা দেহে ত্বথবা গ্রহণীগদঃ।।

যাহার পাদস্থ নাড়ী হংসের ন্যায় এবং করস্থ নাড়ী ভেকের ন্যায় গমন করে, তাহার অগ্নিমান্দ্য বা গ্রহণীরোগ বুঝিতে হইবে।

ভেদেন শান্তা গ্রহণীগদেন নির্ব্বীর্য্যরূপা ত্বতিসারভেদে। বিলম্বিকায়াং প্লবগা কদাচিদামাতিসারে পৃথুলা জড়া চ।।

সংগ্রহগ্রহণীরোগে ভেদান্তে নাড়ী শান্তবেগ, অতিসারে ভেদের পর নির্ব্বীর্য্য অর্থাৎ অতি মন্দগামিনী, বিলম্বিকারোগে ভেদ হইলে ভেকের ন্যায় প্লবগামিনী এবং আমাতিসারে ভেদান্তে নাড়ী স্থূল ও জড়বৎ হইয়া থাকে।

নিরোধে মূত্রশকৃতোর্বিড়্গ্রহে ত্বিতরাশ্রিতে। বিসূচিকাভিভূতে চ ভবন্তি ভেকবৎ ক্রমাঃ।।

কেবল মল বা মূত্র অথবা মলমূত্র উভয়ই রুদ্ধ হইলে কিংবা ইচ্ছাপূর্ব্বক রুদ্ধ করিলে অথবা বিসূচিকা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি দ্বারা উদর বিষ্টব্ধ হইলে নাড়ীর গতি ভেকের ন্যায় হয়, বিষ্টম্ভহেতু নাড়ী বক্র ও সূক্ষ্ম হইয়া থাকে।

আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রে চ ভবেন্নাড়ীগরিষ্ঠতা।।

আনাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে নাড়ী গুরু (ভার) ও কঠিন হয়।

বাতেন শূলেন মরুৎপ্লবেন সদাতিবক্রা হি শিরা বহন্তি। জ্বালাময়ী পিত্তবিচেষ্টিতেন সামেন শূলেন চ পুষ্টিরূপা।।

বাতশূলে বায়ুর প্রখরতাবশত ধমনী সর্ব্বদাই অতিশয় বক্রগতিতে গমন করে। পিত্তশূলে উহা জ্বালাময়ী অর্থাৎ অতিশয় উষ্ণা হয় এবং আমশূলে নাড়ী পুষ্টিযুক্তা হইয়া থাকে।

প্রমেহে গ্রন্থিরূপা সা সুতপ্তা চামদূষিতা।।

প্রমেহরোগে নাড়ী গ্রন্থিরূপা অর্থাৎ মধ্যে-মধ্যে গাঁইটের ন্যায় অনুভূত হয় এবং উহাতে আমদোষ থাকিলে নাড়ী সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে।

উৎপিৎসুরূপা বিষরিষ্টিকালে বিষ্টম্ভগুল্মেন চ বক্ররূপা। অত্যর্থবাতেন অধঃ স্ফুরন্তী উত্তানভেদিন্য-সমাপ্তিকালে।।

বিষভক্ষণ করিলে অথবা সর্পাদি কর্তৃক দষ্ট হইলে বিষ যখন শরীরের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া অরিষ্টলক্ষণ প্রাকশ করে, তখন নাড়ী অপরিনিষ্ঠরূপে অর্থাৎ চঞ্চলভাবে গমন করে। বিষ্টম্ভ ও গুল্মরোগে নাড়ীর গতি বক্র হয়, কিন্তু বাতাধিক্যবশত অধোদিকে স্পন্দিত হইয়া তির্য্যগ্‌ভেদিনী হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে নাড়ী উত্তানভেদিনী হইয়া (চিৎ হইয়া) লতার ন্যায় উর্ধ্বগামিনীও হয়। কখনও-কখনও বা তির্য্যক্ ও উর্ধ্বাধোভাবেও গমন করে।

গুল্মেন কম্পোঽথ পরাক্রমেণ পারাবতস্যেব গতিং করোতি।। (উন্মাদাদাবপ্যেবমেব ক্রমঃ)।

গুল্মরোগে নাড়ী চঞ্চল হয় এবং পারাবতের ন্যায় প্রবলবেগে ঘুরিতে-ঘুরিতে গমন করে। উন্মাদাদিরোগেও নাড়ীর গতি এইরূপই হইয়া থাকে।

ব্রণেঽতিকঠিনে দেহে প্রযাতি পৈত্তিকং ক্রমম্। ভগন্দরানুরূপেণ নাড়ীব্রণনিবেদনে। প্রযাতি বাতিকং রূপং নাড়ী পাবকরূপিণী।

ব্রণরোগের অপক্কাবস্থায় নাড়ীর পৈত্তিক গতি হয়। ভগন্দর ও নাড়ীব্রণরোগে ধমনী অতিশয় উষ্ণ হয় এবং বাতিকনাড়ীর ন্যায় গমন করে।

বান্তস্য শল্যভিহতস্য জন্তোর্বেগাবরোধাকুলিতস্য ভূয়ঃ। গতিং বিধত্তে ধমনী গজেন্দ্রমরালমালেব কফোল্বণেন।।

বমন করিলে কিংবা শস্ত্রাদি দ্বারা আহত হইলে অথবা মলমূত্রাদির বেগধারণে কাতর হইলে নাড়ীর গতি কফপ্রকোপহেতু গজেন্দ্র ও মরালাদির ন্যায় হইয়া থাকে অর্থাৎ নাড়ী স্থূল ও মন্দগামিনী হইয়া থাকে।

দোষসাম্যাচ্চ সাদৃশ্যাদনুক্তাসু রুজাস্বপি। জ্ঞাতব্যা ধমনীধর্ম্মা যুক্তিভিশ্চানুমানতঃ।।

জ্বরাদি কতকগুলি রোগে নাড়ীর কীরূপ অবস্থা হয়, তাহা বলা হইল, তাহাই লক্ষ করিয়া ভিষক্ যুক্তি ও অনুমান দ্বারা অনুক্ত রোগস্থলেও নাড়ীর কীরূপ অবস্থা হইবে, তাহা বুঝিয়া লইবেন অর্থাৎ কথিত রোগের বা দোষের সহিত অনুক্ত যে-রোগের বা দোষের সাদৃশ্য থাকিবে, তাহাতেও নাড়ীর অবস্থা তদ্রূপই হইবে জানিবে।

যো রোগিণঃ করং স্পৃষ্ট্বা স্বকরং ক্ষালয়েদ্ যদি। রোগাস্তস্য বিনশ্যন্তি পঙ্কঃ প্রক্ষালনে যথা।।

প্রক্ষালন দ্বারা পঙ্ক যেরূপ অপনীত হয়, সেইরূপ বৈদ্য যদি রোগীর হস্ত দেখিয়া নিজ হস্ত ধৌত করেন তাহা হইলে রোগীর রোগও অপনীত হইয়া থাকে।

উপসংহারমাহ

ক্বচিৎ প্রকরণোল্লেখাৎ ক্বচিদৌচিত্যমাত্রতঃ। ক্বচিদ্দেশাৎ ক্বচিৎ কালাৎ সঙ্কীর্ণগদনির্ণয়ঃ।। নাড়ীপরিচয়দ্বারং প্রায়শো নৈব দৃশ্যতে। তেন ধার্ষ্ট্যান্ময়োক্তং যৎ তৎ সমাধেয়মুত্তমৈঃ।। জলে স্থলে চান্তরীক্ষে প্রসিদ্ধা যস্য যা গতিঃ। সৈবোপমানমত্র স্যাৎ প্রসিদ্ধগুণযোগতঃ।। ন শাস্ত্রপঠনদ্বাপি শশ্বদধ্যাপনাদপি। স্পর্শনাদিভিরভ্যাসাদেব নাড়ীবিবেকভাক্।। নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগ্‌ভ্যাসেনৈব গম্যতে। নাড়ীপরিচয়ো লোকে প্রায়ঃ পুণ্যেন জায়তে।। নাড়ীগতিরিয়ং সম্যগ্‌যোগাভাসবদেকতঃ। নান্যথা শক্যতে জ্ঞাতুং বৃহস্পতিসমৈরপি।।

কোন স্থলে শাস্ত্রলিখিত প্রকরণানুসারে, কোথাও বা উপযুক্ততানুসারে, কখনও বা দেশ এবং কাল অনুসারে সঙ্কীর্ণ রোগসকল নির্ণয় করিতে হয়।

নাড়ীপরীক্ষার উপায় অতিসূক্ষ্ম, অতএব ধৃষ্টতাপূর্ব্বক আমি যাহা বলিলাম, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তাহাতে সমাধান করিবেন।

জলচর, স্থলচর ও খেচরগণের জলে স্থলে ও অন্তরীক্ষে যাহার যেরূপ গতি নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সেই গতিই এই নাড়ীপরীক্ষার উপমানস্থল হইবে। কেবল নিরন্তর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা নাড়ীজ্ঞান হয় না, পুনঃপুনঃ নাড়ীস্পর্শনরূপ অভ্যাস দ্বারাই ইহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিয়া থাকে। সম্যক্প্রকারে নাড়ীজ্ঞান কেবল অভ্যাস দ্বারাই জন্মে, তথাপি নাড়ীজ্ঞান অতি পুণ্যসাপেক্ষ। যোগাভ্যাসের ন্যায় একাগ্রচিত্ত হইয়া নাড়ীজ্ঞান অভ্যাস করিতে হয়, নতুবা বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান্ হইলেও নাড়ীজ্ঞান বিষয়ে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতে পারা যায় না।

নেত্রপরীক্ষা

নেত্রং স্যাৎ পবনাদ্রুক্ষং ধূম্রবর্ণং তথারুণম্। কোটরান্তঃপ্রবিষ্টঞ্চ তথা স্তব্ধবিলোকনম্।। হরিদ্রাখণ্ডবর্ণং বা রক্তং বা হরিতং তথা। দীপদ্বেষি সদাহঞ্চ নেত্রং স্যাৎ পিত্তকোপতঃ।। চক্ষুর্বলাসবাহুল্যাৎ স্নিগ্ধং স্যাৎ সলিলপ্লুতম্। তথা ধবলবর্ণঞ্চ জ্যোতিহীনং বলান্বিতম্।। নেত্রং দ্বিদোষবাহুল্যাৎ স্যাদ্দোষদ্বয়-লক্ষণম্। ত্রিদোষলিঙ্গসঙ্ঘেন তন্মারয়তি রোগিণম্।। তন্দ্রামোহাকুলে শ্যামে নির্ভুগ্নে চাতিরুক্ষকে। রক্তবর্ণে চ সততং বিকৃতে ঘোরতারকে।। ক্ষণাদুন্মীলিতে চৈব ক্ষণাদেব নিমীলিতে। বিলুপ্তকৃষ্ণতারে চ বহুবর্ণে চ তৎক্ষণাৎ। ভবতো নয়নে চেত্থং সন্নিপাতে বিশেষতঃ।।

বায়ুপ্রকোপ হইলে চক্ষু রুক্ষ ধূম্র বা অরুণবর্ণ, কোটরগত ও স্তব্ধদৃষ্টি; পিত্তপ্রকোপে চক্ষু রক্ত হরিৎ বা হরিদ্রাবর্ণ, দীপালোকদ্বেষী ও দাহবিশিষ্ট; কফাধিক্যে স্নিগ্ধ, জলপ্লুত, শ্বেতবর্ণ, জ্যোতির্হীন ও বলান্বিত; দোষদ্বয়প্রকোপে তত্তদ্দোষদ্বয় লক্ষণযুক্ত এবং সন্নিপাতে (ত্রিদোষপ্রকোপে) চক্ষুর্দ্বয় তন্দ্রাকুলিত, মোহযুক্ত, শ্যামবর্ণ, কোটরগত, অতিরুক্ষ, রক্তবর্ণ, সতত বিকৃত, ঘোরতারাবিশিষ্ট, ক্ষণে-ক্ষণে উন্মীলিত, বিলুপ্তকৃষ্ণতার এবং ক্ষণে-ক্ষণে বহুবিধ বর্ণবিশিষ্ট হয়।

জিহ্বাপরীক্ষা

শাকপত্রপ্রভা রুক্ষা স্ফুটনা রসনানিলাৎ। রক্তা শ্যাবা ভবেৎ পিত্তালিপ্তার্দ্রা ধবলা কফাৎ।। পরিদগ্ধা খরস্পর্শা কৃষ্ণা দোষত্রয়েহধিকে। সৈব দোষদ্বয়াধিক্যে দোষদ্বিতয়লক্ষণা।।

বায়ুর প্রকোপে জিহ্বা শাকপত্রপ্রভ, রুক্ষ ও স্ফুটন (ফাটা-ফাটা) হয়। পিত্তপ্রকোপে রক্ত বা শ্যাববর্ণ, কফপ্রকোপে লিপ্ত আর্দ্র ও শ্বেতবর্ণ, দোষদ্বয়প্রকোপে তত্তদ্দোষদ্বয় লক্ষণযুক্ত এবং ত্রিদোষপ্রকোপে দগ্ধবৎ কৃষ্ণবর্ণ ও কণ্টকবৎ খরস্পর্শ হয়।

অস্য পরীক্ষা

বাতে লবণমাস্যং স্যাৎ পিত্তে তিক্তং কফে মধু। দ্বন্দ্বজে দ্বন্দ্বজং জ্ঞেয়ং সন্নিপাতে ত্রিলিঙ্গকম্।।

মুখ বাতদোষে লবণ, পিত্তদোষে তিক্ত, কফদোষে মধুর এবং দ্বিদোষপ্রকোপে তত্তদ্দোষানুসারে দুই রস এবং ত্রিদোষপ্রকোপে তিন রসের অনুভববিশিষ্ট হয়।

মূত্রপরীক্ষা

পাশ্চাত্যরজনীযামে ঘটিকানাং চতুষ্টয়ে। উত্থাপ্য রোগিণং বৈদ্যো মূত্রোৎসর্গঞ্চ কারয়েৎ।। আদ্যধারান্তু

সন্ত্যজ্য মধ্যধারাসমুদ্ভবম্। শুভে কাচময়ে পাত্রে কৃতং মূত্রং পরীক্ষয়েৎ।। ভাস্করোদয়বেলায়াং প্রকাশস্থানকে ধৃতম্। লোলয়িত্বা পুনঃ সম্যক্ ততো মূত্র পরীক্ষয়েৎ।। তৃণেনাদায় তৈলস্য বিন্দুং মূত্রে বিনিক্ষিপেৎ। জায়ন্তে বুদ্বুদা যত্র বিকারঃ সোঽস্তি পিত্তজঃ।। স্নিগ্ধং শ্যাবারুণচ্ছায়ং বাতান্মূত্রং প্রজায়তে। তাবদূর্দ্ধঞ্চ বরাতি তৈলবিন্দুঘৃতং তথা। মূত্রং শ্লেষ্মণি জায়েত সমং পল্বলবারিণা।।

অন্যচ্চ—

বাতেন পাণ্ডুরং মূত্রং সফেনং কফরোগিণাম্। রক্তবর্ণং ভবেৎ পিত্তে দ্বন্দ্বজে মিশ্রিতং ভবেৎ।। সিদ্ধার্থ তৈলসদৃশং মূত্রং স্যাদামপিত্তজে। তৈলবিন্দুস্তথা ক্ষিপ্তঃ শ্যাববুদ্বুদসংযুতঃ।। বাতপিত্তোদ্ভবং মূত্রং জ্ঞাতব্যঞ্চ ভিষগ্‌বরৈঃ। তৈলবিন্দুস্তথা ক্ষিপ্তশ্চতুর্দ্দিক্ষু বিসর্পতি।। শ্লেষ্মবাতোদ্ভবং মূত্রং সৌবীরেণ সমং তথা। পাণ্ডুরং শ্লেষ্মপিত্তে চ পিত্তে চৈব পরীক্ষয়েৎ।। সন্নিপাতেন কৃষ্ণঞ্চ বহুবর্ণঞ্চ জায়তে। তৈলতুল্যং ভবেন্মূত্রং নিত্যং সহজপিত্তজম্।। কফাৎ পল্বলপানীয়তুল্যং মূত্রং প্রজায়তে। সহবাতোদ্ভবং মূত্রং শ্বেতং রক্তং প্রজায়তে।। বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং মূত্রং ঘনং শ্বেতং প্রজায়তে। তৈলতুল্যং ভবেন্মূত্রং পিত্তশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্।। রক্তবাতেন রক্তং স্যাৎ কৌস্তুভং পিত্ততো ভবেৎ। অধো বহুলমারক্তং মূত্রমালোক্যতে যদা।। বদন্তি তদতীসারলিঙ্গং তল্লিঙ্গবেদিনঃ। জলোদরভবং মূত্রং ভবেদ্ ঘৃতকণোপমম্।। অজামূত্রসমং মূত্রং জীর্ণজ্বরসমুদ্ভবম্। মূত্রঞ্চ কৃষ্ণতাং যাতি ক্ষয়রোগো যদা ভবেৎ।। ক্ষয়রোগোদ্ভবে শ্বেতমসাধ্যং তচ্চ নির্দ্দিশেৎ। প্রবর্ত্ততে যদা মূত্রং স্নিগ্ধং তৈলসমপ্রভম্।। আহার উদরস্থশ্চ জীর্ণং যাতি তদা কিল। উর্দ্ধং পীতমধ্যে রক্তং চেদ্রোগিণো ভবেৎ।। পিত্তপ্রকৃতিসম্ভূত-সন্নিপাতস্য লক্ষণম্। বাতাধিকে সন্নিপাতে কৃষ্ণমধ্যং ভবেৎ তথা।। কফাধিকে সন্নিপাতে শুক্লমধ্যং ভবেৎ তদা। যস্যেক্ষুরসসঙ্কাশং মূত্রং নেত্রে চ পিঞ্জরে। রসাধিক্যং বিজানীয়ান্ নির্দ্দিশেৎ তত্র লক্ষণম্।।

মূত্রপরীক্ষা : বৈদ্য ৪ দণ্ড রাত্রি অবশিষ্ট থাকিতে রোগীকে উত্থাপিত করিয়া মূত্রত্যাগ করাইবে। প্রথম মূত্রধারা গ্রহণ করিবে না। মধ্যাবস্থায় যে-মূত্র নির্গত হইবে, তাহা নির্ম্মল কাচপাত্রে রাখিয়া পরীক্ষা করিবে। সূর্য্যোদয় হইলে প্রকাশ্য স্থানে ধৃত ঐ মূত্র সম্যক্‌রূপে পুনঃ পুনঃ আলোড়িত করিয়া পরীক্ষা করিবে।

একবিন্দু তৈল তৃণ দ্বারা উঠাইয়া মূত্রে নিক্ষেপ করিবে, যদি উহাতে বুদ্বুদ জন্মায় তবে ঐ রোগ পিত্তজনিত জানিবে।

বাতিকদোষে মূত্র স্নিগ্ধ, শ্যাব (কৃষ্ণপীত) ও অরুণবর্ণ হইয়া থাকে এবং মূত্রের মধ্যে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে মূত্র তৈলবিন্দুযুক্ত হইয়া বিন্দু-বিন্দু আকারে উপরিভাগে উঠিতে থাকে।

শ্লেষ্মদোষে মূত্র পল্বলজলের (ডোবার জলের) তুল্য অর্থাৎ ঘোলা হইয়া থাকে।

প্রমাণান্তর—

বাতদোষে মূত্র পাণ্ডুরবর্ণ, শ্লেষ্মদোষে ফেনযুক্ত, পিত্তদোষে রক্তবর্ণ ও দ্বন্দ্বজদোষে মিশ্রবর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

আমপিত্তজনিত রোগে মূত্র শ্বেতসর্ষপ তৈলের তুল্য হইয়া থাকে।

তৃণ দ্বারা তৈলবিন্দু মূত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে যদি তৈল শ্যাববর্ণ বুদ্বুদযুক্ত হয়, তবে চিকিৎসাবিশারদ পণ্ডিতগণ উক্ত মূত্রকে বাতপিত্তদোষে দূষিত বলিয়া জানিবেন।

তৈলবিন্দু উক্তরূপে নিক্ষিপ্ত হইলে যদি সৌবীরের (কাঁজি) ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং চতুর্দ্দিকে বিসর্পিত হইয়া পড়ে, তবে মূত্র বাতশ্লেষ্মদোষে দূষিত বলিয়া জানিবে।

পিত্ত বা শ্লেষ্মপিত্তদোষে মূত্র পাণ্ডুরবর্ণ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক দোষে মূত্র কৃষ্ণ অথবা বহুবর্ণযুক্ত হইয়া থাকে। পিত্তপ্রকৃতি ব্যক্তির মূত্র সর্ব্বদা তৈলতুল্য হয়। কফপ্রকৃতির মূত্র পল্বলজলের তুল্য আবিল হয়। বাতপ্রকৃতির মূত্র শ্বেত এবং রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। বাতশ্লেষ্ম-প্রকৃতির মূত্র ঘন এবং শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। পিত্তশ্লেষ্মপ্রকৃতির মূত্র তৈলতুল্য হয়। রক্তবাত-প্রকৃতির মূত্র রক্তবর্ণ হয়, রক্তপিত্ত-প্রকৃতির মূত্রের বর্ণ কুসুমফুলের ন্যায় হয়। যখন কোন ব্যক্তির মূত্র অধিক এবং অধোভাগে আরক্ত দৃষ্ট হয়, তখন অতিসার-চিহ্নবেত্তা পণ্ডিতগণ তাহাকে মূত্রাতিসার বলিয়া থাকেন।

জলোদর রোগে মূত্র ঘৃতকণার ন্যায় হয়।

জীর্ণজ্বরে মূত্র অজামূত্রের ন্যায় হয়।

ক্ষয়রোগকালে মূত্রের বর্ণ কৃষ্ণতাপ্রাপ্ত হয়। ক্ষয়রোগে মূত্র যদি শ্বেতবর্ণ হয়, তবে তাহা অসাধ্য জানিবে।

উদরস্থ আহার জীর্ণ হইলে মূত্র স্নিগ্ধ এবং তৈলের তুল্য প্রভাযুক্ত হয়।

যদি কোন রোগীর মূত্র ঊর্দ্ধভাগে পীত এবং অধোভাগে রক্তবর্ণ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা পিত্তপ্রধান সন্নিপাতের লক্ষণ জানিবে।

বাতাধিক্য সন্নিপাতে মূত্রের বর্ণ মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ হয়। কফাধিক্য সন্নিপাতে মূত্রের মধ্যভাগ শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে। যাহার মূত্র ইক্ষুরসের ন্যায় এবং নেত্রদ্বয় পিঙ্গলবর্ণ হয়, তাহার রসাধিক্য জানিবে।

মলপরীক্ষা

বাতস্য চ মলং কৃষ্ণং ততঃ পিত্তস্য পীতবিট্। রক্তবর্ণং মলং কিঞ্চিন্মলং শ্বেতং কফোদ্ভবম্।। আমং বা শ্লেষ্মজং প্রাহুর্মিশ্রিতং দ্বন্দ্বজং বদেৎ। অপক্কং স্যাদজীর্ণে তু পক্কং স্বচ্ছমলং ভবেৎ।। অত্যগ্নৌ পীড়িতং শুষ্কং মন্দাগ্নৌ তু দ্রবীকৃতম্। দুর্গন্ধং চন্দ্রিকাযুক্তমসাধ্যং মললক্ষণম্।।

মলপরীক্ষা : বায়ুপ্রকোপে মল কৃষ্ণবর্ণ, পিত্তপ্রকোপে পীত বা ঈষৎ রক্তবর্ণ এবং কফপ্রকোপে শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। এই কফোদ্ভব মলের অপর নাম আম। দুই দোষের লক্ষণবিশিষ্ট মলকে দ্বন্দ্বজ কহে। অজীর্ণে অপক্ক, জীর্ণে স্বচ্ছ, অত্যগ্নিরোগে শুষ্ক এবং অগ্নিমান্দ্যে মল পাতলা হইয়া থাকে। মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ বা চন্দ্রিকাযুক্ত (ময়ূরপিচ্ছাবৎ) হইলে রোগীকে অসাধ্য জানিবে।

শব্দপরীক্ষা

গুরুস্বরো ভবেৎ শ্লেষ্মা স্ফুটবক্তা চ পিত্তলঃ। উভাভ্যাং রহিতো বাতঃ স্বরসশ্চৈব লক্ষয়েৎ।।

শ্লেষ্মার স্বর গুরু, পিত্তে স্পষ্ট এবং বায়ুতে নাতিগুরু ও নাতিস্পষ্ট হয়।

স্পর্শপরীক্ষা

পিত্তরোগী ভবেদুষ্ণো বাতরোগী চ শীতলঃ। আর্দ্রতঃ স ভবেৎ শ্লেষ্মা স্পর্শতশ্চৈব লক্ষয়েৎ।।

পিত্তরোগী উষ্ণস্পর্শ, বাতরোগী শীতলস্পর্শ এবং কফরোগী আর্দ্রস্পর্শ হয়। এইগুলি স্পর্শ দ্বারা পরীক্ষা করিবে।

বৈদ্যাদি-পাদচতুষ্টয়ম্

ভিষগ্ দ্রব্যমুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্। গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তয়ে।।

চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক এবং রোগী এই ৪টি চিকিৎসাব্যাপারের অঙ্গ বলিয়া কথিত হয়।

শ্রুতে পর্য্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা। দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্।।

আয়ুর্ব্বেদ-পারদর্শিতা, বহুদর্শিতা, ক্রিয়ানৈপুণ্য ও পবিত্রতা, বৈদ্যের এই ৪টি গুণ থাকা আবশ্যক।

প্রশস্তদেশসম্ভূতং প্রশস্তেহহনি চোদ্ধৃতম্। অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্।। উদ্ভিজ্জমপরিক্ষুণ্ণং শুদ্ধং ধাত্বাদিকং তথা। সমীক্ষ্যকালে দত্তঞ্চ প্রাহুঃ পরমমৌষধম্।।

প্রশস্তদেশে উৎপন্ন, প্রশস্ত দিবসে উদ্ধৃত, অল্পপরিমিত, মহাবীর্য্যসম্পন্ন, গন্ধ-বর্ণ-রসবিশিষ্ট ও কীটাদি কর্ত্তৃক অক্ষুণ্ণ উদ্ভিজ্জ এবং শোধিত ধাতু প্রভৃতি যথাসময়ে প্রযুক্ত হইলে উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়।

উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমনুরাগশ্চ ভর্ত্তরি। শৌচঞ্চেতি চতুর্থোহয়ং গুণঃ পরিচরে জনে।।

শুশ্রূষাভিজ্ঞ, কার্য্যকুশল, প্রভুভক্ত ও শুচিব্যক্তি শ্রেষ্ঠ পরিচারক বলিয়া কথিত হয়।

স্মৃতির্নির্দ্দেশকারিত্বমভীরুত্বমথাপি চ। জ্ঞাপকত্বঞ্চ রোগাণামাতুরস্য গুণা মতাঃ।।

যে-রোগী আপনার পীড়ার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন এবং যিনি রোগের বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষরূপে জ্ঞাত করাইতে সমর্থ ও যে-রোগী হীনসাহস না-হয়, সেই রোগীই প্রকৃত চিকিৎসাযোগ্য।

দৃষ্টকর্ম্মা চ শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈদ্যঃ সিদ্ধিভাজনঃ। একাঙ্গহীনো ন শ্লাঘ্য এক পক্ষ ইব দ্বিজঃ।।

দৃষ্টকর্ম্মা ও শাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্যই শ্রেষ্ঠ, এই উভয়ের কোন একটির অভাব হইলে বৈদ্য একপক্ষবিহীন পক্ষীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রং গুরুমুখোদীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ। যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোহন্যে তু তস্করাঃ।।

যে-বৈদ্য নিয়মিত গুরুর নিকট আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন ও পুনঃপুনঃ অভ্যাস করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই যথার্থ বৈদ্য, অন্যকে তস্কর বলিয়া জানিবে।

আয়ুর্ব্বেদং চিকিৎসাঞ্চ জ্যোতিষং ধর্ম্মনির্ণয়ম্। বিনা শাস্ত্রেণ যো ব্রূয়াৎ তমাহুর্ব্রহ্মঘাতকম্।।

যে-ব্যক্তি শাস্ত্র অধ্যয়ন না-করিয়া আয়ুর্ব্বেদ, চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই সকল বিষয়ের উপদেশ প্রদান করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া জানিবে।

কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুগ্রামী স্বয়মাগতঃ। পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা যদি।।

মলিন বসনপরিধায়ী, কর্কশভাষী, স্তব্ধ, কুগ্রামবাসী এবং স্বয়ং আগত (বিনা আহ্বানে সমাগত), এই পঞ্চপ্রকার বৈদ্য চিকিৎসা-বিষয়ে ধন্বন্তরিকল্প হইলেও কখনওই সম্মানার্হ হইতে পারেন না।

উৎসৃজত্যাত্মনাত্মানং ন বৈদ্যং পরিশঙ্কতে। তস্মাৎ পুত্রবদেনঞ্চ পালয়েদাতুরং ভিষক্।।

রোগী স্বয়ং চিকিৎসকের হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিবেন এবং বৈদ্যকে কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না। সেই হেতু চিকিৎসকও রোগীকে পুত্রের ন্যায় পালন করিবেন।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্। রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।।

আরোগ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বর্গলাভের প্রধান উপায়, ব্যাধি সেই চতুর্বর্গপ্রদ আরোগ্যকে এবং ঐহিক মঙ্গল ও জীবনকে বিনষ্ট করে।

ব্যাধয়ো দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ শারীরা মানসাস্তথা। শারীরা জ্বরকুষ্ঠাদ্যা উন্মাদাদ্যা মনোভবাঃ।।

ব্যাধি ২ প্রকার, যথা শারীরিক ও মানসিক। জ্বর বা কুষ্ঠ প্রভৃতিকে শারীরিক এবং উন্মাদ প্রভৃতিকে মানসিক ব্যাধি বলে।

দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে। সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ।।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সমতার নামই আরোগ্য এবং ইহাদের বৈষম্যই ব্যাধি বলিয়া কথিত হয়। আরোগ্যের নামান্তর সুখ, ব্যাধির নামান্তর দুঃখ।

সাধ্যোঽসাধ্য ইতি ব্যাধির্দ্বিধাতোঽপি পুনর্দ্বিধা। সুখসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো যাপ্যো যশ্চাপ্রতিক্রিয়ঃ।।

সাধ্য ও অসাধ্যভেদে ঐ ব্যাধি ২ প্রকার। এই সাধ্য ও অসাধ্য প্রত্যেকে আবার দ্বিবিধ হইয়া থাকে, যথা সুখসাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য, এই ২ প্রকারই সাধ্য। যাপ্য এবং যাহা ঔষধাদি দ্বারা অপ্রতিকার্য্য এই উভয়কেই অসাধ্য কহা যায়।

যাপ্যত্বং যাতি সাধ্যস্তু যাপ্যো গচ্ছত্যসাধ্যতাম্। জীবিতং হন্ত্যসাধ্যস্তু নরস্যাপ্রতিকারিণঃ।।

উপেক্ষিত হইলে সাধ্য ব্যাধিই যাপ্য এবং যাপ্যও অসাধ্য হয়। অসাধ্য ব্যাধি জীবন হরণ করে।

উপদ্রবলক্ষণম্

রোগারম্ভকদোষস্য প্রকোপাদুপজায়তে। যোঽন্যো বিকারঃ স বুধৈরুপদ্রব ইহোদিতঃ।।

রোগোৎপাদক দোষের অধিকতর প্রকোপজনিত যে-সকল অন্যান্য বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ উপদ্রব বলিয়া থাকেন।

অরিষ্টলক্ষণম্

রোগিণো মরণং যস্মাদবশ্যম্ভাবি লক্ষ্যতে। তল্লক্ষণমরিষ্টং স্যাদ্রিষ্টঞ্চাপি তদুচ্যতে।।

যে-লক্ষণ দ্বারা রোগীর মৃত্যু স্থিরনিশ্চয় বুঝিতে পারা যায়, তাহাকে অরিষ্ট অথবা রিষ্ট বলা যায়।

চিকিৎসালক্ষণম্

যা ক্রিয়া ব্যাধিহরণী সা চিকিৎসা নিগদ্যতে। দোষধাতুমলানাং যা সাম্যকৃৎ সৈব রোগহৃৎ।। (ক্রিয়াত্র কর্ম্ম। ব্যাধির্হ্রিয়তেঽনয়েতি ব্যাধিহরণী। করণাধিকরণয়োশ্চেতি সূত্রেণ করণার্থে ল্যুট্)।

তথা চ—

যাভিঃ ক্রিয়াভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ। সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্মতদ্ভিষজাং মতম্।। যা তুদীর্ণং শময়তি নান্যং ব্যাধিং করোতি চ। সা ক্রিয়া ন তু যা ব্যাধিং হরত্যন্যমুদীরয়েৎ।। (ক্রিয়াত্র চিকিৎসা)।

যে-ক্রিয়া ব্যাধিনাশিনী এবং দোষ ধাতু মলের সমতাকারিণী, সেই ক্রিয়াকে চিকিৎসা বলা যায়। যে-ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক ধাতুসমূহ সমতাপ্রাপ্ত হয়, সেই ক্রিয়াকেই ব্যাধির চিকিৎসা বলে এবং ঐরূপ চিকিৎসাই চিকিৎসকদিগের অভিমত।

যে-চিকিৎসা দ্বারা উৎপন্ন রোগ নষ্ট হয় এবং অন্যপ্রকার রোগ-উৎপত্তির প্রতিবন্ধকতা জন্মায়, সেই ক্রিয়াই চিকিৎসা শব্দের বাচ্য। কিন্তু যে-ক্রিয়া দ্বারা এক রোগের প্রশমন হইয়া অন্য রোগের উৎপত্তি হয়, তাহাকে চিকিৎসা বলা যাইতে পারে না। 'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ চিকিৎসা বলিয়া জানিবে।

বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ। বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ।।

যে-রূপ প্রদীপে বর্ত্তি ও তৈল সত্ত্বেও উহা নির্ব্বাণ হইতে পারে, তদ্রূপ আয়ু সত্ত্বেও কারণবশত মনুষ্যের প্রাণনাশ হয়।

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ। এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ।।

ব্যাধির স্বরূপ অবগত হওয়া এবং বেদনা অর্থাৎ উপস্থিত কষ্টের নিবারণ করাই চিকিৎসকের চিকিৎসকত্ব, ইহারা আয়ুপ্রদাতা নহেন।

যাদৃচ্ছিকো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ। বৈরী চ বৈদ্যবিদ্বেষী শ্রদ্ধাহীনঃ সশঙ্কিতঃ।। ভিষজামনিয়ম্যশ্চ নোপক্রম্য ভিষগ্বিদা। এতানুপাচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ।।

স্বেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়শক্তিবিহীন, বৈরী, বৈদ্যদ্বেষী, শ্রদ্ধাহীন, শঙ্কিত ও চিকিৎসকের অবাধ্য, এতাদৃশ ব্যাক্তিগণকে বৈদ্যের চিকিৎসা করা বিধেয় নহে। কারণ ইহাদিগকে চিকিৎসা করিলে বৈদ্যকে বহুদোষভাগী হইতে হয়।

যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ। তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিল গতিঃ।।

যে-পর্য্যন্ত প্রাণ কণ্ঠগত থাকিবে, যে-পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়শক্তি নাশ না-হইবে, সেই পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা

জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যস্তু নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ। বহ্নিশস্ত্রবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ।। যথা স্বল্পেন যত্নেন ছিদ্যতে তরুণস্তরুঃ। স এবাতিপ্রবৃদ্ধস্তু ছিদ্যতেঽতিপ্রযত্নতঃ।।

ব্যাধি উৎপন্ন হইবামাত্র চিকিৎসা করিবে, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করিবে না। কারণ সামান্য ব্যাধিও অগ্নি, শস্ত্র ও বিষের ন্যায় অল্প পরিমিত হইলেও মহান বিকার উপস্থিত করিতে পারে। যেরূপ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বৃক্ষ অল্পায়াসে ছিন্ন হয়, কিন্তু বৃহৎ হইলে অতি প্রযত্নেও তাহা ছেদন করা দুষ্কর হইয়া উঠে, ব্যাধিদিগের পক্ষেও তদ্রূপ।

চিকিৎসাসূত্রম্

অস্বস্থো যেন বিধিনা স্বস্থো ভবতি মানবঃ। তমেব কারয়েদ্ বৈদ্যো যতঃ স্বাস্থ্যং সদেপ্সিতম্।।

যে-উপায় দ্বারা অস্বস্থ মানব স্বাস্থ্যলাভ করে, চিকিৎসক সেই উপায় অবলম্বন করিবেন। কারণ স্বাস্থ্য সর্ব্বদাই অভীপ্সিত।

দোষধাতুমলানাং বৃদ্ধিনিদানম্

তত্তদ্‌বৃদ্ধিকরাহার-বিহারাতি-নিষেবণাৎ। দোষধাতুমলানাং হি বৃদ্ধিরুক্তা ভিষগ্বরৈঃ।।

যে-সকল আহার ও বিহার, বাতাদি দোষ, রসাদি ধাতু এবং মলের বৃদ্ধি করে, সেই সকল আহার-বিহারের উপযোগাধিক্যই উহাদের বৃদ্ধির কারণ।

অতিবৃদ্ধানাং দোষানাং লক্ষণানি

বাতে বৃদ্ধে ভবেৎ কার্শ্যং পারুষ্যঞ্চোষ্ণকামিতা। গাঢ়ং মলং বলঞ্চাল্পং গাত্রস্ফূর্ত্তির্বিনিদ্রতা।। বিণ্মূত্র-নেত্রগাত্রাণাং পীতত্বং ক্ষীণমিন্দ্রিয়ম্। শীতেচ্ছাতাপমূর্চ্ছাঃ স্যুঃ পিত্তে বৃদ্ধেঽল্পমূত্রতাঃ।। বিড়াদিশৌক্ল্যং শীতত্বং গৌরবঞ্চাতিনিদ্রতা। সন্ধিশৈথিল্যমুৎক্লেদো মুখসেকঃ কফেঽধিকে।।

বায়ু অধিক বর্দ্ধিত হইলে শরীর কৃশ ও পরুষ (খরস্পর্শ), উষ্ণাভিলাষ, মলের গাঢ়তা, দৌর্ব্বল্য, গাত্রস্ফূর্ত্তি (রোমাঞ্চ) ও নিদ্রাহীনতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পিত্ত অধিক বর্দ্ধিত হইলে মল, মূত্র, নেত্র ও গাত্র পীতবর্ণ, ইন্দ্রিয়সমূহ ক্ষীণ, শীতাভিলাষ, সন্তাপ, মূর্চ্ছা ও মূত্রাল্পতা এই সকল লক্ষণ এবং কফ অতিবর্দ্ধিত হইলে মলমূত্রাদির শুক্লতা, শৈত্য, গাত্রগৌরব, নিদ্রাধিক্য, সন্ধিসমূহের শৈথিল্য, উৎক্লেদ ও মুখপ্রসেক এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে।

অতিবৃদ্ধানাং ধাতুনাং লক্ষণম্

রসে বৃদ্ধেঽন্নবিদ্বেষো জায়তে গাত্রগৌরবম্। মুখপ্রসেকশ্ছর্দ্দিশ্চ মূর্চ্ছা সাদো ভ্রমঃ কফঃ।। প্রবৃদ্ধং রুধিরং কুর্য্যাদ্ গাত্রমারক্তবর্ণকম্। লোচনঞ্চ তথা রক্তং শিরাং পূরয়তেঽপি চ।।

অন্যচ্চ—

রক্তন্তু কুরুতে বৃদ্ধং বিসর্পপ্লীহবিদ্রধীন্। কুষ্ঠং বাতাস্রকং গুল্মং শিরাপূর্ণত্বকামলে।। গাত্রাণাং গৌরবং নিদ্রা মদো দাহশ্চ জায়তে। ব্যঙ্গাগ্নিসাদসংমোহ-রক্তত্বঙ্নেত্রমূত্রতাঃ।। গুদমেঢ্রাস্যপাকার্শঃ-পিড়কা-মশকাস্তথা। ইন্দ্রলুপ্তাঙ্গমর্দ্দাসৃগ্দরাস্তাপঃ করাঙ্ঘ্রিষু।। শময়েদ্রক্তবৃদ্ধ্যুত্থান রক্তস্রুতি-বিরেচনৈঃ। মাংসবৃদ্ধস্তু গণ্ডৌষ্ঠ-স্ফিগুপস্থোরুবাহুষু।। জঙ্ঘয়োঃ কুরুতে বৃদ্ধিং তথা গাত্রস্য গৌরবম্। উদরে পার্শ্বয়োর্বৃদ্ধিং কাসশ্বাসাদয়স্তথা। দৌর্গন্ধ্যং স্নিগ্ধতা গাত্রে মেদোবৃদ্ধৌ ভবেদিতি।।

অন্যচ্চ—

প্রবৃদ্ধং কুরুতে মেদঃ শ্রমমল্পেঽপি চেষ্টিতে। তৃট্স্বেদগলগণ্ডৌষ্ঠ-রোগমেহাদিজন্ম চ।। শ্বাসং স্ফিগ্-জঠরগ্রীবা-স্তনানাং লম্বনং তথা। বৃদ্ধান্যস্থীনি কুর্ব্বন্তি অস্থীন্যন্যানি চাস্থিষু। আচরন্তি তথা দন্তান্ বিকটান্ মহতস্তথা।। মজ্জবৃদ্ধৌ সমস্তাঙ্গ-নেত্রগৌরবমাচরেৎ। শুক্রশ্মরী শুক্রবৃদ্ধৌ শুক্রস্যাতি-প্রবর্ত্তনম্।।

অন্নবিদ্বেষ, গাত্রের গুরুতা, মুখপ্রসেক, বমি, মূর্চ্ছা, অবসাদ, ভ্রম, কফাধিক্য এইগুলি অতিবৃদ্ধ রসের লক্ষণ। রক্ত অতিবর্দ্ধিত হইলে সমস্ত শরীর ও নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ, শিরাসকল রক্তপূর্ণ এবং বিসর্প, প্লীহা, বিদ্রধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, গুল্ম, কামলা, গাত্রগৌরব, নিদ্রা, মত্ততা, দাহ, ব্যঙ্গ, অগ্নিমান্দ্য, মোহ, ত্বক, নেত্র ও মূত্রের রক্তবর্ণতা, গুহ্যদেশে পাক, মেঢ্রপাক, আস্যপাক, অর্শ, পিড়কা, মশক, ইন্দ্রলুপ্ত, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃগ্দার, হস্ত ও পদে সন্তাপ, এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। রক্তবৃদ্ধিজনিত রোগসকল রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। মাংস অতিবর্দ্ধিত হইলে গণ্ডদেশ, ওষ্ঠ, স্ফিক্ (পাছা), উপস্থ, উরু, বাহু ও জঙ্ঘা এই সকল স্থান মাংসল ও গাত্রগৌরব এবং মেদ অতিবর্দ্ধিত হইলে উদর ও পার্শ্বদ্বয়ের বৃদ্ধি, কাসশ্বাসাদি পীড়া, গাত্রের দৌর্গন্ধ্য ও স্নিগ্ধতা হইয়া থাকে। কেহ বলেন, মেদ বর্দ্ধিত হইলে অল্প পরিশ্রমেই শ্রান্তিবোধ, পিপাসা, ঘর্ম্ম, গলগণ্ড, ওষ্ঠরোগ, মেহাদি ও শ্বাসরোগ জন্মে এবং স্ফিক্, জঠর, গ্রীবা ও স্তনদ্বয় লম্বিত হয়। অস্থি বর্দ্ধিত হইলে অস্থিসমূহে অন্য অস্থির উৎপত্তি হয় এবং দন্তসকল বৃহৎ ও বিকট হইয়া থাকে। মজ্জবৃদ্ধি হইলে সমস্ত অঙ্গ ও নেত্রদ্বয়ে ভারবোধ হয়। শুক্রবৃদ্ধি হইলে শুক্রশ্মরী ও শুক্রের অতিস্রাব হইয়া থাকে।

অতিবৃদ্ধানাং মলাদীনাং লক্ষণানি

মলপ্রবৃদ্ধাবাটোপা জায়তে জঠরে ব্যথা। মূত্রে বৃদ্ধে মুহুর্মূত্রমাধ্মানং বস্তিবেদনা।। স্বেদে বৃদ্ধে তু দৌর্গন্ধ্যং ত্বচি কণ্ডূশ্চ জায়তে। আর্ত্তবাতিপ্রবৃত্তিঃ স্যাদ্ দৌর্গন্ধ্যঞ্চার্ত্তবে ভবেৎ।। অঙ্গমর্দ্দশ্চ জায়েত লিঙ্গং স্যাদার্ত্তবেঽধিকে। স্তনয়োরতিপীনত্বং ক্ষীরস্রাবো মুহুর্ম্মুহুঃ।। তোদশ্চ তত্র ভবতি স্তন্যাধিক্যস্য লক্ষণম্। উদরাদিপ্রবৃদ্ধিস্তু বৃদ্ধে গর্ভেঽতিজায়তে। স্বেদস্তু গর্ভবত্যাঃ স্যাৎ প্রসবে ব্যসনং মহৎ।।

মল বর্দ্ধিত হইলে আটোপ (উদরে বেদনার সহিত গুড়গুড় শব্দ) ও পেটে ব্যথা; মূত্র বর্দ্ধিত হইলে বারংবার মূত্রত্যাগ, আধ্মান ও বস্তিদেশে বেদনা; স্বেদ বর্দ্ধিত হইলে গাত্রের দৌর্গন্ধ্য ও কণ্ডু; আর্ত্তব বর্দ্ধিত হইলে আর্ত্তবের অতিস্রাব, তাহাতে দুর্গন্ধ এবং অঙ্গমর্দ্দ; স্তন্যাধিক্যে স্তনদ্বয়ে অতিপীনতা, বারংবার দুগ্ধস্রাব ও স্তনদ্বয়ে সূচীবেধবৎ বেদনা; গর্ভ বর্দ্ধিত হইলে উদরাদির বৃদ্ধি, গর্ভিণীর স্বেদ ও প্রসবে বিপত্তি এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়।

অতিবৃদ্ধানাং দোষাদীনাং হ্রাসনম্

তত্তদ্‌হ্রাসকরাহার-বিহারপরিসেবনৈঃ। দোষদাতুমলানাং হি হ্রাসো নিগদিতো নৃণাম্।। পূর্ব্বঃ পূর্ব্বোহতি-বৃদ্ধত্বাদ্ বর্দ্ধয়েদ্ধি পরং পরম্। তস্মাদতিপ্রবৃদ্ধানাং ধাতুনাং হ্রাসনং হিতম্।।

যে-সকল আহারবিহার দ্বারা দোষ ধাতু ও মলসমূহের হ্রাস হয়, সেই সকল আহারবিহার সেবন করিবে। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব দোষাদি অতিবর্দ্ধিত হইলে পর-পর দোষাদিকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে, তজ্জন্য অতিপ্রবৃদ্ধ দোষাদির হ্রাস করা শ্রেয়।

দোষধাতুমলানাং ক্ষয়স্য নিদানানি

অসাত্ম্যান্নসদাক্রোধ-শোকচিন্তাভয়শ্রমৈঃ। অতিব্যবায়ানশনাত্যর্থসংশোধনৈরপি।। বেগানাং ধারণাচ্চাপি সাহসাদভিঘাততঃ। দোষাণামথ ধাতূনাং মলানাঞ্চ ভবেৎ ক্ষয়ঃ।।

অসাত্ম্য অন্নভোজন, সর্ব্বদা ক্রোধ, শোক, চিন্তা, ভয়, পরিশ্রম, অতিরিক্ত মৈথুন, উপবাস, অতিরিক্ত বমন ও বিরেচনাদি সংশোধন, বেগধারণ, সাহস ও অভিঘাত, এই সকল কারণে দোষধাতু ও মলসমূহের ক্ষয় হয়।

তেষাং ক্ষীণানাং লক্ষণানি

বাতক্ষয়েহল্পচেষ্টত্বং মন্দবাক্যং বিসংজ্ঞতা। পিত্তক্ষয়েহধিকঃ শ্লেষ্মা বহ্নিমান্দ্যং প্রভাক্ষয়ঃ।। সন্ধয়ঃ শিথিলা মূর্চ্ছা রৌক্ষ্যং দাহ কফক্ষয়ে। হৃৎপীড়া কণ্ঠশোষশ্চ ত্বক্ শূন্যা তৃড়্‌রসক্ষয়ে।। শিরা শ্লথা হিমাম্লেচ্ছা ত্বক্‌পারুষ্যং ক্ষয়েহসৃজঃ। গণ্ডৌষ্ঠকন্ধরাস্কন্ধ-বক্ষোজঠরসন্ধিষু।। উপস্থপ্রোথপিণ্ডীষু শুষ্কতা গাত্ররুক্ষতা। তোদো ধমন্যঃ শিথিলা ভবেয়ুর্মাংসসংক্ষয়ে।। প্লীহাভিবৃদ্ধিঃ সন্ধীনাং শূন্যতা তনুরুক্ষতা। প্রার্থনা স্নিগ্ধমাংসস্য লিঙ্গং স্যান্মেদসঃ ক্ষয়ে।। অস্থিশূলং তনৌ রৌক্ষ্যং নখদন্তক্রুটিস্তথা। অস্থিক্ষয়ে লিঙ্গমেতদ্ বৈদ্যৈঃ সর্ব্বৈরুদাহৃতম্।। শুক্রাল্পত্বং পর্ব্বভেদস্তোদঃ শূন্যত্বমস্থিনি। লিঙ্গান্যেতানি জায়ন্তে নরাণাং মজ্জসংক্ষয়ে।। শুক্রক্ষয়ে রতেহশক্তির্ব্যথা শেফসি মুষ্কয়োঃ। চিরেণ শুক্রসেকঃ স্যাৎ সেকে রক্তাল্পশুক্রতা।।

বায়ুক্ষয় হইলে আলস্য বাক্যাল্পতা ও সংজ্ঞাহীনতা; পিত্তক্ষয়ে শ্লেষ্মার আধিক্য অগ্নিমান্দ্য ও প্রভাহীনতা এবং কফক্ষয় হইলে মূর্চ্ছা, শরীর রুক্ষ, দাহ ও সন্ধিসকল শিথিল হয়। রসক্ষয় হইলে হৃদয়ে বেদনা, কণ্ঠশোষ, ত্বকে শূন্যতাবোধ ও পিপাসা; রক্তক্ষয়ে শিরাসমূহ শ্লথ, শীতল দ্রব্যে ও অম্ল দ্রব্যে ইচ্ছা এবং ত্বকের পরুষতা; গণ্ড ওষ্ঠ গলদেশ স্কন্ধ বক্ষ উদর সন্ধিস্থল উপস্থ প্রোথ (পাছা) ও পিণ্ডীতে (পায়ের ডিম) শুষ্কতা, গাত্রের রুক্ষতা, সূচীবেধবৎ বেদনা এবং ধমনীসকলের শিথিলতা এইগুলি মাংসক্ষয়ের লক্ষণ। প্লীহার বৃদ্ধি, সন্ধিসমূহের শূন্যতা, শরীরের রুক্ষতা, স্নিগ্ধমাংসে অভিলাষ, এইগুলি মেদক্ষয়ের লক্ষণ। অস্থিসমূহে শূল, শরীরের রুক্ষতা, নখ ও দন্তের ক্ষয়, এইগুলি অস্থিক্ষয়ের লক্ষণ। শুক্রের অল্পতা, পর্ব্বভেদ, তোদ, অস্থিসমূহে শূন্যতাবোধ এইগুলি মজ্জক্ষয়ের এবং রমণকার্য্যে অসামর্থ্য, লিঙ্গে ও কোষে বেদনা, বিলম্বে শুক্রক্ষরণ এবং অল্প রক্তমিশ্রিত শুক্রস্রাব, এই সকল শুক্রক্ষয়ের লক্ষণ।

মলাদীনাং ক্ষয়লক্ষণানি

পুরীষস্য ক্ষয়ে পার্শ্বে হৃদয়ে চ ব্যথা ভবেৎ। সশব্দস্যানিলস্যোর্দ্ধগমনং কুক্ষিসংবৃতিঃ।। মূত্রক্ষয়েহল্পমূত্রত্বং বস্তৌ তোদশ্চ জায়তে।। স্বেদনাশস্ত্বচো রৌক্ষ্যং চক্ষুষোরপি রুক্ষতা। স্তব্ধাশ্চ রোমকূপাঃ স্যুর্লিঙ্গং স্বেদক্ষয়ে ভবেৎ।। আর্ত্তবস্য স্বকালে চাভাবস্তস্যাল্পতাথবা। জায়তে বেদনা যোনৌ লিঙ্গং স্যাদার্ত্তবক্ষয়ে।।

অভাবঃ স্বল্পতা বা স্যাৎ স্তন্যস্য ভবতস্তথা। ম্লানৌ পয়োধরাবেতল্লক্ষণং স্তন্যসংক্ষয়ে।। অনুন্নতো ভবেৎ কুক্ষির্গর্ভস্যাস্পন্দনং তথা। ইতি গর্ভক্ষয়ে প্রাজ্ঞৈর্লক্ষণং সমুদাহৃতম্।।

মলক্ষয় হইলে পার্শ্বদ্বয়ে ও হৃদয়ে বেদনা, বায়ুর সশব্দ ঊর্ধ্বগমন ও উদরের সঙ্কোচ; মূত্রক্ষয় হইলে মূত্রের স্বল্পতা ও বস্তিদেশে সূচীবেধবৎ বেদনা; স্বেদক্ষয়ে ঘর্ম্মাভাব, ত্বক ও চক্ষুর্দ্বয়ের রুক্ষতা ও রোমকূপসমূহের স্তব্ধতা; আর্ত্তবক্ষয়ে ঋতুকালে ঋতু না-হওয়া ও যোনিতে বেদনা, স্তন্যক্ষয়ে স্তন্যের অভাব বা অল্পতা ও স্তনদ্বয় ম্লান; এবং গর্ভক্ষয় হইলে কুক্ষিদেশের অনুন্নতি ও গর্ভের অস্পন্দন, এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ক্ষীণানাং দোষাদীনাং বর্দ্ধনোপায়ঃ

দোষধাতুমলক্ষীণো বলক্ষীণোঽপি মানবঃ। তত্তৎসংবর্দ্ধনং যত্তদন্নপানং প্রকাঙ্ক্ষতি।। যদ্‌যদাহারজাতন্তু ক্ষীণঃ প্রার্থয়তে নরঃ। তস্য তস্য স লাভেন তত্তৎক্ষয়মপোহতি।। ওজস্তু বর্দ্ধতে নৃণাং সুস্নিগ্ধৈঃ স্বাদুভিস্তথা। বৃষ্যৈরন্যৈর্বিশেষাৎ তু ক্ষীরমাংসরসাদিভিঃ।।

দোষধাতু মল বা বল ক্ষীণ হইলে তত্তৎদোষাদির বর্দ্ধক অন্ন এবং পানীয়ে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সুতরাং তত্তৎ দোষ ও ধাতু প্রভৃতির বর্দ্ধক অন্নপান প্রদান করিলে তাহাদের ক্ষয় নিবারিত হইয়া থাকে। সুস্নিগ্ধ ও মধুররস দ্রব্য এবং বৃষ্যদ্রব্য, বিশেষত ক্ষীর ও মাংসরস প্রভৃতি সেবনে ওজঃ বর্দ্ধিত হয়।

স্বস্থলক্ষণম্

সমাদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুঃ সমক্রিয়ঃ। প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে।। (সমক্রিয়ঃ শরীরানুরূপকর্ম্মা। আত্মাত্র শরীরম্)।

যাহাদের বাতাদি দোষ, অগ্নি ও ধাতুসকলের সমতা আছে, যাহারা সমক্রিয় অর্থাৎ শরীরের অনুরূপ কার্য্যকারী, এবং যাহাদের শরীর ইন্দ্রিয় ও মন প্রসন্ন, তাহাদিগকে সুস্থ বলে।

তন্ত্রান্তরেঽপি—

বিণ্মূত্রাখিলদোষধাতুসমতা কাঙ্ক্ষান্নপানে রুচির্ভুক্তং জীর্য্যতি পুষ্টয়ে পরিণতিঃ স্বপ্নাববোধে সুখম্। গৃহ্নীতে বিষয়ান্ যথাস্বমুচিতান্ বৃত্তিং মনোবৃত্তিতঃ স্বস্থস্যাভিহিতং চতুর্দ্দশবিধং জন্তোরিদং লক্ষণম্।। (রুচি শরীরকান্তিঃ)।

মল, মূত্র, বাতাদি দোষ ও রসাদি ধাতুসমূহের সমতা, অন্ন ও পানীয়ে অভিলাষ, রুচি (শরীরের কান্তি), ভোজন, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক, তজ্জন্য পুষ্টি, সুখে নিদ্রা ও জাগরণ, ইন্দ্রিয়সকলের যথোপযুক্ত বিষয় গ্রহণ ও মনোযোগের সহিত কার্য্য, এই চতুর্দ্দশপ্রকার স্বস্থ ব্যক্তির লক্ষণ।

ইত্যায়ুর্ব্বেদ-সংগ্রহে রোগিপরীক্ষাপ্রকরণম্।।

বর্ণানুক্রমিক সূচী

য

ল

শ

স

হ